"বই মনের খাদ্য।
বেশি বেশি বই পড়ুন,
মনকে সুস্থ রাখুন।।"

মোঃ কবিরুল ইসলাম
(DMC K-69)

www.facebook.com/kabiruldmc

kabirul.dmc@gmail.com

বিশ্বমিতালি সঙ্ঘের মুখপত্র

লিপিমিতা

প্রধান সম্পাদক—বিশ্বদূত

বৈশাখ — . জ্যৈষ্ঠ — ১৩৭৯

১৩শ বর্ষ ১ম সংখ্যা

সূচীপত্র

পর পৃষ্ঠায়

মুদ্রণে—

বেঙ্গল প্রেস

৫১, ভৈরব দত্ত লেন, সালকিয়া,
(বড়বাগান) হাওড়া, ওয়েষ্ট বেঙ্গল

সূচীপত্র

বিশ্বমিতালি সঙ্ঘের মুখপত্র

লিপিমিতা

প্রধান সম্পাদক—বিশ্বদূত

আষাঢ় — শ্রাবণ- ১৩৭৯

১৩শ বর্ষ ২য় সংখ্যা

সূচীপত্র

মুদ্রণে—

বেঙ্গল প্রেস

৫১, ভৈরব দত্ত লেন, সালকিয়া,

(বড়বাগান) হাওড়া, ওয়েষ্ট বেঙ্গল

সূচীপত্র

বিশ্বমিতালি সঙ্ঘের মুখপত্র

লিপিমিতা

প্রধান সম্পাদক—বিশ্বদূত

ভাদ্র — আশ্বিন — ১৩৭৯

১৩শ বর্ষ ৩য় সংখ্যা

সূচীপত্র

পর পৃষ্ঠা

মুদ্রণে—

বেঙ্গল প্রেস

৫১, ভৈরব দত্ত লেন, সালকিয়া,

(বড়বাগান) হাওড়া, ওয়েষ্ট বেঙ্গল

সূচীপত্র

—:•:—

বিশ্বমিতালি সঙ্ঘের মুখপত্র

লিপিমিতা

প্রধান সম্পাদক—বিশ্বদূত

কার্ত্তিক — অগ্রাণ — পৌষ — ১৩৭৯

১৩শ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা

সূচীপত্র

(পরবর্ত্তী পৃষ্ঠায়)

মুদ্রণে—

বেঙ্গল প্রেস

৫১, ভৈরব দত্ত লেন, সালকিয়া,

(বড়বাগান) হাওড়া, ওয়েষ্ট বেঙ্গল।

সূচীপত্র

::——::

বিশ্বমিতালি সঙ্ঘের মুখপত্র

লিপিমিতা

প্রধান সম্পাদক—বিশ্বদূত

মাঘ — ফাল্গুন — চৈত্র — ১৩৭৯

ত্রয়োদশ বর্ষ ৫ম সংখ্যা

সূচীপত্র

মুদ্রণে—

বেঙ্গল প্রেস

৫১, ভৈরব দত্ত লেন, সালকিয়া,

(বড়বাগান) হাওড়া, ওয়েষ্ট বেঙ্গল।

সূচীপত্র

বিশ্বমিতালি সঙ্ঘের মুখপত্র

লিপিমিতা

প্রধান সম্পাদক—বিশ্বদূত

বৈশাখ — জ্যৈষ্ঠ — ১৩৮০

১৪শ বর্ষ ১ম সংখ্যা (নববর্ষ বিশেষ সংখ্যা)

সূচীপত্র

(পরবর্তী পৃষ্ঠায়)

মুদ্রণে—

বেঙ্গল প্রেস

৫১, ভৈরব দত্ত লেন, সালকিয়া,
(বড়বাগান) হাওড়া, ওয়েষ্ট বেঙ্গল।

সূচীপত্র

বিশ্বমিতালি সঙ্ঘের মুখপত্র

লিপিমিতা

প্রধান সম্পাদক—বিশ্বদূত

আষাঢ়· শ্রাবন· ১৩৮০

১৪শ বর্ষ ২য় সংখ্যা

সূচীপত্র

পর পৃষ্ঠায়

মুদ্রণে—

বেঙ্গল প্রেস

৫১, ভৈরব দত্ত লেন, সালকিয়া,
(বড়বাগান) হাওড়া, ওয়েষ্ট বেঙ্গল।

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা

বিশ্বমিতালি সঙ্ঘের মুখপত্র

লিপিমিতা

প্রধান সম্পাদক—বিশ্বদূত

ভাদ্র— আশ্বিন— ১৩৮০

১৪ বর্ষ ৩য় সংখ্যা

সূচীপত্র

পর পৃষ্ঠায়

মুদ্রণে—

বেঙ্গল প্রেস

৫১, ভৈরব দত্ত লেন, সালকিয়া,
(বড়বাগান) হাওড়া, ওয়েষ্ট বেঙ্গল।

সূচীপত্র

বিশ্বমিতালি সঙ্ঘের মুখপত্র

লিপিমিতা

প্রধান সম্পাদক বিশ্বদূত—

মাঘ— ফাল্গুন - চৈত্র - ১৩৮১

১৫শ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা

মুদ্রণে—বেঙ্গল প্রেস

৫১, ভৈরব দত্ত লেন, সালকিয়া, হাওড়া।

—সুচীপত্র—

পৃষ্ঠা

ঃ উন্মোচন ঃ

পত্রালাপী মিতাদের প্রত্যক্ষ পরিচয় উদ্‌ঘাটনের শ্রেষ্ঠ মাধ্যম হল আলোকচিত্র নীচে কয়েকজন বিশ্বমিতার প্রতিকৃতি উন্মোচন করা হল। আশাকরি অদূর ভবিষ্যতে মিতাদের সাক্ষাৎ আলাপের সূচনা অধিকতর সহজ ও সরল হবে। — সংঘমিত্রা

বি ৬২২৮ লাল মোহন সেন

বি ৫৬৯৫ সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায়

বি ৬১১৪ প্রভাত কুমার পাল (বটু)

বি ৫৪৭৮ শ্যামল নন্দী
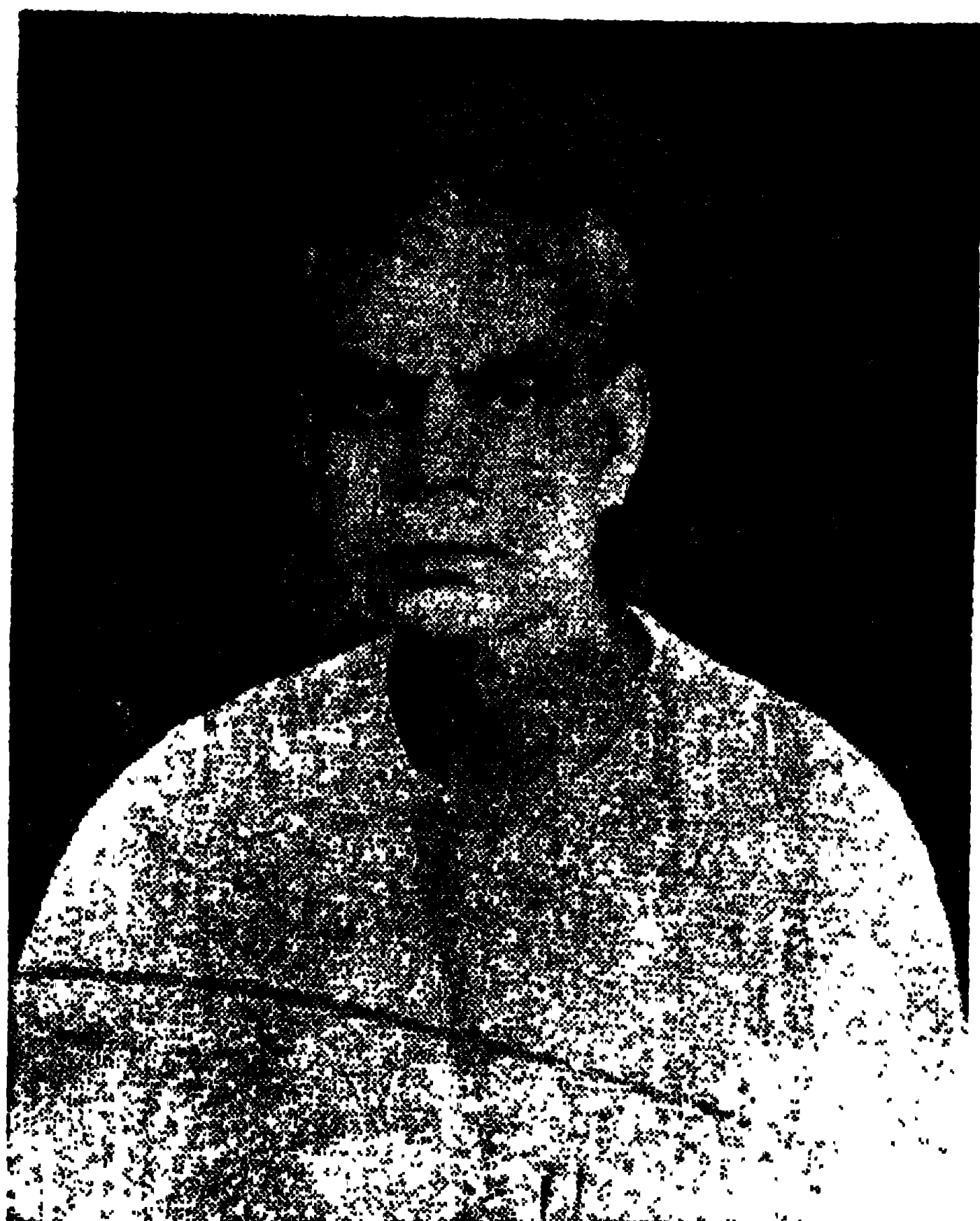
বি ১৬২ ডাঃ ক্ষীরোদ গোপাল দে
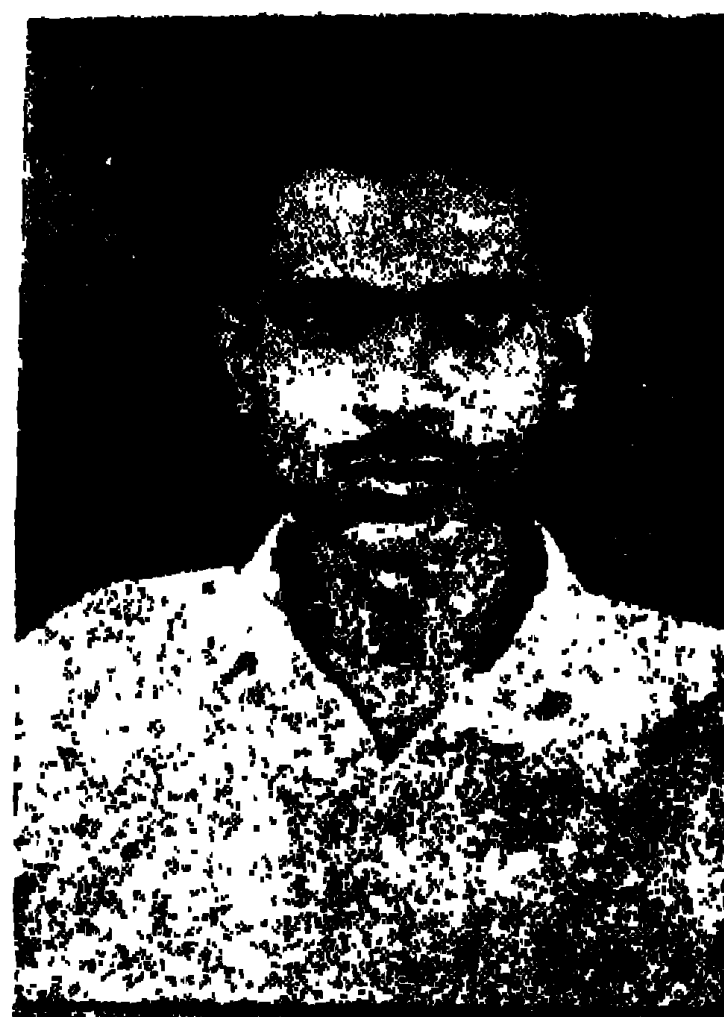
৪৭০১ গোকুল ভূষন দেব সিংহ

বি ৫৮৬১ সোমনাথ চ্যাটার্জী

বি ৬৩৫২ শংকর ব্যানার্জী
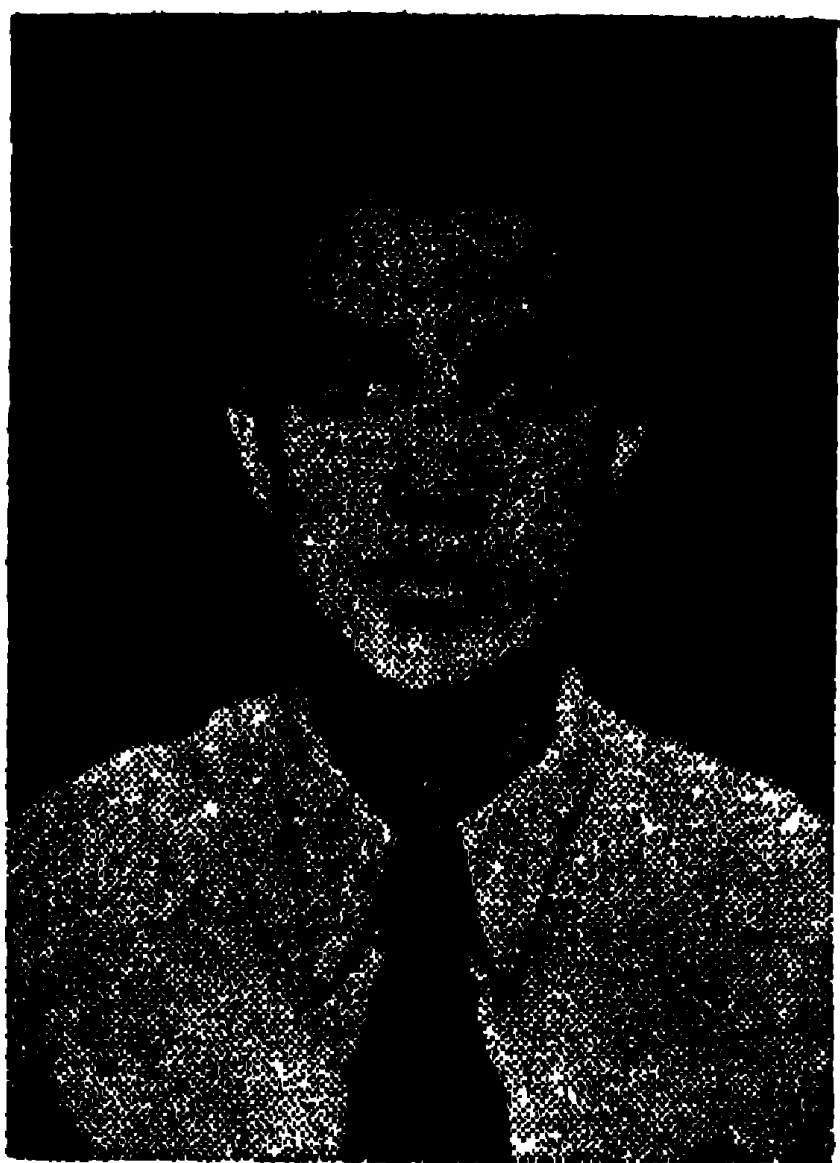
বি ৩৩৪৫ সমীর দে
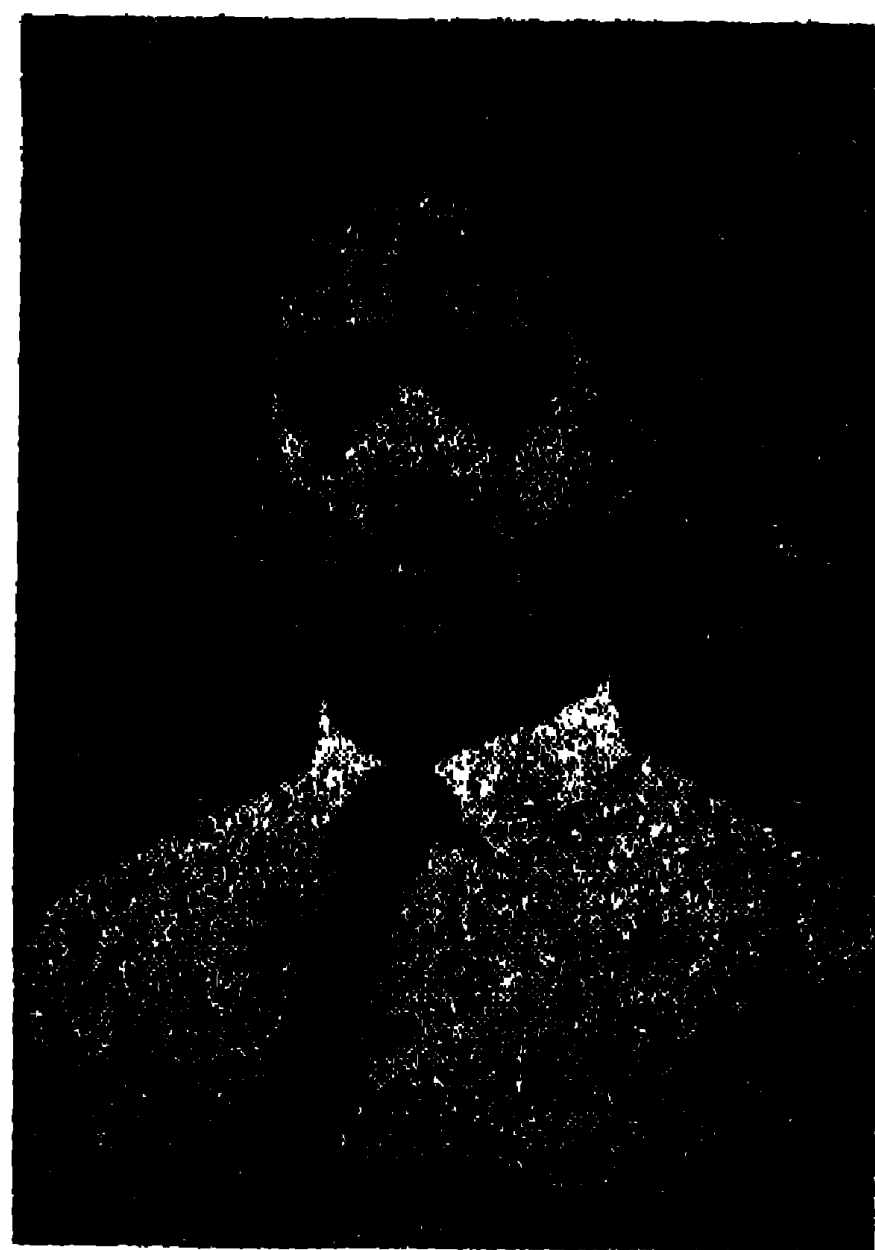
৬৩৩৩ ডাঃ তিমির বরণ ভট্টাচার্য্য

বি ৫৪৬০ জ্ঞানেন্দ্র নাথ রায়

বি ৫৮৯৭ নরেন্দ্র দেবশর্ম্মা

বি ৬৩৮৪ ডাঃ রণেন্দ্র নাথ দে

৺শান্তি দেবী অঙ্কন প্রতিযোগিতা

১ম পুরস্কারপ্রাপ্ত ৫০৩১ বিজয়া পাঁজা

১য পুরস্কারপ্রাপ্ত ৬৩৩১ তপন দাসগুপ্ত

নববর্ষের দিনপঞ্জী—১৩৭৯

(ইংরাজী ১৯৭২ - ৭৩)

দেশে - বিদেশে মিতাদের সুবিধার জন্য বাংলা তারিখের সঙ্গে ইংরাজী তারিখ প্রকাশ করা হল। স্থানাভাব বশতঃ পূর্ণ বৎসরের প্রতিটি দিনের তারিখ উল্লেখ করা সম্ভব হল না। বাংলা মাসের পয়লা ও সংক্রান্তির সঙ্গে একাদশী, অমাবস্যা, পূর্ণিমা এবং বিভিন্ন পর্বাদির তারিখগুলি ইংরাজী তারিখ সহ নীচে উল্লেখ করা হল। মিতারা একটু চেষ্টা করলে সহজেই অনুল্লিখিত তারিখ-হিসেব করে নিতে পারবেন। স্থান সঙ্কলানের জন্য বাংলা ও ইংরাজী মাসের প্রথম বর্ণ এবং একাদশীর এ, অমাবস্যার অ. পূর্ণিমার পূ. ও ছুটির ছু সাঙ্কেতিক চিহ্নরূপে ব্যবহার করা হয়েছে।

বৈশাখ :—

১লা বৈশাখ শনিবার ১৪ই এপ্রিল নববর্ষ ছু। ১১ই বৈ. ২৪শে এপ্রিল এ। ১৪ই বৈশাখ ২৭শে এ. ছু। ১৫ই বৈ. ২৮শে এ. ছু। ১৮ই বৈ. ১লা মে সোমবার ছু। ২৫শে বৈ. ৮ই মে রবীন্দ্র জয়ন্তী। ২৬শে বৈ. ৯ই মে এ। ৩০শে বৈ ১৩ই মে অ। ৩১শে বৈ ১৪ই মে সংক্রান্তি।

জ্যৈষ্ঠ :—

১লা জ্যৈষ্ঠ ১৫ই মে সোমবার অক্ষয়-তৃতীয়া। ৭ই জ্যৈ ২১শে মে সীতানবমী ব্রত। ৯ই জ্যৈ ২৩শে মে. এ। ১৩ই জ্যৈ ২৭শে মে গন্ধেশ্বরী পূজা। ১৪ই জ্যৈ ২৮শে মে বুদ্ধপূর্ণিমা। ২৫শে জ্যৈ ৮ই জুন এ। ২৭শে জ্যৈ ১০ই জু সাবিত্রীব্রত। ২৮শে জ্যৈ ১১ই জু অ। ৩১শে জ্যৈ ১৪ই জু সংক্রান্তি।

আষাঢ় :—

১লা আষাঢ় ১৫ই জুন বৃহস্পতিবার। ৩রা আ. ১৭ই জু জামাইষষ্ঠী। ৭ই আ. ২১শে জু দশহরা। ৮ই আ. ২২শে জু. এ। ১১ই আ. ২৬শে জু পূ. স্নানযাত্রা। ১৬ই আ. ৩০শে জু. ছু। ২৩শে আ. ৭ই জুলাই এ। ২৬শে আ. ১০ই জু অ। ২৮শে আ. ১১ই জু. রথযাত্রা। ৩২শে আ. ১৬ই জু সংক্রান্তি।

শ্রাবণ :—

১লা শ্রাবণ ১৭ই জুলাই সোমবার।

৬ই শ্রা. ১১শে জু. এ। ১০ই শ্রা. ২৬শে জু পূ। ২০শে শ্রা ৫ই আগষ্ট এ। ২৪শে শ্রা ৯ই আ. অ। ৩০শে শ্রা ১৫ই আ. স্বাধীনতা দিবস ছু। ৩১শে শ্রা. ১৭ই আ. সংক্রান্তি।

ভাদ্র : –

১লা ভাদ্র ১৮ই আগষ্ট শুক্রবার। ৩রা ভা. ২০শে আ. এ ঝুলনযাত্রা। ৭ই ভা. ২৪শে আ. পূ। ১৪ই ভা. ৩১শে আ. জন্মাষ্টমীব্রত। ৩১শে ভা. ১৭ই সে. সংক্রান্তি, বিশ্বকর্ম্মা পূজা ছু।

আশ্বিন :—

১লা আশ্বিন ১৮ই সেপ্টেম্বর সোমবার। ২রা আ. ১৯শে সে এ। ৬ই আ. ২৩শে সে. পূ। ১৫ই আ. ২রা অক্টোবর গান্ধীর জন্মদিন ছু। ১৬ই আ. ৩রা অক্টোবর এ। ১৯শে আ. ৬ই অ, মহালয়া। ২০শে আ, ৭ই অ, অ। ২৬শে আঃ ১৩ই অ, দুর্গাষষ্ঠী। ২৭শে আঃ ১৪ই অ. সপ্তমী, ২৮শে আঃ ১৫ই অ অষ্টমী ছু। ২৯শে আঃ ১৬ই অ নবমী। ৩০শে আঃ ১৭ই অ, বিজয়া দশমী ছু।

কার্ত্তিক :—

১লা কার্ত্তিক ১৮ই অক্টোবর বুধবার এ। ৫ই কাঃ ২২শে অ, কোজাগরী লক্ষ্মী পূজা ছু। ১৫ই কাঃ ১লা নভেম্বর এ। ১৯শে কাঃ ৫ই ন, শ্যামাপূজা ছু। ২১শে কার্ত্তিক ৭ই নঃ ভাইফোঁটা। ২৯শে কাঃ ১৫ই ন, জগদ্ধাত্রীপূজা ছু। ৩০শে কাঃ ১৬ই ন, কার্ত্তিক পূজা।

অগ্রহায়ণ : —

১লা অগ্রহায়ণ ১৭ই নভেম্বর শুক্রবার এ। ৪ঠা অঃ ২০শে ন, গুরুনানকের জন্ম দিন ও রাসযাত্রা ছু। ১৫ই অঃ ১লা ডিসেম্বর এ, ১৯শে অঃ ৫ই ডিসেম্বর অ। ২৯শে অ, ১৫ই ডিঃ সংক্রান্তি।

পৌষ :—

১লা পৌষ ১৬ই ডিঃ শনিবার এ। ৫ই পৌ ২০শে ডিঃ পূ। ১০ই পৌ ২৫শে ডিঃ বড়দিন ছু। ১৬ই পৌষ ৩১শে ডিঃ এ, ছু। ১৭ই পৌ ১লা জানুয়ারী ইং নববর্ষ ছু। ২০শে পৌ ৪ঠা জানুয়ারী অ। ৩০শে পৌষ ১৪ই জাঃ সংক্রান্তি।

নববর্ষের দিন পঞ্জী-১৩৭৯

মাঘ :—

১লা মাঘ ১৫ই জানুয়ারী সোমবার। ২রা মাঃ ১৬ই জাঃ ইতুজ্জোহা ছু। ৪ঠা মাঃ ১৮ই জাঃ পূ॥ ৯ই মাঃ ২৩শে জাঃ নেতাজী জন্মদিবস ছু॥ ১২ই মাঃ ২৬শে জাঃ সাধারণতন্ত্র দিবস ছু। ১৬ই মা ৩০শে জাঃ এ। ২০শে মাঘ ৩রা ফেব্রুয়ারী অ। ১৫শে মাঘ ৮ই ফেঃ সরস্বতী পূজা ছু। ২৬শে মাঃ ৯ই ফেঃ শীতল ষষ্ঠী। ২৯.শে মাঃ ১২ই ফেঃ সংক্রান্তি।

ফাল্গুন :—

১লা ফাল্গুন ১৩ই ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার এ। ২রা ফাঃ ১৪ই ফেঃ মহরম ছু। ৫ই ফাঃ ১৭ই ফেঃ পূ। ১৬ই ফাল্গুন ২৮শে ফেঃ এ। ১৯শে ফাঃ ৩রা মার্চ্চ শিবরাত্রি। ২০শে ফাঃ ৪ঠা মাঃ অ। ৩০শে ফাঃ ১৪ই মাঃ সংক্রান্তি।

চৈত্র :—

১লা চৈত্র ১৫ই মার্চ্চ বৃহস্পতিবার এ। ৪ঠা চৈঃ ১৮ই মাঃ দোলযাত্রা ছু। ১৬ই চৈত্র ৩০শে মাঃ এ। ২০শে চৈঃ ৩রা এপ্রিল অ। ২১শে চৈঃ ৪ঠা এ আখেরি-চাহারসুম্বা। ২৬শে চৈঃ ৯ই এঃ বাসন্তী-পূজা। ২৭শে চৈ- ১০ই এ, অন্নপূর্ণাপূজা। ২৮শে চৈঃ ১১ই এঃ রামনবমী ছু। ২৯শে চৈঃ ১২ই এঃ নীলের পূজা। ৩০শে চৈঃ ১৩ই এঃ চড়কপূজা।

—::—

জগৎ যা কিছু বলুক আমার কর্ত্তব্য কার্য করে চলে যাব - এই জানব বীরের কাজ নতুবা একি বলছে ওকি লিখছে ওসব নিয়ে দিন রাত থাকলে জগতে কোন মহৎ কাজ হয় না।

—বিবেকানন্দ

সংগ্রাহক — ৫৭৫৫ বিশ্বনাথ সিন্হা

বিদেশে ভারতীয় রাষ্ট্রদূত

নীচে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য দেশের ভারতীয় রাষ্ট্রদূতের নাম ও ঠিকানা প্রকাশ করা হল। প্রত্যেকটি ঠিকানায় Embassy of India কথাটি যেন যোগ করে দেওয়া হয়।

আফগানিস্থান – A. N. Mehta Malaiwat. Kabul.

বাংলাদেশ — S. Dutta, Dacca.

বর্ম্মা — R. Khathing, 545/547, Merchant St. Po: box No - 751 Rangoon.

চীন — B. C. Misra, Minister. 8, Kwang Hua lu, Peking.

কঙ্গো — Surendra Sing, Po: box No - 1026. 18B, Avenue 8, EME Armee Kalina, Kinshasa

কিউবা — B. K. Massand. Havana Ambassador Resident in Mexico

ফ্রান্স – D, N, Chatterjee, 15 Rue Alfred Dehodencq Paris-16E

জার্মানী - (ফেডেরাল) Kewal Sing 262, Adenaurallee, Bonn,

গ্রীস — P, Narayan Menon Ambassador Resident in Belgrade (Yogoslavia)

ইন্দোনেশিয়া — N, Balochandran Menon. P, B, No, 118 - 44, Kebon. Serih, Djakarta

ইরান — M, A, Rahman, 166, Avenue Saba Shomali, Teheran

জাপান — V, A, Kidwai Ring Road No 1, Dasmah, Kuwait

মেক্সিকো — S, K, Roy, Comte - 44, Mexico, 5 D, F

পোল্যাণ্ড — K, Natwar Sing 16 Niegolewskiego, Warsaw - 36

আরবীয় যুক্তরাষ্ট্র — T, T, P, Abdullah Sulaiman Al - Turkey House, 1 - Sharifa, Airport Road Jeddah

বিদেশে ভারতীয় রাষ্ট্রদূত

স্পেন— S, B, Shah, Calle vela-puer - 93, **Madrid**

তুর্কী U S **Bajpai** 24, Kib-s sokak, Cankaya, Ankara

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র — L. K, Jha, 107, Massa Chusstts Avenue, W, Washington 8, D C

সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র - Dr, K, S, helvankar, 648 Ulitsa Obukha, loscow

যুগোশ্লাভিয়া - P, Narayan Me-on Proleterskch Brigade, 9, elgrade

High Commissions

অষ্ট্রেলিয়া - A, M, Thomas, 63 uggaway, Redhill, Canberra

কানাডা - A, B, Bhadkamkar 10 mclarenst, Ottawa - 4

সিংহল - Y, K, Puri, 7 Ko-upitiya„ station Road Colomb- - 3

কেনিয়া - G, sing„ Jeevan Bh-ratibld, Harambee Avenue, 59 B no 30074 Nairobi

মালয়েশিয়া - K, C. Nair. P B no - I9 Malacca street, Kualalu-mpur

ভারতে বৈদেশিক রাষ্ট্রদূত

ভারতে উল্লেখযোগ্য বৈদেশিক রাষ্ট্রদূতগণের নাম ও ঠিকানা নীচে প্রকাশ করা হল।

বর্ম্মা - U, Hlamaw Plot no - 3. block no - 50F, santipath Chanakyapuri. new Delhi - 21

বাংলাদেশ - Dr; A R Mallik; New Delhi Hassain Ali Calcutta

ফ্রান্স - Count Jeanvyan De Lagarde. 2 Aurangzeb Road; new Delhi - 11

জার্ম্মানী - (ফেডারল) Dietrichvon mirbach; no - 6 block no - 50G santipath. Chanakyapuri; new Delhi - 21

ইন্দোনেশিয়া - Mohammed Razif; 50a; Chanakyapuri; New Delhi - 21

বিদেশে ভারতীয় রাষ্ট্রদূত

ইরান— Dr. Jalal Aedoh 37 Golflinks, New Delhi-3

ইটালী — Dr. Michele Lanza 7, Jorbagh, New Delhi-3

জাপান— Taisakukojima, No. 4 & 5, Block No. 50 g, Chanakya-Puri, New Delhi-21

মেক্সিকো — Carlos Gutidrrez Macias 136, Golflinks, New Delhi 3

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র — Kennth B. Keating Santipath, Chanakyapuri, New Delhi-11

High Commissions

অস্ট্রেলিয়া — Patrick Shaw 1/50G Santipath, Chanakyapuri, New Delhi-21

কানাডা —James George 4. Aurongxeb Road. New Delhi 11

সিংহল - Kankanige siri perera, 25/39. Kautilya rarg. Chankakya puria, New Delhi 21

মালয়শিয়া - Reza aznan bin reza, Haji Ahmed, 3, Link Road, Jangpura NewDelhi 14

ইংলণ্ড Sir Terence Garvey Santipath, Chanakyapuri New Delhi 11

আমার মনে হয় দেশের জনসাধারণকে অবহেলা করাই আমাদের পাপ এবং তাহাই আমাদের অবনতির কারণ।

— বিবেকানন্দ

সংগ্রাহক - ৬০৭৩ সুব্রত কুমার চক্রবর্ত্তী।

রাশি অনুসারে ব্যক্তিগত বর্ষ ফল

১৩৭৯ বঙ্গাব্দ

এই বিজ্ঞানের যুগেও মানুষ ভাগ্য চক্রকে উপেক্ষা করতে পারে না। আর কি করেই বা উপেক্ষা করবে? সঠিক রাশিলগ্নের কোষ্ঠী ফলাফলের এমন অনেক আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক বিষয় মানুষের প্রবাহমান জীবন-ধারায় প্রভাব বিস্তার করেছে যাকে কোন বুদ্ধিমান মানুষ অবহেলা করতে পারে না। আমরা নীচে রাশি অনুসারে বর্ষফল প্রকাশ করলাম। অভিজ্ঞ জ্যোতির্বিদগণের দ্বারা এই বর্ষফল নিরূপিত হয়েছে।

মেষ রাশি :—

ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রে বৎসরটি সুবৎসর বলা যায়। বিদ্যা শিক্ষায় মনোযোগী হলেও আশ্বিন মাসের পর ফল আশানুরূপ হবে না। বৎসরের শেষের দিক কর্ম্মক্ষেত্রে গোল যোগ দেখা দিতে পারে। ভাইয়ের সঙ্গে বাত বিতণ্ডার জন্য মামলায় জড়াতে পারেন। দৈহিক অবস্থা মোটামুটি ভাল যাবে তবে মাঝে মাঝে সর্দি কাশি, শ্লেষা সংক্রান্ত রোগে আক্রান্ত হতে পারেন। মায়ের স্বাস্থ্য ভাল যাবে। সন্তানদের স্বাস্থ্য মোটামটি ভাল থাকবে। পিতার স্বাস্থ্য ভাল। তাঁর সু-পরামর্শে সর্ব বিষয়ে শান্তি দেখা দেবে। গুপ্ত ধন প্রাপ্তির আশা আছে।

বৃষ রাশি :—

পড়াশোনায় মনোযোগী হবেন এবং পরীক্ষার ফল আশাতিরিক্ত হবে। কর্ম্মক্ষেত্রে প্রতিপত্তি ও পদ মর্যাদা লাভ করতে পারেন। সারা বৎসরই নানারকম অসুখে ভুগতে পারেন, মাথায় বেশ বড় রকমের আঘাত লাগতে পারে। ভাইদের স্বাস্থ্য সুবিধাজনক নয়. এমন কি মৃত্যুও ঘটতে পারে। গৃহ-সংস্কার হবে। কিছুদিনের জন্য দেশান্তরে যেতে পারেন।

মিথুন রাশি :—

বৎসরটি আপনার পক্ষে ভালই বলা চলে লেখাপড়ায় অমনোযোগী হলে ফল বেশ ভালই হবে। বহুভাবে অর্থোপার্জন হতে পারে। বিবাহে মোটা যৌতুক লাভ, সুন্দরী স্ত্রী কর্ম্মক্ষেত্রে সুপ্রসার লটারী প্রাপ্তি, ব্যবসায়ে

ইত্যাদিতে লাভবান হতে পারেন। তবে পিতার সঙ্গে সারা বৎসর মতানৈক্য হবে, এমন কি তার সঙ্গে বিচ্ছেদ হয়ে সম্পত্তি লাভ হতে বঞ্চিত হতে পারেন। তাছাড়া মাঝে মাঝে বাইরে থেকে নানারকম অশান্তি সৃষ্টি হতে পারে। দৈহিক অবস্থা ভাল। স্ত্রীর স্বাস্থ্যও ভাল যাবে। মাতা ও পুত্রদের স্বাস্থ্য বার বার ভাঙ্গতে পারে।

কর্কট রাশি :—

লেখাপড়ায় মনোযোগী হবেন এবং পরীক্ষার ফল আশানুরূপ হবে। ব্যবসায় প্রসার লাভ হবে। লটারীতে প্রচুর প্রাপ্ত যোগের আশা আছে। পুজা পাঠে মনোযোগী হবেন। আধ্যাত্মিক জগতে প্রবেশ লাভ করতে পারেন। স্বাস্থ্য মোটামুটি ভালই থাকবে। মাঝে মাঝে পিতা অসুস্থ হতে পারেন। তবে মাঘ মাসের পর সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করবেন। মাতার স্বাস্থ্য ভালই থাকবে। পুত্র কন্যা মাঝে মাঝে ভুগতে পারে। গৃহ সংস্কার হতে পারে। কিছু দিনের জন্য ভ্রমণ যোগ আছে।

সিংহরাশি :—

লেখাপড়ায় আশাতিরিক্ত ফলাফল হবে। কয়লা, লৌহ মৎস্য প্রভৃতির ক্ষেত্রে ব্যবসায়ীরা লাভবান হতে পারেন! গুপ্তধন প্রাপ্তির আশা আছে। উপার্জনের ক্ষেত্রে বাধা বিপত্তি আসতে পারে। কোন ভাইয়ের সহযোগিতা লাভ করবেন। সত্যের পথে মন আকৃষ্ট হতে পারে। সংসারে কোন অশান্তি থাকবে না। সুঠাম দেহযুক্ত পুত্র লাভ করতে পারেন। দেহের অবস্থা এক প্রকার ভাল থাকবে। তবে কিছু দিনের জন্য গুহ্য রোগে ভুগতে পারেন। স্ত্রীর ও মাতার স্বাস্থ্য ভাল থাকবে। নতুন গৃহ নির্ম্মানের যোগ আছে। অনেক দূর ভ্রমণ করতে পারেন।

কন্যারাশি :—

সমগ্র বৎসরটি সুখ শান্তিতেই কাটবে। ধনার্জনের ক্ষেত্রে বিশেষ সুবিধাজনক নয় তবে সঞ্চয়ের মাত্রা বাড়তে পারে। ব্যবসায় মন দিলে ফল ভালই হবে। গৃহ নির্মাণের যোগ আছে। ধর্মে কর্ম্মে মনদিলে সত্যের আলো দেখতে পারেন। কৃষ্ণকায় একটি পুত্র লাভ করতে পারেন। মাতা, পিতা, স্ত্রী, ছেলে মেয়ে আপনার সকলের স্বাস্থ্য ভালই যাবে। বিদেশে ভ্রমণের যোগ আছে।

তুলা রাশি :—

পড়াশোনায় মনোযোগী হলেও পরীক্ষার ফল বিশেষ ভাল হবে না। অর্থ উপার্জনে বাধাবিপত্তি আসতে পারে তবে কোন অসচ্ছলতা দেখা দেবে না॥ গুপ্তধন পেতে

পারেন। লটারীতে কিছু পেতে পারেন। স্ত্রী, পুত্র কন্যাদের সংগে মাঝে মাঝে মতবিরোধ ঘটতে পারে। তাদের স্বাস্থ্য মোটা মুটি ভালই থাকবে। মাতার স্বাস্থ্যও ভাল। তবে পিতার স্বাস্থ্যের জন্য বিশেষ মনোকষ্টে ভুগতে পারেন।

বৃশ্চিক রাশি :—

অর্থোপার্জনের ক্ষেত্রে বৎসরটি আপনার সুবৎসর বলা চলে। ব্যবসায় সুপ্রসার লাভ হবে। প্রচুর সঞ্চয়ও হতে পারে। লটারীতে কিছু প্রাপ্তিযোগ আছে। বিদ্যাশিক্ষার ক্ষেত্রে ফল বিশেষ সুবিধা জনক নয়। মাতা পিতা, ভ্রাতাদের স্বাস্থ্য ভাল যাবে। কোন মাতুলের দ্বারা উপকৃত হতে পারেন। পাকস্থলী রোগে কিছু কাল ভুগতে পারেন। বিদেশে ভ্রমণ যোগ দেখা যায়।

ধনু রাশি :—

লেখা পড়ায় বিশেষ আকর্ষণ না থাকলেও পরীক্ষার ফল ভালই হবে। অর্থোপার্জনে বাধা আসতে পারে। ব্যবসা ক্ষেত্রে আপনি লাভবান হতে পারেন। লটারীতে বেশকিছু পেতে পারেন। বিষয় সম্পত্তি নিয়ে ভাইয়েদের সংগে বিরোধ লাগতে পারে। এমনকি আদালতেও যেতে পারেন। শত্রুরাও বার বার আক্রমন চালাতে পারে। নতুন গৃহ নির্মানের যোগ আছে। দৈহিক অবস্থা ভালই যাবে। মাতার; পুত্র কন্যাদের পিতা, স্ত্রীর স্বাস্থ্য মোটা মুটি ভাল যাবে।

মকর রাশি :—

বিদ্যাশিক্ষায় ক্ষেত্রে ফল ভালই হবে। বৎসরের প্রথমদিকে অর্থলাভ ভালই হবে। নতুন ব্যবসার ক্ষেত্রেও কিছু লাভ করতে পারেন। তবে লটারীতে তেমন কিছু আশা না করাই ভাল। গৃহ সংস্কারের যোগ আছে। সুপুত্র লাভের যোগ আছে, স্ত্রী, মাতা, ভাইদের স্বাস্থ্য ভালই থাকবে। আপনার স্বাস্থ্যও ভালথাকবে তবে মাথার বড় রকমের আঘাতে কিছু কাল ভুগতে পারেন। কোন সদ্বন্ধুর দ্বারায় কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতি ও মান মর্যাদা লাভ হতে পারে। সমুদ্র ভ্রমণ যোগ আছে।

কুম্ভ রাশি :—

এ বছরে আপনার যোগ্য অতিরিক্ত সুনাম ও প্রাতপাত্ত লাভ হতে পারে। লেখাপড়ায় মনোযোগী না হলেও পরীক্ষার ফল ভালই হবে। ব্যবসায় লাভের আশা আছে।

লটারীতেও কিছু প্রাপ্তি যোগ আছে। তবে আয়াতিরিক্ত ব্যয় প্রচুর হতে পারে। গৃহ নির্মাণের যোগ আছে। ভাইয়া সম্বন্ধু মত ব্যবহার করবে। দৈহিক অবস্থা ভালই যাবে। তবে পায়ের আঘাতে কিছু-কাল ভুগতে পারেন। মাতা, পিতা, সন্তান দের স্বাস্থ্য ভালই থাকবে। কর্ম ক্ষেত্রে পদ মর্যদা লাভ করতে পারেন।

মীন রাশি :—

প্রচুর অর্থাগম হতে পারে এবং সঞ্চয়ও হতে পারে। লটারীতে কিছু পাবার আশা আছে। বহুদিক দিয়ে অর্থোপার্জন হতে পারে। গৃহ সংস্কারের যোগ আছে। ভাই দের সংগে সদ্ভাব হতে পারে। আধ্যাত্মিক পথে মন দিলে ফল ভালই হবে। লেখা পড়ায় মনোযোগী হবেন এবং পরীক্ষার ফল ভালই হবে।

দৈহিক স্বাস্থ্য মোটা মুটি ভাল তবে সর্দি কাশিতে ভুগতে পারেন। স্ত্রী পুত্র কন্যা, মাতা, পিতার স্বাস্থ্য ভালই থাকবে। আইন ব্যবসায়ী ও অধ্যাপকদের সুবৎসর বলা চলে। সুদূর ভ্রমণ যোগ আছে।

—::—

জগৎ যা কিছু বলুক আমার কর্ত্তব্য কার্য করে চলে যাব — এই জানব বীরের কাজ, নতুবা একি বলছে ওকি লিখছে ও সব নিয়ে দিন রাত থাকলে জগতে কোন মহৎ কাজ করা যায় না।

— বিবেকানন্দ

সংগ্রাহক- ৫৭৫৫ বিশ্বনাথ সিন্হা

কয়েকটি রাষ্ট্রের সম্ভাব্য বর্ষ ফল

ভারতবর্ষ

কুম্ভো - রাজা ভৃগু - মন্ত্রী

ভারতের গৌরবোজ্জ্বল গগণের এক কোণে একখণ্ড কাল মেঘ এখনও দৃষ্টি গোচর হচ্ছে। নানাবিধ ঘাত প্রতিঘাতে এবং বহিঃ শক্র আক্রমণে ভারত বিপন্ন হতে পারে। ১৩৭৯ সালে শুক্র, শনি ও মঙ্গলের বৃষ রাশিতে সংযোগ ভারতের পক্ষে অশুভ প্রদ। প্রধান মন্ত্রীর পক্ষে বর্ত্তমান বর্ষটি শুভ নয়।

বর্ত্তমান বর্ষে ভারতের রাজনৈতিক অবস্থার পরিবর্ত্তন মন্ত্রিসভার পরিবর্ত্তন শাসন তন্ত্রের সংস্কার হবে বলে মনে হয়। কেন্দ্রীয় মন্ত্রি সভার গুরুত্ব পূর্ণ পরিবর্ত্তন ঘটবে। প্রবল বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও ভারত সরকার জনহিতকর কাজে মনোযোগী হবেন। রেলপথ, সেতু, রাস্তাঘাট নির্মান গ্রামোন্নয়ন, যানবাহন, সেচ কুটির শিল্পের উন্নয়ন প্রভৃতি প্রচেষ্টা কতকাংশে ফলবতী হবে। শিক্ষাপদ্ধতির উন্নতি সাধনে সরকার বিশেষ ভাবে উদ্যোগী হবেন।

ব্যবসা বানিজ্যের ক্ষেত্রে ভারতবর্ষ লাভবান হবে। বসন্ত, প্লেগ, কলেরা ইনফ্লুয়েঞ্জা প্রভৃতি রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটবে। ভারতের উত্তর পূর্বাংশে বন্যা ও প্রবল বৃষ্টি হবে। অতি বৃষ্টি, অনা বৃষ্টির ফলে খাদ্য শস্য নষ্ট হবে এবং বহুস্থানে খাদ্যাভাব দেখা দিতে পারে। স্থানে স্থানে দাংগা, হাংগামা, চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি করবৃদ্ধি, বেকার সংখ্যা বৃদ্ধি প্রভৃতি দেখা দিতে পারে।

পশ্চিমবংগ —

দেশের রাজনৈতিক গগণ এখনও ঘন ঘটাচ্ছন্ন বলে মনে হয়। হানা হানি, দাংগা হাংগামা, দলীয় বিবাদ, সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রভৃতি অশোভন ঘটনা দেখা দিতে পারে। বঙ্গোপসাগরে ও সমুদ্রোপকূলে প্রবল জলোচ্ছাস, ঘূর্ণীবাত্যা প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগ হবার সম্ভাবনা

আছে। খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পেতে পারে। তরীতরকারী ফলমূল প্রভৃতির মূল্য কিছু হ্রাস হতে পারে। মৎস্যাদির আমদানীর পথ সুগম হবে। কয়েকজন প্রবীণ নেতার ও বিখ্যাত ব্যাক্তির জীবন হানী হতে পারে।

পাকিস্তান —

পাকিস্তানে ভয়াবহ গৃহ - যুদ্ধের যোগ দেখা যায়। মার্কিন যুক্ত রাষ্ট্র ও চীন অর্থ ও অস্ত্র সাহায্য করে দেশের শান্তি ফিরিয়ে আনতে পারবে না। ব্যবসা বানিজ্য ও শিক্ষা বিশেষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হবে। ভুট্টো অসুস্থ হতে পারেন অথবা তাঁর জীবনহানি ঘটতে পারে ভাষা আন্দোলনে সিন্ধু তাঁর বিরুদ্ধাচরন করতে পারে। ছাত্র আন্দোলন, শ্রমিক ধর্মঘট এবং সমস্ত দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি দেশকে প্রায়শঃ উত্তপ্ত রাখবে।

—::—

সংসারে সমস্ত আবারণকে ভেদ করে আজ একবার আত্মাকে দেখো — কত বড়ো একটি মিলনের মধ্যে সে নিমগ্ন হয়ে নিস্তব্ধ হয়ে রয়েছে। সে কি নিবিড়, কি নিগূঢ়, কি আনন্দময়, কোন ক্লান্তি নেই, ভাষা নেই, দীনতা নেই।

— রবীন্দ্রনাথ

সংগ্রাহক- ৬১৯০ সজল কান্তি সাহা

বিশ্বদূতের আসরে

নববর্ষের শুভেচ্ছা—

বাংলা তথা ভারতের আধুনিক ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ নায়ক হে - বঙ্গাব্দ ১৩৭৮! তোমার বিদায়কালে জানাই আমাদের অন্তরের স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দোচ্ছল অভিনন্দন। হে মহাপ্রস্থান পথের অমর পথিক! যাবার সময় ভারতের প্রশস্ত ললাটে সানন্দে এঁকে দিয়ে গেলে দুর্লভ জয় তিলক। তোমাকে জানাই আমাদের অকুণ্ঠ ভালবাসা হে মহাকালের সর্বোত্তম সন্তান! তোমারই প্রসাদ-গুণে বাংলা, বাঙ্গালী ও বংগভাষা আজ বিশ্বসভায় আসন লাভ করতে সমর্থ হয়েছে। তোমারই স্নেহাভীশষ্যে বাংলাদেশ রাহুগ্রাস থেকে চিরকালের মত মুক্তিলাভ করতে পেরেছে। তোমার কাছে আমরা চিরকৃতজ্ঞ। তুমি আমাদের অসংখ্য প্রণাম গ্রহণ কর।

এবারে এসেছে নবাগত নবীন অতিথি বংগাব্দ ১৩৭৯। তোমার শুভাগমনকে আমাদের সাদর আহ্বান জানাই। হে বর্ষচক্রের কনিষ্ঠতম প্রতিভূ। জানিনা নবযুগের অভীপ্সিত সম্ভবনায় কতটুকু ইংগিত তুমি বহন করে আনছ, জানিনা সমস্যাসঙ্কুল বংগ রংগভূমের পাদপীঠে কোন অংশে অভিনয়

করতে অবতীর্ণ হচ্ছ, জানিনা তোমার পাদস্পর্শে, ধনী - হৃদয়বান, লোভী - নির্লোভ, অলস - কর্ম্মঠ ও গরীব সচ্ছল হয়ে উঠবে কিনা। সে যাই হোক, তবু তোমার কাছে আমরা আশা করি দেশের শুভ, জাতির কল্যাণ, ও প্রতিবেশীদের মঙ্গল। তোমার কাছে কামনা করি সমৃদ্ধি শক্তি ও শান্তি। হে কালচক্রের প্রবুদ্ধ ঋত্বিক! তোমার শুভাগমনকে আমরা হৃদয় দি[illegible] অভিনন্দিত করি।

এই নববর্ষের পুণ্যাহে প্রত্যেক মিত্র[illegible] ভাইবোনকে জানাই অকুণ্ঠ অভিনন্দন [illegible] শুভকামনা।

রাজা রামমোহন রায়

প্রাচ্য স্বর্ণযুগের প্রথম দিশারী এবং বিদ্রোহী বাংলার অবিসংবাদিত পথিকৃত রাজারামমোহন রায়ের দ্বিশততম জন্মশত-বার্ষিকী এই বৎসরে উদ্‌যাপিত হতে চলেছে।

ভূপৃষ্ঠ থেকে পৃথিবীর অংশ বিশেষের পরিচয় ভালভাবে জানা যায় সত্য। কিন্তু তার অখণ্ডতার সম্পূর্ণ সঠিক পরিচয় পেতে হলে শূন্য - পথে ভাসমান ব্যোমযান থেকে' নিরীক্ষণ করাই ভাল। অবশ্য অখণ্ড রূপ দেখবার মত ব্যোমযাত্রীর দর্শনযোগ্য চোখ থাকা চাই। রামমোহনের দেশে[র] লোক হয়তো তাঁর গুণাবলী নিয়ে বিচা[র] করলে একদেশদর্শিতাদোষে দুষ্ট হয়ে উঠতে পারেন। কিন্তু বিদেশীদের খাঁটি দর্শকের চোখে সঠিকরূপ দেখাটাই স্বাভাবিক। রামমোহন প্রসংগে একবার বিদ্যোৎসাহী বেথুন ড্রিঙ্কওয়াটার পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্রকে বলে[ছি]লেন,— He is the white bear in a black forest. পরে অনেকে অবশ্য ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকেও white bear in a black forest বলে মনে করতেন। তখনকার কুসংস্কারাচ্ছন্ন ও আচারসর্বস্ব বাঙালী

হিন্দুঘরে রামমোহন ও ঈশ্বরচন্দ্রের মত বলিষ্ঠ বুদ্ধিদৃপ্ত প্রতিভাসম্পন্ন কর্মযোগীর আবির্ভাব সত্যই বিস্ময়ের ব্যাপার। অবশ্য ঈশ্বরচন্দ্রের কর্ম্মযজ্ঞে একান্ত সহায় ছিলেন তাঁর করুণাময়ী, প্রশস্তমনা আদর্শনিষ্ঠা জননী। কিন্তু রামমোহন গোঁড়ামি, ভণ্ডামি, মিথ্যাচার, জটিলতা, সঙ্কীর্ণতা, এইগুলির বিরুদ্ধে তাঁর বিজয়াভিমানে পিতামাতা - আত্মীয়স্বজন প্রভৃতি কারও কাছ থেকে কোনো সাহায্য পাওয়া তো দূরে থাক, পদে পদে বহু বাধা পেয়েছেন। এমন কি পিতৃবিয়োগের পর গর্ভধারিণী জননী স্বয়ং তাঁর কলকাতার বাড়ীতে এসে রামমোহনকে আদর্শচ্যুত করবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন, এমনকি পৈতৃক সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করবারও ভয় দেখিয়েছিলেন। কিন্তু তেজস্বী সত্যনিষ্ঠ রামমোহন তাঁর অভীষ্ট আদর্শ থেকে এক চুলও নড়েন নি, এইখানেই রামমোহন জাতির যথার্থ রাজাধিরাজ — সত্যই অনন্য।

রামমোহনের গুণাবলীর কথা বলে শেষ করা যায় না। তিনি একাধারে ছিলেন ভাষাবিদ্ শিক্ষাবিদ সংগঠক ও আদর্শ সংস্কারক। বাংলা সাহিত্যে গদ্যের প্রচলন তাঁর মহান কীর্ত্তি। বিশ্বের জ্ঞানভাণ্ডারকে দেশের মাটিতে স্থাপনের জন্য তিনি বহু বাধা বিঘ্ন কাটিয়ে আমাদের শিক্ষালয়গুলিতে ইংরাজী ভাষা ও বিজ্ঞানকে স্থান দেন। বর্ত্তমানে এই শিক্ষাই ফুলেফলে পল্লবিত হয়ে সমগ্র জাতির অশেষ উন্নতিসাধন করছে। তাঁর অদ্ভুত সংগঠন শক্তির পরিচয় পাওয়া যায় ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রবর্ত্তনে, অনেকের ধারণা ব্রাহ্মধর্ম্ম সনাতন হিন্দুধর্ম্মের পরিপন্থী, কিন্তু একটু গভীরভাবে চিন্তা করলেই বোঝা যায়, ওটি পরিপন্থী না হয়ে পরিপূরকরূপেই কাজ করছে। তৎকালীন ব্রাহ্মধর্ম্ম শুধু বিপথ্গামী নবীনদেরই বাঁচায় নি, সনাতন হিন্দুধর্ম্মকেও রক্ষা করেছে। আদর্শ সংস্কারক হিসেবে তাঁর নাম প্রাতঃস্মরণীয়। আইনের সাহায্যে শিশুহত্যা নিবারণ, সতীদাহ প্রথার উচ্ছেদ, বাল্যবিবাহ প্রথা রোধ ও বিধবা বিবাহের প্রচলন করে তিনি মুমূর্ষ বাঙ্গালীকে মারাত্মক ক্ষয়রোগ থেকে মুক্তি দিয়ে গেছেন।

তিনিই যথার্থ অমৃতের পুত্র, যাঁর অলৌকিক প্রতিভার কর্মকীর্তি যতদিন যায় ততই ফলপ্রসূ হয়ে ওঠে। রামমোহন সেই অপ্রমেয় অমৃতের অধিকারী। পুণ্যশ্লোক মণীষীর দ্বিশততম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে আমাদের অক্ষম তিলাঞ্জলি তর্পণে শ্রদ্ধা নিবেদন করলাম। তাঁর তেজস্বিতা, সত্যসন্ধানে নিরলস প্রয়াস, সত্যপ্রকাশের নির্ভীকতা, সকল ধর্ম্ম সম্প্রদায় দেশ ও জাতি নির্বিশেষে সমদৃষ্টিপাত প্রভৃতি গুণাবলী

থেকে উপাদান সংগ্রহ করে' আমাদের করে তুলতে পারি, — তাঁর মহান আত্মা দুর্বল চরিত্রকে যেন সুগঠিত ও বলিষ্ঠ কাছে এই প্রার্থনাই জানাই।

রেডিও কার্টুন বা বেতার চুটকি

কলকাতার আকাশবাণীতে শ্রীদিলীপকুমার সেনগুপ্তের রেডিও কার্টুন নিঃসন্দেহে একটি অভিনব অবদান। কার্টুনের সঙ্গে পরিচয় আমাদের অনেক দিনের। আজকাল পত্র-পত্রিকায় দলীয় কেতাবে, আঁচিলে-পাঁচিলে সর্বত্র কার্টুনের ছড়াছড়ি; চোখ ও মন দুই-ই দেখে দেখে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে। শুধু কি তাই, ছায়ালোকের পর্দায়, রঙ্গমঞ্চের পাদপীঠে, মিছিলে-মেলায় কার্টুনের অকৃপণদানে চোখের সঙ্গে কানকেও রসিয়ে তুলছে, এক আঁধারের মধ্যে দীপক ও মেঘমল্লারের একত্র সমাবেশ কার্টুনেই সম্ভব। ভারতে ও ভারতের বাইরে যতগুলি রেডিও ষ্টেশন বা বেতার ঘাঁটির সঙ্গে আমার পরিচয় আছে, ঐগুলির মধ্যে কোনটিতেই রেডিও কার্টুনের সন্ধান আমি পাই নি!

মাত্র মিনিট দুয়েকের মধ্যে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে রঙ্গরস বা ব্যঙ্গকৌতুকের মাধ্যমে শ্রোতাদের মানসপটে সরল রেখার দ্বারা নিখুঁতভাবে ফুটিয়ে তোলা কার্টুনিষ্টের পক্ষে কম কৃতিত্বের পরিচায়ক নয়। এই অপূর্ব অবদানের জন্য দিলীপবাবুকে আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।

পরিভাষার যুগ এটা। সমস্ত বিদেশী শব্দের বাংলা পরিভাষা রচিত হতে চলেছে। আমরা রেডিও কার্টুনের বাংলা করেছি বেতার চুটকি। কর্তৃপক্ষের মনে লাগলে গ্রহণ করতে পারেন।

—::—
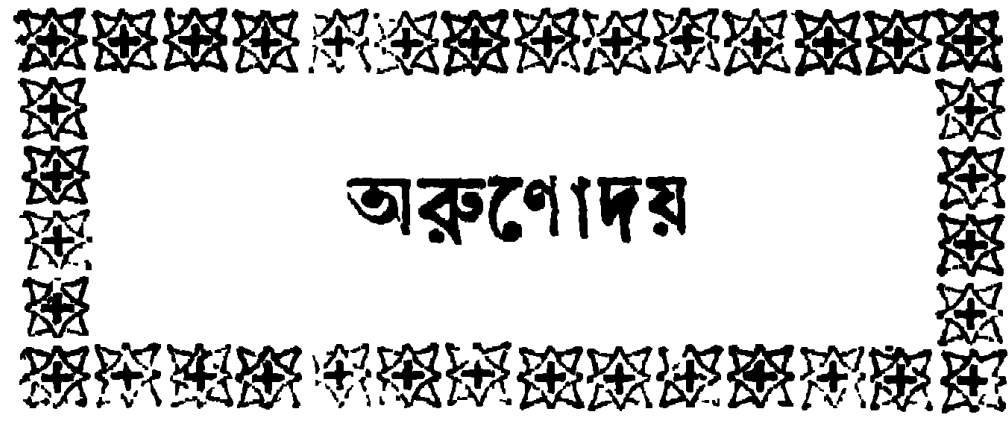
অরুণোদয়

— মিলন কুমার ঘোষ
কলিঃ — ২০

অসংখ্য বিস্মৃতির মাঝেও যার স্মৃতি দিবালোকের মত স্পষ্ট সে কে? সে কি হাজার ভিড়ের মাঝে সামান্য একজন না সকলের মাঝে সে অনন্যা? সে কি রক্ত - রাঙা গোধূলির অধরা আলেয়া না শিশিরস্নাত প্রভাতের সুস্পষ্ট আলোর ঘোষণা? আসলে কতটুকু চিনেছি তাকে? যেটুকু পরিচয় সেটুকুর মধ্যেও সে রয়ে গেছে আমার কাছে অচেনা মানবী, অজানা বিস্ময় আর অনন্ত জিজ্ঞাসা। এক টুকরো হালকা মেঘের মত আমাদের আলাপ, হালকা সুরের মত আমাদের প্রেম - গুঞ্জন, হালকা - স্বপ্নের মত আমাদের সান্নিধ্য। গভীরতা দিয়ে উপলব্ধি করবার অবকাশ আমাদের ছিল না। পরস্পরে না পেরেছি আপন স্বরূপকে অন্যের কাছে প্রকাশ করতে, না পেরেছি অন্যের সত্বাকে আপন অন্তরে অনুভব করতে।

তার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় রেল-গাড়ীর এক ছোট্ট কামরায়। যাত্রী যাঁরা ছিলেন তারমধ্যে আমরাই ছিলাম নির্ভেজাল বাঙ্গালী। সংরক্ষিত আসনগুলোর দিকে তাকিয়ে মুহূর্তে বুঝে নিয়েছিলাম আর কোন যাত্রীর অনুপ্রবেশ ঘটবে না। দূর প্রবাসের যাত্রায় একটা চাপা আনন্দ এবং মধুর কল্পনায় মনটা কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল — এক সুন্দরী তন্বীর সর্বশেষ আবির্ভাবে। নির্দিষ্ট সময়ে গাড়ী ছুটলো। ভীরু মনের আকাঙ্খা রূঢ় বাস্তবের ভদ্রতাকে ফাঁকী দিয়ে ছুটে চলল সেই সঙ্গে। সহযাত্রীনীর চোখকে কিন্তু ফাঁকী দেওয়া সহজ হোল না। গাড়ির আওয়া-

জের আড়ালে এক সময়ে বললে মৃদুস্বরে — দেখাটাকে যদি সহজ করতে পারেন মনের ভীরুতা আর থাকবে না। চমকে উঠলাম তার কথা শুনে। মনে হোল, প্রচণ্ড বানিয়ে বলেছে কথাটা। যোগ্য প্রত্যুত্তরের জন্য কথা খুঁজতে শুরু করলাম। সে আবার জানালো — 'চোখে যার জাদু মনে তার অত ভয় কেন?' এরপরে আর উত্তর দিতে দেরী করলে হয়ত বোবা-কালা ভাবতে পারে। গাম্ভীর্য বজায় রেখে স্পষ্টস্বরে জানালাম — 'ভদ্রতাকে রক্ষা করবার জন্যই ভয়ের অবতারণা।' সঙ্গে সঙ্গে উত্তর এলো — 'কিন্তু ভয়কে প্রশ্রয় দিতে থাকলে ভাবটা হবে কি করে?' - শরীরের দোলন লাগল মধুর হাসির তরঙ্গে। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আবার কথার তীর ছুঁড়লো। জানালো ——

— 'জানেন ত, প্রবঞ্চনাটা পাপ আর আত্মপ্রবঞ্চনা মহাপাপ।' বিস্ময়ের পর বিস্ময়ের ঝট্‌কা আমার বাক্‌শক্তিকে ক্রমশঃ দুর্বল করে দিতে শুরু করলো। কি বলতে চায় সে? যদি সে স্বাভাবিক ধারণা নিয়ে মিথ্যে সন্দেহ করে বসে? পৌরষত্বে আঘাত লাগলো। সহজভাবেই তাকে জানালাম — 'আমার দুর্ভাগ্য যে, অভিনয়টা আপনি বুঝতে পারলেন কিন্তু পারলেন না আসল সত্য-টুকু খুঁজে নিতে। আপনার সান্নিধ্যলাভের দুর্নিবার লোভে অবশ্যই আপনার দিকে আমি তাকিয়ে ছিলাম না। আপনার অনাবিল সৌন্দর্যই আমার চোখকে আকৃষ্ট করেছিল। আপনার বিচারে যদি এটা অন্যায় হয় তাহলে অপরাধীকে ক্ষমা করবেন।' কোন কথা না বলে সে আমার দিকে তাকিয়ে রইল বিস্ময়ভরা দৃষ্টিতে। সামান্য কাছে সরে এসে তারপর প্রশ্ন করলো— 'যা বললেন সেটা কি আপনার মুখের কথা না অন্তরের ভাষা?' উত্তরে জানালাম - 'সংশয়ের ওপর ভিত্তি করে আপনি অসংখ্য প্রশ্ন অবশ্যই করতে পারেন। কিন্তু, বিশ্বাসের ওপর নির্ভর করে যদি থাকেন তাহলে জানবেন, আমার অন্তরের ভাষাই মুখ দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে।'

কথাগুলো শুনে সে রইল জানালার বাইরের দিকে চেয়ে। দেখে মনে হোল, তার কালো চোখের সজল চাহনী ভেসে গেছে সুদূরের কোন স্মৃতির পাতায় যার মধ্যে সঞ্চিত রয়েছে তার কথা ও কাহিনী।

রেলগাড়ির ছোট্ট কামরার মধ্যে সে-দিন যে পরিচয় আমাদের হোল তার বিস্তার ঘটলো ছোট্ট কামরা ছাড়িয়ে আরোও বহুদূর। সুস্মিতা নামে এক সময়ে সে আমার কাছে চিহ্নিত হোল, হাজার ভিড়ের মধ্যে থেকে খুঁজে নেবার জন্যে। তবু কি

পেরেছি তাকে চিনতে? তার কাছে আসা এবং দূরে চলে যাওয়ার মধ্যে থাকতো না কোন পরিকল্পিত প্রস্তুতি, দেখা দিত না কোন মান - অভিমানের পালা। ব্যক্তিগতভাবে, তার হঠাৎ ফিরে আসাটা মনকে যতখানি উৎফুল্ল করতো, ঠিক ততখানি বিমর্ষ করতো তার দূরে থাকাটা। দ্বৈত ভাবের কোনটাই তার কাছে কোনদিন ব্যক্ত করতাম না কারণ সে ছিল আমার কাছে চির - চমকের এক অফুরন্ত আনন্দের দ্যোতনা।

একদিন সুস্মিতা এসে জানালো, তার সঙ্গে আমাকে তার বাড়িতে যেতে হবে বিশেষ প্রয়োজনে। তার অজস্র হঠকারীতা আমাকে যেমন অবাক করে, কৌতূহলও বাড়িয়ে দেয় সেই সঙ্গে। তিন বছরের মধ্যেও সে কোনদিন তার বাড়ির কোন পরিচয় আমাকে জানায় নি। হঠাৎ সেই বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার আমন্ত্রণ আমাকে বেশ কিছুটা আশ্চর্য্যই করলো। স্বাভাবিক নিয়মের ব্যাতিক্রমস্বরূপ তার আমন্ত্রণে সাড়াও দিলাম।

অন্ধকার পথে অতি সাবধানী পদক্ষেপে যখন একটা জরাজীর্ণ বাড়ির সম্মুখভাগে এসে থমকে দাঁড়ালাম তখন বুঝতে পারলাম আমাদের গন্তব্যস্থলে এসে পৌঁছে গেছি। আমাকে দরজার পাশে দাঁড় করিয়ে সুস্মিতা বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করলো; অতি সন্তর্পণে। অল্পক্ষণের মধ্যেই সে একটা কালো ধোঁয়ায় আবৃত ভাঙা কাঁচের হ্যারিকেন নিয়ে ফিরে এলো. সন্তর্পণে। অতিথি অভ্যর্থনার পথে কম্পমান ভীরু আলোক - শিখা প্রাণপণ শক্তিতে আলো বিকীরণ করে - আমায় পথ দেখালো। আলো - আঁধারের ছায়াপথ ধরে কর্দমাক্ত প্রাঙ্গনটুকু পার হতে হতে ভাবলাম — কোলকাতা শহরের কোন এক নাম — না - জানা জায়গায় এসে আমি পৌঁছলাম? জায়গাটা কি মানচিত্র সীমানার অন্তর্ভুক্ত? এখানকার বাসিন্দাদের জীবনধারার ইতিহাস কি সভ্যসমাজের মানুষদের কাছে পরিচিত? অজানা যদি না হয় তবে কেন এখানকার মানুষ মুক্ত আলো - বাতাস থেকে বঞ্চিত? ঘৃণা আর অবজ্ঞায় যারা পরিত্যক্ত? সহানুভূতি এবং ভালবাসা থেকে বিসর্জিত? বিদেশী পর্যটকদের দল প্রাণভরে এসে দেখে যায় ঐতিহ্যমণ্ডিত ভারতের তথা আধুনিকতম কোলকাতার বিলাসবহুল জীবনযাত্রা এবং সৌন্দর্য দিয়ে তৈরী দর্শনীয় স্থানগুলোকে। মুখোশ দেখেই তাদের মন তৃপ্তিতে ভরে যায়।

আসল চেহারাগুলোর সন্ধান যদি জানতে পারতো, ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় তাহলে তারা বুঝতো ভারতবাসীর আত্মসম্মানবোধ কতখানি শ্রদ্ধার বস্তু। দীনতার ভারে এরা ম্রিয়-

প্রাণ কিন্তু হীনতার ভারে এরা নিমজ্জিত নয়। সেইসঙ্গে আরোও ভাবলাম, এত যার রূপ, এত যার প্রসাধনের বাহার, এত যার মিষ্টিমধুর কলতান, সেই সুস্মিতা কি এই ধসে - পড়া বাড়ির টিঁকে থাকা বাসিন্দা ?

মনের ভাবনা সঙ্গে নিয়েই ধীরে ধীরে এগিয়ে চললাম একটা নির্দিষ্ট ঘরের দিকে। দেখলাম, ঘরের মেঝেতে শতছিন্ন শয্যায় শায়িত এক কঙ্কালসার বৃদ্ধ। মনে হল, পরপারে যাবার প্রতীক্ষায় নিঃশব্দে বর্ত্তমানের প্রহর গুণে চলেছেন — অদম্য ব্যাকুলতায়। জানলাম, যক্ষ্মারোগাক্রান্ত বৃদ্ধটি এক সময়ে ছিলেন সংসারের গৃহকর্ত্তা, এখন শুধু দুটি অবিবাহিতা কন্যার হতভাগ্য পিতা। সুস্মিতা শয্যার পাশে বসে বৃদ্ধর কপালে হাত রেখে বলল — 'বাবা, আজ অনেক বড় ডাক্তারকে সঙ্গে নিয়ে এসেছি। এবার নিশ্চয় তোমায় সারিয়ে তুলবো।' বৃদ্ধ অস্থিচর্ম্মসার হাতখানা সুস্মিতার গালের ওপর রেখে তাকিয়ে রইলেন ভাষাহীন দৃষ্টিতে। হঠাৎ শুনতে পেলাম একটা চাপা কান্নার আর্ত্তস্বর — বদ্ধঘরের ভারী বাতাসে। সুস্মিতা আমার দিকে তাকিয়ে জানালো — 'আমার ছোটবোন সমিতা কাঁদছে। জীবন - যুদ্ধে কান্না যে অচল এই সহজ কথাটা সমি কিছুতেই বুঝবে না।

আমি এগিয়ে গেলাম সেই কান্নার স্বর লক্ষ্য করে। অন্ধকার যতই ভয়াবহই হোক সময় বিশেষে সে বন্ধুরই কাজ করে — সমিতার কথাতেই সেটা বুঝলাম। সে জানালো — চিরঞ্জীবদা, ছোটবোনের নিরাবরণ দেহের লজ্জা নিজের চোখে নাইবা দেখলেন ? আমি আপনার খুব কাছেই আছি। কিছু বলবেন ? সমস্ত দেহের ও মনের তন্ত্রীগুলো যে নিদারুণ ব্যথায় এতখানি শিথীল হয়ে যেতে পারে সেই প্রথম আমি প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করলাম। কতক্ষণ পাষাণের মত স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম জানিনা। সমিতার কণ্ঠস্বরে সম্বিত ফিরে পেলাম। - চিরঞ্জীবদা, আজও বাবার মুখ দিয়ে ছবার রক্ত উঠেছে। বাবা কি বাঁচবেন না ? সান্ত্বনা দিয়ে জানালাম 'সমি, আমি ভগবান নই, মানুষ। ছোট বোনের কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হচ্ছি, তোমার বাবাকে বাঁচাবার আমি আপ্রাণ চেষ্টা করবো। এবার বলত সমি, তুমি আমার নাম জানলে কি করে ? মিষ্টি হাসির তরঙ্গ তুলে সমিতা বলল - 'তিন বছর ধরে দিদির কাছ থেকে আপনার সম্বন্ধে কত গল্প শুনেছি। দিদি বলে, আপনি আমাদের সেই বন্ধু যে আগুন লাগিয়ে সব কিছুকে পুড়িয়ে দেয় না, আলো জ্বেলে পথ দেখায়। হাসতে হাসতে বললাম - সেইজন্যে গল্প শুনেই আমাকে চিনতে পেরে গেছো, কেমন ?

তোমার দিদির কোন বন্ধুকে আমি চিনি না সমি। বাস্তবে এমন এক সংসারকে জানলাম, এমন তিনটি মানুষকে আবিষ্কার করলাম যাদের সামনে মাথা হেঁট করতে আমার সংস্কারবদ্ধ মনও প্রেরণা দেবে।

সমিতার কাছ থেকে সরে গিয়ে বৃদ্ধর পাশে কিছুক্ষণ বসলাম। তাঁর রোগ পাণ্ডুর মুখের দিকে চেয়ে ভাবতে শুরু করলাম কোন পথ ধরে এগোলে এই মুমূর্ষু পরিবারের কিছু সেবা করতে পারবো।

চিন্তার জাল ছিন্ন হোল বৃদ্ধের কণ্ঠস্বরে — 'ডাক্তার, নিজের জন্যে আর ভাবিনা। ভাবনা শুধু মেয়ে দুটোকে নিয়ে। রোগ এখন আর আমায় জব্দ করতে পারেনা ডাক্তার, মনের যন্ত্রনাই আমাকে এখন দগ্ধ করে চলেছে।' দেবার মত সান্ত্বনার ভাষা খুঁজে পেলাম না। শুধু বললাম — 'মনকে শান্ত করুন আবার সব ঠিক হয়ে যাবে।' উত্তেজিত হয়ে বৃদ্ধ বলতে শুরু করলেন —, '—চার বছর ধরে শুয়ে শুয়ে আমি শান্তই হয়ে গেছি।

আমাদের মত নিম্নমধ্যবিত্তদের এই ভাবেই শান্তি বজায় রাখতে হয়েছে যাতে না উপর তলার বাসিন্দাদের ঘুমের ব্যাঘাত হয়। আশা আর সংযম নিয়ে মানুষ কতদিন শান্ত হয়ে থাকতে পারে বলতে পার? যারা পায় না রোগে উপযুক্ত চিকিৎসা, প্রয়োজন মত পথ্য, পেটভরা আহার, মাথা রাখবার বাসস্থান তারা কতদিন শান্ত হয়ে থাকবে ডাক্তার? উত্তেজিত অবস্থায় বৃদ্ধর মুখ থেকে বেরিয়ে এলো খানিকটা চাপ চাপ রক্ত।

বুঝতে পারিনি, দারিদ্র্য এইভাবে আশাকে ব্যর্থ করতে পারে, সান্ত্বনাকে বিদ্রূপ করতে পারে। পরের দিন যখন একজন স্বনামধন্য ডাক্তারকে সঙ্গে নিয়ে সুস্মিতা - দের বাড়িতে উপস্থিত হলাম — তখন তাদের সব প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে। ডাক্তার রোগ শয্যার পাশে বসে রোগীকে পরীক্ষা করে তাঁর প্রমাণ - পত্র লিখতে শুরু করলেন — বৃদ্ধর পরপারে যাবার ছাড়পত্র হিসাবে।

সেই মুহূর্তে একটা আচমকা বিদ্রূপের ঝড় এসে ঘরের কোনে রাখা মাটির পাত্রকে উলটে দিয়ে গেল — যার মধ্যে সাঞ্চত ছিল বৃদ্ধর বুকের রক্ত। ডাক্তার তার কর্ত্তব্য শেষ করে উঠে দাঁড়াতেই সই রক্তের ধারা এসে স্বনামধন্য ডাক্তারের ক্রেপশোল দেওয়া জুতো স্পর্শ করলো। জানিনা, বৃদ্ধ তাঁর শেষ প্রণাম ডাক্তারের উদ্দেশ্য জানিয়ে গেলেন কিনা?

এর কিছুদিন পরে আমার কাছে একটা

চিঠি এসে পৌঁছল, ডাকযোগে। খামের ওপর রয়েছে উত্তর - ভারতের ডাকঘরের ছাপ। প্রতীক্ষিত মনের উৎকণ্ঠা নিয়ে খামটা খুলে চিঠিটা পড়তে শুরু করলাম —

প্রিয় বন্ধু -,

" — কোনদিন কর্মহীন পূর্ণ অবকাশে
বসন্ত বাতাসে
অতীতের তীর হতে যে রাত্রে বহিবে দীর্ঘশ্বাস
ঝরা বকুলের কান্না ব্যথিবে আকাশ,
সেইক্ষণে খুঁজে দেখো, কিছু মোর পিছে
রহিল সে
তোমার প্রাণের প্রান্তে, বিস্মৃতি প্রদোষে
হয়ত দিবে সে জ্যোতি,
হয়ত ধরিবে কভু নামহারা স্বপ্নের মুরতি।
তবু সে তো স্বপ্ন নয়,
সব চেয়ে সত্য মোর, সেই মৃত্যুঞ্জয় —
সে আমার প্রেম।
তারে আমি রাখিয়া এলেম
অপরিবর্ত্তন অর্ঘ্য তোমার উদ্দেশ্যে।
পরিবর্ত্তনের স্রোতে আমি যাই ভেসে
কালের যাত্রায়।
হে বন্ধু, বিদায় —"

সংক্ষিপ্ত ভাবে আরোও কিছু কথা তোমাকে জানাই যার মধ্যে পাবে তুমি — অব্যক্ত প্রশ্নের উত্তর দেবার মত কোন পরিচয়ই আমার ছিলনা। অন্যের কৌতুহলকে সেই কারণেই ভয় করতাম, তোমার কাছেই ছিলাম আমি নির্ভয় — তোমার স্বতন্ত্র পরিচয়ের জন্য। আজও বুঝলামনা, আমার ইচ্ছা জীবনের মাঝে তুমি স্বপ্ন না বাস্তব তোমার পবিত্র হৃদয়ের কিনারে আমার জীবন -- তরী বাঁধবার আগে বহু কলুষিত ঘাটে আমাকে বাঁধা পড়তে হয়েছিল - জীবনধারণের প্রয়োজনে জানি, প্রশ্ন তুমি করবে না কারণ তোমার অন্তরের গভীর উপলব্ধি শক্তিতেই তুমি নিশ্চয় বুঝতে পারবে — কেন নারীকে তার অমূল্য সম্পদের দুয়ার ঘৃণ্য লালসার সামনে উন্মুক্ত করে দিতে হয়।

স্কুলের গণ্ডী ছাড়িয়ে কলেজের প্রবেশের মুখে উলটে গেল স্বপ্নের মঙ্গল - কলস — বাবার বেকারত্বের নির্মম পরিহাসে। তিনি ছিলেন সামান্য এক কাপড়ের দোকানে অনুগত কর্মচারী। আনুগত্য হিসাবে অনাহার অর্দ্ধাহার এবং অনিদ্রা বহু দিন থেকেই তাঁর মনে চিন্তার ছাপ সৃষ্টি করে চলেছিল, প্রতিরোধ ক্ষমতা হারিয়ে যাওয়ার পরই তিনি হলেন শয্যাশায়ী।

অনিয়মিত পথ্য এবং দুর্নিবার দুর্ভাবনা আহ্বান জানালে যক্ষা নামক রাজ - রোগ-টিকে। দৈনন্দিন জীবন যাত্রার পথ হয়ে

উঠলো আরো দুর্গম। আরো দুর্বিষহ। দোকানের মালিক ক্রমে অধৈর্য্য হয়ে দিলেন তাঁকে সামান্য চাকরিটি থেকে ইস্তফা। সংসার নিমজ্জিত হোল ঘোর অন্ধকারে। মায়ের অবর্ত্তমানে আমাকেই জ্বালিয়ে তুলতে হোল সাঁঝের প্রদীপ— সকলের মঙ্গল কামনায়। সাধ আর সাধ্যের মধ্যে শুরু হোল দ্বন্দ্ব। দিনের পর দিন অনাহারের জ্বালায় নিস্পেষিত যখন সংসারের তিনটি মানুষ ঠিক তখনই ভদ্র মুখোশধারী জানোয়ারেরদল উপযুক্ত সুযোগ বুঝে অযাচিতভাবে দরদ দেখাতে এগিয়ে এলো।

দারিদ্র্যের রোষানলে ভস্মীভূত সংসারের মধ্যে তাঁরা প্রবেশ করলো — প্রতিবেশীর মুখোশ এঁটে। মুখোশগুলোকে টেনে ছিঁড়ে দেবার ইচ্ছে থাকলেও শক্তি ছিল না। রক্ষক এবং ভক্ষকের সুনিপুণ পালা বদলের সঙ্গে সঙ্গে দারিদ্র্যের লেলিহান শিখার দাপট কিছুটা প্রশমিত হোল। ভয়াবহ লালসার অগ্নুৎগার থেকে কিন্তু নিজেকে রক্ষা করতে পারলাম না। নিজে দগ্ধ হয়ে বাঁচালাম সমিকে আর বাবাকে। বন্ধু, দারিদ্র্য মানুষকে মহান করে কিনা জানি না। তবে সে যে মানুষের আসল স্বরূপকে চিনিয়ে দিতে সাহায্য করে এটা সত্য।

সহজ সরল 'তে এক সময় যাদের মনে হোত অকৃত্রিম ভদ্রলোক, বাঁকা চোখের কটাক্ষ হেনে বুঝতে শিখলাম তারা কত অসহায় ক্লীব।

যে দিন তোমার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয়ে ছিল সেদিন আমি চলে ছিলাম অভিসারে। তুমি খুবই পয়মন্ত বন্ধু। জানো, সেই যাত্রায় আমি সবচেয়ে বেশী রোজগার করে ছিলাম। নিশ্চয় মনে প্রশ্ন আসবে, এত পয়সা রোজগার করেও বাবার উপযুক্ত চিকিৎসা করতে পারলাম না কেন? কেন বোনকে অন্ধকারের আড়ালে তার সতীত্বকে ঢাকতে হয়ে ছিল? কেন বস্তীর ভাঙ্গা বাড়ীর বাসিন্দা হয়ে অনাহার আর দুশ্চিন্তায় দিনের পর দিন বিনিদ্র রজনী যাপন করতে হয়ে ছিল? উত্তরে বলবো — এর একমাত্র কারণ তুমি।

বন্ধু, রাগ করোনা। সত্যিটুকু আজ আমায় প্রকাশ করতে দাও। সেদিন যদি না তোমার সঙ্গে আমার দেখা হোত তাহলে আজকের এই চিঠি অশ্রু জলের কাহিনী হোত না।

নোতুন প্রভাতের আলোয় মত তোমার আবির্ভাবই আমার জীবন ধারার পথকে দিল পরিবর্ত্তন করে। আচ্ছা বন্ধু, তোমার মনে আছে, এক দিন তুমি আমাকে কথা

প্রসঙ্গে জানিয়েছিলে — ডাক্তার আর সেবিকা-দের তুমি শ্রদ্ধা করো। বলেছিলে, এক-জন মহান অন্যজন মহীয়সী। আমাকে তুমি পরিচয়ও করিয়ে দিয়েছিলে সেইরকম এক মহীয়সী নারীর সঙ্গে।

উল্টো পথের যাত্রায় আমার জীবন-রথ পরিচালিত হতে শুরু হোল তোমার অপ্রত্যক্ষ নির্দেশে। দিনের বেলায় সামান্য এক দোকানে সেলাইয়ের কাজ সংগ্রহ করে নিলাম আর ছুটির পর সন্ধ্যায় চলে যেতাম সুতপাদির নার্সিং - হোমে সেবিকার কাজ শিখতে। সাধারণের মত তোমার যদি কৌতূহল থাকতো তাহলে তুমি জানতে পেরে যেতে। ছিল না বলেই তোমাকে একদিন চমক লাগাবো ভেবেই তোমার সান্নিধ্যকে ফাঁকি দিয়েই নিজের কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলাম। আশ্চর্য্য মানুষ তুমি। একবারও ত অভিযোগ জানালে না আমার ব্যবহারে? বন্ধু, তোমার পরিচয় তুমি নিজে। আমি সেখানে ভাষাহীন এক মুগ্ধ দর্শক। আমার চার বছরের কর্মজীবনে এই হচ্ছে তিন বছরের জীবিকা - উপার্জনের ভিন্ন ইতিহাস। এবার নিশ্চয় স্বীকার করবে দরজির সামান্য আয়ে যক্ষা রোগাক্রান্ত বাবাকে বাঁচানো যায় না। বোনকে অন্ধকার থেকে আলোয় আনা যায় না। বস্তীর আশ্রয় ত্যাগ করা যায় না।

স্নেহধন্যা এবং মাতৃস্বরূপিনী সুতপাদির দয়ায় এবং সু - ব্যবস্থাপনায় কোলকাতার স্মৃতি বিজড়িত মায়া কাটিয়ে উপস্থিত হয়েছি স্বনামধন্য ডাঃ সোমের আশ্রয়ে। পিতৃতুল্য ডাঃ সোম আমাকে আর মাকে দিয়েছেন তাঁর স্নেহচ্ছায়ায় থাকার অধিকার, প্রয়োজনের অতিরিক্ত আহার এবং তাঁর অনন্ত জ্ঞানের সাগর থেকে আমার প্রয়োজন মত জ্ঞান - তৃষ্ণা মেটাবার সুযোগ। তাঁর গভীর বিশ্বাস, অতি অল্প সময়ের মধ্যেই আমি প্রথম শ্রেণীর সেবিকারূপে অসহায়, আর্তদের সেবায় আত্মপ্রকাশ করবো।

বাবার চিরদিনের মত অনুপস্থিতির শূন্যতা সহ্য করতে পারবো না জেনেই আগে থেকেই একটা স্থির সঙ্কল্প নিতে হয়েছিল। চলে আসবার আগে তোমার কাছ থেকে বিদায় নেবার ক্ষমতা আমি প্রাণপণ শক্তিতেও সংগ্রহ করতে পারলাম না বন্ধু। আমাকে পালিয়ে আসতে হয়েছে — তোমার চোখকে ফাঁকি দিয়ে। জানি, নিজের মনের কাছ থেকে পালিয়ে যেতে পারবো না। সে আমায় প্রতিটি মুহূর্ত দগ্ধ করবে। তবে, এই দহনে জ্বালা নেই। আছে এক অপরিসীম তৃপ্তি আর অফুরন্ত আনন্দ।

চিঠি শেষ করবার আগে জানাই —

যে রূপের পরিচয়ে তুমি আমার অন্তরলোকে উদ্ভাসিত, ভগবানের কাছে প্রার্থনা তিনি যেন সেই আলো - অনির্বাণ জ্বালিয়ে রাখতে আমাকে সাহায্য করেন।

যেদিন-ই এসে পৌঁছবে আমার নবজীবনের যাত্রাপথে অরুণোদয়ের আলো সেই দিনই আমার সারা হৃদয়ের বাগিচা থেকে পবিত্র ফুলসম্ভার নিয়ে তোমার পদপ্রান্তে জানাতে যাবো প্রভাতের অঞ্জলি।

(ছোট গল্প প্রতিযোগিতার প্রথম পুরস্কার প্রাপ্ত রচনা।)

অঙ্কে যারা কাঁচা

(৬ষ্ঠ স্তবক)

— জ্ঞানেন্দ্র নাথ রায়
(ডিগবি ক্রেসেন্ট, লণ্ডন, এন্ - ৪)

লণ্ডনের অনেক দোকানে পুরানো গাড়ী বিক্রয় হয়। গাড়ীর চেহারা, বয়েস আর ইঞ্জিনের ক্ষমতার ওপর নির্ভর করে তার দাম। গাড়ীগুলোর গায়ে লেখা থাকে তাদের দাম। এমনি একটি দোকানে এক সোমবার দশটা গাড়ী ছিল। গাড়ীগুলোর দাম ছিল যথাক্রমে ৮৬০, ৬২৫, ৪২৫, ৩৯৯, ১৬৫, ১৪০, ১৩২, ১১৪, ৬৫, ও ৫৬ পাউণ্ড। সোমবারে মাত্র একটি গাড়ী বিক্রয় হয়; কিন্তু মঙ্গলবারে বেশ কয়েকটা এবং বুধবারের মধ্যে বাকী সবগুলো বিক্রী হয়ে যায়। সবচেয়ে মজা হ'ল মঙ্গলবারের গাড়ীগুলোর মোট দাম যত, বুধবারের গাড়ীগুলোর মোট দাম তার দ্বিগুণ। এবার যদি জিজ্ঞেস করি আমার বয়স কত তা'হলে হয়তো আপনারা আমাকে পুরো পাগল ভেবে, কোন পরিচিত আধপাগলের বয়সের দ্বিগুণ বয়সী বলবেন। কিন্তু, যদি জিজ্ঞেস করি, সোমবারে যে গাড়ীটি বিক্রী হয়েছে তার

দাম কত, তা'হলে নিশ্চয়ই ঠিকমত উত্তর দিতে পারবেন। কী বললেন? পারবেন না? নিশ্চয়ই পারবেন। 'অঙ্কে যারা কাঁচার' পুরানো পাতাগুলো উলটে দেখুন। উত্তর পাবেন। না, না, উত্তর আমাকে পাঠাতে হবে না। আমি পরের কোন স্তবকে উত্তরটা দিয়ে দেব। তবে আপনারা নিজেরা উত্তর বের করতে চেষ্টা করলে খুব খুশী হ'ব।

এবার আসুন আরও কয়েকটি গুণের পদ্ধতি শিখি। এর আগের স্তবকে শিখেছি কীভাবে যে কোন দু'টো ২ অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যার গুণফল বের করতে হয়। সংখ্যা দুটোর মধ্যে কোন রকম বিশেষত্ব থাকলে বিশেষ বিশেষ পদ্ধতি কাজে লাগান যায়। এ রকম একটি বিশেষ পদ্ধতি নীচে দিচ্ছি।

(২২) গুণ্য ও গুণক ১০০ এর একটু কম হলে—

যেমন ৯৮ × ৯৭ = কত?

এক্ষেত্রে ৯৮ সংখ্যাটি ১০০ থেকে ২ কম এবং ৯৭ সংখ্যাটি ১০০ থেকে ৩ কম। আমরা সুবিধের জন্য 'পরিপূরক' কথাটি ব্যবহার করব। অর্থাৎ ৯৮ এর পরিপূরক ২ এবং ৯৭ এর পরিপূরক ৩।

নিয়ম—

(ক) যে কোন একটি সংখ্যার পরিপূরক অন্য সংখ্যাটি থেকে বাদ দিন।

(খ) ক'তে পাওয়া উত্তরের ডানপাশে পরিপূরক দুটোর গুণফল বসালেই পাওয়া যাবে উত্তর।

উদাহরণ—

৯৮ × ৯৩ এর উত্তর বের করতে হ'লে, হয় ৯৮ থেকে ৯৩ এর পরিপূরক ৭ বাদ দিয়ে উত্তর লিখুন ৯১, না হয়, ৯৩ থেকে ৯৮ এর পরিপূরক ২ বাদ দিয়ে উত্তর লিখুন ৯১। এর পাশে পরিপূরক দুটোর গুণফল (২ × ৭ = ১৪) লিখলেই নির্ণেয় উত্তর ৯১১৪ পাওয়া যাবে। মনে রাখবেন যে পরিপূরক দ্বয়ের গুণফল এক অঙ্কের হলে এই গুণফলের সামনে একটি শূন্য বসাতে হবে। যেমন, ৯৮ × ৯৭ এর ক্ষেত্রে পরিপূরক দ্বয়ের গুণফল হবে ৬। অর্থাৎ ৯৮ × ৯৭ = ৯৫০৬। তেমনি পরিপূরকদ্বয়ের গুণফল ৯৯ এর বেশী হলে শতকের ঘরের অঙ্কটি (ক) তে পাওয়া উত্তরের সঙ্গে যোগ হবে।

যেমন, ৮৫ × ৮৯ = কত?

৮৫ এর পরিপূরক ১৫

৮৯ এর পরিপূরক ১১
(৮৫—১১)=৭৪ বা (৮৯—১৫)=৭৪
এবং ১৫×১১=১৬৫
অতএব ৮৫×৮৯=৭৫৬৫

এবারের মত এই একটি পদ্ধতি সম্বন্ধেই লিখ্‌ছি। পরে আরও লিখবার ইচ্ছে রইল।

(ক্রমশ:)

- :: -

নিশিযাপন

— শোভেন বন্দ্যোপাধ্যায়
কলিকাতা — ৭

ইন্টারভিউ কেমন হলো রে দাদা?

ঘামে ভেজা গেঞ্জীটা দড়ির ওপর মেলে দিতে দিতে সুস্মিত বলে — কেমন হলো এ প্রশ্ন আর করিসনি ডলি। প্রতিবারেই ভালো বলি, অথচ শেষ অবধি সেই রিগ্রেট লেটার।

তবু তো চেষ্টা করতে হবে?

করছিনা বলতে চাস!

না না তা বলছিনা, তবে এরকম হোপ্‌লেস হয়ে পড়লে — কথা শেষ না করেই থেমে যায়। চেয়ারটাকে জানলার ধারে টেনে নিয়ে গিয়ে বসে সুস্মিত। হাত-পাখাটা টেনে নিয়ে হাওয়া করতে থাকে ডলি। রুক্ষ চুলগুলো ওঠা - নামা করে সুস্মিতের। সেদিকে তাকিয়ে ডলি বলে — জীবনে ভালোটা হঠাৎ আসে না দাদা, চেষ্টা করে পেতে হয়।

কপালের ওপর ঝুলে পড়া চুলগুলো দুহাত দিয়ে মাথার ওপর তুলে দিতে দিতে সুস্মিত বলে — চেষ্টা তো করছি — কি জানিস্‌, সফল যেদিন হবো সেদিন হয়তো আর সামর্থ্য থাকবে না সোজা

হয়ে দাঁড়াবার।

দূর, তোর যতো বাজে কথা।

বাজে নয়রে বাজে নয়। সফল যদি বা হই আজকের এ দিনটা কি আর ফিরে পাবো? না! দেখবো অনেক দূরে চলে গেছে।

কিছুক্ষণ নীরবে থেকে হালকা সুরে সুমিত বলে — জানিস, মা সেদিন তোর বিয়ের কথা বলছিলো।

মায়ের কথা ছেড়ে দে। মা যেন দিনে দিনে —

মাকে দোষ দিসনি ডলি। আমি যেমন একটা বেটার চান্স এর আশা করছি মাও তো তেমান আশা করে ছেলেমেয়ের বিয়ে দিয়ে -

তাবলে কি এই অবস্থায় ওসব কথা ভাবে?

সুমিত হাসে। জানিস ডলি আশা কোন যুক্তি মানে না। আমিই কি মানি? পাইতো তিনশো টাকা মাইনে তবু ভাবি ঘটা করে বোনের বিয়ে দেবো, মা বাবাকে তীর্থে নিয়ে যাবো - নিজেও বেড়াব দেশ-দেশান্তর।

আহা - হা, নিজের বিয়ের কথা ভাবিস না বুঝি?

মা, হাপাতে হাপাতে চায়ের কাপ নিয়ে ঢোকেন। ডলি এগিয়ে এসে কাপটা নিতে নিতে বলে — আমায় ডাকলে না কেন মা!

আর বকিস নি। গলির মোড় থেকে সবাই গলা শুনেছে, শুধু তোদের কানেই পৌঁছল না। কি যে দিনরাত ফুসফুস্ করিস ভাই বোনে জানিনা বাপু।

সত্যি বড় অন্যায় হয়ে গেছে মা। আমি অবশ্য এখনি নীচে যেতাম। এই দেখোনা, ডলিটা খালি বক্‌বক্ করছে।

ওর আর কি আছে? এখুনি এসে ময়দা মেখে দিচ্ছি বলে সেই যে ওপরে উঠে এলো - আর দেখা নেই!

চলো চলো যাচ্ছি। হাসতে হাসতে ডলি বলে।

কুড়িটা পয়সা দে খোকা।

কেন মা?

লঙ্কার গুড়ো আনাবো দশ পয়সা, আর দশ পয়সা বাতাসা। আজ বেসপতিবার না? সকালে বললুম একটা শশা কি কলা

আনতে -

হাসতে হাসতে সুজিত বলে - স্রেফ বাজে খরচ!

অলক্ষণে কথা বলিস নি খোকা, বেসপতি-বার একটু লক্ষ্মীপুজো — করেই বা হচ্ছে কি ?

ও কথা বলিস নি। তাঁর আশীর্বাদে এখনো তো চলে যাচ্ছে।

হাসতে হাসতে সুজিত বলে - তা বটে। দে তো ডলি পয়সাটা। ঐ ডান দিকের পকেটে আছে। এই এই, খবরদার বাদিকের পকেটে হাত দিবি না।

তিরিশটা দিস ডলি।

আবার দশ বাড়ালে কেন মা ? ফাইন করলে নাকি ?

পাঁচফোড়নটাও আনিয়ে নি। সকালেই তো আবার — উপায় নেই মা, মাত্র তেইশটা পয়সা আছে। আবার টাকা ভাঙ্গাতে হবে। তার চেয়ে ফোড়ন কাল আনিও।

তবে তেইশই দে। তিন পয়সা লক্ষ্মীর ভাঁড়ে ফেলি।

যা বাবা, পকেটে যে ধূলো উড়বে গো ?

মা লক্ষ্মীর আশীর্বাদে ধূলোই সোনা হয়রে খোকা, তা হ্যাঁরে, আজ যে গেলি - কি হলো ?

কি আর হবে? সুজিত হাসে, বেস্পতিবারের বার বেলায় ইন্টারভিউ হলে কি আর ভালো হয়?

তা বটে, আজ গেলি কেন?

একি আমার খুশী মতো? মারোগুলি ওসব কথায়, আমার ভীষণ ক্ষিধে পেয়ে গেছে মা, তুমি রেডি করো, আমি এখনি যাচ্ছি চান করে।

বেশ খানিকটা চান ক'রে সারাদিনের গ্লানি কেটে যায়, আপন মনেই গুনগুন করে — 'দূরে কোথায় দূরে দূরে মন বেড়ায় গো ঘুরে ঘুরে, যে বাঁশিতে বাতাস কাঁদে, সেই বাঁশিটির সুরে সুরে।

এই দা - দা, হলো তোর? নীচ থেকে চেঁচিয়ে ডাকে ডলি।

যাইরে পাঁচি - যাই হয়ে গেছে, তর্-তর্ করে নীচে নামে, রান্নাঘরে একটা আসন পেতে নিয়ে বলে - দে, কি দিবি দে, একটা শুকনো লঙ্কা ভেজে দিস।

রুটি সেকেছে ডলি, উনুন তাপে মুখটা লাল হয়ে উঠেছে, সারামুখ ঘামে ভেজা, আঁচল দিয়ে মুছে নেয় একবার, খুন্তি দিয়ে রুটি ওল্টাতে ওলটাতে বলে — দেখলে মা — দাদা আবার পাঁচি বললো।

কেনরে খোকা ওকে যখন তখন পাঁচি

.বলিস ?

এই সেরেছে, বলেছি বুঝি ?

খবরদার বলছি, আর যদি কোনদিন বলবি তো তোর সব কথা মাকে বলে দেবো, কপট রাগের ভঙ্গী ডলির চোখে মুখে।

রুটি চিবোতে চিবোতে সুজিত বলে— আমার আবার কি বলবি ?

তোর বইয়ের ভেতর থেকে কার ছবি পেয়েছি বলবো মাকে ?

মা শঙ্কিত হয়ে মুখ তোলেন। খোকার বইয়ের মধ্যে আবার কার ছবি রে !

কারুর না মা। হ্যা হ্যা – ঐ মুজিবরের। রাখা উচিৎ নয় বলো ? অতবড় একজন বিপ্লবী –

তাই বল। মা আশ্বস্ত হন। কি জানি বাপু, আজকাল পুলিশের যা হাঙ্গামা — সুজিতের অসহায় অবস্থাটা ডলি হাসিমুখে উপভোগ করে। উনুনের ওপর থেকে চাটুটা নামিয়ে রেখে টেনে টেনে বলে — হ্যা মুজিবের বইকি ? জানো মা — তার নাম — বলি মাকে ? তার নাম দেব—

হ্যাঁ হ্যাঁ মনে পড়েছে — দেব — মানে দেবতা আর কি। ব্যস্ত হয়ে ডলির মুখের কথাটা কেড়ে নেয় সুজিত। দেবতা মানে লক্ষ্মী ঠাকুরের। ঐ যে গো - যার পুজো করলে লঙ্কা আর বাতাসা দিয়ে—

খিল খিল করে হেসে ওঠে ডলি। ভালো কথা বললি দাদা — লঙ্কা দিয়ে লক্ষ্মী পুজো !

কপট গাম্ভীর্যে সুজিত বলে — ভেবে দেখলুম মা, লক্ষ্মী ঠাকুরের কৃপা না হলে — বুঝলে না - তাই একটা ছবি—

তা ভালো, তবু মতি ফিরেছে।

ডলি সমানে হাসতে থাকে। অনুনয়ের দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে সুজিত বলে- বুঝলি ডলি - তোকে আর যদি কখনো পাঁচি বলি তো আমার নাম মিথ্যে। ছিছি, খুব অন্যায়।

কইগো, চা হয়েছে নাকি ? সান্ধ্য ভ্রমণ শেষ করে ভূপতিবাবু এসে দাঁড়ান।

সুজিত উঠে বাবাকে একটা পিঁড়ে পেতে দেয়। হাতের লাঠিটা দরজার গায়ে হেলান দিয়ে রেখে বসতে বসতে বলেন - ইন্টারভিউ কেমন হলো রে ?

দিয়ে তো এলুম। তবে ব্যাকিং ট্যাকিং না থাকলে —

সে তো ঠিকই; কিন্তু পাক্কা কোথায় দেখো চেষ্টা করে। আচ্ছা, আগের ইন্টারভিউগুলোর খবর এসে গেছে ?

দু'একটার বাকি আছে এখনো। তবে সাত আট মাস তো হয়েও গেলো!

কি যে হবে জানিনা। আমার পেনসন দুশো আর তোর ঐ তিনশো - অথচ বাজারের এই অবস্থা।

সুজিত অস্বস্তি বোধ করে অন্য প্রসঙ্গ আনে। মেডিকেল আউট - ডোরে যে কানটা দেখাতে গেলেন - কি বললো ডাক্তার?

দুটো ওষুধ দিলো - ফুরোলে আবার যেতে বলেছে। ওখানে কোন ট্রিটমেন্ট হয় বলে তো মনে হয় না। সবই লোক দেখানো। হ্যাঁ ভালো কথা - হ্যাঁগো শুনছো?

হুঁ বলো।

নৃপেনবাবুর সঙ্গে আজ আবার দেখা হয়ে গেলো।

কে নৃপেন বাবু!

আরে ঐ যে গো - পাত্রের বাপ! বললুম না সেদিন?

ডলি মুখ তুলে তাকায় বাবার দিকে। তারপর চায়ের কাপটা সামনে ধরে দিয়ে আস্তে আস্তে চলে যায় ঘর থেকে।

কোথায় চললি আবার!

আসছি মা! ওপরে উঠে যায় ডলি।

দেখো আবার কোথায় গেলো! খোকা, খান কতক রুটি সেঁকতে পারিস কিনা দেখতো।

লুঙ্গীটা একটু গুটিয়ে নিয়ে উনুনের ধারে বসে সুজিত. গলাটা নামিয়ে বলে - বাবার রুটিগুলো হয়ে গেছে তো?

হ্যাঁ।

যাক., তাহলে একটু খারাপ হলেও ক্ষতি নেই. চাটুর ওপরে এক এক করে রুটি ছাড়ে আর খুন্তি দিয়ে ওলটায়।

একটা বিড়ি ধরিয়ে ভূপতি বাবু বলেন - ডলিকে নাকি ওর ভারি পছন্দ, আমি তো নিজের অবস্থা খুলেই বললুম, সামান্য সোনা ঘরে আছে বটে, কিন্তু তাতেই তো আর -

কি বললেন উনি?

নেহাৎ আংটি ছাড়া বিয়ে হয় না; তাই ওটা দিতেই হবে। এছাড়া আর কোন ডিম্যাণ্ড নেই। কিন্তু তা তো আর হয় না? শাঁখা পরিয়ে পাঠালে লোকে বলবে কি?

কিন্তু মেয়ের বিয়ে তো যে করে হোক দিতে হবে? হ্যাঁরে খোকা, তুই কিছু পারবি না যোগাড় করতে?

খুন্তি করে একটা রুটি উনুনের ওপর ফেলে তার একপাশে একটু চাপ দিতেই

রুটিখানা বেলুনের মতো ফুলে ওঠে। খুন্তির খোঁচা লেগে আবার সঙ্গে সঙ্গেই চুপসে যায়। থালার ওপর সেখানা ফেলতে ফেলতে সুজিত বলে — প্রভিডেন্ট ফাণ্ড থেকে তো এখন কিছুই পাবো না, তবে কো - অপারেটিভ থেকে হাজার খানেক পেলেও পেতে পারি। এতে কি বিয়ে হবে?

না হয় গরীবের মতোই হবে। লোক খাওয়াবার সামর্থ্য যখন নেই তখন বলবো কেন?

একেবারে বাদ তো দিতে পারবে না মা? কিছু বলতেই হবে। দেখবে তাতেই হাজার পাঁচেক লেগে যাবে।

ভূপতি বাবু বলেন — দেখো তোমরা ভেবেচিন্তে। আমার তো আর আগের অবস্থা নেই, ইনসিওরেন্সের টাকাগুলোই যা সম্বল। তাও হাজার আড়াইকের বেশী পাবো না।

হুঁ, তাহলে হলো সাড়ে তিন হাজার। আরো লাগবে। দেখা যাক কি হয়। আরে, তুমি বসে আছো মা! বেলে দাও তাড়াতাড়ি।

* * * *

দাদা ঘুমোচ্ছিস?

না, কেনরে?

আলোটা জ্বেলে চৌকির একপাশে বসে ভলি। একটু চুপ করে থেকে চাপা স্বরে বলে — আচ্ছা, তোরা কি আরম্ভ করলি বলতো?

কেন, কি করলুম?

ঐ যে নৃপেন বাবু — কেন এভাবে নিঃশেষ করছিল নিজেদের?

সুজিত হাসতে হাসতে বলে — বিয়ের কথা ঠিক কানে গেছে তো!

এমন করে হাসিস নি দাদা, গা জ্বলে যায়। সর্বস্ব খুইয়ে—

বুঝছি সবই, কিন্তু কি করব বল?

তুই অন্ততঃ আপত্তি জানা। বল এভাবে ধার দেনা করে -

তোর দাদা এমন কিছু হাজার দু-হাজার মাইনে পায়না যে ধার না করে বোনের বিয়ে দেবে। অথচ না দিলেও নয়।

না দিলেও নয় - তাই বা ভাবছিস কেন?

ভাববো না? তবে কি চিরদিন আই-বুড়ো করে রেখে দেবো? যতোদিন বাঁচবো ততদিন মনের ভেতর একটা কথাই শুধু খোঁচা দেবে যে - তোর বিয়ে দিতে পারলুম না। মা শান্তি পাবে না, বাবা ভাববেন কর্তব্য অসমাপ্ত রয়ে গেলো। আর - হয়তো তুইও ভাববি -

দোহাই দাদা বিশ্বাস কর আমি কিছু ভাববো না। নিজেদের এভাবে সর্বস্বান্ত করে কি আমায় সুখী করতে পারবি? মায়ের সব গয়না যাবে, বাবার ইনসিওরেন্স - তোর অফিসে লোন - না না না -

দূর পাগল, মাঝরাতে কি এসব ভাবতে বসেছিস?

ভাববো না! এভাবে বিয়ে দিয়ে কোথায় দাঁড়াবি বল তো?

মৃদু হেসে সুজিত বলে - যেখানে আছি সেখানেই। দেনা বাড়বে কিছু তবে মরবো না। অহংকার করে এখনো বলি আমরা মধ্যবিত্ত এই পরিচয়ের বেড়া হয়তো আলগা হবে। হয়তো যে দুর্গ থেকে আমাদের জীবন সংগ্রাম, তার চাদটা যাবে উড়ে - থাকবে শুধু চার দেওয়াল আর আমরা। ওপর তলার লোক সরাসরি আমাদের দেখে বলবে নিম্নবিত্ত, এতে ভয় কি বল? পরিচয়ের ঘাটতিতে - হয়তো একটু অসুবিধে হবে. কিন্তু হারিয়ে যাবো না। কেউ হারায় নি এর মধ্যেই জন্ম-মৃত্যু বিয়ে সবই চলছে। ও নিয়ে ভাবলে রাতের ঘুমটুকুও যাবে।

তাহলে তুইও ওদের সঙ্গে একমত! ভেবেছিলুম তুই অন্ততঃ সমর্থন করবি আমায়. এখন দেখছি—

বিয়েতে তোর আপত্তি ধার দেনার জন্যে তো? আমাদের সমাজে ও দেনা কেউ এড়াতে পারেনা। তবু বিয়ে হচ্ছে. লোক খাওয়ানও বন্ধ নেই। কেন্যো ওসব ভাবছিস? মা বাবা কিম্বা আমার যে কর্তব্যটা আছে তোর ওপর; সেটা পালন করতে দে। তার বিনিময়ে যদি হাজার পাঁচ ছয় ধার হয়ে যায় - সেটা সামান্যই বলতে হবে। যাক সে কথা। হ্যারে, গোটা দুয়েক রুটি আছে?

রুটি! কি করবি?

খাবো। তোর সঙ্গে বকে বকে খিদে পেয়ে গেছে।

এনে দেবো গুড় দিয়ে? ভলি হাসে।

যাক বাবা, হেসেছিস তাহলে? স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে সুজিত। রুটিতে দরকার নেই, এক গ্লাস জল গড়িয়ে দে। তারপর মাথা ঠাণ্ডা করে — পারলে তুইও এক গ্লাস খেয়ে — সোজা ঘুমোতে যা।

মা, ওমা — । বা বাবা, কোথায় গেলো সব? অফিস থেকে ফিরে নিজের ঘরে ঢুকেই হাঁক দেয় সুজিত।

কিরে কি হলো! মা শশব্যস্ত হয়ে ঘরে ঢোকেন।

জামা কাপড় ছাড়তে ছাড়তে সুজিত বলে — লোনের জন্যে এ্যাপ্লাই করে দিলুম মা। এক বন্ধুকেও বলেছি টাকার কথা, সেও দেবে বলেছে। এবার বাবাকে বলো নৃপেন বাবুর সঙ্গে কথা বলতে। আর হ্যাঁ, বাবার ঐ ইনসিওরেন্সের টাকাটাও লাগবে কিন্তু। এখন নেওয়া যাক - পরে শোধ করে দেওয়া যাবে একটু একটু করে।

যাক বাবা, বাঁচালি। আজ সারাদিন ঠাকুরকে ডেকেছি। তাহলে এই সামনের ফাল্গুনেই—

সুজিত হাসে। লোনের জন্যে ঠাকুরকে ডাকলে হয় না মা, ওর জন্যে কো - অপারেটিভের সেক্রেটারীকে ধরতে হয়। যাক, খাবার টাবার কিছু আছে?

ও বেলার রুটি আছে খান কতক।

ছ্যার বাবা, রোজ রোজ রুটি ভালো লাগেনা। আনা চারেক তেলেভাজা আনাও না - অনেকদিন খাইনি। বাপ্পার দোকানে বেশ গরম গরম ভাজছে দেখে এলুম। ইস্ নিয়ে এলেই হতো।

নিয়ে এলেই পারতিস। ডলি সামনে এসে দাঁড়ায়।

হাত পাখাটা টেনে নিয়ে চৌকির ওপর বসতে বসতে সুজিত বলে- একটু ভীড় ছিলো, তাই দাঁড়াতে ইচ্ছে হলো না। জানিস, সুখবরটা তাড়াতাড়ি মাকে শোনাবো বলে আজ সাট্ল্ ট্যাকসি ধরে বাড়ী ফিরেছি। জানি এ বিলাসীতা — একটু হাসে সুজিত। কোথায় ছিলি এতক্ষণ?

ছাতে।

ছাতে? বিয়ের কথায় কবি হয়ে গেলি না কি রে?

সে কথার জবাব না দিয়ে ডলি বলে — তোর নামে একটা রেজিষ্ট্রী চিঠি এসেছে।

ওরে বাবা রেজিষ্ট্রী চিঠি! কোথা থেকে রে?

কি যেন রায় এণ্ড রায় এণ্টারপ্রাইজ না কি এই ধরণের নাম। ছাখ না, ঐ বইয়ের ভেতর রেখেছি।

দে না বাবা, আর উঠতে পারছি না ভীষণ টায়ার্ড'।

ডলি টেবিলের দিকে এগিয়ে যায়।

রায় এ্যাণ্ড রায় এণ্টার — ওঃ হে মনে পড়েছে, আট ন'মাস আগে ইন্টার

ডিউ দিয়ে এসেছিলুম! চিঠিখানা খুলে সোল্লাসে চেঁচিয়ে ওঠে - সুজিত পাঁচিরে কেল্লা মার দিয়া।

কিয়ে কি হলো? মা আর ভজি দুজনেই এগিয়ে আসে।

হবে আবার কি? মার কৈলাশ! এ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার আ গিয়া।

সত্যি! ষ্টার্টিং কতো রে?

তোর জেনে কি হবে? তুই তো পরের ঘরে যাচ্ছিস, মা আর বাবাকে চুপি চুপি বলবো।

মা হাসি মুখে ছেলের মাথায় হাত রাখেন, হ্যাঁরে খোকা, সত্যি! মাইনে বেশী তো রে?

হ্যাঁ মা, হ্যাঁ, আনন্দে দুহাতে জড়িয়ে ধরে মাকে, তারপর আলনায় ঝোলান জামার পকেট থেকে একটা টাকা নিয়ে মায়ের হাতে দিয়ে বলে — চার আনায় হবে না মা, আট আনার তেলেভাজা আনাও, গ্রাণ্ড ফিষ্ট হবে আজ; বাবা তো ওসব খান না? ওর জন্য দুটো রাজভোগ।

আর আমায় স্পেশাল কিছু খাওয়াবি না দাদা? আমি যে চিঠিখানা সই করে নিলুম?

মালাই বরফ ডাকিস। তুই আমি আর মা। আমি কিন্তু সিদ্ধির বরফ — এখন থেকে বলে রাখছি।

মা খুশী মনে বেরিয়ে যাচ্ছেন দেখে সুজিত হাত ধরে ফেলে। দাঁড়াও মা কোথায় যাচ্ছো? এখনো বাকী আছে।

আবার কি রে?

তার হাতে একটা সিকি দিয়ে বলে — এটা লক্ষ্মীর ভাঁড়ে ফেলে দিও।

—::—

ভ্রম সংশোধন —: ২৭ পৃষ্ঠায় নিশিযাপন প্রবন্ধের ১ম কলমে ৩য় ছত্রে, ২য় কলমে ১ম ছত্রে, ৪র্থ ছত্রে ও ৯ম ছত্রে এবং ২৮ পৃষ্ঠায় ১ম কলমে ৮ম ছত্রে ও ১৮ ছত্রে সুমিত এর স্থলে সুজিত হইবে।

গুজরাতী ভাষা ও সাহিত্য

— কমলাক্ষ চট্টোপাধ্যায় (আমেদাবাদ)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

ভাষাতত্ত্ববিদরা বলেন পৃথিবীতে প্রায় ৯০০টি ভাষা আছে যার মধ্যে আছে হেমোটিক, হিট্টাইট, সেমিটিক, আর্য ইণ্ডো - ইউরোপিয়ান, দ্রাবিড়, অষ্ট্রিক প্রভৃতি চোদ্দটি মুখ্য ভাষা গোষ্ঠী। আদি আর্য ভাষার দুটি বিভাগ — শতম্ যুথ যেটি এশিয়াতে প্রচলিত এবং কেন্তুম যুথ, যেটি ইউরোপে প্রচলিত যেমন গ্রীক, ল্যাটিন, জার্মান, কেল্‌টিক (যা থেকে স্যাক্সন, ইংরাজী) ইত্যাদি। শতম্ যুথ বা গোষ্ঠীর মধ্যে শুদ্ধ আর্য (ইণ্ডো ইরানিয়ান), স্লাভ, বাল্‌টিক আর্মেনিয়ান প্রভৃতি। শুদ্ধ আর্য ভাষার মধ্যে (১) ইরানী (আবেস্তা - গাথার ভাষা) (২) দার্দিক (পৈশাচ, কারল ইত্যাদি স্থানের আদি ভাষা) এবং (৩) ভারতীয় (বৈদিক সংস্কৃত, প্রাথমিক প্রাকৃত) ইত্যাদি। বৈদিক সংস্কৃত উপরান্ত লৌকিক সংস্কৃত ও পাণিনীয় সংস্কৃত। বৈদিক সংস্কৃতকে ঋষি মুনিদের সাধু ভাষা বলা চলতে পারে, আর লৌকিক কে সাধারণ শিক্ষিত জনের ভাষা। আনুমানিক ৭০০ খৃঃ পূর্বাব্দে পাণিনী সংস্কৃতের ব্যাকরণ রচনা করেন। সেই হল পাণিনীয় সংস্কৃত।

লৌকিক সংস্কৃত থেকে উদ্ভব হল প্রাথমিক প্রাকৃত যা থেকে কালক্রমে পালি, অর্দ্ধ মাগধী (বাংলা ভাষার আকর) অশোক শিলালিপির প্রাকৃত মহারাষ্ট্রী, শৌরসেনী, মাগধী, পৈশাচী, চুলিকা পৈশাচী, অপভ্রংশ প্রভৃতি অশোক শিলালিপির প্রাকৃত থেকে গৌর্জর শৌরসেনী বা অপভ্রংশ যার সঙ্গে কিছু অন্য ভাষা মিশে গুজরাতীর জন্ম। নিচের ভাষালতিকাটি এই বিবর্তনকে আরো সহজবোধ্য করতে পারে।

গুজরাতী ভাষা ও সাহিত্য

আর্য - বৈদিক সংস্কৃত (খৃঃ পূর্ব ১০০০)

ব্রাহ্মণ - আরণ্যক - উপনিষদের সংস্কৃত (খৃঃ পূর্ব ১৬০০) প্রাথমিক প্রাকৃত

| রামায়ণ - মহাভারত - সূত্রগ্রন্থের সংস্কৃত (খৃঃ পূর্ব ৬০০) দ্বিতীয় প্রাকৃত

পাণিনীর
(খ্রী পূঃ ৭০০) শিষ্ট সংস্কৃত অপভ্রংশ

সাহিত্যিক সংস্কৃত গাথা সংস্কৃত তৃতীয় প্রাকৃত
(কালিদাস প্রভৃতি)

পালি মাগধী অর্দ্ধমাগধী (শুদ্ধ) অশোক শিলালিপির
(অশোকের রাজধানীর ভাষা) ভাষা

শৌরসেনী ব্যাকরণস্থ মাগধী অর্দ্ধমাগধী সূত্র

মহারাষ্ট্রী . জৈন মহারাষ্ট্রী

অপভ্রংশ গৌর্জর অপভ্রংশ

দ্বিতীয় প্রাকৃতের বিকাশকাল গৌর্জর অপভ্রংশ পর্যন্ত খ্রীঃ পূঃ ৬০০ থেকে ১০০০ খ্রীঃষ্টাব্দ অর্থাৎ প্রায় ১৬০০ বছর ধরে বিস্তৃত। তৃতীয় প্রাকৃত ১০০০ খ্রীষ্টাব্দের পরবর্তীকালে বিভিন্ন বর্তমান প্রাদেশিক ভাষার জন্মদাতা।

দ্বিতীয় প্রাকৃত

উদীচ্যা প্রাকৃত (উত্তর ভারতে)	প্রতীচ্যা প্রাকৃত (পশ্চিম ভারতে)	দাক্ষিণাত্যা প্রাকৃত (মহারাষ্ট্রে)	মধ্য দেশীয় (মথুরা অঞ্চল)	প্রাচ্য বাংলা বিহার প্রভৃতি

অশোক লিপির ভাষা আবনত্যা লাটী সৌরাষ্ট্রীয়
(দক্ষিণ ভারত)

নাগর অপভ্রংশ

গৌর্জর অপভ্রংশ – ● রাজধানী ভাষা সমূহ

রাজধানী ভীলী গুজরাতী

তাহলে দেখা যাচ্ছে মহারাষ্টি অপভ্রংশ এবং জৈন মহারাষ্ট্রী গৌর্জর অপভ্রংশের সঙ্গে মিশেছে যা আবার রাজস্থানী ভাষা সমূহের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে গুজরাতী ভাষায় দাঁড়িয়েছে যার সঙ্গে আবার মিলেছে দক্ষিণ গুজরাত ও সৌরাষ্ট্রের প্রাকৃত।

গুজরাতী ভাষার ইতিহাসে ৮০০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১০০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত কালকে গৌজ্জ'র অপভ্রংশ অথবা প্রাচীন গুজরাতী বা প্রাগ্‌হৈম যুগ বলা হয়। চালুক্য-রাজা সিদ্ধরাজের অনুরোধে পণ্ডিত হেমচন্দ্রাচার্য সংস্কৃত, প্রাকৃত এবং অপভ্রংশ ভাষার ব্যাকরণ রচনা করলেন যেটি তাঁদের দুজনের নাম যুক্ত করে সিদ্ধহৈম নামে প্রসিদ্ধ। হেমচন্দ্রের জীবনকাল ১০৮৯ খ্রীঃ থেকে ১১৭০ খ্রীষ্টাব্দ। 'অনেকার্থ' সংগ্রহ', 'অভিধান চিন্তামণি', 'ছন্দোনুশাসন,' 'কাব্যানুশাসন', 'নিঘণ্টুশেষ', 'যোগ-শাস্ত্র,' 'ত্রিষষ্টিশলাকা পুরুষচরিত্র' ইত্যাদি বিবিধ গ্রন্থের রচয়িতার সম্মানে ১১শ ও ১২শ শতাব্দী হল গুজরাতী সাহিত্যের ইতিহাসে হৈমযুগ।

প্রাগ্‌হৈম যুগ বা গৌজ্জ'র অপভ্রংশ যুগের ভাষা থেকে ক্রমশঃ বিকশিত হল (১) মারোয়াড় - মেবাড়ের মারোয়াড়ী, (২) জয়পুরের চুণ্ডালী. [৩] কোটার হাড়ৌতী, [৪] মেবাতের মেবাতী [মেওয়াতী] [৫] ব্রজমণ্ডলের সীমান্তের অহীরবটী, (৬) মালবের মালবী, (৭) নিভাদের নিভাড়ী এবং (৮) গুজরাতের গুজরাতী।

ডঃ তেস্‌সিতোরী সে যুগের গুজরাতীকে Old Westorn Rajasthani নামে অভিহিত করেছেন কিন্তু উপরোক্ত থেকে দেখা যায় আসলে রাজস্থানের ভাষা প্রাচীন গুজরাতী; স্থানীয় অপভ্রংশ এবং মথুরা বা ব্রজমণ্ডলের সৌরসেনী অপ-ভ্রংশ মিশ্রিত ভাষা।

ভারতবর্ষের ভাষার গতি প্রগতির ধারা অনুসরণ করলে দেখা যায় যে বৌদ্ধ ও জৈন যুগ থেকে (আনুমানিক খৃঃ পূঃ পঞ্চম, ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে) জনসাধারণের পালি, প্রকৃত ভাষার তোড়্‌ সংস্কৃতের বন্ধনে ভাঙ্গন ধরতে আরম্ভ করে। মগধ মৌর্য সম্রাট অশোকের অধিষ্ঠান স্থল হবার দরুণ মাগধী, অর্ধ' মাগধী মৈথিলী, গৌড়ীয় বাংলা প্রভৃতি ভাষার প্রাথমিক বিকাশ ভারতের পূর্বাঞ্চলে প্রথমে আরম্ভ হয়। তারপর আরম্ভ হয় মধ্য ভাষা থেকে হিমালয় প্রদেশের প্রাকৃত ভাষা থেকে বিবিধ আঞ্চলিক অপভ্রংশ এবং পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দী আন্দাজ উত্তরাঞ্চলের লহন্দা, পাঞ্জাবী, সিন্ধী, মুলতানী প্রভৃতি।

গুজরাতী ভাষা ও সাহিত্য

গুপ্ত বংশের প্রভাবে বৈদিক আর্যধর্ম বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্ম বিস্তারে আঘাত হানলেও জনসাধারণ সংস্কৃতের আধিপত্যকে গ্রহণ করতে সম্পূর্ণ আগ্রহী হল না। রাজনৈতিক ও অন্যান্য কারণে (যেমন বিহারে দুর্ভিক্ষের দরুণ) বহু বৌদ্ধ ও জৈনরা ভারতের পূর্ব, পশ্চিম ও দক্ষিণ অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়লেন এবং প্রাকৃত, অপ-ভ্রংশ ভাষায় তাঁদের রচনা, ভাষণ, প্রচার চালু রাখলেন। গুপ্ত রাজ - সভা কবি কালিদাস ও অন্যান্য সমকালীন সংস্কৃত কবিরা সংস্কৃতকে পুনোরুদ্ধার করে সুন্দর কাব্য ও মহাকাব্য রচনা করলেও মালবের রাজা ভোজ দেবের 'সরস্বতী কন্ঠাভরা' গ্রন্থে দেখছি :

লটভং লাটাঃ প্রাকৃতং সংস্কৃতদ্বিষঃ।
অপভ্রংশেন তুষ্যন্তি স্বেন নান্যেন গৌর্জরাঃ॥

অর্থাৎ, সংস্কৃতকে যারা দ্বেষ করে সেই লাটবাসীরা (দক্ষিণ গুজরাতবাসী) সুন্দর প্রাকৃত ভাষা শুনতে ভালবাসে। এবং গুর্জররা তো কেবল নিজেদের অপভ্রংশ নিয়েই সন্তুষ্ট থাকে, অন্যান্যদের অপভ্রংশের পানে দৃকপাতও করেনা।

(ক্রমশঃ)

পশুরা তাদের প্রয়োজনের জিনিষ কিছুমাত্র পেলেই খুশী, দেবতারা তাদের আপন ঐশ্বর্য নিয়েই খুশী, কিন্তু মানুষ তার ভালোর সর্বোচ্চে নিয়ে না পৌঁছন পর্যন্ত স্থায়ী ভাবে কোন কিছুতে খুশী হয়ে থাকতে পারে না।

- শ্রীঅরবিন্দ

সংগ্রাহক - ৬৬০৫ আশীষ কুমার সরকার

যৌগিক

— বেগম রেজিনা সুলতানা
সাহাগঞ্জ।

পরীক্ষার পাট চুকে গিয়েছে। পড়া-শুনার তাড়া নেই। আজ সকাল থেকে ঝুপ্ ঝুপ্ কোরে বৃষ্টি পড়ছে। ঠিক করলাম দাদুর কাছে গিয়ে সময়টা কাটিয়ে আসব। তাই সোজা গিয়ে ঢুকলাম দাদুর ঘরে। ঢুকেই অবাক হলাম। অস্থিরভাবে দাদু তার লম্বা সাদা চুলগুলো টানছে আর বিড় বিড় ক'রে কি বকতে বকতে ঘরময় পায়চারী কোরে বেড়াচ্ছে। খানিক-ক্ষণ চুপ ক'রে থেকে জিজ্ঞেস করলাম—কি ব্যাপার দাদু ?

দাদু একটু ফ্যাল ফ্যাল ক'রে চেয়ে রইল, শেষে বললে—

— মিলছে না।

— মিলছে না ? কি মিলছে না ?

— বাঘ, ভেড়া আর পাঁঠা। মেলাতে পারছি না।

— কি বলছ - মাথা মুণ্ডু ? বাঘ, ভেড়া মেলাতে পারছ না - সে আবার কি ?

মুচকে একটু হাসল দাদু।

— তোদের তাই মনে হবে। এসব গভীর তত্ত্বকথা। তোর ভাল লাগবে না।

— আরে রাখ তোমার তত্ত্বকথা। আগে বলনা শুনি, তারপর বোঝা যাবে ভাল লাগবে কি লাগবে না।

— শুনবি ? কিন্তু মেলাতে পারছি না যে -

আঃ বলই না, হয়ত আমিই মিলিয়ে দোব।

— তুই ? বলেই হো - হো কোরে হেসে উঠল দাদু। আমি রাগ কোরে উঠে পড়লাম।

— তবে থাক্, আমার শুনে আর কাজ

সেই দাদু, আমি চললুম।

দাদু আমার হাতটা চেপে ধরে জোর ক'রে বসিয়ে দিলে।

— তোদের রাগ আছে কিন্তু মাথা নেই। আচ্ছা শোন; সৃষ্টিতত্ত্ব জানিস?

- সৃষ্টিতত্ত্ব!

- হ্যাঁ - সৃষ্টিতত্ত্ব, জানিস? সেই যে যে ভগবান বল্লেন - Let there be light and there is light এসব তো জানিস?

আমি রাগ ক'রে বল্লাম - হ্যাঁ তা তো জানি, কিন্তু তাতে হয়েছে কি?

- তাতেই তো সব। এই রকম ক'রে পৃথিবীতে তিনি যাবতীয় গাছপালা; জীবজন্তু, পশুপাখী সৃষ্টি করলেন। তারপর কি হোল?

- কি হোল?

- শেষে তিনি wanted to create man acoording to his own image.

- বেশতো।

- বেশতো নয়, সেইখানেই যত গোলমাল। খিঁচিয়ে উঠল দাদু।

- কি গোলমাল? তুই একটা ... ... দাঁড়া - তুই কি কি মিশিয়ে তৈরী জানিস? আচ্ছা; পরে বলছি; শোন, ভগবান কি চেয়েছিলেন?

- মানুষ।

— তোর মুণ্ডু। মানুষ নয়, - বৈচিত্র্য।

—বৈচিত্র্য?

— হ্যাঁ বৈচিত্র্য, কিন্তু তাকে হতাশ হ'তে হল। হাঁ ক'রে চেয়ে রইলাম আমি।

— এটা বুঝতে পারলি না? তিনি মানুষ তৈরী করলেন শুধু তাঁর আকৃতি দিয়ে নয় তাঁর কিছু কিছু গুণ দিয়ে। তারপর তিনি কি দেখলেন?

— কি?

—সব একঘেয়ে। যেদিকেই তিনি তাকান, দেখেন মানুষগুলো হাতজোড় ক'রে তাঁর আরাধনা করছে। বিরক্ত হ'য়ে গেলেন তিনি।

- তারপর?

- তারপর থাবে কি! পনের মিনিট তিনি মাথায় হাত দিয়ে বসে রইলেন - তারপর তিনি লাফিয়ে উঠলেন।

- লাফিয়ে উঠলেন কেন?

- তুই একটা গর্দভ। এতবড় একটা সমস্যার সমাধান হ'য়ে গেল আর লাফিয়ে উঠবে না?

- সমাধান হয়ে গেল?

- হোল না? তোর মনে হচ্ছে পারে

এতবড় একটা সমস্যা পনের মিনিটে সমাধান হয়ে গেল। ওরে হনুমন্ত সমস্যাটা বড় হতে পারে কিন্তু মাথাটা কার ভাখ?

- তাতো হোল? কিন্তু সমাধানটা কি?

- তখন তিনি স্থির করলেন - তিনি যত পশুপাখী সৃষ্টি করেছেন তাদের মধ্যে দুটো বা তিনটে মিশিয়ে মিশিয়ে একটা একটা মানুষ তৈরী করবেন। এখন আমরা যাদের: মানুষ বলি তারা সেইভাবে তৈরী। এই ধর না তুই হচ্ছিস গাধা, বাঁদরের আর - যাক্‌গে - বাঘ, ভেড়া আর পাঁঠার সংমিশ্রণটা কি দাঁড়াবে ধরতে পাচ্ছি না। নিশ্চয় এই সব দিয়ে একটা মানুষ তৈরী হয়েছে - কিন্তু কিছুতেই মেলাতে পাচ্ছি না।

. আমি আর থাকতে না পেরে বললাম - ভাখ দাদু, একটা কাজ করতো - টুক্‌ কোরে মিলে যেতে পারে?

দাদু আগ্রহের সঙ্গে বলল - কি? - কি?

- একটু মধ্যম নারায়ণ তেল চাপড়ে মাথায় মেখে যদি রাত্তিরে ভাল করে ঘুমোও - সকালে দেখবে সব মিলে গেছে।

হো - হো ক'রে হেসে উঠল দাদু। বিড়্‌ বিড়্‌ ক'রে বলল - পাগল - পাগল।

ভগবানের শ্রীচরণে জীবন সমর্পণ করিয়া যিনি আপনার জীবনতরী ভাসাইতে পারেন তিনি ধন্য। তাঁহার জীবন সার্থক, তাঁহার মানব জন্ম সফল।

—নেতাজী

সংগ্রাহক — বি ৬২২৮ লালমোহন সেন।

ষ্ট্রিপ ট্রিজ

— অলোক কুমার চট্টোপাধ্যায়
(দক্ষিণ গোবিন্দপুর, ২৪ পরগনা)

আধুনিক নৃত্যের জগতে বহুল প্রচলিত এবং অতি জনপ্রিয় একটি নাচের নাম হল 'ষ্ট্রিপ টিজ'। নৃত্যটি বিদেশী হলেও আমাদের দেশে কথাটি কিন্তু একেবারে অপ্রচলিত নয়।

অপরিচিত দর্শকদের সামনে নৃত্যের তালে তাল রেখে একে একে দেহাবরণী অপসারিত করে এই যে নাচ, এর উৎপত্তি হয়েছিল নিতান্ত আকস্মিক ভাবে। উৎপত্তি না বলে তাকে আবিষ্কার নামেই অভিহিত করা উচিত। চিকাগোর হেমারকেট রঙ্গমঞ্চে দর্শকদের সামনে নৃত্য প্রদর্শন করছিলেন স্বর্ণকেশ সুন্দরী হিনডা ওয়াসাউ। অকস্মাৎ তার পোষাক খুলে যায়। অর্ধনগ্ন হিনডা হতচকিত ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েন। কিন্তু সমবেত দর্শকবৃন্দ তার এই অনৈচ্ছিক প্রদর্শনকে করতালি ধ্বনি দ্বারা অভিনন্দিত করে।

ব্যাপারটা কিন্তু নৃত্য পরিচালকের সতর্ক দৃষ্টি এড়ায় না। তাই তিনি হিনডাকে অনুরোধ করলেন, পরের দিনও সেই আকস্মিক ঘটনার পুনরাবৃত্তি করতে। হিনডা সম্মত হলেন এবং সেদিনও দর্শকরা তার অর্ধনগ্ন দেহ দেখে রীতিমত অভিনন্দন জানালেন।

এই সামান্য ঘটনা থেকেই পরে 'ষ্ট্রিপ টিজ' এর উদ্ভব। এই দেখিয়ে এবং জয় করেই ক্ষান্ত হলেন না হিনডা। নৃত্য-পরিচালকের সহযোগিতায় দেহাবরণী অপসারণটাকেও কি ভাবে শিল্পের পর্যায়ে উন্নীত করা যায় সেই চেষ্টায় মগ্ন হলেন। অত্যল্পকালের মধ্যে সফলও হলেন তিনি। সেই সময় থেকেই 'ষ্ট্রিপ টিজ' হয়ে উঠল বারলেস্‌ক থিয়েটারের অবিচ্ছেদ্য অংশ।

অবশ্য এই নবতম নৃত্যের প্রচার ও প্রসারে আর একজনের অক্লান্ত প্রচেষ্টার উল্লেখ না করলেই নয়। ভদ্রলোকের নাম বিলি মিনস্কি - আমেরিকার বিশ্ববিখ্যাত

মিনস্কি থিয়েটারের প্রতিষ্ঠাতা। ১৯১৭ সালে Old National Theatreকে "বারলেসক" এ পরিবর্ত্তন করেন। ব্রডওয়ের অনেক রঙ্গ মঞ্চে অভিনেত্রীদের অনাবৃত বক্ষে অভিনয় করতে দেখে বিলির মাথায় নতুন এক পরিকল্পনা আসে। শিল্পসম্মত ভাবে যদি রঙ্গমঞ্চে নারীকে অর্ধনগ্না অবস্থায় দেখানো চলে, তাহলে বারলেসক এর প্রদর্শনীতেই বা সেটা দেখান যাবেনা কেন? তারই ব্যক্তিগত প্রচেষ্টাতেই ১৯২৩ সালে সর্ব্বপ্রথম বারলেসক এর মঞ্চে উন্মুক্ত বক্ষ নারীদের দেখা গেল, হিনডা ওয়াসাউ এর ষ্ট্রিপ টিজ আবিষ্কারের পরে বারলেসক এ প্রকাশ্যে দেখানো হতে লাগলো সেই নৃত্য। বিলির দেখা দেখি ১৯৩০ এর মধ্যেই সমস্ত আমেরিকার ৬৫টি বারলেসক থিয়েটার হল।

"তারপর ষ্ট্রিপটিজ" নৃত্যের জগতে এক একে প্রবেশ করলেন জর্জিয়া সোদারন, লুই ডেফি, রোজ লারোজ, অ্যান কোরিও প্রভৃতি খ্যাতনামা নর্ত্তকীরা। এদের সমবেত প্রচেষ্টাতেই ষ্ট্রিপটিজ হয়ে উঠল শিল্পশ্রীমণ্ডিত একটি নৃত্যে।

কিন্তু শীঘ্রই বারলেসক থিয়েটার সমস্যার সম্মুখীন হল। নর্ত্তকীদের বক্ষাবরণ খুলে ফেলাটা বিশেষ সমস্যা ছিলনা। সমস্যা ছিল স্তন ছাড়া আর শরীরের কোন্ কোন্ অঙ্গকে প্রধান্য দেওয়া হবে।'

হয়ত এ সমস্যার সমাধান হত। কিন্তু তার আগেই এরা হয়ে উঠল সমাজ বিরোধী আর অর্থলোলুপদের আড্ডাখানা। যেখানে সেখানে বারলেসক থিয়েটার গজিয়ে উঠছিল। আর এদের মালিকরাও টাকা রোজগারের জন্য নানা রকম অশোভন পথ ধরল। এদের সব্বাইকে ছাড়িয়ে গেল নিউইয়র্ক এর বিখ্যাত থিয়েটার "টি সেইটি"। দর্শকদের প্রলোভিত করার জন্য একটি বিচিত্র পদ্ধতি আবিষ্কার করেছিল তারা। চরিত্রভ্রষ্ট যাতে দর্শকদের হয় তার জন্যে নগ্ন নর্ত্তকীরা যখন সাজঘরে থাকতেন তখন তার দরজা খোলা রাখা হত।

শুধু এতেই থেমে থাকলেন না ঐ সব থিয়েটারের মালিকরা। তারা নর্ত্তকী-দের নিয়ে নিলামের ব্যবস্থা করলেন। অন্যান্যদের সঙ্গে নিজের পছন্দসই একটি নর্ত্তকীর নামে নীলাম ডেকে কেউ যদি তাকে জয়লাভ করতেন, তবে তিনি সেই রাতের মত নর্ত্তকীটিকে একান্তে পেতেন। থিয়েটারের মালিক এর কাছে নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা জমা দেবার পর নর্ত্তকী আসতো তার কাছে। একান্তে বসে কথা-বার্ত্তার পর মেয়েটি তাকে অনুরোধ করতো

খাবার আনতে। ভদ্রলোকও তার কথা মত আনতেন। খাওয়ার পর মেয়েটির কাছে তিনি কু - প্রস্তাব করতেন। আর ঠিক তখনই পুলিশ এর দু'জন সেখানে আসতো এবং অশোভন আচরণের জন্য মেয়েটিকে গ্রেপ্তার করত। মেয়েটি কাঁদতে কাঁদতে চলে যাবার সময় মদের বোতলটি নিতে কিন্তু ভুলত না। লোকটি কিন্তু বুঝত না কি সাংঘাতিক ভাবে সে প্রতারিত হল।

কিন্তু চালাকি তো আর চিরকাল চলে না। বারলেসক এর জনপ্রিয়তা তাই কিছুটা কমতে দেখা গেল। এর উপর সত্যিকারের পুলিশ বাহিনীর উৎপাত। নিউ ইয়র্ক শহরের মেয়র ১৯৩৭ সালে পুলিশকে আদেশ দিলেন থিয়েটারগুলিতে হানা দিতে। প্রধান অভিযোগ ছিল অশ্লীলতা। এই অভিযোগেই ১৯৪২ সালের মধ্যে ম্যানহাটনের ১৮টি বারলেসক থিয়েটার বন্ধ করে দেওয়া হল।

কিন্তু এত করেও ষ্ট্রীপ টিজ বন্ধ হল না। বরং আরও সমৃদ্ধ হয়ে উঠল কুশলী নর্ত্তকীদের আগমনে। ১৯৫০ এর প্রারম্ভে আবির্ভাব ঘটল ইভলিন্ ওয়েষ্ট এবং লিলি ক্রিষ্টিন এর। এরা আরও জনপ্রিয়তা বাড়িয়ে তুলল। মিনস্কি থিয়েটার হয়ে উঠল জমজমাটে।

সেই জনপ্রিয়তা, সেই সমাদর শুধু অব্যাহতই থাকেনি, উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে। সারা আমেরিকায় এখন ৩৫০০ নিয়মিত ষ্ট্রিপ টিজ নর্ত্তকী আছেন, আর আছেন ৪১০০ শিক্ষানবীশ নর্ত্তকী। এ:দর বেশীর ভাগই শিক্ষিত শুধু নয় উচ্চ শিক্ষিত। যেমন লিবি জোন্স্ ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক, ডোরিস্ হোল্ট ইংরাজী এবং ইতিহাসে ডবল এম. এ।

এদের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই পাল্টে গেল নৃত্যপ্রদর্শনীর ভঙ্গী। মেডালিন লারুট মঞ্চের উপর একটি নকল গেরিলার সঙ্গে নাচতেন, আবার জিন জামেইস নাচতেন 'শয়তান' এর সঙ্গে তেমনি আলমা দেখাতেন দড়ির জালের উপর।

কিন্তু ষ্ট্রিপটিজ এর মূল তত্ত্বটি কি? মূল তত্ত্বটি হল একদল নৃত্য করে তৃপ্তি পান, আর দর্শকরা তাই দর্শন লাভ করে খুশী হন। যৌনতত্ত্ববিদদের মতে দুটোই তো স্বাভাবিক। ষ্ট্রিপটিজ মনের দুটো আকাঙ্খারই পূরণ ঘটায়।

কিন্তু এর জন্য কত খরচ হয়, এ প্রশ্ন আমাদের মনে জাগতে পারে এবং

তা খুবই স্বাভাবিক। ষ্ট্রিপট্রিজ খুবই ব্যয়-সাধ্য। অন্তত দর্শকদের কাছে তো বটেই। কিন্তু যারা বিনা দ্বিধায় অপরের সামনে একের পর এক পোষাক খুলে ফেলে তারা কত পায় শুনলে আমাদের অবাক হতে হয়। সপ্তাহিক হিসাবে তারা টাকা পেয়ে থাকে। এবং প্রতি সপ্তাহের জন্য তারা পায় পাঁচ হাজার ডলার। অর্থাৎ ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ৩৭ হাজার টাকা। এদের সংখ্যা কিন্তু নিতান্ত কম নয়।

ষ্ট্রিপ ট্রিজ ভারতীয় নৃত্যের উপরও যথেষ্ট প্রভাব ফেলেছে। তার প্রমাণ আমরা পাই সারা ভারতের বিভিন্ন হোটেল-গুলোর দিকে তাকালেই। তবে আমাদের দেশে প্রকাশ্যে এটা হয় না। সংযুক্তা সেন, মিস্ জে প্রভৃতির নাম এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য। যদিও এদের মাসিক মাহিনা ১০০০ টাকার মত। এ প্রসঙ্গে আর একটি কথা বলে রাখা ভাল বিদেশী ষ্ট্রিপ ট্রিজ নর্তকীরা যে সম্মান এবং সমাদর পায় আমাদের দেশে কিন্তু তা পায় না। এর জন্য আমরা নিজেরাও যেমন দায়ী, তেমনি দায়ী আমাদের অদ্ভুত সমাজব্যবস্থা।

ওগো বাঙ্গলার যুবক সম্প্রদায় স্বদেশ সেবার পুণ্য যজ্ঞে আজ আমি তোমাদের আহ্বান করছি। তোমরা যে যেখানে যে অবস্থায় আছো, ছুটে এসো। চারি দিকে মায়ের মঙ্গল শঙ্খ বেজে উঠেছে, ঐ যে পূর্ব গগনে ভারতের ভারতের ভাগ্য দেবতা তরুণ তপনের রূপে দেখা দিয়েছেন।

— নেতাজী

সংগ্রাহক ৬৭৫৮ বিমল কুমার পাল

চতুষ্পাঠীর চত্বরে

প্রশ্ন · উত্তর ·

—শ্রীজিষ্ণু শর্মা

১৫৯) হায়দ্রাবাদ থেকে শ্রীজিত বিশ্বাস প্রশ্ন করেছেন — পদার্থের আদিম উপাদন বায়ু ও অগ্নি প্রথম আবিস্কার করেন কে?

উঃ — গ্রীক দার্শনিক অ্যানক্সিমিনিসই প্রথম মনে করেন — বায়ুই আদিম বস্তু, যা দিয়ে দুনিয়ার অন্য সব কিছুই ক্রমে ক্রমে তৈরী হয়েছে। আবার দার্শনিক হেরাক্লিটাসের মতে অগ্নিই হল সব কিছুর আদিম বস্তু। আগুন থেকেই সব কিছুর এবং তার পরিণতিও আগুনে।

১৬০) খুলনা থেকে শ্রীশচীন্দ্র নাথ সাহা শুধিয়েছেন — পরমাণুই পদার্থের ক্ষুদ্রতম অংশ — এই মতবাদ প্রথম কে প্রচার করেন?

উঃ — দার্শনিক ডিমোক্রিটাস উল্লিখিত মতবাদের ধারনাটা পেয়েছিলেন তাঁর গুরু লুসিপাসের কাছ থেকে। পদার্থের কণিকা তত্ত্ব বা পরমাণুবাদ সম্বন্ধে ভারতীয় ঋষি কণাদের নামও উল্লেখ করা যেতে পারে।

১৬১) মুর্শিদাবাদ থেকে শ্রীযোগেশ চন্দ্র দাস প্রশ্ন করেছেন — অবিভক্ত বাংলার প্রথম মহাকুমার নাম কি?

উঃ — অবিভক্ত বাংলার প্রথম মহাকুমার নাম খুলনা। নীল চাষীদের স্বার্থে এই মহাকুমা গঠিত হয়।

১৬২) এলাহাবাদ থেকে শ্রীমণীষ দেবনাথ জিজ্ঞাসা করেছেন — ভারতের কোথায় কবে প্রথম খৃষ্টধর্ম প্রচারিত হয় এবং কে তাহা করেন ?

উঃ — ৫২ খৃষ্টাব্দে দক্ষিণ ভারত কেরালায় সর্ব প্রথম খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারিত হয়। খৃষ্টের আপন শিষ্য ও প্রেরিত দূত সাধুথোমা (সেণ্ট টমাস) কেরলে খৃষ্টের বাণী প্রথম বহন করে এনেছিলেন।

১৬৩) তারকেশ্বর থেকে শ্রীমতী কবিতা সিংহ প্রশ্ন করেছেন — আমেরিকার পানামা খাল কার দ্বারা কোন সময়ে কাটা হয় ?

উঃ — মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র সরকার পানামা খাল কাটে। যে অঞ্চলের খালটি কাটা হয়, সেই অঞ্চলটি প্রজাতন্ত্র পানামা সরকারের কাছ থেকে আমেরিকা বরাবরের জন্য লীজ নেয়। ১৯০২ সালে যুক্তরাষ্ট্র সরকার খাল কাটার অধিকার অর্জন করেন। এবং ১৯০৪ থেকে ১৯১৪ সাল এই দশ বছর সময় লাগে খালটির নির্মাণ কার্য্য শেষ করতে।

স্মৃতি বাসরে বিশ্ব পরিচয়

— শ্রীতুবুরী (পূর্ব প্রকাশিতের পর)

কালের মহাসাগর থেকে স্মরণযোগ্য কিছু রত্ন আহরণ করে মিত্রা ভাই বোনদের হাতে উপহার দেবার চেষ্টা করছি। আমার আহরণে কিছুটা এলোমেলো সংগ্রহ থাকবে।

পাঠক - পাঠিকারা সেগুলি তাঁদের সঞ্চয়ের যাদুঘরে যথা যোগ্য স্থানে সাজিয়ে গুছিয়ে রাখবার চেষ্টা করবেন।

মার্চ্চ, ১৫৫০ খৃ:

ভেনিসে প্রথম গেজেটে প্রকাশিত হয়। এতে কতকগুলি খবর ও গালগল্প থাকত। সপ্তদশ শতাব্দীতে 'গেজেট' শব্দটি প্রথম সরকারী কাগজপত্র সম্বন্ধে ব্যবহৃত হয়।

এপ্রিল, ১৬৬৫ খৃ:

ছাপা 'অকস্‌ফোর্ড গেজেট' ইংল্যাণ্ডের প্রথম গেজেট। পরবর্তীকালে এটি লণ্ডন গেজেট নাম গ্রহণ করে।

৩রা মার্চ্চ, ১৭৮৪ খৃ:

কলিকাতায় প্রথম সান্ধ্য আইন বা কারফিউ জারী হয়। এই আইনটি তখন প্রয়োগ হয়েছিল একটি পর্তুগীজ জাহাজের ক্যাপ-টেন ও অন্যান্য নাবিকদের ওপর। এই আইন তাদের উপর জারী করে সরকার থেকে বলে দেওয়া হয়েছিল যে তারা যতদিন কলকাতার বন্দরে থাকবে ততদিন সন্ধ্যা ৭টা থেকে ভোর পাঁচটা পর্য্যন্ত জাহাজ থেকে বেরিয়ে এসে শহরের অন্য কোথাও থাকতে পারবে না। সরকার পক্ষ থেকে এই আদেশ দেওয়া হয়েছিল, কারণ তাদের মধ্যে অনেকেই নাকি আইন লঙ্ঘন ও বলাৎকার করেছিল বলে প্রমাণ পাওয়া গিয়েছিল। এই ঘটনার পর থেকেই সরকার দাঙ্গা হাঙ্গামা বাধলে এই আইনটি প্রয়োগ করে আসছেন।

এপ্রিল, ১৭৮৪ খৃ:

ভারতবর্ষে ইংরেজ গভর্ণমেন্ট 'ক্যালকাটা গেজেট' নামে প্রথম গেজেট প্রকাশ করেন এবং ১৮৬৪ খৃ: পর্য্যন্ত এটি সরকারের মুখপত্র ছিল, যদিও এই কাগজে বাংলা সরকারের বিজ্ঞাপন প্রভৃতি থাকত। ১৭৯১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত, 'ক্যালকাটা গেজেটের' নাম ছিল 'ক্যালকাটা গেজেট এণ্ড ওরিয়েণ্টাল অ্যাড্‌ভারটাইজার'।

৬ই অক্টোবর, ১৭৮৯ খৃ:

ইংরাজ আমলে কলকাতায় প্রথম সাম্প্র-দায়িক দাঙ্গা ঘটে। ঐ বৎসরে বিজয়ার দিন বৈঠকখানা অঞ্চলের অধিবাসী রমাকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ীর প্রতিমা যখন মিছিল করে বিসর্জনের জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, তখন একদল মুসলমান হঠাৎ মিছিলটিকে আক্রমণ করে। এই ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে

শহরের কতক অঞ্চলে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা ছড়িয়ে পড়ে।

জুলাই, ১৮৫৮ খৃ:

'গভর্ণমেণ্ট গেজেট' (সাপ্তাহিক) উত্তর প্রদেশে প্রথম প্রকাশিত হয়; প্রথমে এটি 'নর্থ' - ওয়েষ্ট প্রভিন্সিয়াল গেজেট' নামে — পরিচিত ছিল।

জুন, ১৮৬৪ খৃ:

'গেজেট অব্ ইণ্ডিয়া প্রকাশিত হয় ও 'ক্যালকাটা গেজেট' তখনকার বাংলা সরকারের মুখপত্র হয়।

এপ্রিল, ১৮৬৬ খৃ:

সুবিখ্যাত অধ্যাপক ও রাজনীতিজ্ঞ গোপাল কৃষ্ণ গোখলে কোলহাপুরে জন্ম গ্রহণ করেন।

জুন ১৮৭৪ খৃ:

আসাম গেজেট প্রথম প্রকাশিত হয়।

১৮৮৫ — ৮৭ খৃ:

স্যার উইলিয়ম উইলসন্ হাণ্টার প্রণীত পনের খণ্ডে প্রকাশিত 'দি ইম্পিরিয়াল গেজেটিয়ার অফ ইণ্ডিয়া' আর একটি উল্লেখ যোগ্য ভৌগলিক অভিধান। ১৯০৮ সালে এটি পুনরায় সংশোধিত ও সংকলিত হয়ে ম্যাপখণ্ড সহ চাবিবশ খণ্ডে তৎ কালীন সরকার কর্তৃক প্রকাশিত হয়। ১৯৩১ সালে ম্যাপ খণ্ডটি পুনরায় পরিবর্তিত আকারে সংকলিত হয়। ১৯০৮ - ৯ সালে ইম্পি-রিয়াল গেজেটিয়ারের একটি প্রভিন্শ্যাল্ সিরিজ প্রকাশিত হয়।

আমরা কতটা জানি এবং কতটা জানিনা সেটা যদি আমাদের জানা থাকে তবে সেই জানাটাই হচ্ছে প্রকৃত জ্ঞান।

— হেনরী ডেভিড থোরো

সংগ্রাহক — ৬৭৫০ প্রভাষ কুমার শী।

অষ্টম বার্ষিক

মিতা সম্মেলন

আসন্ন অষ্টম বার্ষিক মিতা সম্মেলন যাতে সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হতে পারে সে জন্য নরনারী নির্বিশেষে কয়েকজন বিশ্বমিতাকে নিয়ে একটি উপ সমিতি গঠন করা হবে। উল্লেখিত সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবার পূর্বে সঙ্ঘের কার্য্যালয়ে উপ সমিতির কয়েকটি বৈঠক বসবে। যে সকল বিশ্বমিতা ঐ বৈঠকগুলিতে নিয়মিত ভাবে উপস্থিত থাকতে পারবেন তারা, ৫ই আষাঢ় ১৩৭৯ বঙ্গাব্দের মধ্যে সঙ্ঘের কার্য্যালয়ে যেন অবশ্য জানিয়ে দেন। বৈঠকের তারিখ ও সময় যোগদানেচ্ছু মিতাদেরকে যথা সময়ে পত্র মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হবে

—::—

অনুমানস প্রতিযোগিতা

অনুসন্ধিৎসা ও স্মৃতি শক্তিকে প্রবুদ্ধ করবারজন্য এই অনুমানস প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা। এই প্রতিযোগিতায় দুটি পুরস্কার আছে। প্রথম পুরস্কার ১০ টাকা ও দ্বিতীয় পুরস্কার ৫ টাকা। একাধিক মিতা যদি একই পুরস্কার লাভে সমর্থ হন, তবে লটারীর সাহায্যে একজনকেই বাছাই করে পুরস্কার দেওয়া হবে। অবশ্য সকল প্রতিযোগির নাম লিপিমিতায় প্রকাশ করা হবে। নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর ১৫ই আষাঢ় ১৩৭৯ বঙ্গাব্দের মধ্যে আসা চাই। জয়ার

কান্ত

লিপিমিতার আগামী সংখ্যায় প্রশ্নগুলির উত্তর সহ প্রতিযোগিতার ফল ঘোষণা করা হবে।

প্রশ্নাবলী

১। সদ্যমুক্ত বাংলাদেশের আয়তন কত বর্গ মাইল?

২। মণীষী রামমোহনকে 'রাজা' উপাধীতে কে ভূষিত করেছিলেন?

৩। পশ্চিমবঙ্গের হুগলী জেলায় কতগুলি গ্রাম আছে?

৪। ১৯৭১ খৃঃ ভারতশ্রী উপাধি লাভে কে সক্ষম হয়েছেন?

৫। পশ্চিমবাংলা 'রঞ্জিট্রফিতে' এ পর্যন্ত কতবার ফাইনালে উঠেছে এবং কত বারই বা চূড়ান্ত জয়লাভে সক্ষম হয়েছে?

৬। ঋষি অরবিন্দ কার কাছ থেকে বাংলা ভাষা শিক্ষা করেন?

৭। রঙ্গমঞ্চের কোন্ বিশিষ্ট অভিনেতাকে নাট্যাচার্য বলা হত?

৮। বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক সি, ভি রমনকে কোন বিষয়ে গবেষণার জন্য নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়?

—::—

ইংরাজী বিজ্ঞান সাহিত্য ও সরকারী কাজে

ব্যবহৃত শব্দাবলীর

বাংলা পরিভাষা

— শ্রীদয়বেশ —

[পূর্ব প্রকাশিতের পর]

আপাত দৃষ্টিতে শব্দগুলি খটমট ঠেকলেও নিয়মিত ব্যবহার ও প্রয়োগের দ্বারা ক্রমশঃ সহজ হয়ে যাবে এ বিশ্বাস আমরা রাখি। মিত্রা ভাই বোনেরা যদি শব্দগুলো নিয়ে

নিয়মিত চর্চা করেন তাহলে আমরা এই সংগ্রহের পরিশ্রমকে সার্থক বলে মনে করব।

শব্দ— অর্থ—

Dairy Development Officer - দোহ-বর্ধন অধিকারিক।
Darwan - দারোয়ান
Data - উপাত্ত
Daughter Cell - অপত্য কোষ।
Day dream - জাগর স্বপ্ন।
Debenture - ঋণপত্র।
Debit - খরচ
Debt - ঋণ
Debtor - ঋণী
Decadence - অবক্ষয়
Decantation - আস্রাবন
Decaying - ক্ষারিষ্ণু
deciduous - পাতী
declination - বিষুবলম্ব
decoction - ক্বাথ
decolourization - বিরঞ্জন
decomposition - বিয়োজন
deduction - সিদ্ধান্ত
deduction - অবরোহ
defensive - রক্ষাকর
deficit - ঘাটতি
defile - গিরিসংকট
defined - নিরুক্ত
definition - সংজ্ঞার্থ
deflation - অবস্মার
deflection - বিক্ষেপ
degenerate - অপজাত
degeneration - অপজাত্য
degree - অংশ
dehydration - নিরুদন
deism - ঈশ্বরবাদ
deliquescence - উদগ্রহ
deliquescent - উদগ্রাহী
delta - ব-দ্বীপ
delution - ভ্রান্তি
demand - চাহিদা
dementia - চিত্তভ্রংশ
demonstrator - প্রদর্শক
denotation - ব্যক্ত্যর্থ
density - ঘনাঙ্ক
dentate - দন্তুর
departmental Assistant Registrar— বিভাগীয় সহ নিয়ামক
deposit - গচ্ছিত
deposition - অবক্ষেপ
depot - Assistant - অগার সহায়ক
depreciation — অবচয়
depression — মন্দা
deputy Account General — উপ-মহা গাণনিক
deputy Administrator general & Official Trustee - উপ মহা-

পরিপালক ও প্রাসপাল। উপ-নগরপাল।
Deputy Commissioner of Police— —::—

রসকরা ও মশকরা

— শ্রীরসিক ঠাকুর

বোম্বাইয়ের মেরিন ড্রাইভে চলেছে তরুণ তরুণীর প্রেমের পাঠশালা। জনৈকা তরুণী এক তরুণকে প্রশ্ন করলে, 'প্রেম মানে কি?'

তরুণ - 'প্রেম মানে - প্রাণ পাওয়া'
তরুণী - 'প্রাণে মরা কারা?'
তরুণ - 'প্রাণে মরা তারা, প্রেম হারান যারা।'

তরুণী - 'একটু কাব্যি করে বল।'
তরুণ - 'প্রেম মানে প্রাণ পাওয়া'
প্রাণে মরা প্রেম হারান,—
এই ধারা দুনিয়ার
মানো না মানো -ইতি :—
- দত্ত শ্রীসত্যেন

পথ চলতে চলতে হঠাৎ সব জান্তা দাদার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। দিন কয়েক আগে এম্পায়ারে বিখ্যাত যাদুকর প্রফেসার হেনরির ম্যাজিক দেখতে গিয়েছিলুম। একটি খেলায় হেনরি সাহেব একটা মস্ত বড় খালি কৌটা নিয়ে দর্শকদের বলতে লাগলেন, 'যে যা দেখতে চান এক, এক করে বলুন তাই আমি এই খালি কৌটা থেকে সাপ্লাই দেব।' কেউ বললেন আপেল, কেউ বললেন কমলা লেবু, আবার কেউবা চাইলেন মিছরির সরবত। ভদ্রলোক হুবহু তাই বার করে দিতে লাগলেন। এমন দুটি বস্তু আমার মনে পড়েছিল, যা চাইলে - হলপ্ করে বলতে পারি - ভদ্রলোক কিছুতেই সাপ্লাই দিতে পারতেন না। কিন্তু

কিছুতেই ঐ দুটি বস্তুর ইংরাজী খুঁজে পেলাম না। হঠাৎ পথের সব জান্তা দাদার সঙ্গে দেখা হওয়াতে প্রশ্ন করলাম দাদা, 'কেমন আছেন ভালতো।' আচ্ছা দাদা ছাতু, আর বেলের ইংরাজী কি হবে? ব্যাপারটা কিছুই নয় এমন একটা তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে দাদা বললেন, 'বল দেখি ছাতার ইংরাজী কি?'

আমি - কেন, - আমব্রেলা'

দাদা - 'ব্যাস ওর শেষে একটা 'উ, জুড়ে দাও, অর্থাৎ ছাতুর ইংরাজী হলো আম্‌ব্রেলু। আর বেলের ইংরাজী?

তেলের ইংরাজী হলো অয়েল্, ব্যাস্, বেলের ইংরাজী বয়েল।

চৈত্রের এক পূর্ণিমা রাতে একটু অবসর খুঁজে নিয়ে কর্তা ও গিন্নি ছাতে বসে দুটো মনের কথা বলাবলি করছিলেন। গিন্নি বললেন, 'আচ্ছা বলতো মেয়েরা ছেলেদেরকে আর ছেলেরা মেয়েদেরকে কি এক অজ্ঞাত আকর্ষণে এত ভালবাসতে চায়?

কর্তা হেসে বললেন, তাও বুঝি জাননা। — মেয়েরা বাপের ঔরসে আর ছেলেরা মায়ের গর্ভে জন্মগ্রহণ করে কিনা তাই।'

আরতি রমেশকে হঠাৎ শুধোয়, 'আচ্ছা ভগবান আমাদের মুখের উপর একটা মস্ত বড় নাক চাপিয়ে দিয়েছেন কেন? ওটা কি শ্বাস টানবার জন্য না গন্ধ নেবার জন্য? মুখের উপর দুটো ফুটো রাখলেই চলতো।'

রমেশ উত্তরে বলে, 'ঠিকই বলেছ তুমি আসলে নাকটা ভগবান দিয়েছেন চশমা পরবার জন্য আর ঘুমবার সময় নাসিক গর্জনের জন্যে।'

মজার ধাঁধা
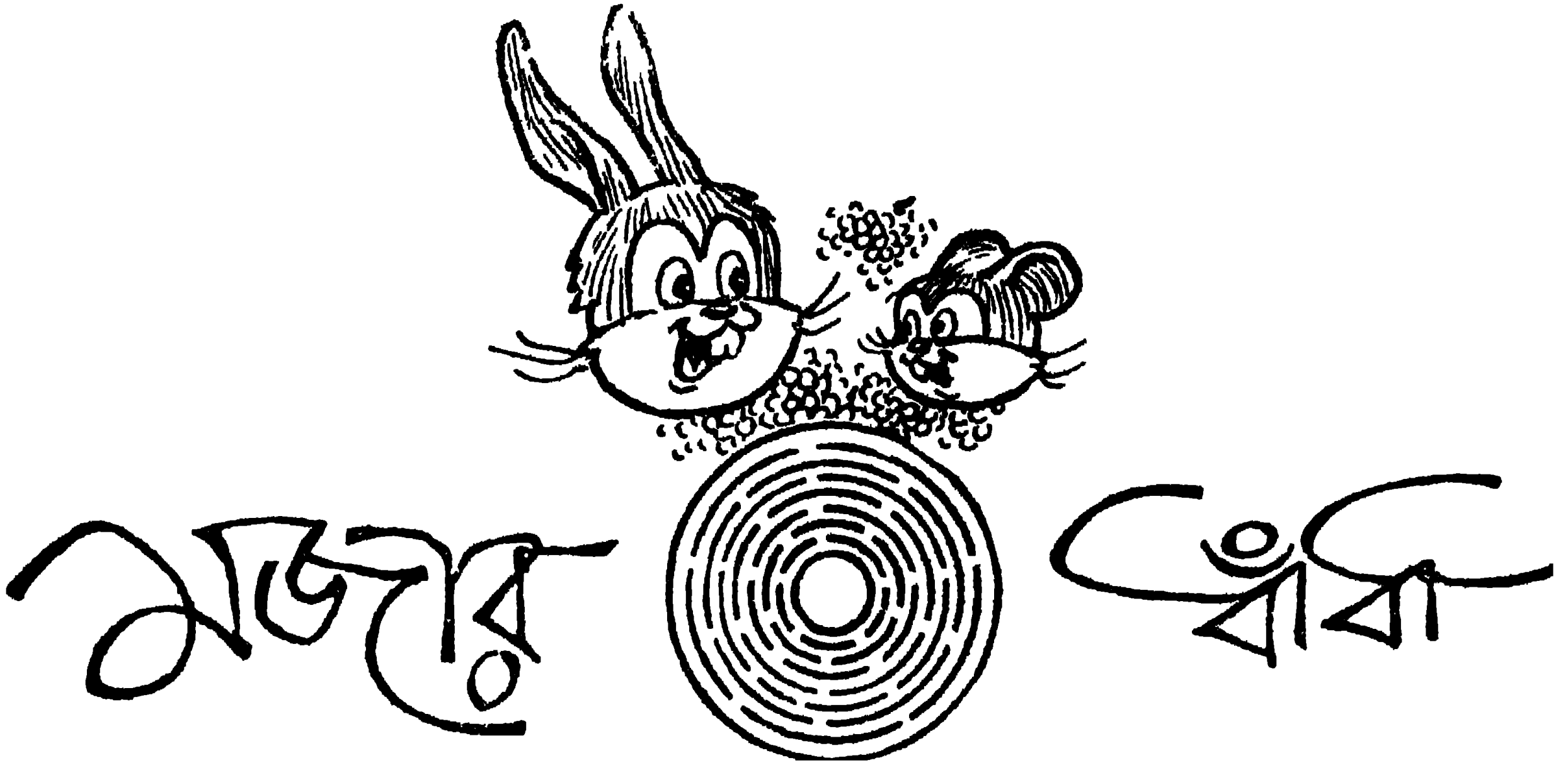
তৃতীয় বার্ষিক ধাঁধা প্রতিযোগিতা শুরু করা হল লিপিমিতা বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৯ সংখ্যা থেকে। যাঁর একটি ধাঁধাও ভুল যাবেনা তিনি পাবেন ৫০ টাকা দুটি ভুলে ১৫ টাকা, এবং তিনটি ভুলে পাবেন দশ টাকা। উত্তর গুলি নির্ধারিত সময়ে সংঘের কার্যালয়ে আসা চাই।

প্রায় প্রত্যেক মিতাকে লিপিমিতা সাধারণ ডাকে পাঠান হয়। যদি কোন মিতা ডাক গোলযোগের জন্য পত্রিকা না পান তবে বাংলা দ্বিমাসিকের শেষ মাসে ২৫ তারিখের মধ্যে সংঘকে রেজিষ্টার্ড খরচ বাবদ ১·১০ পয়সা পাঠিয়ে দিলে সংঘ সঙ্গে সঙ্গে পত্রিকাটি রেজিষ্ট্রী করে মিতাকে পাঠিয়ে দেবে। যাঁদের চাঁদার মেয়াদ ২ মাসের বেশী পার হয়ে যাবে তাঁদের ধাঁধা প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করতে দেওয়া সম্ভব হবেনা।

প্রতিযোগিতায় যেকোন শ্রেণীতে একাধিক মিতা যদি পুরস্কার প্রার্থী হন তবে সংঘ লটারীর মাধ্যমে বাছাই করে একজন মিতাকে পুরস্কারের পুরাটাকাটাই দেবে। প্রতিযোগিতায় উত্তীর্ণ প্রত্যেক সভ্য সভ্যার নাম ও সদস্য সংখ্যা পত্রিকায় যথাক্রমে প্রকাশ করা হবে।

নিম্ন লিখিত ধাঁধা গুলির উত্তর ১৫ই আষাঢ় ১৩৭৯ এর মধ্যে সংঘের কার্যালয়ে পৌঁছান চাই। এই সঙ্গে উত্তর সহ মৌলিক ধাঁধা পাঠাতে অনুরোধ জানাচ্ছি।

১। নদীপাড়ের গাছটি
ফল ধরে বারোটি
পাকলে পরে হয় একটি

বি ৬১৪৮ দুলাল দে

২। তিন অক্ষরের নাম তার
মাথা নিয়ে কারবার
মধ্য অক্ষর ছেড়ে দিলে
সর্ব লোকে খায়
বল দেখি কি নাম তার।

৬৩৬৩ মাধুরি ভট্টাচার্য্য।

৩। আগে ছাড়িয়া লোকে করিত ওজন
শেষে ছাড়িয়া তারে করো সংশোধন
তিন অক্ষরের নামটি বলোত এখন

৬৪৩৯ অশোক কুমার নায়ক

৪। তিন অক্ষরের নামটি আমার
লেখাপড়ার সাথী
লৌহ দেহী হইযে আমি
শেষ অক্ষর ত্যাজি
মধ্যম ছাড়া দিতে যদি
দেখে কোন ক্রেতা
বিক্রেতাকে ফেলবে ফাঁদে
বলছি সত্যি কথা

৬৭৬৫ দীপক কুমার দে

৫। পাঁচ অক্ষরের দত্যি
প্রথম তিনে খাবার বানাও
প্রথম চারে খেল
শেষের দু'য়ে নতুন পাবে
বলছি আমি সত্যি

বি ৫৪০২ পান্নালাল ঘোষ

——

ধাঁধার উত্তর

লিপিমিতা ১২শ বর্ষ ৫ম সংখ্যায় প্রকাশিত ভূমণ্ডল, ২৩) সুকান্ত ভট্টাচার্য্য, ২৪। ধাঁধাগুলির উত্তর এইরূপ ২১) বাঁশ, ২২) নাটক ও ২৫) কারণ।

পাঁচটা উত্তর দিয়েছেন —
সর্ব্বশ্রী ৬৫৫৭ দেবাশিষ রায় ও ৬৫৭৮ দয়াময় ঘোষ।

চারটি উত্তর দিয়েছেন —
সর্ব্বশ্রী ৬২৩৩ অবনী ভূষণ বসাক, ৬৫৮৯ লক্ষ্মীকান্ত ভট্টাচার্য্য ও ৬৭৪১ হারাধন বর্ম্মন।

তিনটি উত্তর দিয়েছেন —
সর্ব্বশ্রী ৬৩৬৯ শম্ভুনাথ দাস, ৬৪৬৭ চন্দ্রা সরকার, ৬৫১৬ শ্যামল ব্যানার্জী, ৬৫১৭ সুস্মিতা মুখার্জী, ৬৬৪২ বাণী মুখার্জী, ৬৭০৫ দীপক কুমার দে, ৬৭৩৬ সুব্রত সেন ও ৬৭৫০ প্রভাষ কুমার শী।

দুটি উত্তর দিয়েছেন —
বি ৩২০২ মিনতি মজুমদার, বি ০৯৬৮ অসিত কুমার সাহা, ৬৬৩৩ ফরিদা বেগম ৬৭১২ গৌর সরকার ও ৬৬৯৯ চণ্ডিকা প্রসাদ ঘোষাল।

—::—

দ্বিতীয় বার্ষিক ধাঁধা প্রতিযোগিতার ফল

১৩৭৮ বঙ্গাব্দে লিপিমিতার পাঁচটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে। এই পাঁচটি সংখ্যায় মোট ২৫টি ধাঁধা প্রকাশিত হয়েছিল।

প্রতিযোগিতার ঘোষণায় ছিল যে ১৩৭৮ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত লিপিমিতায় যতগুলি ধাঁধা প্রকাশ করা হবে সবগুলির উত্তর যিনি ঠিক ঠিক দিতে পারবেন, তাঁকে ৫০ টাকা প্রথম পুরস্কার দেওয়া হবে; একটি ভুল হলে, দেওয়া হবে ২৫ টাকা, দুটি ভুলে ১৫ টাকা এবং তিনটি ভুলে ১০ টাকা। মোট এই চারটি পুরস্কার দেওয়া হবে।

কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, এবারে কোন মিতাই পুরস্কার লাভে সমর্থ হননি।

-::-

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ

লিপিমিতা বর্ত্তমান সংখ্যায় বৈদেশিক মিতাদের পূর্ণ তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। বিশ্বমিতাদের কয়েকজনের পূর্ণ পরিচয়ও এই সংখ্যায় স্থান পেয়েছে। বাকী বিশ্ব-মিতা ও পুরাতন সাধারণ মিতাদের পূর্ণ পরিচয়ের তালিকা পরবর্তী সংখ্যায় অর্থাৎ লিপিমিতা ১৩/২ সংখ্যায় প্রকাশ করা হবে। ১৩৭৮ বঙ্গাব্দের চৈত্র পর্য্যন্ত যাঁদের চাঁদা পরিশোধ আছে কেবল তাঁদেরই পরিচয় থাকবে।

লিপিমিতা নববর্ষ বিশেষ সংখ্যার অতি-রিক্ত মূল্য এক টাকা এখনও যাঁরা পাঠাননি তারা সত্বর পাঠিয়ে দিলে সংঘ বিশেষ ভাবে উপকৃত হবে। বহু মিতা ভাই বোনদের রচনাবলী মনোনয়ণের অপেক্ষায় রয়েছে। সবগুলি পাঠের পর মনোনয়ণের ফল ঘোষণা করা হবে। এই বিলম্বের জন্য আন্তরিক দুঃখিত।

—::—

রান্না ঘর

— গৌরী সেন
(মাখলা. হুগলী)

ইলিশমাছ ভাতে

এক কেজির একটা ইলিশ। ৫০ গ্রাম সর্ষে. দশ বারোটা কাঁচা লঙ্কা, চায়ের চামচের ৬ চামচ হলুদ পরিমাণ মত নুন সামান্য একটু চিনি. ছোট কাপের ১ কা[illegible] সর্ষের তেল।

প্রথমে — মাছটাকে খুব ভাল করে ধুয়ে পরিমাণ মত টুকরো করে নুন, হলুদ, কাঁচা লঙ্কা চিরে ও সর্ষে বাটা আর সামান্য চিনি ও কাঁচা তেল দিয়ে মাছ-টা ক মেখে নিন। তারপর উনানের উপর কড়া চাপিয়ে তার মধ্যে বেশ কিছুটা জল দিন, জলটা একটু গরম হলে ঐ মাছগুলোকে একটা মুখ বন্ধ করা যায় এমন একটা পাত্রের মধ্যে মাছগুলোকে সাজিয়ে দিন, তারপর পাত্রের মুখটা ঢাকনি দিয়ে ঢেকে দিন, ঐ ঢাকনির চারি-পাশের ফাঁকে ময়দা সেটে সেটে দিন যাতে জল না ঢুকতে পারে। এর পর কড়ার ফুটন্ত জলের মধ্যে পাত্রটা বসিয়ে দিন। এ ভাবে দশ মিনিট রাখুন। তারপর প্যাত্রটাকে নাবিয়ে নিয়ে মুখটা একটু খুলে, মাছগুলোকে একটু উলটিয়ে ঢাকনা বন্ধ করে দিন। এরপর ঠাণ্ডা হলে গরম ঝর ঝড়ে ভাতে পরিবেশন করুন। যারা ভাত পছন্দ করেন না তারা রুটির সাথে খেতে পারেন। এটা খুব মুখ রোচক খাদ্য।

চিংড়ি মাছের মালাইকারি :—

এখানে আমি ঘরোয়া চিংড়ি মাছের মালাই কারির কথা বলছি। ১ কেজি বাগদা চিংড়ি, চার চামচে গুড়ো হলুদ, চার চামচে লঙ্কা গুড়ো, ১ চামচ চিনি, সামান্য টক দই, আদা বাটা, পেঁয়াজ বাটা, দু তিনটে তেজপাতা, বড় চামচের দু চামচ ভাল ঘি, পরিমাণ মত নুন, একটা বড় ডাব।

বড় মাছ হলে দু টুকরো আর ছোট ছোট মাছ হলে গোটা থাকবে। প্রথমে মাছটাকে ধুয়ে একটা পাত্রের মধ্যে রেখে দিন, তারপর হলুদ ও লঙ্কা গুড়ো চিনি টক দই আদা বাটা পেঁয়াজ বাটা তেজ পাতা নুন ভাল ঘি মাছের সাথে মাখিয়ে নিন। এবার ডাবের জলটা শাঁস ছেঁখে বের করে নিন, তারপর মশলা মাখা মাছগুলিকে ডাবের ভিতরে দিন। এবার উনানে খুব অল্প আঁচে ডাবটাকে বসিয়ে দিন, ডাবের মুখটা ভাল করে ময়দা দিয়ে এঁটে দিন যাতে খুলে না যায় সেদিকে লক্ষ্য রাখবেন। এ ভাবে আধ ঘণ্টার মত উনানে থাকবে। তারপর ডাব-টাকে নামিয়ে মুখটা খুলে গরম গরম সব কিছুর সাথে সবাইকে পরিবেশন করুন। দেখবেন যিনি খাবেন তিনি আর সহজে এর স্বাদ ভুলতে পারবেন না।

—::—

সখা ও মিতা সংবাদ

নববর্ষ উপলক্ষে ঃ -

নববর্ষের প্রীতি ও শুভেচ্ছা বহন করে এনেছে মিতাদের বহু সাদা ও রঙিন চিঠি, সুন্দর সুন্দর ছবি আঁকা কুত্ত কার্ড, অনেকগুলিতে আছে কবিতার দু' চারটে মধুর বাণী। মিতাদের এই কুণ্ঠাহীন প্রাণ ঢালা ভালবাসা সংঘকে মুগ্ধ করেছে। কিন্তু ভাই সবাইকে স্বতন্ত্র ভাবে নববর্ষের শুভেচ্ছা জানান সংঘের পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ সময়, শ্রম অর্থ এই তিনটি বর্তমানে সংঘের কাছে দুর্মূল্য।

তাছাড়া এই পত্রিকা যখন আমরা প্রত্যেক মিতা ভাই বোনকে পাঠিয়ে থাকি তখন এর মাধ্যমেই সবাইকে নববর্ষের প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানান সমীচীন বলে মনে করি। সংঘের পক্ষ থেকে প্রত্যেক মিতা ভাই বোনকে জানাই আমাদের নব বর্ষের আন্তরিক শুভ কামনা।

শোক সংবাদ :—

গত ১৫ই ফেব্রুয়ারী আমাদের মিত ভাই ৩৮৫৯ শ্রীমিহির রায় ২৪ বৎসর বয়সে সেরিব্রাল থ্রম্বোসিসে আক্রান্ত হয়ে

দুর্গাপুরে মারা যান। তাঁর পরলোক গত আত্মার চিরশান্তি কামনা করি এবং শোকার্ত পরিবার বর্গকে আমাদের আন্তরিক সমবেদনা জানাচ্ছি।

সু সংবাদ :—

আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, সম্প্রতি আমাদের কয়েকজন মিতা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন। তাঁরা হলেন — বি ৫৩০৫ বিষ্ণুভক্ত সরকার, বি ৫৭২১ পরিমল ব্যানার্জী, বি ৫৫৬২ জয়দেব গাংগুলী ও ৬১৮৪ গীতা দেব। প্রতিটি নব দম্পতির সুখ ও সমৃদ্ধি কামনা করি।

অনুরোধ :—

যে সব মিতা জ্যোতির্বিজ্ঞান নিয়ে চর্চা করেন তাদের সঙ্গে ৬৪৯৭ নিমাই চক্রবর্তী আলাপ করতে চান।

বার্মিংহাম থেকে ৬৬০৯ মিতা শ্রীধর রায় সাহিত্য ভালবাসেন এমন মিতা বোনের সঙ্গে পত্রালাপ করতে চান।

সাহিত্য কবিতা নিয়ে চর্চা করেন এমন মিতার সঙ্গে ৬৬৯৯ চণ্ডিকা প্রসাদ ঘোষাল পত্রালাপ করতে চান।

৬৫৫৭ দেবাশীস রায় কলকাতা এবং বাংলা দেশে বসবাসকারী মিতাদের সঙ্গে পত্রালাপ করতে চান।

সংঘে আর নেই :—

৬৩৩২ সঞ্জীব চক্রবর্তী।

পত্রালাপে বিরত আছেন :—

৬৬০০ পাঞ্চালী দাস।

—::—

ঠিকানা পরিবর্ত্তন

১। ৬১৪২ পূর্বকান্ত সাধুখাঁ, ২৯/১, দাসুন্দিয়া রোড, হাওড়া।

১। ৬২৫৯ মোঃ শামসুল আলম c/o বি, এ, মাহমুদ, লেকচারার ইলেকট্রিক্যাল,

রাজশাহী ইঞ্জিঃ কলেজ কাজলা, রাজশাহী, বাংলাদেশ ।

৩। ৬৩১৯ সুনীল কৃষ্ণ দত্ত, c/o দুর্গা নন্দী, পোঃ - সাহাগঞ্জ, জেঃ - হুগলী।

৪। ৬৩৩৯ বঙ্কিম চন্দ্র দে, c/o তপন কুমার দে, চকবাজার, (সুতার দোকান) পোঃ ও জেঃ - বাঁকুড়া।

৫। ৫৩৪৩ মন্মথ হাওলাদার, Dist. Family Planning Office, Jagdalpur, Po : Jagdalpur, Bastar, M. P.

৬। বি ৬৩৫৭ — সৌমেন্দ্র নাথ গোস্বামী, Holtec Engineers Pvt. Ltd. Shahi Bhawan - 2nd Floor, Exhibition Rd. Patna - 1.

৭। বি ৬১৬৭ — সুভাষ চন্দ্র বসু, 'বসু নিবাস' পীস রোড বাই লেন, লাল-পুর, রাঁচী, বিহার।

৮। ৬২৫৭ অমিতাভ দাশগুপ্ত - M/s V. M. Salgoacar & Bro. (P) Ltd. Velguem - Surla Mines, P. O. - Sanquelim, Goa.

৯। ৬৫৮০ - অশোক কুমার বিশ্বাস, 3, Nilachal, Calcutta - 51

১০। ৬৫১৪ - দেবব্রত চক্রবর্ত্তী, Ac-2w/t Chakravarty D. [F. M. A. II] No. 2 G. T. S. A. F. Stn, Tambaram, Mukherjee - 7. Madras - 46.

১১। বি ৬৬১৪ — দেবী প্রসাদ সিংহ-রায় Executive Engineer, Nadia Irrigation Division, 8/1, Ramkrishna Mitra Lane, Krishna Nagar, Nadia.

— :: —

ওগো বাঙ্গালার যুবক সম্প্রদায়, স্বদেশ সেবার পুণ্য যজ্ঞে আজ আমি তোমাদের আহ্বান করছি। তোমরা যে যেখানে, যে অবস্থায় আছ, ছুটে এসো। চারিদিকে মায়ের মঙ্গল — শঙ্খ বেজে উঠেছে। ঐ যে পূর্ব গগণে ভারতের ভাগ্য দেবতা তরুণ তপনের রূপে দেখা দিয়েছেন।

— নেতাজী

সংগ্রাহক — ৬৭৫৮ বিমল কুমার পাল

স্থায়ী সভ্য বা বিশ্বমিতা

সংঘের দু বৎসরের চাঁদা দিয়ে যাঁরা স্থায়ী সভ্য হয়েছেন তাঁদেরকে আমরা বিশ্বমিতা নামে অভিহিত করি। গত ৮ই বৈশাখ ১৩৭৯ পর্যন্ত যে কয়জন বিশ্বমিতা পেয়েছি তাদের নাম সদস্য সংখ্যা নীচে দেওয়া হল।

সর্বশ্রী — ৫৬১৬ আশিস কুমার বর, ৫৬৮৪ জীবন ভদ্র, ৮৬১৪ দেবী প্রসাদ সিংহ রায়, ৫৬৯৪ প্রবীর কুমার সিনহা. ৬৩৫২ শংকর ব্যানার্জী. ৬৬০৯ শ্রীধর রায়, ৬৩০৭ সৌমেন্দ্র নাথ গোস্বামী, ৬৪৯৭ নিমাই চক্রবর্ত্তী।

বিশ্বমিতা হবার পর সংঘকে পত্র-পত্রিকার ব্যয় নির্বাহের জন্য বাৎসরিক চাঁদা আট টাকা পাঠালেই চলবে। আশা করি সংঘ এবার অধিকতর বিশ্বমিতা লাভে সক্ষম হবে।

-✠-

লিপিমিতাকে যাঁরা সাহায্য করেছেন—

গত ৮ই বৈশাখ ১৩৭৯ পর্যন্ত সাহায্য বাবদ যে অর্থ পাওয়া গেছে তারই হিসাব নীচে দেওয়া হল।

সর্বশ্রী — বি ৫৩৮৬ মিলন কুমার ঘোষ ৩৭·৫০ পয়সা, বি ৫৬৮৪ জীবন ভদ্র ৬ টাকা, বি ৩৮১৩ অশোক কুমার সামন্ত ৫ টাকা, বি ২০৬১ গোপা মুখার্জী ৫ টাকা, বি ৪৯৮ শিবানন্দ বসু ২ টাকা, বি ৬৩৫৭ সৌমেন্দ্র নাথ গোস্বামী ৪ টাকা, বি ১৯৯২ শিবাণী রক্ষিত ১ টাকা, বি ৪৪ জগন্নাথ জানা ১ টাকা, বি ৪৩২ অমর কুমার দাস ১ টাকা, বি ৮৬৮ রাখাল চন্দ্র পাত্র ১ টাকা, বি ২৬৭৬ শিবানন্দ

বসু ১ টাকা, বি ৪৪৭১ অর্ণব কুমার ঘোষাল ১ টাকা, বি ৪৭১৭ বিমলেন্দু দাস ১ টাকা, ৬০৪৭ দীপেন্দু শেখর ঘোষ ১ টাকা, ৬০৬৯ শম্ভু নাথ দাস ১ টাকা, ৬৪৩২ কল্যাণ ঘোষ ১ টাকা ও বি ৪৩০৩ গোপাল দাস ৫০ পয়সা।

লিপিমিতার সাহায্য ভাণ্ডারে মোট ৭৫ টাকা পাওয়া গেছে গতবারে সাহায্য ভাণ্ডারে মোট ৪৪৯·৯৩ পয়সা জমা ছিল। সুতরাং এ পর্যন্ত সাহায্য ভাণ্ডারে মোট ৫২৪·৯৩ পয়সা জমা রইল।

সভ্য - সভ্যাদের নিকট যে চাঁদা পাওয়া যায় তার দ্বারা পত্রিকার সমস্ত ব্যয় ভার বহন করা অসম্ভব। যাতে পত্রিকাটি নিয়মিত প্রকাশ করা চলে তার জন্য আর্থিক সচ্ছলতা একান্ত আবশ্যক। শুভাকাঙ্খী উৎসাহী মিতাদের অনুরোধে লিপিমিতার সাহায্য ভাণ্ডার খোলা হয়েছে।

—::—

তোমরা শূন্যে বিলীন হও আর নূতন ভারত বেরুক লাঙ্গল ধরে, চাষার কুটির ভেদ করে — এরা অত্যাচার সয়েছে নীরবে — তাতে পেয়েছে অপূর্ব সহিষ্ণুতা — সমস্ত দুঃখ ভোগ করেছে — তাতে পেয়েছে অটল জীবনী শক্তি।

— বিবেকানন্দ।

সংগ্রাহক — ৬৪৫৯ ভূদেব চন্দ্র চন্দ্র।

জাগো

— শঙ্কর প্রসাদ সেন
(বহড়া, ২৪ পরগনা)

ভেঙে ফেল ঐ পাষাণ বেদীরে দেবতা ওখানে নাই
দেবতা দাঁড়ায়ে বাহির দুয়ারে হৃদয়েতে নাই ঠাঁই
কাঁদিছে দেবতা স্থান দাও বলি অশ্রু জলেতে ভাসি'
মহাপাপী তুমি মন্দিরে গিয়া পিটিছ তখন কাঁসি।
কি হবে বল ধ্যান জপে আর হৃদয়ে যদি না ডাকো
কি হবে বল তার নাম গানে যদি অন্তরে পাপী থাক
মানুষ গড়েছে মন্দির সব ভগবান গড়ে নাই
মানুষ গড়েছে ভগবান, তবু হৃদয়ে পায়নি ঠাঁই
নররূপী নারায়ণ আজ তোমার আসন তলে
প্রাণের বেদনা তোমারে জানায় দু ফোঁটা চোখের জল।
ভগবান আছে নর নারায়ণ মাঝে আগে তার পূজা কর
নারায়ণ সেবা যে শ্রেষ্ঠ সবার হৃদি মাঝে তুলে ধর
অন্ধের তুমি হওগো যষ্টি অনাথের হও নাথ
দুর্বলেরি তুমিই শক্তি ধর তাহাদের হাত
হতে পার তুমি ধনে দীনহীন হৃদয়ে তুমি যে বড়
ওঠো জাগো ভাই সবার হৃদয়ে প্রেমের মহল গড়।
কোথা হতে আজি আসিয়াছ হেথা
কোথা বল চলে যাবে,
সঠিক কি জান একবার গেলে
হারানকে ফিরে পাবে ?

—::—

নববর্ষের গান

— শ্রীরাজমোহন সরকার
(বীরভূম)

অমানিশার ঘোর কেটে গেছে, বাজিছে বিজয় তূর্য;
পূবের আকাশে উঠিয়াছে ওই নবীন দিনের সূর্য।
ওপার ছাড়িয়া এ পারে এল যারা তারাও গিয়াছে ফিরে,
মেঘনা, পদ্মা, মধুমতী আর কপোতাক্ষের তীরে।
পুরানো যা ছিল আবর্জনা সম উড়ে গেছে বহু দূরে;
নবীন জীবন নবীন আশা আসিছে নবীন 'কনকপুরে'।
ঘূর্ণিঝড় সম এসেছিল যারা বর্বর - পিশাচের বেশে
তারাও ডুবে গেছে, নবীন এসেছে ওপার বাংলা দেশে।
শত শহীদের রক্তে ধোয়া — স্বাধীন বাংলা ভূমি।
হে নবীন ! আজি তোমায় বরিছে হরষে বাজায়ে দুন্দুভি।
যারা চলে গেছে, রক্ত ঢেলে মাতৃভূমি বাংলারে, করেছে লাল
লাল লেখনীর শপথের লেখা মায়ের বুকে রইবে চিরকাল।
জান্ দিয়ে যারা মান্ রেখে গেছে বাঙালীর নবীন হাতে
শ্মশানের বুকে 'সোনার বাংলার' হাসি ফোটানোর আশাতে।
উড়ে গেছে কত জীবন - প্রজাপতি, ঝরেছে কত শতদল;
ভেঙে গেছে কত সুখে বাঁধা নীড়, ঝরেছে অশ্রুজল।
এসেছো যদি হে নবীন বর্ষ, শুনায়ে নতুন সুর;
বাংলার বুক হতে এ স্বার্থের বিষ কর কর তবে দূর।
নব প্রভাতের নবীন শোভায় নতুন আসন পাত;
নব আভরণে সাজিয়া আসিছে নবরাণী বঙ্গ মাতঃ।
জেগেছে যে প্রাণ, তুলেছে যে গান সেই সুরে দাও ছন্দ,
আকাশে বাতাসে ভাসিছে যে আজ নব কুসুমের গন্ধ।
শোন হে বাঙালী শপথের বাণী, 'মোরা শুধু ভাই ভাই,
হিন্দু - মুসলিম এক ভালে থাকি ভেদাভেদ কিছু নাই।

— •• —

যক্ষের ধন

— গোপা মুখোপাধ্যায়
(হাওড়া)

সিন্দুকের ডালা খুলি - চুপি চুপি
বহুক্ষণ ধরে - চেয়েছিনু আনন্দে
ভয়ে, আর অবাক বিস্ময়ে,
সম্পদের পানে
এত মণি মুক্তা হেম - এর আগে,
দেখিনি জীবনে !
দেখিনি এমন রাঙা - প্রবালের রাশি
সবুজ পান্না নীলা, রাখা -
পাশা পাশি !
কি বিপুল ঐশ্বর্য রাশি সম্মুখে আমার
তবে আজ আমি হতে পারি
এখনি সম্রাট ?
হীরকের শুভ্রদ্যুতি জ্বল্‌জ্বল্‌ করে উঠে
ভাঙাল স্বপন।
জেগে উঠে চেয়ে থাকি
হাবুর মতন !
হায় - এতো 'মণি মুক্তা' নয়,
নয়নের জল !

হৃদয় রাঙায়ে খুন -
হয়েছে 'প্রবাল' !!
স্মৃতিগুলো 'পান্না' হয়ে কাঁদে,
ব্যথা যত জমে জমে
হয়ে গেছে 'নীলা' !
ওগো এতো 'হেম' নয়,
আমারি অতীত ওযে,
'ফসিলের' মত জমে,
হয়ে গেছে 'শিলা' !!
কৃপণের মত যত জমান রতন
আগুলিয়া বেঁচে আছি
যক্ষের মতন !
লোহার সিন্দুকে নয় - মনের সিন্দুকে
জমিয়ে রেখেছি সব -
আমারি এ বুকে।

—::—

সুন্দর

সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়
(ঝর্ণপুর বর্দ্ধমান)

পাহাড়ের গায়ে শুধু শ্বেত তুষার ঝরে অবিরত
অত্রান্ত হিল্লোলে পাপিয়া গেয়ে চলে গান
সুন্দর সৌন্দর্য্যলোকে অরুণের ক্ষুব্ধ সমুত্থান
অপূর্ব, অপূর্ব বটে পাহাড়ের জীবন প্রবাহ্।
ঝর্ণা সুন্দর, পাহাড়ের গা বেয়ে যখন বিকিরণ
করে সমগ্র সৌন্দর্য্য, পল্লবিত বৃক্ষের গুঞ্জরন
শুধু জীবন দর্শন খোলা থাকে মনের অভ্যন্তরে
ভাবনার দোলায় দোলায়িত, আকণ্ঠ পিপাসা
কাতরে
কোনদিন সহজ হয় না মন বিক্ষুব্ধ কলেবরে
বেহুইন মন অস্পষ্ট থাকে, ত্রষ্ট পাপড়ির সুন্দরে।
ক্লান্ত বলাকা উড়ে চলে এক সারি দিয়ে,
অফুরন্ত রুধির ঝরে আকাশের কোণে
হে জীবন্ত সুন্দর, ভুলে গেছ প্রকৃতির শোধনে?
নাকি চিন্তার অপূর্ব রাজ্যে ভেসে গেছ নিজ
সুরে?

দাম দিও তুমি

— শংকর বন্দ্যোপাধ্যায়
(হাওড়া)

যাবার বেলায় শুধু বলে যাই
তুমি মোরে কর ক্ষমা,
আমার স্মৃতির রুদ্ধ দুয়ারে
ব্যথা যে অনেক জমা।

*   *

আমার জীবনের এক তারাতে
দিলাম যবে সুর,
তোমার প্রেমে হয়ে যে ধন্য
গেল সে বহুদূর॥

*   *   *

জীবনের এই দিনলিপিতে
লিখিনু তোমার কথা,
তুমি আমার মানসী, দেবী
বুঝিও মনের ব্যথা॥:

*   *   *

অনেক ব্যথা দিয়েছি, পেয়েছি
আজ ভুলের মাশুল গুণি,
স্মৃতিটুকু শুধু রেখে যাই প্রিয়
মিনতি, দাম দিও তুমি॥

বুঝতে পারিনি

– সুভাষ চক্রবর্ত্তী
(ত্রিপুরা)

তোমার হৃদয় হয়তো -
কোমল হতেও পারে,
আমি বুঝতে পারিনি।
তোমার ভালবাসা,
হলেও হতে পারে নিখাদ, -
আমি বুঝতে চাইনি।
অভিমান তোমার,
তোমার প্রেমের প্রতীক।
আমি তা বুঝতে পারিনি
তুমি যে আমার জীবনে
আশিস অথবা অভিশাপ, -
আমি তা খুজে দেখিনি।
জানি, তুমি আমার -
বাস্তব প্রেরণা
ভুল করে ব্যথা দিতে চাই না

ক্রিকেটের বিজয় পতাকা

- অনামিকা চ্যাটার্জী
(উত্তরপাড়া, হুগলী)

ভারতীয় ক্রিকেটের বিজয় পতাকা,
একে একে বিদেশে হচ্ছে প্রোথিতা।
নিউজিল্যাণ্ডে মাত্র বছর তিনেক আগে;
মেতেছি আমরা রাবার লাভের গৌরবে।
তারপর ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ মোদের কাছে হারল,
আমাদের গৌরব আরও অনেক বাড়ল।
আবার রাবার পেলাম ইংল্যাণ্ডের মাঠে,
স্কুল কলেজ বন্ধ হল মন বসল না পাঠে।
এমনি করে এক এক দেশে,
বিজয় পতাকা উঠছে নিমেষে।
আজকে আমরা সকলে আনন্দে আত্মহারা,
দেশের গৌরবের কথা যায় কি ভুলতে পারা?
আশা করি এতে মোদের বাড়বে না অহঙ্কার,
অবার জিতব আমরা, আবার পাবো রাবার।

কঠিন শপথ

— রণজিৎ কুমার সামন্ত
(মেদিনীপুর)

আবার আবির রাঙানো মেঘে
রক্তের আলপনা গাঢ় লাল.
কুলায়ে বিষণ্ণ বিপ্লবের পদধ্বনি
অজস্র বজ্র গম্ভীরতা আমি শান্ত নীল।
সত্তর দশক বিংশ শতাব্দীর,
পড়ন্ত বিকেলে আবির রাঙানো
ধুসর প্রান্তর খাঁ খাঁ আমার চোখে,
;আলো চাই'; 'প্রাণ চাই', দীপ্ত মিছিল
বয়ে বেড়ায় বিদ্রোহী শ্লোগান পথে পথে,
সাথী লক্ষ তারুণ্যের হিল্লোল
শপথ নিলাম রক্তের আলপনা বুকে
'আমি শান্ত নই - শান্তি চাই',
'ইতিহাস' লিখে যাবে ইতিহাস বাংলার
পূব পশ্চিম এক
সব এক রক্তের আলপনা।
আবার আবির রাঙানো মেঘে
রক্তের বিভীষীকা, বিদীর্ণ চীৎকারে
ভরে গেছে বিষাক্ত বাতাস
বিপ্লবের হবে জয় আজ এই কঠিন শপথ।

জয়ের মিছিল

— প্রণব রায়
(দুর্গাপুর - ৫)

মিছিল—
চলেছে জয়ের মিছিল।
ভয়ে, বিস্ময়ে,
জনতার জয়ে
কাঁপে দুনিয়াদারে'র দিল্।
শত বাধা ঠেলে
মেহনতী মেলে
আকাশের গায়ে ঢিল।
বহু শত পাপে
ইমারত কাঁপে
ভাঙে প্রাসাদের খিল।
গুপ্তকক্ষে কালোবাজারীরা,
মজুতদারের হাতে - হাতকড়া,
জমার - খাতায় হিসাবের গড়মিল।
বড় - দালালেরা
ভয়ে আধমরা
শোষণের - মুঠি শিথিল।
লাঠি - বেয়নেট প্রতিহত ক'রে
আকাশ - বাতাস মুখরিত ক'রে
রাজপথে দেখ মিল।
দু'পায়ে মাড়িয়ে,
শত্রু তাড়িয়ে,
চলেছে জয়ের মিছিল॥

ছড়া আর ছড়া

পান্নালাল ঘোষ
(বাটানগর)

চুঁচড়োর পুঁটু মাসীর
ছোট মেয়ে কুন্তী,
বিয়ের আগে নাড়ত গীটার
এখন হাতা।

ছুরি কাটা - চামচে
তাই দিয়ে খামচে
মোগলাই খেতে গিয়ে
মিস রায় ঘামচে।

*

ট্যাঙ্গো নাচে ইঙ্গ খোকা
আফ্রিকার কঙ্গোতে,
সেথায় দেখি বটুক মামা
তাল ঠুকছেন বঙ্গোতে।

*

গাল - গল্প অনেক হ'ল
কাজের কথায় এসো
নস্যি গুঁজে নাকের ভেতর
বললে দাশুর মেসো।

*

ইডেনেতে শঙ্কর
মশগুল সেতারে,
ঘরে বসে আমরা
শুনি তাহা বেতারে।

--::

প্রকৃতি এবং আত্মা, মানুষের এই দুই দিককে আমরা যখন স্বতন্ত্র করে দেখেছি তখন যত শীঘ্র সম্ভব এদের দুটিকে পরিপূর্ণ অখণ্ডতার মধ্যে সম্মিলিতরূপে দেখা আবশ্যক। আমরা যেন এই দুটির অনন্ত বন্ধুর বন্ধুত্ব সূত্রে অন্যায় টান দিতে গিয়ে উভয়কে কুপিত করে না তুলি।

— রবীন্দ্রনাথ

(সংগ্রাহক — ৫৫৪৬ অপর্ণা কর)

নতুন মিতাদের নাম ও পরিচয়ের তালিকা

৬৭০১ অসীম সরকার — c/o কালিপদ সরকার, ষ্টেশন রোড, শিব মন্দির লেন, বনগাঁ, ২৪ পরগনা. ১৮ ছাত্র ঙ জ ঝ ঞ ট ঠ ড ঢ ণ ত

৬৭০৩ অমলেন্দু ঘোষ — c/o নিরেন্দ্র ভৌমিক, ৯ গেট রোড, কৃষ্ণনগর, নদীয়া, ১০ ছাত্র ঘ ঙ জ ঝ ঞ ঢ দ

৬৭৩১ অতীন্দ্র সেনগুপ্ত — ১৭, সাউথ রোড, সন্তোষপুর কলিকাতা - ৩২, ১৩ ছাত্র, গ ঠ ড

৬৭৩৪ ক্যাপটেন অশোক কুমার দাস — M. B. B. S. (Cal) D. C. H. (Cal) Army Medical Crops, 315, Field Hospital. c/o 56 A. P. O. ২৫ ডাক্তার জ ঝ ঞ ট ড ঢ ণ

৬৬৯৬ আর, শুহঠাকুরতা — po : Jagdalpur, Baster M. P. ২৮ করণীক ক গ ঞ ড ঢ চ দ

৬৭০৮ উপেন্দ্র নাথ পাইট — ৮, এ/২, যোগোদ্যান লেন, কলি: ৫৪, ২৪ চাকুরী, সব বিষয়।

৬৭২০ কমল কুমার মণ্ডল — থানা - সরূপ নগর, পো: ও গ্রাম - তেঁতুলিয়া ২৪ পরগনা ১৪ চাকুরী ক খ গ ঘ চ জ ঝ ঞ ট ঠ ড ঢ ত থ দ

৬৬৬০ গৌর চন্দ্র ভড় — ৩৭, দে ষ্ট্রীট, শ্রীরামপুর, হুগলী, ১৯ ছাত্র, ড

৬৭১০ গণেশ চন্দ্র সেনগুপ্ত — c/o ডা: পি, সি, সেনগুপ্ত, নর্থ বাদর ঘাট, অরুন্ধতী নগর সাউথ আগরতলা, ত্রিপুরা; ২০ ছাত্র ক গ ঙ জ ঞ ড ঢ মনোবিদ্যা।

৬৭১২ গৌর চন্দ্র সরকার — c/o লক্ষ্মীনারায়ণ সরকার, মঙ্গলাপুকুর লেন; কৃষ্ণনগর, নদীয়া; ১৯ ছাত্র গ ঘ ঙ চ ছ জ ঝ ঞ ট ঠ ড ঢ দ

৬৬৯৯ চণ্ডীকা প্রসাদ ঘোষাল গ্রা: ও পো: নাগরজাল বাজার, কোচবিহার ১২ ছাত্র; গ ঙ চ ট ঠ ড জ ঝ

৬৬৯২ জয়দেব চক্রবর্ত্তী — c/o পাইওনীয়ার হার্ডওয়ার ষ্টোর; ৩০০; গোপাল লাল ঠাকুর রোড, বরাহনগর; কলি: ৩৬, ১৬ ছাত্র চ জ ঝ ঞ ট ঠ ড ঢ দ

৬৭০৭ জয় সাহা — c/o সমীর চন্দ্র দাস, ৩২/৩, বলরাম মজুমদার ষ্ট্রীট, কলি: ৫„ ২০ ছাত্র ঞ ঢ মিতালী।

৬৭২০ অলিয়ার — নিউ টাউন, ২০ বেকপুর, গ জ ঝ চ দ

৬৭১৬ তপন সরকার — c/o সুকুমার দাস নিউ উকিলপাড়া রায়গঞ্জ পশ্চিম দিনাজপুর ২৩ ছাত্র ক খ গ ঙ চ

৬৬৫২ দিলীপ কুমার নাথ - United Commercial bank Sambulpur branch Gyaty Rodd Orissa ২৫ চাকুরী ক গ বন্ধুত্ব বাণী উপহার বিনিময়

৬৬৫৯ দীপঙ্কর দাসগুপ্ত - চারুপ্রিয় ভবন পারবত্তীয়া কিডার রোড পোঃ ডিনসুকিয়া ডিব্রুগড় আসাম ২৩ শিক্ষানবীশ জ এ চ গল্পের বই পড়া

৬৬৬২ দীপংকর নাথ - J E C Hostel 3 po Engineering College Jorhat 7 Assam ২০ ছাত্র গ ঙ ট চ অটোগ্রাফ সংগ্রহ

৬৬৬৪ দেবাশীষ চ্যাটার্জী - ks/33/5—6 po Burnpur Burdwan

৬৬৭৭ দীপক মাইতি - 83 x N Road-No 22 Sidgora Jamsedpur 9 Bihar ১৬ চাকুরী ঙ চ মিতালী

৬৬৭৮ দেবপ্রসাদ ঘোষ - ৩২/১ সাউথ এণ্ড পার্ক কলিঃ ২৯ ২৩ চাকুরী ক খ গ ঘ চ জ চ

৬৬৮৩ দেবদাস রায় Regional Audit Office south point (Fimariz) Port blair s Andamans ২৭ চাকুরী ক খ গ ঘ ঙ জ ঝ এ

৬৭০৫ দীপক সাহা গভঃ কোয়ার্টার ব্লক বি/১, বহরমপুর মুর্শিদাবাদ ১৭ ছাত্র গ ঘ ঠ

৬৭১৯ দেব কুমার বসাক s w o's office A F sın begumpet Hyderabad-19 (A P) ২৩ চাকুরী এ ট পত্রালাপ

৬৭২৬ দুলাল চন্দ্র পাল block 205/b Room 5 P. o. Sahebganj Rly. Quarter Dumka Bihar ২০ ছাত্র গ এ ড চ মিতালি

৬৭২৮ দিলীপ ব্যানার্জী c/o শ্রীকুমার ব্যানার্জী নিউ দক্ষালপাড়া সিউড়ী বীরভূম ১৭ ছাত্র জ ঙ চ

৬৭৩৫ দীপক কুমার দে ৭৩ আনন্দ পালিত রোড কোলকাতা ১৪ ১০ ছাত্র গ জ ঝ এ ড চ ণ ত

৬৭৪৬ দিলীপ কুমার চ্যাটার্জী (বয়লার ইঞ্জিনীয়ার) ৬৮ ঋষি বঙ্কিম চন্দ্র রোড বৈদ্যবাটী ২৪ পরগনা ২৫ চাকুরী ক গ ঘ ঙ ছ জ ঝ এ ট ঠ ড চ দ

নতুন মিতাদের নাম ও পরিচয়ের তালিকা

৬৭২৫ নিতাই চন্দ্র রায় United Bank of India Titabar, Shibsagar, Assam ২০ চাকুরী গ ঝ চ

৬৭৪০ নিমাই দাস ব্যানার্জ্জী Dinabandhu Street, Upper Bazar, Ranchi-1 ১৫ চাকুরী ঙ ঞ ঠ

৬৬৫৭ পংকজ কুমার কৈালে State bank of Inda, Rourkella, Orissa. ২৫ কেরাণী জ ঝ ঞ .

৬৬৬৩ প্রদীপ ঘোষ ৮৪ বেচারাম চ্যাটার্জ্জী রোড বেহালা কলিকাতা-১৪ ১৭ ছাত্র জ ঝ ঞ চ

৬৭০২ পরিমল দেববর্ম্মন c/o. ললিত মোহন দেববর্ম্মন অভয়নগর, আগরতলা, ত্রিপুরা ১৬ ছাত্র গ জ ঝ ট মিতালী ছবি আঁকা

৬৭১৪ প্রদ্যোৎ কুমার মিত্র মেডিকেল কলেজ ষ্টুডেন্ট হোষ্টেল ২১৭ বি, বি, গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট কলিকাতা-১২, ৪৮ চাকুরী গ জ ঞ ড

৬৭৩২ পরেশ কুমার সাহা P. O. Gosaigaon Near Gosaigaon Rly Station Goalpara.

৬৭৪৭ প্রবীর কুমার ব্যানার্জ্জী "রত্না চন্দ্রলেখা" কে, সি, মাধুর ফ্লাট-১৯ থার্ড ফ্লোর ২৩৩ লোয়ার সারকুলার রোড কলি-২০। ১৬ নাবিক গ ঙ জ ঝ ঞ ট ড ঢ ণ ভ

৫৭৫০ প্রভাস কুমার সী রাজাবাজার রাজ কাছারী কলোনেল গোলা মেদিনীপুর ১৯ ছাত্র ক ঙ ঞ ট ঠ ড ভ দ

৬৬৬৫ বিজয় কুমার হালদার Line (Near Jhoolan Mandir) P. O. Kishanganj Purnia bihar ২০ চাকুরী গ ঞ চ ড

৬৬৭১ বিমলেন্দু ঘোষ Stewarts and Lioyds of India Ltd. c/o. bharat Aluminium Co. Ltd. P. O. Korba bilaspur M. P. ২৫ চাকুরী জ ঞ চ

৬৬৯৩ বিমলেন্দু লোধ c/o. মহারাজা বীর বিক্রম কলেজ হোষ্টেল নং ২ কলেজটীলা আগরতলা ত্রিপুরা ; ১৯ ছাত্র গ ঙ চ

৬৭০৯ বেচারাম বাগ সাউথ বাকসাড়া হাওড়া ; ১৮ চাকুরী ক গ ছ জ

৬৭১৭ বিমল মুখার্জ্জী ৫৬, রামকান্ত বসু ষ্ট্রীট কলিঃ-৩ ; ২৮ চাকুরী খ চ জ ঞ ভ চ

৬৬৮০ মৃত্যুঞ্জয় চক্রবর্তী হীরাপুর আমবাগান বার্ণপুর বর্দ্ধমান; ১৯ ছাত্র ঞ চ দ মিতালী

৬৬৮৯ মিতা ব্যানার্জী বহড়া; ১৫ ছাত্রী ঞ লেখা

৬৭০০ মিতা ঘোষ কলিঃ-১১, ২৬ গ ঘ ছ জ ঝ ঞ ট ঠ চ

৬৭০৬ মদন গোপাল বাজাজ P. O. Maibong Cachar Hills Assam ৩৩ ক খ চ ছ ড চ দ

৬৭৩৩ মলয় মিত্র ১/১ বৃন্দাবন পাল লেন কলিঃ-৩, ২০ ছাত্র ক খ গ জ ঝ ঞ ঠ ড ণ দ

৬৭৪৩ মৈত্রেয়ী দত্ত আগরতলা ত্রিপুরা ১৮ ছাত্রী ক গ ঘ ছ জ ট ছবি আঁকা

৬৬৯৭ যোগেন্দ্র নারায়ণ রায় গ্রাম ও পোষ্ট বাহির খানা কোচবিহার ২১ বেকার ক খ গ ঙ ঞ জ

৬৬৫৩ রণেন্দু বাগচী Officiating Accountant P. O. Imphal Manipur ২৫ চাকুরী গীটার বাজনা ছবি আঁকা

৬৬৬১ রুদ্রেশ্বর ঘোষ c/o. সুবোধ দে ১৬ রাজবল্লভ সাহা লেন, রামকৃষ্ণপুর হাওড়া-১ ৩২ চাকুরী ক খ ঞ

৬৬৬৭ রঞ্জন মজুমদার বিবিগ্রাম পোঃ ও জেলা — মালদা ২৩ চাকুরী গ ঙ ঝ

৬৬৭৬ রবীন্দ্রনাথ বাগচী po. — Moubhandar Singhbhum Bihar ৪০ কেমিক্যাল ইঞ্জিঃ ক খ গ ঙ ছ জ ঝ ড চ দ

৬৬৮১ রঞ্জন রায় গ্রাম ও পোঃ – গোবরডাঙ্গা ২৪ পরগনা ১৮ ছাত্র খ গ ঞ ড ণ দ

৬৬৮৮ রমেশ চন্দ্র রায় রবীন্দ্র শিক্ষা নিকেতন সিনেমার ডাঙ্গা গোন্দলপাড়া চন্দননগর হুগলী ৩০ শিক্ষক গ

৬৭২৭ রত্নেশ্বর শায়েন Ac-2 292924 Netajee-10 No 2 g t s (i a f) Tambaram Madras-46 ১০ সৈনিক জ ঝ দ

৬৭২৯ রতন চন্দ্র বণিক c/o. Janakram Pandey Barabazar Sambalpur Orissa, ২২ ব্যবসা ক খ গ ধাঁধাঁর উত্তর বাণী সংগ্রহ

নতুন মিতাদের নাম ও পরিচয়ের তালিকা

৬৭৪১ রাখাল রায় সাং—দোবিলা পোঃ—কৈজুড়ী ভায়া কাটিয়াহাট ২৪ পরগনা ২২ ছাত্র ক গ ঙ ঞ ট ড র্ণ

৬৭৪৪ রাসবিহারী চক্রবর্ত্তী 85 Sindhi Society Chembur Bombay-1 ৩৫ চাকুরী জ ঝ

৬৬৫৫ শ্রীপর্ণা চ্যাটার্জী গাজোল, ১৬ ছাত্রী গ জ ঝ ঞ ঠ ড ঢ দ

৬৬৭৩ শ্যামল কুমার দে শশীধাম সেওড়াফুলি হুগলী; ২৮ চাকুরী ক জ ঝ ঞ ট ড ঢ ঠ

৬৬৮১ শংকর সাধুখাঁ c/o. ষ্টেট ব্যাঙ্ক অফ্ ইণ্ডিয়া পোঃ আসানসোল বর্দ্ধমান ২৫ চাকুরী খ গ ঘ ঙ জ ট ড ঢ দ

৬৬৮৭ শিবাজী পাল সোনাতোরপাড়া সিউড়ী বীরভূম; ২৩ চাকুরী জ ঞ

৬৬৯১ শংকর কুমার সেন রামকৃষ্ণ মিশন বয়েজ হোম রহড়া ২৪ পরগনা ১৫ ছাত্র ক গ ঘ ঙ ছ জ ঝ ঞ ট ড ঢ ত থ

৬৭০৪ শুভাশিষ চৌধুরী ১০৬/২ বামাচরণ রায় রোড বেহালা কলিঃ-৩৪ ১৫ ছাত্র ঠ ঞ

৬৭১৩ শ্যামল কুমার কর ১২৮ ফিডার রোড আড়িয়াদহ কলিঃ-৫৭। ১৫ ছাত্র ক খ গ ঘ ঙ জ ঝ ঞ ট ঠ ড ঢ ণ ত

৬৭২১ শুভেন্দু কুণ্ডু 75/5575 Rehgarpura Koral Bagh New Delhi 5 ২০ ছাত্র গ ঘ চ ট ঠ ড ঢ ভিউকার্ড F. D. C. মিতালী

৬৭২২ শিব শংকর মজুমদার ডিপুটী কমিশনারস অফিস পুরুলিয়া ৩৮ চাকুরী ক গ ছ ঞ

৬৮৫৪ সুরজিৎ দে (Lieutenant) 6th Battalian The Mahar Regiment c/o. 56 A. P. O. ২৫ সৈনিক জ ঞ

৬৬৫৬ সমরেশ মণ্ডল গ্রাম-কেন্দ্রগড়িয়া পোষ্ট-খয়রাসোল জেলা—বীরভূম ১৭ ছাত্র গ জ ঝ ড

৬৬৫৮ সুধীর কুমার বাগচী United Commercial Bank Netaji Subhas Road p. o.—Dhubri Dt.—Goalpara Assam ২৩, চাকুরী গ ঙ ছ জ ঢ দ

৬৬৬৬ সৈয়দ মাহ্‌মদ খুরশীদ রেজা ১০/এইচ আজীমপুর অঞ্চল ঢাকা-৫ বাংলাদেশ ২১ ছাত্র ঠ ড মিতালী

নতুন মিতাদের নাম ও পরিচয়ের তালিকা

৬৬৫১ শুভ প্রসন্ন চক্রবর্ত্তী c/o. হরি প্রসন্ন চক্রবর্ত্তী প্রিভার জীবন পাল গার্ডেন বিবেকানন্দ রোড পোঃ+জেঃ—হুগলী ১৮ ছাত্র খ ঘ ঙ জ ঝ ট ড ঢ ণ দ

৬৬৬৯ সুখদীপ দে চৌধুরী c/o বীরেন্দ্র নাথ দে চৌধুরী আশ্রমপাড়া, শিলিগুড়ি, দার্জ্জিলিং :— ১৬ ছাত্র ঙ ট ড ড

৬৬৭০ সুদীপ কুমার দে c/o শ্যামাপদ দে, গ্রাম—ধর্ম্মপোতা, পোঃ—দক্ষিণ রসুলপুর, হুগলী :—২০ ছাত্র গ জ ঝ ঞ ঢ দ মিতালী।

৬৬৭২ সফিকুল বিশ্বাস (রাজু) গ্রাঃ+পোঃ—বৃন্দাবনপুর, মুর্শিদাবাদ, পুলিশ ষ্টেশন—দমদম ১৮ ছাত্র ক গ ঙ ঞ ট ড ঢ আঁকা

৬৬৮৪ সুপ্রিয়া মহিন্তা কলিঃ ৪০, ১০ ছাত্রী ঙ জ ঞ ঠ

৬৬৮৬ সত্য রঞ্জন বিশ্বাস c/o কালিপদ বিশ্বাস ২/৪৫৯, কাপাসডাঙ্গা, হুগলী ২৪ শিক্ষক গ ঠ ড ঢ ঞ ণ থ

৬৬৯৪ সুভাষ চন্দ্র সরকার c/o গদাধর সরকার ৪৬, শেঠ বাগান রোড, কলিঃ ৩০; ২১ ছাত্র ক ঙ

৬৭১৫ স্বপন কুমার বিশ্বাস পোঃ—গ্রাম বাহাদুরপুর, জেঃ- নদীয়া, ভায়া—বেলপুকুরিয়া, ১৮ ছাত্র জ ট ঠ ড

৬৭১৮ সমীর পাল c/o রাজেন ভক্ত ১, মালাপাড়া রোড, গ্রাম—অভিপুর, পোষ্ট-শ্যামনগর, ২৪ পরগনা, ১৭ ছাত্র ঙ ড ঢ দ

৬৭২৪ সুপ্রভা ভৌমিক, মানকাচর, ১৭ ক গ ঘ জ ঢ দ (বিদেশী মিতা চান)

৬৭৩৬ সুব্রত সেন c/o জানকী দাস সেন ইলেক্ট্রিক সাপ্লাই অফিস রোড, বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া, ২৪ ব্যবসা গ ঞ

৬৭৩৭ সুধীর কুমার ভট্টাচার্য্য ৮০/১এ, শান্তিরাম রোড, বালী হাওড়া ১৮ ছাত্র গ ঞ ড ঢ দ

৬৭১১ হিরণ্ময় দাস, ৬৫, কিংস রোড, পোঃ—রোজ রোড, হাওড়া-১ ১৯ ছাত্র ক খ গ ঙ ঢ ণ

৬৭৪২ হারাধন বর্দ্ধন, বি, এম, বর্দ্ধন রোড, বাগেশ্বরপুর, ২৪ পরগনা ভায়া—হাসনাবাদ, ১৮ ছাত্র ঝ গ ঞ লেখা

বিশ্বমিতালি সঙ্ঘ

৪৮, রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, উত্তরপাড়া; হুগলী

বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ — ১৩৭৯

ত্রয়োদশ বর্ষ প্রথম সংখ্যা

বিশ্বমিতাদের নামের তালিকা

স্থায়ী সভ্য বা বিশ্বমিতা নামে যে সকল মিতাদের অভিহিত করা হয়েছে তাদের পূর্ণ পরিচয় লিপিমিতা পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশ করা হল। অসাবধানতাবশতঃ যদি কোন মিতার পরিচয় এই তালিকা থেকে বাদ যায় তবে সংঘকে তা জানিয়ে দিলে লিপি-মিতার পরবর্তী সংখ্যায় তাদের পরিচয় প্রকাগ করা হবে। অনুরাগ বা সখের বিষয়ের পরিবর্তে যে সাঙ্কেতিক চিহ্নের ব্যবহার করা হয়েছে এগুলির তাৎপর্য বৈদেশিক মিতাদের ও নতুন মিতাদের পরিচয়ের তালিকার সূচনাতেই প্রকাশ করা হয়েছে। বাহুল্যহেতু এখানে তার পুনরাবৃত্তি করা হল না।

৪৩০২ অমর কুমার দাশ Pramatha Kuti 3, Sondlapara Road Ichapur, 24 Parganas ৩৪ চাকুরী গ ঠ এ

৫৫০ অরুণ কুমার চট্টোপাধ্যায় c/o Calcutta Docking & Engg. Co. 12, Govt. Place (East) Cal-1. ৩৭ চাকুরী গ ক ছ ৬ বাগান

৯১০ অমিয় কুমার মুখার্জী গ্রাম—পোঃ—জয়কৃষ্ণপুর বাঁকুড়া ২৫ ছাত্র ক গ ভ ঠ ছোটগল্প ও কবিতা লেখা

৩৪১৮ অমল কুমার বসু ৯; মহীতোষ বিশ্বাস লেন কাঠুরিয়া পাড়া কৃষ্ণনগর, নদীয়া ২৫ ছাত্র ঝ ট গল্পলেখা কারিগরী

৫৮১৩ অশোক কুমার সামন্ত ৮৯/এ, লেনিন সরণী কলিকাতা-১৩ ২১ ছাত্র ঠ কাষ্টছে কভার মোটর চালনা বাইকেলসুটিং

৩৯৬৮ অসিত কুমার সাহা ২৪।এ, চিৎপুর ব্রীজ এ্যাপ্রোচ বাগবাজার, কলি-৩ ২২ ছাত্র চ ছ গ বাগানকরা বাইবেল ক্লাসকরা

৪৪৭১ অর্ণব কুমার ঘোষাল Qr. No. B-331/2; Sector-2 Jagannath nagar P. O. Dhurwa Ranchi, Bihar চাকুরী সমাজসেবা অভিনয়

৪৬৬৪ অরুণ কুমার ঘোষ ডি, এন, মিত্র এণ্ড কোঃ ১৬৬ ওল্ড চীনাবাজার ষ্ট্রীট কলি-১ ২৩ ক হইতে চ অভিনয় চিত্রাঙ্কণ আবৃত্তি

৫৫৭৬ অরুণাভ ঘোষ c/o. বেচারাম ঘোষ এম, এ, বি, টি, গ্রাম-দাঁত্তসর পোঃ- হাটনী হুগলী ১৬ ছাত্র ঠ গ

৫৬০৪ অজিত কুমার বিশ্বাস (সান্যাল) E-11 33 J. C. Bose Ave. East Durgapur-5 Burdwan ২১ ছাত্র জ ঝ ছ চ ফটোগ্রাফী ইলেকট্রনিক্স ড্রাইভিং

৫৫২৮ আদিত্য সাধন মুখোপাধ্যায় আলবেলী পূর্বপল্লী শান্তি নিকেতন বীরভূম ৬৬ [অবসরপ্রাপ্ত তৈল বৈজ্ঞানিক] ঠ এ

৬৬০৫ আশীষ সরকার c/o. তুষার কান্তি ঘোষ জোতকমল জাজিপাড়া মুর্শিদাবাদ ১৯ ছাত্র খ গ ছ জ এ ট ড চ দ

৪২৯২ ইরা ব্যানার্জী মশাগ্রাম বর্ধমান ৩২ গৃহস্থালী বিদেশের সঙ্গে যোগাযোগ

৬৬১১ উমেশ চন্দ্র বিশ্বাস 128 Straight Mile Road Jamshedpur 1 ৪৭ চাকুরী এ ট বেহালা গীটার বাগান

৫৫৮২ কন্দর্প নারায়ণ ভট্টাচার্য্য গ্রাঃ+পোঃ—কল্যাণপুর ত্রিপুরা ২৬ শিক্ষকতা জ চ ঞ বক্তৃতা দর্শন মানবমন আধ্যাত্মিকতা

১৬২ ডাঃ ক্ষীরোদ গোপাল দে গিরিবালা হোমিও হল পোঃ+জেঃ পুরুলিয়া ৫৮ চিকিৎসক (হোমিও) গ চ ছ জাতি বাঙ্গালীদের সঙ্গে পত্রালাপ

৩৪৭৭ ডাঃ গৌতম কুমার ভট্টাচার্য্য B. V. Sc. & A. H. Vetrinary Asstt. Surgeon Dev. Block Sitalkuchi Dt. Cooch Behar ২৫ ডাক্তার ঙ জ ঝ ট ঞ ঘ গ

৩৪৭৮ গৌরাঙ্গ পাল চৌধুরী I. N. S. Karanj C/o. F. M. O. Vizag-14 ২৪ চাকুরী ঙ চ ঞ ট ঠ ড জ

২০৬১ গোপা মুখোপাধ্যায় হাওড়া ৩১ গৃহস্থালী ক গ ছ জ ঞ পশুপালন

৪০০৩ গোপাল চন্দ্র দাস পি-১৩০ মুদিয়ালী রোড কলিকাতা-২৪ ১৭ ছাত্র ট ঞ ঝ

৬০৭৪ চন্দন গাঙ্গুলী গাঙ্গুলী ভিলা মহাপ্রভু পাড়া রাণীঘাট নদীয়া ২০ ছাত্র ক ঙ ছ ঞ ট ঠ

৬১১৭ চিত্রা ভট্টাচার্য্য আসাম ১৯ ছাত্রী চিত্রাঙ্কন

৪৪ জগন্নাথ জানা ২৩ এ, পি, আঢ্য লেন পোঃ—সেওড়াফুলি হুগলী ৩৭ ব্যবসা ঠ ক গ ঞ মুদ্রা সংগ্রহ

৫৬৮৪ জীবন ভদ্র Stewarts & Lloyds of (I) Ltd. C/o. Cochin Refinery P. O. Ambala Mugal Dt. Ernakulam Kerala State ২৯ চাকুরী ক গ ঞ ড

৬২৪০ জ্যোতি রঞ্জন রায় Milk Plant P. O. Beldanga Murshidabad ২৭ চাকুরী বিজ্ঞাপন

৫৩৮৪ তন্ময় কাঞ্জিলাল নাগেশ্বর সাতগ্রাম কলিয়ারী পোঃ—সিয়ারসোল বর্দ্ধমান ২৩ ছাত্র গ জ ট ড চ অভিনয়

৫৯৪৪ তাপস দাস গুপ্ত C/o. Indu Bhusan Das Gupta 82/A West Mali Gaon P. O. Gouoati-11 Kamrup Assam ১৭ ছাত্র ঠ ঙ জ ঝ ঘ

৬০৩৩—ডাঃ তিমির বরণ ভট্টাচার্য ১০৭/সি, বিবেকানন্দ রোড, কলি-৬ ৪০, চাকুরী ছ, জ, ঝ, ঞ, ড, চ

৫৪৭০—দিলীপ কুমার মণ্ডল Murlidhar Ratanlal 28 Amratala Street, Cal-1. ২৮, চাকুরী ঞ, ঠ, ঝ, ড, চ ফটোগ্রাফী।

৬১৪৮—দুলাল দে 213, Field Workshop Coy. E. M. E. c/o. 99 A.P.O. ২৬, চাকুরী, গ, ঘ, ঞ, ড, চ, ঙ, জ, ঝ, ক

২৬২১—নীলিকা চট্টোপাধ্যায় কলিকাতা-২০ ৩৪ গ ঘ জ ঝ ঠ ছবি

২৯৪৬—নির্মল কান্তি দেবনাথ কোঃ নং বি/2, — ১৯।১, বিশ্বকর্মা নগর দুর্গাপুর-১০ বর্ধমান ২৯ চাকুরী, ঞ জ ড

৫২৫৮—নীহার রঞ্জন ঘোষ 'ফকির স্মৃতি' ৩৯।৩, বেনিয়াটোলা ষ্ট্রীট, হাটখোলা, কলিকাতা-৫ ২৪ চাকুরী ঞ ট ড গ ঠ

৫৭৯১—নূপুর দত্ত জামসেদপুর ১৮ ছাত্রী জ ঠ চ

৫৮৯৭—নরেন্দ্র দেব শর্মা 167, Field Regiment c/o. 56 A. P. O. ২৮ সামরিক অফিসার গ জ চ ক খ ঞ

৬৪২৩—নন্দদুলাল দে মোরাব্বা, মিষ্টান্ন মন্দির, সিউড়ি, বীরভূম, ১৮ ছাত্র গ চ চ স্পোর্টস

৪৬৬৩—পঙ্কজাক্ষ চট্টরাজ জ্ঞান মুখার্জী রোড, হীরাপুর, ধানবাদ, ৩৪ চাকুরী ও ব্যবসা ড চ চ ক ঞ গ জ ছ ঝ

৫৪০২—পান্নালাল ঘোষ, c/o চিত্তরঞ্জন ঘোষ হায়েৎপুর বাঙলা, বাটানগর ২৪ পরগণা ২০ ছাত্র চ ঝ বইপড়া ফুটবল খেলা পত্রমিতালি।

৫৪৩০ প্রিয়তোষ দে Cpl P. DE. C.T.O. section chabua A. F. Assam ২৯ চাকুরী ঞ জ ফটোতোলা পাহাড়ে চড়া

৫৫৪৬ প্রণব কুমার রায় ২৩/১৬ নাগার্জুন রোড দুর্গাপুর-৫ বর্ধমান, ১৮ ছাত্র খ গ ড চ কবিতা লেখা।

৫৬৯৪—প্রবীর কুমার সিনহা Tihu-barama Dev block barama Kamrop Assam. ১৭ ছাত্র ঞ জ চ ক্রিকেট সাঁতার।

৬০১৩—পার্থসারথি ব্যানার্জী State Bank of India Cashier Assansol Burdwan ২৭ চাকুরী গ জ ঝ চ অভিনয়।

৬০৮৬—পবিত্র পাল চৌধুরী, টি সি বিলডিং হিল কার্ট রোড, শিলিগুড়ি ১৯ ছাত্র ক গ

৬১১৪ প্রভাত কুমার পাল c/o বি, কে, পাল গ্রা+পোঃ গোপীনাথপুর দুর্গাপুর-১ বর্ধমান ২০ চাকুরী চ

৬১১১ ব্যোমকেশ দাস c/o ধীরেন্দ্রনাথ দাস গ্রাঃ জালাল খাঁকড়, পোঃ কাঁথি মেদিনিপুর, ২১ ছাত্র ক গ ঙ ঞ জ ঙ

৪২২১ ভোলানাথ মণ্ডল গ্রাঃ+পোঃ-পূর্ব পাহাড়ী জেঃ-পুরুলিয়া, ১৪ ছাত্র গ ঝ জ উপন্যাস কবিতা।

৩২০২ মিনতি মজুমদার কানপুর-১২ ২২ ছাত্রী ক গ সূচীশিল্পী।

৫০৩৫ মিলন কুমার পাল Tarapada Pal W.B.N.V.F. Training Centre (Hali Sahar) Kanchrapara 24 Parganas ২৫ ছাত্র ঞ ট ক ছ ড শরীর চর্চা চ ঙ

৫২৯৯ মনোজ কুমার সাধু c/o ডাঃ জি. এস সাধু চুরুলিয়া সাধুজ এষ্টেট পোঃ+ গ্রাঃ-চুরুলিয়া বর্ধমান ১৯ ছাত্র জ ট ড চ

৫৩৮৬ মিলন কুমার ঘোষ c/o ভবানীপুর অটো এজেন্সী ১৬-সি আশুতোষ মুখার্জী রোড কলিকাতা-২০, ৩৪ চাকুরী গ কাব্য।

৫৮০৬ মাণিকলাল রায় I.N.S. Dulicat Andaman Nicobar Ilands, port Blair ২২ নেভী ড

৮৩৯ রাধাশ্যাম চট্টোপাধ্যায় মামুদপুর বিবেকানন্দ প্রাথমিক বিদ্যালয় গ্রা+পোঃ পাটুলী বর্ধমান, ৬২ শিক্ষক ক গ ছ

৮৬৮ রাখাল চন্দ্র পাত্র (স্বামী মীননাথানন্দ) সাং যোগমায়া আশ্রম আনন্দনগর পোঃ—জেঃ— মেদিনীপুর ৩১ বিষয় দেখা শোনা করা ক গ ছ ছ জ্যোতিষ

৪১১০ রমেন্দ্র নারায়ণ অধিকারী c/o পাদুকা শিল্প মন্দির ১/সি, কর্ণওয়ালিস বিলডিং কলিকাতা-১২ ২৪ ছাত্র ঠ কার্টুন কভার

৫৫৯০ রঞ্জিত কুমার দত্ত Near Santragach Station P. O. Buxarah Howrah ১৭ ছাত্র খ গ ক

৬২২৮ লাল মোহন সেন Supdt b/r c/o Age (I) Digaru P.O. Digaru

Dt. Kamrup, Assam ২৮ চাকুরী ক ঙ জ ঝ ট ঠ ড ঢ

৯০৫ শোভেন বন্দ্যোপাধ্যায় ২৪ রামচন্দ্র চ্যাটার্জী লেন, কলিকাতা-৭ ৩৩ ব্যবসা ক ল পত্রালাপ।

১৯৯২ শিবানী রক্ষিত খুরুট, হাওড়া ২০ শিক্ষিকা গ জ

৩৩৮২ শান্তনু কুমার চৌধুরী ৩৫ রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, উত্তরপাড়া হুগলী ৬১ শিক্ষকতা কবিতা প্রবন্ধ পাঠ ও লেখা

৫০৪৪ শিবকান্তি ভট্টাচার্য্য মাটিয়ারী রামপদ সেন মাধ্যমিক বিদ্যালয় পোঃ মাটিয়ারী জেঃ নদীয়া ২৯ শিক্ষকতা ক গ ঘ পত্রালাপ

৫৪৭৮ শ্যামল কুমার নন্দী c/o এন, বি, নন্দী হাকিমপাডা শিলিগুডি, দার্জিলিং ১৯ ছাত্র ঢ ঞ ঠ

৫৫৩১ শিবরঞ্জন মণ্ডল 82, **West Hostel Delhi College of Engg. Delhi-6** ২২ ছাত্র জ ঝ ছ ড গ ঞ ঢ

৬১৬৩ শাহিন সুলতানা কলিকাতা-২৭ ১৪ ছাত্রী গ ঢ

৬২৪০ শঙ্কর রায় **21/MN Hospital Colony Dhanbad Bihar** ২০ ছাত্র ট ঞ

৬৩৫২ শংকর ব্যানার্জী গ্রাম:— বাসুদেবপুর পোঃ— বেণীপুর ভায়া শাঁখরাইল হাওড়া ২৯ চাকুরী গ জ ঝ ট ঠ ড ঢ মাছধরা

৫২৮৬ ষষ্ঠীচরণ দে c/o কার্ত্তিক চন্দ্র ঘোষ থানা রোড তারকেশ্বর, হুগলী ৫৮ স্বর্ণশিল্পী

৮৮৪ সুগত মুখোপাধ্যায় ১৭ রাণীসাগর সাউথ বর্ধমান ২৬ ছাত্র গ ঘ ছ প্রাচীনপুঁথি ও অটোগ্রাফ সংগ্রহ ডিটেকটিভ চর্চাকরা

১১৯০ সরোজ কুমার চক্রবর্ত্তী c/o ত্রিগুণা মেডিকেল হল Vill-P. O. ডায়মণ্ডহারবার ২৪ পরগনা ২৫ ক গ ঘ ঙ ছ ঞ নাটক স্ত্রী শিক্ষা মনোস্তত্ত্ব সেবা

৫৩৪৫ সমীর দে শশীধাম শেওড়াফুলি হুগলী ৩৩ চাকুরী গ ঞ জ ট ঠ মুদ্রা 'ভিউকার্ড' স্বাক্ষর সংগ্রহ

৩৫৭৯ সুধীর কুমার দাস G28 **Nauroji Nagar New Delhi-16** ৪৩ চাকুরী জ ঝ ঘ গ ট ঢ

বিশ্ববিদ্যালয়ের নামের তালিকা

৫৮৬১ সোমনাথ চট্টোপাধ্যায় Qr—No. M. T. 4 Burdwan ২২ ছাত্র গ প্রকৃতিরদান সম্পর্কে আলোচনা

৫৮৭০ সুধীর দাস 1591 Tptcoy W/Shop Section C/o 56 A.P.O ২৮ চাকুরী ড পত্রবন্ধু

৫৯০৪ স্বপন কুমার মল্লিক ১১ রায় লেন, কলিকাতা ৭ ১২ ছাত্র ড চ ঞ ক খ

৫৯৩৪ স্বপন কুমার দত্ত Tisco B. F. Q. P. O. Belpahar Dt, Sambalpur Orissa ২২ ছাত্র খ ট ড চ ফুটবল টেবিলটেনিস

৫৯৬৪ সুধীর কুমার মাইতি মেদিনীপুর ৫৮ অন্নদাস বিজ্ঞানি

৬১৫০ সুখময় কুণ্ডু c/o এস, কুণ্ডু ৪৬ হসপিটাল রোড p. o. জেঃ- দরং আসাম ১৮ ছাত্র ড ঞ খ গ

৬০৫৭ সৌমেন্দ্র নাথ গোস্বামী Holtec Engineers Pvt. Shahi bhawan - 2nd Floor Exhibition Rd. Patna.1 ২৫ গ ড ক ঞ ড চ

——

দুঃখী না হইলে লোভে পড়িতে হয় না যাহার যাহাতে অভাব তাহার তাহাতেই লোভ।

— বঙ্কিমচন্দ্র

সংগ্রাহক — ৬৪১৬ সন্ধ্যা বেরা।

বিশ্বমিতালি সঙ্ঘ

৪৮, রামকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, উত্তরপাড়া; হুগলী

বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ — ১৩৭৯

ত্রয়োদশ বর্ষ প্রথম সংখ্যা

বৈদেশিক মিতাদের তালিকা

বাংলাদেশ ছাড়া অন্যান্য বৈদেশিক মিতাদের ৯০ পয়সার বিশেষ বৈদেশিক বিমান পত্রে সরাসরি চিঠি পাঠাইতে হবে। বাংলা দেশের নারী মিতা ভিন্ন অপর সকলের পূর্ণ ঠিকানা নীচে দেওয়া হল. নারী মিতাকে সংঘের অবধায়কহে প্রথম চিঠি পাঠাতে হবে। ঐ চিঠির মধ্যে লেখক তার নিজের ঠিকানা জানিয়ে দিতে পারেন।

প্রিয় বিষয় গুলির পরিবর্তে যে সাঙ্কেতিক চিহ্ন ব্যবহার করা হয়েছে সেগুলি এইরূপ—
ক— সমাজ খ - রাজনীতি গ - সাহিত্য ঘ শিল্প ও বিজ্ঞান
ঙ - ব্যবসা বাণিজ্য চ - ধর্ম ছ - গান জ - বাজনা ঝ - ভ্রমণ
ট — আলোকচিত্র ঠ - ডাক টিকিট ড — খেলাধূলা
ঢ - চলচ্চিত্র ণ — সাঁতার ত - বাগানকরা থ - হাঁসমুরগী পালন দ - অভিনয়

মিতাদের নাম ও পরিচয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ গুলি এই ভাবে সাজান হয়েছে :— সদস্য সংখ্যা, নাম, ঠিকানা, বয়স, বৃত্তি ও সখের বিষয়।

বৈদেশিক মিত্রদের তালিকা

৬১৩ অজিত দত্ত p. o. box 1209 Newliskeard Ontario Canada ৩৪ চাকুরী গ ঘ ঙ ড এ শিকার গাড়ী চালনা নাচ

৫৯১ অনিল ঘোষ Department of Experimental Therapeutics Roswell Park Memorial Institute buffalo N. V. 14203 U. S. A. ৩৪ Research Chemist ক খ গ ঙ ছ এ চ জ

৬৭৬৮ আমিনুর রহমান লালচাঁদ কুটির ব্রাউন কম্পাউণ্ড বরিশাল বাংলাদেশ ১৭ ছাত্র ক চ জ ঝ এ ট ঢ

৬০৪৪ ইব্রাহীম আদিল ১৪/৩ আজিমুর রোড ম্যাটার্নিটির নিকট নিউ মার্কেট ঢাকা বাংলাদেশ ১৯ ছাত্র (বিজ্ঞান) ক খ জ ঝ চ

৬৭৩৯ এম, এ, মালেক ঢাকা জি, পি, ও ভবন ঢাকা-১ বাংলাদেশ ২৫ চাকুরী ঠ বই সংগ্রহ মিতালী

৬৭৮২ এম, এ, মজিদ c/o. m/s. shahidullah & bros. p. o. bheramara kushthia Bangladesh ১১ ছাত্র খ ঙ চ জ ঝ ট ঢ ণ দ

৫৪৬০ জ্ঞানেন্দ্র নাথ রায় 29 Digbycrescent London N. 4 U. K. ৩০ কম্‌পিউটার প্রোগ্রামিং ক গ ঘ ঙ ঝ ট অঙ্কন ইলেকট্রনিকস টেপ রেকর্ডিং

৬২০৩ গৌরাঙ্গ বণিক c/o. তুলসীলাল বণিক বাজার রোড বরিশাল বাংলাদেশ ১৯ ছাত্র ঙ জ ঝ চ ঠ এ বই পড়া

৪৫৭১ দীপক কুমার বিশ্বাস Moscow State University C/o. Indian Embassy Moscow Through the Ministry of External Affairs New Delhi ৩০ ভূতাত্ত্বিক খ গ ঙ জ ঝ এ ট ঠ ড ঢ

৫০০২ দিলীপ কুমার ভট্টাচার্য্য post box-715D Vladivostok-36 U S S R ২৩ চাকুরী জ ঢ ফটো তোলা ফুটবল

৫৭৫৪ নিবেদিতা কর বাংলাদেশ ৩৪ গৃহস্থালী চ বই পড়া

৬৭৩৮ নিখিল রঞ্জন সরকার ঢাকা জি, পি, ও, এম, এস, ও, জি, পি, ও, ভবন ঢাকা-১ বাংলাদেশ ২৫ চাকুরী এ ট ঠ ঢ দ ভিউ কার্ড

৩৮৪ পবিত্র শংকর বর্ধন 59/43 street 2nd -floor Rangoon Burma ২৯ ছাত্র ক জ এ ট ঠ অভিনয় ড্রাইভিং

বৈদেশিক মিতাদের তালিকা

৫৫৭ পিনাকী রঞ্জন রায় 150 Lansdowne Ave. Toranto-3 Ontario Canada ৩৪ শিক্ষানবীশ ভ হ এ ড

২৮১৬ ডাঃ প্রদ্যোৎ কুমার পুরকায়স্থ 35 Ryde Road pymble 2073 Sydney N S W Australia ২৮ গবেষক গ ভ ঝ এ ট ড ঢ

৫৭০৭ বিজয় লাল ধর 1 Berlin 21 birkenstr-56/IV West Germany ৩১ নৌ-ইঞ্জি: ড ঝ ট

৬৭৩০ মো: হামিদ সুলতান ৩০ ধানমণ্ডী আবাসিক এলাকা সড়ক নং ৩ ঢাকা ৫ বাংলাদেশ ২০ ছাত্র জ ঝ ঢ মিতালী

৬৭৪৫ মহম্মদ আবুল হোসেন গ্রাঃ কাশীনাথপুর থানা মাগুরা জেঃ যশোহর বাংলাদেশ ২০ ছাত্র ক

৬৭৭৫ মানস কমল সেন c/o. পরশুরাম আচার্য্য ১৫ নবগ্রহ বাড়ী (মন্দির) পোঃ আন্দর জেঃ চট্টগ্রাম বাংলাদেশ ১৬ ছাত্র গ ভ জ ঠ দ

৬৭৭৯ মো: সেকেন্দার আলী (স্বপন) পোঃ বক্স নং ৬০৫ ঢাকা-২ বাংলাদেশ ১৫ ছাত্র ঠ মিতালি

৬৭৮০ মো: কামরুজ্জামান কামু গ্রাঃ-শ্রীপল্লী পোঃ-মুন্সীগঞ্জ ঢাকা বাংলাদেশ ১৪ ছাত্র গ ট ঠ ভিউ কার্ড

৬৭৮১ মো: আব্দুর রসিদ ৬ গোবিন্দ দত্ত লেন লক্ষ্মীবাজার ঢাকা-১ বাংলাদেশ ১৩ ছাত্র গ ঞ ট মিতালি

বিঃ ৬৩৮৪ ডা রণেন্দ্র নাথ দে 14 Norumbega Terrace Waltham Mass 02154 U S A ২৮ চিকিৎসক (পশু) ট

১৩৮ ডাঃ শহীদুর রহমান
C/o Rangoon Drug House 819 Dalhousi Street [Near 10th st.] Rangoon Burma ৫৩ ব্যবসা ক গ ঔষধ ব্যবসা ডাক্তারী বাংলার সেবা করা

৬৬০৯ শ্রীধন রায় 40 Beaconsfield Road Birmingham 12 England ৩১ গবেষক ছবি তোলা রম্য রচনা চিঠি লেখা

৫৭২৫ সুভাষ কুমার চ্যাটার্জী (598) Werdohl Waldstrade 46 Western Germany ৩২ ইনডাষ্ট্রীয়াল ইঞ্জি ক খ এ ট ঢ

বৈদেশিক মিতাদের তালিকা

* ৬৭৪৮ শাহজাহান সাজু (M.B.B.S.) ১৬ তিনতলা মেডিকেল কলেজ হোষ্টেল সিলেট সিলেট বাংলাদেশ ১৯ ছাত্র ঞ গ ট ঠ ঢ ভিউকার্ড

৬৭৪৯ মহঃ শহীদ উল্লাহ জি/২. মেডিকেল কলেজ হোষ্টেল সিলেট বাঙলাদেশ ২১ ছাত্র ক খ গ ঘ ঙ ছ জ ঝ অ দ

৬১৫১ সুকুমার দে Room E511 The City University St. John Street London E.C.I. U.K. ১৫ খ ঘ ঙ জ ঞ ট ড ঢ

৬১৫১ সন্তোষ কুমার গুহরায় 70, Miskinstreet, Cathays Cardiff (U.K.) CF2 4 AR ১৭ রসায়ণ বিদ ক ঘ গ ঙ জ ঞ

আমি ব্যর্থতাকে ভয় করি, কারণ আমায় বীরক্ত করে তুলবে, চলার পথ রোধ করে দাঁড়াবে। সাফল্যকেও মেনে নিতে পারি না কারণ সাফল্যের প্রেমে পড়লে আর এগিয়ে চলা যাবে না।

—জর্জ বার্ণাড'শ।

সংগ্রাহক—বি ১০৮৯ সমর সরকার।

* কেবল অতীত, বর্ত্তমান নহে, প্রত্যেক মানুষের মধ্যে অতলস্পর্শ বিরহ, আমরা যাহার সহিত হইতে মিলিত চাহি সে আপনার মানস সরোবরের অগম্য তীরে বাস করিতেছে। সেখানে কেবল কল্পনাকে পাঠানো যায়। সেখানে সশরীরে উপনীত হইবার কোন পথ নাই।

—রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর।

সংগ্রাহক—৬০৫১ রাধা কৃষ্ণ সাউ।

বিশ্বদূতের আসরে

প্রভাবতী দেবী সরস্বতী—

সারস্বত সাধনায় আত্ম নিবেদিত প্রাণ প্রভাবতী দেবী আজ আর ইহলোকে নেই। গত ১৪ই মে রবিবার বিকাল ১টা ১০ মিনিটে তাঁর উত্তর কলিকাতার বাস ভবনে শেষ নিঃশ্বাসত্যাগ করেন। প্রায় ৩ মাস তিনি গলব্লাডার রোগে ভুগছিলেন, মৃত্যু-কালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৭ বৎসর।

এদেশে মহিলা সাহিত্যিকের সংখ্যা অত্যন্ত অল্প। গিরীন্দ্র মোহিনী, স্বর্ণকুমারী, অনুরূপা, নিরুপমা প্রমুখ প্রোথিত যশা মহিলা সাহিত্যিকদের সারিতে প্রভাবতীর স্থান পূর্বেই নির্দিষ্ট করা ছিল। আজ তা বাস্তবে পরিণত হোল।

প্রভাবতী ১৩০২ বঙ্গাব্দের ৭ই ফাল্গুন ২৪ পরগণা জেলায় গোবর ডাঙ্গায় খাতুড়া গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতা স্বর্গতঃ গোপাল চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় দিনাজ-পুরের প্রখ্যাত আইনজীবী ছিলেন। গোপাল বাবুর ৪ কন্যা ও এক পুত্র। 'প্রভাবতী তৃতীয় সন্তান'। বিবাহ হয়ে ছিল গোবর ডাঙ্গার কাছে গৈপুর গ্রামে, তিনি নিঃসন্তান ছিলেন। প্রভাবতী কোন স্কুল কলেজে নিয়মিত পাঠ গ্রহণ করেন নি।

তাঁর শিক্ষা বাড়ীতে এবং পিতার কাছে। তিনি বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রমেশ চন্দ্র দত্ত ও মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুরের রচনা বলী নিয়মিত পাঠ করতেন। রঙ্গলাল, হেমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের কবিতাবলী অনর্গল মুখস্থ বলে যেতে পারতেন। ইংরাজী ভাষাতেও তাঁর অধিকার ছিল। পিতার সহায়তায় তিনি বাইরণ, শেলী কীটস্‌ ব্রাউনিং প্রমুখ কবিদের কারতাগুলি অধ্যায়ণ করেন। ওয়াল্টার, স্কট ও চার্লস ডিকেন্সের উপন্যাসগুলি তাঁকে গল্প রচনায় অনুপ্রাণিত করে। প্রভাবতী দেবী সূক্ষ্ম সূচীর কাজে নিপুনা ছিলেন। ছবিও আঁকতে পারতেন ভাল। তাঁর প্রথম রচনা প্রকাশিত হয় 'অর্চনা' মাসিক পত্রিকায়। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'বিজিতা' ৺জলধর সেন সম্পাদিত ভারতবর্ষে ১৩৩০ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়। পরে এই উপন্যাসটি নাটকে রূপান্তরিত করে মঞ্চস্থ করা হয়। নাটকটির নাম দেওয়া হয় 'ভাঙ্গাগড়া'। কিন্তু দিনের মধ্যে ভাঙ্গাগড়া হিন্দি ও মালয়লম ভাষায় অনূদিত হয়। হিন্দিতে নাম দেওয়া হয় ভাবী। আর মালয়লম ভাষাতে নাম দেওয়া হয় কুলদেবম্‌। নাটক দুটি চলচ্চিত্রের মাধ্যমে সারা ভারতে জন প্রিয়তা অর্জন করে। তাঁর গল্প উপন্যাস ইত্যাদির সংখ্যা প্রায় চারশ।

প্রভাবতীর অন্যান্য উপন্যাস গুলির মধ্যে উল্লেখ যোগ্য রাঙ্গা বৌ, মহিয়সী নারী, পথের শেষে ও ব্রতচারিণী তাঁর অনেক গুলি উপন্যাস বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় অনূদিত হয়েছে। পথের শেষে উপন্যাসটি বাংলার মেয়ে নামে নাট্য নিকেতনে (বর্তমান বিশ্বরূপা) দীর্ঘ দিন অভিনীত হয়। তাঁর কৃষ্ণা রোমাঞ্চ সিরিজও ইন্টারন্যাশনাল সারকাস ইত্যাদি ছোটদের মধ্যে বেশ সাড়া জাগায়। তাঁর রচিত কয়েকটি গানও জন প্রিয় হয়ে ওঠে।

প্রভাবতী দেবী বহু স্থান থেকে তাঁর সাহিত্য প্রতিভার স্বীকৃতি লাভ করেছেন। নবদ্বীপ পণ্ডিত সমাজের পক্ষথেকে স্বয়ং আশুতোষ মুখোপাধ্যায় তাঁকে সরস্বতী উপাধি দান করেন। এবং তাঁর নামের সংগে ঐ উপাধি ব্যবহার করার অনুমতি দেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাঁকে লীলা পুরস্কার দেওয়া হয়।

প্রভাবতী যুগবাহী ভাব ধারায় উদ্বুদ্ধ ছিলেন তাঁর কল্পিত চারত্র গুলিকে মনের মাধুরী মিশিয়ে সহজ সরল ও সাবলীল ভাষায় প্রকাশ করে গেছেন। কোন কোন চরিত্রে অতি আধুনিকতারও ছাপ লক্ষ্য করা যায়। উপন্যাস গুলির অধিকাংশেরই মধ্যে সর্ব্ব ভারতীয় ভাব পরিস্ফুট। তাই ভারতের বিভিন্ন ভাষায় তাঁর বহু উপন্যাস

অনুষ্ঠিত হয়েছে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বা বিশ্ব সাহিত্যের দরবারে তার মণীষা ও প্রতিভার মান নির্ণয় করবার সময় আজ নয় অত্যন্ত দুঃখের সংগে বলতে হচ্ছে যে আধুনিক পাঠক পাঠিকারা তাঁর প্রতি উদাসীন। তবে এটুকু বিশ্বাস রাখি যে অদূর ভবিষ্যতে বিশিষ্ট সমালোচক বৃন্দের দ্বারা তাঁর সাহিত্য কর্ম্মের যথার্থ মূল্যায়ন হবে। অবশেষে তাঁর পরলোক গত আত্মার প্রতি সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই।

শ্রুতি পত্রিকা শ্রবণী

পশ্চিম বাংলায় চলচ্চিত্রের মত কলকাতার আকাশ বাণীও যুগান্তকারী ইতিহাস রচনা করে চলেছে, গতসংখ্যায় লিপিমিতার রেডিও কার্টুন বা বেতার চুটকি আলোচনায় তার উল্লেখ করেছি। এবারে নবতম অবদান হোল সাহিত্য, শিল্প দর্শন ও সংস্কৃতি বিষয়ক শ্রুতি পত্রিকা শ্রবণী। এবারের উদ্ভাবক হলেন বেতার চুটকির স্রষ্টা সেই দিলীপ কুমার।

আমরা জানি, প্রাচীন ভারতে লেখনী চালানোর কায়দা যখন অজ্ঞাত ছিল, তখন জ্ঞানোার্জনের একমাত্র মাধ্যম ছিল শ্রুতি ও স্মৃতি। চক্ষুর সাহায্যে দর্শন তখন গৌণ ছিল। শোনা যায় স্বর্গ মর্ত ও পাতাল এই তিন লোকের অসংখ্য কথা ও কাহিনী শ্রুতি ও স্মৃতির পথে বাহিত হয়ে অনেক পরে যথাক্রমে ভূর্জ পাতায়, গাছের ছালে ও কাগজে লিপিবদ্ধ হয়ে রামায়ণ ও মহাভারতে পরিণত হয়েছে। শ্রবণেন্দ্রিয়ের দ্বারা যা গৃহীত হয় তাই শ্রবণী। দর্শন শুধু চক্ষুর দ্বারাই ঘটে এমন নয়, কান, নাক এমন কি দেহের সর্ব্বাঙ্গ দিয়েও দর্শন করা যায় দার মেয় শ্রেণীর প্রাণীরা নাসিকা দ্বারা নিখুঁত

রূপে দর্শন করে, সরীসৃপ শ্রেণীর কয়েকটি প্রাণী তাদের সর্ব্বাঙ্গের স্পর্শদ্বারা অনুভূতি লাভ করে। আমাদেরও ওই ইন্দ্রিয় গুলি প্রখর হলে হয়ত পারতাম? অনেকে হয়ত বলবেন কলকাতার আকাশ বাণী কি সেই মান্ধাতার আমলের পুরাণ মদ নতুন বোতলে পুরে শ্রোতৃ বর্গকে ভোলাবার চেষ্টা করছেন। যাঁরা এই পথের পথিক, তাঁদের অনেকেই জানেন নতুন অপেক্ষা পুরাতন সুরাসারের দর ও কদর অনেক বেশী। তাঁর, শক্তি তেজ ও ক্রিয়া প্রচণ্ড। এই প্রচণ্ডকে আধুনিক বোতলে পুরে রসিক সমাজে পরিবেশন করা কম কৃতিত্বের কাজ নয়। ঐ প্রচণ্ড শক্তিকে ধারণ করা সত্ত্বেও আধারটিতে, কোন ফাট ধরেনি বা চিড় খায়নি।

শ্রবনী পাক্ষিক পত্রিকা। গত ২৯শে মে মঙ্গলবার রাত ৯-৩০ মিনিটে কলকাতার আকাশ বাণীতে এর শুভ উদ্বোধন হয়। এবং প্রতি মঙ্গলবার সুধীজনের কাছে পরিবেশিত হচ্ছে, আমরা যে সবপত্র পত্রিকা চোখের সাহায্যে পড়ি তাতে কেবল মাত্র লেখক লেখিকাদের লেখার সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটে। কখনও কখনও আলোক চিত্রের মাধ্যমে তাঁদের চেহারা দেখতে পাই। কিন্তু কণ্ঠস্বর বা বলবার ভঙ্গির সঙ্গে পরিচয় ঘটেনা। লেখকের রচনার শৈলীর সঙ্গে যদি তার নিজস্ব কণ্ঠের যোগ থাকে তবে তা শ্রোতাদের কাছে অনেক খানি সার্থক হয়ে উঠে এবং রচয়িতাও অনেক খানি তৃপ্তি পান। আকাশ বাণীর শ্রবণীতে লেখকের রচনার সঙ্গে কণ্ঠস্বরেরও আস্বাদ পাওয়া যায়। টি ভি এলে লেখকের চেহারাটাও দেখতে পাওয়া যাবে। পত্রিকাটির পরিবেশক, ও বেশিকা উভয়েরই কণ্ঠস্বর মধুর ও সুষ্ট এবং বলার ভঙ্গী চমৎকার।

এই শ্রুতি পত্রিকাতে বিজ্ঞাপনও আছে। পুস্তকের বিজ্ঞাপন অর্থাৎ বাংলা দেশে, যাতে পাঠকের সংখ্যা বাড়ে তারই প্রচেষ্টা। বাংলা সাহিত্য পাঠে জন সাধারণ যাতে অধিকতর উৎসাহী হয়ে উঠে তার জন্য শ্রবণীতে একটি প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সবশেষে এই শুভ প্রচেষ্টার জন্য সার্থক উদ্যোক্তা শ্রীদিলীপ কুমার সেনগুপ্তকে আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।

আমরা ও আমি

—হিরণ্ময় রাহা
২৪ পরগনা

সকালবেলা ঘুম ভাঙাতেই মনে পড়ল জগদ্ধাত্রী পূজার জন্য আজ কলেজ ছুটি, পাশ ফিরে শুলাম, কলেজ এমনিতে যা হয় তা সবাই জানে, তবে ছুটি হলে আমার সুবিধা এই যে, কলেজে যেতে যে পথটা হাটতে হয়, সে খাটনিটা বাঁচে বাড়ী থেকে দু মাইল দূরে রেল-ষ্টেশন, সেটুকু হেঁটে গিয়ে ট্রেন ধরতে হয়, তবে সুবিধাও আছে, কলেজের পাশেই সিনেমা হল যতদূর মনে পড়ে ওই হলের কোন বই আমি ছাড়িনি, নিম্ন মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে হলেও পয়সার অভাব আমার বিশেষ হয়না, সেই গুপ্ত কারণটা হচ্ছে শিখা হ্যাঁ, শিখাকে আমি ভালবাসি এবং শিখা যে আমাকে ভালবাসে তাতে কোন সান্দহ নেই, আর সেই জন্যই আমার, বাজেট ঘাটতি পড়লে ওর তলব পড়ে, শিখাও মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে, হাত খরচ যা পায় কলেজে যাওয়ার জন্য, তার থেকে কিছু বাঁচান বেশ কষ্টের-ই ব্যাপার তা আমার পাল্লায় যখন পড়েছে, তখন কষ্টটুকু ত' ওকে স্বীকার করতেই হবে।

—"এই প্রদীপ ওঠ্"— মা'র গলা আমি পাশ ফিরে শুলাম, মা বললেন, 'আর কত ঘুমাবি; ওঠ্, গম ভাঙাতে যেতে হবে, নৈলে রাতের রুটি হবে না।"

—সেরেছে! আমাকে যদি এখন হেঁটে চাঁদে যেতে বলে তবে আমি হয়ত রওনা দেব কিন্তু গমের ব্যাগ হাতে নিয়ে রাস্তা

দিয়ে হেঁটে গম-ভাঙান কলে যাওয়া এবং ফিরে আসা আমার কাছে আত্মহত্যার সামিল,, যদিও কয়েকবার আমি গম ভাঙিয়েছি, তবে বন্ধুদের সাইকেল পেলে, কি করব ভাবতে ভাবতে উঠে দেখি পৌনে আটটা বাজে, ছুটির দিনে একটু ঘুমাব তারও উপায় নেই, এই সময় বাবার গলা পাওয়া গেল, "তোর কলেজ আছে নাকি?" বললাম—"হুঁ।" সত্যি কথা বললে কলেজে যাওয়ার জন্য যে আটআনা পয়সা পাই তা মার যাবে, আবার কলেজে যাওয়ার জন্য হয়ত' গম ভাঙানটাও মকুব হয়ে যাবে।

ঠিক তাই, বাবা বললেন, "তবে থাক, আমিই যাই, বাজারও ত' করতে হবে—" বাজারে গেলে কিছু ম্যানেজ হ'ত, কিন্তু ওই "গমের ব্যাগ" থাক গে, বাবাই যাক্।

ব্রাশ নিয়ে বেরোতে যেতেই বড় বোনের উক্তি, "দাদা, আজ তোর কলেজ ছুটি না?' বেশ ঝাঁজের সংগে উত্তর দিলাম", আমাদের কলেজটা ত' আর তোদের স্কুল না, যে যা-তা ব্যাপারে বন্ধ থাকবে"।

আমরা পাঁচ ভাই বোন, এই বোনের নাম ইলা, পরের দুটি ভাই প্রতীপ আর প্রবীর, তারপরে বোন, এখনও কোলে, ইলা ক্লাস নাইনে, প্রতীপ সেভেনে আর প্রবীর ওয়ানে পড়ে।

মুখ ধুয়ে ঘরে এসে বললাম "খেতে দাও" মা হাত মুছতে মুছতে ঘরে ঢুকলেন, বাবা বাজারে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন, মা বললেন, "এবার বেতনটা পেলে প্রদীপের একসেট জামা প্যান্ট বানিয়ে দিতে হবে কত লাগবে-রে?" আমি গম্ভীর ভাবে বললাম, "সাত-চল্লিশ আট-চল্লিশের মধ্যেই হয়ে যাবে," যেন ওই টাকাটা "কিছুনা" এই ভাব নিয়ে বললাম তবু ওই টাকাটা সংসার থেকে উঠিয়ে দিতে কিরকম চোট লাগবে তা বুঝি।

"আচ্ছা দেখব" — বাবা বেড়িয়ে গেলেন, সঙ্গে সঙ্গে ইলার ভাষণ, "শুধু দাদার ই জামা প্যান্ট, আমার একটা লালপেড়ে শাড়ী লাগবে দিদিমনি বলেছে"
—"আমার একটা ফুলপ্যান্ট লাগবে— প্রতীপের উক্তি, আমার একটা বকলেশ প্যান্ট— প্রবীরের আব্দার। খাওয়া ছুতেই ওদেরকে এক ধমকে থামিয়ে, জামা গায়ে দিয়ে বেরোলাম, মা বললেন কলেজে ক'টায় যাবি? ঝট্ করে উত্তর দিলাম বারোটায়।

দুপুর বেলা ভাতটা খেয়ে মার কাছ থেকে পয়সা বাগিয়ে, খাতাটা হাতে ঝুলিয়ে তপনদের বাড়ীর দিকে রওনা দিলাম গোপাল আর পরিমলকে বলে রেখেছি আগেই চারজনে তাস খেলা যাবে, আর এই সময়টা বাড়ীতে থেকেই বা কি হত, আমি হয়ত গল্পের বই নিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়তাম আর সেই সময় বাচ্চা বোনটা হয়তো ঘুম ভেঙ্গে কেঁদে উঠত। মা তখন রান্নাঘরে রাতের রান্নার ব্যবস্থা করছেন ওখান থেকেই বললেন ইলা প্রদীপ ওকে ধর না কিন্তু দেখা গেল কেউ-ই ওকে ধরছে না। তার কারণ ইলা আর প্রদীপে তখন তর্ক চলছে ওকে কার ধরা উচিত ইলা বলে তুই প্রদীপ বলে তুই।

এর মধ্যে প্রবীর হয়ত ওকে কোলে নিতে গেছে আর ওর হাত থেকে পড়ে গিয়ে বাচ্চাটা ছাদ-ফাটানো চীৎকার আরম্ভ করেছে মার হাত মুছতে মুছতে ঘরে প্রবেশ এবং বোনটাকে কোলে নিয়ে ওদের সাথে আমাকেও বকা আমি তখন রাগের মাথায় ওদের দুটো চড় মারলাম মা'র আবার সেটাও সহ্য হবেনা মা ওদেরকে ছেড়ে এবার আমাকে নিয়ে পড়বেন আমি হয়ত তখন সোজা চায়ের দোকানে এসে চা আর সিগারেট খেয়ে পরে পয়সা দেব বলে বেড়িয়ে—।

তপনের ঘরটা বাইরের দিকে হওয়ায় বেশ সুবিধা সিগারেট খাওয়া যায় লাফালাফি করা যায়, লাভারদের নাম ধরে আড্ডা মারা যায়, সাড়ে তিনটা পর্যন্ত তাস খেললাম আধ ঘণ্টা সবাই মিলে গান করলাম টুইষ্ট দিলাম ধ্বস্তাধ্বস্তি করলাম তারপর তপনের মার কাছ থেকে চা আদায় করে বাড়ীর দিকে রওনা দিলাম।

রাস্তায় শিখার সঙ্গে দেখা আমার হাতে খাতা দেখে বলে উঠল আজ কি শুধু তোমার জন্যই কলেজ খোলা না কি?

আমি ওর মুখের কাছে মুখ নিয়ে বললাম চুকুচুকু তুমি কি বুঝবে। ও বলল এই কি হচ্ছে লোকে দেখবে।

আমি হাঁটা দিলাম ও পিছন থেকে বলল পরে দেখা কোর কথা আছে।

বাড়ীতে ঢুকতে গিয়েই বুঝলাম ভাই-বোনদের মধ্যে কি নিয়ে যেন ঝগড়া চলছে আমাকে ঘরে ঢুকতে দেখেই সব চুপ বেশ গম্ভীর ভাবে সবার দিকে তাকিয়ে আমি খাতাটা ছুড়ে দিলাম টেবিলের উপর প্রদীপ ওর বন্ধুর সঙ্গে খেলতে বেরিয়ে গেল ইলা টেবিল সাজাতে

আরম্ভ করল আমি জামার বোতাম খুলতে লাগলাম এর মধ্যেই ইলা প্রবীরকে মুখ ভেঙ্গাল প্রবীর খাটের নীচ থেকে একটা লাঠি বের করে ইলাকে এক বাড়ি দিল আমি ঘুরে তাকাতেই প্রবীর এক দৌড়ে চৌকাঠ পার।

মা হাত মুছতে মুছতে ঘরে ঢুকে বললেন, জামাটা ঘামে ভিজে গেছে; মেলে দে আর এই চিনির শরবৎটা খেয়ে নে। রোজ এতখানি হেটে কলেজে গেলে কি আর শরীর থাকে?।

(ছোট গল্প প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত রচনা)

—::—

এই অসীমই সত্য; তাকে দেখাই সত্যকে দেখা। যেখানে তা না দেখবে সেইখানেই বুঝতে হবে আমাদের নিজের জড়তা, মূঢ়তা, অভ্যাস ও সংস্পর্শের দ্বারা আমরা সত্যকে অবরুদ্ধ করেছি। সেই জন্য তাতে আমরা আনন্দ পাচ্ছিনে।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সংগ্রাহক— বি ৫৬৬১ শ্রীকান্ত শীল।

সাধারণ শিক্ষায় যত দিন পর্যন্ত দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী না থাকবে ততদিন সার্থক গণতান্ত্রিক সমাজ কখনই গড়ে উঠবেনা।

—হোয়াইট্ হেড।

সংগ্রাহক— বি ৫৩১২ অতীন চৌধুরী।

স্বপ্নের

স্বপ্না

- শ্রীপ্রিয়তোষ দে

আসাম

তুমিতো ঘরের বাইরে আর কিছুই দেখলেনা, কিছুই জানলে না স্বপ্না, চিরকাল নামের সাথে মিল রেখে শুধু স্বপ্নই দেখে গেলে। তবুও একটা কথা ভেবে আনন্দ পাই জানো, তোমার সদাচঞ্চল জিজ্ঞাসু মনটা সংসারের ঘূর্ণিপাকে তলিয়ে যায়নি নিঃসীমের গহ্বরে। তাইতো দেখা হলেই তোমাকে বলতে শুনি, এবার কোথায় ঘুরলে? তোমাকে যেখানে যেতে বলেছিলাম গিয়েছ কি? কেমন দেখলে বলনা ? ।

কামরূপ কামাখ্যায় গিয়েছিলে? সোজা-সুজি জানতে চাও তুমি। একবার নয় অনেকবার গিয়েছি।

কই আমাকে কিছুই জানাওনি তো? একটু অবাক হওয়ার দৃষ্টি তোমার চোখে।

'জানাবো বলেইতো আজ এলাম'।

তুমি রাগ করো। মুখটা তোমার ভারী হয়ে যায়। ঘুরে যায় অন্যদিকে। কিন্তু ওভাবে তোমাকে বেশীক্ষণ সহ্য করতে পারি না। তোমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিই। তবুও তোমার রাগ পরে না। বলি; তোমাকে চম্‌কে দেব বলেই কিছু জানাই নি। লাভ হয়না কিছু।

বিশ্বাস করো দুজনে একসঙ্গে বসে বসে গল্প করবো বলেই জানাইনি তোমাকে। তাছাড়া কাজেকর্মে বড্ড ব্যস্তছিলাম। মুখটা দ্রুত ঘুরে যায় আমার দিকে। ঠোঁট দুটো ফুলে ওঠে অভিমান ভরে। মুখ খুলে যায় তোমার। তবে এলে কেন? কাজ নিয়ে থাকলেই পারো। বাস্পার বলে মিড্‌অনে এমন ক্যাচ্‌ উঠবে বুঝতে পারিনি। প্রস্তুতও

ছিলাম না। তবুও সহজ ক্যাচ্ মিস্ করিনি। সযত্নে লুফে নিলাম। তোমার মুখ খোলাতে বেঁচে গেলাম।

কেন এলাম, শোনো তবে। একটু চুপ করি। বাইরে তাকাই; ভরা বিকেল। সূর্যাস্ত হয়েছে। সন্ধ্যে হতে কিছু বাকী, আকাশের বুকে সাদা মেঘেদের গায়ে কারা যেন আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। আদর করে হাত দুটোকে তোমার কোলে টেনে নিই। অল্প একটু ভাবি। শুরু করি।

জানো, ৮ই এপ্রিলের সুন্দর সকালে নামলাম জালুকবাড়ী ষ্টেশনে, আসাম মেল থেকে। বড় ভাল লাগছিল। মনটাও অজানাকে জানবার আনন্দে বিভোর, খুব তাড়াতাড়ি করে মিনিট কুড়ির মধ্যে রিটায়ারিং রুম থেকে বেড়িয়ে এলাম। জিনিষপত্র বিশেষ কিছুই ছিল না। লেদার সুটকেশ আর এয়ার ব্যাগটা ক্লকরুমে জমাদিয়ে কামাখ্যার উদ্দেশ্যে চললাম। গৌহাটি থেকেও যায় অনেকে। তাদের অবশ্য বাহন চাই, বাসে বা ট্যাকসিতে আসে তারা। স্থানীয় লোকদের কাছে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলাম পাহাড়ের ওপরে মন্দিরে যাওয়ার পায়ে হাঁটা পথ ও মোটরের রাস্তা দুটোই আছে। পায়ে হাঁটা পথ আবার তিনটে আছে। এক মুহূর্তেই ঠিক করে নিলাম হেঁটেই উঠবো। তুমিতো জানই, যন্ত্রের চাইতে নিজের দুটো পাকেই বিশ্বাস করি আমি বেশী। একান্ত অসম্ভব না হলে ও দুটোকে ব্যবহার করতে কখনও পিছিয়ে যাই না। জেনে নিলাম আধঘন্টার মধ্যেই হেঁটে ওঠা যাবে। চারিদিকে একবার তাকিয়ে নিলাম। সবুজ পাহাড়ের বাঁধনে বাঁধা পড়েছি আমি। একটু অবাকও হলাম। আমার রাস্তাটা মনে হচ্ছে শেষ হয়েছে একটু দূরে ঐ পাহাড়টির গায়ে। কেমন করে এলাম তবে। চারিদিকেইতো পাহাড় আর পাহাড়। শিবপার্ব্বতীর পছন্দটা ভাল। তুমি একটু হাসো। কিন্তু আমার অবাক হ'বার পালা বড়ই ক্ষণস্থায়ী। জীবনের পাহাড়ী রাস্তার বহু অভিজ্ঞতা থেকে বুঝতে পেরেছি ঐ পাহাড়ের পাশ দিয়েই রাস্তা আছে। পাহাড়ের বুক চিরে আঁকাবাঁকা পথে সে চলে গেছে দূর থেকে দূরান্তরে, নিকট থেকে বহু দূরে।

চলতে শুরু করলাম। রোদটা বড় মিষ্টি লাগছে। অল্প অল্প পাহাড়ী হাওয়া মনকে আবেশে ভরিয়ে তুলছে। পৃথিবীটাকে বড় ভাল লাগছে। পিছনে তাকিয়ে দেখি আমি অনেকটা উঠে এসেছি। মানুষগুলো বেশ ছোট লাগছে। রাস্তার মোটর লরিগুলোর আকার যেন হঠাৎ কমে গেছে। ক্যামেরায় চোখ রেখে নীচে তাকালাম। বেশ লাগছে।

একটা ফটো নিলাম। আবার হাঁটতে শুরু করি। ডাইনে বাঁয়ে গণেশের মূর্তি চোখে পড়ে। একটু ওপরে শিবপার্ব্বতীর যুগল মূর্তি দেখলাম। পাথরের গায়ে কোন সুদক্ষ শিল্পী যেন নিজের শিল্প চাতুর্য্যের স্বাক্ষর রেখে গেছে। বনফুলের সুমিষ্ট গন্ধ, ঝিঁঝিঁর ডাক, পাখীদের কলকাকলীর মধ্যে দিয়ে উঠতে বড় ভাল লাগছে। আরও একটু উঠে একটা নাম নাজানা সুগন্ধি ফুলের বড় মোটা গাছ দেখতে পেলাম। পথের ওপর বেঁকে পড়েছে নিজের ভারেই। একটু বসলাম ওর ওপরে। ইতিহাসের পাতায় মন হারিয়ে গেল। সেই অসুরের স্পর্ধার কথা মনে এল। যে 'মা'কে বিয়ে করার দুরাশায় এপথ তৈরী করেছিল রাতারাতি। তখন এ মন্দিরে যাওয়ার কোন রাস্তাই ছিলনা। 'মা' দেখলেন বড় বিপদ। রাত শেষ না হতেইতো পথ শেষ হয়ে যাচ্ছে। প্রতিজ্ঞামত অসুরকে তবে বিয়ে করতে হয়। কিন্তু তা কি করে সম্ভব। 'মায়ের' ছলনাতে ভোর না হতেই সেই রাতেই মোরগ ডেকে উঠে। ভোর না হলে মোরগ ডাকবে কেন। অসুরও সেই ছলনায় পা দিয়ে কাজ বন্ধ করে চলে যায়। রাস্তার আর অল্পই বাকী ছিল। এ সব পুরোনো ইতিহাসের কথা। লোকের মুখে মুখেই বেশ শোনা যায়। হঠাৎ রাস্তার বাঁক পেরিয়ে গেরুয়া পরা টকটকে লাল সিন্দুরে রাঙানো বড় এক ত্রিশূল হাতে এক গৌর সন্ন্যাসী সামনে এসে হাজির। চমকে উঠি। কিন্তু ধরা দিই না। দেখি সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী আমাকে ভ্রূক্ষেপ না করে দিব্যি নীচে নেমে যাচ্ছেন। আমিও ইতিহাসের পাতা থেকে মনকে বাস্তবের মাটিতে নিয়ে আসি।

আবার উঠতে থাকি। রোদের তাপটা বাড়ছে। আস্তে আস্তে উঠছি তবুও হাঁপাচ্ছি। হঠাৎ দূর থেকে মানুষের জটলার পেছনে উঁচু 'মায়ের' মন্দির দেখতে পেলাম। মনটা আনন্দে ভরে গেল। পাণ্ডাদের নাগপাশ কাটিয়ে মন্দিরে আসতে আবার আমি হাঁপিয়ে উঠলাম। তবু একজন বড় নাছোড় বান্দা। ছাড়লো না। মন্দিরে ঢোকার জন্য লাইন খুব বড় হয়। কথায় সুদক্ষ ব্যবসায়ী পাণ্ডা বলে যায়, একটু বেলা করে এসেছি- বলে এখন নাকি লাইনটা খুবই ছোট। আমিতো অবাক। এটা যদি ছোটো লাইন হয় তবে আমাদের কলকাতার তীর্থ গুলোতেতো লাইনই হয় না। পরে আরও অনেকবার এসে বুঝেছিলাম পাণ্ডা এক বর্ণও মিথ্যে বলেনি। সমস্ত ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক অনেক কষ্ট সহ্য করে আসে এখানে তাদের বিভিন্ন মানত নিয়ে। এতবড় আর দীর্ঘ লাইন আমি অল্পই

দেখেছি। মন্দিরে ঢুকে আস্তে আস্তে প্রত্যেকের মতো ধাপে ধাপে আমি নীচে নেমে চলছি। আরও অনেকটা নেমে নীচে চেয়ে দেখি অনেকটা জায়গা কাপড় দিয়ে ঢাকা। একটা সুনির্দিষ্ট পথ বেয়ে অনবরত একটা জলের ধারা বয়ে চলেছে। পাশে বসে আছেন একজন বৃদ্ধ পুরোহিত। ওখানে যাত্রীরা বসছে। জল স্পর্শ করছে। পুরোহিতকে দক্ষিণা দিচ্ছে।

চলে যাচ্ছে, পরে পাণ্ডার কথায় বিংশ-শতাব্দীর এই যন্ত্র সভ্যতার যুগেও অবাক না হয়ে পারিনি। পাণ্ডা বললো অম্বুবাচীর কয়েকদিন এজলটা লাল হয়ে যায়। মন্দির থাকে বন্ধ। তখন কয়েকটা সাদা থান কাপড় বিছিয়ে দেয়া হয় ওখানে। সাদা কাপড় পুরো লাল হয়ে যায়। পরে মহৌষধি রূপে এ কাপড়ের এক এক টুকরো অগ্নি মূল্যে বিক্রি হয়। কোনো এক রাজার জন্য এ কাপড়ের বার্ষিক বরাদ্দ আছে বললো। লাল কাপড়ের অনেক ভেজালও নাকি আজকাল বিক্রি হয়। তবে অনেক আসল কাপড় নেবার জন্য পাণ্ডা বড় জেদাজেদি করলো। আমি নিলাম না। পরে একথা শুনে আমার বর্ষীয়সী এক মাসিমা আমাকে বোকা বলে ছিলেন। কিন্তু মাসিমার সামনে চালাক হতেও বাঁধলো। ওতে লাভ নেই।

পরে মন্দিরটা ভাল করে ঘুরে ঘুরে দেখলাম বড় পুরোনো, অনেকদিন সংস্কার হয়নি মনে হল। একটা ছবি নিলাম। বেড়িয়ে এসে দেখলাম রাস্তা এখানেই শেষ হয়নি আরও ওপরে উঠেছে। জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলাম ওপরেও একটা মন্দির আছে। ভুবনেশ্বরীর মন্দির। শুরু করি আবার চলতে। মিনিট পনেরর মধ্যে পৌঁছে যাই ভুবনেশ্বরীর মন্দিরে। ভেতরে যাই, শিবলিঙ্গ চোখে পড়ে। দেবাদিদেবকে নমস্কার করে বেরিয়ে আসি। মন্দিরটাকে ঘুরে দেখবার ইচ্ছায় পেছন দিকে যাই। হঠাৎ থমকে দাঁড়াতে হল। কে যেন রাশি রাশি হাওয়ার বন্যা বইয়ে দিয়েছে ওখানে। পেছনে এসে হাজির হলাম। এক বড় মসৃন সুন্দর ঝোলানো পাথর চোখে পড়ল। সহজেই ও আমাকে আকর্ষণ করল। অতীত ইতিহাসের অম্লান স্মৃতিতে ভরা ঐ পাথরটির ওপর চোখ বুজে কিছুক্ষণ বসে রইলাম। পথশ্রমে মনের সমস্ত ক্লান্তি অবসাদ মন থেকে মুছিয়ে দিল পাগল করা হাওয়া। চোখ খুলে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে চেয়ে রইলাম দূরে বহুদূরে। পাথরটির ঠিক পাশেই অশ্বত্থগাছের মত একটি বিরাট গাছ কয়েক যুগ ধরে যেন তিলে তিলে বাড়তে বাড়তে আজ এই পৌঢ়ত্বে পৌঁছেছে। আমার বসা পাথরটিকে সব সময় ছায়া দিয়ে

ভরিয়ে রাখছে। দূরে গৌহাটি শহরটিকে বড় সুন্দর ছবির মত লাগছে। পাহাড়ে ঘেরা শহর বলতে মনের কোনে যে ছবি উঁকি দিত তার এই বাস্তব রূপায়নে সত্যিই অবাক না হয়ে পারিনি। ঘনগাঢ় সবুজে ভরা সারি সারি অগুন্তি পাহাড়গুলো যেন কার মন্ত্রমুগ্ধ মায়ায় স্তব্ধ হয়ে রয়েছে। যে কোন মানুষকে ওরা আকর্ষণ করবে নীরবে। বাঁয়ে নীচে তাকিয়ে দেখি শান্ত শিষ্ট ব্রহ্মপুত্র বয়ে চলেছে নীরবে। ধুয়ে দিচ্ছে কামাখ্যা পাহাড়কে আগ্রহভরে। দেখে কে বলবে এই সেই ডিব্রুগড়ের বিভীষিকা প্রলয় গর্জনে মত্ত সেই এক ও অনাদি ব্রহ্মপুত্র। অতো সুন্দর জায়গায় আর ঐ মায়াভরা পাথরটির ওপর বসে অনেকটা সময় কাটিয়ে দিয়েছি।

জানো বাইরের এই পৃথিবীটাকে ভুলেছিলাম অনেকক্ষণ। মনটা বড় উন্মুক্ত হয়ে পাহাড়ের মাথায় সাদা মেঘগুলোর মতই উড়ে বেড়িয়েছে দেশ থেকে দেশান্তরে। তারপর কেমন একটা আকর্ষণে বাঁধা পরে বারবার বহুবার ঐ পাথরের কাছে গিয়েছি। বসেছি ওর ওপর নিশ্চন্ত আরামে। প্রকৃতির অপরূপ রূপ দেখেছি প্রাণভরে। পথশ্রমের ক্লান্তি মুছিয়ে দিয়েছে সদাচঞ্চল সেই বাতাস। জানো স্বপ্না, চোখ বুজে ঐ বাতসের মধ্যে আমি যেন 'মায়ের' হাতের স্পর্শ অনুভব করেছি। এমন মন মাতানো হাওয়ায় আর বিকেলের পড়ন্ত বেলায় ঐ অপরূপ দৃশ্য কার না ভাল লাগে বলোতো? তবুও একটু খারাপ লাগছিল।

একটানা বর্ণনায় গতিতে, চকিতে ব্রেক-কষে একটু হেসে উঠি। তুমি জানতে চাও আমি কেন থামলাম। আবার হেসে ফেলি। বলি, তুমি পাশে নেই বলে। 'থাকলে কি হতো'? তোমার মুখে দুষ্টুমির হাসি। 'কি আর হতো দু-জনে শিবপার্ব্বতী হয়ে যেতাম।' পিঠে ছোট্ট একটা আদুরে কিল মেরে পালিয়ে যাও তুমি, চেষ্টা করেও তোমাকে ধরতে পারি না। অন্ধকারের মাঝে কোথাও খুঁজে পাই না তোমাকে, কিন্তু চোখ বুঝলে, জানো স্বপ্না, মনের আলোকে সদাহাস্য ময়ী তোমাকে আবার খুঁজে পাই। পাশে এসে বসো তুমি। কতশত গল্পকরি তোমার সাথে, আমার সুপ্রিয়া অতি পরিচিতার সাথে।

বিদেশের হাসপাতালে

—বীণা বসু।
(লণ্ডন)

আমাদের সাধারণের অবচেতন মনে 'হাসপাতাল' কথাটার সংগে জড়িত রয়েছে একটা ভীতি ও শংকা। কথাটা হয়ত হেঁয়ালী মনে হ'চ্ছে কারুর কারুর কাছে — তাই একটু পরিষ্কার ক'রে বলতে চাই। শারীরিক বা মানসিক ব্যাধিজনিত কারণে যেখানে আমাদের যেতে হয় এমন এক জায়গা হাসপাতাল— সেখানে কোন আনন্দ বা সুখের আস্বাদন কি অবাস্তব বা অলীক নয়? আমি বলব, হয়ত কিছু সংখ্যক লোকের কাছে তা নয় (সেজন্য অবশ্য আমি বলতে চাইনা তাঁরা সৌভাগ্যবান বা সৌভাগ্যবতী)।

প্রত্যিটি মানুষেরই জীবনে কখনও না কখনও দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার সম্মুখীন হ'তে হয় — এ ছাড়া জীবনের মাধুর্য কোথায়? নিছক্ কণ্টকহীন জীবন আমরা কি কেউ কল্পনা করতে পারি? মানবজন্ম সার্থক তখনই যখন সকল বাধা-বিঘ্নকে এড়িয়ে আমরা দৃঢ়-পদক্ষেপে এগিয়ে যেতে পারি: জীবন সংগ্রামে। আমার জীবনে এম্নি একটি দুঃসময় এসেছিল — গত ডিসেম্বর '৭১ এ,—যখন আমি খুব অসুস্থ হ'য়ে পড়ি। অসুস্থ হওয়ার চিন্তাটাকে আমরা সর্বদা দূরে সরিয়ে রাখতে চাই। অসুস্থ হ'লেও আমাদের সচেতন মন তা মেনে নিতে রাজী হয়না। তেম্নি ক'রে আমার অসুস্থতার উদ্ভব হ'য়েছিল—১৯৭০ সালেই এবং তখন পরীক্ষা-নীরিক্ষার জন্য আমাকে এখানে হাসপাতালে থাকতে হ'য়েছিল দিন সাতেক্। রোগটা ধরা প'ড়েছিল ঠিকই, কন্তু তাকে চেপে রাখবার প্রচেষ্টা ছিল অদম্য, কেননা আমাকে যে পড়াশুনা করতে হ'বে। কিন্তু বিধির বিধান লঙ্ঘন করতে পারে এমন শক্তি মানুষের আছে কি? তাই আমার ক্ষেত্রেও ব্যর্থ হ'ল সে প্রচেষ্টা। ইংরেজদের কতকগুলি, জাতি বৈশিষ্ট্যের তারিফ করি আমি। কারুর কোন ব্যক্তিগত ব্যাপারে, এঁরা কোন জিনিসের গুরুত্ব উপলব্ধি করেও নিজেদের মতকে প্রাধান্য দেয় না। তাই আমার অমতে সে বারে কোন অস্ত্রোপচারের চেষ্টা আমার ওপর করা হয়নি।

'নিয়মানুবর্তিতা' প্রত্যিটি কাজেই এঁদের

মধ্যে একটি লক্ষণীয় বিষয়। হাসপাতালে প্রবেশইচ্ছুক সবাইকে তাই কতগুলো বাঁধাধরা নিয়মের মধ্যদিয়ে আসতে হয়। এখানে এসে প্রতিটি ছাত্র ছাত্রীকে তার নিজ নিজ এলাকায় ডাক্তারের কাছে নাম তালিকাভুক্ত করতে হয় — যাঁদের এখানে বলে জেনারেল প্রেক্‌টিশনার (general practitioner) বা সংক্ষেপে জি, পি, (G. P.)। সাধারণ অসুখ বিসুখে এঁদের ওপরেই সমস্ত দায়িত্ব (ছাত্র-ছাত্রীদের জন্যে সর্বপ্রকার চিকিৎসাই করা হয় বিনে-পয়সায়)। প্রয়োজন বোধে এঁরা পাঠিয়ে দেন্ বিশেষজ্ঞর কাছে। আমাকেও সেভাবে যেতে হ'য়েছিল বিশেষজ্ঞর তত্ত্বাবধানে। বিশেষজ্ঞর পরীক্ষার কিছুদিন পর এসে গেল হাসপাতালে এক ভর্তির নিয়োগ পত্র। আমাকে প্রচুর অর্থব্যয় বা দৌড়াদৌড়ি কিছুই করতে হ'ল না। আজ মনে পড়ে ১৯৭০ সালের সেই আগষ্ট মাসের কথা। জীবনে এই প্রথম হাসপাতালে যাওয়া— ভয়ে বক্ষ দুরু দুরু!

মানুষের সীমিত জীবনে রোগযন্ত্রনায় সম্মুখীন হওয়া হয়ত খুব অস্বাভাবিক নয়। এসব ক্ষেত্রে তাঁর পরিবেশ তাঁকে যথেষ্ট প্রভাবিত ক'রে। দুঃখকষ্টের ভেতরেও সহানুভূতি, দরদ, মায়া, মমতা তাঁকে বিষাদে হরষ এনে দেয়। অজানা আশংকায় যখন মনটা ভারাক্রান্ত, তখন সহাস্যবদনে, নারা প্রয়োজনে, ওয়ার্ড সিষ্টাররা (Ward sisters) ও নার্সরা (nurses) এসে যখন তাঁদের দরদী মনের পরিচয় দেন, তখন স্বভাবতঃই মনে হয় কিছুটা রোগযন্ত্রনা যেন লাঘব হ'ল। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বাইরের সুচিন্তা, শুভ্রতা ও পারিপাট্যেরও যে বিশেষ প্রয়োজন — তা কি আমরা অস্বীকার ক'রতে পারি? সুন্দর পর্দার আবরণ বেষ্টিত ঝকঝকে, তক্‌তকে, পুরু গদি বিশিষ্ট বিছানায় শয়ন করতেই উপলব্ধি করলাম তার আরামের দিক্‌টা। ব্যক্তিগত প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র রাখবার উদ্দেশ্যে প্রতিটি রোগীর পাশে সুন্দর ছোট আলমারী এবং চাকা সংযুক্ত টেবিল (যেটা প্রয়োজনে রোগীর পাশে টেনে আনা যায়)। প্রত্যেকের শয্যা-সংলগ্নে ছোট একটি রেডিও — যা বিছানায় শুয়ে রোগীরা মিহিসুরে নিজের কানের কাছে রেখে উপভোগ করতে পারেন। অসুস্থ কাউকে দেখ্‌তে এলে ফুল নিয়ে আসাটা এখানকার রীতি। ফুলের সমারোহ প্রতিটি বেডের পাশে কম নয়। জীবনকে উপভোগ করবার সকল নির্দেশনা ও ব্যবস্থাপনা এদের ভালো জানা থাকে। রোগযন্ত্রনার ভেতরেও মানুষ কী ভাবে তা থেকে কিছুটা আনন্দ খুঁজে নিয়ে, তা ভুলে থাক্‌তে পারে সেদিকেও তাঁদের সজাগ দৃষ্টি।

বর্ত্তমান যুগের সুখ-সুবিধা থেকে রোগীরা বঞ্চিত ন'ন। তাঁদের জন্য রয়েছে প্রতিটি ওয়ার্ডে টেলিভিশন্ (television) ও ট্রলি-টেলিফোন। ট্রলি-টেলিফোন যে কতটা আশা ও আনন্দের রসদ জোগায় তা বলার নয়। সাধারণ, স্বাভাবিক জীবনযাপন থেকে মানুষ যখন বঞ্চিত হয় তখন স্বভাবতঃই মন তাঁর বিষাদে ভারাক্রান্ত হ'য়ে পড়ে। এই ট্রলি-টেলিফোন (যা, রোগী, প্রয়োজনে, তাঁর শয্যাপার্শ্বে পেতে পারে) মাধ্যমে সে যে কোন সময়েতে তাঁর প্রিয়জনের কাছে, তাঁর শারীরিক ও মানসিক অবস্থা জানিয়ে কেবলমাত্র তাঁদের নিশ্চিন্তই করতে পারেননা —আনন্দও দিতে পারেন এবং তাঁর নিঃসঙ্গতা থেকেও কিছুই রেহাই পেতে পারেন। টেলিভিশনও এবিষয়ে তাঁকে যথেষ্ট সাহায্য ক'রে।

১৯৭১ সালে দ্বিতীয়বার হাসপাতালে যাওয়ার সময়ও কম ভয় পাইনি আমি; তবে ওয়ার্ড সিষ্টার, (Ward Sister) মিস লিন্‌টন্ (Miss Linton) যখন আমাকে এবার পরিচিতির স্বীকৃতি দিলেন তখন আমি বিস্মিত না হয়ে পারিনি। ১৯৭০ থেকে ওখানে কত রোগী, দৈনন্দিন এসেছে গিয়েছে, কিন্তু আমার মত একটি রোগীকে মনে রাখা কি অবাক - বিস্ময় নয়? হয়ত আমি লণ্ডন-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী এটাই আমার মস্ত বড় পরিচয় বন্ধুর বাড়ীতে এলে যতটা আতিথেয়তা পাই, এ যেন তারও বেশী। সিষ্টার লিন্‌টন্ (Sister Linton) নিজ হাতে আমার হাতব্যাগ ও জুতো জোড়া নিয়ে রেখে দিলেন নিরাপদ জায়গায়। ঠিক সেই মুহূর্ত্তে মনে হ'ল আমি যেন আমারই পরিচিত আর একটি আপন পরিবেশ পেলাম। এ যেন হাসপাতালে আসা নয়, যেন বহুদিন পর বন্ধুর বাড়ীতে বেড়াতে আসা।

যেমন ফুল নাড়তে চাড়তে ঘ্রাণ বের হয়, চন্দন ঘষতে গন্ধ বের হয় তেমনি ভাগবৎতত্ত্ব আলোচনা করতে করতে তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয়।

—শ্রীশ্রীমা

সংগ্রাহক—৬৭০৯ বেচারাম বাগ।

পত্রসাহিত্যের টুকিটাকি

সুদূর মার্কিণ মুলুক থেকে বি ৬৭৮৪ ডাঃ রণেন্দ্র নাথ দে সংঘ মিতাকে এক মনোজ্ঞ চিঠি লিখেছেন। সেই চিঠির কিছু অংশ মিতা-ভাই বোন দের কাছে তুলে ধরলাম।

…… …. সুদূর বারো হাজার মাইল দূরে বসেও আমরা বাঙালীরা একত্রিত হয়েছি। বিভিন্ন উৎসবে, বিভিন্ন উৎসবের মাধ্যমে আমরা মিলিত হই। বারো মাসে তেরো পার্বন এখানেও লেগেগেছে। গত বিজয়া সম্মেলনে Boston এবং তার চার পাশের সমস্ত বাঙালীরা একত্রিত হয়েছিলেন। মাছ, মাংস, পোলাও কালিয়ার সঙ্গে বাঙালীর সেই পরিচিত দই রসগোল্লাও খাওয়া হয়েছিল। খাওয়া দাওয়ার পর গান বাজনার আসর বসে, অবশ্য কলকাতার মতন শিল্পীদের ভাড়াকরে আনানো হয়নি। এখানকার বৌদিরাই গান করলেন, অনেক ছাত্রও গানে অংশ নিলেন। এরপর একদিন বাংলাদেশের শরণার্থীদের সাহায্যার্থে "চারুলতা" দেখানো হল। টিকিট ধার্য্য হয়েছিল ছ ডলার অর্থাৎ ১৫ টাকা তবুও শরণার্থীদের সাহায্যার্থে হয়েছিল বলে সমস্ত বাঙালী এবং অন্যান্য মার্কিন অধি-বাসীরাও এসেছিলেন। ১৮ই ডিসেম্বর ১৯৭১ পৃথিবী বিখ্যাত Massachusetts Institute of Technology সংক্ষেপে M. I. T. হলে 'চারুলতা' দেখানো হয়।

নববর্ষকে আহ্বান জানাই Spring Festival বা "বসন্ত উৎসব" এর মাধ্যমে। আজি দখিন দুয়ার খোলা ‥ এস হে এস হে

.... গান দিয়ে উৎসাবের সূচনা হয়। গানে অংশ গ্রহণ করেছিলেন শ্রীমতী বাণী মুখোপাধ্যায়, শ্রীমতী কবিতা দত্ত, শ্রীমতী রেবা চক্রবর্ত্তী এবং সর্ব্বশ্রী অমলেন্দু সান্যাল, সাজাহান, আবদুল্লা ও আরো অনেকে। তবলায় অংশ গ্রহণ করেন শ্রীসীতাংশু শর্ম্মা, নৃত্যে শ্রীমতী রীতা সুব্রামাণিয়াম।

লিপিমিতার পাঠক পাঠিকারা নিশ্চয় অবাক হচ্ছেন যে হাজার হাজার মাইল দূরে থেকেও বাঙালীরা তাদের কৃষ্টিকে বাঁচিয়ে রাখতে বদ্ধ পরিকর। বৃহত্তর কর্মক্ষেত্রের আহ্বানে এখানে অনেক জ্ঞানী গুণী বাঙালীরা এসে জমায়েত হয়েছেন। এখানেই একটা সুন্দর সংসার গড়ে তুলেছি আমরা। অফিসে অথবা বাইরে আমরা যতই ইংরাজীতে কথা বলিনা কেন যতই কেতাদুরস্ত মার্কিন সাহেব হইনা কেন বাড়ীতে এসে দুটি মাছের ঝোল ভাত না খেলে তৃপ্তি পাইনা। এখানেও অবসর বিনোদনের জন্য অনেক রকমারি ব্যবস্থা আছে। কিন্তু বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠানে নিজেদের মধ্যে গান-বাজনা; হৈ-চৈ, করার একটা বিশেষ মাধুর্য্য আছে। তাই এই রকম কোন অনুষ্ঠান হলে সকলেই সমস্ত কাজ ফেলে ছুটে এসে জমায়েত হই। Boston এবং চারপাশের বাঙালী ভাই বোনেরা মিলিত হয়ে New England Tagore Society গড়ে তুলেছি। এতক্ষণ যে সমস্ত অনুষ্ঠানের কথা লিখলাম তার সমস্তই অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যই হল 'টেগোর সোসাইটি অফ নিউ ইংলণ্ড'', বলা বাহুল্য যেখানে বাঙালী সেখানে দলাদলি। New England Tagore Societyও তার থেকে ব্যতিক্রম নয়। তবে এসব এখানে দিলাম না। ভবিষ্যতে আরও অনেক কথা লেখার ইচ্ছা রইল।

রমণী ক্ষমাময়ী, দয়াময়ী স্নেহময়ী, রমণী ঈশ্বরের কীর্তির চরমোৎকর্ষ, দেবতার ছায়া; পুরুষ দেবতার সৃষ্টি মাত্র।

—বঙ্কিমচন্দ্র

সংগ্রাহক — ৬৬৮০ তুলসীদাস সাহু।

অঙ্কে যারা কাঁচা

(৭ম স্তবক)

– জ্ঞানেন্দ্র নাথ রায়
(ডিগ্‌বি ক্রেসেণ্ট্‌, লণ্ডন)

প্রথমেই আপনাদের কৌতুহল নিবারণ করি। এর পূর্বের স্তবকেই সেই দশটি গাড়ী বিক্রয়ের ধাঁধার কথাটি বলছি। ধাঁধাটি ছিল এরকম – দশটি গাড়ীর একটি বিক্রী হয় সোমবারে। মঙ্গলবারে আরও কয়কটি এবং বুধবারে বাকী সবগুলি। এই বিক্রয়ের বিশেষত্ব এই যে বুধবারের গাড়ী গুলোর দাম মঙ্গলবারের গাড়ীগুলোর দামের দ্বিগুণ। প্রশ্ন ছিল সোমবারের গাড়ীটির মূল্য কত? জানি আপনাদের অনেকেই উত্তর পেয়েছেন। অনেকে সময়ের অভাবে চেষ্টা করতে পারেননি। আর অনেকে প্রশ্নটি দুরূহ ভেবে কোনরকম প্রচেষ্টাই নেননি।

কীভাবে করতে হয় জানা থাকলে এরকম ধরণের ধাঁধার উত্তর খুব সহজে নির্ণয় করা যায়। আর না জানা থাকলেই মনে হয় খুব দুরূহ। এ প্রসঙ্গে একটি কথা আমার প্রায়ই মনে পড়ে। স্কুলে থাকতে পদার্থ-বিদ্যার একটি বই পড়ে জানতে পেরেছিলাম যে বিদ্যুত চমকানোর আলোর সঙ্গে সঙ্গেই শব্দ শোনা যায় না। দূরত্বের জন্য আলো দেখতে পাওয়ার একটু পরে শব্দ শোনা যায়। এই তথ্যটি জানবার পর থেকে বিদ্যুত চমকানোর আলো দেখতে পেলেই আমি আমার আশে পাশের সবাইকে বলতাম কান বন্ধ কর, কান বন্ধ কর। তার কিছুক্ষণ পরই শব্দ শোনা যেত এবং অন্যান্য সবাই অবাক হত কী ক'রে আমি তা বুঝতে পারি তা ভেবে। যাকগে সেসব কথা, এবার আসল প্রসঙ্গে ফেরা যাক। যে প্রশ্নটির কথা বলছিলাম তার উত্তর একটু চেষ্টা চরিত্র ক'রে সবাই বের করতে পারেন। যেমন, দশটি দামের যে কোন একটিকে সোমবারের গাড়ীটির দাম ধরে নিয়ে বাকীদাম গুলোকে এমন দুটো অংশে ভাগ করবার চেষ্টা করুন যাতে একটি অংশ অন্যটির দ্বিগুণ হয়।

এভাবে দুটো অংশে ভাগ করা যদি না সম্ভব হয় তাহ'লে আর একটি গাড়ীর

মূল্যকে নির্ণয় উত্তর ধ'রে নিয়ে আবার চেষ্টা করুন। এভাবে চেষ্টা করলে একবার না একবার ঠিক উত্তর পাওয়া যাইবে। কমপিউটারকে এপ্রশ্নের উত্তর বের করতে বললে সে হয়তো ঠিক এভাবেই করতো। তার কারণ, খুব তাড়াতাড়ি হিসেব করতে পারলেও কমপিউটার মানুষের মত অত বুদ্ধিমান নয়। কমপিউটার তো সামান্য একটি যন্ত্র, তাই তাকে মানুষের মত যুক্তিযুক্তভাবে বিচার করার কায়দাগুলো শেখানোর কাজটাও বেশ দুরূহ। আমরা মানুষেরা অনেক কঠিন কঠিন সমস্যার সমাধান অনেক সময়ই করি। কিন্তু কীভাবে করি তা আমরা অনেক সময়ই বুঝি না। যেমন, তরকারীতে ঠিক কতখানি লবন দিলে খেতে ভাল লাগে তা কীভাবে মেয়েরা ঠিক করেন জানেন কি? এর বোধহয় একটিই উত্তর 'দেবাঃন জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ'। এমনকি যারা সারাজীবন রান্নাঘরে কাটিয়ে দেন, তারাও জানেন না। 'কতটুকু নুন দেব মা', ব'লে নতুন বৌমা প্রশ্ন করলেই শাশুড়ী রেগে ওঠেন। আর 'আমার বৌমার কতগুণ' এধরণের শাশুড়ী হ'লে বৌমাকে রান্না-করতে না দিয়ে নিজেই কষ্ট ক'রে করবেন। এর কেবলমাত্র একটি মাত্র কারণ তা হচ্ছে বৌমা লবণ ঠিক করতে পারেন না। মা কষ্ট করবেন অথচ কোনদিন বৌমাকে শেখাবেন না— কীভাবে লবনের সঠিক পরিমাণ বের করতে হয়। এবং না শেখানোর একমাত্র কারণ—তিনি নিজেই জানেন না যে তিনি কী প্রকারে পরিমাণ ঠিক করেন।

লবনের বাটি হাতে নেওয়া এবং হাতায় ক'রে লবন তরকারীতে ছাড়িয়ে দেবার মুহূর্ত পর্যন্ত শাশুড়ী-মাতা অনেক অনেক হিসেব ক'রে ফেলেছেন তার অজান্তে। কী হিসেব তা তিনি কোনদিন ভেবে দেখেননি, তাই জানেন না।

আমি নিজে এনিয়ে গবেষণা ক'রেও কোন উত্তর পাইনি। তবে একটা নিয়ম বের করেছি। সে নিয়মে মোটামুটি কাজ চলে। অনেক নতুন গিন্নী এই নিয়মে লবণমাত্রা নির্ণয় ক'রে বেশ উপকৃত হয়েছেন।

গাড়ীর এই প্রশ্নটি আর একবার পড়ে দেখলে লক্ষ্য করবেন যে মঙ্গলবার আর বুধবারের গাড়ীগুলোর মোট দাম ৩ দ্বারা বিভাজ্য হাওয়া উচিত। সব দামগুলোর সমষ্টি.ক ৩ দ্বারা ভাগ করলে দেখবেন অবশিষ্ট থাকে ১। এরথেকে বোঝা যায় যে সোমবারের গাড়ীটির দামকেও ৩ দিয়ে ভাগ করলে ১ অবশিষ্ট থাকবে। /১৬ (ঘ) নিয়ম অনুযায়ী পরীক্ষা করলে দেখবেন একমাত্র ১২৪ পাউণ্ডের ক্ষেত্রেই ১ অবশিষ্ট

থাকে।" সুতরাং ১২৪ পাউণ্ড দামওয়ালা গাড়ীটিই বিক্রী হয়েছে সোমবারে।

এবারে গুণের আর একটি পদ্ধতি শিখুন। গত সংখ্যায় বলেছি গুণ্য ও গুণক ১০০ এর একটু কম হ'লে কীভাবে গুণ করতে হয়। এবার বলছি ১০০০ এর কম হ'লে কী করতে হবে।

(১৩) গুণ্য ও গুণক ১০০০ এর একটু কম এই নিয়মটিও (২২) এর মত, পার্থক্য এই যে প্রয়োজন হ'লে পরিপূরক দ্বয়ের গুণফলের সামনে শূন্য বসিয়ে গুণফলটিকে তিন অঙ্কবিশিষ্ট (কারণ ১০০০ এর তিনটে শূন্য) ক'রতে হবে। যেমন

৯৯৮ × ৯৯৭ = কত?

এক্ষেত্রে ৯৯৭ এর পরিপূরক ৩, এবং ৯৯৮ এর পরিপূরক ২, সুতরাং ৯৯৮ − ৩ = ৯৯৫ বা ৯৯৭ − ২ = ৯৯৫. পরিপূরক দ্বয়ের গুণফল ৩ × ২ = ৬ = ০০৬ অতএব, নির্ণেয় উত্তর—৯৯৫০০৬।

আর একটি উদাহরণ: ৯৯২ × ৯৯৬ = কত? ৯৯২ + ৪ = ৯৯৬ − ৮ = ৯৮৮ এবং ৪ × ৮ = ৩২ অতএব, নির্ণেয় উত্তর, ৯৮৮০৩২।

দ্রষ্টব্য: গুণ্য ও গুণক ১০,০০০ এর কম হ'লে কী নিয়ম হবে তা আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন। হাঁ (২২) বা (২৩) এর মতই নিয়ম, তবে এক্ষেত্রে পরিপূরক দ্বয়ের গুণফলটিকে ৪ অঙ্ক বিশিষ্ট ব'লে ধ'রে নিতে হবে। [ক্রমশঃ]

যে আমার টাকা চুরি করে সে এমন কিছুই চুরি করেনা। কিন্তু যে আমার সুনাম চুরি করে সে আমার যথাসর্বস্বই চুরি করে।

—শেকস্‌পীয়ার

সংগ্রাহক — ৬৬৮৪ সুপ্রিয় মাহিন্তা।

গুজরাতী ভাষা ও সাহি

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

—কমলাক্ষ চট্টোপাধ্যায়

(আমেদাবাদ)

আচার্য হেমচন্দ্রকে (১০৮৮ – ১১৭২ খৃঃ) গুজরাতী সাহিত্যের জনক বলা হয়। ১২শ শতক থেকে ১৪শ শতক হল হেমযুগ বা গুজরাতী সাহিত্যের আদি যুগ। জৈন কবিদের দ্বারা লেখা নানাবিধ 'রাস' গ্রন্থের জনৎ রাসযুগও বলা হয়। এ যুগের ভাষা জুনী গুজরাতী অর্থাৎ পুরাতন গুজরাতী।

১৫শ শতাব্দী থেকে ১৬শ শতাব্দী হল নরসিংহ যুগ। কবি নরসিংহ মেহতা বা নরসী ভগতকে গুজরাতের চসার (Chaucer) বলা হয়। এ যুগের বিখ্যাত কবিয়ত্রী মীরাবাই। ভাষা 'মধ্যকালীন'' বা মধ্যযুগের গুজরাতী।

তারপর ১৮১২ পর্যন্ত প্রেমানন্দ যুগ, যাঁ উল্লেখ পূর্বে করেছি। এ যুগের ভাষা অর্বাচীন গুজরাতী বলা হয়। (পাঠ পাঠিকারা মনে রাখবেন গুজরাতী ভাষা অর্বাচীন মানে আধুনিক, বাংলা চলি ভাষায় 'অর্বাচীন' আর্যা নয়।)

কিন্তু এ সব যুগের কথা বিস্তারিত ক লেখার আগে আসুন গুজরাতী বর্ণমাল সঙ্গে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দিই।

(স্বর) સ્વર

અ	આ	ઇ	ઈ	ઉ	ઊ	ઋ
অ	আ	ই	ঈ	উ	ঊ	ঋ
એ	ઐ	ઓ	ઔ	અં	અઃ	
এ	ঐ	ও	ঔ	ং	ঃ	

(ব্যঞ্জন) વ્યંજન

ક ખ ગ ઘ ઙ ચ છ જ ઝ
ক খ গ ঘ ঙ চ ছ জ ঝ

ઞ ટ ઠ ડ ઢ ણ ત થ દ ધ
ঞ ট ঠ ড ঢ ণ ত থ দ ধ

ન પ ફ બ ભ મ ય ર લ
ন প ফ ব ভ ম য র ল

વ શ ષ સ હ ળ ક્ષ જ્ઞ ત્ર
ব শ ষ স হ ল় ক্ষ জ্ঞ এ

ા િ ી ુ ૂ ે ૈ ો ૌ ં ઃ ૅ
া ি ী ু ূ ে ৈ ো ৌ ং ঃ ঁ

જા જિ સ્યુ
জা জি স্যু

গুজরাতী মূলাক্ষর অর্থাৎ বর্ণমালা প্রায় বাংলায় মতই। স্বরবর্ণে ৯ অক্ষরটি শুধু নেই এবং অনুস্বর ও বিসর্গ স্বরবর্ণ মালায় আছে, যে দুটি বাংলা বর্ণমালায় ব্যঞ্জনবর্ণে আছে। ৎ এবং ঁ নেই, ব ফলাও নেই। ৎ এর স্থানে ত য়ে হসন্ত দেওয়া হয়, হিন্দী ভাষা ও বাংলা লাইনোটাইপের মত। অক্ষরের উপর বিন্দু দিয়ে চন্দ্রবিন্দু এবং অনুস্বর লেখা হয়। ও ঔ র পরে দেখবেন অনুস্বর ও বিসর্গ পড়বার সময়ে যার উচ্চারণ 'অ্ঙ এক্ অঃ। এখানে মনে করিয়ে দিই যে বাংলা শব্দের উচ্চারণ অকারান্ত কিন্তু হিন্দী, গুজরাতী, মারাঠী প্রভৃতি ভাষায় উচ্চারণ হসনান্ত'. যথা উপ কে উচ্চারণ করা হবে 'উপ্'। তাই গুজরাতী শব্দ লেখার সময়ে 'অ' এর তলায় হসন্ত ব্যবহার করেছি।

ব্যঞ্জন বর্ণে ড় ঢ় য় নেই। ড এবং ঢ ই ব্যবহার করা হয় যথা 'গাড়ি' বা আষাঢ় কে লেখা হয় 'গাডি ও 'আষাঢ' কিন্তু উচ্চারণ করা হয় 'গাড়ি ও 'আষাঢ়'।

ঃস্থ 'য়' এর স্থানে 'য' ব্যবহার করা হয় কারণ 'য' কে উচ্চারণ করা হয় 'য়'। ব ফলার (্য) স্থানে 'য' ব্যবহৃত হয়। যে অক্ষরে ব ফলা লাগবে সেটিকে অর্দ্ধেক লিখে তার সঙ্গে 'য' টি সম্পূর্ণ লেখা হয়। উদাহরণ স্বরূপ 'ম্য' অক্ষরটি লিখে দেখানো হয়েছে। অন্তস্থ 'ব' এর উচ্চারণ ইংরেজী W র মত এবং দ্বিতীয় 'ল' এর উচ্চারণ 'ড' এর মত। মারাঠী ও গুজরাতী ভাষায় এই 'ল' টি পাওয়া যায় কিন্তু এখন সাধারণত এটিকেও 'ল' উচ্চারণ করা হয়।

বাংলায় যেমন শু, গু, রু ইত্যাদি বিশেষ ভাবে লেখা হয় তেমনি গুজরাতী তে 'জা' এবং 'জি' অথবা 'জী' লেখা হয়। সে দুটিও উদাহরণে দেখানো হযেছে। 'জ্ঞ' এবং 'ঞ' বর্ণ দুটি ব্যঞ্জন বর্ণের অন্তর্ভুক্ত। 'জ্ঞ' এর উচ্চারণ 'জন' (jn) এর মত যথা 'যজ্ঞ' কে বলা হবে 'য়জ্ন্'। 'ক্ষ' এর উচ্চারণ 'ক্‌স' অথবা ksh এর মত।

আকার ইকার ইত্যাদি হিন্দীর মতই। তবে হিন্দীতে বাংলার মত এ ঐ স্বতন্ত্র লিপি আছে, কিন্তু 'নই হিন্দীর' মত গুজরাতী ভাষায় 'অ অক্ষরে একার এবং ঐকার দিয়ে এ ঐ লেখা হয়।

গুজরাতী ভাষায় সংস্কৃতের মত তিনটি লিঙ্গ।

নরজাতি — পুংলিঙ্গ
নারীজাতি — স্ত্রীলিঙ্গ
ন্যানাতরজাতি — ক্লীবলিঙ্গ

(লিঙ্গকে 'জাতি' বলা হয় বলে Sex এর গুজরাতী ভাষায় হিন্দী বা বাংলার মত 'যৌন' নয়, "জাতীয়" লেখা হয়।)

হিন্দী ভাষায় ইংরেজী Z, ফারসী; উর্দু 'কাফ 'গাফ' প্রভৃতি guttral শব্দ বোঝাবার জন্য অক্ষরের তলায় একটি বিন্দু বা ফুটকী দেওয়া হয় (যেমন বর্ণমালার দ্বিতীয় 'ল' এর তলায় দেওয়া হয়েছে)। গুজরাতী ভাষায় সে প্রথা নেই। এখানে Z এর উচ্চারণ ঝ এবং গুজরাতী লেখার সময় 'ঝ' ই লেখা হয়। তাই Zebra কে গুজরাতীতে লেখা হয় 'ঝেব্রা' এবং 'ওঝা' কে ইংরেজীতে লেখা হয় Oza, তেমনি mather, other, then ইত্যাদিকে লেখা হয় 'মধর' অধর', 'ধেন', উচ্চারণও সেই প্রকার।

যুক্তাক্ষরকে গুজরাতীতে বলা হয় 'জোডাক্ষর'।

এখন একটু ব্যাকরণের প্রতি দৃষ্টিপাত করা যাক।

নাম— Noun

বিশেষনাম — Proper Noun

উদাহরণ: নর্মদা, আহমেদাবাদ,

বল্লভভাই ইত্যাদি

জাতিবাচক অথবা সামান্য নাম—
Common noun

উদাহরণ : শহের (শহর), ছোকরো (ছোকরা), গায় (গরু), খুর্সী (কুরসী বা চেয়ার) ইত্যাদি।

সমূহবাচক নাম Collective noun

উদাহরণ : সেনা (সৈন্য), বর্গ, সভা, সংঘ ইত্যাদি।

দ্রব্যবাচক নাম, অথবা পদার্থবাচক নাম—Material noun

উদাহরণ : সুহর (সুতো) পথর (পাথর) তেল, ঘী ইত্যাদি।

ভাববাচক নাম—Abstract noun

উদাহরণ : সুন্দরতা, আরোগ্য, গৌরব ঠণ্ডক (শীত) ঝলকার (ছন্দে আহ্বান, চালেঞ্জ) মৃত্যু ইত্যাদি।

(উপরে গুজরাতীর বিপরীতে ইংরেজী প্রতিশব্দ দেওয়া হয়েছে, এবং উদাহরণে ব্র্যাকেটে বাংলা প্রতিশব্দ দেওয়া আছে)।

[ক্রমশঃ]

নারীজাতি যেমন বক্তৃতায় মুগ্ধ হয় এমন আর কিছুতে নয়।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সংগ্রাহক — ৬৭৫০ প্রভাস কুমার শী।

আকাশ লাল কেন

—শ্রীবরুণ কুমার দত্ত
বহুলা / বর্ধমান

সারা আকাশ লাল হয়ে উঠেছে
ছোট্ট শিশু দেখছে —
হাত বাড়ায় কিন্তু পায় না
তখন কাঁদতে আরম্ভ করে
অন্যেরা মমতায় এগিয়ে আসে
লাল রঙের কিছু দিয়ে দেয় ভুলিয়ে।
শৈশব বুঝি আমাদের অনেকেরই কাটেনি
তাই চাই রক্তিম অনেক কিছু
কেউ লাল শার্ট, কেউ লাল রুমাল, কেউ লাল সেলাম
সবচেয়ে প্রিয় হলো রক্তাক্ত বিপ্লব।
সবই লাল সেই ছোট বয়সের একান্ত কাম্য
এখন এক হাস্যকর সাম্য।
পূর্ববাংলার আকাশ হয়েছে লাল
কেউভাবে সূর্য উঠবে কেউ ভাবে ডুববে
মেসিনগানের গর্জন অসহায়ের ক্রন্দন
রাইফেল আর গেরিলার প্রত্যুত্তর
বাড়াচ্ছে সেই রক্তিমতাকে আর এগিয়ে আনছে
সূর্যোদয় কিংবা অস্তের মুহূর্তকে।
ভারত সোভিয়েট চুক্তি
পারমানবিক শক্তি বিভাজন বিরোধী যুক্তি,
মুজিবের বিনা বিচারের মুক্তির দাবী,
'পোড়া বারুদের গন্ধ শুকে পাওয়া আশ্বাসের বায়ু,
পূর্বের আশ্রয় হীনের পশ্চিমে নিরাপত্তা,
বিশ্বের সচেতনতা,
সব দেখে মনে হয় না
কি সূর্য তাহলে উঠছে ?

যে কথা হয়নি বলা তবু

— শংকর বন্দ্যোপাধ্যায়
হাওড়া।

কাল থেকে তোমাকে একটা কথা বলব ভাবছিলাম
ভাবছিলাম শুধু একটা কথাই বলব
কিন্তু কথাটি যে কি তা' তো মনে পড়ছে না।
ভাবছি লিখে জানাই কথাটা
ভাবতে ভাবতে লিখতে বসলাম,
লিখতে গিয়েই ভাবতে বসলাম
লেখা যে হল না।
কাল থেকে শুধু ভাবছি আর ভাবছি
মাঝে মাঝে আমার এমনই হয়।
যখন অসহায় মানুষের আর্ত চীৎকার শুনি
কখনও বা শুনি হৃদয়ের গভীরে
অসহায় মানুষের বোবা কান্না—
ভাইয়ে-ভাইয়ে, বন্ধুর সাথে বন্ধুর খুনোখুনির
রক্তস্রোতের রাজনীতির কথা যখনই শুনব না ভাবি,
তখনই, ঠিক তখনই, কেন জানি এক ভাবালুতা আসে
ধীরে ধীরে আসে অবসাদ; ক্লান্তি; হতাশা
তখনই যদি তোমার কথা মনে পড়ে
ভাবি; কথাটা কালই বলে ফেলব
বলি; বলি; তবু বলা আর হয় না—
কথাটা যে কি তা' তো নিজেই জানি না।

স্মৃতির আলপনা

—নরেন শর্মা

রাজস্থান।

কার যেন আকুল আহ্বান
যা শুনতে পায়। বায়না
শুধু বারবার—
ঢেউএর মত আছড়ে পরে
মনের কোন গহন কোণে।
দরজা জানালা সব খুলে দেই
কোন এক বিষাক্ত হাওয়ায়
ঘরটা আনাচে কানাচে পরিপূর্ণ
জানিনা কত যুগ লাগবে
এই ঘরকে বিষ মুক্ত করতে।
আজ যে মেঘলা দিন—
সূর্যের একটুকরো হাসিও
আজ দেখা যাবেনা,
নতুনত্বের কোন স্বাদনেই
এক ঘেয়েমীর অভিনায়।
'আমি' যে তোমায় কেউ হইনা
মনের ছেঁড়া কাথায় তালিমেরে
হৃদয়ে ব্যাথার ছুঁচ ফুটিয়ে
রক্তের এক এক ফোঁটাদিয়ে
সুন্দর এক আলাপনা দিচ্ছি।

আমি অবাক হয়ে দেখি

—শিবকান্তি ভট্টাচার্য
মাটিয়ারী
নদীয়া।

পৃথিবীটাকে সুন্দর মনে হয়,
মনে হয় সুন্দর ওই দূরে দিগন্ত রেখা
আর এই সুন্দর নীল আকাশ।
একপাশে সবুজ ধানের ক্ষেত
মিষ্টি হাওয়া, সোনালী রোদ্দুর—
ভিজে মাটির সোঁদা গন্ধ।
আমি অবাক হ'য়ে দেখি—
দেখি পৃথিবীটাকে।
ক্লান্ত সূর্য্য পশ্চিম আকাশে ঢলে পরে,
ওই দূরে লাল ইটের খোয়া বিছানো পথে·
উড়ে আসে একঝাঁক সাদা কবুতর
কিংবা সাদা বক উদ্দাম উচ্ছ্বাসে
ঘরে ফেরার তাগাদায়—
আমি অবাক হ'য়ে দেখি।

মুক্তি সংগ্রাম

—সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়
বার্ণপুর, বর্দ্ধমান

হে অরিন্দম,
মুক্তির শাশ্বত আনন্দকে তুমি পরিহাস করছো
আজ।

কিন্তু তোমার এ পরিবর্ত্তন কেউ তো চায়নি;
লালসাময়ী আনন্দ দিয়ে জানি তুমি ভুলিয়ে রেখেছ
জানি স্ফীত বুক বিস্ফারিত চোখে
হায়নার চেতনা আকাশে ভাসছে.
আর এক কোণে যে মুক্তির প্রতিবন্ধক ভাঙ্ছে
সেই মানুষ

একটু জল চেয়েছিল,
হে অরিন্দম, তুমি কি তাদের জল দিতে
পারবে না?
আমি যে দেখেছি আলোর জন্য মহীরুহের
গোড়াপত্তন

আমি যে দেখেছি শুষ্ক মানুষের নিষ্ঠুর ক্রন্দন
আমি দিকে দিকে শুনেছি ঝিল্লির তান
সেখানে কবিতার বাণী হয়ে গেছে খান্‌খান্‌।
আমি খুনের পৃথিবীতে রক্তে রাঙা মানুষ দেখেছি
আমি বিভৎস মানুষের উচ্ছ্বসিত হাসি দেখে
পেটের কোণে লাথি মেরে চলেছি
মুক্তি ··· মুক্তি ··· মুক্তি চাই।
একবার আকাশের দিকে চাই—
নিস্তব্ধ আকাশ

একবার বাতাসের দিকে ধাই—নিস্তব্ধ বাতাস
শোষক খুনিরা সব অশ্বারোহী হয়ে
এদিক ওদিক দিগ্‌বিদিক বিচ্ছিন্ন হয়ে ছুটছে
সংগ্রাম, সংগ্রাম, বুকে নিয়ে সংগ্রাম
তোমাদের সংগ্রাম···জয় হবে নিশ্চিত
বুঝছে বুঝছে·· শত্রুরা আজ তাই বুঝছে।

ছড়িয়ে দাও রঙ

— শান্তনু চৌধুরী
(উত্তরপাড়া)

ও এবে নাওরে শপথ মুছবে কুপথ
ও আজ চলবে যে রথ
জগন্নাথের, —
ঘর ঘর ঘর ঘুরাও চাকা
ও আজ ফুটাওরে ফুল ঝরিয়ে সুবাসে
ওইতো সূর্য উঠলো আকাশে
আজ ছড়িয়ে দাও রঙ্‌ সব আভাসে—
আর যেন যে মেঘের ফাঁসে
কীর্ত্তিনাশে,
কোন ক্রমেই যায় না ঢাকা।
এবার রে ভাই কাজ সুরু হ'ক অবিনাশী
সুর ঝরুক সুর বাজুক বাঁশী,
যেন আর নাচেনা সর্বনাশী—
গাছ গাছালি মেলুক শাখা।
এবার যা কথা ভাই দিয়েছো জনে
আজ সাধ তাই মুক্ত মনে,
সবে শপথ নিয়েই কুপথ মোছরে
ও এবার কথার মূল্যই হকনা পাশ।
ওইতো সূর্য উঠলো'কাশে
আর ঢাকা নাই মেঘের ফাঁসে,
এবার সব আবাসেই ছড়িয়ে দাও রঙ্‌—
রথ চলুক আজ ঘুরুক চাকা।

বিশ্বমিতালি সঙ্ঘ

৪৮, রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, উত্তরপাড়া, হুগলী।
আষাঢ় - শ্রাবণ ১৩৭৯
ত্রয়োদশ বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা

নতুন মিতাদের নাম ও পরিচয়ের তালিকা

তালিকায় সদস্য সংখ্যা ৬৭৫১ থেকে ৬৮৫০ পর্যন্ত মিতাদের পরিচয় প্রকাশ করা হল।

যে সকল সভ্যের ঠিকানা জানাতে আপত্তি নেই তাঁদের ঠিকানা নামের সঙ্গে প্রকাশ করা হল। বর্তমানে বা পরে যাঁদের নাম তালিকায় মুদ্রিত বা প্রকাশিত হয়েছে বা হবে এখন থেকে এ সকল মিতাকে সরা সরি তাঁদের ঠিকানায় চিঠি দিতে পারেন।

সংঘের অবধায়কদের আর চিঠি পাঠাবার প্রয়োজন হবেনা। নারী মিতাদের লেখা প্রত্যেকটি প্রথম চিঠি সংঘের অবধায়কদের পাঠাতে হবে। আপত্তি না থাকলে নারীমিতা এরপর থেকে সরাসরি পত্রালাপ করতে পারেন। নারী মিতার কাছে পত্রদিয়ে পক্ষকালের মধ্যে উত্তর না পেলে জোড়া পোষ্ট কার্ড স্মরণ লিপি পাঠাতে পারেন। যদি কোন কারণ বশতঃ নারীমিতা পত্রালাপে বিরত থাকতে চান তবে যেন তা জানিয়ে দেন। চিঠি পেয়ে নিরুত্তর থাকা কোন ক্রমেই সঙ্গত নয়।

নতুন মিতাদের নাম ও পরিচয়ের তালিকা।

প্রিয় বিষয়গুলির পরিবর্তে যে সাংকেতিক চিহ্ন ব্যবহার করা হয়েছে সেগুলি এইরূপ —

ক - সমাজ, খ - রাজনীতি, গ - সাহিত্য, ঘ - শিল্প; ঙ - বিজ্ঞান, চ - ব্যবসা বাণিজ্য, ছ - ধর্ম, জ - গান, ঝ - বাজনা, ঞ - ভ্রমণ, ট - আলোকচিত্র, ঠ - ডাকটিকিট, ড - খেলাধুলা, ঢ - চলচ্চিত্র, ণ - সাঁতার, ত - বাগানকরা, থ - হাঁসমুরগী পালন; দ - অভিনয়।

মিতাদের নাম ও পরিচয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ গুলি এইরূপে সাজান হয়েছে — সদস্য সংখ্যা নাম, ঠিকানা, বয়স, বৃত্তি ও সখের বিষয়।

* চিহ্নিত মিতাদের ৯০ পয়সার বিশেষ বৈদেশিক বিমান পত্রে সরাসরি চিঠি দিতে হবে।

× চিহ্নিত মিতা কেবল মাত্র নারীমিতাদের সঙ্গে পত্রালাপ করবে।

৬৭৫৩ অনিল কুমার নাথ, ৫৮/১/১, ইছাপুর রোড, কদমতলা, হাওড়া-১ ২৩ ছাত্র জ ট ড চ দ।

৬৭৬০ অলক সামন্ত, c/o. জে, সি, মাঝি এণ্ড কোং, হরেকৃষ্ণ রাইস মিল, বালিচক মেদিনীপুর, ২১ বেকার ক খ গ ঙ।

৬৭৬৪ অভিজিৎ মণ্ডল, রাজাদিঘী খৃষ্টান হসপিটাল, পোঃ- রাজাদিঘী, মালদহ, ২১ ছাত্র গ ঞ ঠ ড।

৬৭৭১ গৌরী সেন, মাথলা, ২৮, গৃহস্থালী, জ ত রান্না সেলাই

৬৭৭২ অজান্তা রায়, রামনগর, আগরতলা, ১৫ ছাত্রী ক গ গ ঙ জ ড ঢ চিঠি লেখা।

৬৭৭৩ অলক মুখোপাধ্যায়; ইঞ্জিনীয়ার হাউস, লালবাজার, পোঃ+জেলা বাঁকুড়া ২৭ মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভ থ ট ড।

৬৭৮৪ অজয় দত্ত, Coomar Lodge, Tetar Toli, Bariatu, Ranchi-9 ২০ ছাত্র (মেডিকেল) ক ঙ জ ঝ ঞ ট ড ঢ ণ দ।

৬৭৮৯ অর্চনা বণিক, আগরতলা, ১৭ ছাত্রী খ গ জ ত দ ঠ।

৬৮০১ অনুপ কুমার দে, নূতনগ্রাম, পোঃ- জামদাড়া, হুগলী, ভায়া:- তারকেশ্বর ১৬ ছাত্র জ ঞ ড ঢ ত দ

×৬৮০৫ অর্চনা পাল, ডুমুরদহ ১৪ শিমিকো জ ঙ ঞ ড

৬৮১৭ অঞ্জন শংকর, ১৫৬/ডি, সুইন হো লেন, কসবা, কলিকাতা ৪২ ২২ ছাত্র ক গ ঘ ছ জ ঝ ঢ দ আবৃত্তি।

৬৮৩৪ অমল কুমার মণ্ডল ঝাউতলা রোড, বরিশাল, বাংলাদেশ, ১৯ ছাত্র ক খ জ ঝ ঞ ড ঢ ত।

৬৮৪২ অজিতেশ্বর বিশ্বাস, ২সি, সাতকড়ি মিত্র লেন, কলিকাতা ৫৪ ১৯ ছাত্র ক গ জ ঞ ট।

৬৭৬৬ আরতি মিশ্র কটক; ৩৬, গৃহস্থালী, গ ত আঁকা গীটার সেলাই।

৬৭৬৮ আমিনুর রহমান লালচাঁদ কুটীর, ব্রাউন কম্পাউণ্ড, বরিশাল, বাংলাদেশ ১৭ ছাত্র ক চ জ ঝ ঞ ট ঢ মিতালী।

* ৬৭৮৬ আনোয়ার কবির Deptt of Elect Engg. University College Swansea SA2 8PP United Kingdom.

(প্রবেশপত্র পাওয়াযায়নি)

৬৭৯৫ আশীষ চ্যাটার্জী পোঃ- পূর্ব সাতগাছিয়া, জেঃ- বর্দ্ধমান ভায়া- গুপ্তিপাড়া ২০ ছাত্র ঙ চ জ ঝ ঞ ঢ।

৬৮০০ উৎপল দে সরকার গ্রাম:- গোবিন্দপুর, পো:- দঁওপুর জে:- হুগলী ১৬ ছাত্র ক খ গ ঘ চ জ ঞ ট ড ঢ ণ ত দ।

৬৭৮২ এম, এ, মাজিদ c/o. M/s. শহিদুল্লা এণ্ড ব্রদার্স পো:- ভেড়ামা, কুষ্টিয়া, বাংলাদেশ, ২১ ছাত্র খ ঙ চ জ ঝ ট ড ঢ ণ দ।

৬৭৫১ কালিদাস দাস বর্দ্ধমান, আর, এম, এস, বর্ধমান ১৪ চাকুরী জ ঝ ঢ ঢ দ।

৬৭৬৯ কল্যাণ কুমার দেব রায় রাণীভিলা, মসজিদ রোড, পো:- লাবাণ শিলং ১৫ চাকুরী চ জ ঢ।

৬৭৯৬ কাত্তিক চন্দ্র বিদ্যান্ত ৯নং কল্লাপাড়া; শান্তিপুর নদীয়া ১৮ ছাত্র খ ঙ জ ড ঢ।

৬৮০৫ কল্যাণ কুমার কুণ্ডু P.A. VI o/o. D.P.A.A. (P & T) Exhibition Road, Patna-1 Bihar ১৫ চাকুরী গ জ ঢ।

৬৮২৪ কমল কুমার রায় ১০/৬, কবি ভারত চন্দ্র রোড, কলিকাতা ২৮ ২২ ছাত্র (c.a.) চ ঞ ঠ ঢ বন্ধুত্ব।

৬৮৩৫ কাবেরী রায় বরিশাল, বাংলাদেশ ১৫ ছাত্রী ক খ জ গ ঝ ড ঢ ত।

৬৭৮৮ গৌতম গাঙ্গুলী ৮/৫এ জামীর লেন, কলিকাতা ১৯ ২৩ গবেষণা খ গ ঙ জ ড ঢ।

৬৮০৬ গৌর চন্দ্র বিশ্বাস ৩৭ দে ষ্ট্রীট, শ্রীরামপুর, হুগলী।

(প্রবেশপত্র পাওয়াযায়নি)

৬৭৭৪ জয়ন্ত ভড় সরিষাপাড়া, চন্দননগর হুগলী ১৮ ছাত্র ঞ ট ড ঢ

৬৮০৩ জ্যোতি রায় ১৬, পুরপাড়া রোড, কলিকাতা ৫৬ ৩৩ চাকুরী ক খ গ ঘ।

৬৮১৪ জয়ন্তীরাণী সাহা শিবগঞ্জ বাংলাদেশ ১৭ ছাত্রী ঘ জ ঠ ড ঢ ভিউকার্ড।

৬৭৫২ তপন কুমার পাল "Ram Nivas" Sultangaj Thana po. Mahedru

Patna-6 ১০ ছাত্র ঙ জ ঝ ঞ ড ঢ।

৬৮০২ তাপস কুমার সরকার সুভাষ হাই স্কুল কালিবাড়ী পোঃ অনিলগড় কাছাড় আসাম ২৫ শিমাক ক গ ছ ঙ।

৬৮১৯ তাপস ভট্টাচার্য্য প্লট নং ৩৭ ব্লক-এ বাঙ্গুর এভিনিউ কলিকাতা ৫৫ ১৮ ছাত্র সববিষয়।

৬৮৩০ তরুণ ব্যানার্জ্জী ১৬, শিবতলা ষ্ট্রীট, ভদ্রকালী, হুগলী ১৯ ছাত্র গ ঙ ড ঢ ণ।

৬৮০৭ দীপক সাহা Room – 112 Ruja Hostel Benaras Hindu University, Varanasi-5 ১৯ ছাত্র ঙ ঝ ঠ ড।

৬৮২৮ দিলীপ কুমার দাস ac/2, Das D. K. Elect II S. No. 608109 B. No.-NP/2 5 G.T.S. A. F. Stn Jalahalli East Bangalore-14 Mysore ১৯ এয়ারম্যান ঞ ঠ ট ড টেবিল টেনিস।

৬৮৪৪ দুর্জয় ঘোষ খিদিরপুর দৌলতনগর মালদহ ১৬ ছাত্র ঙ ট ঞ ঠ ঙ।

৬৮৪৮ দীপক সরকার Ding G. B. High School Dhing Nowgon Assam ১৭ ছাত্র জ ঝ ঞ।

৬৭৬৫ নির্ম্মলচন্দ্র সরকার হোষ্টেল নং ১ ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ জলপাইগুড়ি ২১ ছাত্র ঙ ঞ।

৬৭৭০ নিশীথ মলয় চক্রবর্ত্তী ১২এ, হরি বোস লেন, কলিকাতা ৬ ২৫ ছাত্র বন্ধুত্ব ভিউকার্ড।

৬৭৫৯ প্রবীর পাল ১৮/১৯, তানসেন রোড, দুর্গাপুর ৫ বর্দ্ধমান ১৯ ছাত্র ঝ ঞ ট দ।

৬৭৬৩ প্রদীপ কুমার পাল ৫৯, গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬ ২১ ছাত্র ক গ জ ঢ।

৬৭৬৭ প্রদীপ কুমার ভট্টাচার্য্য State Bank of India Chapra p.o. Chapra Saran Bihar ২৪ চাকুরী ক ছ ঞ।

৬৭৯০ পশুপতি আগরওলা পোঃ- পঞ্চকোটরাজ, কাসারীপাড়া, জেঃ- পুরুলিয়া

১৮ ছাত্র চ রক্তুষ।

৬৭৯২ পিন্টু ঘোষ এন. এন, মুখার্জ্জী রোড, পানিহাটী. ২৪ পরগনা ১২ ছাত্র ক খ গ ঘ ঙ ছ জ ঝ ঞ ড ঢ ণ।

৬৭৯৩ পংকজ গুহ ১০৪, হরিশ মুখার্জ্জী রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা-২৫ ১৭ ছাত্র জ ঝ ঞ ঠ ড ঢ ণ।

৬৮১১ প্রিয় রঞ্জন ঘোষ গুরুপল্লী, শান্তিনিকেতন, বীরভূম ১৭ ছাত্র ঙ ঠ ড ঢ।

৬৮২১ প্রভাত কুমার কুণ্ডু চাকদহ; বনগ্রাম, ২৪ পরগনা ১৫ ব্যবসা ক খ ঙ চ ঞ ট।

৬৮২৫ প্রদীপ রায় চৌধুরী ১০, গরফা স্কুল লেন, কলিকাতা-৩২ ২১ ছাত্র সববিষয়।

৬৮২৬ প্রতাপ কুমার গোপী পাটাকুরা কুচবিহার ১১ ছাত্র ঝ ঙ।

৬৮৩২ প্রভাত চ্যাটার্জ্জী (P.C P.T) Lodna Colliery p.o. Jharia Dhanbad Bihar ১৩ মাইনিং ইঞ্জিনীয়ার ক খ গ ঘ ঙ চ জ ছ ঞ ড ঢ ণ।

৬৮৪৯ প্রণব কুমার মজুমদার c/o মাখনলাল ঘোষ ৩৩ শিবনাথ মুখার্জ্জী লেন; ভদ্রকালী, হুগলী ১৭ ছাত্র চ ঞ ড ঢ।

৬৮৫০ প্রদীপ চৌধুরী জে/২, আনন্দপুরী, বারাকপুর, ২৪ পরগনা ১৪ চাকুরী ক খ গ ঙ ছ।

৫৭৫৮ বিমল পাল ৩৫, মহেন্দ্র বাগচী রোড; বালী, হাওড়া ২২ চাকুরী গ ছ জ ঞ ঢ ণ ড।

৬৮৩৭ বিনয় কুমার চক্রবর্ত্তী c/o Crempton Grea.vesltd, G. S. Road, Ulubari, Gauhati-7 Assam ১৫ চাকুরী চ ঞ ট ঢ

৬৮০৯ মঞ্জু আঢ্য শ্রীরামপুর ১৯ ছাত্রী খ গ ঙ ঝ।

৬৮১৮ মহঃমুজুর রহমান বুলবুল ৮/১, বি, কে, দাস রোড, ফরাসগঞ্জ ঢাকা-১ বাংলাদেশ ১৮ ছাত্র খ গ ঙ জ ঞ ড ঢ ণ।

৬৮২৯ মদন মোহন বাগ বল্লভবাটী, মুন্সীরহাট; হাওড়া ১৯ ছাত্র খ জ

ঞ ড ণ দ।

৬৮৩৩ মহঃ আব্দুল মালেক c/o মঃ হামিদুর রহমান দরগা রোড, সিরাজগঞ্জ পাবনা, বাংলাদেশ ১৮ ছাত্র গ ঙ ঞ ঠ ড ঢ দ।

৬৮৩৮ মহম্মদ তৌফিক আজিজ ১০, রওশনভিলা, রোড নং ২৩ গুলশান মডেল টাউন; ঢাকা-১২ বাংলাদেশ ১৮ ছাত্র জ ট ঠ ড ঢ ণ।

৬৮৪৫ মমতাজ খাতুন (চন্দনা) শ্রীমায়াপুর, ১০ ছাত্রী ক খ গ ঘ ঙ ছ ঞ ট ঠ ড ঢ ত থ।

৬৮৪৭ মিলি মিত্র রামকৃষ্ণপুর ১৮ ছাত্রী জ ঝ ঞ ট ড ত।

৬৭৮৭ রবি দাস ১২/বি. এন. এম. রোড, কলিকাতা-১১

(প্রবেশপত্র পাওয়াযায়নি)

৬৭৯৮ রবি দে ৮, নর্থ রোড, কলিকাতা-২২ ২১ সাংবাদিকতা গ ঘ জ ঞ ট ঢ।

৬৮১০ রবীন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় Geological Survey of India p.o.+dt. Ukhrul; Manipur ৩০ ভূতত্ত্ববিদ ক গ ঙ ছ।

৬৮১২ রবিরঞ্জন সরকার X 128, Sidgora Main Road, Jamshedpur-9 ১৯ ছাত্র খ গ ঙ চ ঞ ঠ ড ঢ দ।

৬৮৩৯ রাজর্ষি রায় চক্রবর্ত্তী c/o আলপনা ১৯/২/বি, নয়ান চাঁদ দত্ত ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬ ১৬ ছাত্র জ ঢ।

৬৭৭৮ শ্যামল রায় ৮এ, ভগবতী লেন, কালীঘাট; কলিকাতা-২৬ ১৯ ছাত্র ক ঢ ঢ ক।

৬৭৮৫ শৈলেন কুমার দে বড়বাজার, রাণীগঞ্জ, বর্দ্ধমান, ২৭ ব্যবসা খ ঢ ঢ।

৬৮১৬ শিব কুমার গোয়েঙ্কা c/o শ্রীশ্রীকৃষ্ণ প্রাইভেট লিঃ ১৯২, যমুনালাল বাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭ ২৯, চাকুরী ঞ ড ঢ।

৬৮২৭ শ্রীদাম চন্দ্র রক্ষিত Orissa Cement Colony, Block-5 Quarter-24 p.o. Rajganjpur, Dt. Sundargarh Orissa ২৮ চাকুরী ঞ।

নতুন মিতাদের নাম ও পরিচয়ের তালিকা

৬৭৯৭ গগন বসু ৬/৩/৭, পি; ভবলু. ডি. রোড, অশোকগড় (পশ্চিম) কলিকাতা-৩৫ ২০ ছাত্র ক গ ঞ ঠ ণ

৬৮৩১ শংকর ভট্টাচার্য্য Tulsiram Road. Near Telephone Exchange Tinsukia, Dibrugarh, Assam ২১ ছাত্র চ জ ঝ ঞ ট ড ঢ।

৬৮৩৬ শ্যামল কুমার সিংহ ৮০/১/১, অবিনাশ চন্দ্র ব্যানার্জী লেন, সাঁত্রাগাছি, শিবপুর, হাওড়া ১৭ ক গ ঙ ঞ দ ট ঝ জ ঠ।

৬৮৪৬ শেখর কুমার দাসগুপ্ত কানাই ভবন, রাধাবল্লভ তলা, রাণাঘাট নদীয়া, ১৯ ছাত্র গ খ ঘ ঙ ঞ ভ।

৬৭৫৪ সুবোধ কুমার জানা হেড মাষ্টার, বালী পূর্বপাড়া প্রাইমারী স্কুল পোঃ- বিজয়নগর ২৪ পরগনা ২৮ শিক্ষক ক গ জ ঞ ড ঢ দ।

৬৭৫৫ সোনালী সেন কলিকাতা ৫৫ ১৩ ছাত্রী খ গ ঘ জ ঞ ত।

৬৭৫৬ সমীরা রাণী হাজরা বাজে প্রতাপপুর, ১৮ ক খ গ ঘ চ ছ জ ঝ ঞ ট ড ঢ ণ দ।

৬৭৫৭ স্বপন ঘোষ পোঃ+গ্রাম জজান, মুর্শিদাবাদ ১৯ ছাত্র গ ড ঢ।

৬৭৬১ স্বপন মজুমদার "সুধাম" ১১২, ডেভিস রোড, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ ২৫ গ চ জ ঞ মিতালী গাড়ীচালানো।

৬৭৬১ সূর্য্যেন্দু বিকাশ সাহু গ্রাঃ+পোঃ- তমুয়া, মেদিনীপুর ২৫ সহকারী প্রধান শিক্ষক খ গ ঞ জ ঢ।

৬৭৭০ সুস্মিতা দে শিলং ১৮ ছাত্রী ক গ ঙ জ ঞ ট ঢ।

৬৭৭৭ সুব্রত চ্যাটার্জী ২৪/৬/২, বৃন্দাবন মল্লিক লেন, কদমতলা, হাওড়া ২২ ছাত্র জ।

৬৭৮০ স্নিগ্ধা দাস গুপ্ত আগরতলা ২১ ছাত্রী জ ঞ ছবিআঁকা সেলাই।

৬৭৯১ সোমেন্দ্র কুমার বসু c/o A.D.A.A (Pet) Exhibition Road,

Patna-1 Bihar ২২ চাকুরী বন্ধুত্ব অধ্যয়ন।

৬৭৯৪ সুদীপ দে ৫/৯, কি, পি, চক্রবর্ত্তী লেন, কদমতলা, হাওড়া ২১ ছাত্র ক ঘ ঙ চ জ ঞ ট ড ঢ ত দ।

৬৭৯৯ স্বপন প্রামানিক মাঝেরহাটি রোড, নিমতা কলিকাতা-৪৯ ১৯ ছাত্র ঙ ঞ ঠ ঢ।

৬৮০৮ স্বপন কুমার দত্ত পোঃ- বাথরাহাট, ২৪ পরগনা ভায়া:- বজবজ ২১ ব্যবসা ক গ চ জ ছ ঝ ঞ ট ড ঢ ত থ দ।

৬৮১২ সন্ধ্যা দে চৌধুরী শিলিগুড়ি ১২ ছাত্রী গ ঘ ঝ ঢ।

৬৮১৩ স্নিগ্ধা চক্রবর্ত্তী হাওড়া ১৮ বেকার ক গ ছ জ ঞ দ।

৬৮১৫ সঞ্জিব দাস গুপ্ত c/o কেমি (ইণ্ডিয়া) করপোরেশন ১৯, চাঁদনী চক্ স্ট্রীট, কলিকাতা-১৩ ১৯ চাকুরী জ ঝ ঞ ট।

৬৮২৩ স্বপন চৌধুরী পোঃ+গ্রাঃ- হালাহালি, নর্থ ত্রিপুরা ১৬ ছাত্র ঙ ঞ ট ঠ ড।

৬৮৪০ সুনীল কুমার বসাক ৬নং চোর বাগান লেন, কলিকাতা-৬
(প্রবেশপত্র পাওয়াযায়নি)

৬৮৪১ স্বপন কুমার দত্ত Training Centre, (Hospital) p.o. Halflong N. C. Hills; Assam ১২ চাকুরী গ জ ঞ ড ঢ।

৬৮৪৬ সন্দীপ প্রামানিক ১৪, রাধা বল্লভ রোড, নৈহাটী ২৪ পরগনা ২৩ চাকুরী ক খ চ ঞ ঠ ঢ থ।

৬৮২০ হৃদয় কুমার দে পোঃ– পূর্বস্থলী, বর্দ্ধমান ৩২ ইঞ্জিনীয়ার ঙ ঞ ট ঢ ণ।

বিশ্বমিতালি সঙ্ঘ

৪৮, রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, উত্তরপাড়া, হুগলী

আষাঢ় শ্রাবণ ১৩৭৯

পুরাতন মিতাদের পরিচয়ের পূর্ণ তালিকা।

১৩৭৯ সাল ১৩শ বর্ষ ২য় সংখ্যা

সদস্য সংখ্যা প্রথম থেকে ৬৬৫০ পর্যন্ত পুরাতন মিতাদের পরিচয় প্রকাশ করা হল।

অসাবধানতা বশতঃ যদি কোন মিতার পরিচয় তালিকা থেকে বাদ পড়ে গিয়ে থাকে, তবে সঙ্ঘকে জানালে লিপি মিতার পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশ করা হবে।

প্রিয় বিষয় গুলির পরিবর্তে যে সাংকেতিক চিহ্ন ব্যবহার করা হয়েছে সেগুলি এইরূপ —

ক — সমাজ খ — রাজনীতি গ — সাহিত্য ঘ — শিল্প ঙ — বিজ্ঞান চ — ব্যবসা বাণিজ্য ছ — ধর্ম জ — গান ঝ — বাজনা ঞ — ভ্রমণ ট — আলোকচিত্র ঠ — ডাকটিকিট ড — খেলাধুলা ঢ — চলচ্চিত্র ণ — সাঁতার ত — বাগানকরা থ — হাঁসমুরগী পালন দ — অভিনয়।

মিতাদের নাম ও পরিচয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ গুলি এইরূপে সাজান হয়েছে — সদস্য সংখ্যা, নাম; ঠিকানা, বয়স, বৃত্তি ও সখের বিষয়।

৫৯৮৯ অশোক কুমার চৌধুরী আর, জি, কর মেডিকেল হোষ্টেল ৬৪/বি, বেলগাছিয়া রোড, কলিকাতা-৩৭ ১৮ ছাত্র ভ এ চ কবিতাপাঠ।

৬১০১ ডাঃ অজিত কুমার সেন A.M.O. Tori E. Rly Healthunit, p.o. Chandwa, Palamau ৫১ ডাক্তারী এ ক।

৬১৪৯ অঞ্জলী মুখোপাধ্যায় কালনা ২৪ শিক্ষিকা বইপড়া গানশোনা অ।

৬১৬০ অমিয় কুমার কুন্তী No. 1246341 491/49, Adregt c/o 56 A.P.O. ১৯ চাকুরী ক ঘ গ ছ জ ঝ নাট্যমঞ্চ।

৬১৮৬ অশোক কুমার পাল Vill :- Kumira p.o. Saota Birbhum ১৯ ছাত্র ক ঘ ঙ জ ঝ ট ঠ ড ঢ ণ।

৬২৩৩ অবনিভূষণ বসাক ইনচার্জ নং ৩, কোলডিপো মর্থ রোড, বার্ণপুর বৰ্দ্ধমান ৩৩ কর্মচারী ক ছ।

৬২৪৯ অনিল কুমার সেন গ্রাম :- ভট্টপুকুর, পো :- অরুণধুত্তীনগর; আগরতলা ত্রিপুরা ২২ ছাত্র গ।

৬৩৫১ অনিল কুমার চ্যাটাৰ্জ্জী কোয়াটার নং ই, এন, ১৬ কোক ও ভেন কলোনী দুর্গাপুর-১ বৰ্দ্ধমান ৩৯ করণীক গ বাগান।

৬৩৭৭ অরুণ কুমার মুখার্জী Suri Mayurakshmi Lodge Suri Birbhum ১৯ ছাত্র ভ এ দ।

৬৪৩৯ অশোক কুমার নায়েক ম্যাকডোনাণ্ড হল বি, ই; কলেজ হাওড়া-৩ ২১ ছাত্র গ জ (কবিতা)।

৬৪৪৬ অলক ঘোষ ২১, বারোয়ারী তলা রোড, কলিকাতা ১০ ১২ ছাত্র এ ঠ ভ ক্রিকেট খেলার ছবি ও গল্পের বই জমানো।

৬৪৭৬ অর্চ্চনা ঘোষ কোলকাতা-১১ ১৯ ছাত্রী গ ঘ এ চ ছ।

৬৪৯৮ অজয় কুমার হালদার ৮৬/৮, পুর্বসিঁথি রোড, কলিকাতা-৩০ ১৮ ছাত্র ছ এ ট ড চ দ।

৬৫৪৬ অশ্বিনী কুমার খাঁড়া গ্রাম :- চিল্কুরমারী পো:- দক্ষিণ কাশিমনগর মেদিনীপুর ২০ ছাত্র গ জ ঠ ড।

৬৫৬৪ অলক কুমার দাসগুপ্ত Ban Nabagram P.H.C. p.o.+vill Ban Nabogram Burdwan ১৯ ছাত্র গ জ ঙ ড ঢ এ।

৬৫৮০ অশোক কুমার বিশ্বাস 3, Nilachal Calcutta-51 ২৬ বেকার খ ছ ঝ এ।

৬৫৮৮ অশোক ভাদুড়ী উত্তরকা সোদপুর ২৪ পরগনা ১৬ ছাত্র চ দ।

৬৬০১ অলোক চ্যাটার্জী পোঃ+গ্রাম দক্ষিণ গোবিন্দপুর ভায়াঃ- বারুইপুর ২৪ পরগনা ২১ ছাত্র গ ড ঢ ট মিতালী।

৬৬০৪ অনুরাধা গোস্বামী কলিকাতা–৩০ ১৮ ছাত্রী সববিষয়।

৬৬১৯ অশোক কুমার সরকার ৫০, জি, টি রোড, পঞ্চাননতলা পোঃ- রিষড়া হুগলী ২৫ চাকুরী ঘ ঙ ঝ ট ঢ।

৬৬২২ অজিত কুমার নিয়োগী গ্রাম:- জীবননগর পোঃ- ভাগীরথী শিল্পাশ্রম জেঃ- নদীয়া ১৮ ছাত্র ক গ দ।

৬৬২৪ অশোক কুমার দাস ৪৩; রিজেন্ট কলোনী রিজেন্টপার্ক কলিকাতা-৪০ ২১ ছাত্র ও চাকুরী সব বিষয়।

৬৬৩৬ অমূল্য রতন শর্মা পোঃ- বিলমাইল (চাবুয়া) জেঃ- লক্ষীমপুর আসাম ২৫ ছাত্র গ জ ঝ।

৬৬৩৭ অশোক নাথ Rly Quarter no. 867/B, Institute Colony p.o. Alipurduar Jn Jalpaiguri ১৮ ছাত্র ঙ গ রেডিওশোনা।

৬৬৪৪ অংকেশ কুমার ব্যানার্জী Export Inspection Ageney Cochin-5 Kerala ২৩ চাকুরী ক খ গ ঘ ঙ চ ছ জ ঝ এ ট ড ঢ ত থ।

৬৬৪৫ অসিত বরণ হাজরা পোঃ- মায়াকোয়ান নদীয়া ৩০ গৃহশিক্ষক গ পত্রিকায় লেখা ছাপান।

৬৬৪৭ অসিত চ্যাটার্জী c/o M/s. Kalicharan Book Seller 87, Fancy Bazar Gouhati, Assam ২৩ সেলসম্যান গ এ দ।

৬১৬৯ আশীষ সেনগুপ্ত ৪/৩/১, দীন মাষ্টার লেন, শিবপুর হাওড়া-৩ ১৯

৫৯৮৯ অশোক কুমার চৌধুরী আর, জি, কর মেডিকেল হোষ্টেল ৬৪/বি, বেলগাছিয়া রোড, কলিকাতা-৩৭ ১৮ ছাত্র ঙ ঞ ঢ কবিতাপাঠ।

৬১০১ ডাঃ অজিত কুমার সেন A.M.O. Tori E. Rly Healthunit, p.o. Chandwa, Palamau ৫১ ডাক্তারী ঞ ক।

৬১৪৯ অঞ্জলী মুখোপাধ্যায় কালনা ২৪ শিক্ষিকা বইপড়া গানশোনা জ।

৬১৬০ অমিয় কুমার কুন্ডী No. 1246341 491/49, Adregt c/o 56 A.P.O. ১৯ চাকুরী ক ঘ গ ছ জ ব নাট্যমঞ্চ।

৬১৮৬ অশোক কুমার পাল Vill :- Kumira p.o. Saota Birbhum ১৯ ছাত্র ক ঘ ঙ জ ঝ ট ঠ ড ঢ ণ।

৬২৩৩ অবনিভুষণ বসাক ইনচার্জ নং ৩, কোলডিপো নর্থ রোড, বার্ণপুর বৰ্দ্ধমান ৩৩ কর্মচারী ক ছ।

৬২৪৯ অনিল কুমার সেন গ্রাম :- ভট্টপুকুর, পো :- অরুণধুতীনগর; আগরতলা ত্রিপুরা ২২ ছাত্র গ।

৬৩৫১ অনিল কুমার চ্যাটার্জ্জী কোয়াটার নং ই, এন, ১৬ কোক ও ভেন কলোনী দুর্গাপুর-২ বৰ্দ্ধমান ৩৯ করণীক গ বাগান।

৬৩৭৭ অরুণ কুমার মুখার্জী Suri Mayurakshmi Lodge Suri Birbhum ১৯ ছাত্র ঙ ঞ দ।

৬৪৩৯ অশোক কুমার নায়েক ম্যাকডোনাণ্ড হল বি, ই; কলেজ হাওড়া-৩ ২১ ছাত্র গ জ (কবিতা)।

৬৪৪৬ অলক ঘোষ ২১, বারোয়ারী তলা রোড, কলিকাতা ১০ ১২ ছাত্র ঞ ঠ ড ক্রিকেট খেলার ছবি ও গল্পের বই জমানো।

৬৪৭৬ অর্চ্চনা ঘোষ কোলকাতা-১১ ১৯ ছাত্রী গ ঘ ঞ ঢ ছ।

৬৪৯৮ অজয় কুমার হালদার ৮৬/৮, পূর্বসিঁথি রোড, কলিকাতা-৩০ ১৮ ছাত্র ছ ঞ ট ড ঢ দ।

৬৫৪৬ অশ্বিনী কুমার খাঁড়া গ্রাম :- চিঙ্গুরমারী পোঃ- দক্ষিণ কাশিমনগর মেদিনীপুর ২০ ছাত্র গ জ ঠ ড।

৬৫৬৪ অলক কুমার দাসগুপ্ত Ban Nabagram P.H.C. p.o.+vill Ban Nabogram Burdwan ১৯ ছাত্র গ জ ঙ ড চ এ।

৬৫৮০ অশোক কুমার বিশ্বাস 3, Nilachal Calcutta-51 ২৬ বেকার খ ছ ঝ এ।

৬৫৮৮ অশোক ভাদুড়ী উড়কো সোদপুর. ২৪ পরগনা ১৬ ছাত্র চ দ।

৬৬০১ অলোক চ্যাটার্জ্জী পোঃ+গ্রাম দক্ষিণ গোবিন্দপুর ভায়াঃ- বারুইপুর ২৪ পরগনা ২১ ছাত্র গ ড চ ট মিতালী।

৬৬০৪ অনুরাধা গোস্বামী কলিকাতা-৩০ ১৮ ছাত্রী সববিষয়।

৬৬১৯ অশোক কুমার সরকার ৫৩, জি, টি রোড, পঞ্চাননতলা পোঃ- রিষড়া হুগলী ২৫ চাকুরী ঘ ঙ ঝ ট চ।

৬৬২২ অজিত কুমার নিয়োগী গ্রাম :- জীবননগর পোঃ- ভাগীরথী শিল্পাশ্রম জেঃ- নদীয়া ১৮ ছাত্র ক গ দ।

৬৬২৪ অশোক কুমার দাস ৪৩; রিজেন্ট কলোনী রিজেন্টপার্ক কলিকাতা-৪০ ২১ ছাত্র ও চাকুরী সব বিষয়।

৬৬৩৬ অমূল্য রতন শর্মা পোঃ- বিশমাইল (চাবুয়া) জেঃ- লক্ষীমপুর আসাম ২৫ ছাত্র গ জ ঝ।

৬৬৩৭ অশোক নাথ Rly Quarter no. 867/B, Institute Colony p.o. Alipurduar Jn Jalpaiguri ১৮ ছাত্র ঙ গ রেডিওশোনা।

৬৬৪৪ অংকেশ কুমার ব্যানার্জ্জী Export Inspection Ageney Cochin-5 Kerala ২৩ চাকুরী ক খ গ ঘ ঙ চ ছ জ ঝ এ ট ড ঢ ত থ।

৬৬৪৫ অসিত বরণ হাজরা পোঃ- মায়াকোয়ান নদীয়া ৩০ গৃহশিক্ষক গ পত্রিকায় লেখা ছাপান।

৬৬৪৭ অজিত চ্যাটার্জ্জী c/o M/s. Kalicharan Book Seller 87, Fancy Bazar Gouhati Assam ২৩ সেলসম্যান গ এ শ।

৬১৬৯ আশীষ সেনগুপ্ত ৪/৩/১, দীন বাহাদুর লেন, শিবপুর হাওড়া-৩ ১৯

৬৬৪০ তপন কুমার সেনগুপ্ত গ্রাম :- তেজগঞ্জ পো:+জে:- বর্দ্ধমান ২২ ছাত্র গ ঘ ছ জ ঝ ঞ ঢ।

৬৫৬০ স্বর্ণা রায় কর্মকার ১৮ ক খ গ।

৬৩৯৭ আরতি রাহা দুর্গাপুর ২ ২৪ চাকুরী খ গ জ ঞ ঙ ঢ।

৬৫৮৭ আশীষ মণ্ডল 984/II/196, Old Staition Colony Asansol Burdwan ছাত্র (B.Sc. 2ndyr Hons) গ ঙ জ গীটার পুরানো খবরের কাগজপড়া।

৬৬০২ আরতি ভট্টাচার্য্য কুচবিহার ১৮ গৃহস্থলী গ ঘ জ।

৬৩১৬ ইলাসেন বালী ১৬ ছাত্রী গ চিত্রাঙ্কন।

৬৬২৯ ইন্দ্র কুমার গায়েন ২/১, শ্রীনাথ মুখার্জ্জী লেন কলিকাতা-৩০ ২১ ছাত্র জ ঞ ট ঢ।

৬৫৩৪ উদয়ন সরকার Room No. II Newhostel, Indian School of Mines, Dhanbad ২১ ছাত্র ক খ জ ঝ ঞ ড ঢ।

৬৬১৩ উত্তম কুমার কোলে গ্রাম :- কুরীট, পো:- আমতা হাওড়া ২০ ছাত্র গ।

৬৬৩২ উৎপল দত্ত গন্ধোত্রী; তিনসুকিয়া, লক্ষিমপুর, আসাম ২০ ছাত্র ঙ ঞ ত দ মিতালী।

৬৪৮৭ এম, সি; মান্না ডাককর্মী মালদা হেড অফিস মালদা ২৬ চাকুরী।

৬৪৩২ কল্যাণ কুমার ঘোষ ৩৮, গিরিশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৫ ২০ ছাত্র গ।

৬৪৪৪ কনক মজুমদার কালনা, ২৮ শিক্ষিকা বাগানকরা, সেলাইকরা

৬৪৪৮ কণকলতা সিংহ কুলটী ১৮ বেকার খ ঙ ছ জ ঝ ড ঢ থ।

৬৫০০ কবিতা ঘোষ মাখলা হুগলী ২০ ছাত্রী গ।

৬৫৮২ কল্যাণী সরকার কলিকাতা-৮ ২০ ছাত্রী ক চ ঢ খ দ।

৬৫১৬ কল্যাণ কুমার দত্ত কলিকাতা মেডিকেল কলেজ, ষ্টুডেন্টস হোষ্টেল ২১৭, বি, বি, গাঙ্গুলী ষ্ট্রিট, কলিকাতা-১২ ১৮ ছাত্র ক খ গ ঙ জ ঝ ঞ ড ঢ দ।

৬৬৪৯ কল্যাণ কুমার সিকদার বি ২০, রবীন্দ্র নগর কলোনী বারতলা কলিকাতা-১৮ ১৯ ছাত্র ক গ জ ঝ ঞ ঢ আবৃত্তি।

৬৩৩৬ গোপা ভট্টাচার্য্য শিলং ১৬ ছাত্রী জ ঝ ড ঞ।

৬৪৩৭ গৌতম ভট্টাচার্য্য c/o অরুণ কুমার ভট্টাচার্য্য অচলাবালা লেন হিউটন রোড, আসানসোল, বৰ্দ্ধমান ১৫ ছাত্র ঠ ড ঢ।

৬৫৩৬ গীতা মুখোপাধ্যায় অশোকনগর ৩২ শিক্ষিকা গ ছ জ।

৬৫৬২ গোপাল চন্দ্র সাহা ৩০৯/১০, জয়পুর রোড, কলিকাতা-৩০ ২১ ছাত্র ক খ গ চ ছ ঢ।

৬৬১১ গীতা বসু হাওড়া-৩ ১৬ ছাত্রী ক খ গ জ ঞ ট ঠ ঢ।

৬৬১৫ গৌতম পাল c/o জি; পাল এণ্ড সন্স ৪০/এ, কাশীমিত্র ঘাট ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৩ ১৯ ছাত্র ছবিআঁকা মিতালী।

৬৪৬৭ চন্দ্রা সরকার বালী ২১ গ ঙ ড ঢ।

৬১২৪ জগন্নাথ দাস At/p.o. :- Curpai Dist. :- Balasore Via :- Chandipore, Orissa ১৫ ছাত্র ক গ ঘ ঙ জ ঝ ঞ ট ঢ।

৬২৯০ জীতেন্দ্রনাথ দাস Street No. 38 Qr. No. 51/D, Chittaranjan Burdwon ২০ চাকুরী গ ড অভিনয়।

৬৩৮৭ জয়শ্রী চৌধুরী শিলং ২৬ চাকুরী গ।

৬৪৮৯ জ্যোতিশংকর চক্রবর্ত্তী পোঃ- নশিপুর রাজবাটী, মুর্শিদাবাদ ১৯ ছাত্র খ গ।

৬৬২৭ জয়শ্রী দত্ত কুতুবপুর, মালদা ১০ ছাত্রী ঘ জ ঙ দ।

৬৩৮১ ঝড়েশ্বর ঝুকী c/o মেসার্স অমিয় কুমার জানা এণ্ড ব্রাদার্স শংকরআড়া তমলুক মেদিনীপুর ৩০ চাকুরী ক গ ছ জ ঞ।

৬৪৪৭ ঝর্ণা রায় চৌধুরী শিলিগুড়ি ১৭ ছাত্রী গ জ বাগানকরা।

৬১৪৭ তারাপদ মজুমদার গ্রাঃ- আস্তাড়া পোঃ- ডিমারীহাট মেদিনীপুর ২৬ ছাত্র ক খ গ চ ঞ।

৬১৫২ তোজাম্মেল হক গ্রাঃ- গোহামি পোঃ- বল্লালদিঘী জেঃ- হুগলী ১৯ ছাত্র ক গ ঙ ট ড।

৬৩৩৫ তপন কুমার দাসগুপ্ত গ্রাম :- হুজি (শানিপাড়া) পোঃ- বাটানগর ২৪ পরগনা ১৮ ছাত্র মিতালী আঁকা সাঁতারকাটা।

৬৫৫৪ তিমিরেন্দু বিশ্বাস Rly-Qr-no. T 276 B Emergency Colony p.o. Katihar Purnia Bihar ১৪ ছাত্র ক খ গ ঘ ঙ ঞ ট ঠ ড ঢ চ ছ।

৬৫৮৪ তরুণ কান্তি মুখার্জী C. I. I. Dittachment c/o National Instrument Ltd. Jadavpur Calcutta-32 ২৬ চাকুরী ক গ ঘ ঙ জ ট ঢ দ।

৬৬৫০ তুলসীদাস সাহু পূর্বমেঘ গ্রাঃ + পোঃ- নেঞ্জরা জেঃ- মেদিনীপুর ভায়াঃ- এগরা ১৬ ছাত্র গ ঙ জ ঞ ট ঠ ড ঢ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য।

৬০৪৫ দুলাল কৃষ্ণ সাহা State Bank of India p.o. Tezpur Assam ২১ চাকুরী ঞ ট ঢ

৬২৫০ দীপক চন্দ্র পোদ্দার ৪/১, হাজি জ্যাকেরিয়া লেন, কলিকাতা-৬ ১৮ বেকার তালিকা অনুযায়ী।

৬৪৮৪ দিবাকর সিংহ c/o মনোরঞ্জন সিংহ ১২৫/এ, মসজিদবাড়ী ষ্ট্রীট কলিকাতা ৬ ২০ ছাত্র গ ছ জ ঞ ট ড ঢ ঙ।

৬৫৪৭ দেবাশিস চ্যাটার্জী c/o B. Chatterjee Baidya Para p.o. Jamalpur Dt. Monghyr Bihar ১৮ ছাত্র গ ঞ মাউথঅর্গান প্র্যাকটেকরা

৬৫৫৭ দেবাশীষ রায় , Y.M.C.A. ১৩৮, কেশব সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯ ২০ ছাত্র ক গ ঙ জ ঞ ড চ ছবি আঁকা।

৬৫৬৫ দুর্জয় কুমার চক্রবর্ত্তী c/o হরিমোহন চক্রবর্ত্তী এ্যাকাউন্টসঅফিস, বার্ণপুর ১৪ ছাত্র ঠ।

৬৫৭৮ দয়াময় ঘোষ পোঃ+গ্রাঃ- জাজন মুর্শিদাবাদ ১৭ ছাত্র ঙ ঠ ক্যারাম, তাস, ফুটবল।

৬৫৯৪ দেবব্রত চক্রবর্ত্তী Ac2 W/T Chakravarty D. F. M. A II No. 2 G. T. S. A. F. Stn. Tambaram Mukherjee-7 Madras-46 ১৮ ছাত্র ঙ শরীরচর্চা।

৬৫৯৮ দীপক কুমার সাহা Nk Dk Saha 3C, Wrls Exptl Det 1610 F. P. O c/o 56 A. P. O. ২৪ সৈনিক ঞ ড।

৫৭৭৮ নীতা দে শিলং-১ ১৯ ছাত্রী জ গল্পের বই।

৬৪৭৮ নিরঞ্জন রায় সাগরভাঙ্গা কলোনী ব্লক কিউ ৮২ দুর্গাপুর-১১ বৰ্দ্ধমান ২৫ চাকুরী জ ড চ

৬৫০১ নির্মলেন্দু দে A/14, Sector-14 Rourkella-9 Orissa ২৬ চাকুরী জ ঝ ঞ চ।

৬৬৩৮ নারায়ণ চন্দ্র পাল গোপীনাথপুর, দুর্গাপুর-১ বৰ্দ্ধমান ২১ চাকুরী জ ঞ ট ড।

৬৩৭৬ প্রণব কুমার মণ্ডল প্রভিটী হোষ্টেল জিয়াগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ ১৮ ছাত্র খ গ ঞ চ।

৬৩৯৪ পুলিন চক্রবর্ত্তী আসাম এগ্রিকালচারাল ইউনিভার্সিটি, হোষ্টেল নং-৩ জোড়হাট-৪ আসাম ২০ ছাত্র গ জ চ আবৃত্তি অভিনয়।

৬৪০৬ পল্লব চক্রবর্ত্তী Burnpur Rly. Qr. No. T II-A Burnpnr Burdwan ১৯ ছাত্র চ ঠ ভিউকার্ড।

৬৪৫৩ প্রবীর চক্রবর্ত্তী c/o পি, এন, চক্রবর্ত্তী, ভারতনগর শিলিগুড়ি দার্জ্জিলিং ২১ ছাত্র গ ঞ ট ড আবৃত্তি, বাগানকরা বাণী।

৬৪৭২ প্রদীপ দাস c/o গোপাল চন্দ্র দাস চিকরণ্ড (হরিসভার নিকট) পোঃ- জনাই হুগলী ১৮ ছাত্র গ ঞ মুদ্রাসংগ্রহ।

৬৫৩১ প্রতাপ ভট্টাচার্য্য ৪/১, ভট্টাচার্য্যপাড়া লেন, সাঁত্রাগাছি; হাওড়া ২১ চাকুরী ক খ গ ছ ঙ।

৬৫৯১ পরেশনাথ দাস হেতমপুর রাজবাটী, হেতমপুর, বীরভূম ২১ ছাত্র ঙ জ এ ট ড (ক্রিকেট) মিতালী।

৬৫৯৭ প্রণব কুমার সেনগুপ্ত ১৬৬, শ্যামনগর রোড, দমদম কলিকাতা-৫৫ ২৩ শিক্ষক ক জ ঝ এ ঢ ইতিহাস, মনোবিজ্ঞান।

৬৬০০ পাঞ্চালী দাস ত্রিপুরা ২৩ বেকার ক গ ছ এ বিদেশ সম্বন্ধে জানা।

৬৬৩৪ প্রভাস কুমার সরকার Head Quarters 18, Infantry Brigade c/o 56 A.P.O. ২৬ চাকুরী সববিষয়।

৬৬৩৯ ফরিদা বেগম দুবরাজপুর, বীরভূম ১৬ ঘ ট।

৫৩৮৩ বেগম রেজিনা সুলতানা সাহাগঞ্জ, হুগলী ১৭ ছাত্রী এ ট ক চ।

৬১৬৪ বিশ্বজিৎ দেবরায় ৫/১, নন্দন এভিনিউ কলিকাতা ৩৭ ১৫ চাকুরী গ এ ড চ।

৬২৯৭ বিকাশ কুমার ব্যানার্জ্জী "বাসনাবাস" রাজ রামচাঁদ ঘাট রোড পো - পানিহাটী ২৪ পরগনা ১৭ ছাত্র ঙ ড গ জ।

৬৩১৯ বঙ্কিম চন্দ্র দে c/o তপন কুমার দে চকবাজার (সুতার দোকান) পো.+জে.- বাঁকুড়া ১৭ ছাত্র গ আঁকা।

৬৪১৭ বিশ্বনাথ ভড় c/o শিবরাম ভড় ভোলানাথ দাস রোড লালবাগান চন্দননগর হুগলী চাকুরী ২১ ক গ ঙ ঠ ড জ।

৬৪২২ বীরেন দাস c/o Assistant Engineer (Agri Mech) Pallisree Arambagh Hooghly ১৪ চাকুরী গ।

৬৪৩৬ বরুণ কুমার দত্ত c/o গণেশ চন্দ্র দত্ত (প্রধান শিক্ষক) বহুলা লক্ষ্মী স্মৃতি উচ্চবিদ্যালয় পোঃ- বহুলা বর্ধমান ২০ ছাত্র ক গ ঙ ড দ।

৬৪৬০ বিল্বদল চ্যাটার্জ্জী মাতৃ ভবন ১১, গোপী কৃষ্ণ রোড, ভাটপাড়া ২৪ পরগনা ১৯ ছাত্র ড ঠ ভ।

পুরাতন মিতাদের নাম ও পরিচয়ের তালিকা

৬৬০৩ বিমলেন্দু সরকার ১৯, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, সুইট-৪ কলিকাতা-৬ ৩০ চাকুরী প ঘ এ।

৬৬১৮ বিক্রম কুমার দাস ২৪/এ, বীরেন রায় রোড (পশ্চিম) কলিকাতা-৩৪ ১১ ছাত্র গ ড ঢ।

৬৬৭১ বন্দনা দাস কলিকাতা-২৫ ১৭ ধ জ এ ঠ।

৬৬৪২ বাণী মুখার্জী গুড়াপ হুগলী ১১ গ

৬৬৪০ বিপ্লব রঞ্জন ধর State Bank of India Tezpur, Assam ২৫ চাকুরী জ ঝ এ ঢ দ।

৬২৫৯ ভূদেব চন্দ্র চন্দ্র Qrt no K-23/2 and 3 p.o. Burnpur Burdwan ১৯ ছাত্র ড।

৬৬১২ ভাস্কর বসু c/o P. S. Chandra 13, P. N. Bose Compound p.o. Lalpur, Ranchi, Bihar ১৯ ছাত্র গ ট ঠ কবিতালেখা আডভেঞ্চার।

৬১৮৫ মহিম বরণ ঘোষ Instrumentation Section p.o. Central Fuel Research Instituto Dt. Dhanbad Bihar ২৭ চাকুরী ক গ ঙ ঝ।

৬৩৮৩ মাধুরী ভট্টাচার্য্য আগরতলা, ত্রিপুরা ১৮ ছাত্রী খ জ এ ঢ ত।

৬৪১৪ মোঃ কমল উদ্দিন গ্রাঃ- ছোট আলুন্দা পোঃ- বড আলুন্দা সিউডি বীরভূম ১৮ ছাত্র গ জ ঢ ঘ।

৬৪২৭ মায়া বসু ২৪ পরগনা ৩০ শিক্ষিকা জ ছ।

৬৫১১ মহম্মদ আমেদ সরদার c/o রাজা কোং গ্রাঃ+পোঃ- সাবেজা হাওড়া ১০ ছাত্র গ ঙ এ ড ঢ।

৬৫১৬ মৃত্যুঞ্জয় পাণ্ডা Tata College, General Hostel Chaibasa Singhbhum ১০ ছাত্র ক ঙ এ ড।

৬৫১৮ মিতা মুখোপাধ্যায় শিলচর ১৫ ছাত্রী গ ড দ প নৃত্য ছবিসংগ্রহ।

পুরাতন মিতাদের নাম ও পরিচয়ের তালিকা

৬৫৮৬ মালশ্রী মুখোপাধ্যায় কলিকাতা-১৯ ২৪ শিক্ষিকা ঞ ইতিহাস।

৬৫৯৫ মন্দিরা নাথ কলিকাতা-৬০ ১৫ ছাত্রী জ ঝ ঞ ড ঢ।

৬৬১৭ মৃদুলা চৌধুরী গঙ্গানগর ১৮ ছাত্রী খ গ ঙ ছ জ ঞ ঝ ড ঢ ণ ত দ।

৬৬২৭ মনোরঞ্জন পাল Indian Iron & Steel Co. Ltd. A/cs Dept Bill Section p.o. Burnpur Burdwan ২১ চাকুরী জ ঞ দ।

৬৮২৬ মানস কুমার বেরা গ্রাঃ+পোঃ- মেনকাপুর, মেদিনীপুর ২০ ছাত্র ঙ জ ঝ ঞ ট ড ঢ।

৬৬৪৮ মোঃ নূরুল হুদা c/o এম, এম, সেলিম ৫৫/১, হিউটন রোড আসানসোল বর্দ্ধমান ১৮ ছাত্র গ জ ঝ ঞ ড ঢ ণ দ।

৬৬২০ যাদবানন্দ চৌধুরী ডি, ভি, সি, কলোনী পোঃ- সোনামুখী বাঁকুড়া ৩৭, কেরানী ক খ গ ঘ জ ঞ ত দ নিরামিষ আহার সম্বন্ধে।

৬৩০৪ রনজিৎ দত্ত গ্রাঃ- কৃষ্ণনগর পোঃ- জাঙ্গিপাড়া হুগলী ১৯ ছাত্র ক ঢ।

৬৩১০ রেবা মিস্ত্রী কলিকাতা-৪৯ ২৩ শিক্ষকতা জ ঝ ঢ ড।

৬৩৯২ রত্না পাল ২৪ পরগনা ১৭ ছাত্রী ঙ ঞ ড ঢ।

৬৪৫৬ রীতা দাসগুপ্ত কোলকাতা-৪০ ১৬ জ ঝ।

৬৪৯৮ রাধিকা মোহন দত্ত ১১/এ, দেশপ্রিয়নগর পালপাড়া po. সিঁথি কলিকাতা-৫০ ২৫ ছাত্র ক খ গ চ ছ ঞ ট ঢ ণ ত থ দ।

৬৫০৭ রণজিৎ কুমার চক্রবর্ত্তী M. R. Section. Metal & Steel Factory ইছাপুর ২৪ পরগনা ১২ চাকুরী জ ঝ ঞ ট ঠ ড ঢ।

৬৫৩৮ রমেশ কুমার মল্লিক পোঃ+গ্রাঃ- মাহেশতলা ২৪ পরগনা ১৭ ছাত্র ক ঞ ড।

৬৫৯৩ রামজান আলী শেখ c/o হজরত আলী শেখ গ্রাঃ- ছোট আন্দুলিয়া পোষ্ট :- বানিয়াখালি জেলা :- নদীয়া ১৬ ছাত্র গ ঙ জ ঞ ড ঢ দ।

৬৬১৬ রামকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ২০১/২; গোপাল লাল ঠাকুর রোড, কলিকাতা-৩৫ ১৮ ছাত্র ক খ গ ছ জ ঝ ঞ ট ঠ ড ঢ ত থ।

৬৬৭৫ রাজেন্দ্র প্রসাদ চক্রবর্ত্তী Supdt E/M II c/o Cwe Siliguri p.o. Bengdubi Darjeeling ২৪ চাকুরী গ ঘ।

৬৫৮৯ লক্ষীকান্ত ভট্টাচার্য্য ২১৫ জাঙ্গিপাড়া হুগলী ১৯ ছাত্র গ ঠ ড।

৬০৬৩ শচীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী নং ১, কুতুবপুর, নয়াগ্রাম রোড, পোঃ- মালদা জেঃ- মালদা ১৮ চাকুরা ক খ ঞ ড।

৬৭৩৭ শক্তি মুখোপাধ্যায় গোবরডাঙ্গা ২৪ পরগনা ১৮ ছাত্রী ক খ গ চ বাণী সংগ্রহ

৬০৬৯ শম্ভুনাথ দাস গ্রাঃ- দ্বীপা পোঃ- দলপতিপুর, হুগলী ১৮ ছাত্র ঠ ভিউকার্ড মিতালী।

৬৭৯৬ শুক্লা চ্যাটার্জী ঝাড়গ্রাম, মেদিনীপুর ২০ ছাত্রী জ ঝ ঠ।

৬৫১৬ শ্যামল ব্যানার্জ্জী কুলটি ওয়ার্কস; মেসিনসপ, কুলটি, বর্দ্ধমান ২৮ চাকুরী জ ঝ গ ঞ দ।

৬৫৫৫ শিবাজী গুহ ৮৮, তারক প্রামানিক রোড, কলিকাতা-৬ ১৯ ছাত্র গ ঙ ছ ঞ প।

৬৬০৬ শৈবাল বরাট C II C.L.R.I. Querters Adyar Madras-20 ১৫ চাকুরী ঞ ট ঢ পিকনিক বন্ধুত্ব।

৬৭৩৯ শিপ্রা মুখোপাধ্যায় কলিকাতা-৮ ১৩ বেকার ক খ গ জ ঞ ঢ।

৬৬৪১ শিপ্রা চক্রবর্ত্তী কলিকাতা-৬ ১৯ ছাত্রী জ ঝ ঞ ঢ।

৬৬ ৬ শ্যামল কান্তি দাস মেডিকেল কলেজ হোষ্টেল ১১৭, বি, বি, গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২ ১৯ ছাত্র খ ঙ জ ঝ ঞ ড ট দ।

৫৯৩৪ স্বপন কুমার দত্ত Tisco, B. F. Q p.o. Belpahar R. S. Sambalpur Orissa ২১ ছাত্র চ ট ড থ।

৬১৯৯ সৌম্যেন ধর c o J. N. Bose 13/1A, Jogipara Main Road, Calcutta-6 ১০ ছাত্র ঘ গ জ ঝ ঢ উপন্যাস।

৬৩৭৩ সিদ্ধার্থ গৌতম বসু Staellite System Div. S. S. T. C. Trivandrum Kerala ২৩ চাকুরী খ গ ঙ ঞ ট ঢ।

৬৪১৩ সুভাষ চক্রবর্ত্তী গ্রাঃ+পোঃ- রাধাপুর ধর্মনগর ত্রিপুরা (উত্তর) ২৫ চাকুরী শিকার, ছবি সংগ্রহ গ।

৬৪১৬ সমর চৌধুরী Qr. No. E. N. 197 (B. Zone) Coke Oven Colony Durgapur-2 ১৬ চাকুরী ক খ ঙ ঢ।

৬৪২৫ সুদীপ কুমার বর পোঃ+গ্রাঃ- হরিপাল হুগলী ২০ ছাত্র ঞ ট ঠ।

৬৪২৬ সন্ধ্যা বেরা রাচী, বিহার ১৮ ছাত্রী গ ঠ।

৬৪৬০ সমীরণ সেন ৩০/এ, তারাচাঁদ দত্ত ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১ ১৭ ছাত্র গ জ ড।

৬৪৯০ সমীর কুমার হাজরা বৈঁচি রেলওয়ে কোয়াটার নং ১২/ই; পোঃ বৈঁচি, হুগলী ১ ছাত্র ক গ ঘ ঙ চ ঞ ট ঠ ঢ।

৬৫১৯ স্বপন কুমার দাস বিবেকানন্দ জনকল্যাণ পরিষদ পো - এ্যাডকোনগর Adcconagar জেঃ- হুগলী ২১ ছাত্র বাগানকরা গল্পলেখা।

৬৫১৭ সুস্মিতা মুখোপাধ্যায় কুলটি ২০ ছাত্রী জ ঝ।

৬৫৪৮ সুব্রত ঘোষ ৭৭, বিধান সরণী, কলিকাতা ৬ ১৯ ছাত্র গ চ জ ঞ ট ড সৌখিন মাছ সংগ্রহ।

৬৫৪৯ সমীর পাল সেলফিসমেস, পীরবাবা ৯৩ খড়গপুর—ইন্দা মেদিনীপুর

৬৫৬৭ সৌম্যেন ব্যানার্জ্জী Debennra nath Das Lane, Langertoli Patna-4 ৩১ ব্যবসা ক চ ঞ ঢ।

৬৫৬৯ সঞ্জয় চন্দ্র ৮/ব, রমানাথ সাধু লেন; কলিকাতা-৭ ১৫ ছাত্র ঠ ড।

৬৫৭৪ সঞ্জয় বসু ২৫১/এ ৭, নাকতলা কলিকাতা-৪৭ ১৪ ছাত্র ঙ ঞ ঠ ড ঢ ত দ।

৬৫৭৬ সীমা কর কলিকাতা ১১ ১৯ ছাত্রী ঘ ঙ ঞ ঠ বিদেশী ভাষা শিক্ষা।

৬৫৮৫ সত্যজিৎ দত্ত c/o রাধা দত্ত ১৭ং পভঃ কলোণী খানটুরা গোবরডাঙ্গা ১৬ ছাত্র গ ঞ ড ঢ মিতালী, আঁকা, বাণী ও বিদেশ সম্বন্ধে জানা।

৬৫৯২ সুনির্ম্মল বিশ্বাস c/o এস, সি, বিশ্বাস বরিশা পূর্ব্বপাড়া নবপল্লী পোঃ- ঠাকুর পুকুর কলিকাতা-৬৩ ১৬ ছাত্র গ ঞ ঢ।

৬৫৯৯ সনাতন দাস O. Estate, 46/D Type III p.o. Varangon Jalgaon, M. S. ৩০ চাকুরী ক থ ঞ।

৬৬০৭ সম্রাট কুমার সামন্ত c/o অনুপম সামন্ত পোঃ- কেলোমাল মেদিনীপুর, ১৪ ছাত্র ক গ ঘ ঙ ঞ ট ড কবিতা।

৬৬০৮ সুব্রত রায় ১৬৪ জি, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রিট কলিকাতা-১২ ১৯ ছাত্র থ গ ড থ।

৬৬১৮ সুজিত কুমার রায় Bombay Central Circle - II New - C G. O. Building 3rd Floor Bombay 20 ২৭ চাকুরী ক থ ঙ ট ড ঢ।

৬৬২১ সরিৎ কুমার মজুমদার A. C. F. নিউ জে, পি, রেলওয়ে পাওয়ার হাউস, পোঃ- ভক্তিনগর, জলপাইগুড়ি ১৬ চাকুরী ঙ জ ঝ ঞ ট ঠ ড ঢ।

৬৬২৫ সুচেতা মান্না কলিকাতা-১২ ২০ ছাত্রী ঘ ঙ জ ঝ ঞ ড ঢ ত।

৬৬৩০ নবীণ গুহ মজুমদার S. S. Indiantradition c/o India Steamship Co. Ltd. 21, Old Court House Street, Calcutta-1 ২২ ইঞ্জিনীয়ার খ গ ঘ ঙ জ ঞ ড।

৬৬৯৩ হরিকুমার পোদ্দার ঢাকা জুয়েলারী ওয়ার্কস ২২০৩ কিনারী বাগান দিল্লী-৬ ৫৫ ব্যবসা ঘ চ ছ ঞ ক।

মজার ধাঁধা

তৃতীয় বার্ষিক ধাঁধা প্রতিযোগিতা শুরুকরা হয়েছে বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৯ সংখ্যা থেকে। যাঁর একটি ধাঁধাও ভুল যাবেনা তিনি পাবেন ৫০ টাকা, একটি ভুল পাবেন ২৫ টাকা দুটি ভুল ১৫ টাকা এবং তিনটি ভুল ১০ টাকা। উত্তর গুলি নির্ধারিত সময়ে আসা চাই। প্রায় প্রত্যেক মিতাকে লিপিমিতা সাধারণ ডাকে পাঠান হয়। যদি কোন মিতা ডাক গোলযোগের জন্য পত্রিকা না পান তবে বাংলা দ্বিমাসিকের শেষ মাসে ২৫ তারিখের মধ্যে সংঘকে রেজিষ্টার্ড খরচ বাবদ ১.১০ পয়সা পাঠিয়ে দিলে সংঘ সঙ্গে সঙ্গে পত্রিকাটি রেজিষ্ট্রী করে মিতাকে পাঠিয়ে দেবে। যাঁদের চাঁদার মেয়াদ দু মাসের বেশী পার হয়ে যাবে তাঁদের ধাঁধা প্রতি-যোগিতায় অংশ গ্রহণ করতে দেওয়া সম্ভব হবে না।

প্রতিযোগিতায় যেকোন শ্রেণীতে একাধিক মিতা যদি পুরস্কার প্রার্থী হন তবে সংঘ লটারীর মাধ্যমে বাছাই করে একজন মিতাকে পুরস্কারের পুরো টাকাটাই দেবে। প্রতি-যোগিতায় উত্তীর্ণ প্রত্যেক সভ্য সভ্যার নাম ও সদস্য সংখ্যা পত্রিকায় যথাক্রমে প্রকাশ করা হবে।

নিম্ন লিখিত ধাঁধা গুলির উত্তর ১০ই ভাদ্র ১৩৭৯ এর মধ্যে সংঘের কার্যালয়ে পৌঁছান চাই। এই সঙ্গে উত্তর সহ মৌলিক ধাঁধা পাঠাতে অনুরোধ জানাচ্ছি।

৬। পা কাটলে মাঠ
লেজ কাটলে দল
ভাইয়ে। একি আজব ধাঁধা
মিলিয়ে দিয়ে বল।

৬৭৪২ —হারাধন বর্ম্মন

৭। শেষের শুরুতে যার শুরু
আর শেষ শৈশবের শেষে,
সে নাম স্মরণীয় রবে
এই পৃথিবীর ইতিহাসে।
শুরুর ঠিক পরেই নখের
মাথা কেটে নাও,
আর শেষের ঠিক আগেই
দরজিকে দর নাহি দাও।
চিনেও চেননা তাঁকে
এমন যদি হয়
যমুনার মাঝা মাঝি
বাকী সংকেত রয়।

বি ৫৪৬০ — জ্ঞানেন্দ্র নাথ রায়।

৮। শুরু হয় উৎসবের আগে
মধ্যাক্ষর হারিয়ে গেলে
সহদয়াটি জাগে
শেষটা কেটে দিয়ে কাণ্ড জ্ঞান দেখি
প্রথমটা ছেড়ে গেলে
রাজ ভাণ্ডারে থাকি।

৬৬৪২ —বাণী মুখোপাধ্যায়।

৯। মুণ্ডহীন হয়ে আমি
বনবাসী হই,
প্রথমার্ধ নিয়ে আমি
বৃক্ষোপরি রই
চায়ে মিলে গাছে বাস
নই আমি পাখী
কোন কোন স্থানে আমি
পূজো পেয়ে থাকি।

৬৪৭২ —প্রদীপ দাস।

১০। অংসে আসে অংসে যায়
দোষ নেই তবু মার খায়।

৬২৫৩ —দীপক চন্দ্র পোদ্দার।

—:o:—

ধাঁধার উত্তর

লিপি'মিতা ১৩শ বর্ষ ১ম সংখ্যায় প্রকাশিত ধাঁধা গুলির উত্তর এই রূপ :—

১) বৎসর ২) চিরুনি ৩। ভ্রমণ ৪) কলম ৫) ময়দানব।

পাঁচটি উত্তর দিয়েছেন —

বি ৩৪১৮ অমল কুমার বসু, বি ৩৯৬৮ অসিত কুমার সাহা; ৬১৩৩ অবণী ভূষণ বসাক, ৬৫৫৭ দেবাশিষ রায়, ৬৫৮৯ . লক্ষ্মী কান্ত ভট্টাচার্য্য, ৬৫৯৬ কল্যাণ কুমার দত্ত ৬৭১৪ প্রদ্যোৎ মিত্র, ৬৭৯১ হারাধন বর্ম্মন ও ৬৮৫১ মণিলাল দাস।

চারটি উত্তর দিয়েছেন —

সর্বশ্রী ৫০১৭ শান্তিলতা, বি ৫৩১২ অতীন চৌধুরী, বি ৬৩৫১ শংকর ব্যানার্জী, ৬৪১৭ বিশ্বনাথ ভড়, ৬৪৫৯ ভূদেব চন্দ্র চন্দ্র, ৬৪৯০ সমীর কুমার হাজরা, ৬৫১৭ সুস্মিতা মুখার্জী, ৬৬৯৯ চণ্ডিকা প্রসাদ ঘোষাল; ৬৭১৫ স্বপন বিশ্বাস, ৬৮৬০ পৃথ্বীশ কুমার দাস।

তিনটি উত্তর দিয়েছেন—

সর্বশ্রী— বি ৩৯০২ সুব্রত সেন গুপ্ত, ৬২৫৩ দীপক চন্দ্র পোদ্দার, ৬৬৩৭ অশোক নাথ, ৬৬৪৯ কল্যাণ কুমার সিকদার, ৬৬৮৪ সুপ্রিয় কুমার মহিন্তা, ৬৭৭২ অজন্তা রায়, ৬৮৮৫ প্রদীপ মিত্র।

দুটি উত্তর দিয়েছেন —

সর্বশ্রী— ৬৩৩৫ তপন দাসগুপ্ত, ৬৩৭৭ অরুণ কুমার মুখার্জী, ৬৪৭২ প্রদীপ দাস, ৬৪৯৮ অজয় হালদার, ৬৬০৫ আশিষ সরকার, ৬৬৮৯ মিতা ব্যানার্জী, ৬৭৩৬ সুব্রত সেন, ৬৭৫৮ বিমল কুমার পাল, ৬৮১২ রবিরঞ্জন সরকার।

—::—

প্রথম অনুমানস প্রতিযোগিতার

ফল ঘোষণা

লিপিমিতার ১৩শ বর্ষ ১ম সংখ্যায় বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ) প্রকাশিত অনুমানস প্রতিযোগিতার আটটি প্রশ্নের উত্তর যথাক্রমে দেওয়া হল।

১) ৫৫১২৬ বর্গমাইল।

২) সম্রাট দ্বিতীয় আকবর শাহ।

৩) ২৪৫২টি গ্রাম।

৪) দুজন : যথাক্রমে মো: আলম শেখ ও মলয় রায়।

৫) ৮ বার ফাইনালে উঠেছে এবং একবার চূড়ান্ত জয়লাভ করেছে।

৬) তৎকালীন বরোদার দেওয়ান রমেশ চন্দ্র দত্ত পরে দীনেন্দ্র কুমার রায়।

৭) শিশির কুমার ভাদুড়ী।

৮) রমন এফেক্ট বা-রে।

এই প্রতিযোগিতায় ১৮৫ জন মিতা যোগদান করে ছিলেন। এদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেছেন দুজন। বি ৩৪১৮ অমল কুমার বসু (কৃষ্ণ নগর, নদীয়া) ও ৬৪৫৯ ভূদেব চন্দ্র চন্দ্র (বার্ণপুর, বর্ধমান) এবং দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছেন ৬৫৮৯ লক্ষ্মীকান্ত ভট্টাচার্য্য। প্রথম পুরস্কার প্রাপ্ত দুজনের মধ্যে লটারীর মাধ্যমে ৬৪৫৯ ভূদেব চন্দ্র চন্দ্র অর্থ প্রাপকের সৌভাগ্য অর্জন করেছেন।

.. ..

স্থায়ী সভ্য বা বিশ্বমিতা

সংঘের দু বৎসরের চাঁদা দিয়ে যাঁরা স্থায়ী সভ্য হয়েছেন তাঁদেরকে আমরা বিশ্বমিতা নামে অভিহিত করি। গত ৮ই আষাঢ় ১৩৭৯ পর্যন্ত যে কয়জন বিশ্বমিতা পেয়েছি তাদের নাম সদস্য সংখ্যা নীচে দেওয়া হল।

স্থায়ী সভ্য বা বিশ্বমিতা

সর্বশ্রী – ৫৮৩৪ অমলেন্দু বিকাশ দে, ৬৬৬৮ অনিতা রায়, ৫৬৮৭ দিলীপ কুমার দত্ত, ৫৯২৮ দুর্গাদাস রায়, ৬৪৭৭ বাসুদেব মোদক, ৬৬৭৬ রবীন্দ্র নাথ বাগচী, ৬৬৫৪ সুরজিৎ দে।

বিশ্বমিতা হবার পর সংঘকে পত্র পত্রিকার ব্যয় নির্বাহের জন্য বাৎসরিক চাঁদা আট টাকা পাঠালেই চলবে। আশাকরি সংঘ এবার অধিকতর বিশ্বমিতা লাভে সক্ষম হবে।

—:o:—

লিপিমিতাকে যাঁরা সাহায্য করেছেন।

গত ২৯শে আষাঢ় ১৩৭৯ পর্যন্ত সাহায্য বাবদ যে অর্থ পাওয়া গেছে তারই হিসাব নীচে দেওয়া হল।

সর্বশ্রী – বি ৫৩৮৬ মিলন কুমার ঘোষ ৮ টাকা ৭৫ পয়সা, বি ৫৯১৮ দুর্গাদাস রায় ৫ টাকা; ৬৩৩৬ গোপা ভট্টাচার্য ২ টাকা, ৬৬০৩ বিমলেন্দু সরকার ১ টাকা ৫০ পয়সা, ৬৬৭১ বিমলেন্দু ১ টাকা ৫০ পয়সা বি ৩৭৪৬ সত্যেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য ১ টাকা ৬৮১১ প্রিয়রঞ্জন ঘোষ ১ টাকা।

লিপিমিতার সাহায্য ভাণ্ডারে মোট ১০·৭৫ পয়সা পাওয়া গেছে। গতবারে সাহায্য ভাণ্ডারে মোট ৫২৪·৯৩ পয়সা জমা ছিল। সুতরাং এপর্যন্ত সাহায্য ভাণ্ডারে মোট ৫৪৫·৮ পয়সা জমা রইল।

সভ্য সভ্যাদের নিকট যে চাঁদা পাওয়া যায় তারদ্বারা পত্রিকার সমস্ত ব্যয় ভার বহন করা অসম্ভব। যাতে পত্রিকাটি নিয়মিত প্রকাশ করা চলে তার জন্য আর্থিক সচ্ছলতা একান্ত আবশ্যক। শুভাকাঙ্ক্ষী উৎসাহী মিতাদের অনুরোধে লিপিমিতার সাহায্য ভাণ্ডার খোলা হয়েছে।

আশাকরি মিতা ভাই বোনেরা সাধ্যানুযায়ী আর্থিক সাহায্য করে লিপিমিতাকে দীর্ঘায়ু ও শ্রীবৃদ্ধির পথে চালিত করবেন।

—:o:—

লিপি ও মিতা সংবাদ

অনুরোধ—

কলিকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে এবং বিদেশী বসবাস কারী ছাত্র ছাত্রীদের সঙ্গে ৮৩৩৫ তপন দাশগুপ্ত পত্রালাপ করতে চান।

বি ৩৯৫৮ অসিত কুমার সাহা বাংলা দেশের মিতা ভাইবোনদের সঙ্গে পত্রালাপ করতে ইচ্ছুক।

— সংঘে আর নেই —

৬১৬৩ শাহিন সুলতানা ও ৬৩৫৯ রত্না দাস।

৮৭৭১ গৌরী সেন পত্রালাপে বিরত আছেন।

ভ্রম সংশোধন—

লিপিমিতা নববর্ষ বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশিত যেসব মিতাদের নাম পরিচয় ইত্যাদি ভুল মুদ্রিত হয়েছে তাদের ভুল সংশোধিতাকারে প্রকাশ করা হল।

৬৭৪২ হারাধন বর্মন সখের বিষয় ঝ এর স্থলে ক হবে।

৬৬৪৩ বিপ্লব রঞ্জন ধর বয়স ২৮ এর জায়গায় ১৪ হবে।

সংশোধনে— ৬৭১১ হিরন্ময় দাস ৪৮ চাকুরী, গ জ ঞ ত।

৬৭১৪ প্রদ্যোৎ মিত্র ১৯ ছাত্র ক খ গ ঙ ঢ ণ।

—::—

ঠিকানা পরিবর্তন

১। বি ৬৩৮৮ ডাঃ রণেন্দ্রনাথ দে 3, Broad St. Nashua, N. H. 03060.

২। বি ৬৩৫১ শংকর ব্যানার্জী, গ্রাঃ- বাসুদেবপুর, পোঃ- বাণীপুর. ভায়াঃ- শাঁখরাইল হাওড়া।

৩। ৬৬৮৪ সুপ্রিয় মহিন্তা, ৪৫/১৩; মুর এভিনিউ, রিজেণ্ট পার্ক, কলিকাতা-৪০।

৪। ৬৬৯৬ আর, গুহরাজা, F.A.S Office Dharampura, Dt. Bastar M.P

৫। ৬৭৪৬ দিলীপ কুমার চ্যাটার্জী, Engineer of John Thompson c/o Daurala Sugar Works, p.o. Daurala, Dt. Meerut U.P.

৺শান্তি দেবী স্মরণে অঙ্কন প্রতিযোগিতা

বিশ্বমিতালি সংঘের প্রথম সম্পাদিকা ৺শান্তি দেবীর স্মরণে প্রতি বৎসরের মত এবারেও অঙ্কন প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হয়েছে। আধখানা পোষ্টকার্ড মাপের একটুকরো কাগজে চাইনিজ ইঙ্ক বা কালো কালির সাহায্যে আমাদের জাতীয় পাখী ময়ূরের একটি ছবি এঁকে পাঠাতে হবে। নির্ধারিত মাপ অপেক্ষা বড় কাগজে আঁকা বা পেনসিলে স্কেচ করা কোন ছবি প্রতিযোগিতায় গৃহীত হবে না।

পাঠাবার শেষ তারিখ ১৫ই আশ্বিন ১৩৭৯ বঙ্গাব্দ। ছবি গুলি রেজিষ্টার্ড ডাকযোগে লিপিমিতার সম্পাদকের সংঘের ঠিকানায় পাঠাতে হবে। ছবির পেছনে প্রতিযোগীর নাম ও সদস্য সংখ্যার উল্লেখ থাকা চাই। প্রতিযোগিতার শেষে ছবি ফেরৎ পেতে হলে রেজিষ্ট্রী খরচা বাবদ ১.২৫ পয়সা

৺শান্তি দেবীর অঙ্কন প্রতিযোগিতা

ডাকটিকিট পাঠাতে হবে। এই প্রতি-যোগিতায় দুটি পুরস্কার আছে। প্রথম পুরস্কার ২০ টাকা ও দ্বিতীয় পুরস্কার ১০ টাকা। প্রথম পুরস্কার প্রাপ্ত ছবিটি লিপি-মিতায় প্রকাশ করা হবে। বিশ্বমিতালি সংঘের সভ্য সভ্যারাই কেবল এই প্রতি-যোগিতায় যোগদান করতে পারবেন।

—::—

লিপিমিতা শারদীয় সংখ্যা

আগামী আশ্বিনে লিপিমিতা শারদীয় সংখ্যা প্রকাশ করা হবে। এই সংখ্যার জন্য মিতাদের কাছ থেকে অতিরিক্ত কোন মূল্য গ্রহণ করা হবে না। এতে যেসব বিষয় থাকবে তা হল এইরূপ (১) ভারতে বৈদে-শিক রাষ্ট্র দূত ও বিদেশে ভারতীয় রাষ্ট্র দূতদের পূর্ণ নাম ঠিকানা (লিপিমিতা নববর্ষ বিশেষ সংখ্যায় যেসকল রাষ্ট্রদূতের নাম প্রকাশ করা হয়নি এই সংখ্যায় সেগুলি থাকবে) (২) চতুষ্পাঠীর চত্বরে (প্রশ্নোত্তর বিভাগ) (৩) স্মৃতি বাসরে বিশ্ব পরিচয় (ধারাবাহিক ভাবে চলবে) (৪) ইংরাজী বিজ্ঞান, সাহিত্য ব্যবহৃত শব্দাবলীর বাংলা পরিভাষা (ধারাবাহিক ভাবে চলবে)। এগুলি ছাড়া গল্প কবিতা প্রবন্ধ, ধাঁধা, পত্র সাহিত্যের টুকিটাকি ইত্যাদি থাকবে।

বিশ্বমিতাদের আলোক চিত্র

লিপিমিতা শারদীয় সংখ্যায় বিশ্বমিতাদের আলোকচিত্র প্রকাশ করা হবে। যাঁরা উক্ত সংখ্যায় আলোকচিত্র প্রকাশ করতে ইচ্ছুক তাঁরা তাঁদের পাসপোর্ট সাইজের আলোক চিত্র এবং ব্লক মুদ্রণ বাবদ ১১ টাকা ১০ই ভাদ্র ১৩৭৯ বঙ্গাব্দের মধ্যে সম্পাদকের নামে সংঘের ঠিকানায় পাঠিয়ে দেন।

শারদীয় সংখ্যার বিজ্ঞাপন

লিপিমিতা শারদীয় সংখ্যায় যাঁরা বিজ্ঞা-পন প্রকাশ করতে চান তাঁরা লিপিমিতার অধ্যক্ষ শ্রী বি, জাঠীকে চিঠি লিখে বিজ্ঞাপনের হার জেনে নিতে পারেন। অর্থ সহ বিজ্ঞা-

পন ১৫ই ভাদ্র ১৩৭৯ বঙ্গাব্দের মধ্যে সংঘের কার্যালয়ে পৌঁছান চাই। যাবতীয় চেক, ড্রাফট্ পোষ্টাল অর্ডারে সেক্রেটারী বিশ্বমিতালি সংঘ এই নাম লিখতে হবে। সব গুলি যেন ক্রস করে পাঠান হয়। ষ্টেট ব্যাঙ্ক বা কলিকাতার বাইরের চেক হলে উপযুক্ত ব্যাঙ্ক কমিশন যেন দেওয়া হয়। কোন ব্যক্তিগত নামে যেন চেক ইত্যাদি না পাঠান হয়।

— :: —

বিশেষ অনুরোধ

প্রত্যেক বিশ্বমিতা ও সাধারণ মিতাকে অনুরোধ করা যাচ্ছে যে তিনি যেন আগামী ১৫ই আশ্বিন এর মধ্যে ১৩৭৯ বঙ্গাব্দের আশ্বিনমাস পর্য্যন্ত তাহার সমস্ত চাঁদা যেন পরিশোধ করে দেন। আরো জানানো যাচ্ছে যে যাদের চাঁদা পরিশোধ করা থাকবে তাঁরা ২৫শে আশ্বিনের মধ্যে লিপিমিতা শারদীয় সংখ্যা যদি হাতে না পান তবে যেন সঙ্গে সঙ্গে সংঘকে ডাক মারফৎ জানিয়ে দেন। যাহাতে তিনি পত্রিকাটি তাড়াতাড়ি পান সেজন্য সংঘ বিহিত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

—::—

অষ্টম বার্ষিক মিতা সম্মেলন

আসন্ন অষ্টম বার্ষিক মিতা সম্মেলনকে সার্থক রূপদানের জন্য গত ১৮ই আষাঢ় ১৩৭৯ ইং ২রা জুলাই ১৯৭২ রবিবার সংঘের কার্যালয়ে সন্ধ্যা ৬টা নাগাদ উপসমিতির প্রথম বৈঠক হয়ে গেল।

এই সভায় যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁরা হলেন সর্বশ্রী— বি ১ বরেন্দ্র সুন্দর চট্টোপাধ্যায় বি ৬৩৫২ শংকর বন্দ্যোপাধ্যায়, বি ৫০৪৪ শিবকান্তি ভট্টাচার্য, বি ২৭৯৫ বীরেণ চট্টোপাধ্যায, বি ৪৪ জগন্নাথ জানা, বি ৯০৫ শোভেন বন্দ্যোপাধ্যায়, বি৫ কল্যাণী লাহিড়ী সভায় সভাপতিত্ব করেন শ্রদ্ধেয় শ্রীবরেন্দ্র সুন্দর চট্টোপাধ্যায়। উপসমিতির কার্যকরী সমিতির সদস্যবৃন্দ হিসেবে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের নাম প্রস্তাবিত ও গৃহীত হয়।

সভাপতি—শ্রীবরেন্দ্র সুন্দর চট্টোপাধ্যায়

যুগ্ম সম্পাদক -শ্রীসমীর দে এবং শ্রীকল্যাণী লাহিড়ী

সহঃ সম্পাদক— শ্রীশিবকান্তি ভট্টাচার্য, কোষাধ্যক্ষ— শ্রীবেচারাম জাঠী, প্রচার সম্পাদক— শ্রীশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় ব্যবস্থাপনায়— সর্বশ্রী— শোভেন বন্দ্যোপাধ্যায় বীরেণ চট্টোপাধ্যায়, নীহাররঞ্জন ঘোষ, জগন্নাথ জানা।

অধিবেশনের সংক্ষিপ্ত সার ও সম্মেলনের জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি সংক্ষেপে নীচে প্রকাশ করা হল। আগামী ২রা পৌষ ১৩৭৯ ইংরাজী ১৭ই ডিসেম্বর ১৯৭২ রবিবার হাওড়া থেকে ১৪ মাইল দূরে শেওড়াফুলির লাগোয়া বৈদ্যবাটীতে জি, টি, রোডের উপর ইষ্টার্ণ বেলটিং এণ্ড কটন মিলসের মনোরম উদ্যানে সারাদিন ব্যাপী মিতা-সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবার অন্তত ১৫ দিন পূর্বে আমন্ত্রণ লিপির সঙ্গে অনুষ্ঠান যে স্থলে হবে তার সুস্পষ্ট পথ নির্দেশ দেওয়া থাকবে। ট্রেণ ও বাসের সময় এবং ভাড়ার হার ইত্যাদি সবকিছু যোগদানেচ্ছু মিতাদের কে ঐ সঙ্গে ডাক যোগে পাঠিয়ে দেওয়া হবে।

মিতা সম্মেলন সকাল ৮টা থেকে সুরু হবে এবং সন্ধ্যা ৬টা থেকে ৭টার মধ্যে শেষ হবে। সভা স্থির করেন যে সম্মেলনে অংশ গ্রহণের জন্য দক্ষিণার হার প্রতি মিতা বা বিশ্বমিতা পিছু ৬ টাকা। সভায় আরও ঠিক করা হয় যে, প্রতি সভ্য সভ্যা ইচ্ছে করলে দু জন করে অতিথি আনতে পারেন। তবে অতিথিদেরও মাথাপিছু ৬ টাকা করে দক্ষিণা দিতে হবে।

এই সম্মেলনে বিভিন্ন ধরণের গান, বাজনা, আবৃত্তি, কৌতুকাভিনয় প্রভৃতি আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা থাকবে। যে-সকল মিতা ভাই বোন উল্লেখিত বিষয় গুলির মধ্যে যে যে বিষয়ে অংশ গ্রহণ করতে চান সংঘকে তা ৩০শে কার্তিক ১৩৭৯ ইংরাজী ১৬ই নভেম্বর ১৯৭২ এর মধ্যে জানাতে হবে। বিভিন্ন খেলার ব্যবস্থাও থাকবে। মিতাদের দ্বারা সংগৃহীত ডাক-টিকিট; ভিউকার্ড বা তাদের তোলা আলোক-চিত্রাবলী হাতের কাজ ইত্যাদি সম্মেলনে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হবে।

অনুষ্ঠানের দিন মিতারা ঐ গুলি সঙ্গে করে আনবেন এবং যাবার সময় সঙ্গে করে নিয়ে যাবেন। সকালে জলযোগ ও মধ্যাহ্নে অন্নভোগ ও বিকালে চা পানের ব্যবস্থা থাকবে। মিতা ভাই বোনদের প্রতি অনুরোধ এই যে যাঁরা এই মিতা সম্মেলনে যোগদান করতে ইচ্ছুক তাঁরা যেন সম্পাদককে সংঘের কার্যালয়ের ঠিকানায় ৩০শে কার্তিক ১৩৭৯ ইংরাজী ১৬ই নভেম্বর ১৯৭২ এর মধ্যে জানিয়ে দেন। যাঁরা সঙ্গে করে

অতিথি আনতে চান তাঁরা যেন অতিথিদের নাম চিঠিতে অবশ্যই উল্লেখ করেন। দক্ষিণা পাঠাবার শেষ তারিখ ৩০শে কার্তিক ১৩৭৯ ইংরাজী ১৬ই নভেম্বর ১৯৭২।

উপসমিতির পরবর্তী বৈঠক আগামী ৩রা অগ্রান ১৩৭৯ ইংরাজী ১৯শে নভেম্বর ১৯৭২ রবিবার সংঘের কার্যালয়ে বিকেল ৫টা নাগাদ অনুষ্ঠিত হবে ঐদিন উপসমিতির সমস্ত সভা সভ্যাদের উপস্থিত থাকতে বিশেষ ভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি।

শ্রীসমীর দে ও শ্রীকল্যাণী লাহিড়ী
যুগ্ম সম্পাদক
অষ্টম বার্ষিক মিত্তা সম্মেলন

— :: —

বিশেষ দ্রষ্টব্য

যাঁরা ১৫ই অগ্রাণ ১৩৭৯ ইংরাজী ১লা ডিসেম্বর ১৯৭২ এর মধ্যে প্রবেশ পত্র ইত্যাদি না পাবেন তাঁরা যেন সঙ্গে সঙ্গে সংঘকে জানালে সংঘ সেগুলি পুনরায় এক্স-প্রেস ডাকে পাঠাবার ব্যবস্থা করবে। বিশেষ অসুবিধা হলে যদি অর্ডার কুপন অনুষ্ঠানের দিন দ্বার প্রান্তে দেখালে প্রবেশ পত্র পাবেন অথবা অনুষ্ঠানের পূর্বদিনে স্বয়ং কার্যালয়ে উপস্থিত হয়ে প্রবেশ পত্র সংগ্রহ করতে পারেন।

— ::o:: —

বিশ্বদূতের আসরে

দেবী মূর্তির প্রথম পরিকলপনা

ভারতের সর্বত্র বিভিন্ন নামে ও রূপে দেবী দুর্গার আরাধনা হয়ে থাকে। কোথাও তিনি চণ্ডী কোথাও ভবাণী, কোথাও উমা, পার্বতী বা জয়াদেবী, কোথাও আবার সর্বমঙ্গলা সর্বেশ্বরী জগদ্ধাত্রী। কোনও কোনও প্রদেশে তিনি জয়দুর্গা, বনদুর্গা, শূলানী প্রভৃতি নামে পূজা পেয়ে থাকেন। আমাদের এই সমগ্র বঙ্গভূখণ্ডে দেবী দুর্গা, একই রূপে বৎসরে দুবার এসে থাকেন; একবার আসেন শরৎকালে দেবী দুর্গা নামে, দ্বিতীয়বার আসেন বাসন্তী নাম নিয়ে বসন্তকালে।

"বঙ্গভূমি ঋতুমণ্ডলের প্রত্যক্ষ রঙ্গভূমি তবে বঙ্গবাসীর সর্বাধিক জনপ্রিয় হোল শরৎ ও বসন্ত, এই দুই ঋতুতে শীত বা

গ্রীষ্মের কোনরূপ প্রচণ্ডতা থাকে না। এই সময় আকাশ নির্মল ও বাতাস স্নিগ্ধ। প্রকৃতি দেবী লতায় পাতায় ফলে ফুলে সুশোভিতা হয়ে সকলের মনোহরণ করতে চেষ্টা করেন"।

মহিষমর্দিনী দশভূজা দুর্গা যে দুর্গতিনাশিণী তার বহু প্রমাণ মহাকাব্যে ও বিধি পুরাণের উপাখ্যানে ছড়িয়ে রয়েছে। এই ব্যাপারে রামচন্দ্র ও সুরথের কাহিনী সর্বজন-বিদিত। রামায়ণের রামচন্দ্র রাবণ নিধনের দ্বারা সীতার উদ্ধারের জন্য দেবীর অকালবোধন ঘটিয়ে তাঁকে আরাধনা করেছিলেন। সুরথরাজা বসন্তকালে দেবীর পূজা করেছিলেন নিজের বিড়ম্বিত ভাগ্যের হৃতগৌরব পুনরুদ্ধারের জন্য।

রাবণবধের জন্য শ্রীরামচন্দ্রের দুর্গাপূজার কথা বাল্মীকি মূল রামায়ণের কোথাও নাই। বঙ্গসন্তান কৃত্তিবাসের আপন কল্পনাপ্রসূত সার্থকসৃষ্টি। বাংলায় শরতের ভুবনভোলান রূপ কৃত্তিবাসের দৃষ্টিতে প্রথম ধরা পড়ে। তিনি নিজে বাঙালী ছিলেন। তাই তিনি ভাবপ্রবণ প্রকৃতি বিলাসী স্পর্শকাতর বাঙালী হৃদয়কে বেশ ভালোভাবেই জানতেন, বাংলার শারদশ্রী বাঙালী মনের মূর্তপ্রতীক। প্রতিভাধর কৃত্তিবাস তাই শরতের শুক্লাষষ্ঠীতে দেবী দুর্গার অকালবোধন ঘটিয়ে একেবারে রামায়ণের ঘটনাকেন্দ্রে স্থাপন করলেন। বাঙালী মন সহজেই সায় দিল। দশভূজা দেবীকে অবলম্বন করে ধনীগরীব ও ছোটবড় নির্বিশেষে সকলের সমবেত চেষ্টায় মহামিলনের যজ্ঞসভায় সাড়ম্বরে শারদোৎসব শুরু হয়ে গেল। এখন প্রশ্ন হোল এই যে দেবী দুর্গার এই অপূর্ব মুখশ্রী ও অঙ্গসৌষ্ঠবের প্রথম রূপকার কে? প্রথম ধর্মপ্রবণ কোন্ সার্থক কল্পনা বিলাসীর মানসপটে এই সর্বজনগ্রাহ্য বিশ্ববিমোহিণী মূর্তিটির রূপ ভেসে উঠে?

উল্লিখিত প্রশ্নের উত্তর দেবার পূর্বে মিতাভাইবোনদের সামনে কিছু বিশ্বাসযোগ্য পৌরাণিক তথ্য তুলে ধরা দরকার। প্রথমে দেবীর আঙ্গিক বিষয় সম্বন্ধে কিছু বলি। শক্তিস্বরূপিনী জগন্মাতা দুর্গা হলেন বৈদিক দেবী। কালীবিলাস তন্ত্রে আছে, দেবীর চারিটি হাত এবং তার গাত্রবর্ণ মরকতসদৃশ, পদতলে সিংহশায়িত। কালিকাপুরাণে আছে মা দশভূজা, তাঁর গায়ের রং অতসীফুলের মত। তাঁর দক্ষিণ পদ সিংহপৃষ্ঠে ন্যস্ত এবং বাম চরণের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ স্পর্শ করে আছে মহিষের পৃষ্ঠভাগ; মহিষের মুণ্ডহীন দেহ থেকে বেরিয়ে আসছে এক ভীমদেহী তেজোদৃপ্ত অসুর। দেবীর হাতের বর্শা তার বক্ষোপট

বিদ্ধ করে আছে। দশভুজা দুর্গা জয়াবিজয়াসহ অষ্টসখী পরিবৃতা; তাঁর দুপাশে রয়েছেন লক্ষ্মী, সরস্বতী এবং কার্তিক গণেশ। কালিকাপুরাণ মহাভাগবত প্রভৃতি প্রাচীন পুঁথিতে বর্ণিত দেবী দুর্গাই বঙ্গসমাজ কর্তৃক গৃহীত। কিন্তু অধিকাংশ বিশেষজ্ঞের মতে দেবীর মুখশ্রী ও অঙ্গসৌষ্ঠবের গঠন পদ্ধতি সম্পূর্ণ ভারতীয় নয়। সুবিখ্যাত গ্রীক ঐতিহাসিক আস্‌কিলিয়াসের ও প্রখ্যাত টেরাকোটা বিশেষজ্ঞ ডেভিড লরেন্সের মতে দেবী দুর্গার সিংহবাহিনীমূর্তি প্রথম রচিত হয় গন্ধার বা গান্ধারে এবং এটির প্রথম রূপদান করেন এক গ্রীক রাজকুমারী।

মূর্তি রচনার ইতিহাস বলার পূর্বে প্রাচীন দেশ গান্ধার সম্বন্ধে কিছু বলা নিশ্চয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

মহাভারতে বর্ণিত ধৃতরাষ্ট্রের স্ত্রী ও দুর্যোধনের মাতা গান্ধারীর সঙ্গে অনেকেরই পরিচয় আছে। এই গান্ধারীই ছিলেন গান্ধাররাজ সুবলের কন্যা। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রধান হোতা শকুনি ছিলেন গান্ধারীর ভাই। অনেকের ধারণা বর্তমান কান্দাহারই প্রাচীন নাম ছিল গান্ধার। বস্তুতঃ ভারতের উত্তর পশ্চিম প্রত্যন্ত ভাগের নাম ছিল গন্ধার দেশ বা রাজ্য। বর্তমান রাওয়ালপিণ্ডি জালালাবাদ তক্ষশিলা প্রভৃতি স্থান এর অন্তর্ভুক্ত ছিল। সিন্ধুর পশ্চিমতীর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল গান্ধার রাজ্য।

ঋগ্বেদ ও অথর্ব বেদে গান্ধারের উল্লেখ পাওয়া যায়, কথিত আছে যযাতির দ্বিতীয়া পত্নী শর্মিষ্ঠার গর্ভে তিন পুত্র জন্মে। তাঁরা হলেন যথাক্রমে দ্রুহ্য, অনু ও কুরু। এই দ্রুহ্যের প্রপৌত্র অরদ্ধের পুত্র হলেন গন্ধার, এরই নামানুসারে রাজ্যটির নাম হয় গান্ধার।

ঐতরেয় উপনিষদ, শতপথ ব্রাহ্মণ ছান্দোগ্যউপনিষদ প্রভৃতি গ্রন্থে গন্ধারের বিস্তার বিভিন্ন নাম দেখা যায়, বায়ুপুরাণে আছে গান্ধারের পাশেই কেকয় রাজ্য অবস্থিত। এই কেকয় অধিপতির কন্যা কৈকেয়ীকে অযোধ্যাপতি দশরথ বিবাহ করেন, চতুর্দশ বৎসর বনবাসের পর রামচন্দ্রের যখন রাজ্যাভিষেক হয়, সেই সময় কেকয় রাজ যুধাজিৎ রামচন্দ্রকে গান্ধার আক্রমনের জন্য নির্দেশ পাঠান। কারণ গান্ধার কর্তৃক তিনি প্রায়শঃই উৎপিড়ীত হচ্ছিলেন। রামচন্দ্র ভরতকে গান্ধার অভিযানে পাঠান। বীরশ্রেষ্ঠ ভরত অনায়াসে গান্ধার জয় করে তাঁর দুই পুত্র পুষ্কর ও তক্ষের উপর শাসনভার অর্পণ করে অযোধ্যায় ফিরে আসেন।

পুষ্কর ও তক্ষ গান্ধারকে দ্বিধাবিভক্ত করে দুইজন দুই অংশে স্বাধীনভাবে রাজত্ব

করতে থাকেন। পুষ্কর তাঁর নামানুসারে রাজধানী পুষ্করাবতী (মতান্তরে পুষ্কলাবতী) স্থাপন করেন। এদিকে তক্ষও তাঁর রাজ্যের রাজধানী নামকরণ করেন তাঁরই নামানুসারে তক্ষশিলা। ইতিহাসে গান্ধারের তিনটি রাজধানীর নাম পাওয়া যায়, নামগুলি, যথাক্রমে পুষ্কলাবতী, পুরুষপুর ও তক্ষশিলা প্রথম দুটি সিন্ধুনদের পশ্চিমতীরে অবস্থিত এবং শেষোক্তটি সিন্ধুনদের পূর্বতীরে অবস্থিত।

গান্ধার বিদেশীদের আক্রমনের পক্ষে সুবিধাজনক স্থান ছিল। এই গান্ধারে খৃষ্টপূর্ব ষোড়শ শতাব্দী থেকে সুরু করে খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত যতবেশী বৈদেশিক অভিযান ঘটেছে ভারতের অন্য কোথাও তত ঘটেনি।

অশোকের মৃত্যুর পর পারসিকরাজ দ্বিতীয় দরায়ুস গান্ধার অধিকার করেন। দৈহিক আধিপত্য কোন দেশকে চিরকাল বেঁধে রাখতে পারে না, কালক্রমে পারসিক শক্তি হ্রাস পেলে গ্রীকজাত এসে সগৌরবে গান্ধারের দুর্গপ্রাকারে বিজয় বৈজয়ন্তী উড়িয়ে দিল। গ্রীকজাত তখন জ্ঞান বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির শীর্ষে অবস্থান করছে। গান্ধার তথা ভারত এর প্রসাদ থেকে বঞ্চিত হয়নি। গ্রীক বংশীয় মিনান্দারের রাজত্বকালে গান্ধার ভাস্কর্য ও মূর্তিশিল্পে শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করে। পূর্বে গান্ধারের ছাগ বিশ্ববিখ্যাত ছিল, এই খ্যাতিকে শত সহস্র গুণ বাড়িয়ে দিল মূর্তিশিল্প। আজ যে আমরা প্রাচ্যখণ্ডের নানাস্থানে ছোটবড় বুদ্ধমূর্তি ও স্তূপ দেখতে পাই এগুলির প্রথম রূপদান করেন গান্ধারের শিল্পীগোষ্ঠী।

গান্ধার রাজকাহিনীতে আছে— গান্ধাররাজ গ্রীকবংশীয় মেনান্দারের এক পরমা সুন্দরী কন্যা ছিল তাঁর নাম ওডোরা। সুন্দরী হলে কি হয়, দুঃখের বিষয় তার আয়ত লোচনদ্বয়ের একটি সম্পূর্ণ দৃষ্টি শক্তিহীন ছিল। তাই তাঁর বয়সকালে সুপাত্র জোটেনি, বয়স্থা কুমারীর পক্ষে সময় কাটান এক দুরূহ ব্যাপার। তাই তিনি পড়াশুনা ও মূর্তিগড়ার কাজে নিজেকে ব্যাপৃত রাখতেন, তাঁর সবচেয়ে প্রিয় ছিল নীল অপরাজিতা ও নীলকণ্ঠী ময়ূর। তিনি রাজোদ্যানের নির্জ্জন-কোণে এক চমৎকার কুঞ্জ রচনা করেন। কুঞ্জের সর্বাঙ্গে ফুটে থাকত অসংখ্য নীল অপরাজিতা আর কুঞ্জের বাইরে রকমারী গাছের শাখায় শাখায় পেখম তুলে নেচে নেচে, বেড়াতো নীলকণ্ঠী ময়ূরের দল।

সুন্দরী রাজকুমারী নিরালা লতাবিতানে বসে কখন শতদ্রুর পলিমাটি দিয়ে কখন বা পাথর কুঁদে মনের মাধুরী মিশিয়ে নানাপ্রকার মূর্তি রচনা করতেন। সেইসময় গান্ধারে চৈত্রমাসের শুক্লা সপ্তমী থেকে সুরু করে দশমী

পর্যন্ত চারদিন ধরে বসন্তোৎসব চলত। নরনারী নির্বিশেষে সকলে যোগদান করত। বিশেষতঃ এই উৎসবে সবচেয়ে বেশী উৎসাহী ছিল তরুণতরুণীর দল।

এই উৎসবের প্রথম দু দিন পূজা পেতেন জ্ঞান ও শিল্পের দেবী মিনার্ভা এবং শেষ দুদিন সকলে মেতে উঠত সুরাদেবতা বাক্কাসের আরাধনায়। রাজকুমারী ওডোয়া প্রায় বৎসরই মিনার্ভার মূর্তি গড়ে পূজার জন্য পাঠিয়ে দিতেন উৎসবে। মৃগ, ছাগ অথবা শশকের মাংস, সুরা, যবচূর্ণের দ্বারা প্রস্তুত পিষ্টক মধু ইত্যাদি দিয়ে তার নৈবেদ্য সাজানো হোত। পূজা শেষ হলে উপস্থিত সকলে প্রসাদ গ্রহণ করে উৎসবে মেতে উঠত।

উৎসবের শেষদিন আনন্দ চরমে উঠত। সেদিন রথখেলায় ও সুরাপানে তরুণ তরুণীরা এমন মগ্ন হয়ে পড়ত যে অনেক সময় শালীনতার গণ্ডী পার হয়ে যেত। নিস্পৃহ, নিঃসঙ্গ ওডোয়া এসব ভালোবাসত না। তিনি বিদুষী ছিলেন। দেবভাষা বা সংস্কৃতি ভাষায় সঙ্গে গভীর পরিচয় ছিল। খুবসম্ভব তিনি বেদ থেকে হৈমবতী উমার রূপবর্ণনা অবলম্বন করে এক চমৎকার সিংহবাহিনী দেবীমূর্তি রচনা করেন। খুবসম্ভব দেবীমূর্তির গঠন রচনায় মিনার্ভার আদল এসে যায়। বসন্তোৎসবের কলুষিত আবহাওয়াকে মালিন্যহীন করবার জন্য তিনি পিতাকে বাক্কাসের স্থলে সিংহবাহিণী দেবীমূর্তির পূজা প্রচলন করতে অনুরোধ জানান। স্নেহময় পিতা কন্যার আব্দার রেখে ছিলেন।

বসন্তোৎসবে সুরার দেবতা বাক্কাসের স্থলে সিংহবাহিণী হৈমবতীর মূর্তি সাড়ম্বরে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ষোড়শোপচারে পূজা সুরু হয়।

কতিকয়েক ঐতিহাসিকের মতে 'ওডোয়া' শব্দটি অপভ্রংশ হয়ে 'দুর্গা' নামটির জন্ম হয়। এইরূপ অনুমানের কোন যুক্তি সঙ্গত প্রমাণ পাওয়া যায়নি। সিংহবাহিণী দেবীমূর্তি গ্রীক ধাঁচের রূপায়িত হলেও পরে ভারতীয় শিল্পীদের হাতে পড়ে মৃন্ময়ীমূর্তি চিন্ময়ী হয়ে উঠেছে। দীপ্ত চাউনি ও সমগ্র মুখশ্রীর মধ্যে এক অপূর্ব কমণীয়তা ফুটিয়ে বেশ একটি সুমহান পরিবেশ সৃষ্টি করা ভারতীয় ভাবধারায় পুষ্ট ভারতীয় শিল্পীদের দ্বারাই সম্ভব। গ্রীক জাতির এই অবদানের যদি কিছু সত্যতা থাকে থাকুক, ভারতীয়রা এর মধ্যে আত্মার প্রতিষ্ঠা করে, চিরকালের মত পরমাত্মীয় করে নিয়েছে।

ভূমধ্যসাগরের ডায়ারি

— শ্রীধন রায়।

বার্মিংহাম, ইংলণ্ড

'পিরামিড' কবিতায় জীবনানন্দ লিখেছিলেন—

মোদের জীবনে যবে জাগে পাতাঝরা
হেমন্তের বিদায়-কুহেলি-
অকস্মাৎ আঁখি দুটি মেলি
গড়ি মোরা স্মৃতির শ্মশান
দুদিনের তরে শুধু, নবোৎফুল্লা মাধবীর গান
মোদের ভুলায়ে নেয় বিচিত্র আকাশে
নিমেষে চকিতে;
অতীতের হিমগর্ভ কবরের পাশে
ভুলে যাই দুই ফোঁটা অশ্রু ঢেলে দিতে।

আমার ক্ষেত্রে বোধ হয় কথাগুলো সঠিক খাটে না। তেত্রিশ বছরের যুবক, প্রাচীন সভ্যতার বই-পুস্তকে ঘর বোঝাই। সুযোগ পেলেই ছুটে যাই ষ্টোনহেঞ্জ দেখতে। য়ুনাইটেড আরব এয়ারলাইনসের বিমানে হাইজ্যাকিংএর ভয় থাকা সত্বেও - যাই ভারতবর্ষে। তাহলে যে নিখরচায় পিরামিড দর্শন করবার সুযোগটি পাবো। এহেন মানুষ যখন খবর পেল 'কসমস' একটা স্পেশাল ক্রুইজট্যুরের বন্দোবস্ত করছে ভূমধ্যসাগরের চারদিকে, নাম দিয়েছে ট্যুরটার প্রাচীন-সভ্যতা-ট্যুর, তখন - এদিক ওদিক না ভেবে - আগাম পয়সা না পাঠিয়ে থাকতে পারে কখনো? পনের দিন যাবৎ ঘুরে বেড়িয়েছি— কখনো বন্দরে, কখনো সমুদ্রে, কখনো বা 'অতীতের হিমগর্ভ কবরের পার্শ্বে।'

আমাদের জাহাজ 'সিল্ভিয়া' মার্সাই বন্দর

থেকে ছেড়ে নোঙর ফেলেছিল জেনোয়া, নেপলস, পাইরেউস, আলেকজান্দ্রিয়া, লিমাসল (সাইপ্রাস), বেইরুট, লেগহর্ণ প্রভৃতি বন্দরে। গ্রীসের ডেলফি আর অ্যাক্রোপলিস এবং বালবেকের জুপিটার মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দেখে মনে হয়েছে মানবজাতির অতীত ইতিহাস গতানুগতিক ঐতিহাসিকরা যা বলেন তার চেয়ে অনেক বেশী উজ্জ্বল। দাসশ্রমের বিনিময়ে সব করা হয়েছে এই সাফ্‌কথা বলে কার্যোদ্ধার করার চেষ্টাটা বোধ হয় আমাদের ত্যাগ করবার সময় এসেছে।

পনের দিন ধরে পাতার পর পাতা ডায়ারি লিখেছি। প্রাচীন সভ্যতার উপর লেখা বইয়ের বিবরণের সঙ্গে চোখেদেখা বস্তুগুলো মিলিয়ে নিয়েছি। কিন্তু যিনি ডায়ারিটি কিনে দিয়ে বলেছিলেন 'আন-সেন্সরড বিবরণ চাই কিন্তু' সেই বন্ধুপত্নীটি কেউ সন্তুষ্ট করতে পারিনি। পাথরের মধ্যে প্রাণের সন্ধান তাঁকে উৎসাহিত করেনি, তিনি শুনতে চেয়েছিলেন জ্যান্ত মানবমানবীদের জাহাজী জীবনের হাস্যোজ্জ্বল প্রাণচঞ্চল কাহিনী। হয়তো আমার মিতা ভাই বোনরাও তাই শুনতে আগ্রহী। তাই দুটোর মধ্যে একটা সমঝোতা ঘটিয়ে ডায়ারিটি সংকুচিত করতে বাধ্য হয়েছি।

— আঠারই মে —

সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠে টটেনহাম কোর্ট রোডের এয়ার টার্মিনালে পৌঁছতে চক্ষু চড়কগাছ। পাদা পাদা বৃদ্ধ-বৃদ্ধার দল। অনেকক্ষণ কথাই ফোটে নি মুখে। দেড়শটি পাউণ্ড নাহক ভূমধ্যসাগরের জলে বিসর্জিত হবে নাকি? মনে পড়েছিল বার্মিংহামের এক বন্ধুর সতর্কবাণী 'প্রাচীন সভ্যতার স্মৃতিচিহ্ন কি কখনো যুবকযুবতীদের আকর্ষণ করতেপারে?' তবে লুটন এয়ারপোর্টে এসে দুচারটি ফুলপরীর দেখা পেয়ে, এবং তাঁদের বাম অনামিকা নম্প্‌ লক্ষ্য করে, প্রাণে আশার সঞ্চার হয়েছিল। আমার ভাগ্যে কেউ জুটুন বা নাই জুটুন, এঁরা নয়নলোভনীয়ত বটেনই।

স্নানেন অর্ধভোজন হতে যদি দোষ না থেকে থাকে তবে দর্শনেনত অন্তত কোয়াটার রমণীয় হয়ে যাওয়া উচিৎ। রামায়ণ, মহাভারত বা গ্রীক পুরাণে তেমন উদাহরণের অভাব নেই।

ছপ্পর ফাটা আর কাকে বলে। কম পয়সায় সারবো বলে চার জনের কেবিনের টিকিট কিনেছিলাম। আপাতত আমরা দুজন পুরো কেবিনটা অধিকার করেছি। জানিনা কবে কখন বাকি শ্রীমানদ্বয়ের

আবির্ভাব ঘটবে। আদৌ না। ঘটলেই বর্তে যাই। এই কেবিনের খোঁজ করতে গিয়ে মার্সাই বিমান বন্দরে একটা চুটকি মজা হয়ে গিয়েছে। কসমসের প্রতিনিধি সারা লিষ্টি তন্ন তন্ন করে খুঁজেও আমার নামটি আবিস্কার করতে পারছিলেন না। পাওয়া গিয়েছিল ৩০৯ নম্বর কেবিনের অধিকারিণী হিসেবে শ্রীমতী মেরী রের নাম। ভদ্রলোক ঠাট্টা করে প্রশ্ন করেছিলেন, 'Can your first name be Mary?' তা নয় ঠিক। তবে মেরী রের কেবিনে এ অধমকে ঢুকায় দিলে মোটেই অখুশি হবো না একথাটা জানিয়েছিলাম কর্মচারীটিকে। তিনি হেসে এমন ইঙ্গিত করেছিলেন যার বঙ্গানুবাদ 'সেগুড় বালি' ছাড়া অন্য কিছু হতে পারেনা।

বাড়ি বাজনার মধ্যে জাহাজ তো মার্সাই এর মায়া কাটালো। কিন্তু একিরে বাবা, সমুদ্রটি.ক তো বড়ো একটি সুশীলা ভদ্রমহিলা বলে মনে হচ্ছে না। অথচ রবীন্দ্রনাথ না এই ভূমধ্যসাগরের বুক থেকেই একটা চিঠিতে লিখেছিলেন—'জল স্থির হয়ে আছে সিংহ-বাহিনীর পায়ের তলাকার সিংহের মতো'? বুঝলাম, রেহাই নেই। সী সিকনেস না বাঁধিয়ে হাতটি কাবার করতে পারবো না। কালী-কামাক্ষ্যা, ছিন্নমস্তা ভুবনেশ্বরী সকলের নাম মনে মনে জপ করতে থাকলাম। অন্যরাও যে ভয় পাননি তেমন নয়। সকলেই পরস্পরের মনে সাহস সঞ্চারের উদ্দেশ্যে বলাবলি সুরু করলেন, 'না, সারাটা পথ এমন থাকবে না নিশ্চয়ই। থাকতে প্যারেই না'।

সন্ধ্যা সাতটায় ছিল ক্যাপ্‌টেনের স্বাগতম-পার্টি। দু'এক সিপ্‌ পেটে পড়তে না পড়তেই মাথা ঘুরতে সুরু করলো। সাড়ে সাতটায় ডিনার টেবিলে উপদ্রব আরো বাড়লো। বলতে গেলে, স্যুপের বাইরে কিছুই গলাধঃকরণ করতে পারি নি। পাতে বড়ো বড়ো মাংসের টুকরা ফেলে বাথরুমে গিয়ে বমি করতে হয়েছে, এটা কি কম দুঃখের কথা। তবে বমনান্তে চোখে মুখে মাথায় জল দিয়ে ডেকের মুক্ত বাতাসে খানিকক্ষণ বসবার পর কিন্তু অল্লাধিক সুস্থবোধ করতে বড়ো একটা সময় লাগে নি।

সতেজ বোধ করার সঙ্গে সঙ্গেই কিন্তু ক্ষুধাটি মাথা-চাড়া দিয়ে উঠলো। কর্তৃপক্ষকে জানানোয় তাঁরা বলেছিলেন, 'অন্য কিছু খেতে পারবে না। দুটো আপেল দিচ্ছি। ওতে পুরোপুরি ক্ষুন্নিবৃত্তি না ঘটলেও আর দুর্বল বোধ করবে না।' সত্যি তাই হয়েছে। এমন বলবৃদ্ধি যে, নাচতে না নামলেও যুবতীদলের মধ্যে বসে গল্পগুজব করতে সক্ষম হয়েছি।

একজনও সামায়ভর পোষাকে বসেছিলেন একেবারে আমার মুখোমুখি। কি তাঁর নাম জানি না। তার প্রয়োজনই বা কি? তাঁর উদ্ধত বুকের ওঠানামাই কেবল নয়, নগ্ন ঊর্ধ্বাংশটিও দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল। সুন্দর বুকের জয় সর্বত্র না হলেও, সুন্দর মুখের সঙ্গে ওই বস্তুটি যুক্ত হলে যেমন এ ক্ষেত্রে হয়েছে — আর দেখতে হয় না। শ্রীধন রায় তো সামান্য কথা, স্বয়ং ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিরও মতিভ্রম ঘটিয়ে ছাড়ে।

আমার হাতে আপেল দেখে ইতিপূর্বে যাঁরা দৈত্যের মতো মাছমাংস ও মদ গিলেছেন তাঁরাও পেটের কোণায় খাপ্‌ছিতে শূন্যস্থান আবিষ্কার করতে লেগে গেলেন। ছুটি না পেলেও, অনেকেই মাথাপিছু একটি আপেল নিয়ে এলেন রান্নাঘর থেকে। উদ্ধতবক্ষাও বাদ যান নি।

॥ উনিশে মে ॥

সামুদ্রিক ব্যামার বস্তুটি খুব একটা সাঙ্ঘাতিক কিছু নয়। ঘুমভাঙার পর মনেই হচ্ছিল না যে, আমি গতরাত্রে অসুস্থ ছিলাম। হাতমুখ ধুয়ে স্নান সেরে কেবিন সঙ্গীটিকে যখন জাগালাম তখন ভদ্রলোক আমার উৎসাহের আতিশয্য দেখে একটু অবাকই হয়ে গিয়েছিলেন। ভাবতেই পারেন নি, ভারতনন্দন এতো সহজে ধাক্কাটা সামলে উঠতে পারবে।

জেনোয়া বন্দর থেকে ঠিক সাড়ে আটটায় আমরা পর্টোফিনোর উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছিলাম। শুনলাম, পর্টোফিনো ইতালির অন্যতম বিখ্যাত আন্তর্জাতিক বিশ্রামাগার। আমেরিকা ও সুইজর্লণ্ডের ধনী ব্যবসায়ীরা প্রত্যেক বছর ঝাঁকে ঝাঁকে ভিড় করে থাকেন। আর চতুর্দিক আলো করে বিচরণ করেন সুন্দরীরা। কেউবা টাকার কুমীরদের স্ত্রী কন্যা, কেউবা তাঁদের রক্ষিতা। মনে

মনে ভেবেছিলাম, বিকিনি পরিহিতা জ্যাকলিন ওনাসিসকে বীচে পড়ে থাকতে দেখবো না তো। তাহলে যে অভাগার ঝরঝরে ক্যামেরাটার জীবনধারন সার্থক হয়ে যাবে এক মুহূর্তে।

দু দুটি কোচ্‌ ভরতি হয়ে গিয়েছিল। আমি একবারে সামনের সীট একটিতে বসে ছিলাম, পার্শ্ববর্তিনী ফরাসিনী, নাম শুনেছিলাম খ্‌শ্চিন। যে সঙ্গিনীটির সঙ্গে তাঁকে সব সময় দেখছিলাম তিনি অন্যদিকে বসেছিলেন। দুজনই কি উদ্দেশ্যে যে পাশের সীটটি খালি রেখেছিলেন সেটা বুঝতে নিশ্চয়ই কারো কষ্ট হবার কথা নয়। ওদের চেহারার এতো সাদৃশ্য যে, আমি নিঃসন্দেহ হয়েছিলাম

ওঁরা দুবোন। ও বাবা, শুনি কিনা ওঁরা মা-মেয়ে।

চড চাপড (সেটাই বা কম মিষ্টি কি?) খাবার ভয়ে আর জিজ্ঞেস করিনি 'তোমার বাবা কি তৃতীয় বা চতুর্থ পক্ষে প্রথমার কচি ভগিনীকে ইলোপ করেছিলেন? গাইডের বক্তৃতা থেকে খৃশ্চিন নোট নিচ্ছেন দেখে খেয়াল হলো, আমি তাড়া - হুড়োয় ডায়ারিটা জাহাজেই ফেলে এসেছি। বৌমার আদেশ আছে — উনিই ডায়ারিটা কিনে দিয়ে ছিলেন — আনসেনসরড ডায়ারি পড়ে শোনাতে হবে। তাই তার কাছে এক চিলতে কাগজ চেয়ে ছিলাম। তা তিনি আমাকে বিমুখও করেন নি।

কিন্তু গণেশের গদিতে কাগজটির বুকে হিজিবিজি টেনে আবার যখন হাত পাতলাম তখন তিনি তাঁর ডায়ারির পাতা না ছিঁড়ে আমার হাতে তুলে দিলেন কসমসের একটি লিফলেট। সেটির একটি দিকে লেখা চলে। ফরাসিনীরা যে নিদারুন কঞ্জুস তার নিদর্শন স্বরূপ লিফলেটটি সযত্নে রক্ষা করবো স্থির করলাম। বুঝলাম, কমন মার্কেটে ঢুকলেও ইংরেজরা বেশি সুবিধা করতে পারবে না।

যাহোক, পঞ্চাশ মাইল দীর্ঘ রাস্তাটি, বড়ো বড়ো টিনেনসগুলো এবং দুপাশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আমাকে যথেষ্ট মুগ্ধ করেছিল। এক সময় খৃশ্চিনকে বলেছিলাম, জানো, রবীন্দ্রনাথ (বলাই বাহুল্য উনি কবির নামটিও শোনেন নি) কি বলেছিলেন? বলে ছিলেন —

চিত্রকরের বিশ্বভুবনখানি
এই কথাটাই নিলেম মনে মানি
কর্মকারের নয় এ গড়া পেটা
আঁকড়ে ধরার জিনিস এ নয়,
দেখার জিনিস এটা।

বাংলা কবিতা ইংরাজীতে অনুবাদ করে ফরাসিনীর দরবারে পেশ করা সুকঠিন সন্দেহ নেই। তবে মনে হয়েছিল, শ্রীমতী ভাবটা পুরোপুরি হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম হয়েছেন।

আমি কিন্তু পার্শ্ববর্তিনীটির চেয়ে, সামনে বসার সুযোগ নিয়ে, গাইড ভদ্রমহোদয়ার দিকেই নজর দিচ্ছিলাম বেশী। শ্রীমতী জ্যানেট কেবলমাত্র সুন্দরীই নন, সুভাষিণীও। তাঁর একটানা বক্তৃতার মধ্যে ভূগোল - ইতিহাস - রাজনীতি - সমাজনীতি সব কিছুই ছিল। তৎসত্ত্বেও কোন সময়ই সমগ্র ব্যাপারটা রসকষহীন নৈর্ব্যক্তিক বলে মনে হয়নি। ক্যামোলিনী (Camogli) নামক একটি গণ্ডগ্রামের পাশ দিয়ে যাবার সময় তিনি

জানালেন, ঐ শব্দটির অর্থ স্ত্রীদের বাসস্থান।

এক সময় এখানে অনেক জেলে বাস করতো। বছরের অর্ধেকই ওরা জাল নিয়ে ব্যস্ত থাকতো দূর সমুদ্রে। তখন তাদের পরিবাররা একা একা বাড়ীতে বসবাস করাটা নিরাপদ মনে কর্তো না। তাই সরকার বাহাদুর তাদের জন্য একটি কো-অপারেটিভ আবাসস্থল তৈরী করে দিয়েছিলেন। আমি চিমটি কেটেছিলাম, 'জ্যানেট, জেলেরা কি যে মাসের মাঝামাঝিও সমুদ্রে থাকে?'

জেনেছিলাম, দশ লক্ষ লোকের বাসস্থান জেনোয়া ইতালির পঞ্চম বৃহত্তম শহর। রোম, মিলান, নেপলস ও টুরিনের পর। স্থানটির প্রাচীনতম উল্লেখ মেলে খৃষ্টপূর্ব ২১৮ অব্দে। রোমান কাগজপত্রে।

বারবার বিদেশীদের লুব্ধ দৃষ্টি এর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে। বিশেষ করে ফরাসীদের। ১৫২৮ সালে স্বাধীনতা পাবার পর আবার নেপোলিয়ন ১৭৯৭ সালে ওটি জবরদখল করেন। গত শতাব্দীর সমগ্র ইতালির সংযুক্তি করণের ইতিহাস খুবই রোমাঞ্চকর মনে হলো। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মুসোলিনীর ইতালি ছিল হিটলারের পক্ষে। তাই ব্রিটেন — আমেরিকার নির্মম বোমাবর্ষণ জেনোয়াকে সহ্য করতে হয়েছিল। পঁচিশে এপ্রিল, ১৯৪৫, শহরটির পতন ঘটে।

জেনোয়ার সঙ্গে জড়িত অনেক বিখ্যাত নামের মধ্যে কয়েকটি হলো — কলোম্বাস, গ্যারিবলডি, মাৎজিনি, বায়রন ও শেলী। চলন্ত কোচ থেকে কলম্বসের বাড়িটি ও গ্যারিবলডির মূর্তি একটি দেখেছিলাম। শহরের কেন্দ্রস্থলে ভিক্টরি স্কোয়ারে ঘাসের তৈরী তিনটি পাল তোলা জাহাজও দেখেছিলাম। ওগুলো সান্টামারিয়া, পাইন্টা ও নীনার replica। মুসোলিনীর কীর্তি।

প্রেমের জগতে মুক্ত বিহঙ্গ শেলী বায়রণ যে অনেকদিন ইতালিতে ছিলেন সেটা সকলেরই জানা। অধিকন্তু, বায়রণ ইতালীয় বিপ্লবীদের পক্ষাবলম্বন করেছিলেন বলে 'Byronic hero' শব্দযুগলের জন্মও হয়েছিল ইংরাজী সাহিত্যে।

লক্ষ্য করেছিলাম, ফেরার পথে জ্যানেট ড্রাইভারকে খুব তাড়া দিচ্ছিলেন। কারণ জিজ্ঞেস করে শুনেছিলাম, লঞ্চ - ব্রেক সুরু হবার আগে জাহাজে ফিরে যেতে না পারলে বিপদ ঘটতে পারে। কেননা; ইতালিয়ানরা কেউ অফিস লাঞ্চ সারে না। গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে যায়। তীব্র গতিতে গাড়ি চালায়। জেব্রাক্রসিং বা লাল বাতির

পরোয়া করে না।

অনতিবিলম্বেই সত্যটি প্রমাণিত হয়েছিল। আমাদের চোখের সামনে। তাইতো মাফিয়া ও জলদস্যুগিরিতে অনন্যজাত এমন কি পর্তুগীজরাও ওদের সঙ্গে পেরে ওঠে নি কোনদিন। জ্যানেট ক্ষুণ্ণ হতে পারেন ভেবে মন্তব্যটি আর প্রকাশ্যে ওঁর উপস্থিতিতে করিনি।

পর্টোফিনো থেকে জাহাজে ফিরে এসে ছিলাম দেড়টা কি দুটো নাগাদ। ব্যাটারা নিজেরা লাঞ্চ করতে গিয়ে আমাদের লেট করিয়ে দিয়ে ছিল। ভীষণ ক্ষুধা পেয়ে-ছিল। খেয়ে ছিলামও বক রাক্ষসের মতো, নির্ঘাৎ পূর্ব রাত্রির বদলা নিতে পেরেছিলাম মনের সুখে।

তারপর সুরু হয়ে ছিল আমার কেবিন সঙ্গীর স্ত্রীর সঙ্গে ধর্মীয় আলোচনা, তাঁর স্বামীটি অ্যাগনাষ্টিক, মনে করেন, পৃথিবীর তাবৎ দুর্দশার মূলে কেবল মাত্র ধর্ম। সুতরাং কাল বিলম্ব না করে মদের দোকা-নটির দিকে সরে গিয়েছিলেন। তবে ভদ্র-মহিলাটি কিন্তু মনে হলো বেশ আগ্রহের সঙ্গে হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে আমার আলোচনা শুনছিলেন।

বিকেলবেলা জাহাজী জীবনে তেমন উত্তেজনা লক্ষ্য করছিলাম না। লাউঞ্জ ফাঁকা দেখে উঠে গিয়েছিলাম ডেকে। ও বাবা, সব সুন্দরীরাই দেখি মিনিকিনি (তুচ্ছিলতে বিকিনিকে আর কি বলা যায়?) পরে সূর্য্যারাধনায় মনোনিবেশ করেছেন। সর্টস-পরিহিত যুবক বৃদ্ধেরও অভাব ছিল না।

একজন সুন্দরী চোখ পিটপিট করে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'তুমিত ইণ্ডিয়ান। তোমার আবার সূর্য্যস্নানের শখ কেন বাপু?' বলেছিলাম, 'তা তোমারা কেউ নিচে নেই। কথা বলার মতো একটা মানুষ তো দরকার।' তিনি হেসে বলেছিলেন, রহস্য রাখো। এসেছ তো স্রেফ নগ্ন নারীদেহের ভাঁজ খাঁজ দেখে নয়নমন তৃপ্ত করতে।

ভারতীয় মেয়েরা তো আর সাতপাকের আগে কিছুই দেখায় না। তা বেশ, বসে যাও চেয়ার টেনে। কেবল দেখো, কারো গায়ে যেন তোমার ছায়া না পড়ে। আর পাছে বৃদ্ধারা তোমার মনের কথাটা টের পেয়ে যান তাই চোখের সামনে ধরে রাখো ওই Living Past না কি বইটা।' খানিকক্ষণ বসেছিলামও বটে। তবে রোদটা ভীষণ জ্বালাতন করছিল দেখে নেমে এসেছিলাম এক ফাঁকে।

গতরাত্রিটি তেমন জমে নি। আমার মতো বেহাল অবস্থা অন্য অনেকেরই হয়েছিল। বাকি ব্যক্তিগণও কিঞ্চিদধিক অস্বস্তি বোধ করছিলেন। তাই দ্বিতীয় রাত্রিটা কেউই বিফলে যেতে দিতে চান না মনে হলো। বাজনা সুরু হতে না হতেই আমার পাশে বসা যুবতীদ্বয় উসখুস করতে সুরু করে দিলেন্। এমন সময় এক ষ্টুয়ার্ড একটি ব্যাগ নিয়ে হাজির। পুরুষদের উদ্দেশ্য করে বললেন 'টেক্ ইউর পিক্'। দেখি ব্যাগভর্তি মেয়েলি স্যাণ্ডাল। আমাদের কাজ হবে যেকোনো একটি স্যাণ্ডাল বেছে নিয়ে স্যাণ্ডাল-অধিকারিণীটিকে খুঁজে বের করে তাঁর সঙ্গে নাচা (আমার, কেন জানি না, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিয়ের রাতের কথাটা মনে পড়ে গিয়াছিল)।

অন্য অনেক যুবকের ভাগ্যে বর্ষিয়সী-মহিলারা জুটলেও অধমের ভাগ্যে কিন্তু এক সুন্দরী যুবতীই জুটেছিলেন। একবারে চকচকে জুতোটি পছন্দ করেছিলাম যে। কিন্তু জীবনে যে নাচিনি। এমন কি তেমন-তেমন করে কেউ নাচানও নি। সত্যটা প্রকাশ করায় শ্রীমতী দমে গিয়েছিলেন। তবে, ভাগ্য ভালো, একেবারে নাকচ করেন নি। জীবনের প্রথম নাচ, তাও আবার কোলাপুরী স্যাণ্ডাল পরে-অপূর্ব অভিজ্ঞতা বটে। দেশ থেকে আসার সময় দাদার বিয়েতে পাওয়া এই সেকেণ্ড-হ্যাণ্ড স্যাণ্ডালজোড়া উপহার দিয়ে বৌদি বলেছিলেন, ওতে নাকি আমার কপাল খুলেও যেতে পারে। এই কি তার নমুনা নাকি?।

এক সময় নৃত্যের উৎসাহে ভাঁটা পড়েছিল। বাজনা কিন্তু চলেছিল সমানে। নিঃসীম অন্ধকার বাইরে। লাউঞ্জে আমরা মাত্র জনাদশেক যাত্রী। আর তিনজন বাদ্যযন্ত্রী। আমার পাশাপাশি যারা বসেছিল তারা হলো - লীন, দীর্ঘকেশা যুবতী, নিভে'জাল ইংরেজিণী, জিল ও অ্যালিস, যমজ বোন, কৈশোরের শেষ ধাপ জোর করে ডিঙ্গাতে চাইছে, মা গ্রীক্, বাবা ইংরেজ। বাজনার ফাঁকে ফাঁকে আমাদের গল্পজমে উঠেছিল। তিন কন্যা অভিযোগ করেছিলেন, আমি নাকি কেবল বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের সঙ্গে ধর্মালোচনা করতেই পারজম।

বুঝেছিলাম-প্রাক্তন অভিজ্ঞতাও তো কম ছিলো না - বাক্যে এ অভিযোগের প্রতিবাদ করে লাভ নেই। খোলসটি ছেড়ে যদি বেরিয়ে আসতে পারি তবে অনতিবিলম্বেই ওরা জবাব পেয়ে যাবে। আপাতত সে চেষ্টাই বরং করা যাক্।

প্রথমেই সেই ধন্বন্তরী বিদ্যাটি কাজে লাগিয়েছিলাম। বিদেশীদের ধারনা, ভারতীয়মাত্রেই হস্তরেখাবিদ্। অ্যালিস জানতে

চেয়েছিল, কবে ওর বিয়ে হচ্ছে। অনেক হিসেব করে, হাতের পূর্ব-পশ্চিম উত্তর-দক্ষিণ-ঊর্ধ্ব-অধঃ সবদিক সযত্নে পর্যবেক্ষণ করে, জবাব দিয়ে ছিলাম, গম্ভীর গলায়, চল্লিশ বছর বয়সের আগেতো কিছুতেই মনে হচ্ছে না। ক্ষেপে গিয়ে বলেছিলো,, 'তুমি ছাই হাত দেখতে জানো। চল্লিশ বছর বয়সে বিয়ে হবার প্রয়োজনটা কি?'।

ধীরভাবে বলেছিলাম, 'সে প্রশ্ন আমাকে করে তো লাভ নেই খুকী। করো সেই বিধাতাপুরুষটিকে যি'ন ষষ্ঠীর রাত্রে তোমার ভাগ্যলিপি স্থির করে দিয়েছেন।' তখন ঝিলিক মেরে বলেছিল, 'বিধাতাপুরুষের গল্পটা বলো।' তবে গল্পটি শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই দিদির উষ্মা প্রকাশের পরও-জিল (ওকে নাম দিয়ে ছিলাম অ্যাগ্নিস মার্ক টু) কিন্তু নিজের ডানহাতটি বাড়িয়ে দিতে ভুল করে নি। তারও একই প্রশ্ন।

এ বয়সের মেয়ে আমাদের দেশে স্বমুখে এসব প্রশ্ন করে না কখনো, এ সত্যটি জানিয়ে ওকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, সনতারিখটি জানার এতো ঔৎসুক্য কেন। বলেছিল 'ও বাবা, সময় থাকতে সঞ্চয় সুরু করতে হবে না?' বলেছিলাম, 'আমাদের দেশে সঞ্চয়ের দায়স্বত্বটা জন্ম দিয়েছেন যিনি সেই ভদ্রলোকের।' 'তবেত তোমাদের দেশের মেয়েদের ভারী মজা।' 'হ্যা মজাত বটেই। তবে একটা কিন্তু রয়েছে। তুমি ইচ্ছে হলোতো শ্রীধন কেই বিয়ে করতে চাইলে—সে ক্ষেত্রে বাবা রাজি নাও হতে পারেন। তাঁর ইচ্ছায় বুড়ো বরের গলায় মালা দিতেও রাজি থাকতে হবে।' ও আঁৎকে উঠেছিল। 'না বাবা, চাই না আমার এমন বদান্যতা।' এবার জীন মুখ খুললো।

হাত না বাড়িয়ে জানতে চাইলো, আমি পিটারের ভবিষ্যৎ বলছি না কেন। বললাম, 'আমি যুবকদের হাত দেখতে ইন্টারেসটেড্ নই।' ও খিলখিল করে হেসে উঠলো। "Got it. you want to feel the hands of the girls" বললাম, 'তা, সুন্দরী, কথাটা মালুম হতে তোমার এতো সময় লাগলো কেন?'।

জীন কলেরার ইঞ্জেকসন নেয় নি। আমিও নিই নি। কথা আছে, কাল নেপলসে এক ইতালিয়ান ডাক্তার সে উদ্দেশ্যে আমাদের জাহাজে উঠবেন। 'ওকে ভয় দেখালাম, বিরাট সূঁচ দিয়ে ডাক্তার ওর মাংসভেদ করবে।' ও জিজ্ঞেস করলে, 'আর তোমার?' 'আমার আবার ভয় কি? আমরা ইণ্ডিয়ানরা ছয় বছর কলেরা-টাইফয়েডের ইঞ্জেকসন নিয়ে থাকি।' তারপর কলেরা ভাইরাসের কীর্তিকাণ্ড সম্বন্ধে এমন একরাশ মিথ্যা

বক্তৃতা করলাম যে শুনতে পেলে স্বয়ং ওলাই বিবিও কানে আঙুল দিতেন।

দেড়টা নাগাদ বাজনা বন্ধ হলো। কেউ না নাচলে বাজনাদাররাই বা আর উৎসাহ পাবে কোথায়? তখন সারা লাউঞ্জে আমরা মাত্র ছজন। ষষ্ঠজন বাদ্যকারদেরই একজন। হঠাৎভাবে মনে হলো অ্যালিসকে ওর মনে ধরেছে। হয়ত গ্রীক রক্তেরই কারসাজি। অ্যালিসের সম্মানে সে নিয়ে এলো এক বোতল ওয়াইন ও গুটিকয় আপেল।

তারপর মদ্যপান চললো ভোর চারটে অবধি। হঠাৎ দূরে কতগুলো আলো দেখতে পেয়ে বাদ্যকার মশায় বললেন, আমরা এখন এলবার পাশ দিয়ে যাচ্ছি। ইতিহাসে এলবার একটি বিশেষ স্থান রয়েছে তাই সকলে চেয়ার ছেড়ে উঠে জানালার কাছে দাঁড়ালাম। অন্য কে কোথায় দাঁড়িয়েছিল জানি না। তবে লীন দাঁড়িয়েছিল আমার পাশে। বলতে গেলে বুক ঘেঁষে।

তারপর এক সময় দূরের আলোগুলো দিগন্তে মিলিয়ে গেলো। অন্যরা যে যার জায়গায় ফিরে গেলো। লীন বা আমি কেউই নড়ে যেতে পারছিলাম না। স্কার্ট-পরিহিতা ইংরেজিনীকে সেই মুহূর্তে মনে হচ্ছিল যেন বধূ-রাঙালিনী।

॥ একুশে মে ॥

গতকাল ডায়ারি লেখার অবকাশ মেলেনি। মনে হয়েছিল এতে তিনকন্যাই খুশি। বাংলায় লিখছি, ওরা কিছু বুঝতেই পারছে না। অথচ মাঝখান থেকে গল্পগুজবে ব্যাঘাত ঘটছে।

এ প্রসঙ্গে অ্যালিস একসময় জানতে চেয়েছিল, ডায়ারিটা ছাপা হবার সম্ভাবনা আছে কিনা। বলেছিলাম, 'হতে পারে। তবে তার আগে আমার বিখ্যাত হওয়া দরকার।' বললে, 'আচ্ছা, ছাপা হলে কি টাইটেল দেবে?' 'কেন? Alice in the Mediterranean—' শুনে বেশ খুশি হয়েছিল।

ডায়ারি না লিখতে পারার একটি কারণ হলো, ঘুম থেকেই উঠেছিলাম দুপুর গড়িয়ে যাবার পর। সারারাত না ঘুমানোর শাস্তিস্বরূপ লাঞ্চটিও মিস করেছিলাম। বিকেল দুটো থেকে চারটে অবধি জাহাজ নেপল্‌সে নোঙর করেছিল।

যাঁরা কলেরার ইঞ্জেকসন নেবেন তাঁদের বাদ দিয়ে বাকি সকলেই আড়াইটের মধ্যে নেপলস দেখতে বেরিয়ে গিয়েছিলেন। ইঞ্জেকসন পর্বের পরও একটি ঘণ্টা হাতে ছিলো।

জয় মা কালী বলে ব্লু কার্ড'টি হাতে নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিলাম। সঙ্গে জুটেছিলেন সস্ত্রীক আমার কেবিন সঙ্গীটিও। রাস্তায় পা দেবার সঙ্গে সঙ্গেই একজন ছুটে এসে ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে জানতে চাইল আমরা 'সিম্ফিয়ার' যাত্রী কিনা। বললে সে সিম্ফিয়ার কর্মচারী। জেনোয়াতে জাহাজে উঠেছে। স্ত্রীর জন্য একটা ব্যাগ কিনবে।

আমরা যদি ওর সঙ্গে যাই তবে কম ট্যাক্সি ভাড়ায় শহরটা দেখে আসতে পারবো। আমিও মিঃ স্যাণ্ডার্স ব্যাপারটা আঁচ করতে পেরেছিলাম। কিন্তু আমাদের কিছু বলবার সুযোগ না দিয়ে মিসেস স্যাণ্ডার্স ওঁকে আমি ইতিমধ্যেই বৌদি সম্বোধনে আপ্যায়িত করে ফেলেছিলাম — তার সঙ্গে দরদস্তুর আরম্ভ করে দিলেন। বুঝলাম, মোটারকমের আক্কেল-সেলামি কপালে আছে। যাহোক, শেষ পর্যন্ত আমরা ওর সঙ্গে নেপল্‌স্ দর্শন করেছিলাম বটে, তবে খুব একটা ঠকাতে পারেনি ইতালিয়ানের বাচ্চা।

শুধু অ্যাল্পিসদের সঙ্গে সঙ্গে বসে বসে গল্পই করিনি। বিভিন্ন রকম নাচের খেলাতেও যোগ দিয়েছিলাম। একটা খেলা হলো, বাজনার সঙ্গে নাচতে হবে কিন্তু থামার সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গিনী বদল করতে হবে।

আরেকটা হলো, পুরুষরা এক হাঁটু গেড়ে বসবে, সুন্দরীরা বাজনার তালে তালে চারপাশে ঘুরবেন। বাজনা থামার সঙ্গে সঙ্গে এক একজন পুরুষের হাঁটুতে বসবেন। ম্যাসিকাল চেয়ার এর পরিবর্তিত রূপ আর কি। আমার কোলে বার বার এক বিলাতি টুনটুন না বসলে হয়তো কম্পিটিশনটা জিততেও পারতাম। কেন যে তাঁর এই কালোবদনকে পছন্দ হয়েছিল সেটা আজও আমার কাছে রহস্যই রয়ে গিয়েছে।

যাহোক, আজ পুরো দিনরাত আমাদের সমুদ্রে কাটাতে হবে। আমি বেসরকারীভাবে প্রস্তাব করেছিলাম, প্রাচীন সভ্যতার উপর একটা প্রতিযোগিতার (quif) বন্দোবস্ত করলে কেমন হয়। দেখলাম, কারোই তেমন উৎসাহ নেই। আসলে পুরনো স্মৃতিচিহ্ন দেখতে বেরিয়েছেন বলেই যে তাদের ইতি কথাও জানতে হবে তেমন চিন্তা অনেকের মাথায়ই ঢোকেনি। ম্যারাথন যুদ্ধে গ্রীক-বাহিনীর সৈনাপত্য কে করেছিলেন; সম্রাট অশোকই বা কে এসব নিয়ে মাথাঘামানোর সময় কোথায়?

জাহাজী ক্রুইজ এর একটা মস্ত অসুবিধা টের পাচ্ছি। স্থানীয় লোকের সংস্পর্শে আসার সম্ভাবনা বলতে গেলে নেই। তাই খাবার-টেবিলে যাঁরা বসছেন বিশেষত যাঁরা

আমাদের দলের বাইরের — তাঁদের সঙ্গে বাক্যালাপের সবটুকু সুযোগের সদ্ব্যবহার করছি। আপাতত, আমার ভোজনসঙ্গী হচ্ছেন এক ইংরেজ দম্পতি ও এক ব্রাজিলিয়ান ভদ্রলোক।

ব্রাজিল সম্বন্ধে আমার জ্ঞান অতিমাত্রায় সীমিত। জানি কেবল ওটা বিরাট দেশ, লোকসংখ্যা অত্যন্ত কম, এবং সর্বোপরি ফুটবল যাদুকর পেলের জন্মস্থান। ভদ্রলোকের মুখে শুনলাম কেমন করে ব্রাজিল সাদা-কালোর সমস্যাটি এড়াতে সক্ষম হয়েছে তার বিবরণ ওঁর নামটিও বিচিত্র। রডরিগো মুলার। প্রথমাংশ পর্তুগীজ, শেষাংশ জর্মন।

ওঁর ভবিষ্যৎ বংশধরদের নামে যে আরো বৈচিত্রের সংযুক্ত ঘটবে সে আভাষও পেলাম। তিনি আপাতত কায়রো-নিবাসী। চাকুরি করেন মিশরীয় বেতার বিভাগে। মিশর কুমারীর পাণিগ্রহন করে একবছর কায়রোতে একবছর রিয়োতে কাটাচ্ছেন।

ওঁদের কন্যাটির নাগরিকত্ব নিয়ে আপাতত সমস্যা দেখা দিয়েছে। মিশরীয় আইনের সাফ কথা, পিতার নাগরিকত্ব শিশুতে বর্তায়। আর ব্রাজিলের আইন বলে, যেহেতু ওর জন্ম হয়েছে ব্রাজিলের বাইরে সুতরাং ব্রাজিলের নাগরিকত্বে ওর অধিকার নেই। জানতে ইচ্ছা করে এ সম্বন্ধে আমাদের দেশের আইন কি বলে।

অন্য অনেকের মতই ইংরাজ দম্পতিটিও ভারতবর্ষে যেতে চান। বাধা কেবল দূরত্ব ও টিকিটের কড়ি জোগাড় করা। তাজমহলের কথা উল্লেখ করেছিলেন। আমি দেখিনি বলায় অবাক হয়েছিলেন। বলেছিলেন, এমন রোমান্টিক সৃষ্টি নাকি আর কোথাও নেই।

পূর্ণিমা নিশীথে হনিমুন দম্পতিরা প্রচণ্ড ভিড় করে শুনে স্ত্রীটি তাঁর স্বামীকে বলেছিলেন, 'দেখেছো, ভারতবর্ষে এখনো রোমান্স আছে। আমাদের ছেলেমেয়েরাও চিনেছে কেবল সেক্স।'

(ক্রমশ)

"বিপন্ন সুখ"

— অমিয় মুখোপাধ্যায়।

(বাঁকুড়া)

সন্ধ্যার আবছায়া অন্ধকারে দাওয়ায় বসে নির্মলা তার চার মাসের মেয়েটাকে ঘুম পাড়াচ্ছিল, আর কারো সাড়া পেলেই সদর দরজারদিকে তাকাচ্ছিল। সেই বিকেলে নরেনকে ঘোষাল মশাই-এর দোকানে সে চালের জন্য পাঠিয়েছে, এখনও পর্যন্ত ফেরার নাম নেই। সেই চাল এলে পর রান্না বসাবে, ভাত হলে তবেই ছেলেমেয়েদের মুখে দিতে পারবে।

নির্মলা নিজে আজকাল বের হ'তে পারেনা কোথাও, ময়লা, ছেঁড়া কাপড়ে সবলজ্জাটুকু ঢেকে রাখা সম্ভব হয়না তার, তাই সব জায়গায় সে তার বছর দশকের ছেলে নরেনকেই পাঠায়। মেজো মেয়ে সরমা বছর ছ'য়ের, কিন্তু খাওয়া ও খেলা ছাড়া আর কোন কাজে সে এগুতে চায়না। চার বছরের পুপু, সব সময়েই তার একটা না একটা কিছু খাবার বায়না আছেই। আর কোলের এই মেয়েটা, এসব চাওয়া চিন্তার বাইরে এখনও কেঁদে উঠলে কোলে তুলে মাই দিলেই চুপ। দেখতে দেখতে তিনটে মাস পার হয়ে যায়।

শুরু হয় আর একটা মাস। এক একটা মাস এসেছে, আর নির্মলা তার প্রতিটি দিন গভীর আগ্রহে স্বামীর কাজ ফিরে পাওয়ার খবরের প্রত্যাশা করেছে। তবুও এর মধ্যে কোন একটা খবর আসেনা তার। এ দীনতা আরও কতদিন তাকে বইতে হবে কে জানে?

* * * * * *

বোশেখ তখন সবে শেষ হয়েছে। জ্যৈষ্ঠের প্রথম কি দ্বিতীয় দিন। সেদিন দুপুরের পর থেকেই আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নেমেছে। তার সাথে প্রচণ্ড ঝড়। নির্মলা তখন আঁতুড়ে। সেই ঝড় বৃষ্টি মাথায় করে সন্ধ্যের কিছু আগে বাদল ঘরে এল।

দাওয়ায় উঠে ভিজে জামাটা খুলতে খুলতে বাদল ডাকল, 'নরেন'। ডাক শুনে ঘরের ভেতর থেকে নরেন, সরমা পুপু বেরিয়ে এল। দাওয়ার অপর পাশটা ছিটে বেড়া দিয়ে ঘিরে যেখানটায় রান্না হ'ত, সেখানে এখন সদ্য জাত মেয়েকে নিয়ে নির্মলা থাকে, সেও বাদলের সাড়া পেয়ে দরজার সামনে এসে বসে। নরেন বলে, 'বাবা তুমি একেবারে ভিজে গেছ'

—হ্যাঁ বাবা যা বৃষ্টি শুরু হয়েছে—তোর মায়ের একটা শাড়ী দে তো, ভিজে কাপড়টা ছাড়ি'

বাবা, আমার কি সুন্দর ছোট একটা বোন হয়েছে। দেখবে চল, মা বোনকে নিয়ে রান্নাঘরে শুয়ে আছে।' বলেই বাবার হাত ধরে সরমা সেদিকে টানতে থাকে। নির্মলা ঘোমটা আরও একটু টেনে নিয়ে কোলের মেয়েটার দিকে সস্নেহে চেয়ে থাকে।

—'দেখছি মা, দেখছি। আগে ভিজে কাপড়টা ছেড়ে নিই।'

'বাবা আমার জন্যে বিস্কুট এনেছো, লেবু?' পুপুর প্রশ্ন।

—'আগে তুমি বল, আর দুষ্টুমি কর কিনা, মাকে জ্বালাতন কর কিনা?'

—'আমি তো বোনকে আদর করি।'

—'আচ্ছা। তবে তো তোমাকে এক্ষুনি বিস্কুট দিতে হয়।'

খুশী হ'য়ে পুপু ছুটে গিয়ে মায়ের কোলের ওপর আছড়ে পড়ে। শশব্যস্ত হয়ে নির্মলা দুহাতে ধরে তাকে সামলে নেয়। 'করিস কি, করিস কি, বোনের লাগবে যে, বোন কাঁদবে এই বুঝি তোর বোনকে আদর করা?'

কাপড় ছেড়ে, ভিজে ব্যাগটা থেকে বিস্কুটের একটা প্যাকেট ও দুটো লেবু বের করে একটা লেবু ও দুটো বিস্কুট পুপুর হাতে দিয়ে বিস্কুটের বাকি প্যাকেটটা ও একটা লেবু বাদল আঁতুড় ঘরের দরজায় নির্মলার সামনে নামিয়ে দিয়ে বসল, একটু লজ্জা পেয়ে নির্মলা ওগুলো একপাশে সরিয়ে রেখে বলল, 'আমি বুড়ো মাগী আবার লেবু বিস্কুট কি খাবো? থাক ওগুলো, পুপু খাবে, ও খেতে ভালবাসে। তুমি না আনলে তো আর খেতে পায়না।'

'ওকে তো দিলাম আমি। না, ওগুলো

তুমি থাবে। এখন বেশ ভাল আছো তো? কোন কষ্ট পেয়েছিলে নাকি?'

সস্নেহে মেয়ের মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে নির্মলা বলে না, কষ্ট দেয়নি আমাকে। বাচ্ছা আমার অভাবের সংসারে নিজেই কষ্ট পেতে এল। তুমি কেমন আছে? এমন সময়ে তো কখনও আসোনা? মাস শেষ হ'তে তো এখনও দেরী আছে।

'অসময়েই এলাম। মাসের শেষে আসতে পারবো কিনা তার ঠিক নেই। আমাদের জুট মিল এ এবার মালিকদের সাথে আমাদের বেতন বাড়ানো নিয়ে খুব মন কষাকষি চলছে। আমরাও সহজে ছেড়ে দেবোনা। আমাদের সমস্ত শক্তি নিংড়ে পুরো কাজ আদায় করে নিয়ে বছরের পর বছর মালিকরা ফেঁপে উঠছে, আর আমরা দুটো পয়সা বেশী চাইলেই রাঙা চোখ দেখাবে, আমরা সেটা বরদাস্ত করবোনা। ঠিক করেছি, আমরা, শ্রমিকরা এবার বড় রকমের আন্দোলনে নামবো। মালিকদের ঘেরাও করবো, ধর্মঘট করবো।

বাদলের কথা শুনে বিস্ময়ে, আতঙ্কে নির্মলার চোখ দুটো ঠেলে বেরিয়ে আসতে চায়। 'সে কি গো। কলকাতায় আজকাল এই 'ধর্ম্মঘট' ঘেরাও — এসব করলে নাকি পুলিশে মার ধোর করে, গুলি চালায়। শেষে তোমার যদি কিছু হয়? তুমি না থাকলে আমি কি সুখে থাকবো বল? তুমি যে বলেছিলে নরেনকে অনেকদূর অব্দি লেখাপড়া শেখাবে, সরমাকে নাচ শেখাবে, গান শেখাবে, ভাল ঘরে বিয়ে দেবে। তুমি না থাকলে কে শেখাবে নরেনকে লেখাপড়া? কে দেবে সরমার ভালঘরে বিয়ে? দোহাই তোমায়, তুমি যেন ও সবের মধ্যে যেওনা। কাজ নেই তোমার আর কলকাতার গিয়ে।'

ফিরে আমাকে যেতেই হবে নির্মলা। সাড়ে সাতশো শ্রমিকের নেতৃত্বের ভার আমার ওপর। ঘরে বসে থাকা আমার, আমার চলবেনা। কালই আমাকে ফিরতে হবে কলকাতায়। বাঁচার মত বাঁচতে হ'লে লড়াই করেই আমাদের বাঁচতে হবে। এ দুনিয়ায় কেউ তোমাকে জায়গা ছেড়ে দেবেনা নির্ম্মলা, লড়াই করে তোমাকে জায়গা করে নিতে হবে। আর তবেই তুমি বাঁচতে পারবে।'

দুঃখে, অভিমানে চোখ দুটো জলে ভরে ওঠে নির্মলার। ঠোঁট দুটো কাঁপতে থাকে। 'এমন যে হবে, এ আমি অনেক আগেই টের পেয়েছিলাম। কলকাতায় যখন চাকরী পেলে, তারপর থেকে তুমি যেন অন্য মানুষ হ'য়ে গেলে। বাড়ী এলে এমনি অনেক

বড় বড় কথা বলতো, যার অনেক কিছুই আমি বুঝতামনা, এখনও বুঝিনা। সে সব কথা শুনে আমার কেমন যেন ভয় ভয় করতো। আজ বুঝলাম, আমার কপালে আর সুখ নেই।' আঁচলে মুখ ঢাকে নির্মলা। শরীরটা কেঁপে কেঁপে ওঠে।

কেঁদোনা নির্মলা, শোন।' নির্মলার হাত দুটো চেপে ধরে বাদল। 'আমি আবার ফিরে আসবো। তুমি মিথ্যে মন খারাপ কোরনা। আমরা তো বাঁচার মতই বাঁচতে চাই নির্মলা। দেখে নিও, আমি জিতবোই। তোমার জন্যে,- আমার ছেলে মেয়েদের জন্য একটু সুখ, একটু সচ্ছলতা, আর পাঁচ জনের মত যদি আমিও খুঁজি, তবে সেটা কি অন্যায় নির্মলা?' কাপড়ের খুঁট থেকে কতকগুলো টাকা বের করে নির্মলার হাতে দিয়ে বলে, 'এই ষাটটা টাকা রেখে দাও। এ মাসে বেতন কবে পাবো তার ঠিক নেই। একজনের কাছে ধার করলাম। কালই আমি কলকাতা যাচ্ছি। তোমরা সব সাবধানে থাকবে।'

তারপর তিনটে মাস পার হ'য়ে গেল, বাদলের কোন খবর পায়নি নির্মলা। তবুও প্রতিটি দিন স্বামীর খবরের জন্য উন্মুখ হ'য়ে থাকে সে।

'মা', নরেনের ডাকে উঠে দাঁড়ায় নির্মলা। 'সন্ধ্যে পার হ'য়ে গেছে কখন, এখনও যে আলো জ্বালোনি?

'এইযে জ্বালি বাবা, খেয়াল হয়নি এতক্ষণ। মনটারই যে কোন ঠিক নেই আমার সেই যে মানুষটা চলে গেল, আজ পর্যন্ত কোন একটা খবর পেলামনা তার। তুই ফিরতে যে এত দেরী করলি বাবা?'

ঘোষাল কাকার দোকানে খুব ভীড় ছিল মা। ভীড় কমতে আমি ঘোষাল কাকাকে বললাম 'ঘোষাল কাকা, মা এক কিলো চাল দিতে বলেছে।' ঘোষাল কাকা বললে, 'তিন মাসে তো একটা কানা কড়ি দিলেনা, চালটা কি এমনি আসে? আমি আর ধার-টার দিতে পারবোনা বাপু।' আমি চলে আসছিলাম, ঘোষাল কাকীমা আড়াল থেকে আমাকে ডেকে ঘরে নিয়েগিয়ে এই চালগুলো দিয়ে বললে, 'তোর কাকার কথাগুলো মাকে গিয়ে যেন বলিসনা বাবা, শুনলে দুঃখ পাবে।'

—ঘোষাল ঠাকুরপোর আর দোষ কি বাবা? দুটো পয়সা আমার জন্যেই তো ব্যবসা করছেন। সত্যিই তো, তিন মাসের ধার শোধ হয়নি, তার ওপর আর কেন ধার

দেবেন? ঘোষাল দিদির মত মানুষ হয়না। ওনার দয়ার শরীর। আপদে-বিপদে উনি অনেককেই দয়া করেছেন।

—'ঘোষাল কাকা বড়লোক, না মা? ওর অনেক টাকা আছে। এই য্‌-যা! আজতো পিওন কাকাকে জিজ্ঞাসা করিনি মা, বাবার টাকা এসেছে কিনা? আজ তো ইস্কুল যাবা মাত্রই ছুটি হ'য়ে গেল। স্যাররা বললেন, আজ আমাদের ষ্ট্রাইক, ইস্কুল আজ বসবেনা, তোমরা সব বাড়ী চলে যাও। আমরাও বাড়ী চলে এলাম। পিওন কাকার কথা মনেই ছিলনা।'

—'টাকা এলে কি আর তোর পিওন কাকা না দিয়ে যান বাবা, এলে ঠিকই দিয়ে যেতেন। মন মানেনা তাই বলি; ইস্কুল যাসতো, ফেরবার সময় পিওন কাকাকে জিজ্ঞাসা করিস।'

—'পুজোর আগে বাবা ঠিক আসবে, দেখো। চার মাসের টাকা নিয়ে আসবে। আমি কিন্তু এবার পুজোয় ফুলপ্যান্ট নোবো মা।'

—'পাগল ছেলে। কোথায় কি তার ঠিক নেই, এখন থেকে পুজোর বায়না। কত জায়গায় ধার আছে বলতো? সে গুলো তো শোধ করতে হবে।'

—'আমার ইস্কুলের তিন মাসের বেতন বাকি মা। পনের টাকা। হেডস্যার খুব বকা বকি করেন। রোজই বলেন, বেতন না আনলে কাল থেকে আর ইস্কুলে এসোনা'

সত্যি সত্যিই একদিন স্কুল ছেড়ে চলে আসতে হয় নরেনকে। সেদিন প্রথম পিরিওডে এই হেডমাষ্টার মশাই নরেনের ক্লাশে ঢুকলেন।

—'তোমার বেতন এনেছো নরেন?'

—'এখনও বাবার টাকা আসেনি স্যার।'

'তার জন্যে কি স্কুলকে সাফার করতে হবে? তোমাকে বলেছিলামনা, বেতন না নিয়ে স্কুলে আর এসোনা?'

আমার আস্তিনে চোখ মুছতে মুছতে বই খাতা তুলে নিয়ে বেরিয়ে আসে নরেন। বাড়ীর পথে যেতে যেতে ভাবে, আজ যদি তার বাবা এসে যায়, তবে বেতনের টাকা নিয়ে কাল থেকেই সে আবার ইস্কুলে আসতে পারবে। বাড়ীর পথ ছেড়ে আবার কি ভেবে ষ্টেশনের দিকে পা বাড়ায় সে। আধ মাইল পথ হেঁটে ষ্টেশনে যখন সে

পৌঁছুলো, কলকাতা যাবার গাড়ী তখনও পার হয়নি। একটা খালি বেঞ্চের ওপর বসে পড়ে সে। বাড়ী ফিরে যেতে ইচ্ছে করছিলনা তার। বিকেলের শেষ ট্রেনটা দেখে সন্ধ্যের দিকে বাড়ী ফিরল।

- 'আজ ফিরতে যে তোর এত দেরী হল নরেন?' নির্মলা জিজ্ঞাসা করে।

কিছুক্ষন চুপ করে থেকে নরেন বলে, 'আজ হেডস্যার, আমাকে ইস্কুল থেকে বেতন নিয়ে যাযনিবলে বের করে দিয়েছেন মা।'

আঁতকে ওঠে নির্মলা ছেলের কথা শুনে। বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে তার সব ব্যথা যেন নিজে অনুভব করতে চায়। পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে বলে, 'তোকে তো তিনি অনেক দিনই বারণ করে দিয়েছেন বাবা। তুই শুনিসনি কেন? কোথায় ছিলি আজ তবে সারাটাদিন?'

—'ষ্টেশনে গিয়াছিলাম মা। ভাবলাম আজ যদি বাবা আসে।'

একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে ছেলেকে ছেড়ে দেয় নির্মলা। বলে, 'কাল থেকে তবে আর ইস্কুলে যাসনা বাবা।'

বিশ/পঁচিশ দিন হ'য়ে গেল নরেন আর স্কুলে যায়না। তবু কি যেন একটা আকর্ষণে ষ্টেশন যাওয়ার লোভটা সে ছাড়তে পারেনা। যেদিন যেমন জোটে চিড়ে, মুড়ি, কচিৎ কখনও ভাত, দুটি খেয়েনিয়ে ষ্টেশন চলে যায়। ফেরে সেই সন্ধ্যায়। একটা দুর্নিবার আশায় সে বুক বেঁধে নিয়েছে—পুজোর আগেই তার বাবা আসবে আজও সে যাবার জন্য ব্যস্ত হ'য়ে পড়ে। নির্মলা বলে, দাড়া, কিছু খেয়ে তবে তো যাবি? আজকাল তো আর কারো বাড়ী কিছু চাইতে যেতে পারোনা। সরমাকে ঘোষাল দিদির কাছে পাঠিয়েছি, সে ফিরে আসুক।

তবু তর সয়না নরেনের। সরমা ফেরার আগেই সে লুকিয়ে বেরিয়ে পড়ে। ষ্টেশনে এসে দেখে কলকাতা থেকে ফেরার গাড়ীটা সবে এসে দাঁড়াচ্ছে। দেরী করে ফেলেছে সে আজ। প্লাটফর্মে উঠে কিছুটা যেতেই টীষ্টলের সামনে তাদের স্কুলের ক্লাশ ইলেভেন্-এর দীপেনকে দেখতে পায়। সে একটা সিগারেট ধরাচ্ছিল। দীপেনের কাছে গিয়ে দাঁড়ায় নরেন। 'আমাকে চার আনা পয়সা দেবে দীপেনদা, একটা পাউরুটি খাবো? কিছু খেয়ে আসিনি আজ।'

— স্কুলে যাবিনা আর'? দীপেন জিজ্ঞাসা

করে

-'বাবা এলেই যাবো।'

দীপেন একটা সিকি ফেলে দেয় নরেনের হাতে। খুশী হ'য়ে নরেন সেটা পকেটে ভর ফিরে দাঁড়াতেই দেখে, ঘোষাল কাকা তার সামনে দাঁড়িয়ে। কলকাতা গিসলেন বোধ হয়। চোখাচোখি হতেই বললেন, 'বলি এলাইনে কদ্দিন ঢুকলে হে ছোকরা? কত করে হয় রোজ?'

—'আমি কি ভিক্ষে করি নাকি? ও তো দীপেনদা; আমাদের ইস্কুলে উঁচু ক্লাশে পড়ে। কতদিন টিফিনে কত ছেলেকে ও খাওয়ায়।

ঘোষাল মশাই আর দাঁড়ালেন না সেখানে। তাঁর এই ঈঙ্গিতটা ভাল লাগলোনা নরেনের। ষ্টেশনে আসার আনন্দটাই আজ মাটি হ'য়ে যায় তার। সন্ধ্যের আগেই বাড়ী ফিরল সে।

এই তুচ্ছ ঘটনাটা ঘোষাল মশাই বাড়ী গিয়ে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে স্ত্রী.ক প্রকাশ করেন। দুপুরে বেড়াতে এসে ঘোষাল মশাই-এর স্ত্রী নির্মলাকে অভিযোগ করেন, 'শেষে কিনা ভাই দুধের ছেলেকে ভিক্ষে করতে পাঠালে!' নির্মলা যেন আকাশ থেকে পড়ে। নরেন ভিক্ষে করতে যায়! তীব্র মানসিক আঘাতে বিমূঢ় হ'য়ে যায় সে। নরেন বাড়ী ঢুকেই দাওয়ায় উঠতেই নির্মলা তার চুলের মুঠিটা চেপে ধরে। একটা ঝাঁকানি দিয়ে বলে, 'বল তুই, রোজ রোজ কি করতে ষ্টেশনে যাস? শেষে কিনা তুই ভিক্ষে করে বেড়াস। ঠাকুরপো আজ নিজের চোখে দেখে এসেছে।'

'আমি ভিক্ষে করিনি মা! ও আমাদের ইস্কুলের দীপেনদা, ও আমাকে—' একটা থাপ্পড় এসে পড়ে নরেনের গালে। তারপর পিঠে, মাথায় আরও গোটা কতক।

'ফের মিথ্যে কথা? বাড়ীতে বসে থাকি বলে কোনদিন কিছু জানতে পারবো না ভেবেছিস? ওরা, মিছে কথা বলছে না? গরীব বলেকি আমাদের মান সম্মানও থাকতে নেই?' চরম অপমান বোধে নির্মলা যেন মরিয়া হয়ে ওঠে। কাছেই পড়ে থাকা একটা ভাঙ্গা ছাতার বাঁট তুলে নিয়ে মারতে গেলে হাত ছাড়িয়ে দাওয়া থেকে উঠোনে লাফিয়ে পড়ে নরেন। অনাহারে অপুষ্ট শরীরে নির্মলা টাল সামলাতে পারেনা। উঠোনে সরমার ছড়ানো খেলনা গুলোর ওপর পড়ে গিয়ে জ্ঞান হারায়। কপালের অনেকখানি কেটে গিয়ে দরদর করে রক্ত ঝরতে থাকে। নরেন ছুটে আসে মায়ের কাছে। সরমা, পুপু এতক্ষণ ভয়ে চুপ করে

ছিল, তারা মায়ের এঅবস্থা দেখে কান্না শুরুকরে।

—'মা ওঠো, ও মা তুমি কথা বলছোনা কেন?' মাকে ঠেলা দেয় নরেন। কেঁদে ফেলে সে। 'ও মা' আমি আর কখ্-খনও তোমার অবাধ্য হবো না, তুমি কথা বল মা।'

—কি হ'লরে নরেন, কি হ'ল?' জামা কাপড়ের কতকগুলো প্যাকেট হাতে বাদল বাড়ী ঢোকে।

—'বাবা' বাবা তুমি এসেছো। মা দাওয়া থেকে পড়ে গিয়ে কথা বলছেনা বাবা।'

হাতের প্যাকেটগুলো ছুড়ে ফেলে দিয়ে নির্মলার মাথাটা কোলে তুলে নিয়ে বসে বাদল নির্মলার মলিন, শীর্ণ চেহারাটা দেখে চোখে জল এসে যায় তার। ভাঙা ভাঙা গলায় বলে, 'আমি এসেছি নির্মলা, ওঠো; দেখ আমি ফিরে এসেছি।' দুহাতে মুখখানা চেপে ধরে নির্মলার। মুখের কাছে মুখ নামিয়ে বলে 'আমি জিতেছি নির্মলা, আমি জিতেছি। আবার বাঁচবো আমরা, তুমি, আমি—আমাদের ছেলেমেয়েরা, আমরা সবাই আবার মাথা তুলে দাঁড়াবো।'

চোখ খোলে নির্মলা। বাদলের মুখের দিকে তাকিয়ে কি যেন খুঁজতে থাকে সে।

বুদ্ধির খুব উচ্চ বিকাশ হইলেও যে সঙ্গে সঙ্গে তদনুযায়ী আধ্যাত্মিক উন্নতিও হইবে; ইহার কোন অর্থ নাই; বরং আমরা প্রায় সর্বদাই দেখিতে পাই, বুদ্ধির যতটা উন্নতি হইয়াছে, আত্মার সেই পরিমাণে অবনতি ঘটিয়াছে।

—বিবেকানন্দ।

সংগ্রাহক— ৬৭৫৮ বিমল কুমার পাল।

এমনও হয়

—পুলিন চক্রবর্ত্তী।
(আসাম)

আর যাই হোক না কেন, অতি-আধুনিক (মাঝে মাঝে আধুনিকও বটে) লেখকেরা প্রেমের গল্প লিখে আমাদের মত সাধারণ ? এবং অতি-সাধারণ ? মানবকুলকে প্রেমের সুড়সুড়ি দেওয়ার অলৌকিক ক্ষমতার সম্পূর্ণ অধিকারী।

অনর্থক লেখককুলকে (বিশেষ শ্রেণীর) দোষারোপ আমি করিনা,—বা, সে অধিকারও আমার নেই। কিন্তু তবু করছি, করছি এজন্য-ই যে, একবার একজন অত্যাধুনিক লেখকের (আসল নাম উহ্য থাকে) প্রেমের উপন্যাস আমাকে প্রেমের সুড়সুড়ি দিতে দিতে মনটাকে একেবারে বিষিয়ে দিয়েছিল। এ' অবস্থায় আমি পুঁটুদার সাহায্যপ্রার্থী হ'লাম পুঁটুদা, সম্পর্কে আমার পাড়াতুতো দাদা। এখানে এসে প্রায় পাশাপাশি বাড়ীভাড়া ক'রে আছি। তাই এ বিদেশ-বিভুঁয়ে তিনি-ই আমার অভিভাবক, - বিপদে-আপদে তিনিই আমাকে উপদেশ দিয়ে থাকেন (সং অসৎ দুই-ই) ... পুঁটুদা আমার সবকথা মনোযোগ সহকারে শুনে একটু ভেবে বললেন।

: প্রেম করবি ? ... তা উপায় একটা আছে বৈ কি। অবশ্য এটা আমার ব্যক্তিগত কিছু নয়— এ ধার করা বুদ্ধি বুদ্ধিটা আমার পিসতুতো বৌদির মাসতুতো বোনের দেওরের। কিন্তু আমি কথা আর বাড়াতে না দিয়ে প্রায় অধৈর্য্য হ'য়ে বললাম—

: ভনিতা রেখে আসল কথাটা পাড় দিকিন।

: বুদ্ধিটা হল পেনফ্রেণ্ডশিপ করা—

: ওটা আবার কি ? — আমি বোকা বোকা সুরে প্রশ্ন করলাম।

: পত্র মিতালী; বুঝছিস ?

আমি কোন সাড়া দিলামনা। পুঁটুদা তাই বলে চললেন—

অর্থাৎ পত্রিকা থেকে কোন মেয়ের ঠিকানা টুকে এনে একটা চিঠি ঠুকে দে। ব্যাস্— আমি বোকার মত অনেক কিছুই ভাবছিলাম। তারপর পুঁটুদা আমাকে সব বুঝিয়ে, বলেছিলেন—

: তুই ভাবিসনা ভোলা। ঠিকানা আমি-ই জোগাড় ক'রে এনে দেবখন ·· দেখবি, পেন্-ফ্রেণ্ড, প্রেম্-ফ্রেণ্ড হ'তে চলেছে কদিনের মধ্যেই।

ক্ষণিকের জন্য মনের মধ্যে আনন্দের জোয়ার বয়ে গেল এই ভাবে যে, আমার জন্য প্রেম করার এই একমাত্র কুসুমাস্তীর্ণ পথ। অন্য উপায়ে (অর্থাৎ সাম্‌না-সাম্‌নি প্রেম নিবেদন, বা দৃষ্টি বিনিময়, ইত্যাদি) প্রেমের বাসনাকে সেদিন-ই বিসর্জন দিয়েচি যেদিন আমাদের পাড়ার মোটা কালো-হ্যাবড়া মুখো খেঁদি আমাকে অপছন্দ করল। কারণ আমার নাকি ভানাতেও রং-এর বাহার নেই, সুরেও সুরা নেই।

এরপর অনেকদিন কেটেছে একটা চাপা অস্থিরতায় এবং উদ্বিগ্নতায়। তারপর একদিন সাত্যই একখানা ঠিকানা নিয়ে পুঁটুদা হাজির হ'লেন। ঠিকানা দেখে মনে মনে ভাবলাম নামের তো বাহার আছে, অপর্ণা সেন,—তা কেমন হ'বে কে জানে? · এ নিয়ে আর বেশী আলোচনা সমালোচনা না ক'রে চিঠি লিখে ডাকঘরের লালরং (বিপদ সংকেত) এর বাক্‌সটার অন্ধকার গহ্বরে ফেলে এ নাম ····· যথাসময়ে সে চিঠির উত্তর এ'ল। আমাদের পরিচয় (আংশিক) হ'ল।

আরও কিছুদিন এ'ভাবে চিঠি দেওয়া-নেওয়া হ'ল আমাদের মধ্যে। কিন্তু অপর্ণার তরফ থেকেতো নয়ই, আমার তরফ থেকে আমিও সরাসরি প্রেমের কথা পাড়লাম না · · কিন্তু আমি অধৈর্য্য হয় উঠলাম। অপর্ণার চিঠির চাইতে স্বয়ং অপর্ণাকে পাওয়ার জন্য আমি মরিয়া হয়ে উঠলাম। কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা—কোন ফল হ'লনা।

অন্য প্রসংগ আমি যতই এড়িয়ে যেতে চাই, অপর্ণা ততই লেখে— তোমার সখের বিষয় কি? নেতাজীর অন্তর্ধান রহস্য সম্বন্ধে তোমার ধারনা কি?— কোন লেখকের গল্প তোমার সব চাইতে পছন্দ?— পশ্চিমবাংলার বর্ত্তমান রাজনীতি সম্বন্ধে তোমার কি ধারনা? —তুমি কি মনে কর পূর্ববাংলা, সত্য বাংলাদেশ হবে? — ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক কিছু, অনেক হিজিবিজি (?)। আমি ক্রমে অতিষ্ঠ হয়ে উঠে ছুটলাম পুঁটুদার কাছে। কারণ তিনিই আমার অগতির গতি। সবকথা শোনার পর নিশ্চিন্ত সুরে পুঁটুদা বললেন—

: ক'টা দিন আরও সবুর কর। দেখবি মেওয়া ফল্‌বেই ফল্‌বে। আমার বৌদির বোনের দেওর মদনের কথা তোকে তো বলেছি। মদনতো প্রেমে পড়েছিল প্রথম দু'একটা চিঠি আদান প্রদান ক'রেই। কিন্তু ও বাবা — পুরো একটি বছর পর শ্রীমতী ধরা দিলেন — মদনকে রীতিমত ভস্ম (?) করে ফেললেন। ·· একটা কথা জানিসতো, মেয়েদের বুক ফাটে তবু মুখ ফোটেনা।

আশ্বস্ত হ'লাম।

মেওয়া একদিন সত্যিই ফল্‌ল।

অপর্ণার চিঠি পেলাম। সে আমাকে ওদের ওখানে বেড়াতে যেতে লিখেছে—বার বার লিখেছে।

সুতরাং দে ছুট ছুটতে ছুটতে একেবারে গিয়ে হাজির হ'লাম পুঁটুদার ঘরে। এভাবে আমাকে দেখে আঁৎকে উঠলেন পুঁটুদা। তারপর খুব আগ্রহের সংগে চিঠিখানা আগাগোড়া পড়ে বিজয়োল্লাসিত সুরে একটা প্রশ্ন ছুঁড়ে মারলেন আমার দিকে—

: কবে যাবি ঠিক করলি?

: যাব ঠিক করেছি কিন্তু কবে যাব তা এখনও ঠিক করিনি। — আমার নির্বিকার উত্তর। কি যেন খানিকক্ষণ ভাবলেন পুঁটুদা। তারপর আমাকে ভাবগম্ভীর সুরে বললেন—

: এক কাজ কর তুই ওকে চিঠি লিখে জানিয়ে দে আমরা কদিনের মধ্যেই আসছি। কোথায় কোন পথে কি ভাবে গেলে ওর সাথে দেখা হবে তার সুনিপুন নির্দ্দেশ যেন সে লিখে পাঠায়।

: আপনি যাবেন? তা'হলেতো আরও মজা হবে। কিন্তু কবে যাব?

আমার প্রশ্নশুনে পুঁটুদা খিঁচিয়ে উঠলেন শুনিয়ে তোর মাথা ঘামাতে হবেনা। যা বল্‌লাম, তাই করগে। যা—

পুঁটুদার নির্দ্দেশানুযায়ী চিঠি লিখে যথাসময়ে অপর্ণার রসাল চিঠিতে ওদের বাড়ী যাওয়ার নিখুঁত নির্দ্দেশ পেয়ে গেলাম।

সবঠিক। যা বাকী, শুধু আমাদের যাওয়ামাত্র। পুঁটুদা যাবে, তাই যথাস্থানে পৌঁছুবার পূর্ব্বের এবং পরের রকমারি ঝকমারীর কথা আমি মোটেই ভাবিনি। ভাবছি শুধু অপর্ণার কথা। কল্পনায়, কথায়, আকারে, ইংগিতে শুধু অপর্ণার (না-জানা) রূপের মনভোলানো লাজুক-লাজুক ছবি এঁকেছি। তাহা, এ ও এক রোমান্স।—

আমাদের হাতে আর মাত্র একদিন বাকি। রাতটা পেরোলেই শুরু হ'বে আমাদের যাত্রা। সাদা-ধবধবে বিছানায় শুয়ে আমি আমার মানস প্রিয়া অপর্ণার চপল-চটুল দেহবল্লরীর রূপচর্চা মনেমনে কর ছিলাম। হঠাৎ দরজায় কড়ানাড়ার শব্দে টেম্পো নষ্ট হয়ে গেল। চাপা ক্রোধটাকে কোনমতে ধামাচাপা দিয়ে বিছানা ছেড়ে বন্ধ দরজার দিকে এগিয়ে গিয়ে ছিটকান খুলে ফেললাম। দেখলাম, দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে পুঁটুদার ছোকরা চাকর ভুতো। আমাকে দেখেই ও মিনমিনে স্বরে বলে উঠল — : বাবু আপনাকে যেতে বলচে এক্ষুনি।

: কেন রে? — আমি প্রশ্ন করলাম।

: বাবুর শরীর খারাপ করেছে।

ভুতোর কথা শেষ হওয়ামাত্র আর দেরী করলাম না। জামাটা কোনমতে কাঁধে ঝুলিয়ে ভুতোর পেছন পেছন প্রায় দৌড়ে রওনা হ'লাম।

পুঁটুদার বাড়ী পৌঁছে দেখি জ্বরে অচৈতন্য হ'য়ে পড়ে আছেন পুঁটুদা, শুশ্রূষা শুরু করে দিলাম। মাথায় ঘটির পর ঘটি জল ঢালিছি আর ভুতো বসে বসে সামনে হাওয়া করছে। ডাক্তার ডেকে এনে খুব অল্প সময়ের মধ্যে শরীর সুস্থ হ'য়ে উঠার জন্য ঔষধ দিতে বলায়, ও ভদ্রলোকও খেঁচিয়ে উঠলেন। ·· এ অবস্থায় আমি হালে পানি পেলামনা। কারণ জ্বরের সংগে ক্রমে অন্যান্য উপসর্গও দেখা দিচ্ছে। সুতরাং আমি ভাবছিলাম, এ মুহূর্তে আমার কি করণীয়। এ সুবর্ণ সুযোগ হেলায় হারাতে আমি না-রাজ।

তাই, পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী পুঁটুদাকে এ অবস্থায় বিদেশে বিভুঁয়ে একলা ফেলে রেখে আমি রওনা হয়ে গেলাম কার্য্য সিদ্ধির উদ্দেশ্য — প্রেমের রসে লীন হ'তে। তখন একবারও ভাবিনি আমার কর্ত্তব্য হীনতার কথা। কোন সুস্থবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ আমার এ কাজের জন্য ক্ষমা করবে না। এখন বুঝি কিন্তু, তখন বুঝতে পারিনি; কারণ, প্রেম আমাকে স্বার্থান্ধ করে ফেলেছিল। এর জন্য দায়ী সেই লেখককুল। তা'নয় ত কি? কারণ ···

সে থাক। ··

যথাস্থানে (ধরা যাক, 'যথাস্থানে' একটা জায়গার নাম। আসল নাম আপাততঃ চেপে গেলাম) যখন পৌঁছলাম সূর্য্য তখন ডুবে গেছে। পাহাড়ী উঁচুনীচু বাঁধান রাস্তাঘাট

লোকে লোকারণ্য। সাদা কালো, মিশকালো, মিহিকালো রং-এর দেশী বিদেশী মানুষের ভীড় সমস্ত পথ জুড়ে। একখানা দু'খানা ক'রে লাইট্ জ্বলে উঠছে এখানে ওখানে—উপরে-নীচে—ডাইনে বাঁয়ে—সাম্‌নে-পিছনে—চতুস্পার্শে। সে এক সুন্দর মনোরম দৃশ্য যার বর্ণনা চলে না। সুন্দর হলেও সে দৃশ্য বেশীক্ষণ উপভোগ কর্‌তে পার্‌লামনা, কারণ আমার এখন অপর্ণাদের বাড়ী খুঁজে বের করার তাড়া।

এখানে এর আগে আমি আর আসিনি। তাই এখানকার পথঘাট সবই আমার অচেনা। পকেটথেকে একতাড়া কাগজ বেরকরে তাথেকে আবিষ্কার (?) করলাম অপর্ণার চিঠিখানা। চিঠির যেখানটায় নির্দেশ দেওয়া আছে সেখানটায় দৃষ্টিটাকে আটকে দিলুম। বারবার কয়েকবার চিঠিখানা প'ড়ে অপর্ণার কথা অনুযায়ী ভাংগা পোষ্টঅফিসটাকে ডাইনে ফেলে বুড়ো বটগাছটার পাশ দিয়ে এগিয়ে এসে তিন মাথার মোড়ে এসে দাঁড়ালাম। তারপর বাঁয়ে বাঁক ঘুরে এলাম। রাস্তাটা সোজা চলে গেছে। কোথায় চলে গেছে জানিনা তবে রাস্তাটা ঠিক সমতলের উপরদিয়ে যায়নি, চড়াই উৎড়াই ভেঙ্গে খানিকটা সমতলে পড়েছে এইযা।

এই পথ ধরে ধরে আমি চলেছি তো চলেছি-ই। এ চলার এখন বিরাম নেই ... হঠাৎ খেয়াল হ'ল অপর্ণা লিখেছে বাস্ ষ্টেশনে থেকে ওদের বাড়ী নাকি মাত্র পনের মিনিটের পথ। কিন্তু আমি কতক্ষণ ধরে হাটছি। ঠিক খেয়াল করতে পারিনি। তবে পায়ের ব্যথায় ঠিক বুঝতে পারছি যে অনেকক্ষণ ধরেই আমি হেঁটে চলেছি। একটু ভাবনা হ'ল। পাছে লোকে কিছু বলে এভয়ও আছে, নইলে অপর্ণার চিঠিখানা একবার খুলে দেখে নিলেই সবল্যাঠা চুকে যেত। তা'না করে একটু এগিয়ে গিয়ে একদল ছোকরাকে গিয়ে প্রশ্নকরলাম (কারণ পাড়ার মেয়েদের খবর জ্যেঠা খুড়োদের চাইতে পাড়ার দাদা-ভাইরা বেশী রাখে কি না।) আচ্ছা মনি কুঞ্জ কোথায় বলতে পারেন?

আমাকে দেখে এবং আমার আকস্মিক, বে সুরো গলার, প্রশ্ন তা'দের মনে হয়তবা পালটা প্রশ্ন জেগেছিল। তারপর ● নিজেদের মধ্যে মুখ চাওয়া চাওয়ি ক'রে একজন অমায়িক সুরে, অথচ বিজ্ঞের ভংগিতে প্রশ্ন করল : না কাকে চাই বলুন না?

: এ এদিকেই থাকে সেনাকে চেনেন?

ওদের মধ্যে অনেক জল্পনা কল্পনা কার শেষ সিদ্ধান্ত উর্ণনিতে তায় বলল. অপর্ণ

সেন নামে কোন মেয়ে এ পাড়ায় থাকে বলে ওদের জানা নেই।

মহা ফ্যাসাদে পড়লাম। এখন এই মুহূর্ত্তে পুঁটুদার অভাব অনুভব করছিলাম। এবার বাধ্য হ'যে অপর্ণার চিঠিখানা আবার বের করলাম। দেখলাম লেখা আছে— তিনমাথার মোড়ে এসে বাঁয়ে মোড় নিয়ে কিছুদূর এগিয়ে এসে পুকুর পাড়ে দেখবে শুভ্র-শুভ্র একখানা গীর্জা দাঁড়িয়ে আছে। গীর্জার ঠিক পশ্চিমে আমাদের মণিকুঞ্জ দেখবে ঠিক মণির মতই জ্বল জ্বল করছে। চিঠিখানা রেখে এদিক ওদিক চেয়ে দেখি ওই দূরে গীর্জ্জার চূড়া দেখা যাচ্ছে। কখন যে আমি এখান দিয়ে এসেছি বলতে পারিনা। এবার পেছন দিকে হাঁটতে শুরু করলাম। পেছন দিকে এগিয়ে গিয়ে অপর্ণার নির্দ্দেশ অনুযায়ী পেয়ে গেলাম সেই পুকুর সেই গীর্জা। এবার বিপদ হোল দিক নিয়ে। সোজা কথায় দিক বিভ্রম। তা ছাড়া দিক এর দিগদারী আমাকে হামেশা-ই ভোগ করতে হয়। নাস্ন্যোপয় হ'য়ে গীর্জার ঠিক মুখটায় এ্যাটাচি হাতে দাঁড়িয়ে রইলাম। এক ভদ্রলোক খুব ত্রস্ত গতিতে গীর্জায় ঢুকছিলেন তার ঠিক মুখোমুখি হ'যে জিজ্ঞস করলাম।

: মণিকুঞ্জ চেনেন?

ভদ্রলোক কোন কথা না বলে নীঃশব্দে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করে রাস্তার ঠিক উল্টোদিকে আমাকে যেতে বললেন। আমিও তাই করলুম। রাস্তাঘাটে লোকচলাচল তখন কমে এসেছে। আমি এদিক ওদিক দেখতে দেখতে এগুতে লাগলাম ভাগ্যের উপর বিশ্বাস করে। কারণ তখনও জানতাম না ভাগ্যে আরও কি দুর্ভোগ আছে।— হঠাৎ চোখে ধাঁধা দেখার মত যেন দেখতে পেলাম লেখা আছে মনি-কুঞ্জ। চোখটাকে একটু রগড়ে ফের তাকালাম। ধরে প্রাণ এল ইউরেকা, ইউরেকা— মন নেচে উঠল। পেয়েছি আমার মনের মণিকুঞ্জ— একটা স্বাস্তির নিঃশ্বাস ফেলে মণিকুঞ্জের দিকে এগিয়ে যেতেই একজন বিশ থেকে বাইশ বছরের যুবক কুঞ্জ থেকে বেরিয়ে এসে প্রশ্ন করে—

: আপনি-ই কি—

: ভোলানাথ চক্রবর্ত্তী। — কালক্ষয় না করে আমি তাড়াতাড়ি জবাব দিলাম।

: সেই কখন থেকে অপেক্ষা করছি— এত দেরী হল? এস এস— সেই যুবক অনেকটা টেনে-ই আমাকে ভেতরে নিয়ে গেল, তারপর আমাকে বসতে দিয়ে ফের ভেতরে চলে গেল স।

কি জানি কি আশঙ্কায় আমার বুক দুরু দুরু করে কাঁপছিল। আমার বুকযেন শুকিয়ে ক্রমে কাঠ হয়ে যাচ্ছিল।·· অপর্ণা কোথায়? ··· লোকটি বোধ হয় অপর্ণার ভাই? ··· কি অপর্ণা বোধ হয় এখন-ই এসে ঢুকবে। কি বেশে ঢুকবে, কি ধরণের মেয়ে কে জানে? ·· কি কথা বলে আলাপ শুরু করব? · ইত্যাদি অনেক প্রশ্ন আমার মনে একের পর এক দোলা খা'চ্ছল, আর আমি সে দোলায় দুলছিলাম, হঠাৎ সেই যুবক ক্ষিপ্রগতিতে ঘরে প্রবেশ করে বলল —

কি ব্যাপার, জামা-কাপড় খোল।

: খুলছি ··· ওর কথার কোন আমল দিলামনা। আমি অপর্ণাকে দেখবার জন্য অস্থির হয়ে পড়েছিলাম। ভাবছিলাম কখন আসবে সেই শুভ (?) মুহূর্ত। তর সইলোনা, তাই নির্লজ্জ ভাবে প্রশ্ন করলাম —

: অপর্ণা কোথায়? — যুবকটি আমার মুখের দিকে স্তম্ভিত নয়নে চেয়ে থেকে হঠাৎ গলা ফাটিয়ে হাসতে লাগল। এমন হাসি বোধহয় লাফিং গ্যাস-এ ও অসম্ভব। হাসিটাকে অনেক কষ্টে চেপে বলল— : দোষটা তোমার নয়, দোষ ওই ব্যাটা পত্রিকাওলাদের। ওরা আমার নামের একটা অংশ বাদ দিয়ে ই নামটা ছাপিয়েছে আমার নাম অপর্ণা সেন নয়, অপর্ণা রঞ্জন সেন। বুঝছ?

কোন কথা বলতে পারলামনা। খোলা দরজা দিয়ে দমকা একটা হাওয়া এসে সব ওলট পালট করে দিয়ে গেল।

নৌকার গুণ যেমন নৌকাকে বাঁধিয়া লইয়া যায় যথার্থ প্রেম তেমনি কাহাকেও বাঁধিয়া রাখিয়া দেয় না কিন্তু বাঁধিয়া লইয়া যায়।

-রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সংগ্রাহক — ৬১৩৩ অবণী ভূষণ বসাক

ভারতে বৈদেশিক রাষ্ট্রদূত

গত লিপিমিতা নববর্ষ বিশেষ সংখ্যায় যে সকল বৈদেশিক রাষ্ট্রদূতের নাম ও ঠিকানা যায়নি এই সংখ্যায় সেইগুলি প্রকাশ করা হল।

আফগানিস্তান — Ataollah Nasser - Zia, 24 Rate - ndon Road, New Delhi - 11.

আলজিরিয়া — Ali Lakhdarj, 13 Sundar Nagar New Delhi - 11.

আর্জেনটিনা — Adolfo A. BOLLINI; C - 27/28. South Extension, (part II), New Delhi - 3.

বেলজিয়াম — Jean Leroy, 7, Golf Links, new Delhi - 3

ব্রেজিল — Wladimir de Amaral Murtinho, 8, Aurangzeb Road, New Delhi - 2

ক্যাম্বোডিয়া — Nong Kimny, 25; Golf Links, New Delhi - 3

চীন Charge 'D' Affaires. hwangmingta. Shantipath. Chanakyapuri. New Delhi - 21.

চেকোশ্লোভাকিয়া — Richard Dvorak, 45 - 46, Sundar Nagar, new Delhi - 11

ডেনমার্ক — Hans Adolf Biering, 6, Golf Links Area, New Delhi-3

ইথিওপিয়া — Assefa Gabre Mariam, 29, Prithviraj Road, New Delhi - 11

ফিনল্যাণ্ড — Frederik Wilhelm Schreck, 42, Golf Links, New Delhi - 3

গ্রীস — John Yannakakis, 188, Jor Bagh; new Delhi - 3

ইরাক — Abdullah Salloum 33, Golf Links, Al-Samarraie new Delhi - 3

আয়ারল্যাণ্ড - Valentin Iremonger. 55, Sundar nagar, New Delhi-11

জর্ডন — Anwar Nashashibi, 120 Maloha Marg Chanakyapuri new Delhi 11

কুয়েৎ — Sulaiman Abu Ghosh. 19, Friends west. new Delhi 14.

লাওস — Phagna Oun Hueun Norasingh; 4, Circular Road, S. W. Extn. Ghanakyapuri, new Delhi - 11

মরক্কো — Abdellah Lamrani, 199, Jor Bagh, new Delhi - 3.

নেপাল — Bhim Bahadur Pandey; Barakhamba Road, new Delhi - 1

পেরু — Eduardo Sarminento D - 290, defence Colony, new Delhi - I

ফিলিপাইনস্ — L. M. Guerrero. B - 66, Greater Kailash I, New Delhi - 14.

পোল্যাণ্ড — Wiktorkincki. 22, Golf Links area new Delhi - 3

স্পেন - Guillermo nadal Blanes. 12, Prithviraj Road, new Delhi-II

সুইডেন — Gunnar E. Heckscher. nyaya Marg. Chanakyapuri, new Delhi - 21.

সুইজারল্যাণ্ড — Fritz Real nyaya Marg, Chanakyapuri, new Delhi-21

তুর্কী — Osman Olcay; 27. Jor Bagh, new Delhi - 3

বিদেশে ভারতীয় রাষ্ট্রদূত

গত লিপিমিত্রা নববর্ষ বিশেষ সংখ্যায় কয়েকজন বিদেশীয় ভারতীয় রাষ্ট্রদূতের নাম ও ঠিকানা প্রকাশ করা হয়েছিল।

এবারে বাকীগুলি দেওয়া হল। প্রত্যেকটি ঠিকানায় Embassy of India কথাটি যেন যোগ করে দেওয়া হয়।

আলজিরিয়া — Md. Yunus, 119. Ter, Rue Didouche Maurad Algiers.

আর্জেন্টিনা — Bimalendu K. Sanyal, Paraguay 580 (3rd floor) Buenos Aires.

বেলজিয়াম B. R. Patel 585, Avenue Louise, Square du Bois, Brussels.

ব্রেজিল — P. Singh, Rua Barao -do- Flamengo, 22, Aptos 801 & 802 Rio - de - Janeiro.

ক্যাম্বোডিয়া — Dr. S. Gupta, 3F / 2A, Boulevard Tchecoslovaquie Phnom Penh.

চেকোস্লোভাকিয়া — Sailen Hiralal Desai. Valdstejnska - 6, Prague - 1

ডেনমার্ক — M. R. Thadani 8-II Amagertory 1160 Copenhagen.

ইথিওপিয়া — K. C. Sengupta Kabena P. B. no 528, Addis Ababa.

ফিনল্যাণ্ড — C. J. Straeey, Kansa Koulukatu 5b 14, Helsinki - 10

হাঙ্গেরী — Miss Chonira Beliappa, Muthamma buzavirag Utca, Budapest - 2

আয়ারল্যাণ্ড — A. G. Meneses, 58, Upper Leeson St. Dublin - 4

লাওস — Alfred S. Gonsalves. Rue Pong Khan P. B. No. 225 Vientiane.

পেরু — G. J. Malik, Lima Ambassadoruith Residence in Santiago (Chile)

থাইল্যাণ্ড — Embassy of India 39, Pan Koad; Bangkok

সুইজারল্যাণ্ড — Arjan Singh 20, Kal-cheggwag, 3000 Berne.

অনুমানস প্রতিযোগিতা—

অনুসন্ধিৎসা ও স্মৃতি শক্তিকে প্রবুদ্ধ করবার জন্য এই অনুমানস প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা। এই প্রতিযোগিতায় দুটি পুরস্কার আছে। প্রথম পুরস্কার ১০ টাকা ও দ্বিতীয় পুরস্কার ৫ টাকা। একাধিক মিতা যদি একই পুরস্কার লাভে সমর্থ হন, তবে লটারীর সাহায্যে একজনকেই বাছাই করে পুরস্কার দেওয়া হবে। অবশ্য সফল বিজয়ীর নাম লিপিমিতায় প্রকাশ করা হবে। নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর ১৫শে কার্ত্তিক ১৩৭৯ বঙ্গাব্দের মধ্যে আসা চাই।

লিপিমিতার পরবর্তী সংখ্যায় নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলিও উত্তর পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রতিযোগীদের নাম ঘোষণা করা হবে।

১) স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি কে?

২) ঋষি অরবিন্দের মাতার নাম কি?

৩) ভারতে বৃটিশ রাজত্বের অবসানকালে শেষ ইংরেজ বড়লাট কে ছিলেন?

৪) ১৯৭২ খৃষ্টাব্দে ভারতীয় নৌবহরে মোট কতগুলি বাণিজ্য জাহাজ আছে।

৫) ভারতীয় হকিদলের যাদুকর কাকে বলা হোত?

৬) চলচ্চিত্রের কোন বাংলাছবিতে গানের প্রথম প্লেব্যাক হয়?

৭) ইলেকট্রন কোন্ সালে আবিষ্কৃত হয়।

৮) 'পাখীসব করেরব রাত্রি পোহাইল, কাননে কুসুমকলি সকলি ফুটিল।'

— রচয়িতার নাম কি?

—:—

শরীর তো যাবেই। কুড়েমিতে কেনযায় মরচে পড়ে পড়ে মরার চেয়ে, ক্ষয়ে মরা ভাল।

— বিবেকানন্দ।

সংগ্রাহক — ৬৭৪২ হারাধন বর্মন।

চতুষ্পাঠীর চত্বরে
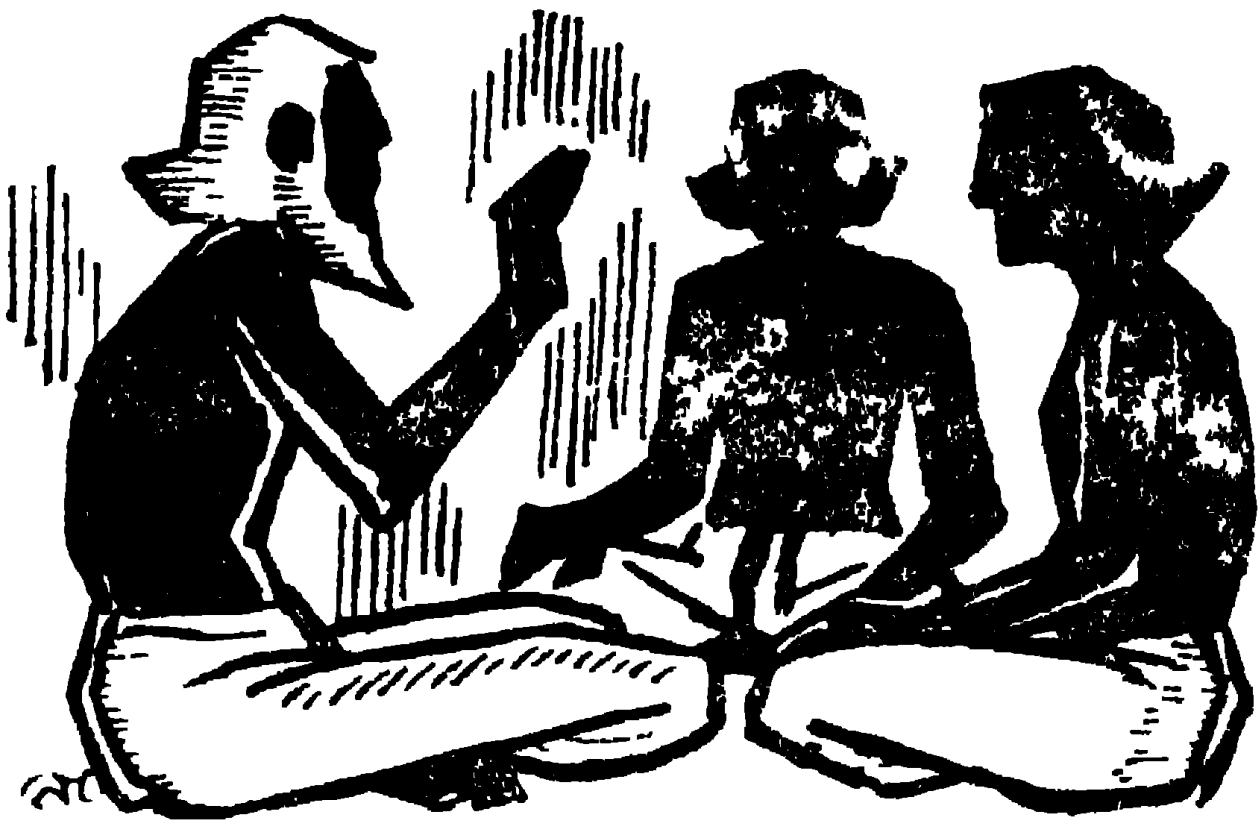
প্রশ্ন • উত্তর •

— শ্রীজিষ্ণু শর্মা।

১৫৯) শ্রীকানাই লাল মুখোপাধ্যায়; তমলুক মেদিনীপুর

প্রশ্ন - আধুনিক জগতে পরমাণুবাদের প্রথম ব্যাখ্যা দান করেন কে? এবং কোন সালে? ব্যাখ্যাটি কি?

উঃ— কিছুটা প্রাচীন মতবাদ আর কিছু আধুনিক বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার ফল মিলিয়ে ব্রিটিশ রসায়ণবিদ জনড্যাল্টনই প্রথম তাঁর পরমাণুবাদ প্রচার করেন ১৮০৩ সালে। তাঁর মতে সব রকম পদার্থের ক্ষুদ্রতম অংশের নাম এ্যাটম বা পরমাণু। পরমাণু কোন ক্রমেই ভাগ করা যায়না। একই রকম পদার্থের পরমাণু একই রকম, কি চেহারায়, কি গুণে বা ধর্মে। যখন পদার্থের মধ্যে রাসায়নিক মিলন ঘটে, তখন তা ঘটে তাদের পরমাণুর মধ্যেই।

১৬০) নিত্যানন্দ সরকার, তাম্বারাম, মাদ্রাজ

প্রঃ- রেডিয়াম, ইলেকট্রন, প্রোটন; নিউট্রন কারা আবিস্কার করেন?

উঃ- যথাক্রমে মাদাম কুরি রেডিয়াম; টম্‌সন ইলেকট্রন, রাদার ফোর্ড প্রোটন এবং চ্যাডউয়িক নিউট্রন আবিষ্কার করেন।

১৬১) সুচিত্রা নন্দী করাচীখানা, কানপুর-

প্রঃ দশরথের পুরোহিত বশিষ্ঠ ভিন্ন আর কোন পুরোহিত ছিলেন কি ?

উঃ- দশরথের দুইজন পুরোহিত ছিলেন। এদের মধ্যে প্রধান হলেন বশিষ্ঠ এবং অপরজন বামদেব।

১৬১) সোমনাথ দত্ত, লুধিয়ানা; পাঞ্জাব-

প্রঃ- চা কবে কোথায় আবিষ্কৃত হয় ?

উঃ- খৃঃ পূঃ ২৭৩৭ অব্দে চীন দেশে প্রথম চা আবিষ্কৃত হয়। তখন চৈনিকরা এ চাকে ঔষধরূপে ব্যবহার করত।

১৬৩) সুধা মজুমদার, আগরতলা, ত্রিপুরা-

প্রঃ তিমির সন্তান কি জলেতেই হয়; মাতা সদ্যজাত শিশুকে বিরাট জলরাশি থেকে কি ভাবে রক্ষা করে ?

উঃ- তিমি জলেতেই সন্তান প্রসব করে। প্রসব করার পরেই সদ্যজাত শিশুকে সে পাখনার ও পরে তুলে ধরে, এর দ্বারা নব জাতক শ্বাস প্রশ্বাসের স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে পায়।

১৬৪) সুরেশ চন্দ্র বড়ুয়া জোড়হাট, আসাম-

প্রঃ- আমেরিকান কংগ্রেস বলতে কি বোঝায় ? যুক্তরাষ্ট্রের ক্যাবিনেটের সেক্রেটারিগণ প্রতিনিধি পরিষদ এবং সেনেটের সদস্যগণ দ্বারা কি নির্বাচিত হন ?

উঃ- যুক্ত রাষ্ট্রের কংগ্রেস দুটি আইন সভা নিয়ে গঠিত; একটি প্রতিনিধি পরিষদ এবং অপরটি সেনেট। প্রতিনিধি পরিষদের সদস্য সংখ্যা ৪৩৭ অপর দিকে সেনেটের সদস্য সংখ্যা ১শত ৫০টি রাজ্যের প্রতিটি রাজ্য থেকে দুই জন করে। প্রতিনিধি পরিষদের সদস্যরা দুই বছরের জন্য এবং সেনেটের সদস্যরা ৬ বছরের জন্য নির্বাচিত হন, এঁরা সকলেই জন সাধারণের ভোটে নির্বাচিত হন। ক্যাবিনেটের সেক্রেটারিগণ কংগ্রেসের সদস্য নন, তাঁদের মনোনীত করেন প্রেসিডেণ্ট।

রসকরা ও মস্করা

—শ্রীরসিক ঠাকুর

আড়াল পেয়ে নববধূ বরকে জিজ্ঞাসা করে কোন পাখীর ডাক তোমার সব চেয়ে মিষ্টি লাগে, কোকিল, ময়ূর প্যাপিয়া দোয়েল, না চোখ গেল? উত্তরে বর বলে—ও গুলোর একটাও না। আমার সব চেয়ে মিষ্টি লাগে 'বউ কথা কও' 'বউ কথা কও'।

কর্ত্তার নাম বাসবেন্দ্র ধর প্রথম পক্ষগত হতে দ্বিতীয় পক্ষ অবলম্বন করেছেন। আগামী কাল বিয়ের তারিখ, উপহার প্রদান নিয়ে উভয়ের মধ্যে বৈকালিক চায়ের টেবিলে আলাপ চলছিল। বাসবেন্দ্র বললেন—শুনেছি তুমি বাপের বাড়ীতে জন্তু জানোয়ার নিয়ে থাকতে ভালবাসতে আমি ভাবছি কাল তোমার মনের মত একটা জ্যান্ত জানোয়ার উপহার দেব। এখন বলতো—সব চেয়ে মনের মত জানোয়ার তোমার কি, কুকুর, বেড়াল, অথবা ছাগল?

দ্বিতীয় পক্ষ চায়ের পেয়ালায় এক চুমুক দিয়ে বলে, আমার সব চেয়ে প্রিয় জানোয়ার হল গাধা, কারণ সারা রাজ্যের সব বোঝা বয়। বাসবেন্দ্র পরিহাস করে বলেন তা হলে কাল তোমার জন্য একটা বেশ হৃষ্ট পুষ্ট রাসভ এনে দেব,—কি বল? দ্বিতীয় পক্ষ মৃদু হেসে বলে—আনতে হবেনা, ও তো কাছেই আছে।

সবিস্ময়ে বাসবেন্দ্র—তার মানে? দ্বিতীয় পক্ষ—কাল পরিবার পরিকল্পনা থেকে এক সেবিকা এসে আমার বাড়ীর কর্ত্তার নাম জিজ্ঞাসা করেন, কি আর করি, স্ত্রী হয়ে স্বামীর নাম তো আর মুখে আনতে পারিনা; তাই তোমার নামকে একটু পাল্টে পুল্টে বললাম, শ্রীরাসভেন্দ্র ধর।

পাঠক প্রশ্ন করেন—'আচ্ছা রসিক ঠাকুর বলতে পারেন, বাপ কালো, মা কালো, অথচ তাদের ছেলে কি করে ফর্সা হয়?

উত্তর—সিলেট কালো, পেনসিল কালো,

অথচ উভয়ের ঘর্ষণে যে ভাবে সাদা লেখা জন্ম নেয় বোধহয় এটা জন্ম শাস্ত্রে আর্ষ প্রয়োগ।

প্রশ্ন—পিরিতি ব'লিয়া তিনটি আখর ভুবনে অনিল কে?

উত্তর—'যদি বলি চণ্ডিদাস ভুল হবে কি?'

✠

ভূগোলের পরীক্ষা চলছে, শিক্ষক ছাত্রকে প্রশ্ন করলেন— পাগলা ঝোরা কোথায় বলতে পার? বেশ কিছুক্ষণ ভাবার পর ছাত্র উত্তর দেয়— 'আজ্ঞে পিণ্ডিতে।

স্মৃতি বাসরে বিশ্ব পরিচয়

— শ্রীডুবুরী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

কালের মহাসাগর থেকে স্মরণযোগ্য কিছু রত্ন আহরণ করে মিতা ভাই বোনদের হাতে উপহার দেবার চেষ্টা করছি। আমার আহরণে কিছুটা এলোমেলো সংগ্রহ থাকবে। পাঠক পাঠিকারা সেগুলি তাঁদের সঞ্চয়ের যাদুঘরে যথাযোগ্য স্থানে সাজিয়ে গুছিয়ে রাখবার চেষ্টা করবেন।

মার্চ, ১৭৪৬ খৃঃ—

বিখ্যাত স্পেনীয় চিত্রকর ফ্রান্সিসকো হোসে দে গোয়া ই লুসিএন্তেস স্পেনের আরগোঁ প্রদেশের এক কৃষক শিল্পী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।

১৪ই জুলাই, ১৭৬৯ খৃঃ—

হুগলী নদীর উপর খ্যানওভার জেটি থেকে স্যাণ্ডহেডস্ পর্যন্ত ১২৬ মাইল পথ দিয়ে দেশবিদেশের বড় বড় সামুদ্রিক জাহাজগুলোকে নিরাপদে কলকাতা বন্দরে গমনাগমনের জন্য একটি পথপ্রদর্শক সংঘ

বা পাইলট সার্ভিস ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী স্থাপন করেন। ইংল্যাণ্ড থেকে পাঁচজন সুদক্ষ ইংরাজ পাইলট আনিয়ে এই সার্ভিসের সূচনা করা হয়। বর্তমানে এই প্রতিষ্ঠানটির নাম হয়েছে ক্যালকাটা পাইলট সার্ভিস।

পৃথিবীর মধ্যে সমুদ্র থেকে বন্দরের দূরত্ব এই কলকাতা বন্দরের সবচেয়ে বেশী। এই পথটি অত্যাধিক বিপদসঙ্কুল। এমন শতাধিক এ্যালামেলা চড়া আছে যার ফলে বহু জাহাজ ভেঙে গেছে বা ডুবে গেছে। ১৯০ খৃষ্টাব্দ এটিকে সম্পূর্ণরূপে ভারতীয় পরিচালনাধীনে আনা হয়

১৮১০ খৃঃ—

বিখ্যাত স্পেণীয় চিত্রকর গোয়া কাপ্রিকস্ এই সময় যুদ্ধের তাণ্ডবলীলা' নামক এচিং চার্ট করে জগদ্বিখ্যাত হন। নেপোলিয়ন কর্তৃক স্পেন আক্রমনের পরে স্বদেশে অত্যাচারের বন্যার বলিষ্ঠ তৈলচিত্র ও এচিং গুলিতে বোধ হয় চিত্রজগতে সর্বপ্রথম যুদ্ধের বিভৎসতার বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট প্রতিবাদ গর্জ্জে উঠল।

১২ই এপ্রিল, ১৮২৮ খৃঃ—

বিখ্যাত স্পেণীয় চিত্রকর গোয়া কাপ্রিকস্ এর ফ্রান্সে মৃত্যু হয়। তাঁর শেষ বয়সের প্রাচীর চিত্র স্যাটার্ণের স্বীয় পুত্র ভক্ষণ' মানুষ কর্তৃক স্বজাতি নিধনের এক ভয়াবহ প্রতিলিপি। তাঁর অঙ্কিত শেষ ছবিগুলির মধ্যে একটির উপর স্বহস্তে লেখা ছিল—'আমি এখনও শিখিতেছি'।

ফেব্রুয়ারী ১৮৩১—

'বঙ্গে গভর্ণমেন্ট গেজেট' (সাপ্তাহিক) প্রকাশিত হয়।

২৮শে এপ্রিল, ১৮৩২—

সুবিখ্যাত গায়ক গোপালচন্দ্র চক্রবর্ত্তী জন্ম গ্রহণ করেন। যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সহায়তায় তিনি সঙ্গীত শিক্ষা করেন।

বারাণসীর ধ্রুপদ-গুণী গোপালপ্রসাদ মিশ্রের শিক্ষাধীনে প্রধানত তাঁর সংগীত-জীবন গঠিত হয়। এরপর তিনি গোয়ালিয়রে স্বনামধন্য খেয়াল গায়ক হস্সু খাঁর নিকটেও শিখেছিলেন। পরে ইনি মহারাজা যতীন্দ্রমোহনের সভাগায়ক হন।

১২ই জুন, ১৯৭২ খৃঃ—

সিংহল সরকার সিংহলের নাম পরিবর্ত্তন করে প্রাচীন নাম শ্রীলঙ্কা রাখেন।

১৮শে জুন ১৯৭২ খৃঃ—

পঞ্চম ভারত-পাক যুদ্ধের পর উপমহাদেশে শান্তিস্থাপনের জন্য সিমলা শৈলে ভারতের

প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ও পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি জনাব জুলফিকার আলি ভুট্টোর মধ্যে শীর্ষ সম্মেলন শুরু হয়।

৩রা জুলাই, ১৯৭২—

ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সিমলা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তির দ্বারা স্থির হয় যে ভারত কর্তৃক কাশ্মীরের অধিকৃত স্থান ছাড়া অন্যান্য দখলীকৃত স্থান ভারত পাকিস্তানকে ছেড়ে দেবে তবে ছেড়ে দেবার পূর্বে উভয় রাজ্যের সীমা স্থায়ীভাবে চিহ্নিত করতে: হবে। অনেকের সিমলাচুক্তি ভারতীয় উপমহাদেশে শান্তির পথে প্রথম বলিষ্ঠ পদক্ষেপ।

(ক্রমশ)

ইংরাজী বিজ্ঞান সাহিত্য ও সরকারী কাজে ব্যবহৃত শব্দাবলীর বাংলা পরিভাষা

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

—শ্রীপরবেশ।

deputy controller—উপনিয়ামক।

deputy director of agriculture-উপকৃষি-অধিকর্তা।

deputy director of Industries-উপশিল্প অধিকর্তা।

deputy director of post and telegraphs-উপপ্রেষণার অধিকর্তা।

deputy director of sericulture-উপকীট পোষ অধিকর্তা।

deputy inspector general; criminal investigation department-উপ-মহাপরিদর্শক; দুষ্কৃতি বিমর্শ বিভাগ।

deputy inspector general of prison উপ-মহাকারা পরিদর্শক।

deputy jailor উপ কারাপাল।

deputy legal remembrancer-উপ ব্যবহার নির্দেশক।

deputy magistrate and deputy collector উপশাসক ও সমাহর্তা।

deduty officer in charge - উপ আযুক্তক।

deputy provincial transport commissioner-উপ প্রাদেশিক পরিবহন মহাধ্যক্ষ।

deputy postmaster general উপ-মহাপ্রৈষা ধকারিক।

deputy ranger-উপ বনরক্ষক।

deputy registar of marriages-উপ নিবন্ধক।

deputy registrar of co operative societies-উপ নিয়ামক।

deputy secretary-উপ কর্মসচিব।

deputy superintendent (bengal police উপ আরক্ষাধ্যক্ষ।

descending node অবিন্দু নিম্নপাত।

descent-উদ্ভব। desert-মরুভূমি।

design-অভিপ্রায়।

designer-পরিকল্পক।

despatcher - প্রেরক।

despondency-নির্বেদ।

destiny-নিয়তি।

destructive—বিধ্বংসী।

detonation-বিস্ফোরণ।

deviation-চ্যুতি।

dew point-শিশিরাঙ্ক। dew-শিশির।

distillation-অন্তর্ধূম পাতন।

diagnosis-নিদান। diagonal কর্ণ।

diamagnetism-তিরশ্চুম্বকতা।

diameter-ব্যাস। diamond-হীরক।

diandrous দ্বিকেশর। diaphragm-মধ্যচ্ছদা।

diclinous, unisexual-একলিঙ্গ।

dicotyledom-দ্বিবীজ পত্রী।

die hard-দুর্মর।

diet clerk-পথ্য-করণিক। diet খাদ্য।

differentiation-বিভেদ।

diffusion-ব্যাপন।

digestion পরিপাক হজম।

digitate-অঙ্গুলাকার।

dihednalangle-দ্বিতল কোণ।

dilemma-উভয় সংকট।

dilution-লঘুকরণ।

dioecious-ভিন্নবাসী। dip-বিনতি।

direct-সাক্ষাৎ।

direct current-সমপ্রবাহ।

directrix-নিয়ামক। director-অধিকর্তা
director of agriculture-
কৃষি অধিকর্তা।
director of employment-
নিয়োগ অধিকর্তা।
director of fuel (civil supplies)
এধ অধিকর্তা
director of fire services-
নির্বাপণ অধিকর্তা।
director of health services-
স্বাস্থ্য কৃত্যক অধিকর্তা।
directer of industries—
শিল্প অধিকর্তা।
Director of land Records and surveys—ভূমিলেখ্য ও পরিমাপ অধিকর্তা।

(ক্রমশ)

প্রবাসী ছাত্রের করুণ পত্র

সঙ্ঘমিত্রা সমীপেষু :—

আমাদের মত মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলেদের পড়াশুনো করা বোধ হয় পাপ। ভারত সরকার আমাকে বৃত্তি দিয়েছিল ফলে আমি এখানে এসে পড়ার সুযোগ পেয়েছি। সেইজন্য আমি কৃতজ্ঞ। আমার পরীক্ষার ফলাফল এখনও বের হয়নি। unofficially জানি, আমি লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে M. Phil এবং Imperial College থেকে D. I. C. পাচ্ছি। এদিকে সরকার আমার কাছ থেকে বৃত্তির সমস্ত টাকা চেয়ে পাঠিয়েছে। দোষ : আমি বৃত্তির মেয়াদ (তিন বছর) ফুরিয়ে যাবার পর এখানে আছি। (২) চাকরী করছি (যেন বেঁচে থাকাটাও পাপ) (৩) বৃত্তির মেয়াদের মধ্যে কোন ডিগ্রী পাইনি। অথচ মেয়াদ ফুরোবার কিছু আগে তাদের কাছ থেকে অনুমতি চেয়েছিলাম এই বলে যে আমি আরও পড়াশুনা করতে চাই। তখন উত্তর পেয়েছিলাম—করতে

পার কিন্তু টাকা দেওয়া হবে না। আমি তাতেই রাজী হয়েছিলাম এবং বেঁচে থাকবার জন্য চাকরী করতে বাধ্য হয়েছি। কষ্ট করে পড়াশুনো করবার এই পরিণাম! এখন দেশের ওপর দারুণ বিতৃষ্ণা এসে গেছে আমার। ভেবেছিলাম পড়াশুনো শেষ ক'রে দেশে ফিরে দেশের সেবা করবো। তা আর সরকার করতে দিচ্ছে কই। এখন বিদেশে থেকে বিদেশকে সাহায্য করে সরকারকে টাকা দিতে হবে। যেন আমার মত লোকেদের দেশে প্রয়োজন নেই। তার পরিবর্তে দেশ টাকা পেলেই খুশী: এতদিন যে, মা, বাবা, ভাই-বোনদের ছেড়ে, বিদেশে একা থেকে পড়াশুনো করলাম, এর জন্য যেন কোন বাহাদুরী নেই! আমি ইচ্ছে করলে বৃত্তি ফুরিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেশে চলে গিয়ে আরামে থাকতে পারতাম। সে সব আরামের কথা ভুলে গিয়ে অনেক কষ্টে সন্ধ্যেবেলা (সারাদিন শ্রান্ত হয়ে) পড়াশুনো করেছি। দুমাস নিমোনিয়ায় ভুগেছি। তখন এখানকার হাইকমিশন অফিসের কেউ কোন খবর নেয়নি। ঐ অসুখের সময় একমাত্র যে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে সে হ'ল মা বাবার চিঠি। তার জন্য সারাটা দিন অপেক্ষা করতাম। আর সেই কষ্টের এই পরিণতি। একেই বলে গোরীবের ঘোড়া রোগ।

অনৈক ভুক্তভোগী

ক্ষমতা দখলের সংগ্রামে সংগঠন ছাড়া সর্বহারার অন্য কোন অস্ত্র নেই।

—লেনিন

সংগ্রাহক—৬৩১৫ বাবুলাল শীল।

আগমনী

—স্বামী মীননাথা নন্দ
মেদিনীপুর

ওমা উমা উমা করে প্রাণ যে সদা
গুমরে মরে
চোখে বারি সদাই ঝরে বড় ব্যথায়
প্রাণ আকুল।
কি বলি মা দুখের কথা অশেষ দুঃখ
হৃদে গাঁথা
এসো ত্বরা ও শারদা দুঃখহরা বড় ব্যাকুল।
আসবে শুনি ঘোড়ায় চেপে সারা বাংলা
খরার তাপে
জ্বলে পুড়ে খাক্ হয়েছে লক্ষী ছাড়া
এদেশবাসী।
নাইকো ঘরে খাবার অন্ন দিন কাটে
সবে নিরন্ন
শাক্ সব্জী, ফল শূন্যে ওমা দয়াময়ী
এলোকেশী।
অশ্বপৃষ্ঠে ভবরাণী নৃত্য কর কাত্যায়নী
খড়্গ হস্তে কল্কিরূপে অশিব করহ নাশ।
স্বেচ্ছাচার স্রোতে ভাষা ধর্ম্মগ্লানি সর্বনাশা
বিদূরিত হোক মাগো বৃদ্ধ পিতা করে আশ

আগমনী

—শংকর বন্দ্যোপাধ্যায়
বার্ণপুর

শারদ প্রভাতে তোমার আশাতে
মধুর সেজেছে ধরণী,
প্রেমময় রাগে প্রাণের আবেগে
ডাকি গো তোমারে জননী।

নূতন বসনে নূতন ভূষণে
আমরা আজিকে সেজেছি,
নব আবাহনে আমোদিত প্রাণে
পূজোর প্রদীপ জ্বেলেছি।

শক্তি দাও মা ভক্তি দাও মা
দাও মা অভয়বাণী,
সকলের তরে যেন শান্তি ঝরে
তুমি যে শান্তিদায়িনী॥

স্বাধীনতার পঁচিশ বছরে

—ভূদেব চন্দ্র চন্দ্র

বার্ণপুর, বর্ধমান।

স্বাধীনতার পঁচিশ বছরে
সেদিন দেখি পাড়ায় পাড়ায়
আর ঘরে ঘরে,
মোদের বিজয় পতাকা ওড়ে
সেই, অতি পরিচিত আমাদের তেরঙ্গা,
যার জন্য বয়েছে কত রক্তের গঙ্গা।
চারিদিকে শঙ্খধ্বনি, জয়ধ্বনি
আর বোমধ্বনি শুনি।
আজকের বোমে নেই কোন
হিংসা, খুন, ভয় কিম্বা ত্রাস,
চারিদিকে কেবল স্বাধীনতার জয়ের উল্লাস।
আজ আমরা স্বাধীন, আমরা মুক্ত।
শিরায় শিরায় বইছে আজ স্বাধীনতার রক্ত।
আজ আমরা ধন্য, ধন্য আমাদের জন্মভূমি,
প্রণাম জানাই সেই অমর শহীদদের,
যাঁদের পবিত্র রক্তে ধন্য
মোদের ভারতভূমি।

হে বীরদ্বয়

—মনোরঞ্জন পাল

২৪ পরগণা

হে বীর,
তুমি ভারতের নেতা
মুজিব বাংলাদেশের নেতা।

হে বীর,
বিলিয়ে দিয়েছো মন
সকলেরে করেছো আপন।

হে বীর,
দিয়েছো তাড়িয়ে শত্রুকে
মুক্ত করেছো দেশমাতাকে।

হে বীর,
তোমার আজাদ হিন্দ ফৌজ
মুজিবরের মুক্তি ফৌজ।

হে বীর,
তোমাকে জানাই প্রণাম
মুজিবরকে জানাই সেলাম।

ঝরা ফুলের প্রতি বুলবুল

— জীবন ভদ্র

কোচিন, কেরালা।

— কোথায় তুমি ঝরে গেলে ওগো ঝরা ফুল,
মধ্যে আমার দুঃখ সাগর, একূল ওকূল।
আমি হেথায়, তুমি কোথায়,
কেঁদে মরি অনেক ব্যথায়,
ও পার হতে ডাকছ মোরে ওগো ঝরা ফুল,
মধ্যে আমার দুঃখ সাগর একূল ওকূল।
— অনেক দিনের বন্ধু মোরা হয়নি পরিচয়,
কাঁদছে ব্যথা আমার বুকে, তোমার বুক নয়।
বন্ধু তুমি, হারিয়ে গেলে, দিলেনা অবসর,
তাইত আমি বসে আছি ছোট্ট ডালের পর।
একদিন ত যাবই চলে,
এই কথাটি যাইগো বলে,
— যখন আমি থাকব নাক থাকবে আমার গান,
সেই গানেরই পরশ পেয়ে জাগবে তোমার প্রাণ।
তখন তুমি উঠবে জেগে, দেখবে নূতন
সূর্য্য আলো,
আমি তখন অনেক দূরে, আমার চোখে
আঁধার কালো।

বুলবুলের প্রতি ঝরা ফুল

— গোপা মুখোপাধ্যায়

হাওড়া।

— এই দেখাটাই শেষ যদি হয়
ভয় কিরে তোর ও বুলবুল
আবার বনে ফুটবে কত
রঙ বাহারী নতুন ফুল।

— পুরাণকে বিদায় দিতে
জল এলোনা আঁখির পাতে
'হারিয়ে গেলেই শেষ হয়ে যায়'
কোর না গো এমন ভুল!

— খুসবু হারা মলিন গোলাপ
দিন ফুরালে যাবেই ঝরে
বনের পাখীর ভালোবাসায়
হৃদয় তবু রইবে ভরে।

পত্রোত্তর

— গীতা দেব

বোম্বে

বন্ধু হে পরবাসী,
জানতে চেয়েছ
কি ইচ্ছে মোর জীবন মাঝে
সকল কাজে নীরবে বাজে ?
তবে বলি শোন্ —
"সাধ নেই কোন,
শুধু, হোতে চাই আঁধার রাতের পান্থ
রাতের গভীরে ছুটবো দূর দুরান্তে,
যাবো অচীন পুরের নির্জন প্রান্তে,
যেথা নেই ভাগ্যের নিষ্ঠুর পরিহাস,
নেই কোন স্বপ্ন, কিংবা, সুখের আশ।
সবশেষে অকপটে,
প্রীতি শুভেচ্ছা আমারি—
এই —"সুদৃশ্য অঞ্চলের পক্ষপুটে
তোমারে চাহিনা রাখিতে ধরি।
তুমি প্রকাশিত হও মহিমার তটে
আপনারি মর্য্যাদার শীর্ষ পরি।"

অভিযোগের উত্তর

—শান্তিলতা

কলিকাতা ৬

বন্ধু, তোমার অভিযোগ —
আমার লেখনীতে নাকি মধু ঝরেনা,
কর্কশ এই যান্ত্রিক লিপিকা।
অভিযোগ তোমার মিথ্যে নয় বন্ধু,
অভিমানও তোমাকে মানায়।
তোমার ঐ প্রাসাদের বাতায়নে দাঁড়িয়ে,
উদাস নয়নে তাকিয়ে —
তুমি মেলে দাও কল্পনার ঘুড়ি আকাশে,
দোহাই তোমার,
একবার নীচের দিকে তাকাও।
স্যাঁতসেতে অন্ধকার ঘরে
সঙ্কীর্ণ কানাগলির আঁকে বাঁকে
যারা দুখানা শুকনো রুটি খুঁজে ফেরে,
তাদের চোখেই খুঁজে পাবে
তোমার অভিযোগের উত্তর।

পিণ্ডি-পিকিং

মিতালি

—শান্তনু চৌধুরী
উত্তরপাড়া, হুগলী

গত কয়েকদিন ছিল জমজমাট
সাধের নগরী পিণ্ডি।
দিতে এসেছিল কে যেন কাহারে
সাজে পোষাকেতে রঙে ও বাহারে,
রুচিসম্মত ভোজনে আহারে—
চটকাতে কারও নিপুণ হাস্তই
আদ্যশ্রাদ্ধের পিণ্ডি'
এসেছিল কে এক অতি সুচতুর
বাণী ছিল তার অতি সুমধুর,
শিয়াল শিরোমণি হুয়া।
চারিদিকে তাই শিয়াল পাড়ায়
বাড়ি হতে বাড়ি ডেরায় ডেরায়,
উঠেছিল রব কত কলরব -
'হুকি হুকি হুয়া'।

কেউ বলেছিল, 'কেয়া হুয়া কেয়া হুয়া'
জয়গানে তুমি কেহ বলেছিল 'বাহা'
আবার কোনজন ভেবে মনে মনে
ভবিষ্যতেরি রূপাচন্দনে,
গেয়েছিল তাই ভরা দুখে তাই
যেটুকুও ছিল তাও বুঝি গেল মরে যাই
আহা আহা!
এক দেশ শুধু হয়নিকো যার শিক্ষা
এখনও চালাতে চাহেনি সে পরীক্ষা,
পুলকিত হিয়া ভাবেতে ভাবিয়া
থিয়া থিয়া নাচে চণ্ডী।
বুঝি যেন ভাব মনে অনুভবে
কে যেন কাহারে চটকাবে ফিরেই
ভরা শ্রাদ্ধের পিণ্ডি'

আগামী সংখ্যায় থাকবে :—
প্রসিদ্ধ সরদী ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁর বিস্তৃত জীবন আলেখ্য।
— সঃ লিঃ

গুজরাতী ভাষা ও সাহিত্য

কমলাক্ষ চট্টোপাধ্যায়
আহমেদাবাদ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

সংস্কৃতের মত গুজরাতী ভাষায় লিঙ্গ তিন প্রকার নরজাতি, অর্থাৎ পুংলিঙ্গ, নারী জাতি অর্থাৎ স্ত্রী লিঙ্গ এবং ন্যান্যস্তর জাতি অর্থাৎ ক্লীব লিঙ্গ।

যদিও ব্যতিক্রমের উল্লেখ বিশদভাবে করতে গেলে গোটা শব্দকোষটিকে উদ্ধৃত করতে হয়, মোটামুটি ভাবে গুজরাতী পুং এবং স্ত্রী তৎসম শব্দগুলি প্রায় বাংলা ও হিন্দী শব্দের মতঃ। রাম' 'রমা', দেব' 'দেবী', 'কুমার' 'কুমারী', পরিণীত' 'পরিণীতা', ইত্যাদি বাংলা পাঠকদের বিভ্রান্ত করবে না। 'উঁট', 'মোর' ময়ূর) 'ভীল' ইত্যাদি শব্দের স্ত্রী লিঙ্গ হিন্দীর মত উঁটনী', 'মোরনী' 'ভীলনী' ইত্যাদি। (গুজরাতী বাংলা শব্দকোষ এখনো হয়নি কিন্তু গুজরাতী হিন্দী ব গুজরাতী ইংরেজী ছোট বা বড় শব্দকোষ পাওয়া যায়। যাঁরা উৎসাহী, লেখকুবে ৬-৫০ টাঃ ডাকখরচ অগ্রিম পাঠালে আমি এখান থেকে পাঠিয়ে দিতে পারি।)

হিন্দীর সঙ্গে গুজরাতীর প্রভেদও অনেক ক্ষেত্রে আছে। যেমন 'নাম' শব্দটি হিন্দীতে পুং কিন্তু গুজরাতীতে ক্লীব লিঙ্গ (ন্যান্যস্তর জাতি।) সুতরাং বাংলাতে 'আমার নাম ললিতা' অথবা ইংরেজীতে **My Name is Lalita** বললেই ল্যাঠা চুকে যায়। কিন্তু হিন্দীতে হবে 'মেরা নাম ললিতা' (মেরী নাম নয় যেমন বেশীর ভাগ বাঙালী লেখেন বা বলেন) এবং গুজরাতীতে হবে 'মারু নাম ললিতা, ('মারো' পুং এবং মারী স্ত্রী)। শব্দকোষে প্রত্যেকটি শব্দের পূর্বে পুং স্ত্রী বা ন লেখা আছে যাতে লিঙ্গ নির্ণয় করতে অসুবিধা হয় না।

মানুষের শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হিন্দী ও গুজরাতী ব্যাকরণ অনুসারে বিভিন্ন লিঙ্গের যেমন টাংগ (পা) শব্দ হিন্দীতে স্ত্রী লিঙ্গ এবং গুজরাতীতে পুংলিঙ্গ তাই হিন্দিতে পুরুষের পা হলেও মেরী টাংগ হবে।

দৈনিক ব্যবহারের একটি সংক্ষিপ্ত শব্দ কোষ (লিঙ্গ সমেত) এই লেখার পরিশিষ্ট

হিসাবে পরে দেবার ইচ্ছা আছে।

বচন (Number of Nouns)

গুজরাতীতে বচন দুই প্রকার — এক বচন এবং বহু বচন।

সচরাচর অকারান্ত পুং লিঙ্গ শব্দের পিছনে ওকার যোগ করলে বহুবচন হয়। যেমন—

ছোকরো—ছোকরাও (ছেলে-ছেলেরা)

বকরা—বকরাও (ছাগল-ছাগলগুলি)

নিশাল—নিশালো (পাঠশালা-পাঠশালাগুলি)

অকারান্ত স্ত্রী লিঙ্গ শব্দের পিছনেও ওকার জুড়ে বহুবচন হয়, যেমন—

গায়—গাযো (গরু-গরুগুলি)

বহেন—বহেনো (বোন-বোনেরা)

দবা—দবাও (ঔষধ-ঔষধ সকল)

ব্যতিক্রমগুলি পরে বাক্য রচনার সময়ে উল্লেখ করা হবে।

বিভক্তি Cases of nouns

১। কর্তৃকারক Nominative case

যথা : শিক্ষক আব্যা শিক্ষক এলেন। 'ক্ষ' এর উচ্চারণ বং. এবং 'ব' এর উচ্চারণ wর মত মনে রাখতে হবে! এখানে শিক্ষক মুখ্য কর্ত্তা।

শিক্ষকে চোপড়ী বঁচাবী —শিক্ষক বই পড়ালেন :

এখানে 'শিক্ষক' গৌণ কর্ত্তা।

২। কর্ম্মকারক Objective case

শিক্ষকে চোপড়ী বাঁচী—শিক্ষক বই পড়লেন।

শুঁ বাচ্যু? কী পড়লেন?

চোপড়া। বই

তা হলে এখানে মুখ্য কর্ম 'চোপড়ী' বই

৩। করণ কারক Instrumantal case

যথা খেড়ুতে লাকড়ী থী বলদনে আরী নাখো - চাষী দাণ্ডা দিয়ে বলদকে মেরে ফেললো।

খেড়ুতে বডে অথবা খেড়ুত থী বলদ মার্যো গায়ো - চাষীর দ্বারা বলদের মৃত্যু হল।

৪। সম্প্রদান কারক Dative Case

যথা পাটে বিদ্যার্থী নিশালমাঁ গয়ো- পড়বার জন্য বিদ্যার্থী পাঠশালায় গেল।

৫। অপাদান কারক Ablative Case

যথা ঝাডথী অথবা ঝাড় পরথী ফল নীচে পড়ী গায়ুঁ গাছ থেকে অথবা গাছের উপর থেকে ফল নিচে পড়ে গেল।

৬। সম্বন্ধ কারক Possessive Case

যথা খেড়ুত পো বলদ মরী গয়ো - চাষীর বলদ মরে গেল।

৭। অধিকরণ কারক Locative Case

যথা ছোকরাও ঘর থাঁ রমী রহ্যা ছে ছেলেরা ঘরে খেলা করছে।

ক্রমশঃ

বিশ্বমিতালি সঙ্ঘ

৪৮, রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, উত্তরপাড়া, হুগলী।

ভাদ্র — আশ্বিন — ১৩৭৯

ত্রয়োদশ বর্ষ তৃতীয় সংখ্যা

নতুন মিতাদের নাম ও পরিচয়ের তালিকা

তালিকায় সদস্য সংখ্যা ৬৮৫১ থেকে ৬৯০০ পর্য্যন্ত মিতাদের পরিচয় প্রকাশ করা হল।

যে সকল সভ্যের ঠিকানা জানাতে আপত্তি নেই তাঁদের ঠিকানা নামের সঙ্গে প্রকাশ করা হল। বর্তমানে বা পরে যাঁদের নাম তালিকায় মুদ্রিত বা প্রকাশিত হয়েছে বা হবে এখন থেকে এ সকল মিতাকে সরাসরি তাঁদের ঠিকানায় চিঠি দিতে পারেন।

সংঘের অধ্যক্ষকে আর চিঠি পাঠাবার প্রয়োজন হবে না। নারী মিতাদের লেখা প্রত্যেকটি প্রথম চিঠি সংঘের অবধায়কত্বে পাঠাতে হবে। আপত্তি না থাকলে নারী মিতা এরপর থেকে সরাসরি পত্রালাপ করতে পারেন। নারী মিতার কাছে পত্র দিয়ে, পক্ষকালের মধ্যে উত্তর না পেলে জোড়া পোষ্ট কার্ডে স্মরণ লিপি পাঠাতে পারেন। যদি কোন কারণ বশতঃ নারী মিতা পত্রালাপে বিরত থাকতে চান তবে যেন তা জানিয়ে দেন। চিঠি পেয়ে নিরুত্তর থাকা কোন ক্রমেই সঙ্গত নয়।

নতুন মিতাদের নাম ও পরিচয়ের তালিকা

প্রিয় বিষয় গুলির পরিবর্তে যে সাঙ্কেতিক চিহ্ন ব্যবহার করা হয়েছে সেগুলি এইরূপ —

ক — সমাজ খ — রাজনীতি গ — সাহিত্য ঘ — শিল্প
ঙ — বিজ্ঞান চ — ব্যবসা-বাণিজ্য ছ — ধর্ম জ — গান
ঝ — বাজনা ঞ — ভ্রমণ ট — আলোকচিত্র ঠ — ডাকটিকিট
ড — খেলাধূলা ঢ — চলচ্চিত্র ণ — সাঁতার ত — বাগানকরা
থ — হাঁসমুরগী পালন দ — অভিনয়।

মিতাদের নাম ও পরিচয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণগুলি এইরূপে সাজান হয়েছে — সদস্য সংখ্যা নাম ঠিকানা বয়স বৃত্তি ও সখের বিষয়।

* চিহ্নিত মিতাদের ১০ পয়সার বিশেষ বৈদেশিক বিমান পত্রে সরাসরি চিঠি দিতে হবে।

× চিহ্নিত মিতা কেবল মাত্র নারী মিতাদের সঙ্গে পত্রালাপ করবেন।

৬৮৭৭ অলোক মুখোপাধ্যায়,—২, বিশুবাবু লেন, বাকুলিয়া হাউস, খিদিরপুর কলিঃ-২৩ ২৭, চাটার্ড এ্যাকাউন্ট, শিল্প।

৬৮৮২ অপূর্ব কুমার ব্যানার্জী. Office of the Asstt, Engg. W. B. State Electrical board, Deshbandhu Road, Purulia, ২৮; চাকুরী, গ ঞ জ ঝ ট ড ঢ।

নতুন মিতাদের নাম ও পরিচয়ের তালিকা

৬৮৮৮ অঞ্জনা নাথ চৌধুরী, কল্যাণপুর ত্রিপুরা ১৫ ছাত্রী গ ভ ঝ এ ড ঢ।

৬৮৯৯ আনল চ্যাটার্জী Junior Engineer c. p. w. d. P.o. Trizino Via Bomdila Dt. Kameng Nefa Arunachal Pradesh ২৮, চাকুরী খ ভ।

৬৯০০ অমিতাভ সোয়াইন C/o. ডাঃ কে সোয়াইন, মেসার্স গগণভাই জুট মিল প্রাঃ লিঃ পোঃ সিজবেড়িয়া (Sijbera) হাওড়া ২০ ছাত্র ক গ ভ এ ট ঠ ড ঢ।

৬৯০৩ অনুপ ব্যানার্জী, ৬৫এ, কৈলাশ বসু ষ্ট্রীট, কলিঃ-৬ ১৮ ছাত্র ক গ ভ ঝ ঝ এ ড ঢ।

৬৯২০ অমিত ব্যানার্জী, ১০২, রাজা রামমোহন সরণী, কলিঃ-৯ ১৮ ঝ এ ঠ ড ঢ।

৬৯১৭ অর্জুন বর্মা P.o. Dumka, Vill. Dudhani, Dt. S. P. Bihar ২৬ চিকিৎসা এ।

৬৯৩৪ অশোক কুমার নান Braithwaite & Co (i) Ltd. P.o.-Angus, Hooghly, ৩০ চাকুরী ক গ ছ এ ট ভ দ।

* ৬৯৪৬ অমলেন্দু সান্যাল, 14, Norum Bega Terrace, Waltham 02154 U.S. A. ইঞ্জিঃ ঝ এ ড গাড়ী চালনা, অভিনয় গল্প ও উপন্যাস পড়া।

৬৯৪৮ অলক কুমার দত্ত রায়, Sylvania, 68/2, Najpf garh Road, New Delhi 15 ২৪ চাকুরী দ বন্ধুত্ব।

৬৯১৩ আবু সালেহ মহম্মদ ইউসুফ (রবি) মতিঝিল এল, এ খান, রোড, পুরাতন কসবা, যশোহর, বাংলাদেশ ২৫ ছাত্র ক খ ভ ছ ঝ ঝ এ ঠ ঢ ণ তিকাড N D C সংগ্রহ।

৬৯৪১ আলতাব হোসেন আলা চৌধুরী ৩৪৪, সূর্য সেন ছাত্রাবাস, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকা বাংলাদেশ ২৪ ছাত্র ঝ ঝ এ ড ঢ।

৬৮৬৭ এ, টি, এম, আবদুল জহর ৫৮৩ ষ্ট্রেণ্ড রোড চট্টগ্রাম বাংলাদেশ ২৬ ব্যবসা চ ঝ দ।

৬৮৭৪ এম কায়রুজ্জামান (মন্টু) পোঃ মুজগান্নি খুলনা বাংলাদেশ ২৩ ছাত্র ঝ এ ট।

৬৮৮১ এস, কে, রায় ins puiicat o/o f. m o vishakapattanam 14 ১৫ চাকুরী খ ঠ ড ঢ।

নতুন মিতাদের নাম ও পরিচয়ের তালিকা

৬৯৪১ এ, টি, এম; তানভীর ৪৬ নং নারিন্দা ঢাকা ১ বাংলাদেশ ১৮ ছাত্র ক গ ঙ ছ ট ঠ ড ঢ।

৬৮৫৯ কালীশংকর রায় ২৪ মহিম গাঙ্গুলী রোড নারায়ণগঞ্জ ঢাকা বাংলাদেশ ১১ ছাত্র ট ঢ।

৬৮৬১ কল্লোল বসু c/o, পি বড়ুয়া ১৬২/৬১; লেক গার্ডেন্স কলিঃ ৪৫ ২৪ চাকুরী ক খ গ ঘ ঙ জ ঝ ঞ ট ঠ ড ঢ ত দ।

৬৮৮৬ কল্যাণ ভট্টাচার্য্য ৭৯ এম এম ঘোষ রোড কলি ২৮ ১৭ ছাত্র সববিষয়।

৬৯০১ কমল ঘোষ c/o post master swala via - champawat dt. almora u p ২৮ চাকুরী গ ঘ ঙ চ ছ জ ঞ ড থ।

৬৯০৪ কৌশিক মুখোপাধ্যায় c/o সলিল মুখার্জী এ্যাসিষ্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়ার পি ডবলু ডি, ঝাড়গ্রাম মেদিনীপুর ১৭ ছাত্র গ ঙ ট।

৬৯২৪ কমলেশ বিশ্বাস ইউনিভার্সিটি অফ কল্যাণী নিউ এগ্রিঃ হল নং ১ রুম নং ২ - ১৩ কল্যাণী নদীয়া ১৯ ছাত্র খ গ ঘ জ ঝ ঞ ট ঢ।

৬৯৪৩ খোকন ভুইঞা ই।৪।এ পশ্চিম কলোনী পোঃ আখাউড়া কুমিল্লা বাংলাদেশ ১৮ ছাত্র খ ঙ জ দ।

৬৯০৫ চিত্তরঞ্জন মণ্ডল ৪২।৭৪ নিউ বালিগঞ্জ রোড, কলিঃ ৩৯ ২৪ ছাত্র ক খ চ জ ঞ ড ঢ ত থ দ।

৬৯০৭ চম্পক রায় চৌধুরী c o ননীগোপাল মিত্র ২০ আর জি কর রোড শ্যামবাজার কলি - ৪ ১৭ ছাত্র ক গ ঘ ঙ ছ জ ঝ ঞ ট ড ণ ত দ।

৬৯২৬ জয়ন্ত কুমার নাগ ১৭।৩ ডি রায় জে এন বাহাদুর রোড বালী হাওড়া ১৬ ব্যবসা ঙ জ।

৬৯৩২ জাহাঙ্গীর আলম c/o এম শ্যামসুল হুদা (সহ অধ্যক্ষ) গুরুদয়াল কলেজ কিশোরগঞ্জ ময়মনসিংহ বাংলাদেশ ১৬ ছাত্র খ গ ঙ জ ঝ ঞ ট ঠ ড ঢ দ ভিউকার্ড।

৬৯৩৮ জ্যোতিশংকর দত্ত c/o Dr k. g Dutta p.o. shankar nagar raypur m p ২০ চাকুরী ঙ জ ঠ ড ঢ।

৬৮৭৯ তুষারাদ্রি তুয়ারী গ্রাঃ - পোঃ দেবীপুর জেঃ মেদিনীপুর ১৬ ছাত্র গ ঙ সাইকেল চালানো।

নতুন মিতাদের নাম ও পরিচয়ের তালিকা

৬৮৯৬ তারাপদ কৌশিক ৩১৫ দমিল হল ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ চট্টগ্রাম বাংলাদেশ ১০ ছাত্র গ ঙ ঝ ট দ।

* ৬৯৪৭ তপন কুমার মুখোপাধ্যায় 135 adams avenue west newtan mass 20165 ৪১ বৈজ্ঞানিক বাংলা সাহিত্য পড়া।

৬৮৫১ দেবাশিষ বোস ৯১১ তানসেন রোড বি জোন দুর্গাপুর-৫ বর্ধমান ১৮ ছাত্র ঝ ঞ ট চ দ।

৬৮৬৯ দুলাল ঘোষ i n s ranjit c/o f m o bombay-1 ১৫ চাকুরী ক গ ঞ ক।

৬৮৮০ দেবাশীষ ভট্টাচার্য্য ১নং সাবর্ণ পাড়া রোড বরিশা কলি:-৮ ১৬ ছাত্র ক গ ঞ ড।

৬৮৮৯ দীপক মিত্র ১৪ হরিপদ দত্ত লেন টালিগঞ্জ কলি:-৩৩ ১৫ ছাত্র গ ঙ ঝ ট ঠ ড ঢ।

৬৮৬৬ নেপাল চন্দ্র কুণ্ডু c/o শ্রীরামকৃষ্ণ রাইস মিল গ্রাং পো: ঝান্টিপাহাড়ী বাঁকুড়া ২১ ব্যবসা সব বিষয়।

৬৯২২ নীলিমা মজুমদার রাধাকিশোরপুর ত্রিপুরা ২৫ শিক্ষিকা জ ঞ ড।

৬৯২৮ নীলাদ্রি সাহা c/o ডা: বন্দনা সাহা ত্রিবেণী হুগলী ১৭ ছাত্র ক ঙ ঞ রোমান্স।

৬৯৩৫ নারায়ণ চন্দ্র সাহা c/o, মণীন্দ্র চন্দ্র সাহা মণিপুর ঘাট রোড নবদ্বীপ নদীয়া।

৬৮৫৩ পল্টু মুখোপাধ্যায় ৬৩।২, মোল্লাপাড়া লেন শিবপুর হাওড়া-১ ১৮ ছাত্র গ ধ ঢ আবৃত্তি।

৬৮৬০ পৃথ্বীশ কুমার দাস পো: ধুবুলিয়া, (রেল বাজার) জেলা নদীয়া, ১৬ ছাত্র ক খ ঙ জ ঝ ঞ ট ঠ ড ঢ ণ ত থ দ।

৬৮৬২ পার্থ সারথি ঘোষ c/o, বিমলেন্দু বসাক ৯০ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলি:-৯ ১৯ ছাত্র খ গ ঘ চ জ ঝ ঢ দ।

৬৮৭৬ পূর্ণানন্দ রায়, c/o মোহিনী মোহন সাহা পুরাতন মায়াপুর নবদ্বীপ নদীয়া ২০ ছাত্র (ইঞ্জি:) ক খ গ জ ঞ ঢ দ।

৬৮৭৬ পণ্ডিত পাবন দত্ত Dyeing Department t. i. t. Mills

Bhiwani P.o. Birla Colony Haryana ২৫ চাকুরী গ ঙ ড।

৬৮৮৫ প্রদীপ মিত্র ৫৪৭, বেচারাম চ্যাটার্জী রোড কলি-৩৪ বেহালা ২২ চাকুরী ক গ ঢ।

৬৮৯০ প্রদীপ চক্রবর্ত্তী ২ মহারাজা নন্দ কুমার রোড নর্থ বরাহনগর ঝুলনতলা কলি-২৬, ১৩ ছাত্র গ ঙ ছ ড ছ।

৬৯১৬ প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় ৩০৬ ঘটক পাড়া বাঁকুড়া ১৬ ছাত্র জ ঞ ট ড।

৬৯১৭ প্রদীপ কুমার মিত্র ৮এ৮ ইউনিট নং ১ গোলবাজার খড়গপুর মেদিনীপুর ১৯ ছাত্র গ ঙ।

৬৯৩১ প্রাণকৃষ্ণ পাল c/o নারায়ণ চন্দ্র পাল হাজিগঞ্জ কুমিল্লা বাংলাদেশ ১৮ ছাত্র ঙ ঞ ঢ দ।

৬৯৫০ প্রশান্ত পাল (ল্যাবরেটারী) বেঙ্গল ওয়াটার প্রুফ ওয়ার্কস (১৯৪০) লিমিটেড, এস, এম, রোড, পানিহাটী ২৪ পরগণা ২৪ চাকুরী গ ঘ ঙ ঞ ট ঢ অঙ্কন।

৬৮৫৬ বিমল গোমেশ c/o **Xavier p. d. costa** ২ নিউ এসকাটন রোড পোঃ বক্স নং-৩৮৮ ঢাকা ২ বাংলাদেশ ১২ ছাত্র জ ট ঠ ড ঢ ণ ত দ।

৬৮৭০ বিধুশেখর শুঁই পটুয়া পড়া লেন পোঃ শ্রীরামপুর জেঃ হুগলী, ২১ চাকুরী জ ঞ ঢ দ।

৬৮৭১ বাবলু পাল গ্রাম-বালী মাল্তাপুকুর পোষ্ট - জগৎবল্লভপুর জেলা হাওড়া ১৭ ছাত্র গ চ ছ জ ঞ ট ঠ ঢ ত দ।

৬৯১০ বিশ্বনাথ চৌধুরী **Sudamdihi Project p.o, Sudamdihi n c d c Dhanbad** ২৯ চাকুরী ঞ বন্ধুত্ব।

৬৯৪৯ বিশ্বনাথ চ্যাটার্জী ৮৯।১৮ রসা রোড ফাষ্ট লেন, টালিগঞ্জ কলিঃ-৩৩ ১৬ ছাত্র গ ঙ ট।

৬৮৫৮ ভবেশ চন্দ্র সুত্রধর c/o খগেন্দ্র নাথ সাহা, সাহা এণ্ড কোং কাটপট্টী রোড বরিশাল বাংলাদেশ ২৭ চাকুরী গ জ।

৬৮৫১ মণিলাল দাস গ্রাম-তুইপা পোঃ-দলপতিপুর জেঃ-হুগলী ১৭ ছাত্র ক ঙ জ ঞ ঠ ড ণ ত আড্ডা।

নতুন মিতাদের নাম ও পরিচয়ের তালিকা

৬৮৫৫ মিঃ জেরোম ডি, কোষ্টা mr. jerome d, costa; ২৪ কে জি গুপ্ত লেন, লক্ষীবাজার ঢাকা ১ বাংলাদেশ ২৫ ছাত্র গ ট ঠ ঢ।

৬৮৫৭ মোঃ আখতার আলম চৌধুরী c o ছমদের বাড়ী পোঃ মধ্যম কদলপুর থানা রাউজান জেঃ চট্টগ্রাম বাংলাদেশ ১৮ ছাত্র ক খ গ ঘ ঙ জ ঝ ঞ ট ঠ ড ঢ ণ ত দ।

৬৮৯৫ মৃদুল কান্তি চৌধুরী ৩২১ দক্ষিণ ছাত্রাবাস প্রকৌশল মহাবিদ্যালয় চট্টগ্রাম বাংলাদেশ ২১ ছাত্র গ ঙ ঞ।

৬৮৯৭ মহম্মদ মজরুল ইসলাম সরকারী ল্যাবরেটরী উচ্চ বিদ্যালয় পোঃ দৌলতপুর খুলনা বাংলাদেশ ১৫ ছাত্র গ ঙ ট ঠ ঢ।

৬৯০৯ মঞ্জুশ্রী দাস চন্দননগর ১৮ সেলস গার্ল ঝ ঞ ঢ আবৃত্তি।

৬৯১১ মোহাম্মদ মতিয়ার রহমান খান c/o আমজাদআলী খান (f k 90) মুনসেফ পাড়া পটুয়াখালি বাংলাদেশ ১৮ ছাত্র ক খ ঙ ঞ ঢ।

৬৯১৪ মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন ৪০ চামেলীবাগ তিনতলা শান্তিনগর ঢাকা ২ বাংলাদেশ ১৫ ছাত্র খ চ ঞ ঢ ণ ত ।

৬৯২৩ মধুসূদন দাঁ সেভক রোড, শিলিগুড়ি দার্জিলিং ১৫ ছাত্র গ ঙ জ ঝ ঞ ট ড ঢ দ।

৬৯৩০ মহম্মদ সৈফুল আলম c/o মেসার্স আলম ব্রাদার্স ৪১৬ খাতুনগঞ্জ চট্টগ্রাম বাংলাদেশ ১৯ ছাত্র ক খ গ ঙ ঞ দ।

৬৯৩৩ মোঃ সিদ্দিক তালুকদার (বাবলু) ক্ষেত্রী পাড়া দিনাজপুর বাংলাদেশ ১৫ ছাত্র ক ঝ ঠ।

৬৯৩৭ মিঃ ছালাহ উদ্দিন Bank of oman Ltd. p.o. box no. 2111 dubai united arab emirates arabian gulf ২৬ চাকুরী রবীন্দ্র সঙ্গীত ছবি দেখা ভ্রমণ রাজনৈতিক পত্রপত্রিকা পড়া পত্রমিতালী।

৬৯৩৯ মনোরঞ্জন রায় c/o m/s andus mineral products of India post box 64 p:o. katni m p ৩১ ব্যবসা ক খ চ ত থ।

৬৯৪০ মহম্মদ আবদুল হামিদ ১৮ সেণ্ট্রাল রোড নতুন পলটন লাইন আজিমপুর ঢাকা বাংলাদেশ ১৭ ছাত্র খ গ ঘ চ ছ জ ঝ ঞ।

৬৯৪৫ মোঃ আবদুল মান্নান c o মীরআর্ট রবীন্দ্র রোড যশোহর বাংলাদেশ

১৯ পেণ্টার খ জ ঝ ঞ ট ঠ।

৬৯৩৬ যজ্ঞেশ্বর সামন্ত ১৬/৫ ভগবান চ্যাটার্জী লেন কদমতলা হাওড়া ২০ ছাত্র খ ঘ ঙ চ ঞ ড ঢ।

৮৭৮৭ রবি দাস ৯,বি নারকেল ডাঙা মেন রোড, কলিকাতা - ১১ ১৪ তালিকানুযায়ী।

৬৮৬৪ রাধারাণী দাস শিলচর ৪ আসাম ২৬ চাকুরী ছাত্রী (এম এ) ক খ গ ছ ঞ ঢ ত।

৬৮৬৮ রীতা ঘোষ কলিকাতা ৬ ১৭ ছাত্রী জ ঝ ট ঠ

৬৮৯১ রীতা কর ডিব্রুগড় ১৫ ছাত্রী ক খ গ ঘ ঙ জ ঝ ঞ ট ঠ ঢ ণ দ।

৬৮৯৮ কমলী চৌধুরী ঢাকা ৫ বাংলাদেশ ১৬ ছাত্রী ক গ ঙ জ ঝ ঞ ঠ ঢ দ।

৬৯০২ রঞ্জিত রায় চৌধুরী ৪২৮/এফ, পাতিপুকুর রেলওয়ে কোয়াটার, কালকাতা-৪৮ ৩১ চাকুরী, গ দ জ ঠ ঢ মুদ্রা, বাণী সংগ্রহ, ডায়েরী রাখা।

৬৯১৮ রাজেশ চ্যাটার্জী ১৮, পি, সি, ব্যানার্জী রোড দক্ষিণেশ্বর আড়িয়াদহ কলিকাত-৫৭ ১৯ ছাত্র, ঞ ট ঠ ড ঢ ণ।

৬৯২৫ রতন কুমার ব্যানার্জী পোঃ+গ্রাঃ নারায়ণপুর, কাঁকিনাড়া, ২৪ পরগণা ১৯ ছাত্র জ ঝ ঞ ট ঢ

৬৯১৯ রীতা দেবনাথ ডিব্রুগড় ১৬ ছাত্রী গ ঞ ঠ।

৬৮৭৫ শচীন্দ্র দত্ত পোঃ পেচার তাল (Pechartal) ত্রিপুরা, ২৭ ব্যবসা ক চ ছ জ ঝ ঞ।

৬৮৭৫ শিখা মাহাতো কলিকাতা-৪০ ১৮ ছাত্রী ক গ ঘ ঙ ছ ঝ জ ঞ ট ঠ ঢ ঢ ড দ।

৬৮৮৩ শিবব্রত মিত্র ১৪ উড স্ট্রীট, কলিকাতা-১৬ ৩১ চাকুরী গ জ ঝ ঢ

৬৮৯৩ শংকর ভট্টাচার্য্য c/o ইণ্ডিয়ান ও ভারসীজ ব্যাংক, পি-৩৫, ইণ্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলিকাতা-১ ২৫ চাকুরী গ ঞ ড জ ঝ ইতিহাস, দর্শন।

৬৯০৬ শৈলেন্দ্র নাথ দাস ৩৪, জাষ্টীস মন্মথনাথ মুখার্জ্জীরো, কলিকাতা-৯ ২৫ চাকুরী গণ গ ঠ ড।

৬৯১৯ শ্যামল ভট্টাচার্য্য c/o রাজেন্দ্র চন্দ্র ভট্টাচার্য্য সেবাগ্রাম, চাকদহ, নদীয়া ১৫ ছাত্র ক গ ঞ ট ঢ আবৃত্তি অভিনয়।

নতুন মিতাদের নাম ও পরিচয়ের তালিকা

৬৮৪০ সুনীল কুমার বসাক ৬ চোর বাগান লেন কলিকাতা – ৭ ২৭ চাকুরী ক খ ঙ গণিত।

৬৮৫৪ সুনীল চ্যাটার্জী c o ডা: পি আর দাস দাস ক্লিনিক ব্যাণ্ডেল হুগলী ১১ চাকুরী খ গ ঙ এ ড ঢ ণ দ।

৬৮৬৩ সিদ্ধার্থশংকর বিশ্বাস গভ: হাউজিং এস্টেট ব্লক ৯ ফ্ল্যাট ৮ সোদপুর ২৪ পরগণা ১৬ ছাত্র ঝ ঞ ট ঠ ড।

৬৮৬৭ স্বপন কুমার সরকার গ্রাম ও পোষ্ট মুরারাই বীরভূম ১৮ ছাত্র ক ড থ দ।

* ৬৮৭১ সুভাষ গুপ্ত 14 norumbegga tarrace waltham mas 02154 ১৫ metallurgist ঢ ক খ t ২ দেখা।

৬৮৮৪ সমর চক্রবর্ত্তী c/o State bank of india p.o. tezpur dt: darrang assam ১৪ চাকুরী ৫ ঝ ট ৯।

৬৮৮৭ সুকুমার মুখোপাধ্যায় (a c a) রবীন্দ্র পল্লী দুর্গানগর কলিকাতা – ৫১ ২১ চাকুরী ক গ ঘ ঙ।

৬৮৯১ সুবীর ঘোষ শিক্ষাভবন ষ্টুডেণ্ট হোষ্টেল শান্তিনিকেতন বীরভূম ১৭ ছাত্র ঝ গ ছ ঝ ঞ।

৬৮৯৪ সুদর্শন ঘোষাল মাতৃভবন নূতন চটি পোঃ বাঁকুড়া ১৮ ছাত্র জ ড বিজ্ঞানের প্রোজেক্ট তৈরী করা।

* ৬৯০৮ সবিতা গুহ 3453 orion crest credit woodland missanga toronto Canada গৃহস্থালী গ ক পত্রমিতালী।

৬৯১২ সামছুল আলম বোয়ালী (মিঞাবাড়ী) টাঙ্গাইল বাংলাদেশ ১৬ ছাত্র গ ঙ চ ছ ঞ ঠ গ।

৬৯১৫ সৈয়দ আবুল কাশেম (মিলু) c/o সৈয়দ রাস উদ্দীন আহমদ রমনা হোটেল জিন্দাবাজার সিলেট বাংলাদেশ ১৪ ছাত্র ক গ জ ঝ ঞ ট ড ঢ ত দ।

৬৯২১ সুধাংশু পট্টনায়ক ১৫/১বি চেতলাহাট রোড কলি: ১৭ ৩০ ব্যবসা চ।

৬৯৪৪ সুভাষ চন্দ্র দে হাসপাতাল রোড বরিশাল বাংলাদেশ ২০ ব্যবসা চ দ।

৬৭৪১ হারাধন বর্ম্মণ বি এম বর্ম্মণ রোড রামেশ্বরপুর ভায়া হাসনাবাদ ২৪ পরগণা ১৯ ছাত্র ক গ (পাঠ ও চর্চা) ঞ পত্রপত্রিকা (দেশী ও বিদেশী) চিঠি লেখা মিতালি।

পত্রিকা পরিচয়

দেশ বাংলা

অর্ধ সাপ্তাহিক ১৬ই জুলাই ১৯৭১ সম্পাদক ফেরদোস আহমদ কোরেশী। ১৫ বঙ্গবন্ধু এভিনিউ ঢাকা মূল্য ২৫ পয়সা।

সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত বাংলাদেশের উন্নতি কল্পে বর্তমানে যে ধরণের সংবাদপত্র প্রকাশিত হওয়া উচিত দেশবাংলা পত্রিকাটি সেই স্থান পূরণ সমর্থ। এক দশদলিত। বক্তিক সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে পত্রিকাটি আসরে নেমেছে আদর্শবাদী সার্থক সংবাদ বাহর মত। দেশের জন্য যা কল্যাণকর মুক্ত কণ্ঠে তা প্রকাশ করতে দেশ বাংলা ভয়লেশ শূন্য। পত্রিকাটির উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করি।

※

সোসাইটি

পাক্ষিক পত্রিকা। সম্পাদিকা অনীতা ঘোষ কার্যালয় ৪৯, এন, এন, রোড এল/১৮ কলিকাতা ১১ মূল্য ৩০ পয়সা।

বাংলা পত্রিকার ইংরাজী নাম দেখে কিছু বিস্ময় বোধ করেছি। বর্তমান সংখ্যাটিতে কয়েকটি সুখ-পাঠ্য কবিতা আছে এবং শেষ কিছু মনস্তাত্বিক আলোচনা আছে। এতে যারা লিখেছেন তাঁরা হলেন—সর্ব্বশ্রী—দিলীপ কুমার ওঝা, হেমন্ত কুমার বেরা, অনীতা ঘোষ কিরণ কুমার, সুধাংশু শেখর দাস। পত্রিকাটির পৃষ্ঠা সংখ্যা আরও কিছু বাড়ালে ভাল হয়

চিত্ররথ

চলচ্চিত্র সাহিত্য, মাসিক, সম্পাদক—এ এল, জহিরুল হক খান। প্রধান কার্যালয় ৫৩, দীন নাথ সড়ক, ঢাকা ৪ মূল্য ৬০ পয়সা। কলকাতার ঠিকানা ৪ অমরেট ফাষ্ট লেন ইন্টালী কলিকাতা—১৪

সংস্কৃতি ক্ষেত্রে পত্রিকাটিকে দুই বাংলার মিলন সেতু বলা চলে। আদ্যপ্রান্ত পড়ে দেখেছি। সম্পাদনা নিখুঁত এবং প্রতিটি লেখার সাহিত্যিক মূল্য আছে। শ্রীমতী শৈলসুতা দেবীর মূল রচনা অবলম্বনে এবং রেজাউল হক মাণিকের সার্থক গ্রন্থনায় অনেক দিনের হারিয়ে যাওয়া হুমায়ুন কবির ও শান্তি দাসের মিলন চিত্রটি চমৎকার ফুটে উঠেছে। আন্তর্জাতিক বিবাহ শিক্ষিত সমাজের মধ্যে অনেক দিন থেকে চালু হয়েছে। আমরা যতীন্দ্র মোহন সেনগুপ্ত, বিনয় সরকার, কাজীনজরুল ইসলাম

রবিশংকর, আসফ আলি প্রভৃতির আন্তর্জাতিক বিবাহ দেখেছি ও শুনেছি। কিন্তু হুমায়ুন কবির ও শান্তিদাসের আন্তর্জাতিক বিবাহের মধ্যে একটা বিশেষ আদর্শের সাক্ষাৎ পাই। এই সময় পশ্চিম বাংলায় নারী সমাজে চরম উত্থান পতনের দিন উপস্থিত হয়েছিল। একদল তরুণী ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের দণ্ডক ভাঙা পণ নিয়ে নির্যাতিতা নারীকুলকে বাঁচাবার জন্য শৃঙ্খলের আসল জায়গায় ঘা দেবার চেষ্টা করলেন। এই দলে ছিলেন শান্তি দাস, তাঁর জননী অশোকলতা দাস, এবং স্বনাম ধন্যা সাহিত্যিক নিরুপমা দেবী ও আরো অনেকে। বিরুদ্ধে দাঁড়ালেন আর একজন প্রখ্যাত সাহিত্যিক অনুরূপা দেবী ও আরো অনেকে। সনাতনীদের চাপে নারী প্রগতির সমস্ত প্রস্তাব নাকচ হয়ে গেল। কিন্তু প্রগতির আদর্শকে অক্ষুণ্ণ রাখতে দুই তরুণ বিদ্রোহ ঘোষণা করে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। বহুদিনের পর এই স্মৃতিচারণ প্রগতি পন্থী প্রত্যেক নারীকে উদ্বুদ্ধ করবে।

এর পর আসি গল্পের কথায়। কুমারেশ চক্রবর্তীর 'অন্ধকারে আবর্তে', জীবনময় দত্তের 'মেকী' এবং সৈয়দ কওসর জামালের 'বনানী' প্রথম শ্রেণীর ছোটগল্প বলা চলে। ওমর খৈয়ামের কবিতার অনুবাদ বেশ ভাল লাগল। অনেক দিনের পর বাপি ঘোষ ও নরেন দেবের ওমর খৈয়ামকে মনে পড়িয়ে দেয়।

বিভিন্ন বিষয়ক আলোচনা, চিঠি পত্রের উত্তর আকর্ষণীয়। পত্রিকাটির সর্বাঙ্গীন উন্নতি কামনা করি।

আলোচনার জন্য বহু পত্র পত্রিকা লিপিমিতার দপ্তরে মজুত হয়েছে। এক সংখ্যায় সবগুলির আলোচনা করা সম্ভব নয়। তাই সেগুলি বাকী রইল পরবর্তী সংখ্যায় তাদের আলোচনা প্রকাশ করা হবে।

দিশারী

—: প্রাপ্তি স্বীকার :—

মাসিক আষাঢ় শ্রাবণ। সম্পাদক এ এম দাউদ। সাউথ সেন্ট্রাল রোড, খুলনা থেকে প্রকাশিত। মূল্য ৬০ পয়সা।

—•—

মজার ধাঁধা

তৃতীয় বার্ষিক ধাঁধা প্রতিযোগিতা শুরু করা হয়েছে বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৯ সংখ্যা থেকে। যাঁর একটি ধাঁধাও ভুল যাবেনা তিনি পাবেন ৫০ টাকা, একটি ভুল পাবেন ২৫ টাকা, দুটি ভুলে ১৫ টাকা এবং তিনটি ভুলে ১০ টাকা। উত্তর গুলি নির্ধারিত সময় আসা চাই। প্রায় প্রত্যেক মিতাকে লিপিমিতা সাধারণ ডাকে পাঠান হয়। যদি কোন মিতা ডাক গোলযোগের জন্য পত্রিকা না পান তবে বাংলা দ্বিমাসিকের শেষ মাসে ২१ তারিখের মধ্যে সংঘকে রেজিষ্টার্ড খরচ বাবদ ১'১০ পয়সা পাঠিয়ে দিলে সংঘ সঙ্গে সঙ্গে পত্রিকাটি রেজিষ্ট্রী ক'রে মিতাকে পাঠিয়ে দেবে। যাঁদের চাঁদার মেয়াদ দু মাসের বেশী পার হয়ে যাবে তাঁদের ধাঁধা প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করতে দেওয়া সম্ভব হবে না।

প্রতিযোগিতায় যেকোন শ্রেণীতে একাধিক মিতা যদি পুরস্কার প্রার্থী হন তবে সংঘ লটারীর মাধ্যমে বাছাই করে একজন মিতাকে পুরস্কারের পুরো টাকাটাই দেবে। প্রতিযোগিতায় উত্তীর্ণ প্রত্যেক সভা সভ্যার নাম ও সদস্য সংখ্যা পত্রিকায় যথাক্রমে প্রকাশ করা হবে।

নিম্নলিখিত ধাঁধাগুলির উত্তর ২৫শে কার্তিক ১৩৭৯ এর মধ্যে সংঘের কার্যালয়ে পৌঁছান চাই। এই সঙ্গে উত্তর সহ মৌলিক ধাঁধা পাঠাতে অনুরোধ জানাচ্ছি।

১১। চিনির সের চার আনা, চিঁড়ের সের দু' আনা ও দৈ পয়সা পয়সা (পুরাতন পয়সা) দশ পয়সায় আড়াই সের জিনিষ কিনতে হলে কোনটা কতখানি নিতে হবে?

বি ৪৫৫৮ প্রদীপ চন্দ্র রায়

১২। সন্তান লইয়া কোলে
জন্মি আমি গাছে
দেখিতে পাইনা হায়
(তবু) শত চোখ আছে
রসে ভরা যে আমি
ফল বলে গণ্য
কি আমার পরিচয়
বলে হও ধন্য।

৬৭৩৫ দীপক কুমার দে

১৩। ছুঁচলো মুখে ঠোঁটটি কাঁটা
হেট মুখেতে চলে
কালো পানীর কাছে গিয়ে
মুণ্ড ডোবায় জলে।

৬৬৮৪ সুপ্রিয় কুমার মহিন্তা

১৪। তিন অক্ষরে নাম মোর
থাকি বৃক্ষ শাখে
তৃতীয় ত্যাজিলে সবে
সযতনে রাখে
দ্বিতীয় না থাকে
যদি নিদ্রায় ব্যাঘাত
আদ্যাক্ষর ত্যাজি শুনি
যন্ত্রে দিবে হাত।

৬৮৫১ মণিলাল দাস

১৫। হাত নেই, পা নেই,
যার শুধু মাথা
ভেদাভেদ ঘুচিয়ে দিয়ে
আসেন সব ভ্রাতা,
নর বলে আমি নেব না,
নারী ভাবি আমি
অংম্বিকা দেখে শুধু
হেসে মরি আমি।

বি ৬২৫২ শংকর ব্যানার্জী

ধাঁধার উত্তর

লিপিমিতা ১২শ বর্ষ ২য় সংখ্যায় প্রকাশিত ধাঁধাগুলির উত্তর এইরূপ:—

৬) পালন, ৭) শেখ মুজিব, ৮) বোধন, ৯) শাখামৃগ, ১০) ঢাক।

পাঁচটি উত্তর যারা দিয়েছেন—৬৫৫৭ দেবাশিস রায় ৬৫৮৯ লক্ষ্মীকান্ত ভট্টাচার্য্য, ৬৫৯৬ কল্যাণ কুমার দত্ত, ৬৮৮৯ দীপক মিশ্র, ৬৭১৪ প্রদ্যোৎ কুমার মিত্র, ৬৬৮৪ সুপ্রিয় মহিন্তা, ৬৬৩০ ফরিদা বেগম।

চারটি উত্তর দিয়েছেন :—

৬৪৫৯ ভূদেবচন্দ্র চন্দ্র, বি ৩৪১৮ অমল কুমার বসু, ৬৮৮৫ প্রদীপ মিত্র; ৬৭৪২ হারাধন বর্ম্মন।

তিনটি উত্তর দিয়েছেন :—

৬৮১৯ তাপস কুমার ভট্টাচার্য, ৬৪৯৮ অজয় কুমার হালদার, ৬৮৫১ মণিলাল দাস, ৬৭০৫ দীপক কুমার দে।

দুটি উত্তর দিয়েছেন :—

৬৭৫৬ সুব্রত সেন, ৬১৩৩ অবনী ভূষণ বসাক, ৬১৫৩ দীপক চন্দ্র পোদ্দার, ৬৬৫৮ সুধীর চন্দ্র বাগচী, বি ৪৫৫৮ প্রদীপচন্দ্র রায়।

রান্নাঘর

গোপা মুখোপাধ্যায়
হাওড়া।

ইলিশমাছের পাটারী

উপকরণ :— কিছু কাটা ইলিশ মাছের টুকরো, পেঁয়াজ, আদা, লঙ্কা কুঁচো, নুন, মিষ্টি (একটু বেশী পরিমাণে) সরষে বাটা ও কাঁচা তেল।

প্রস্তুত প্রণালী :—

প্রথমে ইলিশ মাছের টুকরোগুলি একটি কানা উঁচু থালায় সাজিয়ে তাতে পেঁয়াজ আদা লঙ্কা কুঁচো নুন মিষ্টি আন্দাজ মতন দিয়ে দিন। তারপর বেশ খানিকটা সরষে বাটা দিয়ে ভাল ভাবে মেখে নিন।

এখন একটি বড় ডেকচিতে গরম জল ফুটতে দিন।—তারপর একটি কৌটার মধ্যে ঐ মশলামাখা মাছগুলি সাজিয়ে (একটু বেশি পরিমাণে) তেল ঢেলে দিয়ে কৌটার ঢাকাটি ভালভাবে বন্ধ করে ঐ ফুটন্ত জলের ভাপে বসিয়ে সিদ্ধ করে নিন। (দেখবেন যেন কৌটার মধ্যে ডেকচির ফুটন্ত জল না

ঢুকতে পারে) এটি ভাতের সংগে পরিবেশন করলে ভালই লাগবে।

গতবারের ইলিশ মাছের লেবু ঝোল খেয়ে অনেক মিতাই আমায় 'প্রাপ্ত হয়েছে' বলে জানিয়ে ছিলেন। ওটা মিতাদের মনে আছে বলেই আর লিখলাম না। ইচ্ছা হলে একদিন ওটাও ঝালিয়ে নিতে পারেন। ইলিশ মাছটাতো আর সারা বছর মেলেনা। আর মিললেও অসময়ের ইলিশের সঙ্গে সময়ের ইলিশের স্বাদের অনেক তফাৎ থাকে।

ইলিশ মাছের ফ্রাই

উপকরণ: বেশ ভাল ইলিশ মাছের পেটের দিকটা, আদা, পেঁয়াজ, রসুন পাতি-লেবু ডিম ও চিড়ের গুঁড়ো এবং তেল।

প্রস্তুত প্রণালী:—প্রথমে ইলিশ মাছের পেটের দিকটা যেভাবে কাটে সেই ভাবে কাট নিন। তারপর ঐ কাটা মাছের টুকরোটার মধ্যে দিয়ে কেটে এক একটি টুকরোকে দুখানা করে নিন।

এবার ঐ পাতলা করে কাটা মাছ-গুলোয় আদা পেঁয়াজ লেবুরস ও রসুনের রস দিয়ে ভিজিয়ে রাখুন। তারপর মাথার কাঁটা বা ঐ জাতীয় কিছু দিয়ে টুকরো গুলোকে ফুটো ফুটো করে নিন।

বেশ ভাল ভাবে ভিজে গেলে ডিম ভেঙে ফেটিয়ে নিন। এবং চিড়ে ভেজে গুঁড়ো করে নিন।

এবারে মাছের টুকরোগুলো ডিমের গুলোয় ডুবিয়ে চিড়ের গুঁড়োতে মাখিয়ে নিয়ে ভেজে ভেজে গরম গরম পরিবেশন করুন।

ছানার মুড়কি

উপকরণ:— ভাল দুধের (টাইট করে বাঁধা) ছানা, পরিমান মত, ঘন চিনির রস এবং ঘি।

প্রস্তুত প্রণালী:— প্রথমে ছানা কাটিয়ে খুব আলগা করে একটি পুঁটলি করে জল ঝরতে দিন। জল ঝরে গেলে এবার ঐ ছানার পুঁটলিটিকে শিল ইত্যাদির মতন কিছু ভারী জিনিষের তলায় কিছুক্ষণ চাপ দিয়ে রাখুন।

এবার ছানাটি ছুরি দিয়ে ছোট ছোট (নিমকির মতন) করে কেটে নিয়ে ঘিয়ে সাদা সাদা থাকবে ভেজে রসে ফুটিয়ে নিন। তারপর সমস্ত রসটাই নেড়েনেড়ে ওর গায়ে শুকনো করে ফেলুন।

ডিম দৈ

উপকরণ:— ডিম দই সরষে বাটা আদা বাটা নুন কাঁচা লঙ্কা।

প্রস্তুত প্রণালী:— প্রথমে সব ডিমগুলিকে সিদ্ধ করে খোসা ছাড়িয়ে চারফালি করে কেটে নিন।

এবার ঐ এক একটি টুকরোকে ব্যাসন

গোলা ফেটিয়ে তাতে ডুবিয়ে ডুবিয়ে ভেজে তুলে রাখুন।

এখন একটি মুখ "ভাল ভাবে বন্ধ হয় এমন" কৌটায় ডিমগুলি দিয়ে অন্য একটি পাত্রে পরিমাণ মত দই সরষে বাটা, আদা বাটা অল্প কাঁচা তেল নুন কুঁচো লঙ্কা ইত্যাদি দিয়ে ভাল ভাবে মিশিয়ে নিয়ে ঐ ডিমের কৌটায় ঢেলে দিয়ে ঢাকাটি ভালকরে বন্ধ করে দিন। —এবার একটি ফুটন্ত গরম জলের পাত্রের উপর ঐ "কৌটটিতে যেন জল না ঢোকে" কৌটাটি বসিয়ে দিন। মিনিট পাঁচেক ফোটার পর নামিয়ে নিন।

মুশুর ডালের কাটলেট

উপকরণ:—মুশুর ডাল ২৫০ গ্রাম—পিঁয়াজ, আদা, ধনে পাতা, কাঁচা লঙ্কা আটা, নুন, মিষ্টি, বিস্কুট গুঁড়ো এবং তেল।

প্রস্তুত প্রণালী:—প্রথমে ডালটা ৪/৫ ঘণ্টা ভিজিয়ে নিয়ে, কচা করে অর্থাৎ খুব মিহি নয় বেটে রাখুন।

এবার কড়ায় তেল দিয়ে তাতে পিঁয়াজ কুঁচো আদা ও লঙ্কা বাটা দিয়ে নেড়ে নিয়ে তাতেই ডালবাটা ধনে পাতা কুঁচো নুন, মিষ্টি দিয়ে ভাল ভাবে কষে তাতে কিছুটা আটা দিয়ে বেশ করে নেড়ে একটু শক্ত করে নিন যাতে কাটলেট গড়তে গেলে না ভেঙে যায়।

এখন ঐ দিয়েই কাটলেট গড়ে এ্যারারুটের গোলায় কিংবা ডিমের গোলায় ডুবিয়ে বিস্কুটের গুঁড়োয় মাখিয়ে, গরম তেলে ভেজে, গরম থাকতে থাকতে পরিবেশন করুন।

মাংসের দোসে

উপকরণ: মাংসের কিমা, ময়দা, দুধ, পেঁয়াজ, আদা, কাঁচালঙ্কা বাটা, ধনেপাতা কুঁচো, মিষ্টি, ঘি ও ডিম।

প্রস্তুত প্রণালী:—প্রথমে কিমাটি সিদ্ধ করে রেখে দিন। এবার ডিম ফেটিয়ে তাতে ময়দা দুধ ও নুন আন্দাজ মতন মিশিয়ে রাখুন।

এখন কড়ায় ঘি দিয়ে তাতে পিঁয়াজ কুঁচো আদাবাটা দিয়ে নেড়ে নিয়ে লাল হয়ে এলে, তাতেই ঐ সিদ্ধ করা কিমা ধনেপাতা নুন মিষ্টি দিয়ে ভালভাবে কষে চপের পুরের মতন করে নিন।

তারপর ফ্রাই প্যানে অল্প ঘি দিয়ে ওই ডিম ময়দা ও দুধের গোলাটি ভালভাবে ফেটিয়ে নিয়ে একখানা অমলেটের মতন করে, তার উপর ঐ পুর দিয়ে দোসের মতন রোল করে নিয়ে গরম থাকতে থাকতে পরিবেশন করুন। ওই সঙ্গে একটু চাটনির ব্যবস্থা করতে পারেন।

—•—

অষ্টম বার্ষিক মিতা সম্মেলন

লিপিমিতা ১৩/২ সংখ্যায় (আষাঢ় শ্রাবণ) অষ্টম বার্ষিক মিতা সম্মেলনের বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশ করা হয়েছিল। নতুন ও পুরাতন মিতা ভাই বোনদের উপযুক্ত সাড়া পাবার জন্য নীচে উল্লিখিত বিবরণ পুনরায় প্রকাশ করা হল।

আগামী ২রা পৌষ ১৩৭৯ ইংরাজী ১৭ই ডিসেম্বর ১৯৭২ রবিবার হাওড়া থেকে ১৪ মাইল দূরে শেওড়াফুলির কাগোয়া বৈদ্য-বাটীতে জি, টি, রোডের উপর ইষ্টার্ণ বেলটিং এণ্ড কটন মিলসের মনোরম উদ্যানে সারাদিন ব্যাপী মিতা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবার অন্তত ১৫ দিন পূর্বে আমন্ত্রণ লিপির সঙ্গে অনুষ্ঠান যে স্থলে হবে তার সুস্পষ্ট পথ নির্দেশ দেওয়া থাকবে। ট্রেণ ও বাসের সময় এবং ভাড়ার হার ইত্যাদি সবকিছু যোগদানেচ্ছু মিতাদেরকে ঐ সঙ্গে ডাক যোগে পাঠিয়ে দেওয়া হবে।

মিতা সম্মেলন সকাল ৮টা থেকে সুরু হবে এবং সন্ধ্যা ৬টা থেকে ৭টার মধ্যে শেষ হবে। সভা স্থির করেন যে সম্মেলনে অংশ গ্রহণের জন্য দক্ষিণার হার প্রতি মিতা বা বিশ্বামিতা পিছু ৬ টাকা। সভায় আরও ঠিক করা হয় যে, প্রতি সভ্য সভ্যা ইচ্ছে করলে দু জন করে অতিথি আনতে পারেন। তবে অতিথিদেরও মাথাপিছু ৬ টাকা করে দক্ষিণা দিতে হবে।

এই সম্মেলনে বিভিন্ন ধরণের গান, বাজনা, আবৃত্তি, কৌতুকাভিনয় প্রভৃতি আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা থাকবে। যে-সকল মিতা ভাই বোন উল্লেখিত বিষয় গুলির মধ্যে যে যে বিষয়ে অংশ গ্রহণ করতে চান সংঘকে তা ৩০শে কার্ত্তিক ১৩৭৯ ইংরাজী ১৬ই নভেম্বর ১৯৭২ এর মধ্যে জানাতে হবে। বিভিন্ন খেলার ব্যবস্থাও থাকবে। মিতাদের দ্বারা সংগৃহীত ডাক-টিকিট, ভিউকার্ড বা তাদের তোলা আলোক-চিত্রাবলী হাতের কাজ ইত্যাদি সম্মেলনে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হবে।

অনুষ্ঠানের দিন মিতারা ঐ গুলি সঙ্গে করে আনবেন এবং যাবার সময় সঙ্গে করে নিয়ে যাবেন। সকালে জলযোগ ও মধ্যাহ্নে অন্নভোগ ও বিকালে চা পানের ব্যবস্থা থাকবে। মিতা ভাই বোনদের প্রতি অনুরোধ এই যে যাঁরা এই মিতা সম্মেলনে যোগদান করতে ইচ্ছুক তাঁরা যেন সম্পাদককে সংঘের কার্যালয়ের ঠিকানায় ৩০শে কার্ত্তিক ১৩৭৯ ইংরাজী ১৬ই নভেম্বর ১৯৭২ এর মধ্যে জানিয়ে দেন। যাঁরা সঙ্গে করে অতিথি আনতে চান তাঁরা যেন আতিথিদের নাম চিঠিতে অবশ্যই উল্লেখ করেন। দক্ষিণা পাঠাবার শেষ তারিখ ৩০শে কার্ত্তিক ১৩৭৯ ইংরাজী ১৬ই নভেম্বর ১৯৭২।

উপসমিতির পরবর্তী বৈঠক আগামী ৩রা অগ্রান ১৩৭৯ ইংরাজী ১৯শে নভেম্বর ১৯৭২ রবিবার সংঘের কার্যালয়ে বিকেল ৫টা নাগাদ অনুষ্ঠিত হবে। ঐদিন উপসমিতির সমস্ত সভা সভ্যাদের উপস্থিত থাকতে বিশেষ ভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি।

শ্রীসমীর দে ও শ্রীকল্যাণী লাহিড়ী
যুগ্ম-সম্পাদক
অষ্টম বার্ষিক মিতা সম্মেলন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ

যাঁরা ১৫ অগ্রাণ ১৩৭৯ ইংরাজী ১লা ডিসেম্বর ১৯৭২ এর মধ্যে প্রবেশ পত্র ইত্যাদি না পাবেন তাঁরা যে সঙ্গে সঙ্গে সংঘকে জানালে সংঘ সেগুলি পুনরায় এক্সপ্রেস ডাকে পাঠাবার ব্যবস্থা করবে। বিশেষ অসুবিধা হলে মনি অর্ডার কুপন অনুষ্ঠানের দিন দ্বারা প্রান্তে দেখালে প্রবেশ পত্র পাবেন অথবা অনুষ্ঠানের পূর্বদিনে স্বয়ং কার্যালয়ে উপস্থিত হয়ে প্রবেশ পত্র সংগ্রহ করতে পারেন।

।০।

মিতা ও মিতা সংবাদ

যে সকল মিতার ছবি আলোকচিত্র, ডাকটিকিট পত্র বন্ধু ইত্যাদি এবং যারা চিকিৎসা বিদ্যায় অধ্যয়নরত তাদের সঙ্গে ৬৪৯৮ অজয় হালদার পত্রালাপ করতে চান।

যে সব মিতা নাটক ও অভিনয় সম্বন্ধ আলোচনা ও প্রশ্ন রাখতে চান তাদের সঙ্গে বি ৬০১০ পার্থ ব্যানার্জী পত্রালাপ করতে চান।

—•—

ঠিকানা পরিবর্তন

১। ৬৭৩৯ এম, এ, মালেক গ্রাম-দাপা পোঃ - ফতুল্যা, জেঃ - ঢাকা।

২। ৬৭৩৪ ক্যাপটেন অশোক কুমার দাস a m c m b b s (eal) dch (cal)
r m, o i Punjab c/o 56 a p o

৩। ৬৫৯৩ হরিকুমার পোদ্দার, ঢাকা জুয়েলারী ওয়ার্কস ২২০৩ কিনারী বাজার, দিল্লী - ৬।

৪। ৬৭৮১ এম. এ. মজিদ c/o m/s শহীদুল্লাহ এণ্ড ব্রাদার্স, পোঃ ভেড়ামারা জে - কুষ্টিয়া বাংলাদেশ।

৫। ৬৮১৬ শিবকুমার গোয়েঙ্কা c/o কেমি (ইণ্ডিয়া) কর্পোরেশন, ১৯ চাঁদনী চক স্ট্রীট, কলিকাতা - ১৩।

৬। বি ৬২২৮ লাল মোহন সেন c/o geborjar p.o. - borjar airport gauhati - 15 Assam

৭। ৬৭৪৫ মহম্মদ আবুল হোসেন গ্রাম - কাশীনাথপুর, থানা - মাগুরা পোঃ - হাজরাপুর জেলা - যশোহর, বাংলাদেশ।

৮। বি ৬৮১০ রথীন্দ্রনাথ মুখার্জী c/o iris marbaniang p.o. laban shillon - 4 Meghalaya

৯। ৬৮০৭ দীপক সাহা room no. 112 ruiya hostel, benaras hindu university Varanasi - 5 u p

১০। বি ৫৮০৬ মাণিকলাল রায় i n s adhar c/o f m o Vishakapatnam - 14 a p

—: ভ্রম সংশোধন :—

লিপিমিতা ১০/২ সংখ্যায় প্রকাশিত মিতাদের পরিচয়ে ৫৭৫৮ স্থলে ৬৭৫৮ বিমল কুমার পাল হবে। ৬৮১৬ শিবকুমার গোয়েঙ্কার বয়স ২৯ এর স্থলে ২৫ হবে, ৬৮০৬ গৌর চন্দ্র বিশ্বাসের নাম ৬৬৬০ গৌর চন্দ্র ভড় হবে।

সংঘে আর নেই :—

৬৮৭৩ শিখা মহিন্তা

—•—

স্থায়ী সভ্য বা বিশ্বমিতা

সংঘের দু বৎসরের চাঁদা দিয়ে যাঁরা স্থায়ী সভ্য হয়েছেন তাঁদেরকে আমরা বিশ্বমিতা নামে অভিহিত করি। গত ১৫ই ভাদ্র ১৩৭৯ পর্যন্ত যে কয় জন বিশ্বমিতা পেয়েছি তাদের নাম সদস্য সংখ্যা নীচে দেওয়া হল।

সর্ব্বশ্রী—৬১৭২ তোজাম্মেল হক, ৬৭৫৮ বিমল কুমার পাল ও ৬৮১০ রবীন্দ্রনাথ মুখার্জী।

বিশ্বমিতা হবার পর সংঘকে পত্র পত্রিকার ব্যয় নির্বাহের জন্য বাৎসরিক চাঁদা আট টাকা পাঠালেই চলবে। আশাকরি সংঘ এবার অধিকতর বিশ্বমিতা লাভে সক্ষম হবে।

—•—

লিপিমিতাকে যাঁরা সাহায্য করেছেন

গত ১১ই ভাদ্র ১৩৭৯ পর্যন্ত সাহায্য বাবদ যে অর্থ পাওয়া গেছে তারই হিসেব নীচে দেওয়া হল।

সর্ব্বশ্রী বি ১৬২ ডাঃ ক্ষীরোদ গোপাল দে ২৫ টাকা, বি ৬৭৫৮ বিমল কুমার পাল ৬ টাকা, ৬৩১৬ ইলা সেন ১ টাকা, ৬৩৩৯ বঙ্কিমচন্দ্র দে ৫০ পয়সা।

লিপিমিতার সাহায্য ভাণ্ডারে মোট ৩২ টাকা ৫০ পয়সা পাওয়া গেছে। গতবারে সাহায্য ভাণ্ডারে মোট ৫৪৫·৬৮ পয়সা জমা ছিল। সুতরাং এ পর্যন্ত সাহায্য ভাণ্ডারে মোট ৫৮১·১৮ পয়সা জমা রইল। সভ্য-সভ্যাদের নিকট যে চাঁদা পাওয়া যায় তার দ্বারা পত্রিকার সমস্ত ব্যয় ভার বহন করা অসম্ভব যাতে পত্রিকাটি নিয়মিত প্রকাশ করা চলে তার জন্য আর্থিক সচ্ছলতা একান্ত আবশ্যক। শুভাকাঙ্ক্ষী উৎসাহী মিতাদের অনুরোধে লিপিমিতার সাহায্য ভাণ্ডার খোলা হয়েছে।

আশাকরি মিতা ভাই-বোনেরা সাধ্যানুযায়ী আর্থিক সাহায্য করে লিপিমিতাকে দীর্ঘায়ু ও শ্রীবৃদ্ধির পথে চালিত করবেন।

—•—

অষ্টম বার্ষিক ক্ষীরোদ গোপাল আলোক চিত্র প্রতিযোগিতা

প্রধান পৃষ্ঠপোষক ও বি ১৬১ ডাঃ ক্ষীরোদ গোপাল দে'র সৌজন্যে বিবমিতালি সঙ্ঘ আলোক চিত্র প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করেছে। এবারের বিষয় হল পৃথিবীর যে কোন স্থানের প্রাকৃতিক দৃশ্য। আলোক চিত্রটি ১০শে পৌষ ১৩৭৯ বঙ্গাব্দের মধ্যে সংঘের ঠিকানায় সম্পাদকের নামে পাঠাতে হবে ছবির মাপ পাসপোর্ট সাইজ অপেক্ষা কিছু বড় হওয়া বাঞ্ছনীয় তবে আধখানা পোষ্ট কার্ডের চেয়ে যেন বড় না হয়। ছবির পেছনে প্রেরকের নাম ও সদস্য সংখ্যা অবশ্য উল্লেখ থাকবে। সভ্য - সভ্যা একটির বেশী আলোক চিত্র পাঠাতে পারবেন না।

এই প্রতিযোগিতায় দুটি পুরস্কার আছে। প্রথমটি কুড়ি টাকা. দ্বিতীয়টি দশ টাকা। পুরস্কার প্রাপ্ত ছবিগুলি লিপিমিতার উপযুক্ত স্থানে প্রকাশ করা হবে। প্রতিযোগিতার পর যাঁরা আলোক চিত্র ফেরৎ চান তাঁরা রেজি. খরচ বাবদ ১-৩০ পয়সার ডাকটিকিট পাঠিয়ে দেবেন; সঙ্ঘ আলোকচিত্রটি নিবন্ধিত করে পাঠিয়ে দেবে।

লিপিমিতায় ছোট গল্প প্রতিযোগিতা

অনধিক ১০০০ হাজার শব্দের মধ্যে হাস্যরসাত্মক বিষয় অবলম্বনে একটি মৌলিক ছোট গল্প রচনা করে ১০শে পৌষ ১৩৭৯ বঙ্গাব্দের মধ্যে সম্পাদকের নামে সংঘের ঠিকানায় পাঠাতে হবে।

এই প্রতিযোগিতায় দুটি পুরস্কার আছে। প্রথমটি কুড়ি টাকা, দ্বিতীয়টি দশ টাকা। কেবলমাত্র সংঘের সভ্য - সভ্যাদের রচনাই গৃহীত হবে।

প্রত্যেক মিতাকে অনুরোধ করা যাচ্ছে তাঁরা যেন তাঁদের রচনা নকল রেখে পাঠান। কোন রচনাই পরে ফেরৎ পাঠান সম্ভব হবে না. পুরস্কার প্রাপ্ত রচনা দুটি লিপি-মিতায় প্রকাশ করবার ক্ষমতা সংঘের থাকবে।

পূজার ছুটি

আসন্ন পূজা উপলক্ষ্যে ২৭শে আশ্বিন ১৯৭২ শুক্রবার পর্যন্ত বিশ্বমিত্তালি সত্ত্ব ও
১৫৭৯ ইং ১৫ই অক্টোবর ১৯৭১ শনিবার লিপিমিত্তার সমস্ত বিভাগ বন্ধ থাকবে।
থেকে ১০ই কার্তিক ১৩৭৯ ইং ২৭শে অক্টোবর

— স্বঃ বিঃ মিঃ সঃ

৺শান্তিদেবী স্মরণে অঙ্কন প্রতিযোগিতা :—

লিপিমিত্তার পরবর্তী সংখ্যায় অর্থাৎ
১৩/৪ সংখ্যায় প্রকাশ করা হবে।

মনোনীত রচনাবলী

লিপিমিত্তায় প্রকাশের জন্য যে সকল রচনা সংঘে এসেছে সেগুলির মধ্যে মনোনীত রচনাবলীর লেখক লেখিকাদের নাম দেওয়া হল। লেখাগুলি পর্যায়ক্রমে লিপিমিত্তায় প্রকাশ করা হবে।

সর্ব্বশ্রী ৬৬৮৩ দেবদাস রায়, ৬৬০৮ সুব্রত রায়. বি ৫৬৯৫ সুভাষ ব্যানার্জী. ৬৫৩৬ গোপা ভট্টাচার্য্য, ৬৬০১ অলক চ্যাটার্জী. বি ৫৫৪৬ প্রণব রায়, ৫৬৯৪ প্রবীর কুমার সিনহা, ৫৬৮৪ জীবন ভদ্র, বি ৫৪১৮ অমল বসু. বি ৫৫৯০ রঞ্জিত কুমার দত্ত. ৬৬২২ অজিত নিয়োগী, ৬৫৪৮ সুব্রত ঘোষ, ৬৫১৬ শ্যামল ব্যানার্জী, ৬৫৪৭ দেবাশিস চ্যাটার্জী. ৬৬৪৫ অসিতবরণ হাজরা, ৬৮৫৩ পল্টু মুখার্জী, বি ৫৫০ অরুণ চট্টোপাধ্যায়, ৬৮৫০ তরুণ ব্যানার্জী, ৬৫৩৬ বরুণ কুমার দত্ত, ৬৭৮০ মোঃ কামরুজ্জামান, ৬৫৮৯ লক্ষ্মীকান্ত ভট্টাচার্য, ৬৮৪৭ অসিত চ্যাটার্জী, ৬৩৫৪ তিমিরেন্দু বিশ্বাস. ৬১২৬ অশোক মজুমদার. ৬৬৫৯ শিপ্রা মুখার্জী, ৬৬৫৬ সমরেশ মণ্ডল, ৬৭৫৮ বিমল কুমার পাল,

৬৬৮০ দেবাশিস ভট্টাচার্য, ৬৬১০ বুলবুল হেঁস, ৬৭১৩ শ্যামল কুমার কর, ৬৪৮৭ এম. সি. মান্না, ৬৪২২ বীরেন দাস, ৬৬৭২ সফিকুল বিশ্বাস, ৬৩১৯ সুনীল দত্ত, বি ৫৪০২ পান্নালাল ঘোষ, ৬৯১৭ প্রদীপ কুমার মিত্র, ৬৫৬৪ অশোক দাশগুপ্ত, ৬৬৯১ চণ্ডিকা প্রসাদ ঘোষাল, বি ৫৮৯৭ নরেন্দ্র দেব শর্মা, বি ৪৯৪৮ শ্যামাপ্রসাদ বসু, ৬৪৭২ প্রদীপ দাস, বি৫৩১১ অতীন চৌধুরী।

— • —

অমনোনীত রচনাবলী

লিপিনিতার প্রকাশের জন্য বহু মিতার রচনা এসেছে। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, অধিকাংশ রচনা অমনোনীত হওয়ায় পত্রিকায় প্রকাশ করা সম্ভব হল না। সমস্ত অমনোনীত রচনার আলোচনা করা সম্ভব নয়। এখানে কয়েকজন মিতার রচনা সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করা হল। এর দ্বারা বাকী মিতারা অমনোনীত হওয়ার কারণ অনায়াসে বুঝতে পারবেন এবং ভবিষ্যতে রচনা পাঠাবার সময় তারা সতর্কতা অবলম্বন করতে সক্ষম হবেন। এখানে অমনোনীত রচনার নাম ও রচয়িতার আদ্য বর্ণ উল্লেখ করা হল।

বিব্রত বেকার সো না চ্যা

গল্পাংশ মামুলি এবং কয়েকটি অংশের পুনরাবৃত্তি ত্রুটিকটু।

একটি আলোচনা নি কা দে না

আলোচনার ক্ষেত্র প্রশ্নোত্তরের আসর মোটেই জমেনি। প্রশ্ন ও উত্তরগুলি আরো স্পষ্ট ও অধিকতর যুক্তিসহ হওয়া আবশ্যক। ঘটনার মাধ্যমে পরিবেশিত হলে ভাল হত।

অফিস টাইম গো মু সে ন ই

উপসংহার অসমাপ্ত।

সমাজ ও ধর্ম বে রা বা

রচনাটি মূল্যবান কিন্তু মাঝে মাঝে বাক্য বিন্যাসে অসঙ্গতি উদ্ধৃতিতে ত্রুটি ও বর্ণাশুদ্ধি রয়েছে।

উপেক্ষিতা সু ভ

গল্পাংশ অসঙ্গতিতে পূর্ণ রেবার চরিত্র

ঠিক মত চিত্রিত হয়নি। তাছাড়া বর্ণাশুদ্ধি আছে।

ঘৃণার নয়নে মিলিটারী অ কু কু

গল্প দানা বেঁধে ওঠেনি রচনা শৈলী দুর্বল। তাছাড়া ভাষায় গুরু চণ্ডালী দোষ আছে।

মেঘলা আকাশ ই সে

গল্পাংশ মামুলি এবং কোন কৌতুহল জাগায় না।

নতুন বছরে নতুন রাষ্ট্র জ না দা

ঐ ঐতিহাসিক রচনাটিতে তথ্যগুলি সুবিন্যস্ত নয়। বাক্য রচনায় ত্রুটি ও গুরু চণ্ডালি দোষ বিদ্যমান।

শিক্ষক মশাই প্র কু সী

লেখাটির নকসা শ্রেণীর হলেও কৌতুহল উদ্রেকের সামান্য কিছু অংশ থাকা উচিত ছিল। তাছাড়া গুরু চণ্ডালি দোষ আছে।

ভাগ্য অ ভূ ব

গল্পটি মাধুর্যহীন। তাছাড়া বর্ণাশুদ্ধি ও গুরু চণ্ডালি দোষ আছে।

বাংলাদেশ আ কু স

এ ধরণের কবিতা বর্তমানে চলে না।

রক্ত তিলক ভাল শ বা

কবিতাটিতে ২৪ পংক্তির বেশী আছে।

বৃন্ত চ্যুত দী চ পো

ভাব সুস্পষ্ট কিন্তু প্রকাশ ভঙ্গীতে ত্রুটি আছে।

হে বিদেশী পথিক পো অ

শব্দ বিন্যাসে ত্রুটি আছে।

শুভ নববর্ষে সু ভ

কবিতাটি সুন্দর হয়েছে তবে মাঝে মাঝে ছন্দ পতন ঘটেছে।

সার্থক লিপিমিতা বি চৌ

বিষয়বস্তুতে বিশেষ কিছু নেই।

প্রথম প্রেম বি কু ব্যা

শব্দ বিন্যাসে অসঙ্গতি ও বহু বানান ভুল।

ভাবিয়া দেখো বন্ধু স্ব ম

স্থানে স্থানে শব্দ বিন্যাস ঠিক হয়নি।

প্রার্থনা স পা

এই ধরণের কবিতা বর্তমানে চলেনা।

ব্যথার পত্র যো না রা

ভাব ও ভাষা অস্পষ্ট। বর্ণাশুদ্ধিও আছে।

নজরুল স্মরণে কা আ র

কবিতাটি দীর্ঘ হয়েছে।

পূর্বরাগ সা কু তা

ছন্দ পতন ঘটেছে তা ছাড়া বর্ণা শুদ্ধি আছে।

বিশ্বদূতের আসরে

সুরলোকে ইন্দ্র পতন

মর্ত্যের সুরলোকে সহসা ইন্দ্রপতন ঘটল, গত ৬ই সেপ্টেম্বর বুধবার রাত ১১টা ১০ মিনিট নাগাৎ মধ্যপ্রদেশে মাইহার রাজ্যে মদিনা ভবনে শ্রেষ্ঠ সুরসাধক বিখ্যাত সরোদী ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ ১০৩ বৎসর বয়সে মানবলীলা সংবরণ করেন। সাধকের পক্ষে এই দীর্ঘায়ু লাভ ভারতের ইতিহাসে বিরল। তাঁর মহাপ্রয়াণে আমরা ক্ষুব্ধ হইনি। তবে তাঁর মত গুণীর তিরোধানে ব্যথা পেয়েছি যথেষ্ট। মনে হয় তাঁর তিরোধানের সঙ্গে ভারতীয় সঙ্গীতধারারও একটি যুগ শেষ হয়ে গেল।

বাঞ্ছিত লক্ষ্যে পৌঁছিবার জন্য তাঁর জীবন সংগ্রাম যেমন বিচিত্র তাঁর বংশ পরিচয়ও তেমনই অদ্ভুত, প্রায় দুশ বৎসর পূর্ব পূর্বপুরুষ হিন্দু ব্রাহ্মণ বংশীয় দীননাথ* দেবশর্মা বাস করতেন পূর্ববঙ্গের এক গণ্ডগ্রামে নাম তার মুলুক। সংসারে তাঁর স্ত্রী ও এক পুত্র ছাড়া আর কেউ ছিল না। স্ত্রীর মৃত্যুর পর তিনি গ্রাম ছেড়ে পুত্রকে নিয়ে শ্রীহট্টে উপস্থিত হন এবং স্থানীয় এক কালী মন্দিরে আশ্রয় গ্রহণ করেন। মায়ের প্রতি তাঁর অগাধ বিশ্বাস, ভক্তি শ্রদ্ধা দেখে গ্রামের সকলেই তাঁর ভক্ত হয়ে উঠল। ঐ গ্রামের চারপাশে কিছু আদিম জাতি কুকি বাস করত। কুকিরা অত্যন্ত নিষ্ঠুর ছিল। নরহত্যায় এরা সিদ্ধহস্ত।

এদের বাপ মা বৃদ্ধ হয়ে গেলে এরা পরমোৎসাহে তাদেরকে হত্যা করে নিজেদের মধ্যে ভোজ লাগিয়ে দিত এদের ধারণা এককালে বাপ মা যেমন তাদেরকে পেটে রেখেছিলেন, এরাও তেমনি অন্তিমে ওদেরকে পেটেপুরে পুণ্য সঞ্চয় করবে। এই দুর্ধর্ষ কারি কুকিরাও সাধু দীননাথের অনুগত হয়ে পড়ল যে কোন বিপদ আপদে দীননাথ সর্বদা সাধ্যানুযায়ী এদেরকে সাহায্য করতেন দীননাথের পুত্রও ক্রমশ বড় হয়ে উঠল শক্তি সাহস ও বুদ্ধিবলে সে একদিন কুকিদের নেতা হয়ে উঠল এবং তাদের একত্রিত করে এক শক্তিশালী ডাকাত দল তৈরী করল। রঘুডাকাত, ভবানী পাঠক প্রভৃতির দলের নীতি নিয়ে কুকিদের দল কাজ শুরু করল। পথে সরকারী খাজনা লুঠ ধনীর গৃহে চিঠি পাঠিয়ে ডাকাতি, অতর্কিতে বিদেশী বণিকদের কুঠি লুট এমনি আরও কত কি। তারা লুণ্ঠন অপহরণের অর্থসামগ্রী পরে গরীব গ্রামবাসীদের মধ্যে বিচক্ষণতার সঙ্গে বণ্টন করে দিত, কিন্তু দীননাথ এতে খুশী হতে পারলেন না। তিনি পুত্রকে ঐ পথ ত্যাগ করতে অনুরোধ করলেন, পুত্র পিতার কথায় কর্ণপাত করল না। অগত্যা দীননাথ মনের দুঃখে দেশত্যাগী হলেন।

একদিন এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটে গেল। শ্রীহট্টের এক ধনী পরিবারে জানিয়ে দেওয়া হোল, অমুক তারিখের রাত্রে তাদের বাড়ীতে ডাকাতি করা হবে। নির্ধারিত রাত্রে দলপতিসহ কুকির দল গিয়ে হাজির কিন্তু কি আশ্চর্য্য। গৃহ একদম শূন্য, ধনরত্ন অলঙ্কার তো দূরের কথা, বাড়ীর সাধারণ আসবাবপত্রও নেই, কেবল একটি ঘরে পালঙ্কের উপর এক শিশুকন্যা নিশ্চিন্তে ঘুমুচ্ছে। উপায়ান্তর না দেখে দলপতি কন্যাটিকে সগৃহে নিয়ে গেল এবং নিজের একমাত্র পুত্রের সঙ্গে তাকেও পালন করতে লাগলো।

এই সময় বাংলা তথা ভারতের রাজনৈতিক পটভূমি পালটাতে শুরু করেছে। ভারতের পূর্বাঞ্চল থেকে নবাবী আমল অস্তমিত। ইংরাজের ভাগ্যাকাশে তখন অরুনোদয় ঘটছে। পলাশী রণাঙ্গনে ক্লাইভের জয়লাভের পর বাংলা ও বিহারের পথঘাট বিপদশূন্য করবার জন্য চোর ডাকাত গুণ্ডা অবিলম্বে গ্রেপ্তার করে একবারে ফাঁসিকাঠে ঝোলাবার কড়া আদেশ বেরুল। এই আদেশ শোনামাত্র দীননাথের পুত্র আত্মগোপন করবার জন্য ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে সিরাজু নাম ধারণ করল, শুধু তাই নয়। ডাকাতি ছেড়ে দলভেঙে দিয়ে একেবারে সোজা আগরতলার শিবপুরে কিছু জমি নিয়ে চাসবাস শুরু করে দিলে। সিরাজু ডাকাত একেবারে সাধারণ গৃহস্থ চাষী হয়ে নতুন ভাবে

জীবনযাপন আরম্ভ করল, পরে সিরাজু পালিতা কন্যার সঙ্গে তার পুত্রের বিবাহ দিয়ে ধর্মকর্মে মন দিলেন।

কালক্রমে এই দম্পতির ঘরে তিন পুত্র আসে এদের নাম হোল যথাক্রমে আলী মহম্মদ, সালী মহম্মদ, জাফর মহম্মদ, জাফরের ছেলে সাদার হোসেন, তাঁর ছেলে সহু খাঁ বা সাধু খাঁ। সহু খাঁ সাধু প্রকৃতির ছিলেন তাই লোকে তাঁকে সহু খাঁ বলে ডাকত।

এই সহু খাঁর পাঁচ পুত্র ও দুই কন্যা হয়। পাঁচ পুত্রের নাম যথাক্রমে শমীরুদ্দীন আফতারউদ্দিন, আলাউদ্দিন, নায়েবউদ্দিন, আয়াতআলী, এবং জ্যেষ্ঠ কন্যার নাম নবুমালতী।

পিতা সহু খাঁ গানবাজনার বিশেষ ভক্ত ছিলেন। তখন ত্রিপুরার রাজপ্রাসাদে রবাবী কাশেম আলীর খুব কদর ছিল। সহু খাঁ কাশেম আলীর বাজনা শুনতে খুব ভালবাসতেন। সাহু খাঁ পরে কাশেম আলীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন মধ্যমপুত্র আফতার-উদ্দিনকে সঙ্গীত শিক্ষা দেবার জন্য তিনি কয়েকজন সঙ্গীতজ্ঞ নিযুক্ত করেছিলেন।

তৃতীয় পুত্র আলাউদ্দিন শৈশব থেকেই গান বাজনার প্রতি বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন। বিদ্যা শিক্ষার জন্য পাঠশালে ভর্তি করে দেওয়া হোল তাঁকে। শিবপুর গ্রামে এক জাগ্রত শিব মন্দির আছে। এই মন্দিরের প্রাঙ্গনে প্রায়ই বহু সাধুর আমদানী হোত। এই সাধুরা গাঁজা চালাতেন এবং সেই সঙ্গে গান বাজনাও চলত। সাধুদের মধ্যে দু' একজন ভাল সেতার বাজাতে পারতেন, তাঁরা প্রশস্ত নাট মন্দিরে বসে প্রাণখুলে সেতার বাজিয়ে যাকে নানা রাগরাগিনী শোনাতেন।

কিশোর আলাউদ্দিন পাঠশালা পালিয়ে সেখানে গিয়ে হাজির হতেন এবং বাজনার সঙ্গে আপনমনে তাল দিতেন। বিকেলে পাঠশালার ছুটি হলে ছেলেদের সঙ্গে তিনিও বাড়ীতে ফিরে আসতেন। আলাউদ্দিনের জননী সুন্দরী অত্যন্ত কড়ামেজাজের নারী ছিলেন। ছেলের পাঠশালা পালানোর সংবাদটা সুন্দরীর কানে পৌছুতে বেশী বিলম্ব হল না। প্রথমে শাসন শুরু হল শেষে তা নির্যাতনে পৌছুল। আলাউদ্দিনকে বই খাতা সমেত ঘরেপুরে বাইরে থেকে শিকল আটকে রাখা হল। জননীর ইচ্ছে প্রথমে ছেলে লেখা পড়া শিখে মানুষ হোক তারপর গান বাজনা চর্চা করে মনের শখ মেটাবে। তাঁর ধারনা লেখাপড়া ছাড়া রুজি রোজগারের অন্য কোন পথ নেই। কিন্তু

সছু খাঁর মত ছিল ভিন্ন। তিনি বলতেন, সাধুদের বাজনার সঙ্গে ও চমৎকার তাল দেয় ভবিষ্যতে আমাদের আলাউদ্দিন একজন নামকরা বাজনদার হবে। ওকে নিজের পথে চলতে দাও। স্বামীর কথা সুন্দরীর মনঃপূত হলনা। শাসন সমানে চলতে থাকে।

দেবদত্ত প্রতিভা ছিল আলাউদ্দিনের মধ্যে। যার অন্তরে প্রতিভা দেবীর বাস সেকি ঘরের কোণে দীর্ঘকাল শাসনের শিকার হয়ে মুখ বুজে বসে থাকতে পারে? দেবী চান আত্মপ্রকাশ করতে, প্রভাতের প্রস্ফুটিত কমলের মত শত সহস্র দল মেলে বিকশিত হয়ে উঠতে চান বিশ্বজনের মানস সরোবরে আপন মহিমায়। তাই প্রতিভা দেবী কিশোরের অন্তরে অহরহ ঠেলা দিয়ে বলতে লাগলেন — "বেরো বেরো ঘর ছাড় কষ্ট না করলে কেষ্ট পাওয়া যায় না। সাধনায় সিদ্ধি লাভ করতে হলে ছুটে বেরিয়ে পড়, অধ্যবসায় একাগ্রতা ও নিষ্ঠাকে পুঁজি করে মাধুকরী বৃত্তি নিয়ে দেশ বিদেশে ঘুরে তোর মৌচাকের মৌভাণ্ডার পূর্ণ করে নে। সংগ্রহ সার্থক হলে তবে তুই বিশ্বজনের মনকে ভোলাতে পারবি।'

মাত্র দশ বৎসরের কিশোর আলাউদ্দিন একদিন সত্য সত্যাই ঘর ছেড়ে বাইরের দিকে পা বাড়ালো। অসুস্থ জননীর তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থার সুযোগ নিয়ে আলাউদ্দিন আঁচল থেকে সিন্ধুকের চাবি খুলে নিল, তারপর তারই সাহায্যে সিন্ধুক খুলে এক মুঠো টাকা নিয়ে দে চম্পট।

কিশোরের ছোট্ট মুঠিতে ধরে ছিল মাত্র ১২ টাকা, শিয়ালদহ পৌঁছে যখন কিশোর হ্যারিসন রোডে পা দিল তখন তার সম্বল মাত্র আটটি টাকা। ত্রিপুরার এক গণ্ড গ্রামের চাষার ছেলে হঠাৎ কলকাতার মত মহানগরীর বুকে পা দিয়ে হতভম্ব হয়ে গেল।

তখন বেলা দশটা. ছেলেরা বিদ্যালয়ে যাচ্ছে। বোধকরি পল্লীবালকের হত চকিত ভাব ওদের চোখে ধরা পড়ে গিয়ে ছিল, তাই ওদের মধ্যে কেউ চুল, কেউ কান, কেউবা জামা ধরে টান মার ছিল, কেউ কেউ আবার বগলস্থিত ছোট্ট পুঁটলিতে খোঁচা মার ছিল, প্রায় আধ ঘণ্টা এই তিক্ত অভ্যর্থনার ভিতর দিয়ে বালকটিকে পথ অতিক্রম করতে হয়। দীর্ঘ হ্যারিসন রোড পার হয়ে গঙ্গার ঘাটে পৌঁছুতে বেলা গড়িয়ে গেল।

বাঁধান ঘাটের একটি ধাপের উপর ক্লান্ত বালক বসে পড়লেন। সামনে প্রবাহিত গঙ্গার তরঙ্গায়িত বুকের উপর তাঁর দৃষ্টি

নিবদ্ধ। কিন্তু মনশ্চক্ষুতে ভেসে উঠছে তাঁর পিতা মাতা ভাই বোন, ঘর বাড়ী ইত্যাদি ফেলে আসার সবকিছু।

সূর্য্য অস্ত গেল ধীরে ধীরে অন্ধকার ঘণীভূত হয়ে চার পাশের দৃশ্যমান বস্তু গুলোকে গ্রাস করে ফেলতে লাগলো। প্রকৃতির এই পট পরিবর্ত্তনে বালকটিরও আচ্ছন্নভাব কেটে গেল। ক্ষুধা তৃষ্ণা গর্জে উঠলো ক্রুদ্ধ নেকড়ের মত। ঘাটের কাছে ষ্ট্র্যাণ্ড রোডের ওপারে একটা খাবারের দোকান ছিল। আলাউদ্দিন সেখানে থেকে দু পয়সায় দুখানি কচুরি কিনে এনে আহার করলেন এবং ঘাটে নেমে গঙ্গার খানিকটা নোনা জল কোনরকমে গলাধঃকরণ করে আবার সেই পৈঠার উপর দিয়ে পুঁটলিটি মাথায় দিয়ে শুয়ে পড়লেন। কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যেই ক্লান্ত চক্ষুপল্লব আপনা থেকেই বুজে গেল।

ভোর হয়ে এল। সূর্যদেব পূর্বগগনের প্রান্ত ভাগে উপস্থিত। ঘাটে স্নানার্থীদের গুঞ্জন ক্রমশ কলরবে পরিণত হতে চলেছে। বালকের ঘুম ভেঙ্গে গেল, বিমূঢ়ের মত কিছুক্ষণ বসেথেকে খানিকটে প্রকৃতিস্থ হয়ে হঠাৎ আবিষ্কার করলেন তাঁর দেশের একমাত্র সঙ্গী সেই পুঁটলিটি নেই। চোখ ফেটে তাঁর জল বেরিয়ে এল। পুঁটলিটিতে ছিল একটি হাফপ্যান্ট ও জামা, একটি গামছা আর সেই গামছার একটি কোনে বাঁধা ছিল সেই আটটি টাকা আর কয়েক আনা পয়সা। তাঁর মনে হল বাপ মাকে কাঁদিয়ে আসার প্রতিফল আল্লা বোধহয় এইভাবে দিলেন।

অদূরে একটি পাহারওয়ালা দাঁড়িয়ে ছিল। সে বালকটিকে ঐ ভাবে কাঁদতে দেখে কারণ জিজ্ঞাসা করল। কিশোর ভয়ে ভয়ে আছপান্ত সব ঘটনা পাহারওয়ালাকে বললেন। আলাউদ্দিনের কথায় পূর্ব্ব বাংলার টান ছিল আর পুলিশটিও হিন্দুস্থানী। সুতরাং বালকের ভাষার সামান্যই পাহারওয়ালা বুঝতে পেরেছিল। গতরাত্রে বালকটির যে যথাসর্বস্ব চুরি হয়ে গেছে এবং সে এখন সম্পূর্ণ সহায় সম্বলহীন, এইরূপ একটা সে মনে করে নিয়েছিল।

ওখান থেকে কিছু দূরে ঘাটের ধারে এক বিরাট বটগাছ। সেই বটগাছের তলায় ভস্মমাখা এক সন্ন্যাসী শিষ্যভক্ত পরিবৃত হয়ে বসে ছিলেন। তাঁর সামনে পোঁতা ছিল সিঁদুর মাখা একটি ত্রিশূল। পাহারওয়ালা আলাউদ্দিনকে সেই সাধুর কাছে যেতে ইঙ্গিত করলো। অগত্যা সর্বহারা কিশোর সাধুর কাছে উপস্থিত হলেন।

সাধুজী বেশ হৃষ্টপুষ্ট পরণে এক টুকরো কৌপিন মাথায় জটার পাহাড়। সাধুজী

পদ্মাসনে বসে আছেন হাঁটুর কাছে কালো রঙের লম্বাটে ভস্মপাত্র ভিন্নার্থে ভিক্ষাপাত্রও বলাচলে পুণ্য লোভাতুর নরনারী স্নান সেরে সাধুজীর কাছথেকে ললাটে ভস্মের টিপ নিয়ে বিনিময়ে যৎসামান্য কিছু অর্থ ভিক্ষাপাত্রে দিয়ে প্রশান্ত চিত্তে প্রস্থান করছে। ফাঁকে ফাঁকে ভক্তচক্রে গাঁজার কল্কে ঘুরছে।

"হর হর ব্যোম ব্যোম" শব্দে সাধুজী প্রথমে পেসাদ করে দিচ্ছেন। লম্বা কল্কেটার মাথায় দপ করে আগুন জ্বলে উঠছে, সাধু বাবা একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে শিবনেত্রে হাত বাড়িয়ে পেসাদী কল্কে প্রধান ভক্তের হাতে দিচ্ছেন। এই ভাবে ভক্তের পর ভক্ত পেসাদ পেয়ে যাচ্ছে। এই দৃশ্য শিবপুরের নাট মন্দিরে আলাউদ্দিন বহুবার দেখেছেন। এ ঘটনা তাঁর চোখে স্বাভাবিক।

বেলা দশটার পর স্নানার্থীদের ভিড় ক্রমশ কমে আসতে লাগলো। ছোট্ট ছেলেটি এতক্ষণ ভক্তদের আড়ালে চুপচাপ বসেছিলেন। আশ পাশের দু একজন ভক্ত ইতিমধ্যে তাঁর কিছু খোঁজ খবর নিয়েছিল। ভিড় হালকা হতে সাধুজীর নজর পড়লো ছেলেটির উপর। সাধুজী হিন্দুস্থানী হলেও বাংলা ভালই জানতেন। বালকটির সবকথাশুনে তিনি দয়া পরবশ হয়ে তাঁর ভক্তকে একটি গামছা এনেদিতে আদেশ করলেন. কিছু ক্ষণের মধ্যে একখানা নতুন গামছা ও এক ঠোঙা গরম জিলিপি এসে হাজির হল। সবার সঙ্গে বালকটিও জিলিপির পেসাদ পেলেন।

খাওয়া শেষ করে আলাউদ্দিন যখন পানের জন্য গঙ্গার দিকে পা বাড়িয়েছেন তখন সাধুজী হেসে বললেন, বেটা একদম গেঁইয়া, রাস্তার ওধারে কল দেখতে পাচ্ছস? সাধুজী বালকটিকে রাস্তার ওপারে একটি কল দেখিয়ে দিলেন। সেই কলে একজন কলসী ভরছিল। বালকটি ঘাড় নাড়তেই তিনি তাঁকে সেই খানে গিয়ে জলপানের নির্দেশ দিলেন। কিশোর আলাউদ্দিন এই প্রথম কলের সংস্পর্শে এলেন। তৃপ্তির সঙ্গে পেটভরে জলখেয়ে সাধুজীর কাছে ফিরে এলেন। এইবার সাধুজী তাঁকে নতুন গামছাটি দিয়ে গঙ্গা থেকে স্নান করে আসতে বললেন।

বেলা যত বাড়ছে বটগাছের ছায়াও তত হ্রাস পাচ্ছে। এ বেলার মত সাধুজীর আস্তানা গোটাবার সময় হয়ে এল। আলাউদ্দিন গঙ্গা থেকে স্নান সেরে গামছা পরে হ্যাপপ্যাণ্ট ও জামাটা কেচে রোদ্দুরে মেলে দিলেন। তারপর সাধুর সামনে হাজির হতেই তিনি তাঁর কপালে ভস্মের একটি ফোঁটা টেনে দিয়ে বললেন, "যা বেটা তোর ভাল হোক" তারপর তাঁর এক ভক্ত

বালকটিকে কিছুদূরে একটি অন্নছত্রের খোঁজ দিয়ে চলে গেলেন। সেখানে প্রতিদিন বেলা একটা নাগাদ কাঙালী ভোজন হয়। আলাউদ্দিন সেই কাঙালীদের সারিতে বসে রোজ এক বেলা আধপেটা খেয়ে উঠে পড়তেন। রাতে শুতেন কাছেই কেদার ডাক্তারের গাড়ী বারান্দায়।

(ক্রমশঃ)

ভালবাসা কখনও বিফল হয়না, আজই হউক, কালই হউক, শত শত যুগ পরেই হউক—প্রেমের জয় হবেই।

—স্বামীজী

সংগ্রাহক -৬০৭৫ —মালবিকা গাঙ্গুলী

জীবনকে ভালবাসলে সময় নষ্ট করা নয়। জীবনটা সময়ের উপাদান দিয়েই গঠিত

—বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিন

সংগ্রাহক— ৬৭৫০ —প্রভাস কুমার সী

জবান বন্দী

প্রবীর চক্রবর্তী
শিলিগুড়ি

সমাজের চোখে আজ আমি ঘৃণ্য, আমি দোষী, আমি অপরাধী, তাই আজ আমাকে এই কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয়েছে। আমাকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করান হয়েছে –"যাহা বলিব তাহা সত্য বই মিথ্যা বলিব না।" হে মহামান্য আদালত আজ আমি আপনাদের সামনে যা বলব তাতে একটুও মিথ্যার কলংক থাকবে না। আজ আপনাদের এবং আরো দশজনের সামনে আমার বলবার সুযোগ এসেছে। আপনারা দণ্ড-মুণ্ডের কর্তা।

অপরাধীকে যথাযথ শাস্তি দেওয়ার অধিকার আপনাদের আছে। আমাদের মত চোর, গুণ্ডা এবং সমাজ বিরোধীদের আপনারা শাস্তি দেন সমাজকে কলুষিত হবার হাত থেকে রক্ষা করেন। কিন্তু মহামান্য আদালত, আপনাদের সংবিধান বা আইন শাস্ত্রে বোধ হয় কিছু গণ্ডগোল আছে। অবশ্য আমি মূর্খ মানুষ আপনাদের আইন শাস্ত্রের বা কি?

আমাকে প্রশ্ন করা হয়েছে আমি কেন এই দলে গেলাম? ভালোভাবে বাঁচার তো আরো অনেক পথ ছিল। তবে কেন আমি ছিনতাই মহলে ভিড়লাম? হুজুর! এ প্রশ্ন অবশ্যই ন্যায় সঙ্গত। আপনাদের এ প্রশ্নের উত্তর দিতে হলে আমাকে কিছুটা অতীত ফিরে যেতে হবে। আমি তখন ক্লাস নাইন এর ছাত্র। ঠিক সেই সময় আমাদের সংসারের ওপর বিপদের কালোছায়া নেমে এল। ট্রেন দুর্ঘটনায় বাবা মারা গেলেন। বাবা ছিলেন রেলওয়ে পয়েন্টসম্যান। লাইনে ডিউটি ছিল সেদিন। একটা গাড়ী সানটিং করাচ্ছিলেন এমন সময় পিছন থেকে একটা গাড়ীর ধাক্কায় বাবাকে হাসপাতালে আনতে হল এবং সেখানেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। আমরা ছয় ভাই বোন ও মা যেন একটা বিরাট চ্যালেঞ্জ এর সামনে হাজির হলাম।

আমিই ছিলাম বাড়ির মধ্যে বড় ছোট ভাই বোন ও মার মুখের দিকে তাকিয়ে আমাকে রোজগারের আশায় বেরুতে হল। কিন্তু বাস্তব বড় কঠোর। আশার আলো আর কোথাও দেখতে পেলাম না। হে মহামান্য আদালত! বলতে পারেন, যে দেশে অফিস ঢুকতে হলে চৌকিদারকে সেলামী দিতে হয়। অফিসারের সংগে দেখা করতে হলে তার সহকারীকে উপঢৌকন হিসাবে মিষ্টির ঝুড়ি দিতে হয়।

আর ·· আর চাকরী পেতে হলে অফিসারকে করকরে নগদ টাকা দিতে হয়। সে দেশে আমাদের মত অনাথ-আতুড়দের জায়গা কোথায়? তাই, তাই আমাকে বার বার হতাশ হয়ে ফিরে আসতে হয়েছে।

যেখানে গিয়েছি সেখানে কেবল নেই নেই আর নেই এর সমারোহ।

সত্যিই কি কোথাও চাকরী নেই? এটাও কি বিশ্বাস যোগ্য। যাদের টাকা আছে তাদের চাকরী আছে। যাদের মামা, কাকা, বাবা বড় বড় অফিসার তাদের ইন্টারভিউ না দিলেও চাকরী হয়। আপনাদের আইন শাস্ত্রে এগুলো বোধ হয় অন্যায় নয়। এই সমস্ত ব্যাপার গুলো কোন অপরাধের পর্যায়ে পড়ে না। তাই বোধ হয় এরা সমাজ বিরোধী বলে গণ্য হয়না। তাই বোধ হয় এদের কোন শাস্তি হয় না।

আমার তো এসব কিছুই ছিল না তাই আমাকে হতাশ হয়ে চাকরীর আশা ছাড়তে হল। তাই বলে না খেয়ে বাঁচার আশা তো করা যায় না। কাজেই খাবার জোগারের তাগিদে, মা, ভাই, বোনের মুখে অন্ন যোগানের তাগিদে আমাকে অসৎ পথের চিন্তা করতে হল। সঙ্গীও পেযেগেলাম অনেক যারা অনেক আগে থেকেই এসব ব্যাপারে অভ্যস্ত।

ওরা আমাকে পাকাপোক্ত ভাবে তালিম দিয়ে নিল। ফাষ্টক্লাস ক্যাটাগরীর পকেটমার হয়ে গেলাম। নামকরা পকেটমার হিসাবে ছিনতাই মহলে নামও করলাম বেশ। কিন্তু বিবেক! বিবেককে তো আমি দূরে সরিয়ে দিতে পারলাম না। আমাকে বারবার মনে করিয়ে দিতে লাগল। "এটাই কি ভালভাবে বাঁচার একমাত্র পথ।" চমকে উঠলাম সত্যিই তো? মুটেগিরি করেও তো মানুষ বাঁচে।

তবে কেন আমি এ পথে এলাম? কিন্তু এখন আর অনুতপ্ত হবার সময় নেই। আমি অনেক দূরে এগিয়ে গিয়েছি। কোন আলো নেই। চারিদিক অন্ধকার। আমাকে

ঘিরে তখন অন্ধকারের উত্তাল, উদ্দাম, উজ্জ্বল তরঙ্গ। আমি পথ হারা, বিভ্রান্ত। বিবেকের কাছে প্রাণপণে মুক্তি চাইলাম। কিন্তু সেখানেও আলো দেখতে পেলাম না। তারপর একদিন একটু ভুলের মাশুল হিসাবে মহামান্য আদালতের কাচে আমার এই জবানবন্দী।

হুজুর! আমি অপরাধী। আমার যথাযথ শাস্তি হোক। কিন্তু দুর্বলের উপর সবলের যে উৎপীড়ন, শোষন, তার কোন শাস্তি, তার কোন বিধিনিষেধ কি আইন শাস্ত্র নেই? আইনে কি এমন কোন ব্যবস্থা নেই যাতে আমাদের মত লোকেরা একটু নিস্কলংক ভাবে বাঁচতে পারে? ? ? ।

— 0 —

এই অসীমই সত্য, তাকে দেখাই সত্যকে দেখা। যেখানে তা না দেখবে সেইখানেই বুঝতে হবে আমাদের নিজের জড়তা, মূঢ়তা, অভ্যাস ও সংস্পর্শের দ্বারা আমরা সত্যকে অবরুদ্ধ করেছি। সেই জন্য তাতে আমরা আনন্দ পাচ্ছিনে।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সংগ্রাহক— বি ৫৬৬১ শ্রীকান্ত শীল।

সাধারণ শিক্ষায় যত দিন পর্য্যন্ত দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী না থাকবে ততদিন সার্থক গণতান্ত্রিক সমাজ কখনই গড়ে উঠবেনা।

—হোয়াইট হেড।

সংগ্রাহক— বি ৫৩১২ অভীন চৌধুরী।

ডেটিং

অলোক কুমার চট্টোপাধ্যায়
দক্ষিণ গোবিন্দপুর

সমাজ এবং সভ্যতার অগ্রগতির সংগে সংগে মানুষের জীবনে এবং তার জীবনযাপন পদ্ধতির নীতির পরিবর্তন ঘটে। নীতির পরিবর্তিত রূপগুলো বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন সমাজ ব্যবস্থার প্রথারূপে দেখা দেয়। ডেটিং পাশ্চাত্য দেশেরই এক নবতম সংস্কৃত প্রথা।

আধুনিক বিজ্ঞান সভ্যতায় পাশ্চাত্য জীবন অতি পরিবর্তন শীল। ফলে পুরোন সমাজ ব্যবস্থা প্রগতির ধারায় তাল মিলিয়ে চলতে অপারগ। বৈচিত্রের নেশায় জীবন যেখানে অনুসন্ধানী সেখানে পুরাতনকে অস্বীকারে তারা সোচ্চার। জীবন থেমে থাকতে পারেনা। তাকে এগিয়ে চলতে হবে। সমাজও তাকে পুরোন নীতিতে বেধে রাখতে অপারগ। তাই জীবনের সংগে সমাজকে নতুন চিন্তায় তৈরী করে নিতে হয় নতুন চুক্তি। পাশ্চাত্য জীবন জগতে এই নতুন চুক্তি হলো ডেটিং এর মাধ্যমে জীবনের ছাড়পত্র রচনা। ভারত-বর্ষের জীবনে নরনারীর পারস্পারিক মিলনে মন জানাজানির ভূমিকা অপরিসীম — একথা স্বীকৃত। কিন্তু সমাজ ব্যবস্থায় এ স্বীকৃতির অনুমোদন সামাজিক বিধি নির্দেশে নির্দেশিত এখানে জীবনের স্বাধীনতা সামাজিক অঙ্গীকারে জীবনের দাবীতে হয়।

ইউরোপ ও আমেরিকার জীবনবেদ জীবনের স্বাধিকারকেই অগ্রাধিকার বলে মেনে নিয়েছে। যার ফলে নর নারীর মিলন পূর্বে সমাজ বন্ধনী পরে বাসর শয্যা হয়। বরং প্রথমে বাসর শয্যা, পরে সমাজ বন্ধনী। সেখানে মন জানাজানি আগে কারণ জীবনের দ্রুত তালে সমাজের বন্ধনী ঘাড়ে নিয়ে জীবনের চলা মন্থর হতে বাধ্য। তাই ওদের সমাজ জীবনে পরস্পরকে জানবার তাগিদ বেশী। জীবনের জন্যে সময়ের অপচয়কে ওরা বরদাস্ত করেনা।

ফলে দেখা যায় ওদের সমাজ ও

সংস্কৃতির ওপর এবং জীবন যাত্রায় জীবনের বিকৃতিটাই ভয়াবহ হয়ে উঠতে পারে। ভয়াবহতার দুঃস্বপ্ন পাছে জাতির ইতিহাসে কলঙ্কিত অধ্যায় রচনা করে সেই চিন্তায় নরনারীর পারস্পারিক মন জানাজানির পদ্ধতিকে ডেটিংয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়। নানা মনীষীর নানা চিন্তায় ডেটিংয়ের সুফল কুফল সম্বন্ধে তর্ক থাকলেও সামাজিক প্রয়োজনে ডেটিংয়ের মূল্য অনস্বীকৃত। দেখাগেছে যুবক-যুবতীর পারস্পারিক মিলনে ও পদস্খলনে পাশ্চাত্যে সামাজিক অপরাধের সংখ্যা এতো বেশী যে ঠগ বাছতে গাঁ উজার হওয়ার সম্ভাবনা। সেক্ষেত্রে সংখ্যা-গরিষ্ঠের স্বধীকার স্বীকৃতিটাই বৈজ্ঞানিক পন্থা। এবং সে পন্থার অনুমোদন পত্রই হলো ডেটিং।

ডেটিং প্রথার উৎপত্তি আমেরিকান সমাজ ১৯২০ থেকে ২১ সালে এই প্রথার প্রথম চালু হয়। ইংরেজীতে ডেট কথার অর্থ হচ্ছে তারিখ এবং এই ডেট শব্দ থেকেই ডেটিং কথাটির উৎপত্তি।

আমেরিকান সভ্যতায় সামাজিক জীবনে এক বলিষ্ঠ বৈজ্ঞানিক পদক্ষেপ। ডেটিং প্রথা চালু হওয়ার আগে অবাধ ওদেশের সামাজিক জীবনে Love Marriage প্রথায় যুবক যুবতীর ক্ষেত্রে তাদের পিতা মাতার সম্মতি এবং সামাজিক অনুমোদনও প্রয়োজন হতো। কিন্তু বর্তমান সভ্যতার বংশধরেরা নিজেদের বিয়ের ব্যাপারে বাপ মায়ের কর্তৃত্ব মানতে রাজী নয়।

এই প্রবনতার আধিক্য বশতঃ ডেটিং প্রথার প্রয়োজন স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে ওদের সমাজ ব্যবস্থায়। ছেলে মেয়েরা টেলিফোনে দিন স্থির করে এবং নির্দিষ্ট দিনটিতে জোড়ায় জোড়ায় গাড়ীতে বেরিয়ে পড়ে। এরপর নাচগান হৈ হুল্লোড়ের মাধ্যমে পারস্পারিক নৈকাট্য নিবিড় হয়।

আপাতঃ দৃষ্টিতে আমেরিকান চরিত্রের অবনতি স্পষ্ট হয়ে উঠলেও এবং নানা প্রশ্ন ও সমালোচনার ঝড় উঠলেও আমেরিকার সমাজ জীবনে সুফল দেখা গিয়েছে।

এই ডেটিং প্রথাকে আমেরিকান পণ্ডিতরা Window Shopping এর মতোই সুফল প্রদ বলে মনে করেছেন। কারণ এই Window Shopping এ যেমন Choice ও Selection Capacity সাহায্য করে এমনি ডেটিং পারস্পারিক মেলামেশার মধ্যে ওদের ব্যক্তি জীবনের অভিজ্ঞতা এবং পথ অনুসন্ধানে সাহায্য করে। এই চিন্তা যেমন তাদের সমাজ চিন্তার অঙ্গ তেমনি যৌনতত্ত্ব বিদদের মত ছেলেদের সম্পার্কে মেয়েদের

এবং মেয়েদের সম্পর্কে ছেলেদের অভিজ্ঞতা অর্জনের একমাত্র ন্যায়সঙ্গত উপায় হচ্ছে ডেটিং।

বর্তমান সভ্যতায় ডেটিংয়ের প্রভাব পাশ্চাত্য দেশকে অতিক্রম করে প্রাচ্যে ভারতের সামাজিক জীবনেও প্রভাব বিস্তার করেছে। তবে অর্থ নৈতিক তারতম্যে ডেটিংয়ের রূপান্তর ঘটেছে। সমাজের ওপর তলার লোকেদের মধ্যে এর প্রভাবের পরিণতি হোটেল রেস্তোরায় বিকাশ লাভ করেছে। কখনো বা সমাজের বেপরোয়া নরনারীর মিলনেও প্রভাবের আভাসটুকু দৈহিক কামনা চরিতার্থতার ইঙ্গিতে পল্লবিত। হয়তো অদূর ভবিষ্যতে সামাজিক বিবর্তনে পাশ্চাত্য ডেটিংয়ের সমীকরণ অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠবে!

গুজরাতী ভাষা ও সাহিত্য

কমলাক্ষ চট্টোপাধ্যায়
আহমেদাবাদ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

এখন একটু খুঁটিয়ে লিখি

কর্তৃকারকে উদাহরণ স্বরূপ 'শিক্ষক এলেন' এবং 'শিক্ষক বই পড়ালেন' দেখিয়েছি। গুজরাতীতে ওটা 'শিক্ষকে' কেন হল?

হিন্দীতে কর্তৃকারকে 'নে' লাগানো হয় যথা 'শিক্ষকনে কিতাব পঢ়াই', গুজরাতীতে 'নে' র স্থানে 'এ' লাগানো হয়।

কর্মকারকের ক্ষেত্রে হিন্দীতে 'কো' লাগানো হয় কিন্তু সব সময়ে নয় তাই,

'শিক্ষক বই পড়লেন' সাধু হিন্দীতে হবে 'শিক্ষকনে কিতাব কো পঢ়ী। পূর্বে বাংলাতেও লেখা হত 'বইটিকে পড়লেন'। কিন্তু সাধারণতঃ লেখা হয় হিন্দীতে 'কিতাব পঢ়ী', গুজরাতীতে 'চোপড়ী বাঁচী'।

করণ কারকে যার দ্বারা কর্ম হচ্ছে যেমন চাষী 'ডাণ্ডার দ্বারা' (লাঠিদিয়ে) বলদটিকে মেরে ফেললো। হিন্দীতে হবে 'লঠীসে' কিম্বা 'লাঠীদ্বারা' গুজরাতীতে 'লাকড়ীয়ে' কিম্বা লাকড়ী থী। বড়ে মানে ও দ্বারা যেমন খেড়ুত বড়ে বলদ মার্যো গয়ো অর্থাৎ চাষীর দ্বারা বলদটির মৃত্যু হল।

সম্প্রদান কারক তাকে তার জন্য তার প্রতি ইত্যাদি যেমন শিক্ষার জন্য =ভণক মাটে (উচ্চারণ হবে ভনোয়া মাটে) কিসের জন্য? = শা মাটে?

অপাদান কারক যেখানে থেকে ব্যবহার হয় যেমন গাছ থেকে ফল পড়লো। হিন্দীতে সে লাগানো হয় যেমন বৃক্ষসে গুজরাতীতে 'থী' ঝড়থী। (সংস্কৃত তৎসম শব্দ গুজরাতীতে ব্যবহার হয় তাই বৃক্ষ কথাটি বাংলা হিন্দী গুজরাতী সব ভাষাতেই একই অর্থে ব্যবহার করা চলতে পারে। ঝাড় চলিত গুজরাতী বৃক্ষ সাধু ভাষা)।

সম্বন্ধ কারক যেখানে কোনো অধিকৃত বস্তু বা প্রাণী ইত্যাদির বর্ণনা করা হয়। "গামনা মানসো সুখী ছে"—গ্রামের মানুষরা সুখী। এখানে গ্রামের মানুষের বর্ণনা আছে। তেমন "খেড়ুতনী গায় সুন্দর ছে"—চাষীর গরুটি সুন্দর। কার গরু (কেটনী গায়)? চাষীর (খেড়ুতনী)। লক্ষ্য করবেন "খেড়ুত নো গায়" নয় কারণ গরু স্ত্রী লিঙ্গ তাই খেড়ুতনী। বলদ হলে খেড়ুত নো হবে।

নিচের উদাহরণ গুলি মনে রাখতে পারলে গুজরাতী শিক্ষার প্রথম সোপান সহজে পার হতে পারবেন।

১ অ কারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দের রূপ

	এক বচন	বহু বচন
১ কর্তা	দেব (দেব)	দেবো (দেবগণ)
২ কর্ম	দেবনে (দেবকে)	দেবোনে (দেবগণকে)

৩ করণ	দেবে (দেবদ্বারা)	দেবোয়ে (দেবগণের দ্বারা)
৪ সম্প্রদান	দেব নে মাটে (দেবের জন্য)	দেবোনে মাটে
৫ অপাদান	×দেব থী (দেবথেকে)	দেবোথী (দেবগণের থেকে)
৬ সম্বন্ধ	×দেবনো-না-নী-নুঁ	দেবোনো-না-নী-নুঁ
৭ অধিকরণ	দেবতার	(দেবগণের)
	দেব মাঁ দেবেতে	দেবো মাঁ দেবগণতো
৮ সম্বোধন	হে দেব	হে দেবো হে দেবগণ

× সাধারণত 'থী' লেখা হয় কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে "থকী" লেখা হয় যেটি বাংলার থেকে র মতই।

× না নী নু যথাক্রমে নর জাতি নারী জাতি ও ন্যান্যতর জাতির জন্য।

'অ' কারন্ত স্ত্রী লিঙ্গ শব্দের রূপ — 'গায়' (গরু)

কারক	এক বচন	বহু বচন
১	গায়	গায়ো
২	গায় গায়নে	গায়ো গায়োনে
৩	গায়ে	গায়োয়ে
৪	গায়নে মাটে	গায়োনে মাটে
৫	গায়থী - থকী	গায়োথী - থকী
৬	গায়নো - না - নী - নুঁ	গায়োনো না - নী - নুঁ
৭	গায়মাঁ - পর - উপর	গায়োমাঁ - পর - উপর
৮	হে গায়	হে গায়ো

'আ' কারন্ত পুং লিঙ্গ শব্দ 'রাজা'

কারক	এক বচন	বহু বচন
১	রাজা	রাজাওঁ
২	রাজা রাজানে	রাজাওঁ রাজাওঁনে
৩	রাজায়ে	রাজাওঁয়ে
৪	রাজানে মাটে	রাজাওঁনে মাটে
৫	রাজা থী - থকী	রাজা ওঁ থী - থকী
৬	রাজানো - না - নী - নুঁ	রাজাওঁনো - না - নী - নুঁ
৭	রাজামাঁ-পর	রাজাওমাঁ-পর
৮	হে রাজা	হে রাজাওঁ

আ কারান্ত স্ত্রী লিঙ্গ শব্দের রূপ রাজার মতই হবে।

যা কারান্ত স্ত্রী লিঙ্গ শব্দের রূপও ঐ প্রকার হবে যেমন চিড়িয়া পাখী হিন্দী গুজরাতীতে 'য' এর উচ্চারণ 'য়' এর মত।)

ব্যতিক্রমঃ হিন্দীতে বেটা পুত্র শব্দের রূপ রাজার মত

কিন্তু গুজরাতীতে পুত্রকে বলা হয় দীকরা কিন্তু রূপে আকারান্ত এবং ও কারান্ত মিশ্রিত।

কারক	এক বচন	বহু বচন
১	দীকরো	দীকরাও
২	দীকরো, দীকরানে	দীকরাওনো
৩	দীকরাএ	দীকরাওয়ে
৪	দীকরানে, মাটে '	দীকরাওনে মাটে

৫	দীকরাথী থাকী	দীকরাওথী থকী
৬	দীকরানো-না-নী-নুঁ	দীকরাওনো-না-নী-নুঁ
৭	দীকরামাঁ-পর	দীকরাওমাঁ-পর
৮	এ দীকরা	এ দীকরাও

অন্যান্য 'ও' কারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দ রূপও উপরি উক্ত প্রমাণে হবে।

'ই' কারান্ত পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ রূপ পতি বুদ্ধি ইত্যাদি

কারক	এক বচন	বহু বচন
১	পতি, পতিয়ে	পতিও পতিয়ে
২	পতি, পতিনে	পতিওনে
৩	পতিয়ে	পতিওয়ে
৪	পতিনে মাটে	পতিওনে, মাটে
৫	পতিথী থকী	পতিওথী-থকী
৬	পতিনো না-নী-নুঁ	পতিওনো না নী নুঁ
৭	পতিমাঁ-পর	পতিওমাঁ-পর
৮	হে পতি	হে পতিও

(ক্রমশঃ)

রমণী ক্ষমাময়ী, দয়াময়ী স্নেহময়ী, রমণী ঈশ্বরের কীর্তির চরমোৎকর্ষ, দেবতার ছায়া, পুরুষ দেবতার সৃষ্টি মাত্র।

— বঙ্কিমচন্দ্র

সংগ্রাহক — ৬৬১০ তুলসীদাস সাহু।

ইংরাজী বিজ্ঞান সাহিত্য ও সরকারী

কাজে ব্যবহৃত শব্দাবলীর

বাংলা পরিভাষা

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

—শ্রীনরেশ

director of Posts and telegraphs -প্রেষ ও তার অধিকর্তা

director of public Instruction- শিক্ষা অধিকর্তা

director of public health- স্বাস্থ্য অধিকর্তা

director of public health laboratory- স্বাস্থ্য প্রয়োগশালা অধিকর্তা

director of publicity- প্রচার অধিকর্তা

director of rationing- ভক্ষ্য নিয়ন্ত্রণ অধিকর্তা

director of surveys- পরিমাপ অধিকর্তা

discount- বাটা

discharge ক্ষরণ, মোক্ষণ

disinfectant- বীজঘ্ন

disinfection- নির্বীজন

displacement- অভিক্রান্তি

disquisition- নিবন্ধ

dissociation- বিবন্ধ

distillation- পাতন

distribution- বিস্তারণ, সংস্থান

distributor- পরিবেশক

district and sessions judge- জেলা (বিষয়) বিচারক

diurnal- আহ্নিক দৈনিক

divergent- অপসারী

dividend- লাভাংশ

divine- দিব্য, ঐশ

divisiond Auditor co-operative societies বিভাগীয় নিরীক্ষক সমবায় সমিতি
doctrine- মতবাদ

dominant- প্রকট
dorment অব্যক্ত
dorsal- পৃষ্ঠ্য
double decomposition পরিবর্ত
double sault- দ্বিধাতুক লবণ
draft- হুণ্ডি

draftsman- নক্শাকার
drawee- হুণ্ডিগ্রাহক
drawer হুণ্ডিপ্রেরক
drawing teacher- অঙ্কনশিক্ষক

dresser (engineering college)- পরিধাবক
dresser (hospital)- পরিধাবক

driver- চালক
drone পুংমধুপ
drytest- শুষ্ক পরীক্ষা
dualism- দ্বৈতবাদ

ductility- প্রসার্যতা
ducts, thracie- মুখ্যারঅকুল্যা
duet- যমলগান
duffri- দপ্তরী

duodemem- গ্রহণী
duty-শুল্ক
dye- রঞ্জক
dyeing lecturer school-রঞ্জন শিক্ষক

dynamic গতীয়
dynamics (kinatics)- গতীবিদ্যা
weaving school- বয়ণ বিদ্যালয়

যে আমার টাকা চুরি করে সে এমন কিছুই চুরি করেনা। কিন্তু যে আমার সুনাম চুরি করে সে আমার যথাসর্বস্বই চুরি করে।

—শেক্সপীয়ার

সংগ্রাহক— ৬৬৮৪ সুপ্রিয় মহিন্তা।

অঙ্কে যারা কাঁচা

(৮ম স্তবক)

—জ্ঞানেন্দ্র নাথ রায়
পশ্চিম দিনাজপুর

পৃথিবীতে কত কিছুই যে শেখবার আছে। অথচ ছোটবেলায় ভাবতাম, এইতো স্কুল ফাইনাল পাশ করলেই আর পায়কে। সব কিছু শিখে ফেলবো, স্কুলে থাকতেই। এক গল্প মনে পড়ে। স্কুলের মাইনে বেশী বলে এক ব্যবসায়ী তার ছেলেকে স্কুল থেকে ছাড়িয়ে নেয়। হেড্‌মাষ্টার মশায় কারণ জানতে চাইলে উত্তর পান, "যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ ছাড়া তো নতুন কিছু শিখছে না, আর ইংরেজীর কথা বলছেন, সে তো ঐ একই এ, বি, সি, ডি উল্টে পাল্টে লেখা। ওর জন্য বেশী মাইনে দিতে আমি চাইনে। তার থেকে ছেলে আমাকে কাজে সাহায্য করলে আমার বেশী উপকার দেবে। আর একটি গল্প। দুধ ওয়ালা এক প্রোফেসর এর বাড়ীতে দুধ দিতে গিয়ে রোজই দেখে ভদ্রলোক কাগজ কলম নিয়ে কীসব করছেন। তার কৌতুহল প্রবল। কিন্তু কোনদিনই কাউকে সাহস করে জিজ্ঞেস করেনি। কোন্ এক মাসের প্রথমে দুধের দাম চাওয়াতে ভদ্রলোক গেলেন ঘরের ভেতরে। সেই সুযোগে দুধ ওয়ালা বাড়ীর ঝিকে ফিস্ ফিস্ করে প্রশ্ন করে 'বাবু কীসের অত হিসেব করেন?' ঝি এমন ভাব করল যেন সে সব জানে। গম্ভীর হয়ে বললে, দুধের।

সমবায়ভাবে লিপিমিত্তায় গত ১০/২ সংখ্যায় কেবলমাত্র একটি পদ্ধতি সম্বন্ধে লিখেছিলাম এবার বেশ কয়েকটা সম্বন্ধে লিখছি।

২৪) গুণ্য ও গুণক ১০০ এর একটু বেশী—

এই পদ্ধতিটি সম্বন্ধে পড়বার আগে আমি আমার পাঠক পাঠিকাদের কাছে অনুরোধ করবো, ১৩ নম্বর পদ্ধতিটি আর একবার একটু পড়ে নিতে। এই পদ্ধতিটিও প্রায় ঐ পদ্ধতিটির মত। ১৩ নম্বর পদ্ধতিতে আমরা আলোচনা করেছি। গুণ্য ও গুণক ১০ এর বেশী (এবং ২০

এর কম) হলে কী করে গুণ করতে হয় আর এক্ষেত্রে আলোচনা করছি ১০০ এর বেশী হলে কী ভাবে করতে হয়। ১০ নম্বর পদ্ধতিটির ন্যায় এক্ষেত্রে গুণ্য ও গুণকের যে কোন একটি সংখ্যার সঙ্গে অন্য সংখ্যাটির ডানদিকের অঙ্ক দুটো যোগ করতে হবে। কিংবা একটু অন্যভাবে বলা যায়, গুণ্য ও গুণক দুটো যোগ করে তা থেকে ১০০ বাদ দিতে হবে। এভাবে যে সংখ্যাটি পাওয়া যাবে তার ডান দিকে বসাতে হবে "গুণ্য ও গুণক, ১০০ থেকে যত বেশী তাদের গুণ ফল"। আশাকরি, কয়েকটি উদাহরণ দিলে নিয়মটা আর একটু বোঝা যাবে।

যেমন, ১০৬ × ১০৯ = কত?

১০৬ + ০৯ = ১১৫ অথবা ১০৯ + ০৬ = ১১৫
কিংবা ১০৬ + ১০৯ − ১০০ = ১১৫
এবং ৬ × ৯ = ৫৪

অতএব নির্ণেয় উত্তর   ১১৫৫৪

বোঝানোর জন্য ওপরের উদাহরণটা একটু বিস্তারিত ভাবে দেখিয়েছি। অভ্যাস হয়ে গেলে, নীচের মত করে করা যায় (এবং করা উচিত)।

১০৬
১০৯
১১৫৫৪

২য় উদাহরণ ১০৪ × ১০২ = কত?

১০৪
১০২
১০৬০৮ (এক্ষেত্রে ৪ × ২ = ৮ কে দুই অঙ্কের একটি সংখ্যা কল্পনা করে বসাতে হয়েছে)

৩য় উদাহরণ ১০৪ × ১০৭ = কত?

১১৪
১০৭
১২১৯৮ (কারণ ১৪ × ৭ = ৯৮)

৪র্থ উদাহরণ ১১৩ × ১১২ = কত?
১১৩
১১২
১২৫
১৫৬
১২৬৫৬

এই শেষের উদাহরণে ১১x১৩ এর গুণফল (১৫৬) তিন অঙ্ক বিশিষ্ট বলে ১৫৬ এর '১' কে ১২৫ এর সঙ্গে যোগ করা হয়েছে।

যে গুণ ফল গুলো (যেমন ৯৮,১৫৬ ডানদিকে বসানো হয়েছে সেগুলো দু অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা ধরতে হচ্ছে কারণ ১০০ তে দুটো শূন্য আছে। গুণ্য ও গুণক ১০০০ এর বেশী হলে তিন অঙ্কের সংখ্যা ধরে নিয়ে বসাতে হত (নীচের পদ্ধতি দেখুন)।

২৫) গুণ্য ও গুণক ১০০০ এর একটু বেশী

১৩ নম্বর আর ১৪ নম্বর পদ্ধতি দুটো বুঝতে পারলে গুণ্য ও গুণক ১০০০ বা ১০,০০০ এর বেশী হলে কী ভাবে গুণ করতে হয় তা নিজেরাই বের করতে পারবেন। তবু অনেকের সুবিধের জন্য নীচে বেশ কয়েকটা উদাহরণ দিচ্ছি।

১ম উদাহরণ ১০০৪×১০০৮ = কত?

১০০৪
১০০৮
১০১২০৩২

এক্ষেত্রে ১০০০ এ তিনটে শূন্য আছে বলে ৩২কে ০৩২ ধরা হয়েছে।

২য় উদাহরণ ১০০৯×১০১২ = কত?

১০০৯
[illegible]
১০২১১০৮

৩য় উদাহরণ ১০৩২×১০৪০ = কত?

১০৩২
১০৪০

১০৭২
[illegible]

১০৭৩২৮০

যদি সম্ভব হয়, ১০০০৪×১০০০৮ এবং ১০০৩১×১০০৪০ এই অঙ্ক দুটো করতে আপনাদের অনুরোধ করছি।

২৬) গুণ্য ও গুণকের একটি ১০০ থেকে একটু কম এবং অন্যটি একটু বেশী

গুণ্য ও গুণকের যেটি ছোট তার সঙ্গে অন্যটির 'দশক' আর 'একক' যোগ করতে হবে (অথবা গুণ্য ও গুণক যোগ করে যোগফল থেকে ১০০ বাদ দিতে হবে)। দুভাবেই একই উত্তর পাওয়া যাবে। এই যোগফলের ডানদিকে দুটো শূন্য বসিয়ে যে সংখ্যাটি পাওয়া যাবে তা থেকে বাদ দিতে হবে– ১০০ থেকে একটি যত কম (অর্থাৎ ১০০ এর পরিপূরক) আর ১০০ থেকে

অন্যটি যত বেশী তাদের গুণফল।

১ম উদাহরণ ৯৬ × ১০৯ = কত?

৯৬ (= ১০০ থেকে ৪ কম)
১০৯ (= ১০০ থেকে ৯ বেশী)
১০৫০০
—৩৬ = —৪ × ৯
১০৪৬৪

২য় উদাহরণ ৯৩ × ১১৫ = কত?

৯৩ = ১০০ থেকে ৭ কম
১১৫ = ১০০ থেকে ১৫ বেশী
১০৮০০
—১০৫ = ৭ × ১৫
১০৬৯৫

৩য় উদাহরণ ৮৫ × ১০৭ = কত?

৮৫ ১০০ থেকে ১৫ কম
১০৭ ১০০ থেকে ৭ বেশী
৯২০০
—১০৫
৯০৯৫

২৭) গুণ্য ও গুণকের একটি ১০০০ থেকে একটু কম এবং অন্যটি একটু বেশী

এই পদ্ধতিটি (২৬) এর মত পার্থক্য হল যোগ করবার পর ডানদিকে ৩টে শূন্য (যেহেতু ১০০০ এ তিনটে শূন্য আছে) বসিয়ে যে সংখ্যাটি পাওয়া যাবে তা থেকে বাদ দিতে হবে— ১০০০ থেকে একটি যত কম অর্থাৎ ১০০০ এর পরিপূরক আর ১০০০ থেকে অন্যটি যত বেশী তাদের গুণ ফল।

১ম উদাহরণ ৯৯৬×১০০৯ = কত?

৯৯৬ ১০০০ থেকে ৪ কম
১০০৯ ১০০০ থেকে ৯ বেশী
১০০৫০০০
—৩৬ = — ৪×৯
১০০৪৯৬৪

২য় উদাহরণ ৯৯৩×১০১৫ = কত?

৯৯৩ = ১০০০ থেকে ৭ কম
১০১৫ = ১০০০ থেকে ১৫ বেশী
১০০৮০০০
—১০৫ = — ৭×১৫
১০০৭৮৯৫

৩য় উদাহরণ ৯৮৫×১০০৭ = কত?

৯৮৫ = ১০০০ থেকে ১৫ কম
১০০৭ = ১০০০ থেকে ৭ বেশী

৯৯২০০০
—১০৫ = —১৫x৭

৯৯১৮৯৫

এবারের মত এখানেই শেষ করছি। এ পর্য্যন্ত যে সব পদ্ধতি সম্বন্ধে লিখেছি সেগুলো যাঁরা আয়ত্ত করতে পেরেছেন, তাঁরা হয়তো ইতিমধ্যে বন্ধুবান্ধবদের অবাক করে দিচ্ছেন। যাঁরা করেননি তাঁদের অনুরোধ করবো প্রথমদিকের স্তবকগুলো আগে পড়ে নিতে এবং ভালভাবে আয়ত্ত করতে। কারণ পদ্ধতিগুলো ক্রমে কঠিন হচ্ছে। যেমন এবারের পদ্ধতি গুলোতে বেশ বড়বড় যোগ এবং বড় বড় গুণ করতে হয়েছে। এই যোগ এবং গুণ গুলো করতে যদি অসুবিধে হয় তাহলে পুরো অঙ্কটা করতে হয়তো আরও অসুবিধে হবে। তাই আপনাদের সবাইকে অনুরোধ করছি সহজ পদ্ধতি গুলো আগে অভ্যাস করে কঠিনগুলো চেষ্টা করবেন।

[উল্লিখিত রচনাটি লিপিবিতার গত সংখ্যায় অর্থাৎ ১৩/৩ সংখ্যায় প্রকাশ করার কথা ছিল কিন্তু ডাক বিলম্বে আসার জন্য প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি, সেজন্য আন্তরিক দুঃখিত।] সঃ লিঃ

(ক্রমশঃ)

:: | | ::

জীবন যাত্রার মাঝে মাঝে জগতের অচেনা মহল থেকে আসে আপন মানুষের দূতী হৃদয় দখলের সীমানা বড় করে দিয়ে যায়। না ডাকতেই শেষকালে এক দিন ডেকে আর পাওয়া যায় না। চলে যেতে যেতে বেঁচে থাকার চাঁদরটার উপরে ফুল কাটা কাজের পাড বসিয়ে দেয়।

— রবীন্দ্রনাথ

সংগ্রাহক — বি ৫৩১২ অতীন চৌধুরী।

একটি জিজ্ঞাসা

-বিশ্বদল চট্টোপাধ্যায়
(ভাটপাড়া)

একটি মধ্যবিত্ত পরিবার। দুই ছেলে আর এক মেয়ে নিয়ে বিজন বাবুর সংসার। বড আদরের ছেলে সমর, অতীন আর মেয়ে অনীতা, সমরকে পাড়ার সকলে তো বটেই, স্কুলের ছেলেরা থেকে আরম্ভ করে হেড্ মাষ্টার মশায় পর্য্যন্ত ভীষণ ভালবাসেন। কিন্তু অতীনের বেলায় ঠিক বিপরিত।

সারাদিন পাড়ার লোকে এমনকি স্কুলের ছেলেরা পর্য্যন্ত সব সময় ভয়ে ভটস্থ। কার গাছের আম কাঁঠাল, কার পুকুরের মাছ কখন চুরি করে, কাকে ধরে কখন মারে কিছুই বলা যায় না। এমনকি স্কুলের মাষ্টার মশায়রা পর্য্যন্ত সর্ব্দা তার জ্বালায় বিরক্ত ও বিব্রত।

ছেলেটা দুষ্টু বটে কিন্তু লেখাপড়ায় বেশ ভালো। দাদা সমরের চাইতে লেখাপড়ায় ইতি মধ্যেই মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়েছে। এই বছর অষ্টম শ্রেণীতে থার্ড হয়ে উঠেছে। সমর দশম শ্রেণীতে পড়ে। কিন্তু পরীক্ষার ফলের দিকে তাকালে বোঝা যায় যে সে লেখাপড়ায় খুব ভাল নয়। সারাদিন খেলাধূলা নিয়েই ব্যস্ত। বোন অনীতা সপ্তম শ্রেণীতে পড়ে। সাধারণ মেয়েরা লেখাপড়ায় যে রকম হয়ে থাকে তার বেশী কিছু সে নয়।

বিজন বাবু চটকলের সামান্য একজন কেরাণী। সারাদিন হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করেন এই সংসারটি চালাবার জন্য। কোন কোনদিন কাজে যেতে দেরী হলে বড বাবুর কাছে সামান্য গালি গালাজও শুনতে হয়। মাঝে মাঝে ভাবেন, দূর কি হবে এ কাজ করে, এত গালাগালি শুনে। কিন্তু পরক্ষণেই যখন সমর, অতীন আর অনীতার শুকনো মুখগুলোর প্রতিচ্ছবি ভেসে ওঠে তাঁর সামনে তখনই ভাবেন না আমাকে তো চাকরী ছাড়লে চলবে না, আমাকে তো ওদেরকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করতেই হবে। আবার

সমস্ত আপমান তুচ্ছ করে মুখ বুজে কাজ আরম্ভ করেন।

সমর - অতীনের মা সব সময় চেষ্টা করেন স্বামীর অল্প আয়ে কি করে ভালভাবে সংসার চালানো যায়। ছেলে মেয়েদের মানুষ করার জন্য তিনিও স্বামীর মত উদয়াস্ত পরিশ্রম করেন। সংসারের দুরবস্থার কথা তিনি ছেলে মেয়েদের কাছে প্রকাশ করেন না কারণ তাতে যদি তাদের পড়াশুনার ক্ষতি হয় সেটা তিনি চান না।

সমর পড়াশুনা মোটামুটি করছে। কিন্তু খেলাধূলার মাত্রা আগের থেকে কমিয়ে দিয়েছে। বিজন বাবু এটা লক্ষ্য করলেন।

একদিন সমরকে কাছে ডাকলেন, অনেক বোঝালেন, বললেন, "বাবা, একটু লেখাপড়ায় মন দাও শুধু খেলাধূলা নিয়ে থাকলে তো চলবে না, তোমাকে বড় হতে হবে, জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে।" সমর ভাল ছেলে বাবার কথা শুনলো, লেখাপড়ায় মন দিল এবং দেখতে দেখতে হায়ার সেকেণ্ডারী পরীক্ষায় ভাল ফল করলো। অতীন ও অনীতাও যথারীতি তাদের বাৎসরিক পরীক্ষায় ভাল ফল করলো। বিজন বাবু ছেলেদের যেন ভবিষ্যতে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার স্বপ্ন দেখলেন।

কিন্তু ভাগ্যের লিখন ছিল অন্যরূপ একদিন সামান্য একটা খাতার জন্য অনীতাকে স্কুলের এক দিদিমণি প্রহার করেন। বাবার কাছে এসে কেঁদে অনীতা জানালো। বিজন বাবু খুবই দুঃখ পেলেন। তিনি ভাবলেন পরের দিন যে রকম করেই হোক খাতা তিনি আনবেনই. মেয়েকে কথা দিলেন।

পরের দিন কি একটা কাজে তিনি বড় বাবুর ঘরে ঢুকে দেখলেন কয়েকটা খাতা এদিক ও দিক ছড়ানো রয়েছে, একে পকেটে পয়সা নেই তার উপর মেয়েকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। বিজন বাবু আর থাকতে পারলেনা।

এক সময় বড় বাবুর অলক্ষ্যে একটি খাতা সরিয়ে নিলেন। ছুটির পর আনন্দে ফিরছেন এই ভেবে যে আজ তিনি তাঁর মেয়েকে একটা খাতা দিতে পারবেন। সেদিন তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরে অনীতাকে ডেকে খাতা দিলেন। অনীতা খুবই খুশি, কিন্তু দু একদিন বাদে সমর জানালো যে তাদের বাবা বোনের জন্য একটা খাতা চুরি করে এনেছেন। সরাসরি বাবাকে এসে জিজ্ঞাসা করলো, বিজন বাবু চুপ করে রইলেন।

শেষে সে বাবাকে বলল, তুমি শেষ পর্য্যন্ত

সামান্য একটা খাতা চুরি করে আনলে? অনীতা নাহয় স্কুলে নাই যেত, কিন্তু তুমি কিনা শেষ পর্য্যন্ত বন্ধুদের কাছে চোর হয়ে গেলে। বিজন বাবুর মন দুঃখে ভরে গেল। শেষ পর্য্যন্ত নিজের ছেলের কাছে চোর বদনাম।

কিন্তু কত দুঃখে যে তিনি চুরি করেছেন তা তো আর সমর বুঝলো না।

দু তিন দিন পরই শুনলেন মেজ ছেলে অতীন সেই পাড়ার কোন এক বাড়ী থেকে গহনা চুরি করে পালিয়েছে। ভদ্রোলোক পুলিশে খবর দিয়েছেন, পুলিশ এল। বাড়ী সার্চ করে চলে গেল। বিজন বাবু ভাবলেন ছেলেদের মানুষ করার যে আশা তিনি করে ছিলেন তা বিফল হতে চলেছে।

কয়েকদিন বাদেই খবর পেলেন পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে গহনা উদ্ধার করেছে। ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস, বিচারে অতীনের দু বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড হোল।

সবার চিরকাল সমান যায় না। কালের আবর্ত্তে দুঃখের পর সুখ আসবেই, সেই রকম এই পরিবারেও একদিন সুখ এল। সমর চাকরী পেয়েছে, মাসে প্রায় ৮০০ টাকা আয় করে, বাবার পাশে এসে দাঁড়িয়ে সংসারের হাল ধরতে সাহায্য করছে, বোন অনীতাকে পড়াচ্ছে। বিজন বাবু একটু সুখের মুখ দেখতে পেয়েছেন। সেজন্যে অতীনের অনুপস্থিতি তাঁকে আর সব সময় বিচলিত করে না। সমর আর অনীতাকে নিয়েই নিজের দুঃখ ভুলে আছেন।

যখনই অতীনের কথা তাঁর মনে হয় তখনই নিজের মনে মনে বলেন, ওরকম ছেলে থাকার চাইতে যাওয়াই ভাল ও থাকলেও এতদিন আরও কত কি করত তা কে বলতে পারে। দুষ্ট গরুর চাইতে শূন্য গোয়াল ঢের ভাল কিন্তু আবার পরক্ষণেই ভাবেন অতীন তো আর পর কেউ নয়। নিজেরই ছেলে, আবার একবার চেষ্টা করা যাক্ না, যদি ছেলেটা শুধরোয়। মনের এই দো টানায় পড়ে কখনও কখনও নীরবে, দু এক ফোঁটা অশ্রু বিসর্জনও করেন।

প্রায় মাস দুয়েক হয়ে গেল এখনও একদিনও ছেলেকে জেলে দেখতে যাননি। সমর ও অনীতাও তাদের ভাইয়ের উপর খুবই ক্ষুব্ধ হয়েছে। সেজন্যে তারাও যায় না। মা কিন্তু পারেন নি থাকতে। সপ্তাহে এক বার করে স্বামী আর ছেলেদের লুকিয়ে গিয়ে দেখে আসেন। অন্ততঃ মনের দিক থেকে সান্তনা পান ছেলে অতীনকে

একবার চোখের দেখা দেখে, ছেলের জন্যে গোপনে খাবার নিয়ে গিয়ে খাইয়ে আসেন। এদিকে বিজন বাবু স্ত্রীকে বলে দিয়েছেন জেল থেকে ফিরে আসার পরও যেন তাকে বাড়ীতে ঢুকতে না দেওয়া হয়।

এদিকে অনীতা বড় হয়েছে বিজন বাবু পাত্র দেখছেন যাতে অনীতাকে সুপাত্রস্থ করা যায়। অনীতাকে দেখতে ভাল; রঙও ফর্সা, দু একজন পাত্র সহজেই পাওয়া গেল।

টাকার দাবীতে বিজন বাবু তাদের মধ্যে কাউকেই মেয়ে দিতে পারলেন না। তিনি একটু চিন্তিত হলেন। এবার বোধ হয় ভাগ্য তাঁর ভালই ছিল। কয়েকদিন বাদেই বিজন বাবু এক সুপাত্রের সন্ধান পেলেন। বাপ মায়ের এক ছেলে আর এক মেয়ে। যদিও ভদ্রলোক মেয়ের বিয়ে দেননি তবুও বেশ ছোট সংসার। ছেলে অবিনাশ শিক্ষিত আর ভাল চাকরিও করে, আর সর্বোপরি দাবীও কম, সুতরাং শুভদিনে অবিনাশের সঙ্গে অনীতার বিবাহ হয়ে গেল। বিজন বাবু ভাবলেন এতদিনে তবু তাঁর স্বপ্ন কিছুটা সফল হোল। এবারে তিনি কাজ থেকে অবসর নিলেন।

বড় ছেলে সমরের টাকাতেই সংসারের খরচ ভালভাবেই চলে যায়। কিন্তু ভাগ্যলক্ষ্মী অলক্ষ্যে আবার হাঁসলেন।

অতীন জেল থেকে ছাড়া পেয়েই বাড়ীতে এল। বিজন বাবু অতীনকে কিন্তু বাড়ীতে ঢুকতে দিলেন না। মনের দুঃখে অতীন বাড়ী থেকে চলে গেল। পরের দিনের সংবাদ পত্রের একটা খবর সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করল। সংবাদটি এইরূপ ছিল, "গতকাল একটি ছেলে বাস চাপা পড়িয়া মারা গিয়াছে, তারপকেটে একটি কাগজ হইতে জানা গিয়াছে তার নাম অতীন রায়, শেষে লেখা আছে সেনাকি পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছে।"

বিজন বাবু শোকে উন্মাদের মত হলেন। যে ছেলেকে এত কষ্টে মানুষ করেছেন, যাকে নিজে না খেয়ে পেট ভরে খাইয়েছেন সে কিনা চুরি করল আর শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যা করে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করল। নিজের মনকে শুধু একটি মাত্র জিজ্ঞাসাই বার বার করতে লাগলেন যে, কার পাপে অতীন আজ অমানুষ হোল? এ পাপ তাঁর নিজের না অতীনের?

অতলান্তিকের ওপার থেকে

Broad Street,
Nashua
N. H. 03060
U. S. A.

ভাই সংঘমিত্তা,

আপনারা যখন লিপিমিত্তার মাধ্যমে সুদূর আটলান্টিক মহাসাগরের ওপার থেকে এ চিঠিখানা পাবেন এখন আপনারা সকলেই বাঙ্গালীর সর্বশ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গা পূজার আনন্দে বিভোর হোয়ে আছেন। বর্ষাবিধৌত সুনীল আকাশ আর উজ্জ্বল সোনার রবির কিরণ আনন্দময়ী ৺মায়ের আগমন বার্ত্তা ঘোষণা করছে। কিন্তু এতদূরে থেকেও লিপিমিত্তার ভাই বোনেদের কথা আমরা ভুলিনি। তাই আপনাদের সাথে এই উৎসবে যোগদান করতে না পারলেও আমি সর্বদাই কামনা করি আপনাদের এই উৎসব সার্থক হোক সুন্দর হোক।

ইতিমধ্যে পত্রসাহিত্যের টুকিটাকির মাধ্যমে এখানকার বাঙ্গালী সমাজের উৎসবের কিছু বিবরণ দিয়েছি। এবারও আপনাদের কিছু খবর দিচ্ছি। গত ২০শে মে পৃথিবী বিখ্যাত Harvard university মহা-সমারোহে চিত্রাঙ্গদা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে রবীন্দ্র জন্ম উৎসব পালিত হল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাথে এই Harvard universityর একটি বিশেষ স্মৃতি জড়িয়ে আছে। আজ থেকে ঠিক ষাট বৎসর আগে অর্থাৎ ১৯১২ সালে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর America পরিক্রমার পথে এখানে এসেছিলেন, এবং এখানকার জ্ঞানী গুণী সমাজের কাছে রবীন্দ্রনাথ বক্তৃতা দিয়েছিলেন। আজ সেই Harvard universityর ছাত্রীরাই নৃত্যে

অংশ গ্রহণ করে চিত্রাঙ্গদা মঞ্চস্থ করেন।

নৃত্যে যারা অংশ গ্রহণ করেন তারা হলেন, FrederiQue Marglin অর্জুনের ভূমিকায়, এছাড়া আরও যারা ছিলেন তারা হলেন Julie Craft. Michele Hamberger Jean Maloney, Joan Kraisky, Marion Gordon, Carol Miller Thomas Mc Cormack, Peter Epstein, Gerald Pucciato.

এদের মধ্যে অনেকে চিত্রাঙ্গদার সখীর ভূমিকায় ছিলেন আবার কেউবা গ্রাম্য-লোকেদের ভূমিকায় ছিলেন অনুষ্ঠানটি পরিচালনায় এবং নাম ভূমিকায় ছিলেন শ্রীমতি রীতা মিত্র সুব্রামনিয়ম; সঙ্গীতে ছিলেন শ্রীমতি বাণী মুখোপাধ্যায়, শ্রীমতি রেবা চক্রবর্ত্তী, মায়া লাহিড়ী, মঞ্জু বসু, বাবলি আনোয়ার্ড, জাভিনা একাম, হোসেনা আরা আসব ও সর্বশ্রীপ্রণয় সোম, বিশ্বজিৎ লাহিড়ী, অমলেন্দু সান্যাল।

তবলায় সঙ্গত করেন শ্রীসীতাংশু চক্রবর্ত্তী তারপরই গত ১২ই আগষ্ট Boston Universityর George Sherman Hall-এ শ্রীবাদল সরকারের বহু আলোচিত আধুনিক জটীল জীবন সমস্যা মূলক নাটক এবং "ইন্দ্রজিৎ" অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ হয়। বাদল সরকারের এই দুরূহ নাটকটীকে উপস্থাপনা করা এবং সাফল্যের সঙ্গে অভিনয় করা সত্যিই এক সুকঠিন ব্যাপার।

তবুও শ্রীপ্রবীর সিন্‌হা রায়ের অক্লান্ত পরিশ্রমে এবং অপূর্ব নিষ্ঠায় এই অসাধ্য সাধন সম্ভব হয়। এই অনুষ্ঠানটির আর একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা হোল, এপার বাংলা ও ওপার বাংলার অধিবাসীরা মিলেমিশে নাটকে অংশ গ্রহণ করেন।

নাম ভূমিকায় এবং নায়িকার ভূমিকায় যুক্তাভিনয় করেন ওপার বাংলার যথা ক্রমে আবু আবদুল্লা এবং চিত্রিতা আবদুল্লা। ব্যক্তিগত জীবনে এরা উভয়ে স্বামী স্ত্রী, অমল, বিমল ও কমলের ভূমিকায় অভিনয় করেন যথাক্রমে সর্বশ্রীতুষার ঘোষ, অমলেন্দু সান্যাল, ও শ্যামল চৌধুরী, লেখকের ভূমিকায় অভিনয় করেন নাটকটির পরিচালক স্বয়ং শ্রীপ্রবীর সিনহা রায়। Boston এ এই সর্বপ্রথম একটা পূর্ণাঙ্গ বাংলা নাটক মঞ্চস্থ হোল।

প্রথম নাটকেরই এই অভাবনীয় সাফল্যে উৎসাহিত হোয়ে এখন থেকেই আর একটা মঞ্চস্থ করার তোড় জোড় শুরু হয়েছে।

এখানকার আরও অনেক কথা লেখার

ইচ্ছা ছিল। কিন্তু ভবিষ্যতে লিখব। অনেক আশা আকাঙ্খা নিয়ে একদিন বাবা বুদ্ধা, ঠাকুমা ভাই বোনের চোখের জলের মধ্য দিয়ে দমদম বিমান ঘাটি ত্যাগ করে ছিলাম। তারপর এই বৎসরের মধ্যে আমার জীবনে অনেক ঘটনা ঘটে গেছে। অনেক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হোয়েছে। সেসব কাহিনী আমি একদিন আপনাদের জানাব। সংক্ষেপে শুধু এই টুকুই বলতে চাই এটা স্বর্গ রাজ্য নয় আর এখানে পথে ঘাটে সোনা অর্থাৎ ডলার ছড়িয়ে নেই। আমেরিকার ছেলেমেয়ে বুড়া বুড়ি সকলেই অক্লান্ত পরিশ্রম করে চলেছে সেই দু মুঠা ভাতের জন্যে।

— রণেন্দ্রনাথ দে
বি ৬০৮৪

আমার প্রিয় যখন আমার পাশের বসনটা ছাড়িয়ে দিলে তখন আমি তা খুশী হয়েই ছেড়ে দিলাম, তারপর যখন সে আমার পুণ্যের বসনাটাও ধরে টান দিতে গেল এখন আমি লজ্জিত হয়ে আর ভয় পেয়ে তাকে নিবারণ করতে গেলাম। যখন সেটাও সে জোর করে ছিনিয়ে নিল, তখন দেখতে পেলাম যে আমার নিজের আত্মা কেমন করে আমার নিজের কাছ থেকেই আড়ালে লুকিয়ে ছিল।

— শ্রীঅরবিন্দ

সংগ্রাহক ৬৬০২ আশিস কুমার সরকার

আজকের জাপান

—প্রবীর কুমার সিন্‌হা
(নবদ্বীপ)

জাপান সম্বন্ধে আলোচনা করতে করতে শেষ প্রান্তে এসে উপনীত হয়েছি। জাপান সম্বন্ধে এই আমার শেষ আলোচনা। জাপানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চারটি বিষয় নিয়ে আজ আমি আলোচনা করব। বিষয় চারটি হলো:— শিক্ষা, শিল্পকলা, ধর্ম এবং খেলাধূলা।

— শিক্ষা —

প্রথমেই শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে পরিচিত হওয়া যাক্। জাপানে ছেলে মেয়েদের শিক্ষার ব্যবস্থা প্রথম নয় বৎসরের জন্য অবৈতনিক। সকলকেই বাধ্যতামূলক ভাবে ৬ বৎসরের জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এবং তিন বৎসরের জন্য মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে অধ্যয়ণ করতে হবে। স্কুলে ভরতি হতে পারে এরকম বয়সের মোট ছেলে মেয়েদের শতকরা ৯৯ ভাগই প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করে। শনিবার ব্যতীত সপ্তাহের অন্যান্য দিন গুলিতে স্কুল সুরু হয় ৮ টায় আর শেষ হয় বিকেল ৩ টায়। শনিবারে স্কুলের ছুটি হয় দুপুরে স্কুলের শিক্ষা বৎসর আরম্ভ হয় এপ্রিলে এবং শেষ হয় পরবর্তী মার্চে। গ্রীষ্মের ছুটি দেওয়া হয় আগষ্ট মাসে আর শীতকালীন অবকাশ হচ্ছে নব বর্ষের ছুটির দিন গুলির সময়ে।

নয় বৎসর বাধ্যতামূলক শিক্ষা সমাপ্তির পর একটি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে এবং বাৎসরিক সামান্য বেতন দিয়ে ছাত্র ছাত্রীরা ত্রৈবার্ষিক উচ্চ বিদ্যালয়ে প্রবেশ করতে পারে। উচ্চ বিদ্যালয়ের পর সাধারণতঃ চার বৎসরের জন্য বিভিন্ন ধরণের বিশ্ব-বিদ্যালয়ে পড়া শুনার সুযোগ রয়েছে। অবশ্য দ্বি-বার্ষিক বিশেষ কলেজ সমূহও আছে। বেশির ভাগ বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং স্কুলে ছেলে ও মেয়ে উভয়েই ভর্তি হতে পারে।

জাপানে প্রায় ৩১৭টি বিশ্ববিদ্যালয় ও

কলেজ রয়েছে এবং দ্বি-বার্ষিক জুনিয়ার কলেজের সংখ্যা হল ৩৬৯ মোট ছাত্র-সংখ্যা প্রায় ১০,৮৫,০০০।

স্কুল ছাড়াও জাপানে বহুসংখ্যক গ্রন্থাগার, যাদুঘর এবং প্রদর্শনী গৃহও আছে। উদাহরণ স্বরূপ, ১৯৬৩ সালের সেপটেম্বর পর্যন্ত সাধারণের জন্য ৮১০টি গ্রন্থাগার, ২১৮টি যাদুঘর, ২৬টি চিড়িয়াখানা, ৩১টি কৃত্রিম মৎস্যাধার এবং ১৯টি উদ্ভিদ-উদ্যান ছিল। জাপানে জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য অনেক হলঘরও আছে। সেখানে সবরকম ঐকতান সংগীত এবং অভিনয় অনুষ্ঠিত হয়।

জাপানী বিশ্ববিদ্যালয় গুলিতে পড়াশুনা করার জন্য প্রতি বৎসর বহুসংখক বিদেশী ছাত্রারা জাপানে আসে। সম্প্রতি এশিয়ার নানা দেশ থেকে ছাত্ররা জাপানে আসছে শিল্প ক্ষেত্রে এবং বিজ্ঞান আর প্রযুক্তি বিদ্যার বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করতে।

বিগত প্রায় ১০০ বৎসর ধরে জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের ফলে আজ জাপানে প্রত্যেকটি লোকই লিখতে ও পড়তে পারে। প্রতি বৎসর ভিন্ন ভিন্ন শিরোনাম সম্বলিত প্রায় ১৬,৫০০ পুস্তকের ৩৮২·৮ মিলিয়ন সংখ্যা প্রকাশিত হয়। ৭৮০ টিরও বেশি বিভিন্ন ধরণের সাময়িক পত্রিকার ৫০৬·২ মিলিয়ন সংখ্যা প্রকাশিত হয়।

— শিল্পকলা —

এবার শিল্পকলার দিকে তাকানো যাক্। ভারতবর্ষ, চীন, আর কোরিয়া— এশিয়া মহাদেশের এই প্রধান ভূভাগের সংস্কৃতি ও শিল্পকলা জাপানে প্রবেশ লাভ করে ষষ্ঠ শতাব্দীতে বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে সঙ্গেই। দশম শতাব্দীর মধ্যেই এইসব বৈদেশিক সাংস্কৃতিক বিষয় বস্তুর পরিবর্তন সাধিত হয় এবং রূপ ও রীতিগত দিক দিয়ে এগুলি সম্পূর্ণভাবে জাপানের নিজস্ব হয়ে ওঠে। পরবর্তী শতাব্দী গুলিতে শিল্পকলা সম্প্রসারিত হয় বৌদ্ধ পুরোহিত এবং রাজ পরিবার সমেত অভিমত সম্প্রদায়ের নির্দেশ ও পৃষ্ঠপোষকতায়।

কাঠ ও ব্রোঞ্জ ধাতুর ভাস্কর্য, চিত্রাঙ্কন, মৃৎশিল্প, লাক্ষার কাজ আর কাঠের ব্লকের মুদ্রণ আজ সৌন্দর্যের উচ্চ পর্যায়ে উন্নীত। জাপানের শিল্পকলার ভিত্তি সব যুগেই প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে এসেছে। তাই প্রাকৃতিক দৃশ্যের অনুকরণে উদ্যান রচনা আর ফুল-সাজান শিল্পটি জাপানীদের জীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। জাপানীদের আবাস গৃহে এবং সর্বসাধারণের

ব্যবহার্য্য অট্টালিকা সমূহের নির্মাণ কার্যে ব্যবহৃত বস্তুর স্বাভাবিক রংটিকে বজায় রাখা হয়। বড় বড় খোলা জানালা আর দেওয়ালের প্যানেল খুলে দিলেই সংলগ্ন উদ্যান এবং বহির্বিভাগের সাথে ঘরের অভ্যন্তরের যোগাযোগ স্থাপিত হয় প্রত্যক্ষভাবে। কবিতা ও সঙ্গীতগুলিতেও প্রায়ই প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের প্রকাশ।

জাপানের ঐতিহ্যগত নাটক গুলির মধ্যে রয়েছে ক্ল্যাসিক মোহ নাটক, বুনরাকু বা পুতুলনাচ এবং জমকালো সাজ পোষাক আর বর্ণ সমারোহ পূর্ণ বিন্যাসে ভরা কাবুকি নাটক। বড় বড় সহরে আধুনিক রুচিসম্মত চিত্তবিনোদনের উপকরণ যেমন, মঞ্চাভিনয়, সঙ্গীতপূর্ণ সাময়িক ঘটনাদিমূলক নাটক এবং বিশেষতঃ চলচিত্র প্রভৃতির প্রতি অনুরাগীর সংখ্যা বিপুল। সাম্প্রতিককালে জাপানের চলচ্চিত্র বিদেশে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে এবং আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অনেক পুরস্কার লাভ করেছে।

সব প্রধান প্রধান সহরেই ঐকতান বাদ্য ও নাট্যাভিনয় এবং ব্যালে নৃত্যের অনুষ্ঠান বিপুল সংখ্যক শ্রোতা ও দর্শককে আকর্ষণ করে। এখন টোকিওতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে মেট্রোপলিটন ফেষ্টিভ্যাল্ হল। এটি হয়ে উঠেছে সমস্ত প্রদর্শনমূলক শিল্পকলাদির প্রধান কেন্দ্র। প্রতি বৎসর ওসাকায় আন্তর্জাতিক সঙ্গীত উৎসবে পৃথিবীর সমস্ত দেশের দর্শকরা সমবেত হন। বিশ্বের শিল্প পরিমণ্ডলে জাপানি চিত্রকর এবং শিল্পীরা উচ্চ প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন এবং তাঁদের শিল্পকর্ম আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী সমূহে অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে।

সাহিত্য ও লেখনীর ব্যাপারে জাপানীরা দীর্ঘদিন ধরেই সক্রিয়। সম্প্রতি অনেক জাপানী উপন্যাস বিদেশী ভাষায় অনূদিত হয়েছে এবং এগুলি বিদেশী পাঠকদের কাছে উত্তরোত্তর জনপ্রিয়তা লাভ করেছে।

ধর্ম —

এবার ধর্মের দিকে একটু দৃষ্টি দেওয়া যাক। জাপানের সংবিধানে দেশের সমস্ত নাগরিককে ধর্ম চর্চার ব্যাপারে স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে এবং বৌদ্ধধর্ম, শিন্তোবাদ ও খৃষ্টধর্ম এই তিনটি ধর্ম পাশাপাশি বিরাজমান।

ভারতবর্ষ থেকে বৌদ্ধধর্ম জাপানে প্রবেশ লাভ করে ষষ্ঠ শতাব্দীর মাঝামাঝি চীন ও কোরিয়ার মধ্য দিয়ে। ধর্মচর্চা, শিল্পকলার উন্নতি এবং জাপানের সমগ্র ইতিহাসে শিক্ষার প্রসার ও অনুপ্রেরণার দিক থেকে বৌদ্ধধর্ম এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান লাভ করে এসেছে।

শিন্তোবাদের অস্তিত্ব জাতির ইতিহাসের আদি থেকেই। প্রচলিত অর্থে একে ধর্ম আখ্যা দেওয়া যায় না। কারণ শিন্তোবাদের কোন বিশেষ ধর্মীয় মতবাদ বা উপদেশ নেই। বহু শতাব্দী পূর্বে এর উদ্ভব ঘটে জাপানের আদিম যুগের মানুষের মধ্যে—যারা বিশ্বাস করত যে প্রকৃতির সকল বস্তুতেই ঐশী শক্তির প্রকাশ। শিন্তো হচ্ছে বিশেষ করে জাপানের জীবন ধারার একটি অংশ এবং জাপানের বহুতর ঐতিহ্যের ভিত্তি। তাই অনেক বৌদ্ধধর্মাবলম্বীও শিন্তো রীতি অনুসরণ করেন।

জাপানে খৃষ্টধর্ম প্রবর্তিত হয় ১৫৪৯ সালে যেশুইট মিশনারী সেন্ট ফ্রান্সিস জেভিয়ার কর্তৃক। শোগুনাতে (তদানীন্তন সামরিক সরকার) ষোড়শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে খৃষ্টধর্মচর্চা নিষিদ্ধ করেন। উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে বহির্জগতের কাছে জাপানের দ্বার পুনরুদ্‌ঘাটিত করার পূর্ববর্তী ২৬০ বৎসর কাল এই নিষিদ্ধ অবস্থা বলবৎ ছিল। প্রোটেষ্টান্ট ধর্মমত প্রবর্তন লাভ করে ১৮৫৯ সালে। আজ জাপানের গীর্জায় ক্যাথলিক সম্প্রদায় অপেক্ষা প্রোটেষ্টানদের সংখ্যা কিছু বেশী।

— খেলাধুলা —

সবশেষে খেলাধুলা নিয়ে পর্যালোচনা করতে বসলাম। জাপানের জনগণ সবরকম খেলাধুলাই ভালবাসে। আজকাল ছোট বড় সকলের কাছেই সমান জনপ্রিয় খেলা বেস্‌বল। জাপানের সর্বত্র স্কুলের দল আর অপেশাদার বেসবল ক্লাব প্রতিষ্ঠিত। দুটি পেশাদার বেসবল লীগও আছে যার ক্রীড়াকুশলীরা চলচ্চিত্র অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের মতই খ্যাতিসম্পন্ন। বসন্ত কালে খেলার মরশুমে হাজার হাজার দর্শক পেশাদারদের খেলা প্রত্যক্ষ করতে যান এবং আরও বহুসংখ্যক লোক এই খেলা দেখার আনন্দ লাভ করেন টেলিভিসনের মাধ্যমে। অপেশাদারী ধারাবাহিক বেসবল খেলার মধ্যে সবচেয়ে নামকরা হচ্ছে প্রতিবৎসর অনুষ্ঠিত দেশব্যাপী আন্তঃ উচ্চ বিদ্যালয় বেসবল প্রতিযোগিতা।

ফুটবল, যাগবী, বাসকেট্‌বল, ভলীবল, টেনিস এবং ট্র্যাক প্রভৃতিও জনপ্রিয় খেলা। জাপানী সাঁতারুগণ বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ সাঁতারুদের মধ্যে অন্যতম। সাম্প্রতিক কালে অনেক জাপানী খেলোয়ার আন্তর্জাতিক টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করেছেন এবং জাপানের ম্যারাথন দৌড়বীর বিভিন্ন আন্তবিশ্ব প্রতিযোগিতায় খ্যাতি অর্জন করেছেন। গল্‌ফ্‌ এবং স্কী খেলা

অধুনা উল্লেখযোগ্য হয়ে উঠেছে এবং এই খেলায় জাপানী খেলোয়াড়গণ বিভিন্ন আন্ত-র্জাতিক প্রতিযোগিতার অংশ গ্রহণ করছেন।

জাপানের ঐতিহ্যগত খেলাধূলার প্রতিও জনসাধারণের বিপুল সমর্থন রয়েছে। এগুলির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হল "সুমো", "জুডো" এবং "কেন্দো",। সুমো হচ্ছে এক ধরণের মল্লযুদ্ধ বা কুস্তি যাতে একজন মল্লবীর জয়লাভ করতে পারেন যদি তিনি প্রতিপক্ষকে শক্তি প্রয়োগের দ্বারা ভূতলশায়ী অথবা নির্দিষ্ট রিং বা বেড়ের বাইরে বের করে দিতে পারেন। জুডো হচ্ছে এক

আত্মরক্ষামূলক প্রক্রিয়া। এতে দৈহিক শক্তি বা আকৃতি অপেক্ষা চিন্তা ও কর্মের ক্ষিপ্রগতির প্রয়োজন। কেন্দো হল জাপানের ঐতিহ্যগত অসিক্রীড়ার কৌশল। মুক্ত তরবারি অথবা ধাতুর পাতের পরিবর্তে কেন্দোতে ব্যবহৃত হয় ফালি করা বাঁশের লাঠি।

জাপান অলিম্পিক ক্রীড়ানুষ্ঠানের নিয়মিত সভ্য। ১৯৫৮ সালের এশীয় ক্রীড়া প্রতি-যোগিতা অনুষ্ঠিত হয় টোকিওতে। এশিয়া মহাদেশে সর্বপ্রথম অনুষ্ঠিত অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতাও ১৯৬৪ সালে টোকিওতেই অনুষ্ঠিত হয়।

জাপানের উত্তরাঞ্চলের হোক্কাইডো দ্বীপের রাজধানী এবং শীতকালীন খেলাধূলার বিখ্যাত কেন্দ্র সাপ্পোরোতে ১৯৭২ সালের শীতকালীন অলিম্পিক ক্রীড়াও অনুষ্ঠিত হবে। ১৯৬৬ সালের এপ্রিল মাসের আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটি (আই, ও, সি) জাপানকে এই দ্বিতীয় সম্মান দান করেছেন।

জাপান সম্বন্ধে আমার লেখার এখানেই ইতি। যতদূর সম্ভব সতর্ক হয়েই এগুলি লিখেছি। তবুও মিতারা যদি এরমধ্যে কোন ভুলত্রুটি পান তা তীব্রভাবে সমালোচনা না করে নিজগুণে ক্ষমা করে নেবেন। ভবিষ্যতে অন্য কোন বিদেশী রাষ্ট্র সম্বন্ধে লেখার ইচ্ছা রইলো।

ভগ্নাংশ বিসর্জন

—শ্রীঅমিত চট্টোপাধ্যায়
আসাম

মনটা আমার হারিয়ে যাবে
পথ খুঁজে খুঁজে যে কোন এক ভোরে,
সুধু বেচারা, হতাশাগ্রস্থ গ্রন্থির বন্ধন ছিন্ন করে
একটু অবসাদ নিয়ে, খুঁজে বেড়াবে।
পৃথিবীর বন্য উদ্দামতা কিন্তু কমবে না।
জানা – অজানার
অনেক প্রশ্নোত্তরের মাঝে,
আমি ব'লে জগৎ এর ছোট্ট একটা মন
যে হৃৎপিণ্ড উপড়ে ফেলেছিল, মরুপ্রান্তর থেকে
আরবের সুর আর ক্যালিপসোর তালে তালে,
হাওয়ায় সুরটা ভাসে, অথ্যাত জনেরা
মাঝে মাঝে
হয়ত আমাকে ডাকে প্লানচেটের টোবলেতে।
আমি কিন্তু ইতিহাসের কঙ্কাল,
অভিযান মধ্যে মৃত জরাজীর্ণ ফসিল,
কলরোলের দল থেকে
দূরে অনেক দূরে, বিজন প্রান্তরে,
নিজের মৃত্যুর ইতিহাস শুনছি
বাতাসের সুরে ‥ ‥ . ... ‥
কান পেতে পেতে।

ছোটো করার যুগে

— শ্রীবরুণ কুমার দত্ত
বহুলা, বর্দ্ধমান

জীবনটাও সংক্ষিপ্ত করে গেছে—
ব্যর্থতা এনে দেয় দীর্ঘতায় হ্রাস।
শৈশব, কৈশোর এরপরই যৌবন—
কিন্তু কোথায় প্রৌঢ়ত্ব কোথায় বা বার্দ্ধক্য?
এ সবই নিয়ে গেছে চলে বেকারত্ব।
কয়েক বছরের সদ্যোত্থিত যৌবন, অসহ্য জ্বালা
বুকে নিয়ে বাঁচার সবটুকু প্রয়োজনে
ভুল যৌবনেই শেষ করে জীবনের অস্তিত্ব।
দুর্বিসহ জ্বালা মৃত্যুর পরোয়ানা নিয়ে
এগিয়ে আসে— আস্তে আস্ত গ্রাসকরে
সঞ্চিত সারল্য, সজীবতা আর সৌন্দর্যকে,
এগিয়ে দেয় নিপুন হাতে বিষ পাত্র-
হতাসার আগুন
পতঙ্গের মতো ছুটে যায়— ধ্বংস জেনেও
বাঁচার সামান্য আলোটুকু অস্বীকার :
করতে পারে না— স্বেচ্ছায় মৃত্যুর কোলে
ঘুমিয়ে পড়ে আর উত্তর সুরীদের এগিয়ে দেয়-
উত্তেজনার ভরপুর পাত্র আর জুগিয়ে দেয়-
প্রতিবাদের ভাষা—সাময়িক গালভরা শ্লোগান।
একে একে হয় বলি, হোমানল জ্বলতে থাকে
বোঝা যায় না এ জীবন সংক্ষিপ্ত করার
প্রতিবাদে কি সংক্ষিপ্ত করার প্রয়োজনে।

ঈশ্বরের সন্ধানে

—তিমিরেন্দু বিশ্বাস
কাটিহার, বিহার

ঈশ্বরের সন্ধানে একদিন গেলাম
গীর্জা'য়
দেখলাম সম্মুখে যীশুর
নিরবমূর্ত্তি
না, নেই ....।
তারপর, গেলাম মস্‌জিদে
একমনে পড়লাম নমাজ্‌
না, নেই, এখানেও নেই ....।
অতঃপর মন্দিরে—
তেত্রিশ কোটি দেবতার মধ্যে
খুঁজলাম
না, নেই, ঈশ্বর নেই !!
হঠাৎ চলতে চলতে
দেখলাম পথের পাশে
আমার কাছে,
চাইল ভিক্ষা,
সে ঈশ্বর।

বিশ্বমিতালি সংঘ

—পিন্টু ঘোষ
পানিহাটী, ২৪ পরগনা

পৃথিবীকে চেনার
অজানাকে জানার
পৃথিবীর সাথে মিলবার
ছোট্ট চাবি কাঠি লুকোনো
কোন স্খলন নয়
শুধু পাইয়ে দেবার
পুণ্য ঘট হয়েছে পাতানো।
অন্ধকারে জ্বলে ওঠা
আলো বিচ্ছুরনকারী
আকাশের তারার মতো
অজ্ঞতার অন্ধকারে
অবলুপ্ত জীবন বোধের নিকট
নূতন আলোকদাতার মতো।

ফেলে আসা অতীত

—মোঃ কামরুজ্জামান কাস্থ
ঢাকা, বাংলাদেশ

ইচ্ছে হয় ফিরে যেতে
সেই ফেলে আসা অতীতে
মায়ের ছোট্ট খোকাটির মত
বোনের ছোট্ট ভাইটির মত
বেঁচে থাকতে ইচ্ছে হয় চিরকাল।
আমার দেহের প্রতিটি অণু-পরমাণু
আর এগুতে চায় না সমুখে এক কদমও
যেতে চায় না প্রাকৃতিক নিয়মে বাঁধা
দিন আর রাতগুলো ডিঙিয়ে
জীবনের জটিলতায়—
স্বাভাবিক নিয়মের গতিকে তাই
উল্টো দিকে ঘুরিয়ে চলে যেতে চাই
স্নেহ মমতা মাখা দিন গুলিতে
মায়ের সামান্য বকুনিতে কেঁদে
লুটিয়ে পড়া মুহূর্তে
আর কাগজের রকেট আকাশে
উড়ানোর আনন্দ মাঝে।
কিন্তু একের পর দুই-ই আসে
দুই-এর পর আর এক আসে না।
তবু আমি অতীতকে ভালবাসি
ভালবাসি আমার প্রেমিকার মত।

ফাগুন

— পান্নালাল ঘোষ
বাটানগর, ২৪ পরগনা

ফাগুন এসেছি ফাগুন
তোমার তৈরি ছোট্ট বাগানে
তোমার বুকের গুণ গুণ গানে
দখিনা বাতাসে, অশোক পলাশে
ছড়াতে ক'মুঠো আগুন।
তোমার শীতের জড়তা ভাঙাতে
তোমার কপোল আবীরে রাঙাতে,
সিঁথিতে তোমার সিঁদুর মাখাতে,
রিক্ত তরুর শাখাতে শাখাতে
সবুজ ছড়াতে এসেছি দু'হাতে।
আমের মুকুলে ভ্রমরের গান,
রক্তিম ভোরে কোকিলের তান
পিউ কাঁহা শুনে মন আনচান—
এসব 'বন্ধু' তোমারই জন্যে
ফাগুন মিতারই দান।

সংঘাত

—লক্ষ্মীকান্ত ভট্টাচার্য
জাঙ্গিপাড়া, হুগলী

আমার প্রাত্যহিক দিনগুলো
নীড়ে ফেরা পাখীর ন্যায়
বয়ে আনে সারাদিনের ক্লান্তি,
অবসন্নতা আর দৈনন্দিন আত্মগ্লানি।
শীতকালের মৃদু শৈত্যপ্রবাহে
বৃক্ষ হতে এক এক করে
ঝরে পড়া পাতার মতো
আমার অলস দিনগুলো পর্যায়ক্রমে
সরে যায় চোখের সামনে থেকে,
পশ্চাতে রেখে যায় আশাহত দীর্ঘশ্বাস।
বাড়ি ফেরা পথে নিত্য দেখি—
অবহেলিত, লাঞ্ছিত, বুভুক্ষু মানুষগুলো
জীর্ণ দেহ টানি কোনমতে পথ বাহি
ভিক্ষাঝুলি হাতে ফেরে দ্বার হতে দ্বারে।
হতাশায়, উন্মাদনায় বেদনাতুর মুখগুলো
আমার মনে জাগায় অব্যক্ত অনুরণন,
ঝাপসা হয়ে ওঠে চক্ষু দুটি
ধরাতল হয়ে ওঠে পঙ্কিল অন্ধকারময়।
বৈকালে বসে থাকি ঘরের জানালায়
সারাদিনের ক্লান্তিটুকু নিঃশেষ করিতে
(তবু) ভেসে আসে সেই করুণ মুখছবি,
ডুবে যাই পর দিবসের অলস কল্পনায়।
দূরে দিনান্তের দিনমণি নিঃশব্দ চরণে
কর্মাবসানে পশ্চিমে মাগিছে বিদায়।

সান্ত্বনা

—তরুণ ব্যানার্জী
ভদ্রকালী, হুগলী।

সামনের ঐ ঝোড়ো হাওয়ায়
মন মোর যাচ্ছে উড়ে
অনেক দূরে।
ভেবে আমি পাচ্ছি না যে
কি আমি করব এখন
মনের মতন।
কেন আমি বসে আছি
বলতে পার কেউ নাকি গো—
কেউ নাকি গো?
এটা যে মোর মনের কথা
সেথায় আছে অনেক ব্যথা
মালায় গাঁথা।
সেই মালাটি গলায় পড়ে
চলি আমি সমুখ পানে
আপন মনে
এক ঝলকের মিষ্টি হাসি
ওখানে যে লুকিয়ে আছে
ঘুমিয়ে আছে।
ওখান পানে আছে যে মোর
ভোরের বেলার যন্ত্রনা
আর কল্পনা।
ওটাকে তুমি দিওনা ছিঁড়ে
ওটাই মোর সান্ত্বনা।

বিশ্বমিতালি সংঘ

৪৮, রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, উত্তরপাড়া, হুগলী।

কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ পৌষ—১৩৭৯

ত্রয়োদশ বর্ষ চতুর্থ সংখ্যা

নতুন মিতাদের নাম ও পরিচয়ের তালিকা

তালিকায় সদস্য সংখ্যা ৬৯৫১ থেকে ৭০৫০ পর্য্যন্ত মিতাদের পরিচয় প্রকাশ করা হল।

যে সকল সভ্যের ঠিকানা জানাতে আপত্তি নেই তাঁদের ঠিকানা নামের সঙ্গে প্রকাশ করা হল। বর্তমানে বা পরে যাঁদের নাম তালিকায় মুদ্রিত বা প্রকাশিত হয়েছে বা হবে এখন থেকে এ সকল মিতাকে সরা সরি তাঁদের ঠিকানায় চিঠি দিতে পারেন।

সংঘের অবধারকত্বে আর চিঠি পাঠাবার প্রয়োজন হবে না। নারী মিতাদের লেখা প্রত্যেকটি প্রথম চিঠি সংঘের অবধারকত্বে পাঠাতে হবে। আপত্তি না থাকলে নারী মিতা এরপর থেকে সরা সরি পত্রালাপ করতে পারেন। নারী মিতার কাছে পত্র দিয়ে পক্ষকালের মধ্যে উত্তর না পেলে

জোড়া পোষ্ট কার্ডে স্মরণ লিপি পাঠাতে পারেন। যদি কোন কারণ বশতঃ নারী মিতা পত্রালাপে বিরত থাকতে চান তবে যেন তা জানিয়ে দেন। চিঠি পেয়ে নিরুত্তর থাকা কোন ক্রমেই সঙ্গত নয়।

প্রিয় বিষয় গুলির পরিবর্তে যে সাংকেতিক চিহ্ন ব্যবহার করা হয়েছে সেগুলি এইরূপ—

ক — সমাজ খ — রাজনীতি গ — সাহিত্য ঘ — শিল্প
ঙ — বিজ্ঞান চ — ব্যবসা-বাণিজ্য ছ — ধর্ম জ — গান
ঝ — বাজনা ঞ — ভ্রমণ ট — আলোকচিত্র ঠ — ডাকটিকিট
ড — খেলাধূলা ঢ — চলচ্চিত্র ণ — সাঁতার ত - বাগান-করা
থ — হাঁসমুরগী পালন দ — অভিনয়।

মিতাদের নাম ও পরিচয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণগুলি এইরূপে সাজান হয়েছে — সদস্য সংখ্যা নাম ঠিকানা বয়স বৃত্তি ও সখের বিষয়।

* চিহ্নিত মিতাদের ৯০ পয়সার বিশেষ বৈদেশিক বিমান পত্রে সরাসরি চিঠি দিতে হবে।

× চিহ্নিত মিতা কেবল মাত্র নারী মিতাদের সঙ্গে পত্রালাপ করবেন।

নতুন মিতাদের নাম ও পরিচয়ের তালিকা

৬৯৫৯ অসীম ভদ্র গ্রাম :- নেতাজী পার্ক থানা :- চাকদহ জেলা :- নদীয়া ২৪ চাকুরী ও ছাত্র গ জ ঝ ঞ ড ঢ।

৬৯৬৮ অতীন কুমার চন্দ্র Qr no 2458 Vehicle Factory Estate. Jabalpore, M.P. ২৩ কারিগরী শিক্ষানবীশ ঙ জ ঞ ড ঢ দ।

৬৯৯৮ অরুণ চাট্টার্জ্জী খারগুলি রোড, রাণীগঞ্জ বর্দ্ধমান ৩০ চাকুরী গ জ ঝ ঞ ট ঢ দ।

৭০০৪ অটো চৌধুরী ১৩৯, মালিবাগ ঢাকা ১৭ বাংলাদেশ ১৫ ছাত্র ঘ চ জ ঞ ট ড ঢ।

৬৯৬৭ আনন্দ গোপাল চ্যাটার্জ্জী গ্রাম ও পো :- বৈঁচী হুগলী ২১ ছাত্র ক গ ঘ ঙ চ ছ জ ঞ ঢ ত।

৬৯৮০ আমিন উজ জামান ইরিগেশন অফিসার বাংলাদেশ কৃষিউন্নয়ন কর্পোরেশন জামালপুর ময়মনসিংহ বাংলাদেশ ২৫ চাকুরী ক খ ঙ গ ঞ ঢ ত।

৬৯৮৫ আসফাক সাবেত সাবেত ভিলা ঠাকুরপাড়া কুমিল্লা বাংলাদেশ ২০ ছাত্র জ ঝ ঞ ঠ ড ঢ।

৭০০২ আবুল হাসান কবীর ৩৩/ই, নয়াপল্টন রমনা ঢাকা-২ বাংলাদেশ ১৬ ছাত্র গ ঙ ট ঠ ঢ দ।

৭০১০ আমজাদ হোসেন পারভেজ ১০৪, উত্তর চাষ হাড়া নারায়ণগঞ্জ ঢাকা বাংলাদেশ ১৯ চাকুরী গ ঙ জ ঝ ঞ ড ঢ।

৭০১৭ আমিরুল মোহাদ্দিস মোল্লা ৫৭, বি, সি, সি রোড ঢাকা-৪ বাংলাদেশ ৩০ চাকুরী গ চ জ ঝ ঞ ট ড ঢ দ।

৭০৪৪ আসাদুজ্জামান (টুলু) c/o রায় মেডিকেল ষ্টোর জানিপুর কুষ্টিয়া ১০ ছাত্র খ ঙ ঞ ড ঢ।

৭০৫০ আয়েশা তাসনিম (জনি) চট্টগ্রাম ১৫ ছাত্রী গ জ ঠ ড ত।

৬৯৬৪ উপালী চক্রবর্ত্তী আগরতলা ত্রিপুরা ১৭ ছাত্রী গ জ

ঝ এ ত দ।

৬৯৬৫ উদয় প্রকাশ দত্ত C. I. I. Detachment c/o National Instruments, যাদবপুর কলিকাতা-৩২ ২৫ চাকুরী ক গ ঙ ঝ এ ড চ থ।

৭০১৪ উম্মে মাহমুদা খানম ঢাকা-১ বাংলাদেশ ১৭ ছাত্রী ক গ ঘ ঙ ছ জ এ ট ঠ ঢ ত থ।

৬৯৮৬ এ, কে, এম, করম আলী c/o হায়াত আলী মিয়া চরকুশাই জামাসুচর ভায়া—হাসনাবাদ ঢাকা দোহার বাংলাদেশ ১৮ ছাত্র ক খ গ চ ছ এ ঠ ণ ত U.S.A-র মিতাচান

৭০০৮ এ এফ এম মেসবাহ উদ্দীন হেলাল বাকিজুরী ময়মনসিংহ বাংলাদেশ ১৮ ছাত্র খ ঙ ছ এ।

৭০৪৮ এ, এইচ, এম রেজাউল করিম জোত আতা উল্যা ফলদা (গোপালপুর থানা) টাঙ্গাইল ১৯ ছাত্র ঙ জ ঝ এ ট ঢ দ।

৬৯৮৭ কাজী আবদুস সোবহান c/o জে, এল, মরিসন লিঃ দেওয়ানহাট পাঠানটুলী চট্টগ্রাম বাংলাদেশ ২০ চাকুরী জ ঝ।

৬৯৯৩ কল্পনা ব্যানার্জী শেওড়াফুলি ১৮ শিক্ষিকা গ ঘ ক ছ জ ঝ এ ঠ ঢ।

৭০০৩ কাজী আকতারুজ্জামান c/o এম, মাওলা পোঃ বক্স নং ৪৫৭ চট্টগ্রাম বাংলাদেশ ২১ ছাত্র ক গ জ এ ঢ দ।

৭০১৬ কাজী মোহাম্মদ আলমগীর আজীমনগর ইব্রাহিমপুর ভায়া হরিরামপুর ঢাকা বাংলাদেশ ১৬ ছাত্র গ জ এ ঠ ড ত দ।

৭০৪৯ কাজী এনায়েত কবীর c/o. কিউ ই কবীর ৪৩, গগনবাবু রোড, খুলনা বাংলাদেশ ১৪ ছাত্র ঙ জ ড ঢ ত ঠ।

৬৯৮৪ গোলাম কিবারিয়া "ইকবালভিলা" কালীবাড়ী সড়ক হবিগঞ্জ সিলেট বাংলাদেশ ১৮ ছাত্র ক গ ঘ জ এ ঢ।

৭০৩৪ গাজী মোঃ আবদুল ওয়াহাব বেলনাবাবুর কান্দি রোহিতপুর

ঢাকা বাংলাদেশ ২৩ ছাত্র ক থ জ ঝ ড।

৭০৩৭ জাহান আরা শেখ (সাকু) রমনা ঢাকা ১৫ ছাত্রী খ গ ঘ ঞ।

৭০৪১ আহছুল ইসলাম c/o এ. হামিদখাঁন শেখঘাট্ট (শবম দেওয়ান মাজার) সিলেট বাংলাদেশ ১৫ ছাত্র ক গ চ ছ জ ঝ ঞ ট ড ণ ত দ।

৬৯৭২ ঝর্ণা মান্না হাওড়া-১ ১৬ ছাত্রী ঘ ঙ ঢ।

৭০১৫ তরুণ কুমার চ্যাটার্জী বোরহল জালিপাড়া হুগলী ২০ ছাত্র খ গ ঘ ঞ ড ঢ দ।

৬৯৫৬ দিলীপ কুমার বক্‌সি ১৯, রামেশ্বর মালিয়া লেন, হাওড়া-১ ২১ ছাত্র ঙ ঢ।

৭০০০ দেব রঞ্জন চক্রবর্ত্তী c/o রাধারাণী সরকার শ্রীপল্লী আসানসোল বর্দ্ধমান ২৭ চাকুরী ঢ ঝ।

৭০০১ দুলাল চন্দ্র দাস পুলিশ ষ্টেশন রোড, হিঙ্গলগঞ্জ ২৪ পরগনা ২০ ছাত্র ক গ ণ দ আবৃত্তি

৭০২০ দীপক কুমার দাস c/o গোবিন্দ প্রসাদ বিশ্বাস আমলানী হাসনাবাদ ২৪ পরগনা ২০ ছাত্র ক গ ঙ চ জ ঝ ঞ ড ঢ ণ দ।

৭০১১ দিলীপ কুমার সরকার Bharat Coking Coal Ltd. Lodna Sub Area No. XV, Jharia, Dhanbad, ১৮ চাকুরী খ গ ঝ ঞ ট ঠ ঢ।

৭০১৯ দিলীপ কোনার ১৩, রামলাল বসু লেন সদরভিলা বৰ্দ্ধমান ১০ ছাত্র অনার্স-ইতিহাস ক চ ছ জ ঝ ড ট।

৭০৪১ কুমার দীপংকর ঘোষ ভুলতা ভুলতা রূপগঞ্জ ঢাকা বাংলাদেশ ২৫ ব্যবসা ক খ গ ঞ।

৭০২৬ ধ্রুবাশিষ প্রামানিক State Bank of India, F.C.I. Branch Durgapur-II Burdwan ১৫ চাকুরী ঠ ড ঢ।

৭০০৯ নজরুল ইসলাম ঘুঘুডাঙ্গা হাজিনগর রাজশাহী বাংলাদেশ ২৩

ছাত্র খ গ জ ঞ ঢ।

৬৭১৪ প্রদ্যোৎ কুমার মিত্র মেডিকেল কলেজ ষ্টুডেন্টস্ হোষ্টেল ১১৭, বি, বি, গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২ ১৯ ছাত্র গ জ ঞ ত।

৬৯৬৬ প্রদীপ কুমার ভৌমিক c/o Sardar Mahender Singh, Rolling Mill Manager, Modi Steel unit-BI. P. o. Modi Nagar Meerat U.P. ১৯ চাকুরী ও ছাত্র ক জ ঞ ঠ ড ঢ।

৬৯৭০ পীযূষ কান্তি দাস ৫১/৪/১, বিদ্যায়তন সরণী কলিকাতা-৩৫ ২৩ ছাত্র ঞ ঢ পত্র মিতালি।

৭০১৯ পরিমল কুমার ভৌমিক জোনসিং ফরিদপুর (থানা নড়িয়া) বাংলাদেশ ২০ ছাত্র ক গ ঙ ছ জ ঞ ঠ ড ঢ ণ ত থ।

৭০৪৫ প্রভাত কুমার (নয়ন) জাবিয়া ঝাপ্পাইল ময়মনসিংহ বাংলাদেশ ১৯ ছাত্র ক খ ঙ ছ জ ট ঠ ঢ দ।

৭০৩৫ জনাব ফের দৌস আহমেদ ৩০৬, এস, এম, হল রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় রাজশাহী বাংলাদেশ ১০ ছাত্র গ জ ট।

৭০১১ ফাতেমা রহমান (এমিলি) ঢাকা-১ ১৬ ছাত্রী গ ঘ ঙ জ ঝ ঞ ঠ ঢ দ।

৬৯৬১ বিজন কান্তি দাস c/o কেশব চন্দ্র দাস সুভাষপার্ক খোয়াই পশ্চিম ত্রিপুরা ১৮ ছাত্র ক খ গ ঞ ত পত্রালাপ।

৬৯৮২ বি, এম, জাকির হোসেন c/o খন্দকার মাহাবুবুল হক বগুদিয়া যশোহর বাংলাদেশ ১০ ছাত্র চ ঞ ঠ গ।

৬৯৫৭ মানস রায় c/o জগদীশ দাস ৭/বি, বিদ্যাসাগর ষ্ট্রীট পোঃ- আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯ ১৭ ছাত্র ঘ ঙ জ ঞ ট ঠ ড ঢ ত।

৬৯৫৮ মালবিকা মিত্র বেলেঘাটা কলিকাতা ১০ ১৫ ছাত্রী জ ঝ আঁকা।

৬৯৬০ মৃণাল কান্তি চ্যাটার্জী শ্যামবাবুর ঘাট পোঃ- চুঁচুড়া হুগলী ২৮ চাকুরী গ ঘ জ ঝ ঞ।

৬১৬৩ মহম্মদ সিরাজুল মনির গ্রাম :- কুলুরী পো:- লালার মুর্শিদাবাদ ১৭ ছাত্র গ চ জ ঝ ঞ ড ঢ ত।

৬১৭৪ মহম্মদ শহীদুল ইসলাম সামীম ৩৪, চক বাজার বরিশাল বাংলাদেশ ১৮ ছাত্র জ ঝ ঞ ঠ ড ঢ।

৬১৭৬ মো: হারুনুর রশিদ সরকারী পরিবহণ পরিচালনা কার্যালয় ১৫, বঙ্গবন্ধু এ্যাভিনিউ ঢাকা-২ বাংলাদেশ ১১ চাকুরী খ জ ঝ দ।

৬১৭৭ মো: সিদ্দিকুর রহমান শহীদ মো: শামসুজ্জোহা ছাত্র নিকেতন কম নং ৩১৭ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ ২১ ছাত্র ক খ গ ঙ ছ ঞ ত দ।

৬১৭৮ মো: লুৎফর রহমান (রুচি) c/o মো: জাহাঙ্গীর খান ২০০১ সোহরা ওয়ার্দী হল প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকা ও বাংলাদেশ ২০ ছাত্র ঙ ঞ ট ঠ ণ ত।

৬১৭৯ মির্যা গোলাম সারোয়ার c/o সিরাজুল ইসলাম একাউনটেন্ট গভ: এডওয়ার্ড কলেজ পাবনা বাংলাদেশ ১৬ ছাত্র ঙ ঞ ট ঠ ড ঢ দ গ।

৬১৮৩ মো: আবুল কাশেম ফজলুল হক পেরুল পযালগাছা কুমিল্লা থানা :- বরুড়া বাংলাদেশ ১৯ ছাত্র ক গ জ ঞ ট ঢ দ শিকার।

৬১৮৯ মো: আমিনুল কবীর ১৬/জি, এল ছাত্রাবাস আলমনগর রংপুর বাংলাদেশ ২১ ছাত্র খ ঙ জ ঞ ঢ।

বি: ৬১৯১ মো: আব্দুর রহমান c/o Late Daud Nabi Malla Toil Road, Thanapara Pabna Bangla desh ১৬ ছাত্র ঘ ঙ চ ছ ঞ ট ঠ ড ঢ ত মুদ্রাসংগ্রহ দুষ্প্রাপ্য বস্তুসংগ্রহ উপহার বিনিময় ভিউকার্ড।

৬১৯৪ মহম্মদ জামাল উদ্দীন c/o মৌসুমী ৭৫৭/ক, পাঠানটুলীসড়ক চট্টগ্রাম বাংলাদেশ ২০ ছাত্র ড জ পত্রমিতালী।

বি ৬১৯৫ মদন মোহন দত্ত c/o নিত্যানন্দ চ্যাটার্জী ট্রেলারিং সপ সোনামুখী বাঁকুড়া ২৯ ব্যবসা জ ঝ ঞ ক ড বক্তৃতা। শিক্ষা।

নতুন মিতাদের নাম ও পরিচয়ের তালিকা

৬১৯৯ মৃণাল সামন্ত চাঁপাডাঙ্গা হুগলী ১৯ ছাত্র গ জ ট ঠ ড ঢ।

৭৫০৬ মোহম্মদ কামরুজ্জামান লাইজু c/o মো আমিরুল্লা (এ্যাডভোকেট) লালকুঠী মুন্সিপাড়া দিনাজপুর বাংলাদেশ ১৬ ছাত্র ও ব্যবসায়ী ঙ চ জ ঞ ট ড।

৭০০৭ মনসুর আহমদ c/o ডা: টি আহামদ সুত্রাপুর গোহাইল রোড বগুড়া বাংলাদেশ ১৫ ব্যবসা ক খ চ ঞ।

৭০২৪ মধুসূদন রায় চকরাজুমোল্লা রসপুঞ্জ ২৪ পরগনা ২০ ছাত্র ক গ ঙ ছ জ ঞ ঢ ড।

৭০১৮ মো: মোজাহারুল ইসলাম চৌধুরী ১১৮, চন্দনপুরা সিরাজুদ্দৌলা সড়ক চট্টগ্রাম বাংলাদেশ ১৯ ছাত্র ক খ গ জ ঞ ট।

৭০১৫ মো: আবদুল গণি সিদ্দিকী "আবরণী" কাপড়ের দোকান সদর রাস্তা টাঙ্গাইল বাংলাদেশ ২০ ছাত্র চ ছ ড ড।

৭০৩৮ মোহাম্মদ ইসমাইল c/o জনাব ফজলুল হক হাবিব (হাবিব) গ্রাম - ইদিলপুর পো:- সিতাকুণ্ড চট্টগ্রাম বাংলাদেশ ১৭ ছাত্র খ গ ঙ জ ঞ ড ঢ দ।

৭০৩৯ মোহাম্মদ নুর মোস্তাফা মহদ্দীবাড়ী পাশ্চমসৈয়দপুর জাফরনগর চট্টগ্রাম বাংলাদেশ ১৭ ছাত্র ক খ গ ঘ ঙ চ ছ জ ঞ ড।

৭০৪০ মোহাম্মদ নরুল আলম c/o এন, এ, সাইকেলমার্ট (Mart) ফৌজদার হাট দেপুর মুক ভাটিয়ারি চট্টগ্রাম বাংলাদেশ গ ঞ ঢ দ।

৭০৪৩ মো: মোস্তাফা কামাল ৬৪১, সূর্যসেন ছাত্রবাস ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকা বাংলাদেশ ২০ ছাত্র ক খ গ ঙ ছ জ ঞ ট ড ঢ ত।

৭০৪৬ মো: গোলাম মইন উদ্দিন ৬০৫বি, মেহদিবাগ রোড চট্টগ্রাম বাংলাদেশ ১৬ ছাত্র ক গ ঙ জ ঝ ঞ ট ঠ ঢ ত দ।

৭০৪৭ মো রফিকুল আনাম c/o কাজী আবুল বাসার সুলতানাবাদ ঘোড়া মারা রাজশাহী ১৫ ছাত্র খ গ ঙ।

৬১৬৯ রবীন্দ্র চন্দ্র নাথ c/o 99 A.P.O ২১ চাকুরী ঠ F.D.C, গ ঞ

পত্রবন্ধুত্ব সংঘের অবধায়কত্বে চিঠি যাবে।

৬৯৯৭ রবিন কুমার দে ২১/৩, নর্দান এভিনিউ কলিকাতা-৩৭ ২১ ছাত্র গ ঞ ঠ ড।

৭০২৮ রুক্মিণী মৈত্র জলপাইগুড়ি ২০ বেকার গ ড ঢ।

৭০৩৬ রঞ্জিত সরকার বরিশাল মেডিক্যাল কলেজ বাংলাদেশ ১৯ ছাত্র গ জ ট ড ঢ।

৬৯৫৫ শক্তিময় গাঙ্গুলী ইউনাইটেড কমারশিয়াল ব্যাঙ্ক সিউড়ীব্রাঞ্চ মঙ্গলপাড়া পোঃ সিউড়ী বীরভূম ২১ চাকুরী গ জ ঝ ঞ ঠ ড ঢ।

৬৯৭১ শ্যামল কান্তি বসু 811, Corps Troops Workshop Coy, c/o 99 A.P.O. ২৮ চাকুরী ক খ ঙ চ ছ ঞ ঠ ড ঢ ত দ।

৬৯৭১ শৈলেন্দ্র নাথ ঘোষাল ৪৩, রাজকৃষ্ণ ঘোষাল রোড, কলিকাতা-,২ ২৮ চাকুরী ক খ ঞ ট ঠ ড থ।

৬৯৯৬ শিশির কুমার বাগ মন্দির পাড়া তারকেশ্বর হুগলী।

প্রবেশপত্র পাওয়া যায়নি

৬৯৮৮ শীতল রায় c/o রজনীকান্ত রায় রামের দীঘির পাড় সিলেট বাংলাদেশ ১৭ ছাত্র খ ঙ ট ঠ ড ঢ।

৭০০৫ শামসুল ইসলাম ৩৫, রজনী চৌধুরী রোড গ্যাণ্ডারিয়া ঢাকা-৪ বাংলাদেশ ১৬ ছাত্র ঙ জ জ ঝ ঞ ট ঠ ড ঢ।

৭০১৩ শেখর কুমার মণ্ডল সিংহড়া শোল্লা ঢাকা বাংলাদেশ ২০ ছাত্র গ ঘ জ ঞ ট ড ঢ।

৭০২৭ শিখা বণিক বনমালিপুর ১৯ ছাত্রী ড সংবাদ সংগ্রহ।

৭০৩১ শর্বরী কোনার বর্দ্ধমান ১৭ ছাত্রী ক চ ছ ঝ জ ড ট।

৭০৩২ শওকতুল মাজিদ State Pank of India, Shillong-1 Meghalaya, ২১ ছাত্র ও চাকুরী ক খ গ জ ঞ ঢ।

৬৯৫১ সুভাষ রঞ্জন দে c/o Birendra Ch Dey Malugram Road Silchar-2 Assam ২৮ চাকুরী খ ঙ চ জ ঝ ঞ ঢ।

৬৯৫২ সুব্রিত কুমার পাল গ্রাম :- মক্তলন্দপুর পোঃ- গোপালপুর জেঃ- মেদিনীপুর ১৭ ছাত্র ঙ চ ছ ঝ ঞ ঢ ণ ত।

৬৯৫৩ সুধীর চন্দ্র দাস Rajasthan Ground Water Board Jodhpur, Rajasthan ১৫ চাকুরী ক খ গ ঘ চ ঞ।

৬৯৫৪ সুশান্ত বর্মণ ১০, টৌট্টী লেন, পোঃ- পার্কষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৬ ১৯ ব্যবসায়ী ঘ চ জ ঝ ঞ ঢ ণ।

৬৯৭৩ সাকির আমিন ৯, কমল দহ রোড, ঢাকা ১১ বাংলাদেশ ১৮ ছাত্র জ ঝ পপ-মিউজিক সঙ্গীত শিল্পীদের ফটো সংগ্রহ ঠ ড ঢ ঞ।

৬৯৭৫ সুব্রিত কুমার চক্রবর্তী পুরাতন খেয়াঘাট পাড়া, পাবনা বাংলাদেশ ২০ ছাত্র খ গ চ জ ঞ ট ঠ ঢ।

৬৯৮১ সুকুমার সাহা C/O মণীন্দ্রনাথ সাহা কলেজপাড়া টাংগাইল বাংলাদেশ ১৬ ছাত্র গ ঙ ঞ ঠ ড ঢ।

৬৯৯০ সুধীর কুমার তালুকদার মেকল ষ্টীল ওয়ার্ক'স লিঃ ৪, ফৌজদার হাট ইণ্ডাস্‌ট্রিয়েল এস্‌টেট্‌ জাফরাবাদ চট্টগ্রাম বাংলাদেশ ৩৭ চাকুরী খ গ ঙ চ ছ ঢ।

৬৯৯১ মাষ্টার সামসুর রেজা C/O জেলা ম্যানেজার বি, এ ডি সি টাঙ্গাইল বাংলাদেশ ১৬ ছাত্র ক খ গ জ ঝ ঞ ট ঠ ড ঢ ভিউকার্ড।

৭০১২ সচ্চিদানন্দ দাস চৌধুরী C/O জনার্দন চন্দ্র দাস চৌধুরী সাহিত্য বিশারদ হাতিয়া নোয়াখালী বাংলাদেশ ১৮ ছাত্র গ ঙ জ ঝ ছবি আঁকা।

৭০২২ স্বপন সাঁতরা ১৪২/২, রায় বাহাদুর রোড, বেহালা কলিকাতা-৩৪ ১৭ জ ঝ ড ঢ দ।

৭০২৩ সুভাষ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় পোঃ+গ্রাঃ- মাড্ডা (via জেলঙ্গা) মুর্শিদাবাদ ২০ ছাত্র গ ঙ ছ জ ঝ ঞ ট ঠ ড ঢ ত দ।

৭০৩০ সন্দীপ কোনার ১৩, রামলাল বসু লেন সরলডিলা বর্দ্ধমান ১৬ ছাত্র ক চ ছ জ ঝ ড ট।

নতুন সিভাদের নাম ও পরিচয়ের তালিকা

এ

৭০০৩ সিকদার আলিম আল রাজী আলামিন c/o বেলাল উদ্দিন সিকদার পুনশ্চ ১ শ্রীপল্লী মুন্সীগঞ্জ ঢাকা বাংলাদেশ ১০ ছাত্র খ ঠ।

৬৭১১ হিরন্ময় দাস ৬৫, কিংস রোড p. o. ঘোস রোড হাওড়া-১ ৪৮ চাকুরী (রেল) ক খ গ ঙ চ ণ।

ভগবান যদি সত্যই থাকেন তাহলে ব্রহ্মাণ্ডে আমরা তাঁর অনুসন্ধান করব ব্রহ্মাণ্ডে তিনি যদি না থাকেন তাহলে তাঁকে খোঁজবার কোন সার্থকতা নেই বিভিন্ন মহলে আমাকে নাস্তিক বলে ভাবা হয় কিন্তু আমি তা নই। জ্যোতি বিজ্ঞান আর পদার্থ বিজ্ঞানে যে নতুন নতুন আবিষ্কার হচ্ছে, তার মধ্য দিয়ে ভগবান আমার কাছে ক্রমশঃ প্রকাশমান।

— চন্দ্র শেখর ভে

সংগ্রাহক — ৬৪৯০ সমীর কুমার হাজরা।

স্ত্রী পুরুষের পরস্পর ভালবাসাই দাম্পত্যসুখ নহে, একাভিসন্ধি সহৃদয়তা ইহাই, দাম্পত্য সুখ।

— বঙ্কিমচন্দ্র

সংগ্রাহক— ৬৬৫০ তুলসী দাস।
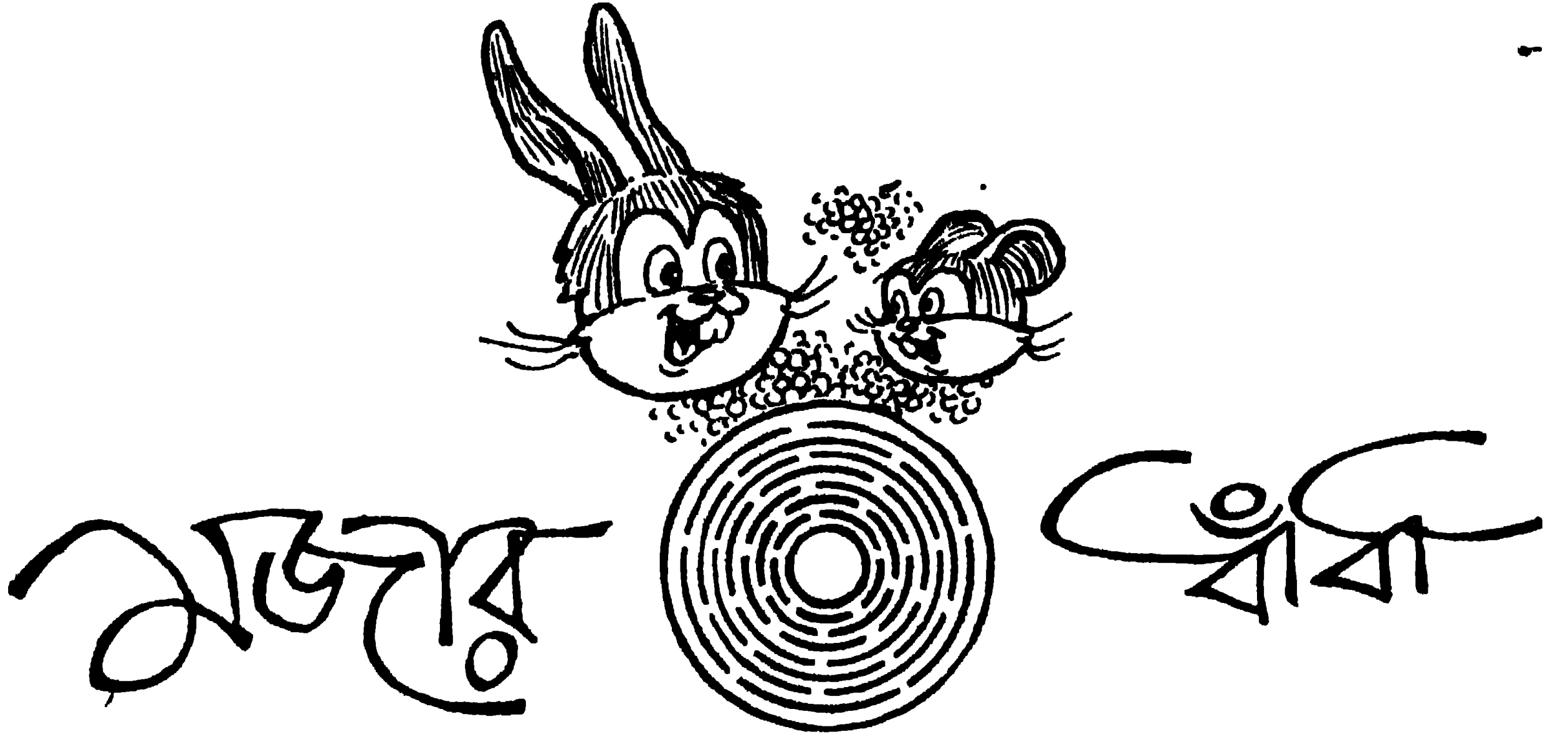
মজার ধাঁধা

তৃতীয় বার্ষিক ধাঁধা প্রতিযোগিতা শুরু করা হয়েছে বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৯ সংখ্যা থেকে। যাঁর একটি ধাঁধাও ভুল যাবেনা তিনি পাবেন ৫০ টাকা একটি ভুলে পাবেন ২৫ টাকা দুটি ভুলে ১৫ টাকা এবং তিনটি ভুলে ১০ টাকা। উত্তর-গুলি নির্ধারিত সময়ে আসা চাই। প্রায় প্রত্যেক মিতাকে লিপিমিতা সাধারণ ডাকে পাঠান হয় যদি কোন মিতা ডাক গোলযোগের জন্য পত্রিকা না পান তবে দ্বিমাসিকের শেষ মাসে ২৫শে তারিখের মধ্যে সংঘকে রেজিষ্টার্ড খরচ বাবদ ১.১০ পয়সা পাঠিয়ে দিলে সংঘ সঙ্গে সঙ্গে পত্রিকাটি রেজিষ্ট্রী করে মিতাকে পাঠিয়ে দেবে। যাঁদের চাঁদার মেয়াদ দু মাসের বেশী পার হয়ে যাবে তাঁদের ধাঁধা প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করতে দেওয়া সম্ভব হবে না।

প্রতিযোগিতায় যে কোন শ্রেণীতে একাধিক মিতা যদি পুরস্কার প্রার্থী হন তবে সংঘ লটারীর মাধ্যমে বাছাই করে একজন মিতাকে পুরস্কারের পুরো টাকাটাই দেবে। প্রতিযোগিতায় উত্তীর্ণ প্রত্যেক সভ্য-সভ্যার নাম ও সদস্য সংখ্যা পত্রিকায় যথাক্রমে প্রকাশ করা হবে।

নিম্নলিখিত ধাঁধা গুলির উত্তর ১০শে পৌষ ১৩৭৯ এর মধ্যে সংঘের কার্যালয়ে পৌঁছান চাই। এই সঙ্গে উত্তর সহ মৌলিক ধাঁধাও পাঠাতে অনুরোধ জানাচ্ছি।

১৬। পেট কাটলেই সামনে গর্ত

আর এগিয়ো নাকো

ভয় নেই, মাথা রেখে উঠে যাও
সুন্দর সাঁকো
সবেমিলে, কোনদিন পারবেনা ধরতে
এটা জেনে রাখো।

৬৪৭২ — প্রদীপকুমার দাস।

১৭। ত্রিনেত্র ধারী আমি
নহি মহাকালি
বাকল পরিধানে
নহি শূলপাণি
বৃক্ষেতে বাস
নহি পক্ষীরাজ
জল বহি ভাই
নহি মেঘ মালা
কি পেলে পরিচয় মোর
বল এই বেলা।

৬২০০ — অবণী ভুষণ বসাক

১৮। কালোমাথা সরুদেহ ঘরে শুয়ে রয়
দেয়ালে ঠেকালে মাথা রেগে আগুন হয়

৭০১২ — সচ্চিদানন্দ দাসচৌধুরী

১৯। মানবী হই আমি
তিন অক্ষরে নাম।
প্রথম অক্ষর ছেড়ে দিলে,
সবারে করি প্রণাম।
দ্বিতীয় না ধর যদি,
অঙ্ক শাস্ত্রে রই
তৃতীয় ত্যজিলে ভাই
জলবাসী হই।

৬৯২৬ — জয়ন্ত কুমার নাগ

২০। মহিষ সত্তের টাকা চারি আনা পাঁঠা
এক টাকায় পাবে কপোত সাতটা।
ষাট টাকা নিয়ে যাও করিয়ে যতন
সংখ্যায় পুরায়ে ষাট আন জন্তুগণ।

৬৬৯৭ — যোগেন্দ্র নারায়ণ রায়

—•—

ধাঁধার উত্তর

লিপিমিতা ১৩শ বর্ষ ৩য় সংখ্যায় প্রকাশিত ধাঁধাগুলির উত্তর এইরূপ:—

১১) চিনি ১ ছ — ১ পয়সা
চিড়ে ১৫ ছ — ৭ ১/২ পয়সা
দৈ ২৪ ছ — ১ ১/২ পয়সা
৪০ ছ (২ ১/২ সের) — ১০ পয়সা

১২) আনারস ১৩) নিব
১৪) হাতার (পাখী) ১৫) ছাতা

পাঁচটির উত্তর কোন মিতার কাছথেকে পায়নি।

চারটি উত্তর দিয়েছেন—

মাত্র. বি ৬৫০২ শংকর বন্দ্যোপাধ্যায়

তিনটি উত্তর দিয়েছেন—

৬৫৫৭ দেবাশিষ রায়, ৬৭৩৫ দীপক কুমার দে, ৬৪৫৯ ভূদেব চন্দ্র চন্দ্র

২টি উত্তর দিয়েছেন—

৬৬১০ উত্তমকুমার কোলে, ৬১৩৩ অবনী ভূষণ বসাক, ৬৭৪২ হারাধন বর্মন, ৬৪৯৮ অজয় হালদার ৬৫৮৯ লক্ষ্মীকান্ত ভট্টাচার্য্য।

স্মৃতি বাসরে বিশ্ব পরিচয়

— শ্রীডুবুরী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

কালের মহাসাগর থেকে স্মরণ যোগ্য কিছু রত্ন আহরণ করে মিতা তাই তোমদের হাতে উপহার দেবার চেষ্টা করছি। আমার আহরণে কিছুটা এলোমেলো সংগ্রহ থাকবে।

পাঠক পাঠিকারা সেগুলি তাঁদের সঞ্চয়ের যাদুঘরে যথাযোগ্য স্থানে সাজিয়ে গুছিয়ে রাখবার চেষ্টা করবেন।

খৃঃ পূঃ ৫২২ —

পারস্য সম্রাট সাইরাসের পৌত্র দারায়াস ভারত আক্রমন করেন।

খৃঃ পূঃ ৩৩০ —

পারস্য সম্রাট তৃতীয় দারায়াস আলেকজাণ্ডারের দ্বারা পরাজিত হন এবং ভারতে পারসিক আধিপত্য লোপ পায়। এই বৎসরই গ্রীক সম্রাট আলেকজাণ্ডার সমগ্র পারস্য সাম্রাজ্য অধিকার করেন।

খৃঃ পূঃ ৩২৩—

আলেকজাণ্ডার ব্যাবিলনে পৌঁছিবার পর অসুস্থ হয়ে পড়েন ও কয়েক দিন পর মারা যান।

খৃঃ অঃ ৯০৭ —

নরওয়ে ও ডেনমার্কের অধিবাসীদের দ্বারা পৃথিবীর প্রথম পার্লামেন্ট প্রতিষ্ঠিত হয় আইসল্যাণ্ডে।

খৃঃ অঃ ১৩৮০—

মিথিলার মধুবণীতে সুবিখ্যাত মৈথিলী কবি বিদ্যাপতি ঠাকুর (ঠক্কর) জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মিথিলা রাজ শিব সিংহের সভাকবি ছিলেন। ১৪৬০ খৃষ্টাব্দে কবিবর পরলোক গমন করেন।

খৃঃ অঃ ১৪৮১—

চতুর্থ এডওয়ার্ডের রাজত্বকালে ইংলণ্ডে প্রথম ডাকের সূচনা হয়। তখন পোষ্ট-মাষ্টারের কাজ ছিল গভর্ণমেন্টের চিঠিপত্র আর মানুষজনের যাতায়াতের জন্যে বাহক আর ঘোড়া ঠিক করে দেওয়া।

খৃঃ অঃ ১৬৪৯—

ক্রমওয়েলের সময় থেকেই আধুনিক ধাচের পোষ্ট অফিস এবং পোষ্টমাষ্টারের সৃষ্টি।

খৃঃ অঃ ১৭৭৮—

বিখ্যাত আবিষ্কারক কুক্ প্রশান্ত মহাসাগরে হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জ আবিষ্কার করেন। এই দ্বীপপুঞ্জ প্রশান্ত মহাসাগরে

মালার আকারে সাজানো আছে। এর আয়তন প্রায় ৬০০০ বর্গ মাইল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তত্ত্বাবধানে বর্ত্তমান সরকার চালিত। রাজধানী হোনোলুলু। কফি ও নারিকেল এখানকার প্রধান চাষ।

৫ই এপ্রিল ১৯১৯ খৃ:—

ভারতের আধুনিক নিজস্ব নৌসংস্থা বোম্বাই বন্দরে প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথম ভারতীয় বাণিজ্য পোতের নাম লয়েল্টি'।

১৮শে মে ১৯৭২ খৃ:—

বৃটিশ সাম্রাজ্যের প্রাক্তন সম্রাট অষ্টম এডওয়ার্ড প্যারিসের নিজ বাড়ীতে সকালে পরলোক গমন করেছেন। রাজবংশ সম্ভূত নয় এমন একজন মার্কিন নারীকে বিবাহ করার জন্যে তাকে ১৯৩৬ খৃ: সিংহাসন পরিত্যাগ করতে হয়।

চতুষ্পাঠীর চত্বরে

প্রশ্ন • উত্তর •

-শ্রীজিষ্ণু শর্মা

১৬৫) মণিশংকর চক্রবর্ত্তী, আগরতলা, ত্রিপুরা।

প্রশ্ন :- আটলান্টিক মহাসাগরে জলের পরিমান কত?

উ:- আটলান্টিক মহাসাগরে জল

আছে ৩৩ কোটি ২৭ লক্ষ কিউবিক কিলোমিটার।

১৬৬) শ্রীসুজাতা জানা, ঝাড়গ্রাম, মেদিনীপুর।
প্রশ্ন :- ভূগর্ভ থেকে খনিজ লবণ তোলবার বর্তমানে সহজ ব্যবস্থা কি?

উঃ- ভূস্তর ফুটো করে জল ঢুকিয়ে দেওয়া হয় লবণের স্তরে। লবণ গলে যায় জলে। তারপর টিউবওয়েলের সাহায্যে লবণজল তুলে নিয়ে পরে তার থেকেই সহজে লবণ পাওয়া যায়।

১৬৭) শ্রীঅনুপম সংকার, করাচীখানা, কানপুর।
প্রশ্ন:- পৃথিবীর সাত সমুদ্রের স্রোত ও জোয়ার ভাটাকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের কাজে লাগালে কত পরিমান বিদ্যুৎ শক্তি দুনিয়ার লোক পেতে পারে?

উঃ- ১২৪০০০ কোটি কিলোওয়াট বিদ্যুৎ লাভ করা সম্ভব।

১৬৮) শ্রীকপিধ্বজ চট্টোপাধ্যায় তাম্বারাম মাদ্রাজ।
প্রশ্ন:- ভারতে আদিবাসীর জনসংখ্যা কত? মোট কতগুলো গোষ্ঠীতে বিভক্ত? প্রাচীনতম আদিবাসী ভারতের কোন অংশে বাস করে।

উঃ- ভারতের আদিবাসীর জনসংখ্যা সাড়ে তিন কোটি। আদিবাসীর গোষ্ঠীসংখ্যা হবে প্রায় ২১৫টি। ভারতে প্রাচীনতম আদিবাসী বাস করেন আসামের উত্তরপূর্ব অঞ্চলে এবং মধ্য প্রদেশে।

১৬৯) শ্রীজয়া ব্যানার্জী বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ
প্রশ্ন:- পৃথিবীর সর্বপ্রথম পার্লামেন্ট কোথায়, কবে প্রতিষ্ঠিত হয়?

উঃ- ৯০৭ খৃষ্টাব্দে আইসল্যাণ্ড পৃথিবীর প্রথম পার্লামেন্ট প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠাতা হোলেন হল্যাণ্ড ও নরওয়ের বিজেতাগণ।

১৭০) শ্রীঅজিত বিশ্বাস, বাঙ্গালোর।
প্রশ্ন:- পৃথিবীর কোন কোন স্থানে পাতাল রেল আছে?

উঃ- পৃথিবীর ৯টি নগরে পাতালে রেল আছে। যথা— মস্কো, লেনিনগ্রাদ, ষ্টকহোম, লনডন, প্যারিস মিউনিক, বুদাপেষ্ট, টোকিও এবং

ওলাকা।

১৭১) শ্রীললিতা গুপ্ত, গৌহাটি, আসাম।
প্রশ্ন:- ফটোসিন্‌থেসিস্‌ কাকে বলে?

উঃ- উদ্ভিদ সবুজ কণার সাহায্যে সূর্যের আলোয় জল এবং কার্বন ডাই অক্সাইড্‌ থেকে কার্বোহাইড্রেট প্রস্তুত করে এবং অক্সিজেন ত্যাগ করে। এর নাম ফটোসিন্‌থেসিস্‌।

আলোচনা

সম্পাদক সমীপেষু,—

বর্তমান বৎসরের লিপিমিতা ভাদ্র আশ্বিন সংখ্যার প্রশ্ন উত্তরে রেডিয়াম আবিষ্কারক হিসাবে মাদাম কুরির নামকরা হয়েছে কিন্তু এটা অসম্পূর্ণ।

অধ্যাপক পিয়ারী কুরি ও তদীয় পত্নী মাদাম কুরি যৌথভাবে এটা আবিষ্কার করেন ও পদার্থ বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

কিন্তু পলিনিয়াম পিচব্লেণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন করার কাজটি একক ভাবে সম্পূর্ণ করেন মাদামকুরি ও তার জন্য তাঁকে রসায়নে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়।

ইলেকট্রন আবিষ্কার সম্বন্ধে এখানে বলা হয়েছে যে টমসন ইলেকট্রন আবিষ্কার করেছেন কিন্তু টমসন বলতে তাঁদের পরিবারের যে কোন একজনকে বোঝানো হয়। সুতরাং Sir J. J. Tomson কর্তৃক ইলেকট্রন আবিষ্কৃত হয়েছিল। ইহাই যুক্তিযুক্ত।

৬৯৫৭ মানস রায়

—:০:—

দ্বিতীয় অনুমানস প্রতিযোগিতার

ফল ঘোষণা

লিপিমিতার ১০শ বর্ষ ৩য় সংখ্যায় (ভাদ্র আশ্বিন) প্রকাশিত অনুমানস প্রতিযোগিতার আটটি প্রশ্নের উত্তর যথাক্রমে দেওয়া হল।

১) মুজিবুর রহমান
২) স্বর্ণলতা ঘোষ
৩) লর্ড মাউণ্ট ব্যাটেন
৪) ১৯২ খানা
৫) ধ্যানচাঁদ
৬ ভাগ্যচক্র
৭) ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে
৮) মদন মোহন তর্কালঙ্কার

এই প্রতিযোগিতায় ৫৫জন মিতা যোগদান করে ছিলেন। এদের মধ্যে প্রথমস্থান অধিকার করেছেন দু জন ৬৪৫৯ ভূদেব চন্দ্র চন্দ্র ও ৬৫৮৯ লক্ষ্মী কান্ত ভট্টাচার্য্য। প্রথম পুরস্কার প্রাপ্ত দু জনের মধ্যে লটারীর মাধ্যমে ৬৫৮৯ লক্ষ্মীকান্ত ভট্টাচার্য্য অর্থ প্রাপকের সৌভাগ্য অর্জন করেছেন এবং দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছেন ৬৩৭৭ অরুণ কুমার মুখার্জী।

অষ্টম বার্ষিক ক্ষীরোদগোপাল

আলোক চিত্র প্রতিযোগিতা

প্রাধান পৃষ্ঠপোষক ও বি ১৬২ ডাঃ ক্ষীরোদ গোপাল দে'র সৌজন্যে বিশ্বমিতালি সঙ্ঘ আলোক চিত্র প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করেছে। এবারের বিষয় হল পৃথিবীর যে

কোন স্থানের প্রাকৃতিক দৃশ্য। আলোক চিত্রটি ১০শে মাঘ ১৩৭৯ বঙ্গাব্দের মধ্যে সংঘের ঠিকানায় সম্পাদকের নামে পাঠাতে হবে। ছবির মাপ পাসপোর্ট সাইজ অপেক্ষা কিছু বড় হওয়া বাঞ্ছনীয় তবে আধখানা পোষ্ট কার্ডের চেয়ে যেন বড় না হয়। ছবির পেছনে প্রেরকের নাম ও সদস্য সংখ্যা অবশ্য উল্লেখ থাকবে। সভ্য সভ্যা একটির বেশী আলোক চিত্র পাঠাতে পারবেন না।

এই প্রতিযোগিতায় দুটি পুরস্কার আছে। প্রথমটি কুড়ি টাকা, দ্বিতীয়টি দশ টাকা। পুরস্কার প্রাপ্ত ছবিগুলি লিপিমিতার উপযুক্ত স্থানে প্রকাশ করা হবে। প্রতিযোগিতার পর যাঁরা আলোক চিত্র ফেরৎ চান তাঁরা রেজি: খরচ বাবদ ১-৫০ পয়সার ডাকটিকিট পাঠিয়ে দেবেন সঙ্গে আলোকচিত্রটি নিবন্ধিত করে পাঠিয়ে দেবে।

লিপিমিতায় ছোটগল্প প্রতিযোগিতা

অনধিক ২০০০ হাজার শব্দের মধ্যে হাস্যরসাত্মক বিষয় অবলম্বনে একটি মৌলিক ছোট গল্প রচনা করে ১০শে মাঘ ১৩৭৯ বঙ্গাব্দের মধ্যে সম্পাদকের নামে সংঘের ঠিকানায় পাঠাতে হবে।

এই প্রতিযোগিতায় দুটি পুরস্কার আছে। প্রথমটি কুড়ি টাকা, দ্বিতীয়টি দশ টাকা। কেবলমাত্র সংঘের সভ্য-সভ্যাদের রচনাই গৃহীত হবে।

প্রত্যেক মিতাকে অনুরোধ করা যাচ্ছে তাঁরা যেন তাঁদের রচনা নকল রেখে পাঠান। কোন রচনাই পরে ফেরৎ পাঠান সম্ভব হবে না, পুরস্কার প্রাপ্ত রচনা দুটি লিপি-মিতায় প্রকাশ করবার ক্ষমতা সংঘের থাকবে।

—:০:—

৺শান্তিদেবী অঙ্কন প্রতিযোগিতার

ফল

বিশ্বমিতালি সংঘের প্রথম সম্পাদিকা শান্তি দেবীর স্মৃতি রক্ষার জন্য প্রতি বৎসর এই অঙ্কন প্রতিযোগিতা হয়ে থাকে এবারের প্রতিযোগিতার বিষয় ছিল ভারতের জাতীয় পাখী "ময়ূর"। এই প্রতিযোগিতায় মোট ৩০ জন মিতা ভাই বোন যোগদান করেছেন। প্রথম স্থান অধিকার করেছেন ৬৩৩৫ তপন দাস গুপ্ত। এবং দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছেন ৬৩৬ ইলা সেন। প্রথম পুরস্কার প্রাপ্ত ছবিটি লিপিমিতার আগামী নববর্ষ বিশেষ সংখ্যায় (১৩৮০) প্রকাশ করা হবে।

সঃ বিঃ সঃ

অষ্টম বার্ষিক মিতা সম্মেলন

আগামী ১লা পৌষ ১৩৭৯ বঙ্গাব্দ ইং ১৭ই ডিসেম্বর ১৯৭২ রবিবার, ইষ্টার্ণ বেল্টীং এণ্ড কটন মিলস্ লিঃ, গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড. শেওড়াফুলিতে বিশ্বমিতালি সঙ্ঘের অষ্টম বার্ষিক মিতা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে।

লিপিমিতার গত সংখ্যায় এর বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশ করা হয়েছে। যারা নির্ধারিত তারিখের মধ্যে প্রবেশ দক্ষিণা পাঠিয়ে দিয়েছেন, তাদের প্রত্যেককে আমন্ত্রণ লিপি ডাক যোগে গত ১৪ই অগ্রাণ পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।

ডাকের গণ্ডোগোলে যদি কোন মিতা না পেয়ে থাকেন তাহলে মুদ্রা নামার রসিদ সঙ্গে আনিলে অনুষ্ঠানে যোগদিতে পারবেন। মিতা সম্মেলনের বিস্তৃত বিবরণ লিপিমিতার পর বর্ত্তী সংখ্যায় প্রকাশ করা হবে।

শ্রীসমীর দে
ও শ্রীকল্যাণী লাহিড়ী
যুগ্ম-সম্পাদক
মিতা সম্মেলন।

পুস্তক সমালোচনা

ঝরা-বসন্ত -

কাহিনীকার সেখ মজরুল ইস্‌লাম। ১নং ওয়ালি উল্লা লেন, কলিকাতা-১৬ থেকে প্রকাশনার দায়িত্ব নিয়েছেন 'বুল বুল প্রকাশনী'। প্রচ্ছদ পট এঁকেছেন শিল্পী বিমান কয়াল। ইইটির ডিমাই সাইজ। মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা একুশ। দাম তিন টাকা।

বইটি ছাপার আগে প্রুফ দেখার কাজে যত্ন নিলে অনেক বানান ভুল কম হতে পারত। মাঝে মধ্যে পৃষ্ঠা সংখ্যা না থাকাতে পড়তে পড়তে বেশ অসুবিধায় পড়তে হয় এসমস্ত ত্রুটি সত্বেও ছাপার কাজ খুব একটা নিন্দনীয় নয়। বইটির অংগ সজ্জা বাড়িয়েছেন প্রচ্ছদ শিল্পী বিমান কয়াল।

চিত্র পরিকল্পনায় খুব সম্ভব তিনি ভাব গত দিকটিকে সযত্নে এড়িয়ে গেছেন। একটি বিশেষ দৃশ্যকে কাহিনী অনুস্মরণে ধরে রেখেছেন। জানিনা শিল্পী নিজের প্রেরনায় এ ছবি এঁকেছেন, না ফরমাসে? যদি দ্বিতীয় কারণে হয়ে থাকে তাহলে আলোচনার কোন অবকাশ আছে বলে মনে হয় না।

কাহিনীকার গ্রন্থটিকে উপন্যাস বলে

উৎসর্গ পত্র রচনা করেছেন। সুতরাং বড় নায় লেখকের ব্যক্তি স্বাধীনতা সংরক্ষিত এ কথা মেনে নিতেই হয়। তবে আশার কথা কাহিনী বিন্যাসে পরিবর্তিত গ্রাম বাংলার যুব সমাজের জীবন ও জগতের পরি বর্তনকে অত্যন্ত কাছ থেকে দেখে বিশ্বস্ত বর্ণনায় বাস্তব রূপ দেবার চেষ্টা করেছেন।

তবে অত্যধিক ভাবপ্রবণতার গল্প ও উপন্যাস রচনার বৈশিষ্ট্যটুকু সম্বন্ধে সজ্ঞান না থাকায় উপন্যাসের ক্যানভাস সৃষ্টির অভাব কাহিনীর সর্বস্তরে বিরাজমান। কাহিনী এবং সৃষ্ট চরিত্রগুলির দাবীতে অন্তত পল্লী-পরিবেশের আভাস থাকা দরকার ছিল।

লেখক অনেক চরিত্র সৃষ্টি করেছেন কিন্তু স্বকীয় মর্যাদায় কোন চরিত্রই বেঁচে থাকতে পারে নি। প্রয়োজন মেটার সঙ্গে সঙ্গে লেখক তাঁদের ভুলেছেন, ফলে লেখক নিজের কথা বলতে গিয়ে পাঠকের বিদ্রূপ কুড়িয়েছেন, অনুকম্পা আদায় করতে পারেন নি নায়কের মৃত্যু ঘটিয়েও।

স্বভাবতই লেখকের অন্ততঃ এইটুকু মনে থাকা উচিত ছিল যে, ভাবাবেগে লোকে কাঁদে সত্যি, কিন্তু সেই ভাবাবেগ যদি সত্যিকার জীবনবোধ থেকে সৃষ্টি হয় না হলে সেটা হাস্যকর।

গ্রন্থের নামাকরণেও লেখক তাৎপর্য রক্ষায় ব্যর্থ। বুঝতে কষ্ট হয়। মৃত্যুর অন্ধকারে ঝরা বসন্তের উপলব্ধি কি করে দাঁড়ায়? উপন্যাসের মুখ্য কাহিনী যেখানে নায়কের দ্বারা পরিচালিত সেখানে কাহিনীর পরিণতির দায় দায়িত্ব নায়িকার উপলব্ধির কারণ হয় কি করে?

তবু লেখকের প্রথম প্রয়াস হিসাবে এ সমস্ত দোষ ত্রুটিকে মেনে নিলে ক্ষতি নেই। লেখক নিজের কথা পরের জবানীতে বলবার চেষ্টা করেছেন যার জন্য অন্য চরিত্রগুলোর দাবীকে উপেক্ষা করেছেন।

তবু নিজের বক্তব্যকে কতকাংশে পাঠকের কাছে যে পৌঁছে দিতে পেরেছেন, এটা সম্ভব বুঝতে পাঠকের অসুবিধা হয় না।

সংবাদ

শুভ - সংবাদ —

মিতা ভাই বি ৫৪৬০ শ্রীজ্ঞানেন্দ্র নাথ রায় ভারত সরকারের বৃত্তি নিয়ে প্রায় তিন বৎসর আগে বিশেষ শিক্ষা লাভের জন্য ইংল্যাণ্ড যান। আনন্দের বিষয় এই যে তিনি Imperial College থেকে Electrical Engineering এবং লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে M. Phil অর্থাৎ Master of Philosophy উপাধি লাভ করে গত ২৪শে সেপটেম্বর দেশে ফিরেছেন।

এই সাফল্য লাভের জন্য তাঁকে আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।

—:০:—

—: অনুরোধ :—

যে সব মিতা ভাই বোন ডাক্তারী পড়ছেন এমন মিতার সঙ্গে ৬১৯০ সজল কান্তি সাহা পত্রালাপ করতে চান।

৬৮৬৮ রীতা ঘোষ বিদেশী নারী মিতার সঙ্গে পত্রালাপ করতে চান।

যে সব মিতা ভাই বোন বেলজিয়ামের ছেলে মেয়েদের সংগে বন্ধুত্ব পাতাতে চান তারা যেন বি ৫৬১৪ প্রবীর কুমার সিন্‌হার সঙ্গে যোগাযোগ করেন!

যে সব মিতা ভাই বোন গানে সুর দিতে পারেন অথবা বেতারে নিজেকে

গাইবার উপযুক্ত বলে মনে করেন বা তাদের আত্মীয় স্বজন বা পরিচিতের মধ্যে যাঁরা বেতারে বিভিন্ন ধরণের গান করেন তাঁরা অল ইণ্ডিয়া রেডিওর গীতিকায় ৬৭৬১ স্বপন মজুমদারের সংগে পত্রালাপ করতে পারেন।

৬৯১৮ রাজেশ চ্যাটার্জী বিদেশে বিশেষ করে রাশিয়ায় বসবাসকারী মিতাদের সংগে পত্রালাপ করতে চান।

প্রেমে পড়েছেন বা প্রেমে ব্যর্থ হয়েছেন এমন মিতা ভাই বোনদের সংগে ৬৮০১ অলক চ্যাটার্জী আলাপ করতে চান।

৬৯৬৯ রবীন্দ্র চন্দ্র নাথ যে সব নারী মিতার ছবি ডাক টিকিট F. D. C. সংগ্রহ ও পত্র বন্ধুত্ব তাদের সংগে পত্রালাপ করতে চান।

৬৯১৬ জয়ন্ত কুমার নাগ ব্যবসা ও সাহিত্যানুরাগী অথবা ব্রাহ্ম ধর্মাবলম্বী এমন নারী মিতার সঙ্গে পত্রালাপ করতে চান।

৫৫১৮ লক্ষ্মী সাহা Hamburg—36 post box - 411 West Germany পাশ্চাত্য সঙ্গীত ভাল বাসেন বা records exchange করতে চান এমন ছাত্র ছাত্রীর সংগে পত্রালাপ করতে ইচ্ছুক।

৪৮ বয়স্ক মিতা ভাই বি ৬৭১১ হিরন্ময় দাস সম বয়স্ক নর-নারীদের সংগে ভ্রমণ সাহিত্য ও বাগান করা বিষয় নিয়ে পত্রালাপ করতে ইচ্ছুক।

—ঃ পত্রালাপে বিরত আছেন :—

৬৯১৯ রীতা দেবনাথ।

— : সংঘে আর নেই :—

৬৫৯৯ সনাতন দাস ও ৬৭৭১ গৌরী সেন

ঠিকানা পরিবর্ত্তন

১। ৬৩৭৭ অরুণ কুমার মুখার্জী সিউড়ি কালী বাড়ী, সিউড়ি, বীরভূম।

২। বি ৬২২৮ লাল মোহন সেন c/o. age b/r i borjar po. Gouhati Airport Gouhati - 15 Assam

৩। বি ৬৫৮৪ ডা: নগেন্দ্র নাথ দে 11, Lake St. Wilmington Mass 01887

৪। ৬৬০৯ শ্রীধন রায় c/o. হরিধন রায় Satribari (bilpar) Gouhati – 8

৫। ৬৭২৭ রমেশ্বর গায়েন c/o. A. C. Gayen n r g e s 5 b r d airforce station (sulur) p o. Kangayampalayam Coimbatore Tamilnadu

৬। ৬৭৬১ স্বপন মজুমদার (ইঞ্জিনীয়ার) c/o. এস, সরকার ২৭৪/১ বি, জি, এইচ, রোড, কলিকাতা—৩৪

৭। ৬৮৮১ এস কে, রায় communication centre Naval base Vishakhapatnam - 530014

৮। বি ৫৮৭০ সুধীর চন্দ্র দাস 7094456. 721 TPT W/shop coy e. m. e. c/o. 56 A. P. O.

৯। বি ৫০৩৫ মিলন কুমার পাল L. M. E. Emmes Metal (P) Ltd, 147 Govt. Industrial Estate Kandivli (West) Bombay - 67

১০। বি ৫৪৬০ জ্ঞানেন্দ্র নাথ রায় Block – c 1st. Floor Flat – 1 5/2A, Hem Dey Lane, Cal 50

—:০:—

স্থায়ী সভ্য বা বিশ্বমিতা

সংঘের ছ বৎসরের চাঁদা দিয়ে যাঁরা স্থায়ী সভ্য হয়েছেন তাঁদেরকে আমরা বিশ্বমিতা নামে অভিহিত করি। গত ৬ই অগ্রাণ ১৩৭৯ পর্যন্ত যে কয়জন বিশ্বমিতা পেয়েছি তাঁদের নাম সদস্য সংখ্যা নীচে দেওয়া হল।

সর্বশ্রী ৬৪৪৬ অলোক কুমার ঘোষ ৬১৬৯ আশিস সেন গুপ্ত ৬১২৫ জগন্নাথ দাস ৬১৪৭ তারাপদ মজুমদার ৬০২৯ দিলীপ কুমার সরকার ৬২৫৩ দীপক চন্দ্র পোদ্দার ৬৩৬৩ মাধুরী ভট্টাচার্য ৬৮০০ মোঃ আব্দুল মালেক ৬৯৯১ মোঃ আব্দুর রহমান ৬৯৯৫ মদন মোহন দত্ত ৫৯১২ শ্যামল চৌধুরী ৬৭১১ হিরন্ময় দাস ৬৩০৪ রঞ্জিত দত্ত।

বিশ্বমিতা হবার পর সংঘকে পত্র পত্রিকার ব্যয় নির্বাহের জন্য বাৎসরিক চাঁদা বাবদ আট টাকা পাঠালেই চলবে।

আশাকরি সংঘ এবার অধিকতর বিশ্বমিতালাভে সক্ষম হবে।

—: ভ্রম সংশোধন :—

লিপিমিতা ১০/৩ সংখ্যায় যে সব ভুল পাওয়া গেছে যে গুলি নীচে দেওয়া হল।

৬৯০২ রজত রায় চৌধুরী ছবি ঠ এর স্থলে ঘ হবে। ৬৮৮৮ কুমারী অঞ্জনা নাথ চৌধুরীর স্থলে অঞ্জনা নাথ শর্মা হবে। ৬৮৭৪ এম কামরুজ্জমান (মণ্টু) পোঃ মুজগুন্নি খুলন বাংলাদেশের স্থলে এম খায়েরুজ্জামান (মণ্টু) পোঃ মুজগুন্নি খুলনা বাংলাদেশ হবে।

৬৮৯০ প্রদীপ চক্রবর্তীর ঠিকানায় কলিকাতা - ২৬ এর স্থলে কলিকাতা-৩৬ হবে এবং ছবি ছ এর স্থলে দ হবে।

৬৯২৬ জয়ন্ত কুমার নাগ বয়স ১৬ এর স্থলে ২৫ হবে এবং ঠিকানা ১৭/৩ডি রায় জে. এন. বাহাদুর রোড, পোঃ বালী হাওড়া হবে।

:——:

লিপিমিতাকে যাঁরা সাহায্য করেছেন

গত ১৯শে কার্ত্তিক ১৩৭৯ পর্যন্ত সাহায্য বাবদ যে অর্থ পাওয়া গেছে তারই হিসেব নীচে দেওয়া হল।

সর্বশ্রী ৬৯৬৯ রবীন্দ্র চন্দ্র নাথ ৫ টাকা বি ৫২৮৯ কেশব প্রসাদ সাহু ১ টাকা বি ৬৯৯২ মোঃ আব্দুর রহমান ২ টাকা বি ৬০১৯ দিলীপ কুমার সরকার ১·৫০ পয়সা বি ২৬৭৬ শিবানন্দ বসু ১ টাকা বি ৪৪৫৮ প্রদীপ চন্দ্র রায় ১ টাকা বি ৫৬৯৫ সুভাষ ব্যানার্জী ১ টাকা ৬৫০৭ রণজিৎ কান্তি চক্রবর্ত্তী ১ টাকা ৫৫৩৬ গীতা মুখার্জী ১ টাকা ৬০৫৯ বঙ্কিম চন্দ্র দে ৫০ পয়সা।

লিপিমিতার সাহায্য ভাণ্ডারে মোট ১৬ টাকা পাওয়া গেছে। গতবারে সাহায্য ভাণ্ডারে মোট ৫৮১·১৮ পয়সা জমা ছিল সুতরাং এ পর্যন্ত সাহায্য ভাণ্ডারে মোট ৫৯৭·১৮ পয়সা জমা রইল।

সভ্য - সভ্যাদের নিকট যে চাঁদা পাওয়া যায় তার দ্বারা পত্রিকার সমস্ত ব্যয় ভার বহন করা সম্ভব নয়।

পত্রিকাটি যাতে নিয়মিত প্রকাশ করা চলে তার জন্য আর্থিক সচ্ছলতা একান্ত আবশ্যক। তাই শুভাকাঙ্খী উৎসাহী মিতাদের অনুরোধে লিপিমিতার সাহায্য ভাণ্ডার খোলা হয়েছে।

আশাকরি মিতা ভাই-বোনেরা সাধ্যানুযায়ী আর্থিক সাহায্য করে লিপিমিতাকে দীর্ঘায়ু ও শ্রীবৃদ্ধির পথে চালিত করবেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ

নিউজপ্রিন্টের অভাবে এই বৎসরে ৬টি সংখ্যার স্থলে ৫টি সংখ্যা প্রকাশ করা হচ্ছে।

বর্ত্তমান সংখ্যা কার্ত্তিক, অগ্রাণ ও পৌষ ১৩৭৯ এবং পরবর্ত্তী সংখ্যা মাঘ, ফাল্গুন ও চৈত্র ১৩৭৯ এই ভাবে প্রকাশ করা হচ্ছে।

এই ভাবে প্রকাশের জন্য আমরা দুঃখিত।

— সঃ লিপিঃ

—:০:—

বিশ্বদূতের আসরে

সুরলোকে ইন্দ্র পতন

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

এক দিন রাত দশটা নাগাদ নেদার ডক্তার চেম্বারের কাজ শেষ করে বাড়ী মুখো হবার জন্য সামনে অপেক্ষমান পালকি-গাড়ীর দিকে পা বাড়াতে গিয়ে দেখতে পান এক কিশোর তাঁরই চেম্বারের কোণে এক চিলতে রোয়াকের ওপর ছেঁড়া চট বিছিয়ে শোবার উপক্রম করছে।

রোগী দেখবার জন্যে চেম্বারে কিছু দামী যন্ত্রপাতি আছে। তাঁর আশঙ্কা হল মাঝ রাতে তালা ভেঙে যদি ঐ গুলো নিয়ে ছেলেটা উধাও হয় তবে তাঁর দারুণ ক্ষতি হয়ে যাবে।

এই সব ছেলেদের পেছনে পাকা চোর ওঁৎ পেতে থাকে, আসলে এই ছেলেগুলিকে ওরাই লাগায়।

ডাক্তারের আচমকা ধমকানী খেয়ে

বালক আলাউদ্দীন চট গুটিয়ে নিয়ে রোয়াকের এক কোণে কাঁচু মাঁচু হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। ডাক্তার কম্পাউণ্ডারকে ছেলেটির সম্বন্ধে সাবধান করে দিয়ে গাড়িতে উঠে বাড়ীর দিকে রওনা দিলেন।

নন্দগোপাল মিশ্রের বাড়ীতে অসুখ, কম্পাউণ্ডার তাঁরই প্রেস্‌ক্রিপ্‌শন্‌ সার্ভ করছিলেন। নন্দবাবু ওষুধ নিয়ে চেম্বার থেকে বেড়িয়ে এসে ছেলেটিকে ঐ অবস্থায় দেখে একটু করুণ হয়ে উঠলেন। তারপর বহু প্রশ্ন করে বালকটির সমস্ত সংবাদ জেনে নিলেন।

নন্দবাবু সব শুনে বিস্মিত ও মুগ্ধ না হয়ে পারলেন না। সংগীত শেখবার জন্যে এই অল্প বয়সের ছেলেটি ঘরবাড়ী, আত্মীয় পরিজন সব ত্যাগ করে সুদূর ত্রিপুরা থেকে এখানে এসেছে।

নন্দবাবু পাখোয়াজ ও তবলায় পারদর্শী ছিলেন। রাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সভা গায়ক ধ্রুপদী গোপাল গোস্বামীর সঙ্গে পাখোয়াজ সংগত করতেন। এই গোপাল বাবুর একটি হাত পক্ষাঘাতগ্রস্থ ছিলো তাই ওঁকে অনেকে নুলো গোপাল বলে ডাকত। নন্দবাবু আলাউদ্দিনকে রোয়াকে বসতে বল্লেন এবং নিজেও তাঁর পাশে বসলেন।

তারপর, বালকটিকে দু-একটি গানের কলি গাইবার জন্যে নির্দেশ দিলেন। বালকটি, তাঁর গ্রামের মন্দিরে দু-একজন সাধুর মুখে কয়েকটি ভজন শুনে ছিলেন। ঐ গুলোরই দু-একটি করে কলি সুললিত কণ্ঠে গেয়ে শোনালেন।

উদাত্ত কণ্ঠ, স্পষ্ট উচ্চারণ ও নির্ভুল তাল জ্ঞানের পরিচয় পেয়ে নন্দবাবু মোহিত হয়ে গেলেন। বিশেষত রাজা রামমোহন রায়ের সংকলিত দু-একটি ধ্রুপদ সংগীতের কলি শুনে আশ্চর্য্য হয়ে গেলেন। বাংলা দেশে রাজা রামমোহনই সর্ব প্রথম ভারতের বিভিন্ন স্থান থেকে "ধ্রুপদ" গান চয়ন ও সংকলন করে বাংলাদেশে ব্যাপক ভাবে চালু করেন। বহু সঙ্গীতজ্ঞের মতে রাজা রামমোহন বেশ কিছু "ধ্রুপদ" গান নিজেই রচনা করে গেছেন।

নন্দবাবু ধ্রুপদের এক জন অভিজ্ঞ ব্যক্তি। তাঁর ধারণা ছিল, যে রামমোহনের গানগুলোর প্রচার হয়তো কেবল মাত্র কলকাতায় ও তার আশেপাশে সীমাবদ্ধ, এখন তিনি জানতে পারলেন যে, সুদূর পূর্ব বাংলাতেও রামমোহনের গান ছড়িয়ে

পড়েছ।

আগামী দিন সন্ধ্যায় ছেলেটিকে গোপাল-বাবুর কাছে নিয়ে যাবেন এইরূপ আশ্বাস দিয়ে তিনি ঘরে ফিরলেন। আলাউদ্দিন বোঝাকে মাথায় দিয়ে ফুটপাতের একধারে চট বিছিয়ে নিশ্চিন্তে শুয়ে পড়লেন। এতদিন পর আল্লা বোধহয় নির্ভীক কিশোরের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করতে এগিয়ে এসেছেন।

পরদিন সন্ধ্যায় নন্দবাবু আলাউদ্দিনকে পাথুরিয়া ঘাটায় গোপালবাবুর বাসায় নিয়ে গেলেন। পথে যেতে যেতে তিনি বালকটিকে কলকাতার পথ ঘাট হাল চাল আদব কায়দা ইত্যাদি সম্বন্ধে কিছু জ্ঞান দেবার চেষ্টা করলেন।

তখন কলকাতার বড় বড় রাস্তায় সন্ধ্যা থেকে গ্যাসের বাতি জ্বলত। গলিঘুঁজিতে বিশেষ কোনো আলোর ব্যবস্থা ছিলো না। তাই সন্ধ্যার পর নিরাপত্তার জন্যে বড় পথেই যাওয়া ভালো। নন্দবাবু আলাউদ্দিনকে চিৎপুর দিয়েই নিয়ে গেলেন। চিৎপুর গঙ্গার সমান্তরাল ধরে কুটিঘাটা থেকে সোজা কালীঘাট ছাড়িয়ে চলে গেছে।

আজকের চিৎপুর অপেক্ষা তখনকার চিৎপুর অনেক বেশী প্রশস্ত ছিলো। কারণ ফুটপাথ ও তার কোলে নালা পথের দু-পাশ জুড়ে নিজেদের বিছিয়ে দেয় নি। খোয়া ওটা ধূসর ধূলায় মলিন রুক্ষ পথের ওপর দিয়ে বৈদ্যুতিক ট্রাম বা পেট্রল চালিত মটর গাড়ী যাতায়াত ছিলো না।

সেখান অর্থবানের [illegible] পথটি সদা মুখরিত থাকত। পথের পশ্চিম ধারের বাসনপটি ও দুধের বাজার ঐ অঞ্চলটাকে সর্বদা সরগরম করে রাখত। পরে ঐ খানেই নতুন বাজার গড়ে ওঠে। পথের দু-ধারে প্রায় পাশাপাশি কাঁচা পাকা ছোট বড় রোগা মোটা অনেক রকম বাড়ীর আস্তানা ছিলো।

পথ চলতে চলতে নন্দবাবু এক সময়ে আলাউদ্দিনকে বল্লেন, 'দেখো বাপু, তোমার ঐ আলাউদ্দিন নামটি পাল্টাতে হবে'। জানোতো, হিন্দু মুসলমানের জাতের বালাই বড় সাংঘাতিক উভয়ের সমাজ ও লোকাচারে পারস্পারিক মেলা মেশা অচল। তাই বোলছিলুম, আমাদের সমাজে মিশতে হলে তোমার নামটি বদলাতে হবে।

আলাউদ্দিন হাঁ বা না কিছুই বল্লেন না। নন্দবাবু একটু থেমে আবার বলতে শুরু করলেন, 'বুঝলে ভাই মা কালীর

দেখ এই কলকাতা, তোমার যদি কিছু উন্নতি হয়তো, মায়ের প্রসাদেই হবে। সুতরাং তোমার নাম যদি 'প্রসাদ' রাখা যায়, আশাকরি ভালই হবে। বাপের নাম জিজ্ঞেস করলে 'সদু খাঁ' না বলে সাধু খাঁ বলবে।

এখানে অনেক হিন্দু নামের পেছনে 'বাদশাহী খাঁ' উপাধি আছে। তাই তোমার নামের পেছনে খাঁ থাকলে কোনো অসুবিধা হবে না। অর্থাৎ এখন থেকে তুমি 'প্রসাদ খাঁ' হলে।

গোপাল গোস্বামী নন্দবাবু অপেক্ষা বয়সে বড় এবং খ্যাতনামা গুণী, তাই নন্দবাবু ওঁকে গুরুর মত শ্রদ্ধা করেন এবং গুরুজী বলে ডাকেন। গত রাত্রের আলাপে নন্দবাবু জানতে পেরে ছিলেন যে, আলাউদ্দিনের মাত্র এক বেলা আহার জোটে, তাও আধ পেটা। গুরুজীকে ভেজাতে হলে আলাউদ্দিনের বলিষ্ঠ কণ্ঠে সুর ঢেলে মন মাতানো রস সৃষ্টি করতে হবে। অভুক্ত উদরে তা করা সম্ভব নয়। তাই তিনি বদরীদাস পেড়োয়াল্লার দোকান থেকে এক ভাঁর গরম দুধ পান করিয়ে পাথুরিয়াঘাটার ভেতর ঢুকলেন।

দু'টা লোক কোন রকমে পাশাপাশি যেতে পারে এই রকম এক কানা গলির মধ্যে গোপাল গোস্বামীর বাসা। গলিটা নোংরায় ভর্তি, দিন রাত কেঁদো কেঁদো ইঁদুর নির্ভয়ে যাতায়াত করে। ঢুকেই গোপাল বাবুর বাসায় প্রবেশ দ্বার। সামনেই বৈঠকখানা। খাটো পায়ার এক জোড়া তক্তাপোষ ঘর জুড়ে রয়েছে। তার ওপরে সতরঞ্চ ও চাদর বিছানো। ঘরের দেওয়ালে কয়েকটি পাখোয়াজ, দু-একটা তানপুরো ও দেওয়াল তাকে কয়েক জোড়া তবলা বিরাজ করছে।

প্রবেশ দ্বারের মাথায় মা কালীর বেশ বড় একটি পট। গোপাল বাবু তাকিয়ার আধ শোয়া অবস্থায় হেলান দিয়ে গড়গড়ার নল মুখে দিয়ে তামাক সেবন করছেন।

তক্তাপোষের অপর পাশে বসে মল্লিক বাড়ীর এক তরুণ শিষ্য তানপুরো বাজিয়ে সা-র-গ-ম সাধছে। এমন সময়ে নন্দবাবু ঘরে ঢুকেই গুরুজীর জয়ধ্বনি দিয়ে হাসি মুখে দাঁড়ালেন। পিছনে কিশোর আলাউদ্দিন চোখে মুখে শংকা ও সংশয়ের চিহ্ন।

গান থেমে গেলো। গুরুজী মুখ থেকে নলটি সরিয়ে আহ্বানের সুরে বল্লেন, —

"জয়স্তু। আস্তে এতো রাত হলো কেনরে? অন্য কোনো আসরে গিয়েছিলে বুঝি?" নন্দবাবু ঘাড়নেড়ে জানালেন, তিনি অন্য কোন আসরে যাননি। তারপর আলাউদ্দিনকে হাত ধরে সামনে টেনে এনে তক্তাপোষে বসালেন এবং নিজেও আসন গ্রহণ করলেন। গুরুজীকে নন্দবাবু আলাউদ্দিন সম্পর্কে যাহা শুনেছিলেন সব বললেন। তারপর শুরু হলো পরীক্ষা। আলাউদ্দিন গত রাত্রের মতো কত গুলো গানের টুকরো টুকরো অংশ সাধ্যানুযায়ী সুন্দরকরে গেয়ে শোনালেন।

গান গাওয়ার প্রাথমিক শিক্ষা না থাকা সত্বেও আলাউদ্দিন যে এমন চমৎকার ভাবে গেয়ে শোনাতে পেরেছেন তাতে গুরুজী মুগ্ধ হয়ে গেলেন। তারপর নন্দবাবুকে বোললেন 'বড্ড বাচ্চা রে, ধৈর্য্য ধরে অন্ততঃ বারো বছর সাধনা করতে পারবে কি? তবে যদি টিকে থাকে এবং ঠিকমত সাধনা চালিয়ে যায়, মায়ের কৃপায় নিশ্চয়ই একদিন যে কোনো গানের আসরে মাথা তুলে বসতে পারবে।"

বলা বাহুল্য, আলাউদ্দিন রাজী হলেন এবং সাধনা শুরু হয়ে গেলো। গোপালবাবুর কাছে ধ্রুপদ আর নন্দবাবুর কাছ থেকে তবলা নিয়মিত শিক্ষা চলতে লাগলো। এর বিনিময়ে সন্ধ্যায় গোপালবাবুর পদ সেবা ও তামাক সাজার কাজটা আলাউদ্দিনকেই করতে হোতো।

নন্দবাবু মাঝে মাঝে বাইরে বাজাতে চলে যেতেন তখন তাঁর বাড়ীর দোকান বাজারগুলো খাঁ সাহেবকেই করতে হোত। দু-বাড়ী থেকেই প্রায়ই জল পানি জুটে যেতো।

চীৎপুরের তবলা পটি যেমন এখন আছে তখনও তেমন ছিলো। নন্দবাবু তাঁর চেনা এক তবলার দোকানে আলাউদ্দিনের রাত্রি কাটাবার ব্যবস্থা করে দিয়ে ছিলেন। এখানে খাঁ সাহেব অবসর সময়ে তবলা মেরামতও করতেন এবং সুযোগ সুবিধা মত অভ্যাসও করতেন।

গলা সাধার স্থান ছিলো অন্যত্র। ভোর বেলায় তিনি প্রাতঃকৃত্যাদি শেষ করে সোজা চলে যেতেন বাগবাজারের ঘাটে। তখন বর্মা থেকে বড় বড় সেগুন কাঠ ভেসে এসে বাগবাজারের ঘাটে সার বেধে জলের ওপর ভাসতে থাকত।

চেরাই কল ছিলো কাছেই। ঐ কলে প্রকাণ্ড কাঠ গুলোকে দিনের বেলায়

চেরাই করে বাজারে বিক্রী করা হোতো। আলাউদ্দিন পর পর কাঠ পার হোয়ে গঙ্গায় ভাসমান শেষ খণ্ডটার ওপর বসে নির্বিবাদে গলা সাধতেন।

বারো বছর সাধনার শপথ নিয়ে আলাউদ্দিন সাধনায় নেমে ছিলেন। কিন্তু গুরুজী তার আগেই প্লেগ রোগে আক্রান্ত হয়ে ইহ ধাম ত্যাগ করেন। ক্রপদ সাধনায় এইখানেই ছেদ পড়ে।

জোড়াসাঁকো মধুসূদন স্যান্যালের উঠোনে ৭ই ডিসেম্বর ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে দীন বন্ধু মিত্রের নীলদর্পন নাটকের অভিনয়ের দ্বারা প্রথম পেশাদারী নাট্যশালার উদ্বোধন ঘটে।

গিরীশ ঘোষের সংগে মতান্তর হওয়ায় অর্ধেন্দু মুস্তাফি, নগেন বসু, অমরেন্দু মুখোপাধ্যায় ও অমৃত লাল বসু মিলে এর যাবতীয় কাজ চালান। তখন প্রথম ও প্রতি অংকের ফাঁকে ফাঁকে কনসার্ট বাজতো।

এই কনসার্ট বর্তমান অর্কেষ্ট্রা বা বৃন্দ বাদ্য থেকে কিছু পৃথক ছিল। এই কনসার্টে যন্ত্র থাকতো বেহালা, ক্ল্যারিওনেট, কর্ণেট, ঢোল, হারমোনিয়াম ও দু হাতে বাজানো যায় এমন করতাল।

বেহালা সাধারণতঃ এক জোড়া থাকতো, অর্থাৎ এই কনসার্টে বেহালার প্রাধান্যই ছিল বেশী। স্বামী বিবেকানন্দের ভাই হাবু দত্ত এই কনসার্ট পার্টির মাষ্টার ছিলেন। পরে ইনি গ্রেট ন্যাশান্যাল থিয়েটারে চলে যান।

নন্দবাবু এক দিন আলাউদ্দিনের সঙ্গে হাবু দত্তের পরিচয় করিয়ে দেন। হাবু দত্তের বাড়ী সিমলা ষ্ট্রীট। ঐটই ছিল তাঁদের আদি বাড়ী।

কিশোর বালকের সাধনা আবার শুরু হোল। আলাউদ্দিনের ধারণা ছিলো যে গান বাজনা যাই করা হোক না কেন সবেতেই সুরের সাধনা করা সম্ভব। মুখ্য উদ্দেশ্য সুরের সাধনা। তিনি হাবু দত্তের কাছ থেকে কর্ণেট ও ক্ল্যারিওনেট শিখতে আরম্ভ করলেন।

(ক্রমশঃ)

গুজরাতী ভাষা ও সাহিত্য

—কমলাক্ষ চট্টোপাধ্যায়
আহমেদাবাদ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

পুং লিঙ্গ ও স্ত্রী লিঙ্গ

'ঈ' কারান্ত শব্দ রূপ 'ই' কারান্তর মতই — 'হাথী' 'নদী' ইত্যাদি।

'উ' কারান্ত 'ঊ' কারান্ত পুং লিঙ্গ ও স্ত্রী লিঙ্গ শব্দ রূপ একই প্রকারের — যথা 'সাধু' —

কারক	এক বচন	বহু বচন
১	সাধু	সাধু
২	সাধু সাধুনে	সাধুওনে
৩	সাধুয়ে	সাধুওয়ে
৪	সাধুনে মাটে	সাধুওনে মাটে
৫	সাধুথী থকী	সাধুওথী থকী
৬	সাধুনো না নী নু	সাধুওনো না নী নু
৭	সাধুমা পর	সাধুওমা পর
৮	হে সাধু	হে সাধুও

ক্রিয়াপদ জানবার পূর্বে সংখ্যা রূপটি জানিয়ে রাখা ভাল। সংখ্যাগুলি হিন্দীর মতই।

১ এক (এ - A) ২ বের ৩ ত্রন ৪ চার ৫ পাঁচ ৬ ছ ৭ সাত ৮ আঠ ৯ নব (নও) ১০ দস আগিয়ার বার তের চৌদ (চওদ) পন্দর ষোল্ সত্তর আঠার ওগনীস বীস একবীস বাবীস ত্রেবীস চোবীস পচীস ছবীস সত্তাবীস অঠ্ঠাবীস ওগন্‌বীস (ব এর উচ্চারণ) ত্রীস একত্রীস বত্রীস (বর্গীয় ব) তেত্রীস

চোত্রীস পাঁত্রীস ছত্রীস সাৎত্রীস আড-ত্রীস ওগনচালীস চালীস একতালীস বেতালীস (বর্গীয় ব) তেতালীস চুমা-লীস পিস্তালীস ছেতালীস সৎতালীস অডতালীস ওগনপঞ্চাস পচাস।

একাবন (একাওয়ান) বাবন (বাও য়ান) ত্রেপন্ চোপন্ পঞ্চাবন্ (পঞ্চ-ওয়ান) ছপ্পান সত্তাবন (সত্তাওয়ান) আঠাবন (আঠাওয়ান) ওগনসাঠ সাঠ।

একসঠ বাসঠ ত্রেসঠ চোসঠ পাঁসঠ ছাসঠ সৎসঠ অডসঠ ওগনসিত্তের সিত্তের একোত্তের বোত্তের (বর্গীয় ব) তোত্তের চুমোত্তের পঞ্চোত্তের ছোত্তের সত্তোত্তের অঠোত্তের ওগনএশী।

এঁশী একাশী বাশী — বর্গীয় ব ত্র্যাশী চোরাশী পঁচাশী ছযাশী সত্যাশী অঠ্ঠাশী নেব্যাশী বা — নেওয়াশী নেবু (নেওযু)।

একানু বানু — বর্গীয় ব ত্রানু চোরানু পচানু ছন্নু সত্তানু অঠানু নবানু বা নওয়ানু সো হজার লাখ করোড বা ক্রোড অবজ বা একশো ক্রোড খর্ব বা খওর্ব — বা একশো অবজ।

নীল বা একশো খর্ব পদ্ম বা একশো নীল শঙ্খ বা একশো পদ্ম মহা শঙ্খ।

সরবালা (সরোবালা)	=	যোগ
বাদবাকী	=	বিয়োগ
গুণাকার	=	গুণ
ভাগাকার	=	ভাগ

ক্রমবাচক —

বাংলা	গুজরাতী		
	নর জাতি	নারী জাতী	ন্যা-নুসক জাতি
প্রথম	পহেলো	পহেলী	পাহলু
দ্বিতীয়	বীজো	বীজী	বীজু
তৃতীয়	ত্রীজো	ত্রীজী	ত্রীজু
চতুর্থ	চোথো	চোথী	চোথু
পঞ্চম	পাঁচমো	পাঁচমী	পাঁচমু
ষষ্ঠ	ছঠ্ঠো	ছঠ্ঠী	ছঠ্ঠু
সপ্তম	সাতমো	সাতমী	সাতমু
অষ্টম	আঠমো	আঠমী	আঠমু
নবম	নবমো	নবমী	নবমু
	নওমো	নঁওমো	নওমু
দশম	দশমো	দশমী	দশমু

পূর্বে বর্ণিত একশো পর্য্যন্ত অথবা

তদুপরান্ত সংখ্যার সঙ্গে এইরূপ মো মী ও মু লাগালেই সংখ্যা বিশেষণ বা ordinals পাবেন। বহু বচনের বেলায় পুংলিঙ্গের মো র পরিবর্তে মাঁ যুক্ত হবে। স্ত্রী লিঙ্গে মী র স্থানে মী বা মা যুক্ত হবে এবং ক্লীব লিঙ্গে মুঁ র পরিবর্তে মাঁ হবে।

যথা —

পুং		স্ত্রী		ক্লী	
এক	বহু	এক	বহু	এক	বহু
বারমো	বারমাঁ	বারমী	বারমী	বারমুঁ	বারমাঁ
			বারমাঁ		

(ক্রমশঃ)

সংকলন

বাদ্য আর খাদ্য

সংগ্রাহক — বি ২৯৪৬ নির্মলকান্তি দেবনাথ।

"বাদ্য আর খাদ্য" — এর একটা হাস্যাস্পদ প্রশ্ন ছিল নন্-কো-অপারেশন আন্দোলনের বড় প্রশ্ন। গরু নাকি হিন্দুর দেবতা, সেজন্য মুসলমানদের বলা হয়ে ছিল তোমরা গরু খেয়োনা মসজিদে মসজিদে মুসলমানেরা নমাজ পড়ে থাকেন। সেই নমাজের নাকি ভয়ানক ব্যাঘাত ঘটে হিন্দুরা তার সামনে দিয়ে বাদ্য বাজিয়ে গেলে।

বড় বড় শহরে ট্রামের ঘরঘরানিতে নমাজের ব্যাঘাত হয় না, মোটরের ভোঁ ভোঁতেও কোন ব্যাঘাত হয় না এমনকি মহরমের বাদ্য যত তুমুলভাবেই বাজুক না কেন তাতে নমাজ এতটুকুও বাধা প্রাপ্ত হয় না। হয়

কেবল হিন্দুর বাদ্য ধ্বনিতে।

মুশকিল এইযে, এই বাদ্য বাজানো আর সংকীর্ত্তন করা হিন্দুর আবার ধর্ম কর্ম। ... ... কিন্তু খাদ্য হিসাবে গরুকে খেলে যে মানুষের একটা সেবা তাতেও হয়ে থাকে, এটা তাঁরা বুঝেও বোঝে না।

আসলে গরুযে এদেশে কমছে কিম্বা দুর্ব্বল ও রুগ্ন হচ্ছে সেতো মানুষের খাওয়ার জন্য নয়। গরুর চেয়ে মুরগী ছাগল প্রতি দিন শত গুণ বেশী বধ হচ্ছে। কিন্তু মুরগী ছাগলের বংশতো ভারত হতে নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে না।

হল্যাণ্ড আর সুইজার ল্যাণ্ডের লোকেরা কত ভাবে কত জিনিস তৈরী করে প্রতি দিন গো মাংস খাচ্ছে তা হিসেব করাই কঠিন। অথচ এই দুটো দেশই দুধে ভেসে যাচ্ছে। এত বেশী দুধ এই দুই পাওয়া যায় যে লোকেরা তা খেয়ে ফুরোতে পারে না।

আমাদের দেশে যে গরুর অবনতি হচ্ছে, কিম্বা গরু কমে যাচ্ছে তার কারণ যতটা যত্ন নেওয়া উচিত ততটা যত্ন আমরা নিইনা।

মুজফ্ফর আহমদ (লাঙল—১৮/১/২৬)

সংসারের সমস্ত আবরণকে ভেদ করে আজ একবার আত্মাকে দেখো—কত বড়ো একটি মিলনের মধ্যে সে নিমগ্ন হয়ে নিস্তব্ধ হয়ে রয়েছে। সে কি নিবিড় কি নিগূঢ়, কি আনন্দময়, কোন ক্লান্তি নেই, ভাষা নেই, দীনতা নেই।

— রবীন্দ্রনাথ

সংগ্রাহক — ৬১১০ সজল কান্তি সাহা।

দিশারী

— দীপক চন্দ্র পোদ্দার।
কলিকাতা-৬

অসময়ের এই বৃষ্টির জন্যে প্রস্তুত ছিলাম না। তাই হাড় কাঁপানো শীতেও কাক ভেজা হয়ে বাড়ী ফিরতে হয়েছে অফিস থেকে। একে শীত তার ওপর কনকনে ঠাণ্ডা এলোমেলো হাওয়া।

বাড়ী ফিরার পর নাড়ির স্পন্দন হাত দিয়ে অনুভব করে নিশ্চিন্ত হই। হ্যাঁ, এখনো তাহলে বেঁচে আছি। কম্বলের তলায় শুয়ে কাপ দুয়েক চা খেয়ে সবে একটু ধাতস্থ হয়েছি এমন সময় প্রচণ্ড শব্দে সদর দরজার কড়া নড়ে উঠলো। কে যেন প্রাণ পণ শক্তিতে নাড়ছে।

মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে। উঠে দরজা খুলতে হবে ভেবে কাঁপুনি বেড়ে যায়। অথচ উঠতেই হবে। কড়া নাড়ার বিরাম নেই। পায়ে পায়ে এগিয়ে চলি।

একটা দমকা হাওয়া দরজা দিয়ে ঢুকে যেন চাবুক চালায় চোখে মুখে। সামনে একটি তরুণী দাঁড়িয়ে ছাতা মাথায় —ঠাণ্ডায় কাঁপছে। দেখে চিনতে পারি। ক'দিন হলো পাশের বাড়ীতে ভাড়া এসেছেন। বিস্মিত হয়ে কিছু বলার আগেই মেয়েটি ভেতরে ঢুকে এসে দরজা বন্ধ করে দেয়।

বিস্ময় কাটে নি, তবে হাওয়ার হাত থেকে রেহাই পেয়ে কিছুটা শান্তি বোধকরি,
কি ব্যাপার বলুন তো!

'আপনিই তো রঞ্জনবাবু?'

'হ্যাঁ, আপনি—

'আমি পাশের বাড়ীতেই থাকি।'

'হ্যাঁ, তা জানি, কিন্তু আপনি এসময়ে—

'ভীষণ বিপদে পড়ে আপনার কাছে এসেছি'

'বিপদ! তার মানে?'

'বাবার শরীরটা হঠাৎ খুব খারাপ হয়েছে,

বেশ বাড়া-বাড়িই বলা যায়। ডাক্তার বলে গেলেন, — এখনি হাসপাতালে মুভ্ করতে। বাড়ীতে পুরুষ বলতে তো কেউ নেই, আর আমিও কিছু জানি না এ সবের, একটু থেমে মেয়েটি আবার বলে চলে — মা বললেন — আপনি নেক্‌স-টডোর নেবার যদি একটু হেলপ করেন —

আবার আকাশ ভাঙে মাথায়। ঝড়ো হাওয়া দরজার ওপর আছড়ে পড়ে আমায় বাইরে অপেক্ষা করছে চাবুক হাতে। আমতা আমতা করি — 'দেখুন, আমাকে নিয়ে গিয়ে কি সুবিধে হবে? হাসপাতা-লের ব্যাপারে — আমি ঠিক আপনারই মতো।'

'তবু তো পুরুষ মানুষ? এতো বড় একটা রুগী নিয়ে বড় হেলপ্‌লেস মনে হচ্ছে নিজেদের। সংগে থাকলে —'।

একটু হেসে বলি, — সংগে যদি কিছু করতেই না পারি তখন আমাকেও বোঝা মনে হবে। হাসি দিয়ে নিজের যুক্তিটা জোরাল করার চেষ্টা নিজের কাছেই খারাপ লাগে। এড়িয়ে যাওয়াটা কেমন যেন স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বিপদে পড়ে সাহায্য চাইতে এসেছে, অথচ অর্থহীন কয়েকটা পালাবার চেষ্টা — কিন্তু উপায় কি? এই প্রচণ্ড বৃষ্টি আর পীড়া দায়ক আবহাওয়া মাথায় নিয়ে বেরিয়ে সোস্যাল কাজ করার ইচ্ছে আমার আদপেই নেই।

পরোপকার করা ভাল, কিন্তু নিজেকে এতোটা অসুবিধের মধ্যে ফেলে উপকার করতে যাওয়াটা পাগলামী ছাড়া আর কিছুই না। কিন্তু একথা বলা যায় না, তাই দুর্বল যুক্তিগুলোর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ওঠার আগেই বলি — 'নিজের এই অক্ষমতা সত্বেও যেতাম আপনার সংগে — জাষ্ট টু এনকারেজ ইউ, কিন্তু ব্যাপার কি জানেন, আজ অফিস থেকে বাড়ী ফিরেছি প্রচণ্ড ভিজে। ফেরার পর কেমন যেন জ্বর ভাব বোধ করছি। মাথাটাও ধরে আছে ঠাণ্ডায়। তাই আপনি এভাবে "ও, আপনার জ্বর?"

না, -মানে ঠিক জ্বর নয়, জ্বর ভাব আর কি।

'ঐ একই কথা।' মেয়েটি. হতাশ হয়ে কেমন যেন অসহায় বোধ করে।

'তাহলে আপনাকে কষ্ট দেওয়াটা ঠিক নয়।'

মুক্তির আনন্দে মনটা নেচে ওঠে। কৃত্রিম দুঃখ প্রকাশ করে বলি — 'প্রতিবেশী হয়েও

বিপদের সময় পাশে দাঁড়াতে না পেরে — সত্যিই খুব খারাপ লাগছে। কিন্তু এমনই শরীর '।

'না না ও জন্যে দুঃখ করবেন না। দেখি, অন্য কোথাও যদি — কথাটা অসমাপ্ত রেখেই মেয়েটি হাত দুটি জোড়া করে বুকের কাছে তোলে নমস্কারের ভঙ্গীতে। তারপর দরজা খুলে বেরিয়ে যায় ঝড়ের মতোই — যেমন এসে ছিলো।

খোলা দরজা দিয়ে সেই হাড় কাঁপানো বাতাস আবার ঢোকে। জীবনের কয়েকটা পাতা পর পর উল্টে যায় সেই বাতাসে নিমেষে বর্ত্তমান থেকে নিয়ে যায় অতীতে। দরজাটা সশব্দে বন্ধ করি, কিন্তু বর্ত্তমান আর ফিরে আসে না অতীতের পৃষ্ঠা থেকে।

বাংলার মাষ্টার মনতোষ বাবু আমাদের খুবই প্রিয় ছিলেন। তার সবচেয়ে বড় কারণ আমাদের প্রতি তাঁর অপরিসীম স্নেহ। স্কুলের প্রতিটি মাষ্টার মশায়ের মতে আমরা গাধা ছাড়া আর কিছুই নয়। এমনকি হেডমাষ্টার মশাই অবধি এক দিন সদম্ভে ঘোষণা করলেন যে, আমরা স্কুলের বেড়া পার হতে পারলে নাকি তিনি মাথাটা সরষে মাথায় দিয়ে গঙ্গায় চান করে আসবেন।

আমাদের প্রতি সকলেরই যখন এমনি অনাদর উপেক্ষা আর আস্থাহীনতা, ঠিক সেই সময়েই মনতোষ বাবু আমাদের গ্রামের স্কুলে এলেন বাংলার মাষ্টার হয়ে। কয়েক দিনের মধ্যেই আমাদের বশ করে ফেলে ঘোষণা করলেন — আমাদের মতো ছেলে নাকি হয় না। যে ঝাপসা আয়নাতে আমরা বরাবর নিজেদের দেখেছি সেটি মনতোষ বাবুই অসীম স্নেহে পরিষ্কার করে সামনে মেলে ধরলেন।

তারপর থেকেই ভালো হওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা। কতোটা ভালো হয়েছিলাম জানি না, তবে প্রত্যেকেই স্কুলের বেড়া পার হয়ে ছিলাম। যাইহোক সে অনেক পরের কথা।

'মনতোষ বাবু একদিন বললেন — কাল শনিবার, বাড়ীতে বলে এসো ফিরতে একটু দেরী হবে। 'সমাজ সেবা' সম্পর্কে একটা রচনা লিখতে দেবো তাই লিখিয়েছি এ সম্পর্কে একটু ভেবে চিন্তে এসো। এই রচনা প্রতিযোগিতায় যে ফার্ষ্ট হবে তাকে — একটু ভেবে নিয়ে, পকেট থেকে

নিজের কলমটি তুলে বললেন— 'তাকে এই কলমটি উপহার দেবো।

কথাটি শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বন্ধুরা আমার দিকে তাকায়। তাদের দৃষ্টি যেন বলে ওঠে — বিচার সমাপ্ত প্রায়, কলমটি রঞ্জনের হাতেই যাবে। কারণ আর কিছুই নয়, অন্যান্যের তুলনায় বাংলায় দক্ষতা আমার একটু বেশী।

এ ব্যাপারে আত্মবিশ্বাস যথেষ্ট। তবু সমস্ত পড়া সরিয়ে রেখে সারা রাত অবাধ জেগে জেগে জনসেবা, সমাজ কল্যাণ ইত্যাদি সম্পর্কে বিভিন্ন বই থেকে পড়তে লাগলাম। নিজের সম্মান আর বন্ধুদের বিশ্বাস বজায় রাখতেই হবে।

মনতোষ বাবু ক্লাশে এসে বললেন - "আশাকরি, রচনা লেখার জন্যে তোমরা সকলেই প্রস্তুত হয়ে এসেছো। সময় কিন্তু বেশী দেবোনা, মাত্র আধ ঘণ্টা। তারই মধ্যে শেষ করতে হবে। শুরু কর আমি অফিস থেকে একটু ঘুরে আসছি। কিন্তু দেখো, কেউ যেন কারুর দেখে লিখো না, এ ব্যাপারে তোমাদের সকলকেই বিশ্বাস করছি।"

সকলেই হুমড়ি খেয়ে পড়ি নিজের নিজের খাতায়। কখন যে মনতোষ বাবু ঘরে এসে ঢুকেছেন খেয়ালই করিনি। হঠাৎ সম্বিৎ ফিরে পেলাম 'লেখা থামাও' বলে যখন চেঁচিয়ে উঠলেন। মাথা তুলে দেখি কয়েকজন খাতা জমা দিয়েছে। বাকি সবাই এক এক করে জমা দিই।

সমাজ সেবা সম্পর্কে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে রচনাটি মোটের ওপর বড়ই হয়েছে। বিশ্বাস অনুযায়ী ভালোও হয়েছে। মনতোষ বাবু হেসে বললেন — 'কলমটি যখন তোমাদের হাতেই যাবে শেষ বারের মতো এটা দিয়েই কারেকশন করি লেখাগুলো।

কলমটির দিকে তাকিয়ে খুশি মনে ফিরে আসি নিজের জায়গায়। হঠাৎ তিনি ভুরু দুটি কুঁচকে বললেন — 'লাষ্ট বেঞ্চিতে ওটা কে ঘুমাচ্ছে? শক্তি না?'

সকলেই পেছন ফিরি। হ্যাঁ স্যার, ডাকবো?'

'না থাক।'

প্রচণ্ড রাগে সমস্ত শরীরটা জ্বলে যায়। মনতোষ বাবুর মতো মাষ্টার মশায়ের ক্লাশে বসে বসে ঘুমোন মানে তাঁকে অপমান করা। আমাদের সম্পর্কে তাঁর এতো

'উঁচু ধারনা, অথচ শক্তি — উত্তেজনা চাপতে না পেরে উঠে দাঁড়িয়ে বলি — শক্তিকে ডেকে দেবো স্যার?'

'না না, এখন থাক। পরে বলবো।

মনতোষ বাবু এক এক করে খাতা দেখেন আর একটা সরু কাগজে নামের পাশে পাশে নম্বর দেন। সকলে তার মুখের দিকে তাকিয়ে — যদি কিছু বোঝা যায় এই আশায়। একে একে সব খাতা দেখা শেষ হলে সরু কাগজটি সামনে ধরে বললেন — 'তোমাদের মধ্যে প্রথম হয়েছো —'

কথাটা অসমাপ্ত রেখেই পেছন দিকে তাকালেন তিনি। 'রঞ্জন, শক্তিকে ডাকোতো।

নিবে যাওয়া রাগটা আবার জ্বলে ওঠে, মনতোষ বাবুর দৃষ্টিকে আড়াল করে খুব জোরে ধাক্কা দিই ওকে।

ধড়মড় করে ওঠে দাঁড়ায় শক্তি। 'এ্যা, — কি হয়েছে?' লাল লাল চোখ দুটিতে বিস্ময়।

চাপা গলায় বলি — 'তুই স্যারের ক্লাশে ঘুমোচ্ছিস ইডিয়েট'।

'শক্তি, এদিকে এসো।' মনতোষ বাবু ডাকেন।

অপ্রস্তুত হয়ে শক্তি এগিয়ে যায় তাঁর দিকে।

'তুমি রচনা লেখনি? ঘুমোচ্ছিলে কেন? শরীর খারাপ?

'না স্যার।' মাথা নিচু করে শক্তি।

'তাহলে ঘুমোচ্ছিলে কেন? ঘুমোওনি কাল রাত্তিরে?'

মাথা নাড়ে সে।

'ঘুমোওনি! তাহলে এলে কেন স্কুলে?

'আপনার ক্লাশ করতে।'

'আমার ক্লাশ করতে? মৃদু হাসেন তিনি। কিন্তু ক্লাশতো করতে পারলে না ভাই, সারাক্ষণ ঘুমোলে, রাত্তিরে ঘুমোও নি কেন?

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে শক্তি আস্তে আস্তে বলে — 'আমার এক বন্ধু কাল সন্ধ্যে বেলায় হঠাৎ এসে বললো — তার

বাবা মারা গেছেন বসন্ত রোগে। কিন্তু শ্মশানে নিয়ে যেতে কেউ রাজী হচ্ছেনা, একে কাল বিকেল থেকে বৃষ্টি তার ওপর বসন্তের মতো মারাত্মক রোগে মারা গেছেন।

বন্ধুটির আত্মীয় স্বজন বলতে বিশেষ কেউ নেই, তাই গ্রামের লোকেদের ওপরেই ভরসা। অথচ তারা কেউ এলো না। বন্ধুটি আমার হাত দুটো ধরে কেঁদে ফেললো। বললো — আমিও যদি সরে দাঁড়াই —

একটু থেমে আবার বলতে শুরু করে শক্তি — 'সেই সময় আমি রচনা লেখার জন্যেই সমাজ সেবা সম্পর্কে একটা বই পড়ছিলাম। কিন্তু বন্ধুটি আসায় আর পড়া হলো না। বেড়িয়ে পড়লাম।

গ্রামের অনেক বাড়ীতেই ঘুরলাম, কিন্তু কেউ এলো না শুধু একটি চাষী ছাড়া। ঐ প্রচণ্ড বৃষ্টিতে তিন জনেই কোন রকমে শ্মশানে নিয়ে গেলাম বন্ধুর বাবাকে। সৎকার করে ফিরলাম সকালে। ভেবে ছিলাম আজ স্কুলে আসবো না। শুধু আপনার ক্লাশ বলেই এসেছি।

আসার সময় ঠিক করে ছিলাম যেটুকু পড়েছি তার উপর নির্ভর করেই লিখবো। কিন্তু পারি নি স্যার, কখন ঘুমিয়ে পড়েছি জানি না।

অপরাধের বোঝার ভারে আবার মাথা নীচু করে শক্তি। মনতোষ বাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখি তাঁর মুখটা অস্বাভাবিক উজ্জ্বল।

মৃদু হেসে বললেন — 'সমাজ সেবা সম্পর্কে লিখতে দেওয়ার কারণ — এই সেবার মধ্যে যে কল্যাণ রয়েছে, শান্তি রয়েছে, সে সম্পর্কেই তোমাদের অবহিত করা। সমাজ সেবা জন কল্যাণ ইত্যাদি কথাগুলো আমরা যতোটা মুখে বলি কাজে ঠিক ততটা করি না। তার কারণ মানুষের প্রতি ভালোবাসা আমাদের কম।

তাই নিজের স্বার্থকে বিসর্জন দিয়ে আমরা কারুর কাজে এগিয়ে যাই না। অথচ বাইরের বিচারে আমরা সভ্য, সামাজিক ও জন দরদী, কল্যাণকামী এবং আরো কিছু।

'তোমাদের সকলের রচনাই পড়েছি। সকলের মতেই মানুষের শ্রেষ্ঠ ব্রত হলো সেবা।

একথা শুধু তোমরা নও, এ গ্রামের

প্রত্যেকেই বলবে। অথচ জীবনে এর প্রতি ফলন দেখতে পাই না। তাই সারা গ্রাম ঘুরে শক্তির বন্ধু ব্যর্থ হয়েছে। শ্মশান বন্ধু হিসেবে দু জন ছাড়া আর কাউ-কেউ পায় নি।

একটু থেমে আবার বলেন — আজ-কের এই রচনা প্রতিযোগিতায় ক্লাশে বসে খাতায় কলমে অংশ নেয়নি শক্তি একথা মানছি, কিন্তু ক্লাশের বাইরে কাল সারা রাত ধরে যে রচনা সৃষ্টি করেছে — নিজের কর্তব্য ভালোবাসা আর সেবা দিয়ে তার তুলনা নেই। সে রচনার পাশে তোমাদের প্রত্যেকের রচনাই নি-স্প্রভ মনে হচ্ছে।

তাই আমার এ কলমটা শক্তির হাতেই তুলে দেবো। চেষ্টা কর ভবিষ্যতে যেন এমনি সার্থক রচনাই লিখতে পারো জীবনের প্রতি পাতায় পাতায়।

ঝড়ো হাওয়ায় দরজাটা আবার খুলে যায়। মুখে চোখে লাগে কিন্তু অসাড় করেনা আগের মতো। নিঃশব্দে বেরিয়ে পড়ি বাড়ী থেকে।

পাশের বাড়ীর সেই মেয়েটি তখন ছাতা মাথায় দিয়ে উদভ্রান্তের মতো সামনের বাড়ীর কড়া নাড়ছে। তারই ছাতার তলায় আশ্রয় নিই।

মৃত্যু যখন অনিবার্য্য তখন ইট পাটকেলের মত মরার চেয়ে বীরের ন্যায় মরা ভাল। এ অনিত্য সংসারে দুদিন বেশী বেঁচেই বা লাভ কি? জরাজীর্ণ হয়ে একটু একটু করে ক্ষয়ে ক্ষয়ে মরার চেয়ে বীরের ন্যায় অপরের এতটুকু কল্যাণের জন্যও লড়াই করে ফস করে মরাটা ভাল নয় কি?

— স্বামী বিবেকানন্দ

সংগ্রাহক — ৬৬৮৪ সুপ্রিয় মহিন্তা

নুনের গুণ

— আরতি মিশ্র।
কটক।

কথায় বলে — 'যার নুন খাই তার গুণ গাই''। শুধু তাই নয়, সেকসপীয়রের 'কিং লিয়ার' ও আরব্য উপন্যাসে আলিবাবা চল্লিশ জন দস্যুর গল্পের মধ্যে আমরা নুনের কাহিনী শুনতে পাই।

অতবড় যে দস্যু সেও আলিবাবাকে হত্যা করবার জন্য ভোজের বাড়ীতে নুন গ্রহণে বিরত ছিল। কেন না নুন খেয়ে হত্যা করলে নিমক হারাম হয়।

আরকিং লিয়ারের অত আদরের ছোট্ট মেয়ে অপরাধের মধ্যে বাবাকে বলেছিল, 'বাবা, আমি তোমায় নুনের মত ভাল বাসি'।

বৃদ্ধ লিয়ার জীবনে সেই অভিজ্ঞতা অর্জন করার পর নুনের গুণ বুঝতে পেরে ছিলেন।

আজ সেই নুনের গুণ গাইতে বসেছি। নুন যে আমাদের জীবনে অশেষ উপকার করে সে বিষয়ে কোন দ্বিমত থাকতে পারে না।

১) ছোট মাছের আঁশ সহজে ছাড়েনা। সামান্য পরিমান নুন দিয়ে ছোট মাছ ধুয়ে নিলে আঁশ সহজে পরিস্কার হয়ে যায়।

২) জলে নুন দিয়ে টুথ ব্রাশ ভিজিয়ে রাখলে পরিস্কার থাকে।

৩) সামন্য পরিমান নুন ফুটবার আগে ভাতে দিলে ভাত তাড়া তাড়ি সিদ্ধ হয়।

৪) পায়েসের চাল বেশী হলে সিদ্ধ হতে দেরী হয় তখন নুন দিতে হয় তাহলে শিঘ্র সিদ্ধ হয়ে যায়।

৫) পুড়ে গেলে সেখানে নুন জল

দিতে হয় তাহলে উপকার হয়।

৬) কাটবার আগে সিঙ্গি মাগুর মাছের মাথায় নুন দিলে তাদের নড়বার শক্তি থাকে না তাতে কাটতে সুবিধা হয়।

৭) বিছে কামড়ালে চোখে নুন দিতে হয়।

৮) নুন দিয়ে সরষে বাটলে খুব ঝাঁঝ হয়।

৯) রক্তের দাগ নুন জলে দু তিন ঘণ্টা চুবিয়ে রাখলে সহজে ছেড়ে যায়।

১০) জোয়ান আর নুন এক সঙ্গে খেলে পেটে ব্যথা ভাল হয়ে যায়।

১১) বাসন পুড়ে গেলে তাতে নুন জল ফুটিয়ে নিয়ে মাজলে পোড়া সহজে ছেড়ে যায়।

১২) শরীরের গাঁটে ব্যথা হলে নুনের পুঁটলি দিয়ে সেঁক দিলে ব্যথা সহজে ভাল হয়ে যায়।

—:—:—

মানুষকে জানতেই সবচেয়ে বেশী সময় দরকার। একদিনে জানা যায় না। এক জীবনেও হয়তো বাকী থেকে যায়। মানুষের জীবন যে অনেক সঙ্কোচ দিয়ে, অনেক সংস্কার দিয়ে, অনেক অসত্য দিয়ে ঢাকা।

সুবোধ চক্রবর্তী

সংগ্রাহক — ৬৪২৬ সন্ধ্যা দেয়া

স্বপ্ন

নীল

সেখ নজরুল ইসলাম

[হাওড়া]

— 'এই —! আমাকে কিছু টাকা ধার দিতে পারবে? অবশ্য পুরোটাই আমি লোন হিসাবে চাইছি।'

— 'হঠাৎ টাকার প্রয়োজন হ'ল কেন?

— প্রয়োজনটা তো হঠাৎ করেই হয়। তবে, ঠিক আমার নিজের জন্য নয়।

— তোমাকে আমার অদেয় কিছুই নেই। আর সামান্য কটি টাকা! তবুও জানতে ইচ্ছা করছে কি কাজে লাগবে।'

— যদিও বলতে আমার ভীষণ লজ্জা —। তাছাড়া তোমাকে বলতেই বা আপত্তি কিসের।'

কামরাতে ওরা দুজন ছাড়াও অন্যান্য অনেক যাত্রী ছিল। বসার জায়গা না পেয়ে অনেকেই ওদের মত দাঁড়িয়েছিল। বৈদ্যুতিক ট্রেনের সুবিধার সঙ্গে অসুবিধাও অনেক বেড়েছে। কথা বলার ফাঁকে অনিরুদ্ধ নীলা আসমানের দিকে একবার তাকিয়ে দৃষ্টিটাকে দূরের মাঠের দিকে ফিরিয়ে নিল। ট্রেনটা দম নেবার জন্যই হুস্ করে ষ্টেশনে এসে থামতে কয়েক-জন নেমে গেল। ক্রমশঃ কামরাটা ফাঁকা হয়ে আসছে। সত্যি লজ্জার কথা! নীলা আসমান কিছুক্ষণের জন্য থামল। 'আমার বন্ধুদের কথা তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে। সোনা, কবিতা, বুলু ও আমি একই সঙ্গে পড়ি। আমাদের চার-জনের মধ্যে কি ধরণের বন্ধুত্ব তা তোমাকে বোঝাতে পারবো না। চার বন্ধুর মধ্যে কবিতা প্রেমে পড়ল সুরেশের। ভদ্রলোকের বাড়ী মুর্শিদাবাদ। এখানে এসেছিলেন শিক্ষকতা করতে। তারপর

আজকাল যা হয়, ঠিক তাই হল। কোন কিছু ভেবে চিন্তে কাজ করার ক্ষমতা কবিতার ছিল না। তাই শেষ কথাটা যখন আমরা জানতে পারলাম - তখন করার কিছুই নেই, বড় দেরী হয়ে গেছে। ও মা হতে চলেছিল। তিন মাস। আমরা সকলে মিলে ভদ্রলোককে চিঠি লিখে এখানে আসার জন্য লিখলাম। অনেক চেষ্টা করেও কোন ফল হল না। আমাদের তখন যে কি অবস্থা তোমাকে তা বুঝিয়ে বলতে পারবো না।'

— তারপর! কবিতার কি হ'ল? ও এখন কোথায়? ও কি বেঁচে গেল?

— বেঁচেছে ঠিকই — তবে মরতে বসেছি আমি।'

— 'তাহলে বেঁচে গিয়েছে,. কিন্তু কিভাবে?'

নীলা আসমান সংক্ষেপে বলে চলে, ঐ অবস্থায় বন্ধুকে উদ্ধার করাটাই তার একমাত্র ব্রত হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কোনো পথ না দেখে সে ডাক্তারের শরণাপন্ন হয়েছিল। নতুন পাশ করা ডাক্তার। প্রথমটাতে একচোট বকাবকি করে বললেন — ঠিক আছে ব্যবস্থা হয়ে যাবে। তবে শ' খানেক টাকা লাগবে।

কিন্তু টাকা কোথায়?

অত টাকা কবিতাই বা কোথায় পাবে? এসব কথা তো আর অন্যকে জানানো চলে না। কোন কিছু না ভেবে নীলা তার মার একটি হার বন্ধক দিয়ে ডাক্তারকে একশোটি টাকা দিয়েছিল।

কিন্তু এখন ঠিক কি করি বলো তো! চুপ করে আছ যে? কিছু বলো?

— না, ভাবছি এ ব্যাপারে তুমি জড়িত না থাকলেই পারতে! আমি ঠিক তোমাকে সমর্থন করতে পারছি না।

- জানি, তোমরা পুরুষ জাতটা ঐ রকম! ধরো, হঠাৎ যদি আমিই মা হয়ে যাই?

- বিয়ে করবো।

- তা জানি। কিন্তু সুরেশ তা করেনি। অথচ সে তোমাদের পুরুষদেরই একজন!

- সবাই সমান হতে পারে না।

— বুঝলাম তা পারে না। কিন্তু

তুমিই বলো ওর তখন কি করা উচিত ছিল ?

- আত্মহত্যা ... ... ।

- কি বললে। আত্মহত্যা। কিন্তু ও তো কোন অপরাধ করেনি। তবে ? একদিন তো ওর বিয়ে হবে। যার সঙ্গে বিয়ে হবে তাকে যে কতবড় ফাঁকি দেওয়া হবে তাই ভাবছি।

সত্যিই তো, বিবাহিত স্বামীকে ফাঁকি দেওয়া ছাড়া আর কিই বা হতে পারে ? বিষাদের কালো ছায়া নেমে আসে নীলা আসমানের মুখে। মনে মনে ভাবে - চিনি তোমাদের ভাল করেই ! মধুপান করে উড়ে যাবে, দায়িত্ব তোমরা নিতে চাও না। ওটাতেই তোমরা ভয় পাও সবচেয়ে বেশী।

- যাই হোক, তোমার পক্ষে সম্ভব কি না তাই বলো।

- দেব। তবে, তার আগে তোমার বন্ধুর সঙ্গে একবার আলাপ করতে চাই। আপত্তি না থাকলে তুমি তার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিও।

- যদি তার সঙ্গে তোমার দেখা না হয় ?

- আচ্ছা, সে পরে ভাবা যাবে। সামনের ষ্টেশনেই আমাকে নামতে হচ্ছে। তাহলে নীলা আবার কবে দেখা করছো ?

- যেদিন তুমি বলবে।

ষ্টেশনে ট্রেন থামল। অনিরুদ্ধের নামার কোন লক্ষণই দেখা গেল না। ট্রেন ছাড়তে নীলা বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করল, - নামলে না যে ?

— থাক্, তোমাকে পৌঁছে দিয়েই ফিরে আসব। তাছাড়া তুমি তো অভি-যোগ করো কোনদিন না কি তোমাদের ষ্টেশন পর্যন্ত গেলাম না। নিশ্চয়ই, এরপর আর সেই অভিযোগ করবে না ?

কামরাতে ওরা ছাড়া আর অল্প কয়েকজন যাত্রী। কথা বলার সুবিধাই হলো। আকাশটা ক্রমশঃ অন্ধকার হয়ে আসছে। সম্ভবতঃ বৃষ্টি হবে। অল্প কিছু-ক্ষণ পরেই ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি পড়তে শুরু করল। নীলার ধারণা হয়েছিল অনিরুদ্ধ টাকাটা দিতে দ্বিধা করবে না। অথচ এই সামান্য কটি টাকা দিতে ও যে কেন কিন্তু কিন্তু করছে বুঝে উঠতে পারল না।

— 'তাহলে আগামী বুধবার তোমার বন্ধুকে নিয়ে দেখা করছ তো ?

— আমি নিশ্চয়ই যাব। বন্ধুর কথা সঠিক বলতে পারছি না।

— এই ! এবার তুমি ঐ সর্ট ঝুলের ব্লাউজ পরাটা ছাড়ো। আমার ভীষণ খারাপ লাগে।

— আমার ইচ্ছে ! কপট রাগের ভঙ্গীতে নীলা ঘুরে বসল।

— তোমার ব্যক্তিগত স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করার অধিকার আমার আছে, তাই বললাম। আচ্ছা, তুমি মাকে সরাসরি বলেই দাও না যে বন্ধুর উপকার করতে গিয়ে হারটা খুইয়েছ ?

— সে কথাও ভেবেছি। কিন্তু, এসব কথা কি মাকে বলা যায় ?

— উপকার করার সময় কথাটা মনে রাখলে ভাল করতে।

— অত কথা শুনতে চাই না। দেবে কিনা বলো ?

— দেব না বলেছি কি ? আসলে তোমার বন্ধুর কেসটা নিয়ে গভীর ভাবে চিন্তা করছি।

ট্রেন থেকে ওরা নেমে দাঁড়াতেই আকাশে বিদ্যুৎ চমকে উঠলো। এত অল্প সময়ের মধ্যে এত ঘনিষ্ঠতা ! অনিরুদ্ধের ভাবতেই অবাক লাগে। কতদিন আগে ওদের আলাপ ? মাত্র একটি মাস।

— তুমি একটু অপেক্ষা করো। আমি তোমার টিকিটটা করে আসছি।

অন্ধকার বেশ জমাট, কতই বা রাত ? ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখল অনিরুদ্ধ প্রায় আটটা বাজে। সিগারেট বার করল, দুর্ভাগ্য ! দেশলাই নেই। সিগারেট হাতেই প্ল্যাট ফর্মে পায়চারি করতে থাকে। ঐ সময়েই প্রায় নির্জন তিন নম্বর প্ল্যাটফর্মটি।

এই যে দাদা ! আপনার দেশলাইটা এক বার দিন' — পাশের ভদ্রলোকের জ্বলন্ত সিগারেট লক্ষ্য করেই অনিরুদ্ধ দেশলাই চাইল। সিগারেট ধরিয়ে সৌজন্য বজায় রাখতে গিয়ে ধন্যবাদ জানাল। দেশলাইটা হাতে করতে গিয়ে ভদ্রলোক বিস্মিত

হয়ে প্রশ্ন করলেন, — 'অনিরুদ্ধ, তুই! লক্ষ্যই করি নি তোকে। তাছাড়া কতদিন পরে দেখা।

— ভাল আছিস সুব্রত?

— 'হ্যাঁ। তারপর কোথায় যাবি? নিশ্চয়ই বাড়ী।

- ঠিক ধরেছিস্ তুই?

- আমাকে যেতে হবে একটা রুগী দেখতে। এখানে একটি মেয়ের জন্য অপেক্ষা করছিলাম।

— কি ব্যাপার। প্রেম না কি?

- 'রাবিশ, ডাক্তার মানুষ আমি। প্রেম করার সময় কোথায়? তাছাড়া প্রেমের সমাধানের জন্যই তো আমরা।

- কি ব্যাপার, একটু খুলে বল তো?

- কাছে আয় বলছি -। মেয়েটি আত্মহত্যা করতে গিয়েছিল। আমিই বাঁচালাম। কিন্তু টাকাটা আদায় করতে পারছি না।'

- আত্মহত্যা করতে গিয়েছিল কেন?

· যুগের হাওয়া বইছে রে ভাই। কুমারী মেয়ে মা হতে চলেছিল -।

- মেয়েটির নাম?

- তোদেরই জাত, নীলা আসমান। চলিরে - পরে দেখা হলে সব বলব। ওরা আমার জন্য অপেক্ষা করছে। পরের ষ্টেশনেই নামব। তুই আসিস না একদিন আমার ওখানে।

ট্রেন আসছে - লক্ষ্য করল অনিরুদ্ধ। ডাক্তার বন্ধুর শেষের কথাগুলো যেন তার কানেই আসে নি। ছুটতে ছুটতে নীলা এল। - 'এই - । তুমি তো এই ট্রেনেই যাবে। তাড়াতাড়ি উঠে পড়ো। এর পরে তো ট্রেন আসতে দেরী হবে, টিকিটটা অনিরুদ্ধের হাতে দিল।

যন্ত্রচালিতের মত অনিরুদ্ধ একটা কামরায় উঠল। নীচে দাঁড়িয়ে নীলা।

এই যাঃ, একদম ভুলে গিয়েছিলাম। তুমি টাকার কথা বলেছিলে না? এই নাও। আমার কাছেই ছিল। অনিরুদ্ধ দুটো একশো টাকার নোট গুঁজে দেয় নীলার হাতে।

— কি ব্যাপার, আমাকেই যে টাকাটা দিচ্ছ। নীলা বিস্মিত, এইভাবে

টাকাটা পেয়ে যাবে ভাবতেই পারে নি। বলল, — 'সত্যিই টাকাটা না পেলে মার কাছে মুখ দেখাতে পারতাম না।'

— ভুল বললে। মার কাছে নয়, ডাক্তারের কাছে' — । হাসল অনিরুদ্ধ। মৃদু হাসি। বৈদ্যুতিক ট্রেন উভয়ের ব্যবধান-কে বাড়িয়ে তুলল অল্প সময়ের মধ্যেই, দূর হতে অনিরুদ্ধ দেখল — নীলা তখনও সেখানে দাঁড়িয়ে।

—::—

বিদ্যাসাগর বা বিবেকানন্দ খুব বেশী নেই আমাদের সমাজে। থাকলে এ দুর্দশা হতনা আমাদের। কিন্তু যাদের আমরা চিনিনা, যাদের নাম কখনও শুনিনি এমন লোকের মধ্যেও অসাধারণ লোক আছেন। তাই এত দুর্দশা সত্ত্বেও আমরা তলিয়ে যাইনি।

— বনফুল

সংগ্রাহক — বি ৫৫৯০ রঞ্জিতকুমার দত্ত।

একাকী মানুষ যা চিন্তা করে সেটাই তার নিজের চিন্তা। নিঃসঙ্গ মানুষ নিজের প্রকৃতিকে কাছে পায়। সেই জন্যেই একাকীত্বের একটা উপকারীতা আছে বলে মনে হয়। তা দীর্ঘ হলেও ক্ষতি নেই।

— সুকান্ত

সংগ্রাহক — ৬৪৭২ প্রদীপ দাস।

অষ্টম বার্ষিক

মিতা সম্মেলন

লিখেছেন — বিশ্বমিতালি সংঘের পক্ষে —
শ্রীবীরেণ চট্টোপাধ্যায়।

রবিবার ২রা পৌষ, ১৩৭৯ শেওড়াফুলিস্থিত ইষ্টার্ণ বেলটিং এণ্ড কটন মিলস্ লিঃ-এর উদ্যানে বিশ্বমিতালি সংঘের বহু প্রতীক্ষিত অষ্টম বার্ষিক 'মিতা সম্মেলন' অনুষ্ঠিত হয়। গতবারের মত এবারেও অনুষ্ঠান ছিল কৃত্রিম অমুক্ত। ছিল না সভাপতির বাহুল্য, প্রধান অতিথি আপ্যায়ণের আতিশয্য। গতানুগতিক পদ্ধতি ছেড়ে আমরা সবাই মিলিত হয়েছিলাম খোলা আকাশের তলায়, উন্মুক্ত প্রকৃতির কোলে, শীতের রৌদ্রস্নাত সকালে। সেখানে হয়তো ছিল না পর্য্যাপ্ত পরিমাণে বনমর্ম্মর, ছিল না পাখীর কাকলী, ছিল প্রকৃতির সন্তান কয়েকটি হরিণশিশুর উদ্দাম গতিবিধি আর সমবেত মিতাদের কলগুঞ্জন। মাইকে ভেসে আসা একের পর এক মিতার দরদভরা সুরেলা কণ্ঠের সঙ্গীত, আবৃত্তি আর হাস্যকৌতুক। কে কতোটা নৈপুণ্যের পরিচয় রেখেছেন সেটাই বড় কথা নয়। বড় কথা হলো প্রত্যেক মিতাই চেষ্টা করেছেন অপরকে আনন্দ দিতে এবং তার বিনিময়ে নিজেও আনন্দ পেতে।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'আমি এবং আমি - না'র মধ্যে কেবলই আনাগোনার জোয়ার - ভাঁটা চলছে। এমনি করে আমি আমাকে জানছি বলেই তার প্রতিঘাতে সকলকে জানছি এবং সকলকে জানছি বলেই তার প্রতিঘাতে আমাকে জানছি। বিশ্ব - আমির সঙ্গে আমার আমির এই নিত্যকালের ঢেউ খেলাখেলি। আমাদের বিশ্বমিতালি সংঘেরও বোধ হয় এটাই মর্ম্মবাণী। তারই

প্রকাশ ঘটেছিল সেদিনের মিতা সম্মেলনে। 'বিশ্ব - আমি'র সঙ্গে 'আমার আমি'র সংযোগ ঘটাতেই আমাদের এই মিলনোৎসব। এ - ও আমাদের এক তীর্থযাত্রা। কিন্তু সে তীর্থ ক্ষেত্র পথের প্রান্তে নয়, পথের দু'ধারেই ছড়িয়ে আছে আমাদের দেবালয়। বিশ্বমিতালির প্রাঙ্গনে সমবেত হয়ে সে পরিচয় আমরা পেয়েছি।

সঠিক নির্ঘন্ট অনুসারে অনুষ্ঠান সুরু করা যায় নি। দূর দূরান্তর থেকে মিতারা এসেছেন। স্বভাবতঃই অনেকের বিলম্ব ঘটেছে উৎসব প্রাঙ্গণে উপস্থিত হ'তে। সর্বশ্রী শংকর বন্দ্যোপাধ্যায়, সমীর দে, অরুণ চট্টোপাধ্যায় এবং শিখা দে একটি বৈদিক স্তোত্র দিয়ে উৎসবের সূচনা করেন। মিতা সম্মেলন উপ-সমিতির সভাপতি সংঘের প্রবীণ সদস্য শ্রীবরেন্দ্র সুন্দর চট্টোপাধ্যায় শারীরিক অসুস্থতাবশতঃ যথাসময়ে উপস্থিত হতে পারেন নি। তাঁর অনুপস্থিতিতে সম্মেলনের অন্যতম সম্পাদক শ্রীসমীর দে সমবেত মিতা ভাই - বোন এবং অতিথি-বর্গকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন।

এরপর মিতা পরিচয়ের সূচনা হলো। পত্রের মাধ্যমে যে পরিচয়, চাক্ষুষ পরিচয়ে তা' কিরূপ নেবে, আমবার জন্য প্রতিটি মিতাই উদ্‌গ্রীব হয়ে অপেক্ষা করছিলেন। যখনই একজন মিতা মাইকের কাছে দাঁড়িয়ে আত্ম - পরিচয় দিচ্ছিলেন আর সবাই দু'চোখে অসীম কৌতূহল নিয়ে সেদিকে তাকিয়ে ছিলেন।

ইতিমধ্যে বরেণবাবু এসে উপস্থিত হন। তিনি তাঁর বক্তৃতায় সংঘের সদস্যদের একটি দীর্ঘায়তনের কৌতূহলের নিবৃত্তি ঘটান। বিশ্বমিতালি সংঘের প্রতিষ্ঠায় পটভূমিকা মিতারা তাঁর বক্তৃতা থেকে জানতে পারেন।

কংসের কারাগারেই জন্ম হয়েছিল কংস হত্যাকারী ভগবান শ্রীকৃষ্ণের। তেমনি ব্রিটিশের কারাগারেই অঙ্কুরিত হয়েছিল আমাদের জাতীয় ঐক্যের বীজমন্ত্র। সময়টা এই শতাব্দীর তৃতীয় দশকের শেষাশেষি। আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে তখন অন্তরীণ ছিলেন সুভাষচন্দ্র বসু, বিপিন গাঙ্গুলী, 'ভারতী' পত্রিকার সম্পাদক মাখন লাল সেন, ডঃ জে, এম. দাসগুপ্ত, 'বেণু' পত্রিকার সম্পাদক শ্রীসুনীল সেনগুপ্ত, 'গীতিকার' শ্রীপ্রণব রায়, 'শ্রমিক' পত্রিকার সম্পাদক শ্রীরমণী রঞ্জন গুহরায় প্রভৃতি। তাঁদের সঙ্গে ছিলেন শ্রীবরেন্দ্র সুন্দর চট্টোপাধ্যায়। একদিন অন্য একটা ওয়ার্ডে বিচারাধীন রাজবন্দীদের ওপর সুরু হলো নির্মম অত্যাচার। তাদের আর্তনাদে নিজেকে সংযত রাখতে পারলেন না সুভাষচন্দ্র।

নিজ প্রাণের মায়া করে ছুটলেন এই অত্যাচারের প্রতিকার করতে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ পড়ে গিয়ে নিজেই আহত হলেন। সেদিন তাঁরা কয়েদীদের ওপর এই পৈশাচিক অত্যাচারের প্রতিকার করতে পারেন নি। কিন্তু উপলব্ধি করেছিলেন অত্যাচারী ব্রিটিশের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হলে সর্বাগ্রে যেটি প্রয়োজন তা হলো জাতীয় ঐক্য।

এরই ফল স্বরূপ দুটি প্রতিষ্ঠানের পরিকল্পনা করা হয়। একটি মহাজাতি সদন, অপরটি আজকের বিশ্বমিতালি সঙ্ঘ। সমগ্র বাঙ্গালী জাতির মধ্যে ঐক্যবোধ স্থাপনের একটি সুন্দর প্রচেষ্টা। এই উপলক্ষ্যে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হয় নাম 'বিশ্বদূত'। সেটাই পরবর্তীকালে 'লিপিমিতা' নাম গ্রহণ করে।

বরেণ বাবুর বক্তৃতার পর অনুষ্ঠান পুরোদমে এগিয়ে চলে। বিভিন্ন বিষয়ে যাঁরা অংশ গ্রহণ করেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন সঙ্গীতে সর্বশ্রী শংকর বন্দ্যোপাধ্যায়, অরুণ চট্টোপাধ্যায়, অবনী চৌধুরী, মৃণাল চট্টোপাধ্যায়, আবৃত্তিতে সর্বশ্রী উত্তম কুমার কোলে, পল্টু মুখোপাধ্যায়, জয়ন্ত কুমার নাগ, কল্যাণ কুমার ভট্টাচার্য্য, রজত রায় চৌধুরী। হাস্যকৌতুকে সর্বশ্রী দীপক চন্দ্র পোদ্দার, অমল কুমার হাজরা এবং শ্যামল বন্দ্যোপাধ্যায়, তবলা – লহরায় শ্রীঅভিজিৎ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি। মধ্যাহ্নভোজনের ঠিক আগে দুটি হাসির গান পরিবেশন করে মিতাদের আনন্দ দান করেন শ্রীঅরুণ চট্টোপাধ্যায়।

মধ্যাহ্নভোজনের পর শুরু হয় একটি সুন্দর অনুষ্ঠান — 'আমার চোখে সঙ্ঘ' আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন সর্বশ্রী জ্ঞানেন্দ্র নাথ রায়, বীণা রায় (বসু), নির্মল দেবনাথ এবং অরুণ চট্টোপাধ্যায়।

সদ্য বিদেশ প্রত্যাগত শ্রীজ্ঞানেন্দ্র নাথ রায় জানান, বিদেশের হাসপাতালে যখন স্বজনহীন অবস্থায় তাঁর রোগ যন্ত্রণা কাতর দিনগুলি কাটছিল, সে সময় একদিন দেশ পত্রিকার পাতায় বিশ্বমিতালি সংঘের বিজ্ঞাপন দেখে তিনি এর সদস্য হন। মিতাদের কাছ থেকে পাওয়া সুন্দর চিঠিগুলো সেদিন তাঁর যন্ত্রণা উপশমে অনেকখানি সহায়তা করেছিল। শ্রীমতি বীণা রায় (বসু) ও জানান বিদেশে থেকে তিনি সংঘের উপযোগিতা অনুভব করেছিলেন। আলোচনায় অংশ গ্রহণ করে অনেকেই কয়েকটি গঠনমূলক প্রস্তাব রাখেন। অন্যান্য কয়েকজন মিতাও সঙ্ঘ সম্পর্কে কয়েকটি গঠনমূলক প্রস্তাব দিয়েছেন।

এরপর শ্রীজ্ঞানেন্দ্র নাথ রায় যাদুবিদ্যা প্রদর্শন করেন। শ্রীঅরুণ চট্টোপাধ্যায়ের একটি সময়োচিত গান দিয়ে অনুষ্ঠান শেষ হয়।

সকাল আটটায় যার সূচনা, সন্ধ্যা ছ'টায় তার সমাপ্তি। মাত্র দশ ঘণ্টার মিলন তারপরেই সবাই ফিরে গেলেন। শুধু স্মৃতিভারে একাকী অন্ধকারে পড়ে রইল শেওড়াফুলির মনোরম উদ্যান। কিন্তু মাত্র দশ ঘণ্টার যে - স্মৃতি অন্তরে গেঁথে নিয়ে মিতারা সেদিন বিদায় নিলেন পরস্পরের কাছ থেকে দশ বছরেও বুঝি তা মুছে যাবার নয়। আজকেই যাদের সঙ্গে প্রথম পরিচয়, আবার কালকেই যারা চলে যাবে দূরে তাদের মধ্যেই সেদিন গড়ে উঠেছিল এক অচ্ছেদ্য প্রীতির বন্ধন। দীর্ঘ অদর্শনের পর প্রিয় বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হলে মানুষ যেমন নিজেকে হারিয়ে ফেলে, আবার বিদায় নেবার সময় যেমন অজান্তেই গলা ভারি হয়ে ওঠে, সেদিন মিতাদের আচরণেও সেই পরিচিত দৃশ্যই চোখে পড়েছিল।

মিতা সম্মেলন আগেও অনেকবার হয়েছে, সে - সব সম্মেলনেও মিতাদের দেখেছি, সকলের মাঝে নিজেকে মেলে ধরবার চেষ্টা, পরকে আপন করে নেবার আন্তরিক আগ্রহ। কিন্তু এবারের অভিজ্ঞতা তুলনাহীন। সমবেত মিতারা অল্প সময়ের মধ্যেই ব্যক্তিগত সত্তা ভুলে গিয়ে এমন ভাবে শুধুমাত্র একটি সত্তায় পরিণত হ'তে পেরেছিলেন যে মনেই হয়নি এঁদের মধ্যে আজকেই প্রথম দেখা হয়েছে।

একটি অনুযোগ কিন্তু খুব সোচ্চারে না হলেও অনেক মিতার মধ্যেই অস্ফুট শোনা গেছে। সম্মেলনে - মিতাদের উপস্থিতির স্বল্পতা তাদের কিছুটা হতাশ করেছে। এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক অস্থিরতার জন্য গত দু'বছর মিতা সম্মেলন অনুষ্ঠানে ছেদ পড়েছিল। এবারে উপস্থিতির সংখ্যা কমে যাবার এটাও অন্যতম কারণ হতে পারে।

সব শেষে বাকী থাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের পালা। সর্বপ্রথমেই উল্লেখ করছি ইষ্টার্ণ বেলটিং এণ্ড কটন মিলস্ লিঃ কর্তৃপক্ষের - যাঁদের সৌজন্যে অধিবেশনের স্থান সংগৃহীত হয়েছে। তাঁদের কাছে আমাদের যে ঋণ, ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মাধ্যমে তার পরিশোধ সম্ভব নয়। এঁরা চিরদিনের জন্য আমাদের কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করে রেখেছেন। এ - ছাড়া সম্মেলনে যাঁরা অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে আমাদের আনন্দবর্ধনে সহায়তা করেছেন,

এই প্রসঙ্গে তাঁদেরও আমরা ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

অনেকেই হয়তো অভিযোগ করবেন যে, তাঁরা আরও বড় আশা নিয়ে এসে ছিলেন তাঁদের সে - আশা ফলবতী হয় নি। অভিযোগটা হয়তো ভিত্তিহীন নয়। তবে গোলাপ তুলতে গেলে তো ফুলও জোটে আবার কাঁটাও ফোটে। কিন্তু ফুলের সৌরভ ভুলে গিয়ে কাঁটার আঘাতটাই মনে গেঁথে রাখা কোন কাজের কথা নয়। তাই বলি কি পাইনি তার হিসাব মেলাতেই ব্যস্ত না থেকে যেটুকু পেলাম তার স্মৃতিটুকু মনে রেখে পরবর্তী সম্মেলনের জন্য এখন থেকে প্রস্তুতি নেওয়াটাই বোধ হয় অধিকতর সমীচীন হবে যাতে সে সম্মেলন আরও সুষ্ঠু এবং সর্বাঙ্গীন সুন্দর হয়ে উঠতে পারে।

—::—

এ কথা কখনও ভুলোনা যে অন্যায় ও অসত্যের সঙ্গে আপোষ করে করে চলার মত ঘৃণ্য পাপ আর কিছুই নেই। সব সময় মনে রেখো এই শাশ্বত সত্য, জীবন দিয়েই জীবনকে পেতে হয়, মৃত্যুর ভাবনা ভেবেই অন্যায় আর অসত্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হয়।

— নেতাজী

সংগ্রাহক — বি ২১৯২ সৌরেন্দ্র রায়

অঙ্কে যারা কাঁচা

(৯ম স্তবক)

— জ্ঞানেন্দ্র নাথ রায়

কলিকাতা — ৫০

এই 'অঙ্কে যারা কাঁচা' প্রবন্ধটির প্রথম স্তবক প্রকাশ করা হয় 'লিপিমিত্তা'র ১৩৭৭ সালের ৩য় সংখ্যায় (আশ্বিন - কার্ত্তিক - অগ্রাণ)। নতুন মিতা ভাই বোনদের অনেকে হয়তো সেগুলো পড়বার সুযোগ পান নি। পরে কোন এক সময় সেগুলো পুনরায় ছাপানোর ব্যবস্থা করা যেতে পারে। ইতিমধ্যে কারও প্রয়োজন হলে অন্য কোন মিতার কাছ থেকে পুরনো-গুলো সংগ্রহ করবার চেষ্টা করতে পারেন।

৫, ৯, ১১ প্রভৃতি ছোট ছোট সংখ্যা দিয়ে কী ভাবে গুণ করতে হয় সে সম্বন্ধে প্রথম ও দ্বিতীয় স্তবকে লেখা হয়েছে। এবার আরও কয়েকটি নিয়ম দেওয়া হচ্ছে যার সাহায্যে ৬, ৭, ১২ দিয়ে গুণ করা যায়। এগুলো অপেক্ষাকৃত কঠিন মনে হ'তে পারে। তবে এই নিয়মগুলোর সুবিধে এই যে নামতা না জানলেও চলে। প্রথম প্রথম একটু অসুবিধে হ'তে পারে এই নতুন নিয়মে গুণ করতে। অভ্যেস হয়ে গেলে লক্ষ্য করবেন যে এই সব নিয়মে গুণ করলে ভুল কম হয়।

এবার প্রতিটি নিয়মের বিশদ ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করা হবে যাতে আপনাদের মধ্যে যারা একটু বেশী উৎসাহী তারা বুঝতে পারেন কীভাবে এই নিয়মগুলো তৈরী হয়েছে।

(২৮) ১২ দিয়ে গুণ :—

নিয়ম : গুণ্যের ডান দিক থেকে শুরু ক'রে ক্রমান্বয়ে প্রতিটি অঙ্ককে দ্বিগুণ ক'রে সেই অঙ্কের ঠিক ডান পাশের অঙ্কটি যোগ করে যোগফল লিখলে ৬ এর গুণফল পাওয়া যায়। বলাবাহুল্য 'হাতে থাকলে' তা পরের ধাপে যোগ

করতে হবে।

১ম উদাহরণ :– ২১৪ × ১২ = কত?

এই উদাহরণে প্রতিটি ধাপ বিশদ ভাবে দেখানো হচ্ছে –

২১৪´ × ১২
―――
৮

৪ এর দ্বিগুণ হচ্ছে ৮ এবং ৪ এর ডান দিকে কিছু নেই, তাই বসানো হয়েছে ৮ + ০ = ৮

২১´৪ × ১২
―――
৬৮

১ এর দ্বিগুণ ২ এবং ১ এর ডান দিকের অঙ্ক হচ্ছে ৪, সুতরাং নামানো হয়েছে ২ + ৪ = ৬

২´১৪ × ১২
―――
৫৬৮

২ এর দ্বিগুণ ৪, ডান দিকে আছে ১, অতএব, ৪ + ১ = ৫

০´২১৪ × ১২
―――
২৫৬৮

০ এর দ্বিগুণ ০, ডান দিকে আছে ২, অতএব, ০ + ২ = ২

২য় উদাহরণ :– ৩৭৬ × ১২ = কত?

৩৭৬´ × ১২ এক্ষেত্রে হাতে রইল ১
―――
২

৩৭´৬ × ১২
―――
১২

এক্ষেত্রে ১ পাওয়া গেছে এভাবে – ৭ × ২ + ৬ + হাতের ১ = ২১, নামল ১, হাতে রইল ২

৩´৭৬ × ১২
―――
৫১২

৩ × ২ + ৭ + হাতের ২ = ১৫, নামল ৫ হাতে রইল ১

০´৩৭৬ × ১২
―――
৪৫১২

০ × ২ + ৩ + হাতের ১ = ৪

৩য় উদাহরণ : ১২৭৭৪৩ × ১২ = কত?

ওপরের উদাহরণ গুলোতে বোঝানোর জন্য প্রতিটি ধাপ পৃথক ভাবে দেখান হয়েছে। এই উদাহরণে তা দেখান হচ্ছে না। ফলে পুরো অঙ্কটি হয়ে গেলে দেখাবে এ রকম।

১২৭৭৪৩ × ১২
―――
১৫৩২৯১৬ = নির্ণেয় উত্তর
১২১১ — হাতে কত ছিল

তা মনে রাখবার জন্য এভাবে লেখা হয়েছে।

অনুশীলন :— পদ্ধতিটি অভ্যাসের জন্য এই কয়েকটি অঙ্ক দেওয়া হচ্ছে —

৪১১ × ১১
৩২৪ × ১২
১৩৮৬ × ১২
১৯৭২৩ × ১২

ব্যাখ্যা :— যে নিয়মে সাধারণত: ১১ দিয়ে গুণ করা হয়, সেভাবে ২১৪ গুণ করলে গুণফলটি দেখতে হয় এইরকম :—

২১৪
১১
৪২৮
২১৪
২৫৬৮

৮ = ৪ × ২ + ০   ৪ এর দ্বিগুণ + ০
(কারণ + ৪ এর ডান দিকে কিছু নেই)
৬ = ১ × ২ + ৪   = ১ এর দ্বিগুণ, ২ + ৪
(কারণ ১ এর ডান দিকে ৪)
৫ = ২ × ২ + ১ = ২ এর দ্বিগুণ, ৪ + ১
(কারণ ২ এর ডান দিকে ১)
২ = ০ × ২ + ২ = ০ এর দ্বিগুণ, ০ + ২
(কারণ সবচেয়ে বাঁদিকে আছে ২)।

এ থেকে বোঝা যাচ্ছে যে সাধারণ নিয়ম আর এ নিয়মের মধ্যে ব্যতিক্রম কিছু নেই। একমাত্র পার্থক্য যে গুণ ফলের প্রথম দুটো ধাপ (এ ক্ষেত্রে ২ দিয়ে গুণ আর ১ দিয়ে গুণ) না লিখেই গুণ ফল নির্ণয় করা সম্ভব হয়।

১১ দিয়ে গুণ করবার নিয়মটি (প্রথম স্তবক) যাদের মনে আছে তারা হয়তো লক্ষ্য করেছেন যে ১১ এবং ১১ দিয়ে গুণ করবার পদ্ধতি দুটো প্রায় এক রকম

১৩ দিয়ে কখনও গুণ করবার প্রয়োজন হলে কী করে করতে হবে আপনারা নিজেরা বেড় করে নিতে পারবেন কি ? ১৩ দিয়ে গুণ করার পদ্ধতি, অনেকটা ১২ দিয়ে গুণ করবার পদ্ধতিটির মতই হবে।

১৯) ৬ দিয়ে গুণ :—

১১ দিয়ে গুণ করে যা উত্তর পাওয়া যায় ৬ দিয়ে গুণ করে নিশ্চয়ই তার অর্দ্ধেক পাওয়া যাবে। অর্থাৎ ১২ দিয়ে গুণ করবার পদ্ধতিটির প্রতিটি ধাপে যদি উত্তর অর্ধেক করে লেখা হয়, তাহলে নিশ্চই নির্ণেয় উত্তর ৬ এর গুণ ফল

পাওয়া যাবে।

১১ দিয়ে গুণ করবার পদ্ধতিতে প্রতিটি অঙ্কের দ্বিগুণের সঙ্গে তার ডান পাশের অঙ্ক যোগ করা হয়। অর্থাৎ ৬ দিয়ে গুণ করবার পদ্ধতিটিতে প্রতিটি অংকের সংগে (এ ক্ষেত্রে আর দ্বিগুণ নয়) তার ডান দিকের অংকটির অর্ধেক পুরো নয় যোগ করতে হয়। কিন্তু এই নিয়মে শুদ্ধ উত্তর তখনই পাওয়া যায় যখন সবগুলো অংকই জোড় অর্থাৎ ২, ৪, ৬, ৮ অথবা ০ যেমন ২৬৮×৬ ৮৪২৬×৬ প্রভৃতি। যে নিয়মে সঠিক উত্তর পাওয়া যায় তা হচ্ছে —

নিয়ম :

ডান দিক থেকে শুরু করে প্রতিটি অংকের সংগে তার ডান পাশের অংকটির অর্ধেক যোগ করতে হয় এবং অংকটি অর্থাৎ যার সংগে যোগ করা হচ্ছে, বেজোড় হলে আরো ৫ যোগ করতে হয়। অর্ধেক করতে গিয়ে ভগ্নাংশ হলে কেবল মাত্র পূর্ণ সংখ্যাটি নিতে হয়। যেমন ৫ এর অর্ধেক ২½ এর পরিবর্তে ২।

১ম উদাহরণ :—

৪৩২৮৪×৬ = কত ?

পদ্ধতিটি বিশদ ভাবে দেখানো হচ্ছে এই উদাহরণে —

৪৩১৮৪′ × ৬

এক্ষেত্রে ৪ অংকটি হচ্ছে জোড় এবং তার ডান দিকে অন্য কোন অংক নেই ৪ + ০ = ৪

৪৩১৮′৪ × ৬
———
০৪

এক্ষেত্রে ৮ (= জোড়) এবং ৪ এর অর্দ্ধেক যোগ করে পাওয়া গেছে ১০ এবং শূন্য নামিয়ে ১ হাতে রাখা হয়েছে।

৪৩১′৮৪×৬
———
৭০৪ ২ + (৮ এর ½) + হাতের ১ = ৭

৪৩′১৮৪×৬
———
৯৭০৪ এক্ষেত্রে ৩ হচ্ছে বেজোড় অর্থাৎ ৩ আর ২ এর অর্ধেকের সংগে ৫ যোগ করতে হবে, ৩ + (২ এর ½) + ৫ = ৯

৪´৩১৮৪ × ৬

৫৯১০৪   ৪ + (৩ এর $\frac{1}{2}$) = ৫

(৫ $\frac{1}{2}$ হয়)

নির্ণেয় উত্তর : -

০´৪৩১৮৪ × ৬

২৫৯১০৪   ০ + (৪ এর $\frac{1}{2}$) = ২

১ম উদাহরণ :—

৫২১৭৩৪৮ × ৬ = কত ?

৫২১৭৩৪৮´ × ৬

৮   এখানে ৮ + ০ = ৮

৫২১৭৩৪´৮ × ৬

৮৮   এক্ষেত্রে ৪ + (৮ এর $\frac{1}{2}$)

৫২১৭৩´৪৮ × ৬

০৮৮   এখানে ৩ + (৪ এর $\frac{1}{2}$)

১   + ৫ বেজোড় বলে = ১০

৫২১৭´৩৪৮ × ৬

৪০৮৮   ৭ + (৩ এর $\frac{1}{2}$) + ৫

১   + হাতের = ১৪

৫২১´৭৩৪৮ × ৬

৬৪০৮৮   ২ + (৭ এর $\frac{1}{2}$) +

হাতের ১ = ৬ (৬ $\frac{1}{2}$ নয়)

৫´২১৭৩৪৮ × ৬

১৬৪০৮৮   ৫ + (২ এর $\frac{1}{2}$) +

১   ৫ = ১১

নির্ণেয় উত্তর :—

০´৫২১৭৩৪৮ × ৬

৩১৬৪০৮৮   ০ + (৫ এর $\frac{1}{2}$)

+ ১ = ৩

৩য় উদাহরণ :—

১২৭৭৪৩ × ৬ = কত ?

নির্ণেয় উত্তর :-

১২৭৭৪৩ × ৬

৭৬৬৪৫৮

অনুশীলন : অভ্যাসের জন্য কয়েকটি নতুন অংক নীচে দেওয়া হচ্ছে -

৪১১ × ৬

৩২৪ × ৬

১৩৪৬ × ৬

১৯৭১৩ × ৬

ব্যাখ্যা :- ৬কে এভাবে লেখা যেতে পারে : ১০ এর $\frac{1}{2}$ + ১ অর্থাৎ কোন গুণ্যকে ৬ দিয়ে গুণ না করে প্রথমে ১০ দিয়ে গুণ করে তার অর্ধেক নিয়ে পরে সেই গুণটি (অর্থাৎ ১ এর গুণফল) যদি যোগ করে যোগফল লেখা হয় তাহলে নিশ্চই ৬ এর গুণ ফল পাওয়া যাবে। এবার দেখা যাক ২৪৮ × ৬ এরগুণফল বের করতে হলে কী করতে হবে।

২৪৮ × ১০ = ২৪৮০

২৪৮০ এর $\frac{1}{2}$ = ১২৪০ এর সংগে যোগ করতে হবে ২৪৮ অর্থাৎ ১২৪০ + ২৪৮ = ১৪৮৮ হচ্ছে নির্ণেয় উত্তর।

এবার দেখা যাক ১৪৮৮ উত্তরটির চারটে অংক কী ভাবে পাওয়া গেছে।

ডান দিক থেকে শুরু ক'রে—

১৪৮৮′ এর ৮ = ১৪৮′ এর ৮ + ১২৪০ এর ০

১৪৮′৮ এর ৮ = ২৪`৮ এর ৪ + ১১৪০ এর ৪ (৪ = ২৪৮ এর ৮ এর ১/২)

১৪`৮৮ এর ৪ = ২`৪৮ এর ২ + ১২৪০ এর ২ (২ = ২৪৮ এর ৪ এর ১/২)

১′৪৮৮ এর ১ = ০`২৪৮ এর ০ + ১`২৪০ এর ১ (১ = ২৪৮ এর ১ এর ১/২)

এবার পরীক্ষা করা হচ্ছে, এই পদ্ধতিটির 'বেজোড় হলে আরও ৫ যোগ করতে হয়' কথাটার অর্থ কী? ওপরের উদাহরণে ২৪৮ এর প্রতিটি অঙ্ক জোড়। এই গুণ্যটি ২৩৮ হলে, ৩ অঙ্কটি বেজোড়। এক্ষেত্রে—

২৩৮ × ১০ এর ১/২ = ১১৯০ পাওয়া যেত।

২৩৮০ এর ১/২ পেতে হলে ২৩৮০ এর প্রতিটি অঙ্কের (২, ৩, ৮ বা ০ এর) ১/২ নিলেই শুধু হয় না, কোন বেজোড় অঙ্ক থাকলে তার ডান দিকের অঙ্কের ১/২ এর সঙ্গে ৫ যোগ করিতে হয়। যেমন ২৩৮০ এর প্রতিটি অঙ্কের ১/২ নিলে পাওয়া যায় ১১৪০ এবং ৪ এর সঙ্গে (কারণ ৪ হচ্ছে ৮ এর ১/২ এবং ৮ হচ্ছে বেজোড় 'অঙ্ক' ৩ এর ডান দিকের অঙ্ক) ৫ যোগ করে পাওয়া যায় ১১৯০। এজন্যই এই পদ্ধতিটিতে বলা হয়েছে 'বেজোড়' হলে আরও ৫ যোগ করতে হয়।'

এবারের মত এখানেই শেষ করছি। অনেকেই প্রশ্ন করতে পারেন ৬ এর গুণফল তো নামতা জানা থাকলেই করা যায়। হ্যাঁ এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এই নিয়মে না নামতার সাহায্যে বেশী তাড়াতাড়ি করা যায় তা পরীক্ষা প্রার্থনীয়। ৬ এর নামতা মুখস্থ করবার জন্য যে সময় প্রয়োজন হয় এই নিয়ম শিখতে তা অপেক্ষা অনেক কম সময় প্রয়োজন হয়। স্বভাবতঃই সোজা নিয়মে অংক করতে সময়ও লাগে কম।

[ক্রমশঃ]

মজার ধাঁধা

তৃতীয় বার্ষিক ধাঁধা প্রতিযোগিতা শুরু করা হয়েছে বৈশাখ - জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৯ সংখ্যা থেকে। যাঁর একটি ধাঁধাও ভুল হবে না, তিনি পাবেন ২০ টাকা, একটি ভুলে পাবেন ১৫ টাকা, দুটি ভুলে ১৫ টাকা এবং তিনটি ভুলে ১০ টাকা। উত্তরগুলি নির্ধারিত সময়ে আসা চাই। প্রায় প্রত্যেক মিতাকে লিপিমিতা সাধারণ ডাকে পাঠান হয়। যদি কোন মিতা ডাক গোলযোগের জন্য পত্রিকা না পান তবে বাংলা দ্বিমাসিকের শেষ মাসে ২৫ তারিখের মধ্যে সংঘকে রেজিষ্টার্ড খরচ বাবদ ১.১০ পয়সা পাঠিয়ে দিলে সংঘ সঙ্গে সঙ্গে পত্রিকাটি রেজিষ্ট্রী করে মিতাকে পাঠিয়ে দেবে। যাঁদের চাঁদার মেয়াদ দু মাসের বেশী পার হয়ে যাবে তাঁদের ধাঁধা প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করতে দেওয়া সম্ভব হবে না।

প্রতিযোগিতায় যে কোন শ্রেণীতে একাধিক মিতা যদি পুরস্কার প্রার্থী হন তবে সংঘ লটারীর মাধ্যমে বাছাই করে একজন মিতাকে পুরস্কারের পুরো টাকাটাই দেবে। প্রতিযোগিতায় উত্তীর্ণ প্রত্যেক সভ্য - সভ্যার নাম ও সদস্য সংখ্যা পত্রিকায় যথাক্রমে প্রকাশ করা হবে।

নিম্ন লিখিত ধাঁধাগুলির উত্তর ১০শে চৈত্র ১৩৭৯ এর মধ্যে সংঘের কার্যালয়ে পৌছান চাই। এই সঙ্গে উত্তর সহ মৌলিক ধাঁধা পাঠাতে অনুরোধ জানাচ্ছি।

২১। চামড়ার দেহ তার হাড় মাস নাই।
এদেশ ও দেশ করে তারা দুটি ভাই
পদানত পায় পায় লোকে ক'র চড়ে
রাগিলে উঠে হাতে পিঠে গিয়ে পড়ে।

৬৭৬৬ আরতি মিশ্র

২২। কাটার জিনিস নয় কো সেটা
কাটতে তবু হয়
পুচ্ছ কেটে দেখো শিরে
পুচ্ছ ঠিকই রয়।

৬৪৫৯ ভুদেব চন্দ্র চন্দ্র

২৩। এক দুয়ে মিলে
জোরে চলে যান
দুই তিনে মিলে, বাঁচায় সে প্রাণ।
সবে মিলে দেখ, আলো করে ঘর
চট্‌পট্‌ করে ভাই দাও উত্তর।
৬৪৭২ প্রদীপ দাস

২৪। নারী দিয়ে সুরু, নর দিয়ে শেষ
নর ছেড়ে তারে নিয়ে সংসারেতে
ক্লেশ।
সবে মিলে ফিরে আসে রমণী আবার
দেখি পার দিতে কেমন উত্তর
ধাঁধার।
৬৩৫১ অনিল কুমার চট্টোপাধ্যায়

২৫। হাবড়াতে পাইনি বড়া,
তাইতো দুটি হাওড়াতে,
রসদ নিয়ে দরটা দিয়ে
নেমে পড়ি রাস্তাতে।
পাগলাটার নেইকো গলা
তবু, গান করা তার চাই।
মাঠের বাতাস বাস-হীন
তাই, মাঠের হাওয়া খাই।
শেষটুকু আর বলছি নাকো
এখানেই শেষ ধাঁধা,
কল্পনা কি করছি আমি
বলুন দেখি দাদা।

বি ৫৪৬০ জ্ঞানেন্দ্র নাথ রায়

ধাঁধার উত্তর

লিপিমিতা ১৩শ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যায় প্রকাশিত ধাঁধাগুলির উত্তর এইরূপ :—

১৬) বিপুল, ১৭) নারিকেল, ১৮) দিয়াশলাই কাঠি, ১৯) মিনতি, ২০

মহিষ ৩টা — ৫১ টাকা
কপোত ৪৯টা — ৭ টাকা
পাঁঠা ৮টা — ১ টাকা
৬০টি জন্তু — ৬০ টাকা

ধাঁধার উত্তর

পাঁচটি উত্তর দিয়েছেন :—

৬৫৫৭ দেবাশিস রায়

চারটি উত্তর পাওয়া গেছে—

সর্ব্বশ্রী — ৰি ৫৬৯৭ প্রবীর কুমার সিন্‌হা, ৬২০৩ অবনী ভূষণ বসাক, ৬৪৭২ প্রদীপ দাস, ৬৭৪২ হারাধন বর্ম্মন, ৬৭১০ প্রভাস কুমার শী, ৬৮৮৫ প্রদীপ কুমার মিত্র, ৭১৪৮ চন্দন মুখার্জী, ৭১৪০ অলক রঞ্জন বড়ুয়া

তিনটি উত্তর দিয়েছেন :—

সর্বশ্রী — ৬৪৫৯ ভূদেব চন্দ্র চন্দ্র, ৬৬৯৫ অমিতাভ ঘোষ।

দুটি উত্তর দিয়েছেন :—

সর্বশ্রী — ৭০৮৭ মিনা রায়, ৭১৬৬ সমীর কুমার চক্রবর্ত্তী।

স্মৃতি বাসরে বিশ্ব পরিচয়

—শ্রীডুবুরী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

কালের মহাসাগর থেকে স্মরণযোগ্য মেলো সংগ্রহ থাকবে। পাঠক - পাঠিকারা কিছু বস্তু আহরণ করে মিতা ভাই সেগুলি তাঁদের সঞ্চয়ের যাদুঘরে যথাযোগ্য বোনেদের হাতে উপহার দেবার চেষ্টা স্থানে সাজিয়ে গুছিয়ে রাখতে চেষ্টা করছি। আমার আহরণে কিছুটা এলো- করবেন।

খৃঃ পূঃ ৩২০ — চন্দ্রগুপ্ত মগধের সিংহাসন অধিকার করেন এবং এই সময় থেকে মৌর্য সাম্রাজ্যের সূত্রপাত হয়।

খৃঃ পূঃ ৩০০ — সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত ইহলোক ত্যাগ করেন এবং তাঁর পুত্র বিন্দুসার সিংহাসনে আরোহণ করেন।

খৃঃ পূঃ ২৭৩ — মগধ সম্রাট বিন্দুসারের মৃত্যু হয় এবং তার পুত্র অশোক সিংহাসনে আরোহণ করেন।

১৮১১ খৃষ্টাব্দ — বিলাতী টালক্ কোম্পানীর সহায়তায় লণ্ডন থেকে সোডা ওয়াটার প্রথম ভারতে আমদানী হয়, তখন প্রতি ডজন সোডার বোতলের দাম ১৪ টাকা ছিল।

১৮৩০ খৃষ্টাব্দ — সাধারণের জন্যে ব্রিটিশ সরকার কর্ত্তৃক অর্থ সঞ্চয়ন প্রকল্প কলকাতায় তথা ভারতে প্রথম চালু হয়। প্রতিষ্ঠানটির নাম হলো প্রেসিডেন্সী ব্যাঙ্ক।

১৬ই আগষ্ট ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দ — শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব মানবলীলা সম্বরণ করেন।

৩রা জুন, ১৯৭২ খৃষ্টাব্দ — ভারতের প্রথম রণতরী আই, এন, এস নীলগিরি প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী বোম্বাই বন্দরে জাহাজটি জলে ভাসান। এই জাহাজটি নির্ম্মাণে ৮ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা খরচ হয়।

— ::—

জ্ঞান পেলে নিজেকে জ্ঞানী বলে গর্ব হয়। কিন্তু প্রেম পেলে নিজেকে অধম বলে জেনেও আনন্দ হয়। পাত্র যতই গভীররূপে শূন্য হয়, সুধার রসে ভরে উঠলে তত বেশী করে পূর্ণ হয়।

- রবীন্দ্রনাথ

সংগ্রাহক: ৬২২১ তুষার কান্তি চট্টোপাধ্যায়।

চতুষ্পাঠীর চত্বরে

প্রশ্ন • উত্তর •

প্রশ্ন — উত্তর

শ্রীজিষ্ণু শর্মা

১৭২) শ্রীরাধাশ্যাম সাহা, গৌহাটি, আসাম।

প্রশ্ন :— পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত যে গভীরতম টিউবওয়েল বসানো হয়েছে তার গভীরত্ব কত?

উত্তর :- তার গভীরত্ব পৃথিবীর পৃষ্ঠ থেকে ৭,৭২৫ মিটার।

১৭৩) শ্রীহর্ষবর্ধন আঢা, লক্ষ্ণৌ।

প্রশ্ন :— সর্বপ্রথম কোন্ বাঙালী কোথায় কবে মড়া কাটেন বা শব ব্যবচ্ছেদ করেন?

উ :— ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে, ২৮শে অক্টোবর, শুক্রবার (১২৫৪ বঙ্গাব্দে, ১৩ই কার্তিক) কলিকাতার মেডিক্যাল কলেজে রাজকৃষ্ণ দে সর্বপ্রথম মড়া কাটেন। এরপরে উমাচরণ শেঠ, তারপর দ্বারকানাথ গুপ্ত শব-ব্যবচ্ছেদ করেন। প্রথম শব-ব্যবচ্ছেদের সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন ডাঃ ব্র্যাম্লি, ডাঃ গুড্-ইভ্ ও মধুসূদন গুপ্ত। অনেকের ধারণা মধুসূদন গুপ্ত প্রথম মড়া কাটেন। এ ধারণা ভুল। সঠিক তথ্য জানা গেছে ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের একটি প্রবন্ধ থেকে, যেটি প্রকাশিত হয়েছিলো Calcutta Journal Of Medicine নামক পত্রিকায়।

১৭৪) শ্রীজয়ন্তী ব্যানার্জী, আগরতলা, ত্রিপুরা

প্রশ্ন :— ডাকঘর কখন কি ভাবে প্রথম পৃথিবীতে স্থায়িত্বলাভ করে? ভারতেই বা এর প্রতিষ্ঠা কবে হয়?

উ: — পৃথিবীতে কবে কি ভাবে এর গোড়াপত্তন হয় তা বলা সহজ নয় কারণ জার্মান, ফ্রান্স, ইতালি, গ্রীস ও রোমের ইতিহাসে ডাকঘর প্রতিষ্ঠা সঠিক তারিখ বা ইতিহাস আমাদের অজ্ঞাত। আমাদের সঙ্গে ইংল্যাণ্ডের দীর্ঘকাল একটা সম্বন্ধ ছিল সেইসূত্রে বলতে পারি যে ১৪৮১ খৃষ্টাব্দের ইংলণ্ডে তখন চতুর্থ এড্ওয়ার্ডের রাজত্ব। এখানে প্রথম ডাকের সূচনা।

তখন পোষ্টমাষ্টারের কাজ ছিল গভর্ণমেণ্টের চিঠিপত্র আর মানুষজনের যাতায়াতের জন্যে 'বাহক' আর 'ঘোড়া' ঠিক করে দেওয়া। ১৬৩৫ খৃষ্টাব্দে প্রথম চার্লস্ চিঠির ডাকঘর স্থাপন করেন। কিন্তু সে সব চিঠি ইংলণ্ড আর স্কটল্যাণ্ডের মধ্যেই যাতায়াত করতো। তাছাড়া সে ডাক যেতো নির্দিষ্ট কতকগুলো প্রধান প্রধান রাস্তা ছুঁয়ে। পরে ইংল্যাণ্ডের 'গৃহযুদ্ধ' আরম্ভ হলে চিঠিপত্র আদান প্রদানের খুব অসুবিধে হয় - ফলে এই অসুবিধা দূর করবার অভিপ্রায়ে সপ্তাহে মাত্র একবার রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় চিঠি বিলির জন্যে পোষ্ট অফিস খোলা হয়। ১৬৪৯ খৃষ্টাব্দে ক্রমওয়েলের সময় থেকেই এই ধরণের পোষ্ট অফিস এবং পোষ্ট মাষ্টারের সৃষ্টি।

১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে লর্ড ডালহৌসির আমলে ভারতে টেলিগ্রাফ ও ডাকঘরের স্থায়িত্ব লাভ করে। অবশ্য ষোড়শ শতাব্দীতে সুলতান শের শা ভারতে প্রথম ঘোড়ার ডাক প্রচলন করেন।

দুনিয়ায় একটি মাত্র ধর্মই রয়েছে। যদিও এর শতাধিক ভাবান্তরণ দেখা যায়।
—জর্জ বার্নার্ড শ

সংগ্রাহক – ৬৮১৪ জয়ন্তী রাণী সাহা

ইংরাজী বিজ্ঞান সাহিত্য ও সরকারী কাজে ব্যবহৃত শব্দাবলীর বাংলা পরিভাষা

— শ্রীনরবেশ।

earth warm — কেঁচো, মহীলতা।
ebb tide — ভাটা।
ebullition — স্ফোটন
eclipse — গ্রহণ

ecliptic — ক্রান্তিবৃত্ত
ecology — বাস্তব বিদ্যা
economic — আর্থ
economics — অর্থ বিদ্যা
economic botanist অর্থকর বিদ্যা

editor of law reports — ব্যবহার বিবরণ - সম্পাদক
education clerk — শিক্ষা করণিক
effervescence — বুদবুদন
efflore scence — উদত্যাগ
effeminacy - স্ত্রীভাব

effeminate - স্ত্রৈণ
efferent - বহির্মুখ
efficacy - সাধকতা
effort - প্রযত্ন

ego - অহম
egoism - অহমিকা, egotism - অস্মিতা
elastic - স্থিতি স্থাপক
electricity - বিদ্যুৎ

electrode - তড়িৎদ্বার
electrolysis - তড়িৎ বিশ্লেষণ
electromagnet - তড়িৎ চুম্বক
electromotive - তড়িচ্চালক

electron - ইলেকট্রন
element - মৌল
elementary - মৌলিক

elimination - বর্জন
elimination - অপনয়ন
electrical adviser and chief electrical inspector - তড়িৎ উপদেষ্টা ও মুখ্য তড়িৎ পরিদর্শক
electrical assistant engineer - সহ তড়িৎ যান্ত্রিক
electric inspector - তাড়িৎ পরিদর্শক
electric mechanic - তাড়িৎ যন্ত্রী
electrical overseer - তাড়িৎ উপদর্শক
electrician (marine) - তাড়িত্রী
emaciated - কৃশিত
embargo - রোধ
embryo - ভ্রূণ
embryology - ভ্রূণ বিদ্যা
emotion - প্রক্ষোভ
empirical - প্রয়োগিক
emulsion - অবদ্রব
enamel - মিনা
endocarp - ফলের অন্তস্তক্
endogeneous - অন্তর্জনিষ্ণু
endoskeleton - অন্তঃ কঙ্কাল
endorser - সহিদাতা
endosperm - শস্য

একজন পাপী — আর একজন সাধুর সঙ্গে পার্থক্য এই যে, প্রত্যেক সাধুর অতীত রয়েছে এবং প্রত্যেক পাপীর ভবিষ্যৎ রয়েছে।

— অস্কার ওয়াইল্ড্

সংগ্রাহক — ৬৭৮০ কামরুজ্জামান কাঞ্চু

সুচরিতা

— প্রণব রায়

দুর্গাপুর — ৫

জানিনা তুমি দেখতে কেমন, কেমন তোমার রূপ!
কেমন তোমার মুখের গড়ন, আনন্দে নিশ্চুপ!
অথবা কোন অতল-গভীর জলাশয়ের মত
চোখে তোমার অনেক কালের স্বপন নিয়ন্ত্রিত।
রূপকথার এক রাজকন্যা হতে পারো তুমি।
খুঁজে ফেরো আকাশ - পাতাল - স্বর্গ - মর্ত্যভূমি
কোথায় আছে মনের কথা কে করেছে চুরি!
সুখ - দুঃখের ইতি কথায় চাঁদের - বুড়ী
হয়ে স্নেহে - প্রেমে পৃথিবীটা বাঁধতে বুঝি চাও।
পাওনা নাগাল, কেবল-ই তাই নিরুদ্দেশে যাও।
কখন-ও ভাবো পৃথিবীতে তোমার মত কেউ
নেইতো কোথাও, তুমই একা সাত সমুদ্রের ঢেউ!
কোথায় আছে কূলকিনারা খুঁজে ফেরো তাই,
তেপান্তরের মাঠের পারে ভাবছো আছে ঠাঁই।
ইচ্ছে তো হয় এক নিমেষে পারুল-বোনের মত
লুকিয়ে থাকি ফুলের মাঝে, কেমন মজা হোত
যদি সাতটি চাঁপা হোত সাতটি ভাই!
না, হয় হোত রূপকথা এক ক্ষতি কিছুই নাই।
ভাবছো তুমি হঠাৎ কেন উদ্ভট - সব কথা,
ভেবে ভেবে কবির বুঝি খারাপ হোল মাথা।
যা — হয় ভাবো, চাইনা আমি কবির সমাদর,
আমার কাছে 'তুমি'-ই সদা সত্য ও সুন্দর॥

জীবনের জীবন

— অমিত চট্টোপাধ্যায়
(গৌহাটি)

জীবনের মূল্য দিয়ে
মাপকাঠি যেচে কিনে,
হে ঈশ্বর,
মেপেছ কি এই পৃথিবীকে
কেবল সম্পদের লোভের খাঁচায়,
ছেড়ে গেছে মন।
মনের বিন্দুমাত্র বেদ
ঝরণার ধারায় আজ হতে পারে না
নির্ঝর
তাই যৌবনের পাঠে করেনি বিলম্ব।
সমস্ত ব্যাকরণের ভুল
মনে হয় ধরি আস্তে আস্তে,
সবটা যেন নৈবক্তিক বেদনার প্রতি
করেছে ব্যঙ্গ ও ভ্রূকুটি নিক্ষেপ।
কিন্তু শেষ হয়ে গেছে,
মানুষের সোচ্চার প্রতিবাদের
তীব্র পদাঘাতে।
সাগর আজও তাই
বারি বয়ে চলে যায়
মোহনার কূল ছুঁয়ে ছুঁয়ে।

—:: –

ব্যথিত বিদায়

— বিমল কুমার পাল
(বালী - হাওড়া)

হে প্রেয়সী লইয়েছ বিদায়
যাও, বাধা দিব না তোমায়।
যাবার কালে, একটিবার থাম
হৃদয়ে আঘাত দিয়া চলিলে প্রিয়তম।
তথাপি দিব না বাধা, যাইতেছ যাও
যেখানেই থাক, প্রার্থনা করি সুখী হও।
তব আশা হোক পূর্ণ
হউক হিয়া মোর চূর্ণ।
তবু রাখিও মনে, ভুলিবো না তোমারে
জানি তুমি মোরে, ভুলে যাবে চিরতরে।
কত হাসালে, শেষে এইরূপে কাঁদালে
হৃদয়হীনা তুমি, তাই এমনভাবে বিদায় লইলে
নিষ্কণ্টক হোক তব পথ, হে রূপসী —
বিদায়; বিদায় হে প্রেয়সী।

শবের মিছিল

সমরেশ মণ্ডল
বীরভূম

একা পথ চলতে চলতে কখনো
কাঁচের গ্লাসে নিজের মুখ দেখতে
থাকি। মাথায় এক রাশ জিজ্ঞাসা
কিলবিল করে উঠে।
এখন আর প্রশ্নোত্তোরের সময় নেই -
নেই দীঘিধারে ছিপ হাতে বসে থাকার
সময়, কিংবা অলস আলোচনার।
এঁদো গলি দিয়ে ঢুকে পড়েছিল ঠিক
একটু আগে আমাদের চিরাবৃত
কতকগুলো বিসপিস কথাবার্ত্তা।-
লাইন ধরে চলেছে নীরব মিছিল
চাপা বিক্ষোভ, চঞ্চলতা হৃদয়ে হৃদয়ে
প্রতি মুহূর্ত্তে দপ্‌ করে জ্বলে উঠ্‌তে চাই-
দিনের শেষে, হিসাব
মেলাতে বসি দিনলিপির পাতায় -
সম্ভাবনাহীন, জীবন্ত প্রতিমা
হাজার বছর ধরে দীর্ঘপথ যাত্রায়
বেড়িয়ে পড়েছে শবের মিছিল।

আবার আসিও ফিরে

- জয়ন্ত কুমার নাগ
(বালী, হাওড়া।)

সেদিন তুমি এসে ছিলে বসন্ত রাতে,
আমার হৃদয়খানি দু'হাতে রাঙাতে।
তোমার হাতে ছিল ফুলের মালা,
আমার হৃদয়ে পিয়াসের জ্বালা, -
মনে কি পড়ে সেদিন কি গান গেয়েছিলে,
আমার মন নিয়ে কত খেলা খেলেছিলে।
আজি বরষার রাতে ঝরে বারি ধারা -
কোকিলের কণ্ঠ বুঝি সংগীত হারা।
সেদিনের কথা যত স্মৃতি হয়ে ছিল,
আজ বরষার ধারা বুঝি সব ধুয়ে ছিল।
তবুও তোমার স্মৃতি কভু হারাবার নয়
এযে অনন্তকালের, এর নেই কোন ক্ষয়।
তবুও বিদায় বেলায় যেওনা পিছল করে -
কুসুম বিছানো পথ নয়ন নীরে।

আশা দীপ

— গোকুল রঞ্জন দেবসিংহ
(মেদিনীপুর)

আঁধার পথ বেয়ে চলে যেতে যেতে
কেহ যদি মোর নাম ধরে ডাকে
ছায়াসম সে যদি ডাকে দূর হতে
ছুটে যাব উল্কার মত বেগে।
ভিখারিণীর মত যদি সে আসে শূন্য হাতে
এক হয়ে যাব তার সাথে।
গৃহছাড়া লক্ষ্মীছাড়া হতভাগ্যের কাছে.
একান্ত আপন হয়ে ভিখারিণীর পাশে
চুপি চুপি যাব চলে ঝঞ্ঝা - হীন 'বনপথ' বেয়ে।
নদী মরু গিরি প্রান্তর পার হয়ে ধূলিমাখা দেহে।
ফিরে চলে যাব সাগর সৈকতে 'অন্ধপথ' বাহি'
স্তব্ধ করে দেব তার সহস্র উত্তরোল
উর্মিহীন হয়ে দেখিবে সে চাহি'
মহামৌনী ধূর্জটির মত।
পলকহীন নিমেষে ত্যজি' বন্দনাগীতি
মহাকোলাহল হ'তে পাইবে সে মুক্তি।
আদেশ করিব তারে দুর্ধর্ষ সম্রাটের মত।
স্তব্ধচিত্তে শিখিবে সে মৌনী আরাধনা পৃথ্বীর
সর্বগ্রাসী নেশা ঘুচে যাবে ক্ষয়িষ্ণু এ মৃত্তির।
আশা-দীপ জ্বালি' দেব প্রতি ঘরে ঘরে
সান্ত্বনা পাইবে নর দেবতার বরে।

ক্রিকেট ইডেনের

— রবি রঞ্জন সরকার
(জামসেদপুর)

১৯৬১'র ইতিহাস
ইডেনের ঘাসে ঘাসে
প্রস্ফুটিত হয়েছে আবার,
উপহার দিয়েছে বিজয়—
৭০ হাজার দর্শকের মনের আশার
সাথে একমত হয়ে।
সবুজের সজীবতায় ঝলমলে ইডেন
করেছে প্রাণবন্ত
অনিশ্চয়তার খেলাকে
বহুরূপীর অলৌকিকতায়।
ইডেনের বাতাস আনন্দে
উন্মত্ততায় হর্ষধ্বনিতে
মুখর করে তুলেছে তাই
১৯৭০'র নতুন ইতিহাসকে।

একটি মিনতি

— শিপ্রা মুখোপাধ্যায়
(কলিকাতা)

মি এলে,
আমার গদ্যময় জীবনে এল ছন্দ।
তুমি চলে গেলে,
আমার সব সুর কেটে গেল,
পড়ে রইলাম ছিন্নতন্ত্রী সেতারের মত।
তুমি এস,
এস আবার আমার প্রাণের প্রান্ত কোণে।
কর প্রতিষ্ঠিত তোমার আসন
আমার হৃদয় - মন্দিরে।

বিশ্বমিতালি সঙ্ঘ

৪৮, রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, উত্তরপাড়া, হুগলী।

মাঘ — ফাল্গুন — চৈত্র — ১৩৭৯

ত্রয়োদশ বর্ষ, পঞ্চম সংখ্যা

নতুন মিতাদের নাম ও পরিচয়ের তালিকা

তালিকার সদস্য সংখ্যা ৭০৫১ থেকে ৭১৫০ পর্যান্ত মিতা-পরিচয় প্রকাশ করা হল।

যে সকল সভ্যের ঠিকানা জানাতে আপত্তি নেই তাঁদের ঠিকানা নামের সঙ্গে প্রকাশ করা হল। বর্ত্তমানে বা পরে যাঁদের নাম তালিকায় মুদ্রিত বা প্রকাশিত হয়েছে বা হবে এখন থেকে এ সকল মিতাকে সরাসরি তাঁদের ঠিকানায় চিঠি দিতে পারেন।

সংঘের অবধায়কত্বে আর চিঠি পাঠাবার প্রয়োজন হবে না। নারী মিতাদের লেখা প্রত্যেকটি প্রথম চিঠি সংঘের অবধায়কত্বে পাঠাতে হবে। আপত্তি না থাকলে নারী মিতা

নতুন মিতাদের নাম ও পরিচয়ের তালিকা

এরপর থেকে সরাসরি পত্রালাপ করতে পারেন। নারী মিতার কাছে পত্র দিয়ে পক্ষকালের মধ্যে উত্তর না পেলে জোড়া পোষ্ট কার্ডে স্মরণলিপি পাঠাতে পারেন। যদি কোন কারণ বশতঃ নারী মিতা পত্রালাপে বিরত থাকতে চান তবে যেন তা জানিয়ে দেন। চিঠি পেয়ে নিরুত্তর থাকা কোন ক্রমেই সঙ্গত নয়।

প্রিয় বিষয়গুলির পরিবর্তে যে সাঙ্কেতিক চিহ্ন ব্যবহার করা হয়েছে সেগুলি এইরূপ:—

ক - সমাজ, খ - রাজনীতি, গ - সাহিত্য, ঘ - শিল্প, ঙ — বিজ্ঞান, চ - ব্যবসা-বাণিজ্য, ছ - ধর্ম্ম, জ - গান ঝ - বাজনা, ঞ - ভ্রমণ, ট - আলোকচিত্র, ঠ - ডাক টিকিট, ড - খেলাধূলা, ঢ - চলচ্চিত্র, ণ - সাঁতার, ত - বাগান করা, থ - হাঁসমুরগী পালন, দ - অভিনয়।

মিতাদের নাম ও পরিচয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণগুলি এই রূপে সাজান হয়েছে — সদস্য সংখ্যা নাম ঠিকানা বয়স বৃত্তি ও সখের বিষয়।

* চিহ্নিত মিতাদের ১০ পয়সার বিশেষ বৈদেশিক বিমান পত্রে সরাসরি চিঠি দিতে হবে।

১০৬৩ অশোক কুমার সোম — কলিকাতা ন্যাশন্যাল মেডিকেল কলেজ, ৫৯, লিনটন স্ট্রীট কলি: ১৪, ২৫ ছাত্র ক চ

১৫০৭ অজয় কুমার সাহা — (অডিটার) P. A. O. (O. R. S) The Guards, Po: ও Dt. - Kota, Rajasthan, ২৩ চাকুরী, খ জ এ ভ চ

১৫১১ অনুকূল চন্দ্র দাস — বেঙ্গল ভেটিনারী কলেজ হোষ্টেল, ... বেলগাছিয়া রোড, কলিকাতা - ৩৭, ১৩ ছাত্র, ও জ ঝ এ ঠ

১৫০১ অমিতাভ মজুমদার — রিভার সাইড হোষ্টেল নং ১, রিভার সাইড রোড বার্ণপুর বর্দ্ধমান ১৪ ইঞ্জি: ও এ ট চ ণ

১৫৩৬ অসীম সান্যাল — ৬৪ কে, এন, সেন রোড, কলি: ৪২, ২৫ চাকুরী, ক খ গ ঘ ঙ চ ছ জ ঝ এ ট ঠ ভ ঢ ণ ত থ দ

১৫৩৭ অমল কান্তি দাস — Surama Match & Industries Pvt. Ltd. Po: Karimganj Cachar Assam, ২৭ চাকুরী, গ জ এ চ চ

১৫৪০ অলক রঞ্জন বড়ুয়া — পারিশ্রমিক বিভাগ, গুল আহমেদ জুট মিল্‌স্‌ লি:, কুমিরা, চট্টগ্রাম, ২০ চাকুরী, গ ঘ জ এ ঠ ড ঢ ণ দ

১৫৪৯ অশোক নাগ — c/o লিক গোপাল দে, রাজেপ্রতাপপুর, বর্দ্ধমান, ১৩ ছাত্র, ক জ ঝ চ এ চ

১৫৫০ অভিজিৎ মজুমদার - ১৩ মহারাজা টেগর রোড, কলি: ৩১, ১৫ ছাত্র, খ জ এ ভ চ

১০৭১ আম্বিয়া বেগম ছালাম (বুলবুলী) পো: - জামালপুর, বাংলাদেশ, ১৮ ছাত্রী, ক গ ছ ঠ ভ

১৫০০ আব্বাস উদ্দীন আহ্‌মেদ - c/o এস কে. সাহাজুদ্দীন, জজকোর্ট কম্পাউণ্ড. ফরিদপুর বাংলাদেশ, ১৯ ছাত্র খ গ ঙ ছ জ ঝ চ দ

১১১৯ আশীষ কুমার চক্রবর্ত্তী - c/o শশাংক চক্রবর্ত্তী; গ্রাম: - গুরদহ নিউ পল্লী, পো: - শ্যামনগর, ২৪ পরগনা ১৮ ছাত্র, খ গ ঘ চ জ ঝ এ ঠ ড ঢ ণ দ

১১৪৫ আহমেদ কুতুব উদ্দিন - ২১ শাহীদুল ইসলাম ছাত্রাবাস, প্রকৌশল মহা· বিদ্যালয়, রাজশাহী ১৮ ছাত্র, ক খ গ ঙ জ এ

১০৫৯ কৃষ্ণব্রত রায় - ১নং প্রতাপ রুদ্র লেন, কলি: ৫৯, ২১ ছাত্র, এ ভ

৭০৭৪ এম. এ. মজিদ - ৪৭ সংশাল রোড, ঢাকা - ১ বাংলাদেশ ১৬ ছাত্র ক খ গ চ ছ জ ঞ ঠ ড ঢ

৭০৭৫ এস, এম, এস, আলম গাজী (বাবুল) - আলম ব্রাদার্স সেনবাগ বাজার সেনবাগ নোয়াখালী বাংলাদেশ ১৭ ছাত্র ক খ গ ঙ চ ছ ঞ ট ঠ ড ণ দ

৭০৯৫ এ. এম. আনোয়ার হোসেন - শাহপুর উচ্চ বিদ্যালয় ১০ম শ্রেণী ক্রমিক ৯ পোঃ - শাহপুর খুলনা ১৬ ছাত্র খ গ ঙ ছ জ ঝ ঞ ট ঢ ত দ

৭১৪৪ এস. চন্দ - Construction Board P. W. D. Po .- Digha Midnapore ৩২ চাকুরী জ ঝ ঞ ট দ রাইফেল সুটিং।

৭০৫১ কল্যাণ কুমার দেব রায় — Po : - Shillong (793001) Meghalaya Arunachal Fradesh.

(প্রবেশ পত্র পাওয়া যায়নি)

৭০৫৩ কবিতা দত্ত — বিষ্ণুপুর ১৮ ছাত্রী গ ঙ জ ঝ ঞ ট ঢ আঁকা সূচীশিল্প।

৭০৭৬ কাজী ইকবাল হোসেন — c/o বিক্রমপুর ডাক ষ্টোর, ৩৯২/বি খিলগাঁও চৌধুরী পাড়া, ঢাকা - ১৪ বাংলাদেশ ১৮ ছাত্র ক গ ঙ জ ঞ ড ণ ত

৭০৮০ ক্রুশেচভ পাল — c/o Digbijay Club Po : - Dhekiajuly Darrang Assam. ১৮ ছাত্র গ জ ঝ ঞ ট ড ঢ বাণী সংগ্রহ।

৭০৮৫ কাজল সিংহ রায় — পোঃ - দলপতিপুর ১৭ ছাত্রী জ ঙ ঞ ঢ ত

৭১০১ কৃষ্ণা ব্যানার্জী — কলিঃ - ৪ ১৮ ছাত্রী (বি এসসি) ঞ ঙ জ ছ ড ঠ

৭১০৩ কাবেরী ব্যানার্জী — কলি - ৪ ছাত্রী ১৪ (দশম বিজ্ঞান) জ ঝ ঞ ঙ ট ঠ ড গ খ ঢ ক

৭১২৭ কৃষ্ণা আচার্য - বর্দ্ধমান ১৭ ছাত্রী ক গ ঘ ঙ ছ জ ঝ ঞ ট ঠ ড ঢ ণ ত দ

৭১৪১ কালিমুর রহমান খান - ৩১/বি স্বামী বাগ লেন; ঢাকা সদর, ঢাকা - ১ বাংলাদেশ ১৯ ছাত্র গ জ ঝ ঞ ঠ ড ঢ ত দ

৭০৮৩ তৃপ্তি সাহা - আলিপুর দুয়ার, ১২ ছাত্রী, গ ঞ ট ঠ দ

নতুন মিতাদের নাম ও পরিচয়ের তালিকা

১১৩৫ গৌর গোবিন্দ দাস — Tool Room Po. Defence Project, Ordnance Factory, Ambajhari, Nagpur, M. S. ২৪ চাকুরী; ঘ ঙ ঝ চ

১০৭৯ চন্দন সরকার — ১ম তলা, ২০ পাউণ্ড রোড, খাগড়া, মুর্শিদাবাদ ২১ ছাত্র, জ ঝ ত

১১৪৮ চন্দন মুখোপাধ্যায় — ৯৪০ দেশপ্রাণ শাসমল রোড, হাওড়া - ১, ১৩ ছাত্র, গ ঙ জ এঃ

১১২৬ জহর কুমার দাস — ২, দুর্গাচরণ ডাক্তার রোড, কলি: ১৪, ১৮, ছাত্র, ঝ ড চ ব্যায়াম।

১০৬৪ তপন চ্যাটার্জী — c/o ক্ষীতিশ চন্দ্র দাস, ১৫০ রাসবিহারী এভিনিউ কলিকাতা - ২৯, ৩৪ চাকুরী, ক খ গ ঘ জ এঃ ট ঢ ণ

১০৮২ তিনকড়ি ভট্টাচার্য্য — দমদম, কলিকাতা - ২৮, ৩৮ চাকুরী সববিষয়।

(সংঘের অবধায়কছে চিঠি যাবে)

১১০২ তপন দেব ব্যানার্জী — ৯/৮এ, নলিন সরকার ষ্ট্রীট, কলি. ৪, ১৬ ছাত্র. (বিজ্ঞান একাদশ) ঠ জ ঝ এঃ খ ড ট ঢ গ ক ঙ

১১৩১ তৃপ্তিময় দেবনাথ — B. No - Ranjit - 1 Tambaram, Madras - 46. ১৯ চাকুরী, ঠ

১১৪৭ তপন কুমার মণ্ডল — শিক্ষাভবন, মেস হোষ্টেল ৩য় ব্লক, পো: - শান্তিনিকেতন, বীরভূম, ১৭ ছাত্র ঠ

বি ১০৬৬ দিলীপ কুমার গাঙ্গুলী — M. V. Vishya Sakti, Shipping Corp. Of India. Shipping House, 229 - 232 - Madam Cama Road, Bombay - 1. Br. ৩৮ ঙ চ জ এঃ ড ণ জ

১১১৩ দিলীপ কুমার বসু — মনোহরপুর সিংভূম, ২৬ ব্যবসা, ক খ চ জ এঃ

১১২০ দীপক কুমার বসু — ১৮/২ চাকদার পাড়া লেন, শিবপুর, হাওড়া ১৮ ছাত্র, ক গ ঘ ঙ জ ঝ ঠ ট ঢ ড

১১০৪ দেবী প্রসাদ ব্যানার্জী — ৫৮/বি, অঞ্জুমান আরা বেগম রো, টালিগঞ্জ কলিকাতা - ৩৩, ২১ ছাত্র, গ জ ঝ ড

১০৬২ ধূর্জটী ভট্টাচার্য্য — পোঃ - খাগড়াবাড়ী, কোচবিহার, ১৮ ছাত্র, ক গ জ ঝ দ

১০৯৪ নবচন্দ্র সাঁঝের মায়া, মিয়া পাড়া, ঘোড়ামারা, রাজশাহী, বাংলাদেশ ১৭ ছাত্র, সব বিষয়।

১১১২ মীনা — টাঙ্গাইল, বাংলাদেশ, ১৮ বেকার, খ গ চ থ দ

১০৮৪ পূর্ণিমা চক্রবর্ত্তী — আগরতলা, ১৯ ছাত্রী, গ জ ঝ ঞ ঢ দ

১১০৬ পার্থ সারথি ভৌমিক — c/o হিরন্ময় ভৌমিক, বাঁধ রোড, গোলাপট্টি মালদহ, ১৯ ছাত্র, ক খ গ ঘ ঙ ছ ঞ ট ড ত দ

১১১১ পল্লব কুমার ব্যানার্জী — c/o অনিল কুমার ব্যানার্জী, কেক এণ্ড কোং লিঃ মিঃ (B. D.) পোঃ - দর্শনা, কুষ্টিয়া বাংলাদেশ ১৭ ছাত্র, ঙ জ ঞ ঠ ড ঢ দ

১১১৫ প্রদীপ কুমার মজুমদার — ১৭৬/১ ব্রাহ্ম সমাজ রোড, বেহালা, কলি ৩৪, ১৮ ছাত্র, ক খ গ ঘ ঙ ছ জ ঞ ভ চ

১১৫৮ পথিক কুমার মিত্র — বিবেকনগর, পোঃ - নোয়াপাড়া, বারাসাত, ২৪ পরগনা, ২৫ ছাত্র, ক খ গ ঙ চ ঞ

১০৮৬ বেলা চক্রবর্ত্তী — ডুমডুমা, ৩১ গ জ সেলাই।

১০৯৭ বিশ্বনাথ দত্ত — পোঃ ও গ্রাম - বড় পাউলদিয়া, ঢাকা, বিক্রমপুর বাংলাদেশ, ১৭ ছাত্র, ক ঙ চ ছ ঞ ট ত

১১০৮ বরুণ দত্ত - ১৮ সন্তোষপুর এভিনিউ, ১ম ফ্লোর, যাদবপুর, কলিঃ ৫২

(প্রবেশ পত্র পাওয়া যায়নি)

১১১৭ ভোলানাথ চক্রবর্ত্তী - O & M. Division, M P Electricity Board. Po. Khilai - 3 Durg, M. P. ২৪ চাকুরী, ক খ ঙ জ ঝ ঞ ট ত

১০৬০ মিহির কুমার ব্যানার্জী - Qr no - LQ - 41 BTPS. Po. - Bokaro D. V. C. Dt. : - Hazaribagh. Bihar, ২৭ চাকুরী জ ঞ চ ত দ

১০৬৫ মোঃ নস্কর আলি সেখ - গ্রাম - নূতনগ্রাম, পোঃ - বর আন্দুলিয়া, জেলা - নদীয়া, ১৮ ছাত্র, গ ঙ চ ছ ঞ ড ণ আঁকা, ব্যায়াম।

১০৮৭ মীনা রায় - কোচবিহার, ১৪ ছাত্রী, ক গ ঘ ঙ ছ ঞ সেলাই রান্নাঘর গল্পশোনা

নতুন মিতাদের নাম ও পরিচয়ের তালিকা

১০৬৭ মোস্তাক আহমেদ বাবুল - c/o জেলা রেজিষ্ট্রার, রংপুর বাংলাদেশ. ২০ ছাত্র ঙ জ ঞ ঠ ড

১০৬৮ মো: কামাল চৌধুরী - ফিলিমস্তান বুক সোসাইটি. লয়েল রোড, চট্টগ্রাম বাংলাদেশ ২০ ব্যবসা চ জ ঞ ট ঢ ত থ

১০৬৯ মো: রফিকুল ইসলাম - খুরশীদ মহল লয়েল রোড চট্টগ্রাম বাংলাদেশ ১৯ ব্যবসা ঙ জ ঝ ঞ ঢ দ

১০৭২ মো: জামাল উদ্দীন - মজিদপুর হাই স্কুল মজিদপুর কুমিল্লা বাংলাদেশ ১৫ ছাত্র ঙ চ

১০৭৭ মো: শরিফুল কবির - লুতফর কুটির, রায়ের বাজার, ঢাকা - ৯ বাংলাদেশ ১৯ ছাত্র ঝ ড ঢ ত থ দ

১০৭৮ মো: মুজিবুর রহমান - c/o ফারুক মঞ্জিল, গ্রাম ও পো: - পশ্চিমগাঁও কুমিল্লা ১৯ ছাত্র ক গ জ ঝ ঞ ট ড ঢ ত

১০৮৮ মনজুলি বিশ্বাস - কলিকাতা - ৩২ ১৬ ছাত্রী খ গ ঙ ঠ ড

১০৯১ মো: আবদুর রাজ্জাক - C.O মো: মোকশেদ আলী বিশ্বাস, গ্রা: ও পো: - নাচোল, জেলা - রাজশাহী, বাংলাদেশ ১৭ ছাত্র খ গ ঙ ছ জ ঝ ঞ চ

১০৫৪ সুজাতা ঘোষ - হরিশপুর ১৫ ছাত্রী গ জ ঠ মুদ্রা সংগ্রহ

১০৯৬ মো: হুমায়ুন কবীর - (বরকত) কুমার নিবাস চায়না বিলডিং কক্ষ - ১৮ আজিমপুর ঢাকা বাংলাদেশ ১৮ ছাত্র ক খ গ ঞ চ ডিটেকটিভ বইপড়া

১০৯৯ মো: ইব্রাহিম - c o পোষ্ট মাষ্টার পো: - বরুড়া বাজার কুমিল্লা বাংলাদেশ ২৯ চাকুরী ছ ত

১১০৫ মো: ফজলুল রহমান - কো: অপারেটিভ জুট মিল, পলাশ ঢাকা ২০ চাকুরী খ ঙ জ ট ঢ (বিদেশী মিতা চান)

১১০৯ মহাদেব চন্দ্র কোলে - শহরার হাট, কলতা, ২৪ পরগনা ৩২ শিক্ষকতা. ক গ

১১১০ মো: মনিরুজ্জামান (ট্রেড এ্যাপ্রেনটিশ) বিদ্যুৎ বিভাগ, কো: অপারেটিভ জুট মিল. পলাশ ঢাকা বাংলাদেশ ২০ ছাত্র ঙ জ চ দ

• ডা: মোহন কুমার চক্রবর্তী — 8r Riverside Street, Watertown, Massachusetts, u. s. a. ১৬ ইঞ্জি: ট ঙ গ মিতালী

৭১২৫ মেহেবুব আহাম্মদ খান — c/o. ৺মুলাজান আহাম্মদ খান, ১৫৯ ফকিরের পুল, রমনা ঢাকা - ১ বাংলাদেশ ২১ ছাত্র গ জ এ ড থ

৭১১৮ মো: রফিউর রহমান — (বিপ্লব হাসান) ৩০, পাকা টোলা লেন. পো: - বিনোদপুর, রাজশাহী, বাংলাদেশ, ১৭ ছাত্র. গ ঙ ট ঠ ড দ

৭১২৯ মাহ্বার সাজু — কলেজপাড়া, টাংগাইল, বাংলাদেশ, ১৫ ছাত্র গ ঙ ছ এ ঠ ঠ ড কাড´ ও মুদ্রা সংগ্রহ, পায়রা পালন

৭১৩০ মজক কান্তিদে — ২৯/৪, পঞ্চাননতলা রোড, পশ্চিম পুটিয়ারী, কলি:- ৪১, ১৯ চাকুরী, গ ঙ চ জ ঝ এ ড চ প দ

৭১৩৯ মো: আবদুল খালেক — গ্রাম - মহেশ্বরপাশা, উত্তরপাড়া, দীঘির পূর্ব পাড়, দৌলতপুর, খুলনা, বাংলাদেশ ১৫ ছাত্র. থ ঙ এ ঠ চ

৭১৪৬ মো: মহসীন উদ্দিন খান — c/o মো: আজিজুল হক, ১৫৬, ফকিরের পুল, রমনা, ঢাকা - ২, বাংলাদেশ, ১৭ ছাত্র, ঙ জ এ ড ট চ

৭০৯০ যুধাজিৎ চক্রবর্তী — ৬৬, এম. জি, রোড. প্রেসিডেন্সী বোর্ডিং হাউস, কলি: - ৯, ১৩ ছাত্র, ঙ এ

৭০৮৯ রাধা দত্ত রায় — বর্দ্ধমান, ২৬ ছাত্রী, (গবেষণা) ক খ গ ঘ জ ঝ ছ এ চ

৭০৯২ রোকসানা চৌধুরী (রাকা) — ঢাকা, বাংলাদেশ. ১৬ ছাত্রী; ক গ ছ জ এ ঠ ড ড থ

৭১১৬ রঞ্জিত কুমার গুহ — N. C. D. C. Ltd. Planning Section Po : - Ranchi, Bihar. ৩২ চাকুরী, খ গ জ এ ট ড

৭১২০ রাজকুমার প্রামাণিক — গ্রাম - উদং, পো: - উদং, থানা - আমতা হাওড়া ২২, ছাত্র ক খ

৭০৫৬ শ্যামল চক্রবর্তী — বিনোবা নগর, গৌহাটি - ১৮, কামরূপ, আসাম, ১৯ ছাত্র, ক গ চ ছ

৭০৫৭ সংকর দে — নিউ কলোনী, বেঙ্গলী পার্স ক্লাব রোড, ডিবরুগিরা, ডিব্রুগড়, আসাম, ১৬ ছাত্র, ক গ ঘ চ ট ঠ ড বিদেশী মিতার আগ্রহী

১০৬১ শশী ভূষণ মিত্র — কোচবিহার, ১১ ছাত্র, খ গ চ
(সংঘের অবধায়কদের চিঠি পত্র যাবে)

১০৭০ শাইকুল ইসলাম কাইউম — c/o জনাব আজিজুল ওয়াহাব, নগুয়া সড়ক, কিশোরগঞ্জ, ময়মনসিংহ, বাংলাদেশ, ১৯ ছাত্র, ক ঞ ড চ

১০৭৩ শহীদ চৌধুরী — c/o জুবিলী গ্রীন ষ্টোর্স, ৬/৭ বিপণি বিতান, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ, ২৫ ব্যবসা, চ জ ঝ ঞ ট ড চ ণ

১০৮১ শচীন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় — ঋত্বি কুটীর, ওল্ড কংগ্রেস পাড়া, বালুরঘাট পশ্চিম দিনাজপুর, ১১ বেকার জ ঞ চ

১০৯৩ শামসউদ্দীন আহমেদ — মকিম মঞ্জিল, ফরাজি পাড়া রোড, খুলনা ২০ ছাত্র, খ জ ঞ ট ড চ দ

১০৫৫ সুমিত কুমার ঘোষ — c/o নীলকণ্ঠ ঘোষ, লাহা এষ্টেট, মাণিকপুর, মেদিনীপুর, ১৭ ছাত্র, গ জ ঝ ট ড চ ণ

১১০৪ সরদার মো: শাহজাহান হোসেন (ইহুদী) — কামালপুর, সাতক্ষীরা খুলনা, ২১ ছাত্র, ঙ জ ঝ ঞ ট ড চ ণ ত

১১১৪ স্বপন কুমার দে — বিবেকানন্দ রোড, শিলচর - ৪, কাছাড় আসাম ১৭ ছাত্র ঞ ড চ

১১১৮ সমীর কুমার বিশ্বাস — সেবালয়, ২৪ পরগনা, ২৫ গ্রন্থাগারিক ক গ জ ঞ গ্রন্থাগার সম্বন্ধে আগ্রহী।

* ১১২৪ Chak - C — সাক ক্লেয়ার Chamber - 76. Maison De Linde F - R. Boulevard Jourdan, 75690 Paris. Cedcx - 14. France ২৯ ছাত্র বিজ্ঞান গ ঙ

১১৪২ সবিতা অধিকারী — বোলপুর
(প্রবেশ পত্র পাওয়া যায়নি)

১০৫৮ হরিপদ ভাওয়াল — Steno. To. E. E. (Technical) C. E's Office. Electricity Department. Nagaland. Kohima ২৪ চাকুরী ছ জ দ

১০২৮ হামিদুল আলম বাবু — c/o মো: ইউসুফ এবং সৈয়দ হাসান আলী লেন, বাবু বাজার ঢাকা-১ বাংলাদেশ ১২ ছাত্র ক খ গ ঙ ণ

নতুন মিতাদের নাম ও পরিচয়ের তালিকা

৭১৪৯ হরিনারায়ণ মণ্ডল — গৌর নগর, কাবিলপুর, বীরভূম, ২২ ছাত্র, ক খ গ ঝ ঞ থ দ

জীবন যাত্রার মাঝে মাঝে জগতের অচেনা মহল থেকে আসে আপন মানুষের দূতী হৃদয় দখলের সীমানা বড় করে দিয়ে যায়। না ডাকতেই শেষকালে একদিন ডেকে আর পাওয়া যায় না। চলে যেতে যেতে বেঁচে থাকার চাঁদটার উপরে ফুল কাটা কাজের পাড় বসিয়ে দেয়।

- রবীন্দ্রনাথ

সংগ্রাহক - বি ৫৩১২ অতীন চৌধুরী।

প্রতিবাদ

সম্পাদক সমীপেষু :-

বর্তমান বৎসরের 'লিপিমিত্তা' কার্ত্তিক - অগ্রাণ, পৌষ, সংখ্যার প্রশ্ন উত্তরে - 'ফটো সিন্ থেসিস্' কাকে বলে' বালা বলা হইয়াছে - ইহা সঠিক নহে। Photo synthesis - কথাটির অর্থ হইল, (Photo - light) অর্থাৎ আলোক সংশ্লেষ। আলোকের উপস্থিতিতে সংশ্লেষ হয় বলিয়া ইহাকে আলোক সংশ্লেষ বলে। এবং Defination (সংজ্ঞা) হিসাবে বলা যায় যে - সূর্য্যালোকের উপস্থিতিতে - উদ্ভিদের Chlorophyl র সাহায্যে বায়ু হইতে গৃহীত Co2 এবং মাটি হইতে শোষিত জল যে জটিল প্রক্রিয়া জল অঙ্গার (Carbohy drate) খাদ্যে পরিণত হয়, তাহাকে আলোক সংশ্লেষ বা Photosyn thesis বলে।

বলা বাহুল্য আলোক সংশ্লেষ প্রক্রিয়া উদ্ভিদের শুধুমাত্র সবুজ অংশেই সীমাবদ্ধ তাহাই নয় - শুধুমাত্র ক্লোরোফিল যুক্ত কোষ গুলিতেই আলোক সংশ্লেষ হইতে পারে।

আলোক সংশ্লেষের রাসায়নিক বিক্রিয়া। এই প্রক্রিয়া সূর্য্যালোকে ক্লোরোফিলের উপস্থিতিতে হয় - অণু - CO2 ও বায়ো - অণু জলের সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া শর্করা প্রস্তুত করে। ইহা একটি বিজারণ (Re-duction) প্রক্রিয়া।

$$6CO_2 + 12H_2O \xrightarrow[\text{Chlorophyl}]{\text{Sun light}} \underset{\text{Glucose}}{C_6H_{12}O_6} + 6H_2O + 6O_2$$
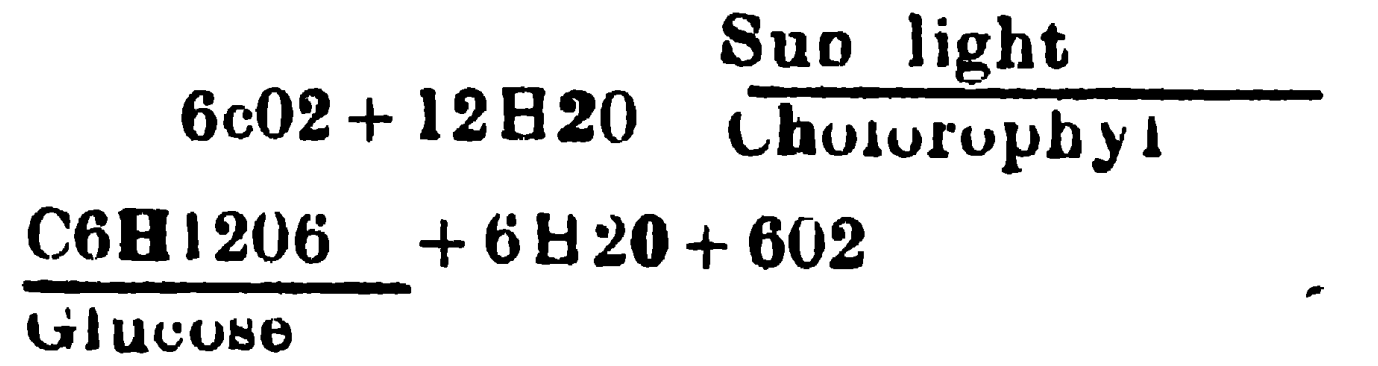
আলোক সংশ্লেষে সৌর শক্তি রাসায়নিক শক্তিরূপে Glucose অণুর মধ্যে আবদ্ধ হয়। এবং প্রতি অণু Glucoseর মধ্যে 673 Kg. Caloric তাপ শক্তি সঞ্চিত হয়।

বিনীত :-

কল্যাণ কুমার সিকদার

৬৬৪৯

কলিকাতা - ১৮

সখ্য ও মৈত্রী সংবাদ

সু-সংবাদ—

গত ১০ই ডিসেম্বর ১৯৭২ সালের এক শুভলগ্নে বিশ্বমিতালি সঙ্ঘের প্রচার সম্পাদিকা কুমারী মঞ্জুশ্রী বন্দ্যোপাধ্যায় দীর্ঘকাল পর কৌমার্যব্রত ভঙ্গ করে অধি-নায়ক চ-চ-চ-য়ের অর্থাৎ শ্রীচণ্ডী চরণ চট্টোপাধ্যায়ের কর-কমলে আত্ম সমর্পণ করলেন।

ঐ একই শুভলগ্নে মিতা বোন ৬৫১২ শ্রীবীণা বসু প্রজাপতির নির্বন্ধানুসারে তার বসুর শেষে রায় যুক্ত করে নামের পরিসর সগৌরবে বৃদ্ধি করলেন।

এই সংযোগে সানন্দে সাহায্য করেছেন মিতা ভাই বি ৫৪৬০ শ্রীজ্ঞানেন্দ্র নাথ রায়। বিশেষ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা লাভের জন্য দুজনেই দীর্ঘকাল কাটিয়েছেন সুদূর ইংলণ্ডে। সাগর পার থেকে এসেই তারা অনুভব করলেন তাদের যৌবনের প্রদীপ্ত ভাস্কর পশ্চিম গগণে ঢলে পড়বার উপক্রম করছে। কাল বিলম্ব না করেই তারা জীবনের বসন্তোৎসবের দ্বারোদ্ঘাটন করলেন। উভয় দম্পত্তির জীবন মধুর ও সার্থক হয়ে উঠুক এই কামনা করি।

৬৭৮১ মোঃ আবদুর রসিদ ঢাকা মেডিকেল কলেজ থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে এম, বি, বি, এস পাশ করেছেন। তাকে আমরা আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।

অনুরোধ—

মিতাদের রূপ চর্চা সংক্রান্ত প্রশ্ন অথবা ত্বকের কোন সমস্যা থাকলে ৬৮১৭ অঞ্জন সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন।

দেশ - বিদেশের মিতা ভাই - বোনদের সঙ্গে ৭১৫৫ সৈয়দ আহমদ আজাদ পত্রালাপ করতে চান।

বাংলাদেশ ও ভারত বাদে সকল দেশের মিতাদের সঙ্গে বিশেষ করে যাদের ছবি ডাকটিকিট সংগ্রহ করা তাদের সঙ্গে ৭১১১ পঙ্কজ ব্যানার্জী পত্রালাপ করতে চান।

কেবলমাত্র নারী মিতাদের সঙ্গে পত্রালাপ করবেন—

৬৮৯৮ রুমকী চৌধুরী

পত্রালাপে বিরক্ত আছেন—

৬৪৭৬ অর্চ্চনা ঘোষ, ৩০১৮ গীতা সিন্‌হা।

সংঘে আর নেই—

৬৫৮০ অশোক কুমার বিশ্বাস, ৭০৬৯ প্রভাকর দাশগুপ্ত।

— —

ঠিকানা পরিবর্ত্তন

১। বি ৫৯২৮ দুর্গা দাস রায়, ORL 1 1B. 'B' Coy 4 T. T. R. 1 S. T. C. Jabalpur. M. P.

২। ৬৭৭৫ মানস কমল সেন, ৫১, জামাল খান রোড, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ।

৩। ৬০২১ শিব রঞ্জন সরকার, H6/97 'Q' Road. Jamshedpur - 1, Bihar

৪। বি ৬১৬০ অমিয় কুমার 194, MTN. Regt. c/o 56. A. P. O

৫। ৬৯৭১ শৈলেন্দ্র নাথ ঘোষাল ৪৩, রাজকৃষ্ণ ঘোষাল রোড, কলিকাতা - ৪২

—

লিপিমিতায় ছোট গল্প প্রতিযোগিতার ফল

লিপিমিতার ১৩শ বর্ষ ৩য় ও ৪র্থ সংখ্যায় প্রকাশিত ছোট গল্প প্রতিযোগিতার বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী এখানে ফল ঘোষণা করা হল। প্রতিযোগিতার বিষয় ছিল অনধিক ১০০০ হাজার শব্দের মধ্যে হাস্য-রসাত্মক বিষয় অবলম্বনে একটি মৌলিক ছোট গল্প রচনা করে পাঠাতে হবে। প্রতিযোগিতায় যোগদান করেছেন ৭০ জন মিতা।

এই প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করেছেন বি ৫৪৬০ জ্ঞানেন্দ্র নাথ রায় ও দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছেন বি ৪০২৮ অনন্ত কুমার বিশ্বাস। গল্প দুটির নাম যথাক্রমে 'বেঙ্গছত্র' এবং 'ঝুটুদার ভুরি ভোজ'।

প্রথম পুরস্কার প্রাপ্ত গল্পটি লিপিমিতা আগামী নববর্ষ বিশেষ সংখ্যায় ও দ্বিতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত গল্পটি লিপিমিতা ১৪শ বর্ষ ২য় সংখ্যায় প্রকাশ করা হবে।

ক্ষীরোদ গোপাল আলোক চিত্র প্রতিযোগিতার ফল

লিপিমিতা ১৩শ বর্ষ ৩য় ও ৪র্থ সংখ্যায় প্রকাশিত ক্ষীরোদ গোপাল আলোক চিত্র প্রতিযোগিতার বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী এখানে ফল ঘোষণা করা হল। বি ১৬২ ডাঃ ক্ষীরোদ গোপাল দে'র সৌজন্যে এবং বিশ্বমিতালি সংঘের তত্ত্বাবধানে উল্লিখিত আলোকচিত্র প্রতিযোগিতাটি অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই প্রতিযোগিতায় মোট ৮২ জন মিতা যোগদান করেছেন। এই প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করেছেন বি ৬৭৫৮ বিমল কুমার পাল. বি ৬৫১৭ সুস্মিতা মুখার্জী, তৃতীয় স্থান অধিকার করেছেন ৬৫২২ বীণা বসু রায় ও চতুর্থ স্থান অধিকার করেছেন ১৭৩১ গৈরিকা চক্রবর্ত্তী।

প্রথম ও দ্বিতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত ছবি দুটি লিপিমিতা আগামী নববর্ষ বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশ করা হবে।

আলোক চিত্র ফেরত পেতে হলে রেজিঃ খরচ বাবদ ১.৩৫ পয়সার ডাক টিকিট পাঠিয়ে দিলে সংঘ আলোক চিত্রটি নিবন্ধিত করে পাঠিয়ে দেবে।

স্থায়ী সভ্য বা বিশ্বমিতা

সংঘের দু বৎসরের চাঁদা দিয়ে যাঁরা স্থায়ী সভ্য হয়েছেন তাঁদেরকে আমরা বিশ্বমিতা নামে অভিহিত করি। গত ২৯শে মাঘ ১৩৭৯ পর্যান্ত যে কয়জন বিশ্ব মিতা পেয়েছি তাঁদের নাম সদস্য সংখ্যা নীচে দেওয়া হল।

সর্বশ্রী— ৬২৩৩ অবনী ভূষণ বসাক্‌, ৬৪৯৮ অজয় কুমার হালদার, ৬৩১৬ ইন্দ্রা সেন, ৫৬৭৭ আশীষ মুখার্জী, ৬১৮৪ গীতা গাংগুলী, ৬৭১৬ তপন কুমার সরকার, ৬২৫০ দীপক পোদ্দার, ৭০৬৬ দিলীপ কুমার গাংগুলী, ৬৯৩০ মোঃ সৈয়দুল আলম, ৬৩৯৬ শুক্লা চ্যাটার্জী, ৬৫১৬ শ্যামল ব্যানার্জী; ৭০২৭ শিখা বণিক, ৬৬৫৭ পঙ্কজ কুমার কোলে, ৬৫১৭ সুস্মিতা মুখার্জী।

বিশ্বমিতা হবার পর সংঘকে পত্র-পত্রিকার ব্যয় নির্বাহের জন্য বাৎসরিক চাঁদা বাবদ আট টাকা পাঠালেই চলবে।

আশা করি সংঘ এবার অধিকতর বিশ্বমিতা লাভে সক্ষম হবে।

লিপিমিতাকে যাঁরা সাহায্য করেছেন-

গত ২৯শে মাঘ, ১৩৭৯ পর্যান্ত সাহায্য বাবদ যে অর্থ পাওয়া গেছে তারই হিসেব নীচে দেওয়া হল

সর্বশ্রী— ৬৭৮৭ রবি দাস ৫ টাকা, বি ৬৪৯৮ অজয় কুমার হালদার ৪ টাকা, বি ৩৪৭৭ গৌতম ভট্টাচার্য্য ২ টাকা, বি ৫৫৭ পিনাকী রঞ্জন রায় ২ টাকা, ৬৮৪৮ দীপক সরকার ২ টাকা, ৭১০৫ গৌর গোবিন্দ দাস ১ টাকা ৫০ পয়সা, বি ৬৯৩২ অজিত কুমার সেন ১ টাকা, ৬৩৯৯ বঙ্কিম চন্দ্র দে ১ টাকা, ৬৯২২

নীলিমা মজুমদার ১ টাকা, ৬৯৫৩ সুধীর চন্দ্র দাস ১ টাকা।

লিপিমিতার সাহায্য ভাণ্ডারে মোট ২০ টাকা ৫০ পয়সা পাওয়া গেছে। গতবারে সাহায্য ভাণ্ডারে মোট ৫৯৭.১৮ পয়সা জমা ছিল। সুতরাং এ পর্যন্ত সাহায্য ভাণ্ডারে মোট ৬১৭.৬৮ পয়সা জমা রইল।

সভ্য - সভ্যাদের নিকট যে চাঁদা পাওয়া যায় তার দ্বারা পত্রিকার সমস্ত ব্যয়ভার বহন করা সম্ভব নয়।

পত্রিকাটি যাতে নিয়মিত প্রকাশ করা চলে তারজন্য আর্থিক সচ্ছলতা একান্ত আবশ্যক। তাই শুভাকাঙ্খী ও উৎসাহী মিতাদের অনুরোধে লিপিমিতার সাহায্য ভাণ্ডার খোলা হয়েছে।

আশা করি মিতা ভাই বোনেরা সাধ্য অনুযায়ী আর্থিক সাহায্য করে লিপি-মিতাকে দীর্ঘায়ু ও শ্রীবৃদ্ধির পথে চালিত করবেন।

প্রাপ্তি স্বীকার

পিলসুজ :— সাহিত্য পত্রিকা।
সম্পাদক — এমদাদুর রহমান সাকী ও মাহবুবা জিন্নাত আরা পারুল। যোগা-যোগের ঠিকানা :- নবারুণ সংঘ, শ্যামপুর চিনি কারখানা, শ্যামপুর, রংপুর, বাংলাদেশ

দাবানল :— সাহিত্য পত্রিকা।
সম্পাদক :— মোঃ আমজাদ হোসেন, যোগাযোগের ঠিকানা :— নবারুণী সংঘ, শ্যামপুর, রংপুর, বাংলাদেশ।

—::—

আগত নববর্ষের বৈশাখী লিপিমিতার বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

আগামী ১৩৮০ বঙ্গাব্দে লিপিমিতার যে বৈশাখী সংখ্যা প্রকাশিত হবে তাতে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সমস্ত বিশ্বমিতা প্রবাসী মিতা ও সাধারণ মিতার বিস্তৃত পরিচয়ের পূর্ণ তালিকা প্রকাশ করা হবে। যে সকল সভা - সভ্যা নিয়মিত চাঁদা দিয়ে সংঘের সদস্য ভুক্ত হয়ে ছিলেন এবং এখনও যাঁরা বিশ্বমিতা হননি তাঁদের চৈত্র ১৩৭৯ বঙ্গাব্দ (ইং ১৯৭৩ মার্চ্চ) পর্যন্ত চাঁদা পরিশোধ না থাকলে লিপিমিতার নববর্ষ বৈশাখী পত্রিকায় তাদের পরিচয় প্রকাশ করা সম্ভব হবে না।

যে সকল মিতা বা বিশ্বমিতা দীর্ঘ কাল যাবৎ সঙ্ঘের সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন নি বা যাঁদের চিঠি দিয়ে কোন উত্তর পাওয়া যায় নি তাঁদের নাম তালিকায় প্রকাশ করা হবে না।

সংঘের যে সমস্ত স্থায়ী সভ্য বা বিশ্বমিতা পত্র-পত্রিকা প্রভৃতির ব্যয় নির্বাহের জন্য ১৩৭৯-৮০ বঙ্গাব্দ বাবদ সংঘের বাৎসরিক চাঁদা এখনও পাঠান নি আগামী ৩০শে চৈত্র ১৩৭৯ (ইং ১৩ই এপ্রিল ১৯৭৩) এর মধ্যে পাঠাতে অনুরোধ জানাচ্ছি।

লিপিমিতার আগামী সংখ্যায় বিশ্বমিতাদের আলোক চিত্র প্রকাশ করা হবে। আলোক চিত্র প্রকাশের জন্য ব্লক মুদ্রণের খরচা বাবদ ১২ টাকা সম্পাদকের নামে সংঘের ঠিকানায় মুদ্রানামা যোগে পাঠাতে হবে।

যাঁদের আলোক চিত্র পূর্বে পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে তাঁদের ছবির ব্লক আর করাতে হবে না। তাঁরা কেবল মুদ্রণ খরচা বাবদ ৬ টাকা পাঠাবেন। ব্লকের জন্য পাসপোর্ট অপেক্ষা বড় ছবি পাঠালে ব্লক ছাপার খরচ বেশী পড়বে। আলোক চিত্র টাকা ইত্যাদি ৩০শে চৈত্র ১৩৭৯ সংঘে এসে পৌছান চাই।

যাবতীয় মণিঅর্ডার, পোষ্টাল অর্ডার বা চেক Secretary Viswa Mitali Sangha এই নামে যেন পাঠান হয়।

ষ্টেট ব্যাঙ্ক বা কলকাতার বাইরের কোন ব্যাঙ্কের চেক পাঠাবার সময় যেন উপযুক্ত ব্যাঙ্ক বা কলকাতার বাইরের কোন ব্যাঙ্কের চেক পাঠাবার সময় যেন উপযুক্ত ব্যাঙ্ক কামশন দেওয়া হয়। সমস্ত পোষ্টাল অর্ডার বা চেক ক্রশ করে যেন পাঠান হয়।

— সঃ বিঃ মিঃ সঃ

নববর্ষের লিপিমিতার বিশেষ সংখ্যার দক্ষিণা—১ টাকা

বিশ্বমিতালি সঙ্ঘের পক্ষ থেকে ১৩৮০ সালে লিপিমিতার বিশেষ বৈশাখী নববর্ষ সংখ্যা প্রকাশ করা হচ্ছে। এই সংখ্যার আকৃতি বর্ত্তমান সংখ্যার দ্বিগুণ হবে এবং প্রচারের জন্য বাংলায় ও বাংলার বিভিন্ন পাঠাগারে প্রদানের উদ্দেশ্যে কিছু বেশী সংখ্যক পত্রিকা মুদ্রিত করা হয়ে থাকে।

এই সংখ্যায় থাকবে —

১) নববর্ষের দিনপঞ্জী, ছুটির দিন, ব্যক্তিগত ও বিভিন্ন দেশ সংক্রান্ত রাশি-ফল বিদেশের রাষ্ট্রদূতের ঠিকানা, ২) ভ্রমণ কাহিনী, ৩) বিবিধ বিষয়ে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ, ৪) ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক রচনা ৫) পরিভাষ, প্রতিযোগিতায় পুরস্কার প্রাপ্ত গল্প ও আরও অন্যান্য বিষয় ৬) বহু মুখ পাঠ্য কবিতা, ৭) প্রবাসী মিতার পত্র, ধাঁধা, বাণী, প্রশ্নোত্তর, রান্না-ঘর, অনুমানস প্রতিযোগিতা।

প্রত্যেক পরিচয়ের ভূমিকা হিসাবে বহু বিশ্বমিতার আলোকচিত্র আর্ট পেপারে ছাপা হবে। পুরস্কার প্রাপ্ত অঙ্কিত চিত্র গুলিও ঐ সঙ্গে প্রকাশ করা হবে। সেই কারণে প্রত্যেক মিতাকে অতিরিক্ত ১ টাকা পাঠাতে অনুরোধ জানানো হচ্ছে। যদি কোন মিতা উক্ত সংখ্যার একাধিক খণ্ড চান তবে ঐ খণ্ডের সংখ্যা জানিয়ে ৩০শে চৈত্র ১৩৭৯ এর মধ্যে সংঘমিত্তাকে চিঠি দিতে হবে। প্রতিটি অতিরিক্ত খণ্ডের জন্য ১ টাকা উল্লিখিত তারিখের মধ্যে যেন পাঠান হয়।

এই সংখ্যায় কেউ যদি বিজ্ঞাপন দিতে চান তবে সম্পাদকের নামে সংঘের ঠিকানায় যোগাযোগ করুন। ডাক বিভাগের অসতর্কতায় বহু পত্রিকা পথে মারা যায়। পূর্বে যে সকল মিতার পত্রিকা খোয়া গেছে তারা যদি রেজিঃ বুক পোষ্টের খরচ বাবদ ১.১০ পয়সা অতিরিক্ত পাঠান তাহলে সংঘ পত্রিকাটি নিবন্ধিত করে পাঠাবে।

বিজ্ঞপ্তি

১৯৫৬ সালের সংবাদ - পত্র রেজিষ্ট্রেশন সেণ্ট্রাল রুলস্ এর ৮ ধারা অনুযায়ী নিম্নবর্ণিত সংবাদ প্রকাশিত হইল।

১। প্রকাশের স্থান — বিশ্বমিতালি সঙ্ঘ, ৪৮, রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, উত্তরপাড়া, হুগলী।

২। প্রকাশকাল — মাসিক।

৩। মুদ্রাকরের নাম — শ্রীজগন্নাথ জানা, জাতি - ভারতীয়, ঠিকানা - ২০, এ. পি, আঢ্য লেন, শেওড়াফুলি, হুগলী।

৪। প্রকাশকের নাম — শ্রীজগন্নাথ জানা, জাতি - ভারতীয়, ঠিকানা - ২০, এ, পি, আঢ্য লেন, শেওড়াফুলি, হুগলী।

৫। সম্পাদকের নাম — শ্রীজগন্নাথ জানা, জাতি - ভারতীয়, ঠিকানা - ২০, এ, পি, আঢ্য লেন, শেওড়াফুলি, হুগলী।

৬। সত্ত্বাধিকারী — বিশ্বমিতালি সঙ্ঘ, ৪৮, রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, উত্তরপাড়া, হুগলী।

আমি, শ্রীজগন্নাথ জানা, এতদ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে, উপরোক্ত তথ্যগুলি আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমত সত্য।

স্বাক্ষর—

প্রকাশক—শ্রীজগন্নাথ জানা

তারিখ—১/৩/৭৩।

ঃ উন্মোচন

পত্রালাপী মিতাদের প্রত্যক্ষ পরিচয় উদ্‌ঘাটনের শ্রেষ্ঠ মাধ্যম হল আলোকচিত্র। নীচে কয়েকজন বিশ্বমিতার প্রতিকৃতি উন্মোচন করা হল। আশাকরি অদূর ভবিষ্যতে মিতাদের সাক্ষাৎ আলাপের সূচনা অধিকতর সহজ ও সরল হবে। — সঙ্ঘমিতা

৬০৯৬ শুক্লা চ্যাটার্জী

৬১১ঃ প্রভাত কুমার পাল

৬২৮ঃ ডাঃ রণেন্দ্র নাথ দে

৬৯৮৮ শীতল রায়

৬৭৭৮ বিমল কুমার পাল

৬২৩৩ অবনীভূষণ বসাক

৫৮৬২ এস, কে. চৌধুরী

৬৫১৭ সুস্মিতা মুখার্জী

৬৫১৬ শ্যামল ব্যানার্জী

৭০৭৭. মোঃ শরিফুল কবির

৫৬৯৪ প্রবীর কুমার সিনহা

৭০২৭ শিখা বণিক

৬০২৯ দিলীপ কুমার সরকার

৬১৯৫ মদন মোহন দত্ত
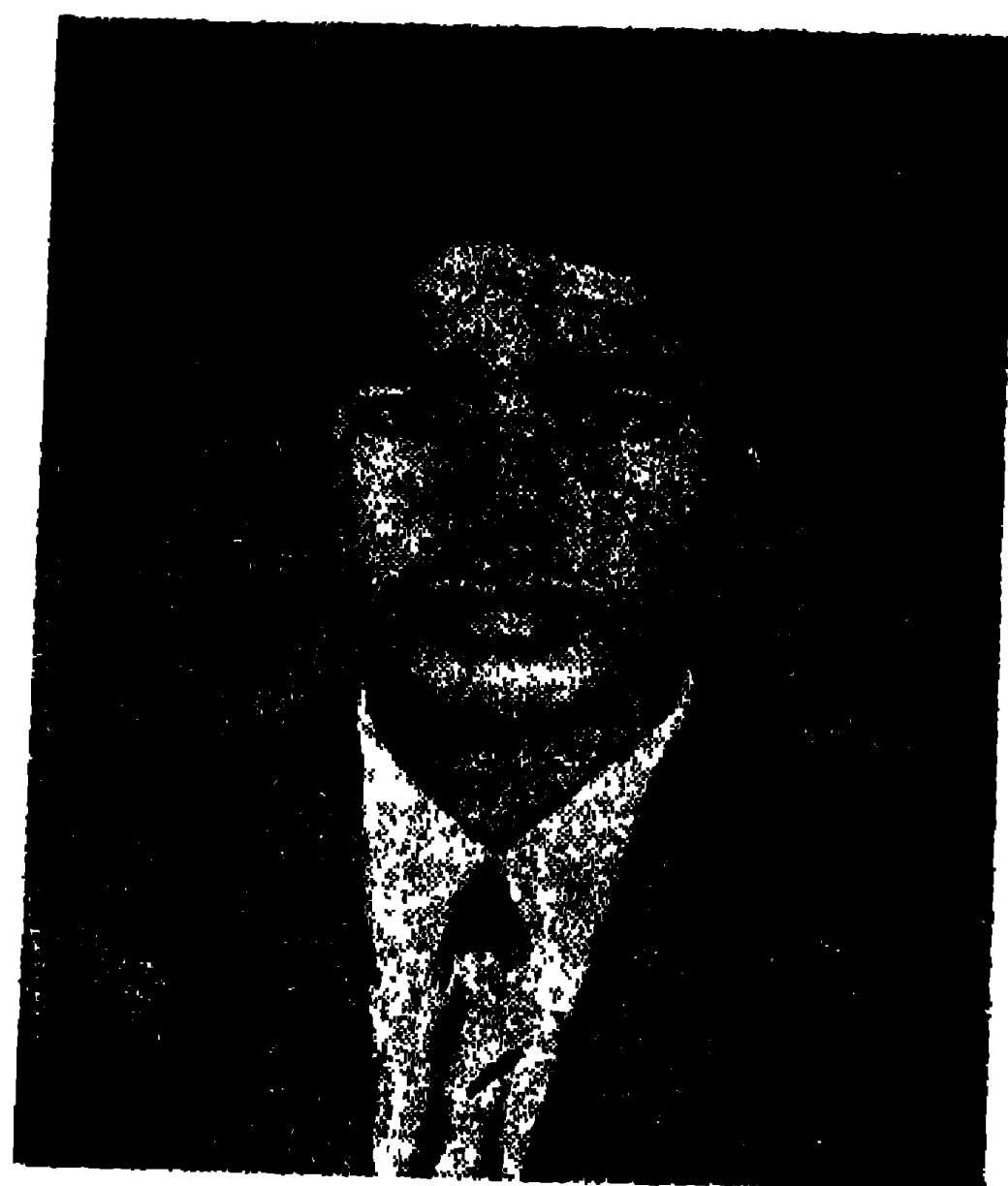
৭০৭২ মো: জামাল উদ্দিন

নববর্ষের দিন পঞ্জী

১৩৮০

(ইংরাজী—১৯৭৩ - ৭৪)

দেশে - বিদেশে মিতাদের সুবিধার জন্য বাংলা তারিখের সঙ্গে ইংরাজী তারিখ প্রকাশ করা হল। স্থানাভাব বশতঃ পূর্ণ বৎসরের প্রতিটি দিনের তারিখ উল্লেখ করা সম্ভব হল না।

বাংলা মাসের পয়লা ও সংক্রান্তির সঙ্গে একাদশী, অমাবস্যা, পূর্ণিমা এবং বিভিন্ন পর্বাদির তারিখগুলি ইংরাজী তারিখ সহ নীচে উল্লেখ করা হল। মিতারা একটু চেষ্টা করলে সহজেই অনুল্লিখিত তারিখ হিসেব করে নিতে পারবেন। স্থান সঙ্কুলানের জন্য বাংলা ও ইংরাজী মাসের প্রথম বর্ণ এবং একাদশীর 'এ' অমাবস্যার 'অ' পূর্ণিমার 'পূ' ও ছুটির 'ছু' সাঙ্কেতিক' চিহ্নরূপে ব্যবহার করা হয়েছে।

বৈশাখ :—

১লা বৈশাখ শনিবার ১৪ই এপ্রিল নববর্ষ ছু.। ৪ঠা বৈশাখ মঙ্গলবার ১৭ই এপ্রিল পূ.। ৭ই বৈশাখ ২০শে এপ্রিল শুক্রবার গুডফ্রাইডে। ১৬ই বৈশাখ ২৯শে এপ্রিল রবিবার এ.। ১৮ই বৈশাখ ১লা মে মঙ্গলবার মে দিবস ছু:। ১৯শে বৈশাখ ২রা মে বুধবার অ.। ২২শে বৈশাখ ৫ই মে শনিবার অক্ষয় তৃতীয়া। ২৫শে বৈশাখ ৮ই মে মঙ্গলবার রবীন্দ্র জয়ন্তী। ২৭শে বৈশাখ ১০ই মে বৃহস্পতিবার সীতা নবমী ব্রত। ৩০শে বৈশাখ ১৩ই মে রবিবার এ.। ৩১শে বৈশাখ ১৪ই মে সোমবার সংক্রান্তি।

জ্যৈষ্ঠ :—

১লা জ্যৈষ্ঠ ১৫ই মে মঙ্গলবার, ২রা জ্যৈষ্ঠ ১৬ই মে বুধবার গন্ধেশ্বরী পূজা। ৩রা জ্যৈষ্ঠ ১৭ই মে বৃহস্পতিবার পূ.। ১৪ই জ্যৈষ্ঠ ২৮শে মে সোমবার এ.। ১৬ই জ্যৈষ্ঠ ৩০শে মে বুধবার সাবিত্রীব্রত। ১৮ই জ্যৈষ্ঠ ১লা জুন শুক্রবার অ.। ২০শে জ্যৈষ্ঠ ৬ই জুন বুধবার জামাই ষষ্ঠী। ২৭শে জ্যৈষ্ঠ ১০ই জুন রবিবার দশহরা। ২৮শে জ্যৈষ্ঠ ১১ই জুন সোমবার এ.। ৩২শে জ্যৈষ্ঠ ১৫ই জুন শুক্রবার স্নানযাত্রা পূ. ছু.।

আষাঢ় :—

১লা আষাঢ় ১৬ই জুন শনিবার। ১২ই আষাঢ় ২৭শে জুন বুধবার এ.। ১৫ই আষাঢ় ৩০শে জুন শনিবার অ. ব্যাঙ্ক ছু. সূর্যগ্রহণ। ১৭ই আষাঢ় ২রা জুলাই সোমবার রথযাত্রা ছু:। ২৬শে আষাঢ় ১১ই জুলাই বুধবার এ.। ৩০শে আষাঢ় ১৫ই জুলাই রবিবার পূ.। ৩১শে আষাঢ় ১৬ই জুলাই সোমবার সংক্রান্তি।

শ্রাবণ :—

১লা শ্রাবণ ১৭ই জুলাই মঙ্গলবার। ১০ই শ্রাবণ ২৬শে জুলাই বৃহস্পতিবার এ.। ১৩ই শ্রাবণ ২৯শে জুলাই রবিবার অ.। ১৯শে শ্রাবণ ৪ঠা আগষ্ট শনিবার লুণ্ঠন ষষ্ঠী। ২৪শে শ্রাবণ ৯ই আগষ্ট বৃহস্পতিবার এ. ঝুলন যাত্রা। ২৯শে শ্রাবণ ১৪ই আগষ্ট মঙ্গলবার পূ.। ৩০শে শ্রাবণ ১৫ই আগষ্ট বুধবার স্বাধীনতা দিবস ছু:। ৩২শে শ্রাবণ ১৭ই আগষ্ট শুক্রবার সংক্রান্তি।

ভাদ্র :—

১লা ভাদ্র ১৮ই আগষ্ট শনিবার। ৪ঠা ভাদ্র ২১শে আগষ্ট মঙ্গলবার জন্মাষ্টমী, ছু:। ৭ই ভাদ্র ২৪শে আগষ্ট শুক্রবার এ.। ১১ই ভাদ্র ২৮শে আগষ্ট মঙ্গলবার অ.। ১৭ই ভাদ্র ৩রা সেপ্টেম্বর সোমবার চর্পটাষষ্ঠী। ১৯শে ভাদ্র ৫ই সেপ্টেম্বর বুধবার রাধাষ্টমী ব্রত। ২২শে ভাদ্র ৮ই সেপ্টেম্বর শনিবার এ। ২৬শে ভাদ্র ১২ই সেপ্টেম্বর বুধবার পূ.। ৩১শে ভাদ্র ১৭ই সেপ্টেম্বর সোমবার বিশ্বকর্ম্ম পূজা, সংক্রান্তি।

আশ্বিন :—

১লা আশ্বিন ১৮ই সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার। ৫ই আশ্বিন ২১শে সেপ্টেম্বর শনিবার এ.। ৯ই আশ্বিন ২৬শে সেপ্টেম্বর

বুধবার অ., মহালয়া ছু: । ১৫ই আশ্বিন ২রা অক্টোবর মঙ্গলবার গান্ধীর জন্মদিন ও দুর্গা ষষ্ঠী, ছু: । ১৬ই আশ্বিন ৩রা অক্টোবর বুধবার মহাসপ্তমী, ছু: । ১৭ই আশ্বিন ৪ঠা অক্টোবর বৃহস্পতিবার মহা অষ্টমী ছু: । ১৮ই আশ্বিন ৫ই অক্টোবর শুক্রবার মহা নবমী, ছু: । ১৯শে আশ্বিন ৬ই অক্টোবর শনিবার মহা দশমী, ছু: । ২১শে আশ্বিন ৮ই অক্টোবর সোমবার এ. । ২৪শে আশ্বিন ১১ই অক্টোবর বৃহস্পতিবার লক্ষ্মীপূজা ছু: । ২৫শে আশ্বিন ১২ই অক্টোবর শুক্রবার পূ: । ৩০শে আশ্বিন ১৭ই অক্‌টোবর বুধবার সংক্রান্তি ।

কার্তিক :—

১লা কার্তিক ১৮ই অক্‌টোবর বৃহস্পতিবার । ৫ই কার্তিক ২২শে অক্‌টোবর সোমবার এ. । ৮ই কার্তিক ২৫শে অক্‌টোবর বৃহস্পতিবার কালিপূজা ছু: । ৯ই কার্তিক ২৬শে অক্‌টোবর শুক্রবার অ: । ১০ই কার্তিক ২৭শে অক্‌টোবর শনিবার ভ্রাতৃ দ্বিতীয়া । ১৮ই কার্তিক ৪ঠা নভেম্বর রবিবার জগদ্ধাত্রী পূজা । ২০শে কার্তিক ৬ই নভেম্বর মঙ্গলবার এ. । ২৩শে কার্তিক ৯ই নভেম্বর শুক্রবার রাসযাত্রা । ২৪শে কার্তিক ১০ই নভেম্বর শনিবার পূ: । গুরু নানকের জন্মদিন ছু: । ৩০শে কার্তিক ১৬ই নভেম্বর শুক্রবার কার্তিক পূজা, সংক্রান্তি ।

অগ্রহায়ণ :—

১লা অগ্রহায়ণ ১৭ই নভেম্বর শনিবার ৪ঠা অগ্রহায়ণ ২০শে নভেম্বর মঙ্গলবার এ. । ৮ই অগ্রহায়ণ ২৪শে নভেম্বর শনিবার অ. । ২০শে অগ্রহায়ণ ৬ই ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার এ. । ২৪শে অগ্রহায়ণ ১০ই ডিসেম্বর সোমবার পূ: চন্দ্রগ্রহণ । ৩০শে অগ্রহায়ণ ১৬ই ডিসেম্বর রবিবার সংক্রান্তি ।

পৌষ :—

১লা পৌষ ১৭ই ডিসেম্বর সোমবার । ৪ঠা পৌষ ২০শে ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার এ. । ৮ই পৌষ ২৪শে ডিসেম্বর সোমবার অ. । ৯ই পৌষ ২৫শে ডিসেম্বর মংগলবার বড়দিন ছু: । ১৫ই পৌষ ৩১শে ডিসেম্বর সোমবার ব্যাঙ্ক হলি ডে । ১৬ই পৌষ ১লা জানুয়ারী মংগলবার নিউ ইয়ার্স ডে, ছু: । ১৯শে পৌষ ৪ঠা জানুয়ারী শুক্রবার এ. । ২৩শে পৌষ ৮ই জানুয়ারী মংগলবার পূ: । ২৯শে পৌষ ১৪ই জানুয়ারী সংক্রান্তি ।

নববর্ষের দিন পঞ্জী — ১৩৮০

মাঘ: —

১লা মাঘ ১৫ই জানুয়ারী মংগলবার। ৫ই মাঘ ১৯শে জানুয়ারী এ.। ৯ই মাঘ ২৩শে জানুয়ারী বুধবার অ. নেতাজীর জন্মদিন ছু:। ১৪ই মাঘ ২৮শে জানুয়ারী সোমবার সরস্বতী পূজা, ছু:। ১৫ই মাঘ ২৯শে জানুয়ারী মংগলবার শীতলা ষষ্ঠী। ২০শে মাঘ ৩রা ফেব্রুয়ারী রবিবার এ.। ২৩শে মাঘ ৬ই ফেব্রুয়ারী বুধবার পূ:। ২৯শে মাঘ ১২ই ফেব্রুয়ারী মংগলবার সংক্রান্তি।

ফাল্গুন :—

১লা ফাল্গুন ১৩ই ফেব্রুয়ারী বুধবার। ৫ই ফাল্গুন ১৭ই ফেব্রুয়ারী রবিবার এ.। ৮ই ফাল্গুন ২০শে ফেব্রুয়ারী বুধবার শিব-রাত্রি। ১০ই ফাল্গুন ২২শে ফেব্রুয়ারী শুক্রবার অ.। ২০শে ফাল্গুন ৪ঠা মার্চ্চ সোমবার এ.। ১৪'শ ফাল্গুন ৮ই মার্চ্চ শুক্রবার পূ. দোলযাত্রা ছু:। ৩০শে ফাল্গুন ১৪ই মার্চ্চ বৃহস্পতি বার সংক্রান্তি।

চৈত্র :-

১লা চৈত্র ১৫ই মার্চ্চ শুক্রবার। ৫ই চৈত্র ১৯শে মার্চ্চ মংগলবার এ.। ৯ই চৈত্র ২৩শে মার্চ্চ শনিবার অ.। ১৫ই চৈত্র ২৯শে মার্চ্চ অশোক ষষ্ঠী। ১৬ই চৈত্র ৩০শে মার্চ শনিবার বাসন্তীপূজা। ১৭ই চৈত্র ৩১শে মার্চ রবিবার অন্নপূর্ণা পূজা। ১৮ই চৈত্র ১লা এপ্রিল সোমবার রাম-নবমী ব্রত। ১৯শে চৈত্র ২রা এপ্রিল মংগলবার দশমী। ২০শে চৈত্র ৩রা এপ্রিল বুধবার এ.। ২৩শে চৈত্র ৬ই এপ্রিল শনিবার পূ:। ২৯শে চৈত্র ১২ই এপ্রিল শুক্রবার গুডফ্রাইডে ছু:। ৩০শে চৈত্র ১৩ই এপ্রিল শনিবার নীলের পূজা। ৩১শে চৈত্র ১৪ই এপ্রিল রবিবার চড়ক পূজা, সংক্রান্তি।

—::—

মানুষের জীবনটাত আর মাটির বাসন নয় যে একবার এঁটো হলেই তাকে আস্তাকুঁড়ে ফেলে দিতে হবে।

—বিবেকানন্দ

সংগ্রাহক :— ৬৮১৭ অঞ্জন শংকর

রাশি অনুসারে ব্যক্তিগত বর্ষফল

১৩৮০ বঙ্গাব্দ

এই বিজ্ঞানের যুগেও মানুষ ভাগ্য-চক্রকে উপেক্ষা করতে পারে না। আর কি করেই বা উপেক্ষা করবে? সঠিক রাশি লগ্নর কোষ্ঠী ফলাফলের এমন অনেক আধি দৈবিক ও আধিভৌতিক বিষয় মানুষের প্রবাহমান জীবন ধারায় প্রভাব বিস্তার করেছে যাকে কোন বুদ্ধি-মান মানুষ অবহেলা করতে পারে না।

আমরা নীচে রাশি অনুসারে বর্ষফল প্রকাশ করলাম। অভিজ্ঞ জ্যোতির্বিদ-গণের দ্বারা এই বর্ষফল নিরূপিত হয়েছে।

মেষ রাশি :—

অর্থোপার্জনের জন্য বেশ কিছু পরিশ্রম করতে হবে। তবে মাঘ মাসের পর আয় কিছু বাড়বে। লটারীতে তেমন অশান্তি সৃষ্টি করবে, ফলে বেশ কিছু ব্যয় হবে।

লাভের আশা নেই। শত্রু পক্ষ নানা তাছাড়া ভ্রমণের জন্যও কিছু ব্যয় হবে। পদোন্নতির আশা করতে পারেন। জ্যৈষ্ঠ মাসের পর পড়া শোনায় মন বসবে তবে আশ্বিন মাসের পর ফল প্রকাশ পেলে কৃতকার্য্য হবার সম্ভাবনা কম। মাতা, স্ত্রী, পুত্র - কন্যার স্বাস্থ্য মোটামুটি ভাল। পিতার ভগ্ন স্বাস্থ্যের বিশেষ উন্নতি হবে। নিজে সারা বৎসরটি দৈহিক সুখে কাটাবেন।

বৃষ রাশি :—

অর্থাগম মোটামুটি রূপে হবে। ব্যবসায় মনোযোগ দিলে উন্নতি হতে পারে।

লটারীতে লাভবান হতে পারেন। আষাঢ় মাসের পর কর্ম্মক্ষেত্রে কিছু অশান্তি আসতে পারে। মাতা, পিতা, পুত্র-কন্যাদের স্বাস্থ্য ভালই যাবে। নিজের স্বাস্থ্য মোটামুটি মন্দ যাবে না, তবে গুহ্য সংক্রান্ত রোগে মাঝে মাঝে ভুগতে পারেন।

স্ত্রীর স্বাস্থ্যও সারা বৎসর সুখে কাটবে। স্ত্রীর সহায়তায় ধর্ম্মের পথ সুগম হবে। আষাঢ় মাসে পরীক্ষার ফল প্রকাশ পেলে আশাতিরিক্ত সাফল্য লাভ করবেন। সুদূর ভ্রমণযোগ আছে।

মিথুন রাশি :—

সমগ্র বৎসরটি নানা সমস্যার সম্মুখীন হলেও ভালই যাবে বলা যায়। অর্থোপার্জন বেশ ভালই হবে। ভ্রাতারাও কিছু কিছু সাহায্য করবে। তবে নতুন ব্যবসার ক্ষেত্রে বৎসরটি বিশেষ সুবিধার নয়। লটারীতেও তেমন লাভের আশা নেই। শত্রুরা বার বার আক্রমণ চালাতে পারে কিন্তু কোন ক্ষতি হবে না।

মাতার স্বাস্থ্য ভালই থাকবে। তবে পিতার শরীর ক্রমশ: ভেঙ্গে পড়বে। পুত্র কন্যাদের স্বাস্থ্যও ভাল যাবে না। স্ত্রীর বার বার রোগ ভোগের জন্য কিছু ব্যতিক্রম হতে পারেন। নিজের স্বাস্থ্য মোটামুটি থাকবে। বিদ্যাশিক্ষায় মনোযোগ আসবে। তবে মাঘ মাসের মধ্যে পরীক্ষার ফল প্রকাশ পেলে আশানুরূপ ফল লাভ হবে না।

কর্কট রাশি :—

বৎসরটি অর্থাগমের পক্ষে খুবই ভাল। ভূমিজ দ্রব্যের ব্যবসায় লাভের আশা আছে। আষাঢ় মাস থেকে আয়ের মাত্রা বাড়বে। লেখাপড়া ও পরীক্ষার ফল আশাতিরিক্ত হবে।

ধর্ম্মের পথ সুগম হতে পারে। সুদূর ভ্রমণ যোগ আছে। মাতার স্বাস্থ্যের উন্নতি হবে। পুত্র - কন্যা ও ভাইদের স্বাস্থ্য ভালই থাকবে। পিতার স্বাস্থ্যও ভাল থাকবে। স্ত্রীর স্বাস্থ্য ক্রমশ: মন্দের দিকে যেতে পারে। পায়ে আঘাত লাগার দরুণ নিজে বেশ কিছু দিন শয্যাশায়ী হতে পারেন।

সিংহ রাশি:—

অর্থাগমের দিক থেকে বৎসরটি সুবৎসর রূপে গণ্য। জ্যৈষ্ঠ মাসের পর অর্থোপার্জন বেশ ভালই হবে। লটারীতে

প্রচুর লাভের আশা আছে। ব্যবসার ক্ষেত্রেও প্রচুর লাভ হতে পারে। হারানো সম্পত্তির সন্ধান পেতে পারেন। আয়ের তুলনায় ব্যয় কম হতে পারে।

লেখা পড়ায় মন বসবে এবং পরীক্ষার ফল ভাল হবে। কর্মক্ষেত্রে পদোন্নত হতে পারে। পুত্র - কন্যা, মাতা, পিতা ও স্ত্রীর স্বাস্থ্য ভাল বলা যায়। নিজে পাকস্থলীর ও সর্দি সংক্রান্ত রোগে কিছু দিন ভুগতে পারেন।

কন্যা রাশি :—

পরীক্ষায় সুফলের আশা আছে। কোন ব্যক্তির সাহায্যে আর্থিক উন্নতি ঘটতে পারে। লটারীতে কিছু প্রাপ্তি যোগ আছে। বিবাহে কিছু যৌতুক পেতে পারেন। ধর্ম্মের দিকে কিছু মনোযোগ আসতে পারে। পুত্র - কন্যাদের স্বাস্থ্য ভালই বলা যায়।

আশ্বিন মাস থেকে পিতার স্বাস্থ্য ভাল হবে। নিজের স্বাস্থ্য মোটামুটি ভাল থাকলেও মাঝে মাঝে চোখ, গলা ইত্যাদি রোগে ভুগতে পারেন।

তুলা রাশি :—

বিদ্যাভ্যাসে মন অকৃষ্ট হবে এবং পরীক্ষার ফল ভালই হবে। বহুদিক থেকে এ বৎসরে অর্থাগম হতে পারে। শত্রুরা সব কাজে বাধা সৃষ্টি করতে পারে। লটারীতে বা জুয়া খেলায় কিছু লাভ হতে পারে। নতুন ব্যবসার ক্ষেত্রে বৎসরটি সুবৎসর নয়।

পিতা মাঝে মাঝে নানাবিধ অসুখ ভুগতে পারেন। মাতার স্বাস্থ্য ভাল বলা যায় না। পুত্র - কন্যাদের স্বাস্থ্য মোটামুটি ভাল। স্ত্রীর স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়তে পারে। নিজে হৃদযন্ত্র পীড়ায় কিছুকাল ভুগতে পারেন।

বৃশ্চিক রাশি :—

অর্থাগমে কিছু বাধা এলেও অর্থাগম মন্দ হবে না। লটারীতে বেশ কিছু লাভের আশা আছে। গৃহ সংক্রান্ত ব্যাপারে মামলা মকদ্দমায় জড়াতে পারেন। আশ্বিন মাস থেকে মাতার স্বাস্থ্য ভালর দিকে যাবে।

পুত্র কন্যাদের স্বাস্থ্য মন্দ বলা

যাবে না। স্ত্রীর শরীর বিশেষ সুবিধার নয়। শ্রাবণ মাস থেকে নিজে সর্দি কাশিতে ভুগতে পারেন। স্ত্রীর সঙ্গে কিছু মত বিরোধ হয়ে দেশান্তরে যেতে পারেন।

ধনু রাশি :—

সুখ - শান্তির দিক থেকে বৎসরটি সু - বৎসর বলা যায়। ব্যবসায় প্রচুর লাভবান হতে পারেন। অর্থাগম বেশ ভালই হবে। কর্ম্মক্ষেত্রে কিছু বাধা এলেও কোন ক্ষতির সম্ভাবনা নেই।

ভাইদের সঙ্গে কিছু মনোমালিন্য হতে পারে। বেশ কয়েকবার দেশ ভ্রমণের যোগ আছে। স্ত্রী, মাতা, পিতা, পুত্র - কন্যাদের শরীর ভালই যাবে। নিজে কিছুদিন শিরঃপীড়ায় ভুগতে পারেন। লেখা পড়ায় সাফল্য অর্জন করতে পারেন।

মকর রাশি :—

লেখাপড়ায় আশাতিরিক্ত সাফল্য অর্জন করতে পারেন। অর্থোপার্জনের পথে নানা-বিধ বাধা আসতে পারে। ভাইরা সর্ব বিষয়ে সাহায্য করবে। মাতা, পুত্র - কন্যাদের স্বাস্থ্য মোটামুটি ভালই যাবে। পিতা ও স্ত্রীর স্বাস্থ্য অবনতির দিকে যেতে পারে। নিজেও নানাবিধ পীড়ায় ভুগতে পারেন এবং সেজন্য কিছু ব্যয় বেশী হতে পারে।

কুম্ভ রাশি :—

অর্থাগমের পথ কুসুমাস্তীর্ণ। বৎসরের প্রথম দিকে অর্থের জন্য প্রচুর পরিশ্রম করতে হবে। আয়ের থেকে ব্যয়ের মাত্রা বেশী হতে পারে। সর্ব বিষয়ে সম্মান লাভ করতে পারেন। লেখাপড়ায় মনোযোগী না হলে পরীক্ষায় সাফল্য অর্জন করা সম্ভব হবে না। গৃহ সংস্কারের যোগ আছে। মাতা, পুত্র - কন্যা, পিতার স্বাস্থ্য মন্দ বলা যায় না। নিজের শ্লেষ্মা জাতীয় কোন রোগে মাঝে মাঝে ভুগতে পারেন।

মীন রাশি :—

এ বৎসরে অর্থোপার্জন বেশ ভালই হতে পারে। ভাইরাও বেশ কিছু সাহায্য করবে।

পুত্র - কন্যার বিবাহ যোগ আছে। গুপ্তধনের সন্ধান পেতে পারেন। পরীক্ষায় আশাতিরিক্ত সাফল্য অর্জন করতে পারেন। পুত্র - কন্যাদের পীড়াদির জন্য কিছু ব্যতিব্যস্ত হতে পারেন।

ধর্ম্ম পথে মন বসতে পারে। মাতা, পিতা, স্ত্রীর স্বাস্থ্য ভালই যাবে। কর্মক্ষেত্রে কিছু গোলযোগ সৃষ্টি হতে পারে।

বিশ্বদূতের আসরে

— নববর্ষের শুভেচ্ছা —

পুরুষ ও প্রকৃতির বিভূতি মেশানো জীব, জগৎ ও বিশ্ব চিরকাল ভাসমান রয়েছে অন্তহীন কালের পারাবারে। এই মহাকালের গর্ভেই একদিন পুরাতন বৎসরের জীর্ণ, ক্লান্ত রাত্রি ঝড়ে পড়ে নিয়তির নিয়মে। সেই অতল স্পর্শী গর্ভ থেকেই সেইক্ষণেই জন্মগ্রহণ করে আর একটি অত্যুজ্জ্বল আশা আকাঙ্খার সম্ভাবনায় পূর্ণ নববর্ষ। বঙ্গাব্দ ১৩৭৯ বিদায় নিলো যথারীতি, সগৌরবে আবির্ভূত হোলো বঙ্গবাঞ্ছিত ১৩৮০। নবারুণরাগে রঞ্জিত নববর্ষের সুপ্রভাতকে জানাই আমাদের অন্তরের অভিনন্দন। সেই সঙ্গে সংঘের মিতাভাই - বোনদের, গ্রাহক, অনুগ্রাহক ও পৃষ্ঠপোষকবৃন্দকে জ্ঞাপন করি অকুণ্ঠ শুভকামনা।

ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান — এই তিনটি বন্দর অতলান্ত কালসিন্ধুকে সঞ্জীবিত রেখেছে জীব ও জড়ের জগতে। ইতিহাসের অভিজ্ঞতা নিয়ে ভূত কল্পনা যোগায় ভবিষ্যৎকে, দক্ষ বাস্তুকারের মত ভবিষ্যৎ

রূপ রেখার মাধ্যমে রচনা করে অভীপ্সিত বস্তুর, বর্ত্তমান তাকে বাস্তবায়িত করে অভিজ্ঞ কারিগরের নিপুণতায়।

লৌকিক ও অলৌকিক ঘটনার পণ্য নিয়ে এদের কারবার। ভূত বা অতীতের বন্দর থেকে এর যাত্রা সুরু ও শেষ। শিশিরবিন্দু যেমন রাতের আড়ালে ধরণীতে নেমে এসে দিনের আলোয় ফুলের কুঁড়িকে ফুটিয়ে তুলতে সাহায্য করে, অতীতের অভিজ্ঞতা পুষ্ট দৃষ্টি রশ্মিও ঠিক তেমনি ভবিষ্যৎ - কলির মধ্যে প্রবেশ করে' তাকে প্রস্ফুটিত করে তোলে বর্ত্তমানের শতদলে।

জটাচক্রের আনাচে - কানাচে অনেক শূন্য চাক আত্মগোপন করে আছে লজ্জায়। কিন্তু চাকের চৈতন্যজ্ঞান মক্ষিকা অদৃশ্য পথে উড়ে যাচ্ছে প্রস্ফুটিত স্বর্ণ কমলের বুক থেকে মধু লুঠ করবার জন্য। জটাচক্রে স্মৃতিপুষ্ট মধুবাহী মন্দাকিনী কল্লোলিত হয়ে ওঠে অনাগতের আগমন বার্ত্তায়। সুর সপ্তক বেজে ওঠে তার মঙ্গলাচরণ, নান্দীপাঠের রেশ গিয়ে লাগে ভবিষ্যতের শীর্ষ কেন্দ্রে। কেঁপে ওঠে সে। জাগিয়ে তোলে শব্দ ব্রহ্মকে। সুরু হয় নাটকের প্রস্তাবনা। সেই প্রস্তাবনার বাণী-মূর্ত্তি হয়ে ওঠে স্বর্ণকমল বর্ত্তমানের অমৃত সায়রে।

আসলে অনাদি কাল থেকে মহাকালের বুকে অভিনীত হয়ে আসছে বিশ্বলোকের মহানাটক। ভূত, ভবিষ্যৎ, অতীত - এই তিনটি কাল হলো মহানাটকের তিনটি মহাঅঙ্ক। অতীতের অজিনাসনে বসে আছেন ভূতনাথ মহাদেব, তাঁর শিরে বিরাট জটাচক্র, সম্মুখে প্রোথিত রয়েছে প্রলয়ঙ্কর ত্রিশূল। জটাচক্রের ফাঁকে ফাঁকে নিশ্চিন্তে পড়ে আছে স্মৃতিপূর্ণ অসংখ্য মৌচাক। অদূরে বিরাজ করছে রৌদ্রদীপ্ত সন্ধ্যার কোলে বিস্তৃত অমৃতসায়র। সেই সায়রে ফুটে আছে অগণিত স্বর্ণ কমল।

মধুক্ষরা মন্দাকিনীর পতনশীল ধারা বিন্দুতে অবস্থান করছে কালজাত খণ্ডিত বর্ষপুঞ্জ। প্রবাহিত বর্ষপুঞ্জের পলি থেকেই রচিত হচ্ছে প্রতিদিনকার বিশ্বলোক। এই পৃথিবীর জন্ম যদি হয়ে থাকে দুশ কোটি বৎসর আগে তবে আজকের অর্থাৎ ১৩৮০ - র পৃথিবী রূপায়িত হয়ে উঠেছে দুশ কোটি পৃথিবীর নিঙড়ান নির্যাস দিয়ে। ১৩৭৯ - র উপাদান ১৩৮০কে আধুনিক করে তুলবে। তাই ১৩৭৯র ঘটনাবলীকে সমীক্ষার দৃষ্টিতে দেখা প্রয়োজন।

ঠাণ্ডা ও গরমের টানাটানিতে সেকালের যুদ্ধ দানবটা বড় ক্লান্ত ও বিমূঢ় হয়ে পড়েছে। মার্কিণের সপ্তম নৌবহরের চোখ রাঙানি সত্ত্বেও বাংলাদেশ পাকিস্তানের বজ্রমুষ্টি ফাঁক করে বেরিয়ে এল। চৈনিক ড্রাগনের লেজের ঝাপটাও ব্যর্থ হয়ে গেল।

ভিয়েতনামের রণাঙ্গণে শিয়াল-শকুনের বিশ্রাম চলছে। ছুঁচো গিলে মার্কিণী ঢোঁড়া দারুণ বিব্রত বোধ করছিল। এখন উগ্‌ড়ে ফেলার চেষ্টা করছে। ওদিকে সাপে - নেউলে কোলাকুলি সুরু হয়ে গেছে। নিক্‌সন, মাউ ও কোসিগিন মিলে এক অদ্ভুত ত্রিকোণ রচিত হচ্ছে এর ফলে গোষ্ঠী নিরপেক্ষ ভারত, মিশর ও যুগোশ্লোভিয়া তাঁদের নীতিকে ঝালিয়ে নেবার চেষ্টা করছে। আরব ইস্রায়েল দুস্‌মানিতে ব্ল্যাক সেপ্‌টেম্বর ইন্ধন যোগাচ্ছে।

ভারত - পাকিস্তানের মধ্যে সিমলা চুক্তির হাইফেন টেনে মিলন সেতু রচনা করার যে চেষ্টা চলছিল, চীন, মার্কিণের ঐকান্তিক চেষ্টায় সেই হাইফেনটি লুপ্ত হতে চলেছে। পৃথিবীতে শান্তি আসতে এখনও অনেক বিলম্ব আছে। জগৎটা ক্রমশঃ ছোট হয়ে আসছে। সংখ্যাধিক্য হেতু জনবিস্ফোরণের সম্ভাবনা খুব বেশী। পরিবার - পরিকল্পনার হকিমী চিকিৎসায় অদূর ভবিষ্যতে বিস্ফোরণ ঠেকানো যাবে কিনা সে বিষয়ে অনেকেরই সন্দেহ আছে।

ভারতবর্ষে ১৩৭৮ খ্যাতির যে সোনার চামচ মুখে নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছিল, ১৩৭৯ - র ভাগ্যে তা সম্ভব হয়নি। বর্তমানে বহু উৎকট ও জটিল সমস্যায় ভারত জর্জরিত। বক্তৃতায়, বেতারে ও বার্তা বহে সে চ্যাবে যতই ঘোষিত হোক না কেন — গরীবী হটে যাচ্ছে, বন্ধ কল-কারখানার ফটক খুলে যাচ্ছে। কালো-বাজার ক্রমশঃ সাদা হয়ে আসছে, গুপ্ত-ধন লুপ্ত প্রায়, লক্ষ লক্ষ বেকারকে চাকরী দেওয়া হচ্ছে, দেশ থেকে বিভেদ-বিষ নিঃশেষ প্রায়, সবুজ বিপ্লব সাফল্যের পথে ইত্যাদি।

কিন্তু আমরা ঐগুলির কতটুকু প্রমাণ পেয়েছি? অত্যাবশ্যকীয় ভোগ্য পণ্যের দর প্রায় দু - চারদিন অন্তর হু - হু করে বেড়ে যাচ্ছে। লোহা, কয়লা চিনি তেল, মাংস, দুধ, বস্ত্র, ঔষধ প্রভৃতি সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতার বাইরে চলে

যাচ্ছে। যা বাড়ছে তা আর কমছে না। পূব বাংলার উদ্বাস্তুদের সাহায্যের জন্য রিলিফ ষ্ট্যাম্প বার করে ডাক-মাশুলের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছিল। আজও তাকে ভিন্ন অজুহাতে বজায় রাখা হয়েছে। 'গরীবী হটা' তো দূরে থাক আরও বেড়ে যাচ্ছে। ধনীর চর্বি আরও স্ফীততার হয়ে উঠছে। দোলতখানা প্রশস্ততর হচ্ছে। বন্ধ কলকারখানাগুলির মধ্যে নগণ্য যে কয়টি সিংহদ্বার অর্গলমুক্ত করবার সৌভাগ্য অর্জন করেছে, কাঁচামাল ও বিদ্যুতের অভাব আশঙ্কায় তাও বুঝিবা রাহুগ্রস্ত হতে চলেছে। বিভেদ বিষ যে দূর হয়নি বরং বেড়েছে তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে আসাম, অন্ধ্র, উৎকল ও মণিপুরে। শিক্ষার ধারা কি হবে — তা নিয়ে এখনও মোড়লদের মধ্যে পাঁয়তাড়া চলছে। শিক্ষিত বেকারদের মধ্যে সামান্য কয়েকজন মাটিকাটা ও রাস্তা তৈরী করার কাজ সাময়িক ভাবে পেয়েছেন। তবে এটা ঠিক যে বর্তমান সরকার প্রাক্তন সরকারগুলি অপেক্ষা অনেক বেশী ক্রিয়াশীল ও উন্নতিকামী। নবাগত ১৩৮০ কে সর্ববিষয়ে সাফল্য মণ্ডিত করে তুলতে হলে সরকার ও জনসাধারণ উভয়কে একত্রে গঠন মূলক কাজে আত্ম-নিয়োগ করতে হবে। বঙ্গাব্দ ১৩৮০ কে আমরা আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।

ছেলে মেয়েদের এই যে প্রেমে পড়বার বাতিক, হাল্কা রোমান্স খোঁজার রোগ, এটা শুধু বাজে বই পড়ে বা বাজে সিনেমা দেখে জন্মে না। বই, সিনেমা এসবের মারফতে কাঁচা মনে বিকারের চাষ তো চলছেই — সস্তা রোমান্সে মুড়ে বিষ ছড়ানো হচ্ছে।

— মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়

সংগ্রাহক :— ৬৪৭২ প্রদীপ দাস।

ক্ষমা

মিলন কুমার ঘোষ
কলকাতা - ২০

দূর গ্রামান্তের এক অত্যন্ত দরিদ্র পরিবারের মেয়ে বন্দনা। অভিভাবক বলতে তার বিধবা মা আর দু' চারটি অকর্মণ্য ও অপদার্থ ভাই, তাদের অধিকাংশই থাকে গ্রামের বাইরে — পরাশ্রয়ের নগণ্য জীব হিসাবে। তাদের অক্ষমতাই তাদেরকে সংসার সম্বন্ধে উদাসীন করে তুলেছে। বৃদ্ধা মহিলা কোন রকমে তাঁর সংসারটি পরিচালনা করেন তাঁর দেওরের অনিচ্ছাকৃত দানে। দেওরটি হাওড়া শহরের বাসিন্দা এবং বিত্তশালী ব্যক্তি।

লোক পরম্পরায় শোনা যায় এহেন ভদ্রলোকের না আছে বিত্ত; না আছে ব্যক্তিত্ব। অস্তিত্বটুকু বজায় রেখেছেন গলার জোরে আর বৈভবটুকু বাঁচিয়ে চলেছেন ধনীদের পদলেহন করে। যাক্ সে কথা। সেই - ই দরিদ্র পরিবারের মধ্যে একদিন গিয়ে উপস্থিত হয় অভিজিত।

বৃদ্ধা মহিলার বড় জামাই নির্মলের সে ঘনিষ্ঠ বন্ধু। নির্মলই জোর করে অভিজিতকে নিয়ে গেল তার শ্বশুরবাড়ী — গ্রামের দুঃস্থ পরিবারের নিঃস্বরূপ দেখাতে।

অভিজিতকে দেখে বৃদ্ধা হলেন মুগ্ধ। নির্মলের স্ত্রী বিমলা হোল মোহিত। অভিজিতের সঙ্গে বিমলার যদিও আগে থেকেই পরিচয় ছিল কিন্তু দীর্ঘদিন পরে অপ্রত্যাশিত ভাবে অভিজিতকে দেখে হাসি মুখে এগিয়ে এলো বিমলা — বাংলার বধূ বুকে তার মধু নয়নে নীরব ভাষা নিয়ে। হতাশাচ্ছন্ন পরিবারের মধ্যে দেখা দিল খুশীর জোয়ার।

অভিজিতকে কেন্দ্র করে বৃদ্ধার অশ্রু সজল চোখে দেখা দিল স্বপ্ন. বিমলার নারী সুলভ বুকে জেগে উঠলো আশা। উভয় নারীর নিভৃত হৃদয়ের কল্পনার — জাল বোনা শুরু হোল অভিজিতকে বাড়ির জামাই করার দুরন্ত বাসনায়। যে সংসারটি আর্থিক দিক থেকে বিপন্ন

এবং ঘর - যৌবনা এক অবিবাহিতা নারীর দুঃশ্চিন্তার বিমগ্ন সেই সংসারের অভিভাবিকা এবং শুভাকাঙ্খীদের দল কি পারে দুর্লভ সুযোগকে অনাদরে - অবহেলায় নষ্ট করতে!

অভিজিত কোলকাতার ছেলে। জানা আছে তার বংশ - পরিচয়। অজানাও নয় তার ব্যক্তিগত ইতিহাস। কথায় - বার্তায়, আচারে - ব্যবহারে রয়েছে আভিজাত্যের প্রভাব - মুগ্ধ না হয়ে উপায় কি! দুটি নারীর ঐকান্তিক ইচ্ছার সঙ্গে গ্রামের অন্য সব প্রতিবেশীদের শুভেচ্ছা সোচ্চার হয়ে উঠলো। ক্রমে অভিজিতের কানে এসে পৌঁছল নেপথ্যের সুর গুঞ্জন — যার মধ্যে মিশে রয়েছে আকাঙ্খিতদের নিভৃত হৃদয়ের ভাষা।

ধ্বনি থেকে প্রতিধ্বনিতে যখন সমস্ত সংসারটা আনন্দে মুখরিত হয়ে উঠলো তখনই অভিজিত একান্ত নিরালায় নির্মলকে প্রশ্ন করলো — বন্ধু, রহস্যের গন্ধ পাচ্ছি! কি ব্যাপার হে? সরল হেসে নির্মল জানালো — ডুবুরী সেজে সকলে চিন্তার সাগরে ডুব দিয়েছে রত্নটি উদ্ধারের আশায়। কৃত্রিম গম্ভীর হয়ে অভিজিত প্রশ্ন করলো — এখন রত্নের এবং পথ চলবার প্রেরণা নিশ্চয় তুমিই দিয়ে চলেছো সকলকে?

নির্মল অমায়িক হেসে বলল — তোমার কথাটা মিথ্যে নয় ভাই। তবে যদি তোমার আপত্তি থাকে তবে আমিই ওদের সব স্বপ্নের অবসান ঘটাবো। তুমি আমার বিশেষ বন্ধু। জেনো, তোমার মতের বিরুদ্ধে আমি নিশ্চয়ই ওদের উৎসাহ দেবো না।

নির্মল আবেগের সঙ্গে অভিজিতের হাত দুখানা জড়িয়ে ধরে বলল — জানি, তোমার উপযুক্ত বন্দনা নয়। সংসারী মানুষ হিসাবে একান্ত স্বার্থপরের মতই তোমার কাছে অনুরোধ করছি, বন্দনাকে গ্রহণ করে তুমি কি পার না ভাই একটা নিঃস্ব, রিক্ত পরিবারকে বাঁচাতে? জানি, তোমাদের সঙ্গে আমাদের জাত - বর্ণ - গোত্রের কোন মিল নেই। কিন্তু আজকের যুগে ও সব সংস্কারের কি কোন মূল্য আছে অভিজিত? তোমাকে আমি চিনি।

আমি জানি, তুমি কোন সংস্কারকে মানো না। কথা দাও বন্ধু। একবার বলো তুমি রাজী আছো? — অভিজিত নীরবতার মধ্যে দিয়ে নির্মলকে জানিয়ে দিল সময় চাই বিষয়টা চিন্তা করতে।

অভিজিত চিন্তা করলো সর্বাগ্রে জানা প্রয়োজন বন্দনাকে। নির্মলের কাছ থেকে বন্দনা সম্বন্ধে যতটুকু সে শুনেছে সেটাই বন্দনার একমাত্র পরিচয় নয়। হতে পারে বন্দনা গ্রামের অশিক্ষিতা মেয়ে। হতে পারে তার যৌবন যতখানি দুরন্ত, রূপ ততখানি নয়। সকল পুরুষই কামনা করে তার স্ত্রী হবে পরমা সুন্দরী, থাকবে তার প্রকৃত শিক্ষা। নারীও সেইভাবে কামনা করে পুরুষকে। পরিপূর্ণ বাস্তবে যদি মনের - মিলন না ঘটে তাহলে বাকী সব কিছুই অর্থহীন।

জীবনে সবচেয়ে বড় প্রয়োজন শান্তির। বন্দনাকে জানতে হবে তারই পরিপ্রেক্ষিতে। সে ছাড়া অন্যে তার কথা বলতে পারবে না। অভিজিত বন্দনার সঙ্গে আলাপ শুরু করলো। অভিজিতের মনের ভাব বুঝতে পেরে বাড়ির সকলে প্রয়োজনে অ-প্রয়োজনে বন্দনাকে পাঠাতে শুরু করলো অভিজিতের ঘরে। মনের দেউলে-আশার - প্রদীপ জ্বালিয়ে শুভানুধ্যায়ীদের দল প্রতীক্ষায় রইল শুভ - সংবাদের প্রত্যাশায়। সকলের একান্ত বিশ্বাস অভিজিত রাজী হবেই।

অভিজিত অত্যন্ত হাল্‌কা ভাবে নিজেকে মেলে ধরলো বন্দনার কাছে। সহজ ভাবেই সে কথা - বার্তা শুরু করলো বন্দনার সঙ্গে — যাতে বন্দনার মন থেকে নারীর সঙ্কোচ এবং অজানা সংশয় দূর হয়ে যায়। ক্ষণে ক্ষণে হাসির ঝড় তুলে সে বন্দনাকে সহজ করবার চেষ্টা করলো — যাতে বন্দনা পরম নির্ভয়ে এবং একান্ত বিশ্বাসে নিজের অব্যক্ত কথা ও কাহিনীকে ব্যক্ত করতে পারে। ক্রমাগত চেষ্টার ফলে এক সময়ে অভিজিতের আন্তরিক প্রয়াস হোল সার্থক। বন্দনা জানালো তার জীবনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। জানালো, সে কি চায়।

সাধারণ নারীদেরই একজন হোল বন্দনা। সহজ ভাবেই তার দেহে এসেছে যৌবন, চোখে ভীড় করেছে স্বপ্ন, মন ব্যাকুল হয়েছে — নীড় বাঁধবার দুরন্ত বাসনায়। সমাজ - সংস্কার এবং বাড়ির লোকেদের শাসনের নাগপাশে আবদ্ধ হয়ে সে জীবনের সতেরোটা বসন্তকে দুর্বিষহ যন্ত্রণার মধ্যে পার করলো — অসহায় অবস্থায়।

আর্থিক অনটন, দৈহিক পীড়ন, নির্যাতন

বিদ্রূপ, অযাচিত অপবাদ এবং নানারকম অশান্তির দাবানল তার নিভৃত স্বপ্নকে পুড়িয়ে ছারখার করে দিতে লাগলো। নারী মনের প্রয়োজন সকলে বুঝলেও প্রতিকার করবার সাধ্য তাদের হোল না।

হৃদয় - দুয়ারে যৌবনের উত্তাল তরঙ্গ আছড়ে পড়ে তাকে অনেক বেশী অস্থির করে তুলল। বন্দনা নিজেকে আর সংযত রাখতে পারল না। সমস্ত কিছুর বাঁধন ছিন্ন করে সে সকলের অলক্ষ্যে নারী-হৃদয়ের দ্বার খুলে দিল গ্রামেরই এক যুবকের সান্নিধ্যে। আকর্ষণ মানুষকে যতখানি অন্ধ করে তোলে, যতখানি ভাবাবেগে ছুটিয়ে নিয়ে যায় — এক কথায় যতখানি দুর্বল করে তোলে অন্য কিছুতে সেটা সম্ভব হয় না। জীবনের অভিজ্ঞতা দ্বারা এই স্বীকারোক্তি বন্দনারই।

যুবকটির না আছে রূপ, না আছে শিক্ষা, না আছে সম্পত্তি। শুধুমাত্র যৌবনের আকর্ষণে অন্ধ হয়ে বন্দনা হারালো তার সতীত্ব। অবিবাহিতা অবস্থাতেই সে হোল অন্তঃসত্ত্বা। কয়েক মাসের মধ্যেই সে হোল মৃত - সন্তানের মা। রাতের অন্ধকারে বন্দনার সেই কীর্তি ও কলঙ্কিত কাহিনীকে চাপা দিয়ে দেওয়া হোল মাটির তলায় — যখন গ্রামের মানুষ গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন।

বন্দনা আজও স্বপ্ন দেখে চলেছে সেই নিরুদ্দিষ্ট যুবকটিকে ফিরে পাবার আশায়। বন্দনা আজও তাকে ভালবাসে। বন্দনা একবার যাকে দিয়েছে দেহ - মনের পবিত্র সত্তার তাকে আর প্রত্যাখ্যান করা কি চলে!

যুবকটি যদি তাকে প্রতারণা করেও সে কি করে পারবে তার সঙ্গে ছলনা করতে! সে যে নারী। ভালবাসাই তার শ্রেষ্ঠ সম্পদ। তারই জোরে বন্দনার বিশ্বাস যুবকটি একদিন তার কাছে ফিরে আসবেই। সেই শুভক্ষণটির আশায় বন্দনা সয়ে চলেছে সকলের লাঞ্ছনা - গঞ্জনা আর অভিশাপের ঘৃণা - যন্ত্রণা।

কিন্তু কোথায় সেই হারিয়ে যাওয়া যুবকটি যাকে বন্দনা প্রতিটি মুহূর্ত খুঁজে চলেছে তার শূন্য মনের কিনারে। কবে পাবে তার সন্ধান! কেমন ভাবে অপসৃত হবে বন্দনার জীবনাকাশে আচ্ছন্ন কলঙ্কিত কালো ধোঁয়া। কখন দেখা দেবে আশার আলোর সংকেত বন্দনার স্বপ্নে - গড়া ঘরের আঙিনায়!

অভিজিত নিজের মনেই সেইসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল। নির্মলের হাতের মৃদু স্পর্শে অভিজিত

চমকে উঠলো। নির্ম্মল হেসে বলল — কিসের এত ভাবনা বন্ধু?

অভিজিত জানালো — ভাবনার কি শেষ আছে নির্ম্মল? ভাবছিলাম বন্দনার কথা।

নির্ম্মল তার পাশে বসে পড়ে জানতে চাইলো — কেমন লাগছে আমার শ্যালিকাকে?

অভিজিত বলল — তুমি কি রোমান্সের কথা জিজ্ঞাসা করছো নির্ম্মল? দ্যাখো, এখনও সেদিকটা ভেবে দেখবার সুযোগ পাইনি। আমি ভাবছিলাম, একটা শূন্য মনের যন্ত্রণার কথা, ব্যথার কথা, প্রতীক্ষার কথা। বন্দনা যে ছেলেটিকে ভালবাসে তার কোন সন্ধান তোমরা রাখো?

অভিজিতের প্রশ্নে নির্ম্মল পাথরের মত ঠাণ্ডা হয়ে গেল। কিছুক্ষণ পরে ধীর কণ্ঠে সে জানালো — বন্দনা কিছু জানায়নি?

অভিজিত হেসে বলল — বন্দনা নিজেই তাকে খুঁজে চলেছে। এসোনা, আমরা সকলে মিলে বন্দনাকে একটু সাহায্য করি।

নির্ম্মল গম্ভীরভাবে বলল — যাকে খুঁজতে চাইছো তার পরিচয় আগে জেনে নাও অভিজিত।

অভিজিত হেসে বলল — জেনেছি।

নির্ম্মল উত্তেজিত হয়ে বলল — কি জেনেছো? কতটুকু জেনেছো? যতটুকু জেনেছো তার মধ্যে অনেকখানি সত্য চাপা পড়ে আছে। আমি সেই সত্যটাই তোমায় জানাবো।

— সময় মত আমিই তোমাকে সব জানাতাম। কিন্তু বন্দনা যখন নিজের থেকেই শুরু করে দিয়েছে তখন বাকীটুকু আমাকেই শেষ করতে হবে।

অভিজিত বলল — তারও প্রয়োজন হবেনা নির্ম্মল। বন্দনা তার স্বীকারোক্তিতেই সবকিছু আমাকে জানিয়েছে।

নির্ম্মল অবাক হয়ে বলল — বন্দনা তোমাকে সব জানিয়েছে?

অভিজিত হেসে বলল — খুবই আশ্চর্য হয়েছো যেন? রোমান ক্যাথলিকরা বলেন, কনফেস করলে জীবনের অর্দ্ধেক পাপ ক্ষয় হয়। বন্দনা অশিক্ষিতা বলেই সে

সম্পূর্ণভাবে নিজেকে কনফেস্ করেছে — সরলতার গুণে।

অল্প সময়ের মধ্যেই বাড়ির সকলের কানে গিয়ে পৌঁছল বন্দনা — অভিজিতের আলোচনা প্রসঙ্গ। ইপ্সিত ইচ্ছার সমাধি হচ্ছে দেখে সকলেই মরীয়া হয়ে উঠলো অভিভাবকের ভূমিকা নিয়ে। বন্দনাকে সকলে যতই অনুশাসনের বাঁধনে বাঁধতে চাইলো — তার মানসিক পরিবর্ত্তন আনতে বন্দনা ততই হয়ে উঠলো দুর্বার, দুরন্ত। সে অভিজিতের ঘরে যাওয়াই বন্ধ করে দিল। বাড়ির আভ্যন্তরীণ আবহাওয়া ক্রমশই দুঃশ্চিন্তায় ভারাক্রান্ত হয়ে উঠলো — বন্দনার ভবিষ্যত চিন্তা করে।

মুখ মানুষের মনের দর্পণ। অভিজিত সকলের মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারলো তাদের মানসিক অবস্থা। নির্ম্মলকে সে এক সময়ে জানালো — ভুল নির্ম্মল ভুল! তোমরা সকলে মারাত্মক ভুল করে চলেছো। মনের ওপর চাপ সৃষ্টি করে কারও মানসিক পরিবর্ত্তন আনা যায় না। এতে ফল বিষময় হয়।

নির্ম্মল বুঝতে পারলো বাড়ির নেপথ্য কথোপকথন অভিজিতের আর অজানা নেই। সে কম্পিতস্বরে বলল — বন্দনা মরবে ওর মৃত্যু কেউ ঠেকাতে পারবে না।

অভিজিত ম্লান হেসে বলল — বন্দনা আমাকে ভালবাসতে পারল না বলেই কি তোমরা সকলে ওর মৃত্যু কামনা করছো নির্ম্মল ?

আবেগমিশ্রিত কণ্ঠে নির্ম্মল বলল — বন্দনা জানেনা ভালবাসা বলতে কি বোঝায়। মোহগ্রস্থ হয়ে ও ছুটে চলেছে অন্ধকার গহ্বরের দিকে। মারাত্মক ভুলের যে কি ভয়ঙ্কর পরিণতি সেটা যদি সে বুঝতো তাহলে এবার নিজেকে সে সংযত করতো। এখনও সেই ছেলেটির মোহ ওর কাটেনি। কিন্তু কলঙ্ক কি চাপা থাকতে পারে? সেটা প্রকাশ হবেই।

তখন কে ঐ হতভাগীকে গ্রহণ করবে বলতে পার? একমাত্র তুমিই পারতে তার এই কলঙ্ককে তোমার মহত্বর হৃদয়ের স্পর্শ দিয়ে ধুইয়ে দিতে। সে যখন তোমাকেই স্বীকার করতে চায়না তখন ওর মৃত্যুই শ্রেয়। বাড়ির সকলে দিন রাত প্রার্থনা জানাচ্ছে, হতভাগী মরে আমাদের সকলকে শান্তি দিক।

— নির্মল কান্নায় ভেঙ্গে পড়লো।

অভিজিত সান্ত্বনার সুরে বলল — — জানিনা, বন্দনা সত্যিই ভুল পথে ছুটে চলেছে কিনা! জানিনা, তার মত মেয়ের বেঁচে থাকার কোন অর্থ আছে কিনা! জানিনা, সে পাপের ভারে ভারাক্রান্ত কিনা! জানিনা, কলঙ্কের দাগ তার কোনদিন মুছে যাবে কিনা! মানবিকতার দুয়ারে দাঁড়িয়ে নিভৃত বিবেক শুধু এই কথাই বলতে চায় — সবকিছুর ঊর্দ্ধে জীবনের অস্তিত্বটাই বড়।

অভিশাপ দিয়ে, তিরস্কার হেনে, ঘৃণা জানিয়ে, মৃত্যু কামনা করে — এদের জীবনকে ব্যর্থ করে দেওয়াটাই সবচেয়ে বড় পাপ। ভুলের সংশোধন ভুলেরই সৃষ্টি করে করা যায়না নির্মল! এঁদের বাঁচাতে হবে সহানুভূতি দিয়ে, ভালবাসা দিয়ে। এরজন্য চাই ধৈর্য্য, ত্যাগ আর আন্তরিক প্রচেষ্টা। যে অন্ধের মত ছুটে চলেছে তাকে শাসন দণ্ড হাতে নিয়ে তাড়া করলে সে আরোও জোরেই ছুটবে। ভালবাসার প্রদীপ জেলে তাদের মোহান্ধতার পথে আলো ঢেলে দিতে হবে। সেটাই হবে মানুষের কর্ত্তব্য।

দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে বাড়ির সকলে অভিজিতের কথা শুনছিল। হঠাৎ বৃদ্ধা মহিলা প্রাণের আবেগে ঘরের ভেতর ছুটে এসে অভিজিতের হাত দুটো চেপে ধরে অশ্রুভরাকণ্ঠে বললেন — মা হয়ে আশীর্বাদ করছি বাবা, তুমি সুখী হও। তুমি আমাদের মত গরীবের ঘরে মানুষরূপী দেবতা। তুমি দীর্ঘায়ু হও বাবা। বৃদ্ধা ঘর ছেড়ে দ্রুত বেরিয়ে গেলেন। সমস্ত পরিবেশের মধ্যে ছড়িয়ে পড়লো বিষাদের কালো ছায়া।

যেদিন অভিজিত সেই সংসার থেকে বিদায় নিল সেদিন সকলের চোখে শ্রাবণের বন্যা। বিমলা অভিজিতের কাঁধে হাত রেখে জানালো - ভাইটি, তোমাকে যেতে দেবো না বলবার অধিকার আমাদের নেই জানি। তবু — তবু পারতো এই অসহায় মানুষরা এতদিনেও মুখ ফুটে তোমাকে যা বলতে পারলো না সেটুকু তুমি তোমার অন্তর দিয়ে বুঝে নেবার চেষ্টা করো। বিমলা চোখে আঁচল চাপা দিয়ে গুমরে উঠলো। কিছুক্ষণ বিমূঢ় অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকবার পর অভিজিত জানতে চাইলো — বন্দনাকে দেখছি না, সে কোথায়?

এর উত্তরে, বাতাসে ভেসে এলো এক প্রতীক্ষিত হৃদয়ের চাপা কান্না ঘরের ভেতর থেকে।

নির্মলের শ্বশুরবাড়ি থেকে ফিরে আসবার আগের দিন কথা প্রসঙ্গে অভিজিত সকলকে জানিয়েছিল — আমার মনে হচ্ছে, প্রচণ্ড শূন্যতার মাঝেই বন্দনা একটা মারাত্মক ভুল করে বসতে পারে। বন্ধুর মত বন্দনাকে আন্তরিক সংগ দিতে হবে। সহানুভূতির স্পর্শে ওর মনের শূন্যতাকে দূর করবার চেষ্টা করতে হবে।

বিমলা বলল - দ্যাখো চেষ্টা করে। আমরা ত হেরে গেছি, কিন্তু তুমি ত আসছে কালই কোলকাতায় ফিরে যাচ্ছো. কিভাবে চালাবে তোমার প্রচেষ্টা, সেটা জানাও।

অভিজিত জানিয়েছিল - কোলকাতায় ফিরেই তোমাদের জন্য একটা বাড়ী ঠিক করতে হবে। সে বাড়িতে গিয়ে তোমরা তোমাদের সংসার সাজাবে। আমি থাকবো তোমাদের সকলের প্রহরী হয়ে। যে দিন তোমাদের সংসারে ফিরে আসবে শান্তি, সে দিন বন্দনা হবে শান্ত সংহত এক মায়ী প্রতিমা, সেই দিনই হবে আমার ছুটি।

আবার ভেসে যাব অন্য কোন ভাঙা ঘাটের আঙিনায়। আবার শুনবো অসহায় মানুষদের হাহাকারের আর্ত্তনাদ। আবার ভিড়িয়ে দেবো আমার ভাঙা - তরী সেই ঘাটে। এই ভাবেই যেদিন শেষ হবে দিনের কাজ, যেদিন চুকে যাবে জীবনের হিসাব - নিকাশ যেদিন নিশীথরাত্রের তারা ডাক দেবে আকাশের ওপার থেকে সেইদিনই মানুষের উদ্দেশ্যে জানিয়ে যাব আমার শেষ - প্রণাম।

বিমলার চোখ জলে ভরে উঠেছিল অভিজিতের কথা শুনে। সে জানিয়েছিল - ভাইটি, তোমার শূন্যতায় কাদের দল শান্তি পাবে জানিনা তবে আমাদের মত অসহায়দের দল ভেঙে গুঁড়িয়ে যাবে। - রাত্রের গভীরতা উপলব্ধি করে সেদিন সকলে সুপ্তির ক্রোড়ে নিজেদের মেলে দিয়েছিল পরস্পরের উদ্দেশ্যে রাতের - বিদায় জানিয়ে।

যে সুপ্রভাত মানুষের মনে ক্লান্তির অবসান ঘটিয়ে এনে দেয় নোতুন দিনের প্রেরণা সেই প্রভাতই যে বহন করে আনতে পারে দুঃসংবাদ এটাও সত্য।

অভিজিত নির্ম্মলের শ্বশুরবাড়ি থেকে ফিরে আসবার তিন সপ্তাহ পরেই এসে পৌঁছল সেই সংবাদ। নির্ম্মল ফোনে জানতে পারলো - বন্দনাকে হাসপাতালে আনা হয়েছে অচৈতন্য অবস্থায়। অবস্থা

সঙ্কটাপন্ন। দুঃসংবাদ মানুষকে যতখানি আঘাত দেয় ঠিক ততখানি দুর্বল করে তোলে। সেই সময় সে খুঁজে ফেরে এমন একজনকে যার উপস্থিতিতে সে ফিরে পাবে দুঃখের মাঝে শক্তির প্রেরণ।

একটা কাজ উপলক্ষ্যে ঠিক তখনই অভিজিত ভগবানের প্রেরিত দূতের মত এসে উপস্থিত হোল নির্ম্মলের — অফিসে। ডুবে যাওয়া মানুষের মত অভিজিতকে আঁকড়ে ধরলো নির্ম্মল। মুহূর্ত্ত কয়েক নীরব থাকার পর অভিজিত দেখলো নির্ম্মলের চোখে জল।

প্রশ্নের আগেই নির্মল উত্তর দিল — বন্দনা চিরমুক্তির পথকে গ্রহণ করতে চলেছে শাসনের নাগপাশকে ছিন্ন করে। সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে — বন্দনা ভোর-বেলা চা করবার আয়োজন করে সকলের চোখকে ফাঁকী দিয়ে ছাদে ওঠবার সিঁড়ির মাঝখানে দাঁড়িয়ে নিজের সর্বাঙ্গে কেরোসিন তেল ঢেলে আগুন লাগিয়ে দিয়েছিল। কিছুক্ষণ দহনে জর্জ্জরিত হবার পর যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে দৌড়ে সিঁড়ি থেকে ঘরের দালানে দাঁড়িয়ে চীৎকার শুরু করে। সেই চীৎকারে বাড়ির সকলে ছুটে এসে দেখে বন্দনার সারা দেহে আগুনের লেলিহান শিখা। কিং-কর্ত্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় কিছুক্ষণ থাকার পর বন্দনারই এক ভাই ঘর থেকে লেপ নিয়ে এসে তার গায়ে জড়িয়ে দিয়ে আগুন নিভিয়ে ফেলে। তারপর তাকে অচৈতন্য অবস্থায় কোলকাতার হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়।

অভিজিত শুধু প্রশ্ন করলো — বর্ত্তমান অবস্থা? নির্ম্মল জানালো — আশা নেই। অভিজিত মৃদু হেসে বলল — বন্দনার প্রতি আশা তোমরা কোনদিনই রাখনি নির্মল। তোমাদের সকলের নৈরাশ্যই বন্দনার জীবনে এনে দিতে চলেছে চির মুক্তির সন্ধান।

নির্ম্মল জানতে চাইলো — তুমি কি একবার যাবে হাসপাতালে?

নির্মলের কাঁধে মৃদু চাপ দিয়ে অভিজিত ম্লান মুখে বলল — কি লাভ বন্ধু? জীবন পথের পাথেয় থেকে যাকে আমরা তিলে তিলে বঞ্চিত করে এলাম কি প্রয়োজন মরণপথের যাত্রায় ভীড় বাড়িয়ে নিজেদের বঞ্চনা বাড়াবার? যেতে হয় তুমি যাও। আমাকে একটু একা থাকতে দাও।

ঘটনার দিন তিনেক পরে বন্দনা যাত্রা করলো মর্ত্যলোক থেকে অমর্ত্যলোকের পারে — এক অন্তহীন মহাশান্তির নিঃস্তব্ধ প্রাঙ্গনে।

গল্পের যদিও শেষ কিন্তু বন্দনার মত পিপাসার্ত আত্মার ক্রন্দন নিশীথ রাত্রের নিভৃত আকাশে হয়ত আজও শুনতে পাওয়া যায় এই সুন্দর পৃথিবীর আকাশে - বাতাসে। যে আকস্মিক ঘটনার মধ্যে দিয়ে বন্দনার জীবনের অবসান হোল তার মূল সূচনা ও সমাপ্তি কি আকস্মিকতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ!

স্বতন্ত্র বিবেক কি স্বীকার করবে না আজ পর্যান্ত পৃথিবীতে যতগুলো এ ধরণের মৃত্যু ঘটেছে তার জন্যে একমাত্র দায়ী মানুষের অক্ষমতা আর মেকী সভ্য সমাজ। মানুষের দেহে যতক্ষণ প্রাণ আছে ততক্ষণই সে জানিয়ে চলে অভাব, অভিযোগ, স্বার্থপরতা আর হিংসা। দেহাবসানের পর সেই মানুষই জানিয়ে যায় ক্ষমা। — বন্দনা আমাদের সকলকে কি ক্ষমাই জানিয়ে গেল!

বিবাহ প্রাত্যহিক সংসারের ভূমিকা, তাহা নিয়মাবদ্ধ সংসারের অঙ্গ। বিবাহ এমন একটি পথ নির্দেশ করে যাহার লক্ষ্য একমাত্র ও সরল এবং যাহাতে প্রবল প্রবৃত্তি দস্যুতা করিতে প্রবল নিষেধ প্রাপ্ত হয়। সেইজন্য এখনকার কবিরা বিবাহ ব্যাপারকে তাঁহাদের কাব্যে বড় করে দেখাইতে চান না।

রবীন্দ্রনাথ

সংগ্রাহক ৬৬৫৬ সমরেশ মণ্ডল

মায়ার খেলা

— শোভেন বন্দ্যোপাধ্যায়
(কলিকাতা - ৭)

জয় রাধামাধব —

দোকানে পা দিয়েই ধ্যানস্থ হন শ্যামদাস। দেওয়ালে টাঙানো দেব-দেবীর ছবির তলায় দাঁড়িয়ে। এক এক করে মাথা ঠেকেন আর বলেন — দয়া করো ঠাকুর, পার করে দাও। এ ভবসংসার থেকে মুক্তি দাও।

প্রসন্নচিত্তে ক্যাশ বাক্সের সামনে বসে আবার কয়েক মুহূর্ত স্মরণ করেন ইষ্ট-দেবকে। কপালে চন্দনের ফোঁটা, নাকে তিলক, গলায় তুলসীর মালা। ভক্তি রসে গদ্‌গদ। চোখ দুটি ঢুলুঢুলু প্রেম-রসে। ফতুয়ার পকেট থেকে চশমাটি বার করে নাকে দেন। সরকার, হিসেবের খাতাটা দাও দিকি।

আজ্ঞে, — কালকের জমা খরচটা এখ্‌না — কথাটা শেষ না করেই সসম্ভ্রমে মাথা চুলকাতে থাকে সরকার।

কেন! ঝোলানো চশমার ওপর দিয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ফেলেন তিনি।

আজ্ঞে — হয়ে ওঠেনি - এই এক্ষনি করে দিচ্ছি।

হিসেব ফেলে রেখোনা সরকার, জমা খরচ বাকী রেখোনা।

সবাইকে তাদের দেনা পাওনা বুঝে নিতে দাও। আহা — রাধামাধব বলেছেন বলেছেন —

ধীরেন দা - ও ধীরেন দা — কথাটা শেষ না করেই রাস্তার দিকে তাকিয়ে ডেকে ওঠেন শ্যামদাস। দেখোতো সরকার - ডাকটা শুনতে পেলো কিনা?

কি ব্যাপার গো; ডাকছিলে নাকি? সরকার ওঠার আগেই ধীরেন সামনে এসে দাঁড়ান। কিছু বলবে?

আজ্ঞে হ্যাঁ, কাল রাত্তিরে আপনার

বাড়ী গিয়ে দেখা পেলুম না, তাই ছেলের কাছে সব বলে এসেছি। খবর পেয়েছেন তো?

হ্যাঁ হ্যাঁ — পেয়েছি। তা কি ব্যাপার হে! রাসলীলায় এবার এতো— ঘটা কেন? শুনলুম - পাড়াশুদ্ধ নাকি নেমন্তন্ন করেছো?

বিনয়ের হাসি হাসেন শ্যামদাস। আমার সাধ্য আর কতটুকু দাদা? তাঁর ইচ্ছে। আপনাদের মতো দু'চারজন বামুনের পায়ের ধূলো পড়বে গরীবের কুঁড়েতে — এই আর কি। তা বসুন না, দুটো কথা বলি —

না না — তোমার এই কাজের সময় আবার —

কাজ! বিস্ময়ে আকাশ থেকে পড়লেন শ্যামদাস। এ আবার কাজ কি দাদা! সংসারের এই ছেলে খেলাকে কাজ বলছেন? যেদিন থেকে তাঁর শ্রীচরণে নিজেকে নিবেদন করেছি সেদিন থেকে আর এই মায়ার খেলায় মন নেই। দুচোখ বুজলেই দেখতে পাই সেই রাধা-মাধবের চরণযুগল। আহা, কি রূপ, কি মন ভোলান চোখ! মনটা কেমন করে ওঠে দাদা। ভাবি, কতো তুচ্ছ জিনিষ নিয়েই না সংসারে সবাই ভুলে আছে —

একটি লোক সসঙ্কোচে সামনে এসে দাঁড়ায়। কথা থামিয়ে বিরক্ত মুখে শ্যামদাস বলেন — এখন যাও আব্দুল, বাবুর সংগে কথাগুলো সেরে নিই আগে।

না না — তুমি ওর সংগে কথা বলো শ্যামদাস, আমি উঠি।

এ্যাঁ, এখনি চলে যাবেন? বসুন না, ওর সংগে এমন কিছু - না ভাই, এক-জনের সংগে একটু দরকার আছে। দেখা না হলে - আচ্ছা। অগত্যা রাজী হন শ্যামদাস। সন্ধ্যে বেলায় যেতে কিন্তু ভুলবেন না। সাড়ে ছটায় কীর্তন বসবে। ছেলে মেয়েদের আর বৌদিকে নিয়ে যাবেন। আমি সকলের নাম করে এসেছি। রাত্তিরে ওখান থেকে একটু -

আচ্ছা গো আচ্ছা, সব্বাই যাবো। হাসতে থাকেন শ্যামদাস। এখন চলি - তাহলে। কেমন?

হ্যাঁ, বলো আব্দুল, তোমার কি

বলার আছে ?

বাবুজী, আমায় আর কটা দিন সময় চাই, তারপরেই আপনার সুদের টাকা শোধ করে বালাটা ছাড়িয়ে নিয়ে যাবো।

তা কি করে হয় আব্দুল! কালকেই তো বললুম - শোনের দিন আগে ওটা ফেরৎ নেওয়ার সময় পার হয়ে গেছে। মিথ্যে তো আর ফেলে রাখতে পারি না বাবা, তোমার বালা ডিম পাড়বে না। তাই বেচে দিয়েছি। সবই তো বললুম কালকে ?

বাবুজী এইটুকুই আমার শেষ সম্বল। আমার আর কোন — সরকার, খাতাখানা ফেলো ? হিসেব কখনো ফেলো রেখোনা বাবা, ও পাঠ চুকিয়ে রাখাই ভালো। কখন যে কার সময় হয় — জয় রাখে, তোমার লীলা বোঝা ভার।

আবার ধ্যানস্থ হন শ্যামদাস।

--::--

বিদ্যা শিক্ষা নয়, চরিত্রই হইতেছে মানুষের সব চেয়ে বড় প্রয়োজন ও বড় রক্ষা কবচ।

— স্পেন্সার

সংগ্রাহক — ৬৬৯৭ যোগেন্দ্র নারায়ণ রায়।

স্বেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে পৃথিবীর সংগ্রাম, অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়ের সংগ্রাম এবং অধর্ম্মের বিরুদ্ধে ধর্ম্মের সংগ্রাম চিরকাল জয়ী হবে।

— রাজা রামমোহন রায়।

সংগ্রাহক — ৬৬৯৯ মৃণাল সামন্ত।

বেঙ্গছত্র

- শ্রীজ্ঞানেন্দ্র নাথ রায়
(কলিকাতা - ৫০)

ঘুম থেকে উঠতে দেরী হয়ে গেল। একটু জ্বর জ্বর ভাব হয়েছে। কোথাও যেতে ইচ্ছে করছে না। একটি ছেলেকে পড়াতে যাওয়ার কথা আজ। না পড়াতে গেলে নিজের পড়াও বন্ধ। টিউশনি ক'রেই কোনমতে কলেজের মাইনেটা জোগার করি। বসে থাকলে তো আর পেট ভরবে না, তাই শেষ পর্যান্ত পড়াতে ওয়াই মনস্থির করলাম। ছাত্রটির অভিভাবকটিও বেশ কড়া (কেউ - কেউ বলেন কৃপণ)। কোনদিন পড়াতে না গেলে বেতনের কিছু অংশ কেটে রাখেন।

যত ফাঁকী দিয়ে পড়াই ততই সুবিধে। ছেলেটিকে তাই কতকগুলো অঙ্কের সমাধান করতে দিয়ে চুপচাপ বসে রইলাম। বেশীক্ষণ স্থির থাকাও আমার প্রকৃতি বিরুদ্ধ। কাছেই একটি মানচিত্রের বই পড়েছিল। সেটি হাতে নিয়ে পাতা উলটাতে লাগলাম। মানচিত্রে খুঁজে খুঁজে নতুন নাম পড়তে বেশ মজা লাগে।

কত সব অদ্ভুত নাম! শুনে হাসি পায়। আপনাদের হাসি পায় কিনা জানিনা, তবে আমার পায় এবং বেশী করেই পায়। কয়েকটি নামের উদাহরণ দিই, যেমন — পটুয়াখালি, বোয়ালখালি, বাঁশখালি, নোয়াখালি, সন্দেশখালি, কামার-খালি, কুমারখালি, মধুখালি, কালুখালি, আরও কত খালি, যেদিকে তাকাই — সেদিকেই খালি — অসীম খালি। এই খালি জায়গাগুলো পূরণ ক'রে কবে যে আবার সলট লেকের মত টাউন হবে কে জানে! এছাড়া আছে গলাটিপা, মাথাভাঙ্গা, গাইবান্ধা, হাতীবান্ধা, হাতী-পোতা, রাজাভাত খাওয়া প্রভৃতি।

গল্প শুনেছি ইংরেজরা যখন এদেশে প্রথম এল তখন তারা লক্ষ্য করল যে কয়েকটি স্থানের লোকেরা বেশ পুরর

(Poor) অর্থাৎ গরীব। তারা তখন স্থানগুলোর নামের শেষে পুওর্ কথাটা জুড়ে দিয়েছিল মনে রাখবার সুবিধের জন্য। সেসব নাম এখন উচ্চারণের দোষে হয়েছে — কানপুর, নাগপুর, বিলাসপুর, সোদপুর প্রভৃতি। কে কোথায় কবে হয়তো মাছ মেরেছিল, তাই নাম হয়েছে — ঘোয়ালমারি, কৈমারি, বোলমারি, পুঁটিমারি, চ্যাংমারি, সিঙ্মারি।

সব মাছমারা শেষ হবার পর নাম আর খুঁজে পাওয়া যায় না, তাই শেষ পর্যন্ত চিলমারি, মোয়ামারি এমনকি মেমারি নামেরও স্থান খুঁজে পাওয়া গেছে। এখানেই শেষ নয়। আরও আছে — হলদিবাড়ী, মরিচবাড়ী, সলসলা, রুইডাঙ্গা, রুইয়ের কুঠি, শামুকতলা, পয়রপাড়, হরদেও ছ্যাদার ঝাড়, তপসীখাতা, চিনির বন্দর, বাইশগুড়ি, বৈরাগীর হাট, ভোজেয়ার হাট, গায়ের কাঁটা। মজার নামের শেষ যেন আর হয় না।

ম্যাপের ওপর চোখ বুলোতে বুলোতে হঠাৎ একটি যায়গায় এসে থেমে গেলাম। যায়গাটি বাংলার বীরভূম জেলায় অবস্থিত। নামটি একটু অদ্ভুত ধরণের। নামটি কোন শব্দের বিকৃত উচ্চারণও হতে পারে। এই নামটি হয়তো 'ব্যাঙ্ছত্র' অর্থাৎ 'ব্যাঙের ছাতা' থেকে এসেছে। কিংবা মূল শব্দটি হতে পারে 'ব্যঙ্গছত্র'। এই যায়গাটির নামটি বেশ রহস্যপূর্ণ মনে হ'ল। মনটা কৌতূহলে ভ'রে গেল।

ঘণ্টাখানেক পড়িয়ে নিজের আস্তানায় প্রত্যাবর্তন করলাম। পরের চরকায় তো তেল দেওয়া হ'ল এবার নিজের চরকায় তেল দেবার পালা — তাই বই খুলে বসলাম। কিন্তু মন বিদ্রোহ ক'রল। তার বসবার ইচ্ছে নেই। মন তখনও বীরভূমে বিচরণ করে। পড়া আর হ'ল না। ইতিমধ্যে আদেশ এল বাজারে যাবার। কী কেনবার প্রয়োজন ছিল মনে নেই। মাছ, শাক্সবজি, ফলমূল কিছু কিছু এনে ঢেলে দিয়েছি রান্নাঘরে।

কলেজে পৌঁছে যাকে সামনে পেয়েছি তাকেই জিজ্ঞেস করেছি যায়গাটি সম্বন্ধে। কেউ শুনে হেসেছে, কেউ মুখ ফিরিয়ে চলে গেছে। তবে এক বন্ধু নামটা শুনেই বলল যে সেখানে তার এক দূর সম্পর্কের মামা সম্প্রতি বদলি হয়ে গেছেন। তাকে নাকি তার মামা সেখানে বেড়াতে যাবার জন্য অনেক ক'রে বলেছেন। আমার কৌতূহল দেখে আমাকে নিয়ে ওখানে বেড়াতে যাবার — কথা তুলল। আমি সঙ্গে সঙ্গে রাজী হয়ে

গেলাম। যায়গাটা শান্তিনিকেতনের কাছে। তাই ঠিক হল, শান্তিনিকেতন হ'য়ে ওখানে যাওয়া হবে।

গ্রীষ্মের লম্বা ছুটিতে আমরা বেড়াতে বের হলাম। যাওয়ার আগে টিউশনির যে টাকা কয়টা বাকী ছিল তা নিয়ে নিলাম। শান্তিনিকেতনের দিনটি বেশ আনন্দে কাটল। তারপর সেই রহস্যপূর্ণ নামের যায়গাটি অভিমুখে রওনা হ'লাম। দুপুরের দিকে বন্ধুর মাতুলালয়ে পৌঁছলাম। মামা তখন কাগজ পড়ছিলেন। বন্ধুর মামা বলে আমিও তাঁর সঙ্গে মামা - ভাগ্নে সম্পর্ক পাতলাম। পথে - ঘাটে এ রকম মামা পেলে তো ভালই হয়। পাওয়া যায়না বলেই দুঃখ। হঠাৎ এভাবে পরিচিত ও অপরিচিত ভাগ্নেদের আবির্ভাবে তিনি তো আত্মহারা। তবে আনন্দে কি নিরানন্দে আত্মহারা হলেন বলা শক্ত।

সেদিন বিকেলে শহর দেখতে বের হলাম দু'জনে। শহরের যেখানে বাজারটা সেখানে বেশ বড় এবং সাজানো গোছানো একটি রেষ্টুরেন্ট্ দেখতে পেয়ে ঢুকে পড়লাম। কিছু খাবার এর অর্ডার দিয়ে দুজনে গল্প করতে শুরু করলাম। রেষ্টু-রেণ্টটিতে সুন্দর সুন্দর কয়েকটি ছবি বাঁধানো রয়েছে এবং সেই সঙ্গে রয়েছে বাঁধানো কিছু উদ্ধৃতি। চা খেতে খেতে সেগুলো পড়ছিলাম —

শুনরে মানুষ ভাই —
সবার ওপরে মানুষ সত্য তাহার
উপরে নাই।

এ রকম আরও অনেক। হঠাৎ একটি লেখা আমার দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রল —

মহাধনী মহাজন, যে ব্যবসা করে গ্রহণ
হয়েছেন প্রাতঃ স্মরণীয়,
সে ব্যবসা হাতে নিয়ে পূজোর চাঁদা খরচ করে
আমরাও হব বরণীয়।

এই উদ্ধৃতিটি আমি কোনদিন পড়ি নি বা শুনি নি। তবে এ রকমই একটা কিছু একবার কোথাও পড়েছিলাম বলে মনে হচ্ছে। সেটি ঠিকমত মনে থাকলে তুলে দিতাম।

চা জল খাবার শেষ করে আবার রাস্তায়। নতুন জায়গা দেখবার আগ্রহে অনেক দূর পর্যন্ত বেড়াতে গিয়েছিলাম। অন্যমনস্কভাবে বেড়াতে বেড়াতে হঠাৎ খেয়াল হল যে সুধিমামা আমাদের ছেড়ে অনেকক্ষণ চলে গেছেন। সুধি-মামা যখন চলে গেলেন তখন কী আর করি; নতুন পাওয়া মামার আস্তানায়

ফিরে গেলাম। একে অপরিচিত জায়গা তার ওপর সন্ধে বা রাস্তায় কোন আলো নেই। রাস্তায় আলো না থাকবার কারণ — সেখানে তখনও পৌরসভা গঠিত হয়নি। তাই ফিরতে বাধ্য হলাম।

হাতমুখ ধুয়ে — বসবার ঘরে গিয়ে বসলাম। খানিক পরে চা এল। তার সাথে গল্প। মামাও এসে বসলেন। আমার বন্ধুটির কাছে মামা আমার সম্বন্ধ সব কিছুই শুনেছেন। তাই আর আমার ব্যক্তিগত ব্যাপারে উনি কিছু জিজ্ঞেস করলেন না। শুধু বললেন, তোমরা কীসের জন্য এখানে এসেছ? এখানে কি কোন প্রয়োজন আছে না কেবল বেড়াতে? বন্ধুটিই উত্তর দিল — এই একটু বেড়াতে, কাল বিকেলেই বোধ হয় ফিরে যাব। মামা বললেন, কালকেই? এত তাড়াতাড়ি কিসের?

পাশের ঘরে তখন মামার ছেলে-মেয়েরা পড়তে বসেছে এবং বেশ জোরে জোরেই পড়ছে। অন্যান্যদিন গলার স্বর বেরোয় কিনা জানিনা। তবে মনে হয় আমাদের আগমন হেতু তারা এমন জোরে পড়ছে, যেন কত ভাল ছাত্র ছাত্রী সব! হঠাৎ কানে এল — 'রাখাল গরুর পাল ঘরে যায় লয়ে।' বন্ধুটিকে বললাম — 'ছেলেটি বোধ হয় ভুল পড়ছে, গরুদের তো মাঠে নিয়ে যাবার কথা।' এ কথাটা মামারও কানে পৌঁছল। বুঝলাম, তিনি কানে খাটো নন বরং একটু লম্বা। বললেন, — ওদের বইতে 'ঘরে' - ই লেখা আছে, 'মাঠে' নেই। ভাবলাম এ আবার কী রকম! আমাদের ভাবটা লক্ষ্য ক'রে উনি ডাক দিলেন — মণ্টু তোর বইটা নিয়ে আয়তো। ছেলেটি তখনও 'রাখাল গরুর পাল' প্রভৃতি পড়ছিল, তাই এক ডাকে শুনতে পেল না। দু', তিনবার ডাকবার পর ছেলেটি ভয়ে ভয়ে ঘরে ঢুকল।

— দেখি বইটা তোমার, খোকা!

মণ্টু নামক খোকাটি ভয়ে ভয়ে বইটা আমাদের হাতে তুলে দিল। শেষ পাতায় কবিতাটি ছেলেটি পড়ছিল। কবিতাটির নাম — 'বিকেল'! ভাবলাম, এওতো দেখি আশ্চর্য! আমরা যখন এ কবিতাটি পড়েছিলাম তখন তো নাম ছিল — 'প্রভাত'। কবিতারও কি তবে সকাল - বিকেল আছে? মামা বললেন, — অত ভাবছ কেন, পড়েই দেখ না। নিজে না পড়ে মণ্টুকে বললাম, মণ্টু পড়ে শোনাও তো আমাদের, দেখি কেমন পড়? ছেলেটি লজ্জায় ইতস্ততঃ করছিল। মামা বললেন,

পড় না মণ্টু, দাদাদের একবার শুনিয়ে দে, তুই কেমন পড়তে পারিস। সাহস পেয়ে ছেলেটি পড়ল —

বালকেরা করে রব ছুটি বুঝি হইল।
সবে মিলে মেঠো পথে নামিয়া আসিল॥
রাখাল গরুর পাল ঘরে যায় লয়ে।
সেই দিক পানে থাকে শিশুগণ চেয়ে॥
আসিল মাঠেতে সবে, বলও নামিল।
খেলা দেখিবারে সবে ছুটিয়া আসিল॥
গগনে জুটিল মেঘ, কৃষ্ণ বরণ।
তাহা দেখি' সকলের চঞ্চল মন॥
শীতল বাতাস বয় কাঁপায় শরীর।
পাতায় পাতায় পড়ে আকাশের নীর॥
ছুটে চলো শিশুগণ, করি খেলা শেষ।
নিজের নিজের ঘরে করগো প্রবেশ॥
মামাকে শুধোলাম, এ রকম কেন?

আমরা তো পড়েছি —

'পাখী সব করে রব রাত্রি পোহাইল ··।

— কী জানি, এখানকার চালচলনই ও রকম। সবই কেমন যেন একটু ভিন্ন ধরণের। দু'দিন থাকলেই তা বুঝতে পারবে।

আরও বেশ কিছুক্ষণ গল্প হ'ল। পরের দিন সকালে দুজনে বেড়াতে বের হলাম। ভাবলাম প্রাতঃভ্রমণও হবে, শহর দর্শনও হবে। রাস্তায় একটি রিক্সা। সাইকেল রিক্সাটি টানছে একটি দুর্বল, রোগা লোক আর বসে আছে মোটা, সবল, স্বাস্থ্যবান টাকওয়ালা এক ভদ্রলোক। রিক্সাটি আমাদের পাশ দিয়ে চলে যেতেই চোখে পড়ল, রিক্সার পেছনে লেখা রয়েছে দু'লাইন কবিতা —

কেন পথিক ক্লান্ত হও হেরি' দীর্ঘ পথ,
রিক্সা বিহনে কি পূর মনোরথ?

বন্ধুটি বলল; সত্যি জায়গাটা একটু অদ্ভুত। কোন শহরে দেখেছি, রিক্সার নাম থাকে আর এখানে দেখেছি, কবিতা। তাও আবার বিকৃত উত্তম' এর স্থানে 'রিক্সা'।

আমারও ভাই একই চিন্তা মাথায় ঢুকেছে ঐ 'বিকেল' কবিতাটি শোনবার পর থেকে। আমার মনে হচ্ছিল, যে এ জায়গার নাম আর এ জায়গার বিশেষত্বের সঙ্গে কোন সম্পর্ক রয়েছে।

— ঠিক বলেছিস। আমারও ভাই মনে হচ্ছে। এ জায়গার আসল নাম তবে 'বাক্ চক্র' ই ছিল।

আর কিছুদূর যাওয়ার পর একটি

ছেলেকে কবিতা পড়তে শুনতে পেলাম। ভালভাবে শোনবার জন্য বাড়ীটির কাছে গিয়ে, বাড়ীর দিকে পেছন ক'রে দাঁড়িয়ে কবিতাটি শোনবার চেষ্টা করলাম। আমাদের দেখে মনে হচ্ছিল যেন আমরা কারও জন্য অপেক্ষা করছি। দু'জনেই মনোযোগ দিয়ে কবিতাটি শুনলাম। আমার বন্ধুটির আবার স্মরণশক্তি একটু প্রবল। বাড়ী এসে ওর যতটুকু মনে ছিল তাই নীচে তুলে দিচ্ছি —

ট্রেনের ভীড়ে, পথের মাঝে পকেট মেরে যাই
তবু আমার হাতের' পরে কোন বাঁধন নাই।
কাঁচি নিয়ে পাকা হাতে টাকার থলি ধরি
আমি শুধু আপন মনে এফোঁর ওফোঁর করি
তোমরা ভাবো — চোর আর ডাকাত,
সকলে সাবধান!
সবখানেতে আছে লুকিয়ে, মন করে আনচান,
আমার কিন্তু সে সব দিকে খেয়াল - খবর
নাই —
আমি আমার সুযোগ মতন চুরি করে যাই।
গাড়ী আসে 'ষ্টেশনে' বহু লোক নিয়ে
'প্লাটফর্ম'টি ভরিয়ে দেয় নর-নারী দিয়ে।
ছেলেমেয়ে ভীড়ের মাঝে পায় না আর থই,
দিনে রাতে তবু আমার কাজের ছুটি কই?
'প্লাটফর্মে' লোক নামিয়ে গাড়ী আবার
ছাড়ে,
এক লাইন ছেড়ে আবার অন্য লাইন ধরে,
বারমাসে একটি দিনও ছুটি কামাই নাই,
তারি সাথে আমিরে ভাই পকেট মেরে যাই।
ছেলেটি অনেকবার কবিতাটি পড়ল।

শিরোনামা বা কবির নাম একবারও শুনতে পেলাম না। কবিতাটি শোনবার পর আবার হাঁটতে লাগলাম। যতই দেখি আর শুনি ততই কৌতূহল বাড়ে। দেখা যাক, আর কিছু চোখে পড়ে কিনা। কিছুদূর যেতেই একটি স্কুল নজরে এল। এদের বোধ হয় তখনও গ্রীষ্মের ছুটি হয়নি। গ্রীষ্মকাল বলে সকালে ক্লাশ বসেছে। শুনতে পেলাম ছাত্ররা প্রার্থনা করছে। —

পরীক্ষায় মোরে পাশ করাও
এ নহে মোর প্রার্থনা,
পরীক্ষারে আমি না যেন করি ভয়।
কঠিন - প্রশ্নে কড়া গার্ডে —
নাই বা দিলে সান্ত্বনা,
পরীক্ষারে যেন করিতে পারি জয়।

একটি বড় ঘরের বারান্দার দেওয়ালে বড় বড় করে লেখা রয়েছে —
যেমন কেলাশে মনের হরষে
করতে থাকে গল্প
আজ পরীক্ষায় পাশ করিবার
আশা থাকে তার অল্প।

আর একটি ঘরে ছেলেরা বসে বসে কবিতা মুখস্থ করছে, আর তারই সাথে সুর মিলিয়ে শেষ বেঞ্চের ছেলেগুলো বলছে —

ভাল ছেলেগণ, ভ্রমে কি কখন
কেন্ - এর দুঃখ বুঝিতে পারে
কী দুঃখ কেন্ - এ বুঝিবে সে কিসে
কেন্ করেনি যে কোন্ বারে ?

বন্ধুটাকে বললাম — এবার ফেরা যাক অনেক দেখলাম ও শুনলাম। এবার বুঝতে পারছি এ জায়গার প্রকৃত নাম 'ব্যাঙ্কছত্র' 'বেলছত্র' হচ্ছে তার বিকৃত রূপ।

[ছোট গল্প প্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কার প্রাপ্ত রচনা

তেত্রিশ কোটি দেবতার পূজা সনাতন ধর্ম্ম নহে, সে একটা লৌকিক অপকৃষ্ট ধর্ম্ম। হিন্দুধর্ম্ম জ্ঞানাত্মক - কর্মাত্মক নহে। সেই জ্ঞান দুই প্রকার বহির্বিষয়ক ও অন্তর্বিষয়ক।

— বঙ্কিমচন্দ্র

সংগ্রাহক :— ৭০১৭ বিশ্বনাথ দত্ত।

জীবনে মানুষের প্রথম সাধনা দারিদ্র্যের, দ্বিতীয় সাধনা ঐশ্বর্য্যের, তারপর শেষ সাধনা হল ত্যাগের।

— রবীন্দ্রনাথ

সংগ্রাহক :— ৬০৭৫ মালবিকা গঙ্গোপাধ্যায়।

আমার চোখে কবি

শ্রীমধুসূদন

— সমীর দে

(শেওড়াফুলি)

কবি — শ্রীমধুসূদন নামটা আমাদের মনে যতখানি পুলক সঞ্চার করে, প্রাণে ততখানি সাড়া জাগাতে পারেনি। কেননা, তিনি যতখানি অবহেলিত, ঘৃণিত ও অত্যাচারিত হয়েছেন, সেরকমের দৃষ্টান্ত বাঙালী সাহিত্যিকদের মধ্যে গুটিকয়েক ছাড়া আর পাওয়া যায় না।

মধুসূদনের কবি - সত্তার সংগে আমরা যতখান না পরিচিত, তার চেয়ে বেশী পরিচিত বিধর্মী মাইকেল এম্, এস, ডাট্ এর সংগে, আমাদের চোখে পড়ে কেবল কোট প্যান্টটালুন পরিহিত, সর্বাংগে বিলাতীয়ানার ছাপমারা, বিদেশিনী মহিলার পানীপ্রার্থী, অমিতাচারি এক বাঙালীর উপর, আর ভুলে যাই সব। ভুলে যাই কবির অন্তর - সত্তাকে, ভুলে যাই কবির প্রেম-ধর্ম সৃষ্টি - প্রতিভাকে। বিচার করি তাঁকে সমালোচকের দৃষ্টি নিয়ে — কি ছিলেন তিনি, কীভাবে থাকা উচিত ছিল তাঁর, পরিণাম কি হয়েছিল তার ফলে ইত্যাদি।

কিন্তু কবি - শ্রীমধুসূদনের বিচার কি এইভাবেই হবে? সমালোচনার কাঠগোড়ায় দাঁড় করিয়ে তাঁর বিচার কী আজও শেষ হবে না? তিনি কি শুধু বিচার-প্রার্থী হয়েই এসেছিলেন? না, তা নয়, ডাক্তারী শাস্ত্রের অংগব্যবচ্ছেদ করার মত বা রসায়ন শাস্ত্রের বিশ্লেষণ করার মত করে কবিকে বিচার করবো না আজ। কবিকে বিচার করতে হবে কবি - সুলভ

মনোভাব নিয়ে, তাঁর ব্যথায় সমব্যথীর অন্তঃকরণ নিয়ে।

সেই সময়টার কথা মনে করা যাক, মধুসূদনের প্রতিভা যখন বিচ্ছুরণের শেষ সীমায় এসে পৌঁছেছিল। সৃষ্টিক্ষম মধুসূদন তখন খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন উপযুক্ত ক্ষেত্রের অনুকূল পরিসরের, যেখানে তিনি আপন 'চিত্ত ফুলবন মধু লয়ে' এক 'মধুচক্রে'র রচনা করবেন, 'গৌড়জন যাহে আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি'।

বাংলা সাহিত্য তখন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত সমাজের হাতে পড়ে লাঞ্ছিত, অবহেলিত। বাংলাদেশে তখন চলছে ইয়ং বেঙ্গলের যুগ। এই যুগের শিক্ষা ও সংস্কৃতি এমনই গভীরভাবে মধুসূদনকে মুগ্ধ করলো যে উদাসী কবি ভুলে গেলেন সব, আকৃষ্ট হয়ে পড়লেন বিলাতী সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতি। এর জন্যে কবিকে ততখানি দোষ দেওয়া যায় না। কারণ প্রতিভা জিনিষটা এমনই যে সে যাকে পায়, তাকে অবলম্বন করেই বেড়ে উঠতে চায়। লতা যেমন বাঁশ হোক, কঞ্চি হোক আর খুঁটোই হোক; কোন কিছুকে অবলম্বন করেই আরম্ভ করে দেয় তার ঊর্ধ্বগতি।

মধুসূদনের প্রতিভাও যে বিলাতী সভ্যতাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠবে, এতে খুব বেশী আশ্চর্য্য হবার কারণ নেই। কেননা বাংলা সাহিত্যের অবস্থা তখন নাম করার মত মোটেই ছিল না। ইয়ং বেঙ্গলের শিক্ষা তাঁকে বিদেশীভাষার প্রতি আকৃষ্ট করেছে; তিনি বহু যত্নে ও আয়াসে শিক্ষা করেছেন গ্রীক, ল্যাটিন, ফ্রেঞ্চ, জার্ম্মাণী প্রভৃতি ভাষা, ইংরেজী ভাষায় লিখেছেন অজস্র রচনা।

কিন্তু মুক্ত পক্ষ বিহংগ যেমন ভোলে না তার নীড়ের কথা, নদী যেমন ভুলতে পারে না তার উৎসের কথা, প্রবাসী যেমন ভুলতে পারে না তার স্বদেশের কথা — সেই প্রাকৃতিক নিয়মে মধুসূদনও ভুলতে পারেন নি তাঁর মাতৃ ভাষাকে। পৃথিবীর যাবতীয় শ্রেষ্ঠ ভাষা ঘেঁটে, নানা জায়গায় ভ্রমণ করে শেষে ক্লান্ত হয়ে তিনি আশ্রয় নিলেন 'দুগ্ধ ফেননিভ শয্যা' এই বাংলা ভাষারই কোলে।

এই বলেই ব্যাপারটাকে তুচ্ছ করবো না — পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ভাষা সমূহ আহরণ করে তিনি তাঁর জীবনলব্ধ জ্ঞান ভাণ্ডার উজাড় করে দিলেন বাংলা ভাষার শ্রীচরণে। বাংলাভাষাকে তিনি করলেন পুষ্ট, ঠিক ক্ষীণ জলধারাকে উপনদীর মত। বাংলা ভাষায় আমরা পেলাম অমিত্রাক্ষর ছন্দ,

পেলাম চতুর্দশপদী কবিতা, পেলাম সহজ স্বচ্ছ ও সংযতভাবে ভাবপ্রকাশের উপযুক্ত ক্ষেত্র। আর এই চতুর্দশপদী কবিতা গুচ্ছের মধ্যেই প্রতিফলিত হয়েছে মধুসূদনের অন্তরাত্মার প্রতিচ্ছবি।

মধুসূদনের কবি-সত্তা, অসুর-সত্তা, ব্যক্তিগত জীবনের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনার সুর সনেটগুলির মধ্যে সংগীত ধ্বনিতে স্পন্দিত হয়েছে। মধুকবির সনেটগুলিকে তাদের গঠনরীতির তারতম্য হিসাবে বিচার করলেই চলবে না। তাদের অনুধাবন করতে হবে আমাদের ব্যক্তি-সত্তা দিয়ে — এইটুকু যেন আমরা ভুলে না যাই। মধু কবির প্রত্যেকটি মহাকাব্যের মধ্যেই তাঁর হৃদয়ধর্ম্ম পরিস্ফুট, তাদের বিচার আমাদের হৃদয় বৃত্তির কাছে, বুদ্ধি বৃত্তির কাছে নয়।

কবি কি করেন? তিনি নানা কৌশলে রসসৃষ্টি করেন। তাঁর প্রধান সহায় হচ্ছে কল্পনা — ইংরাজীতে imagination মনোবৈজ্ঞানিকদের ভাষায় active phantasy - এরই শক্তিতে কবি মণীষীরা প্রত্যক্ষ করেন বস্তুর অন্তর্লোককে, প্রবেশ করেন মানুষের হৃদয়স্থিত বিচিত্র ভাব রাজ্য, বিচরণ করেন - রূপ - রস - গন্ধ - স্পর্শ - শব্দময় অপূর্ব সুন্দর বিশ্ব প্রকৃতির গোপন অন্তঃপুরে।

মহতী কল্পনার চকমকি স্পর্শে তিনি উভয় রাজ্যকেই উদ্ভাসিত করে তোলেন। এই প্রকৃতিকেই কবি বলেছেন 'meet nurse for a poetic child.' এই প্রকৃতির কোলে মধুসূদনও মানুষ হয়েছেন, দুহাতে পান করেছেন অমৃতধারা। কিন্তু তিনি মধু বলে যা পান করেছেন, বিষ হয়ে তা তাঁর দেহে প্রতিক্রিয়া করেছে। ফলে তাঁর জীবনটা ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে।

তিনি বাইরে আঘাতের পর আঘাত অজস্র ভাবে এমন পেয়েছেন যাতে তাঁর পক্ষে মাথা তুলে দাঁড়ানো খুব কষ্টকর হয়ে উঠেছিল। চারিত্রিক তিনি যে অসংযমতা দেখিয়েছেন, সেটা এই আঘাতেরই একটা প্রতিক্রিয়া মাত্র। সনেটের প্রতি ছত্রে ছত্রে তিনি করুণ সুরে জানিয়ে গেছেন তাঁর অন্তরের বেদনার কথা, গভীর নৈরাশ্যের কথা। কবি ছিলেন গভীর আশাবাদী। মেঘনাদ - বধ কাব্যের একখণ্ড হাতে নিয়ে তিনি তাঁর বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন — 'will not this make me immortal, Raj?' আশার ছলনে ভুলে তিনি জীবনে কি লাভ করেছিলেন, তারই কাহিনী বলে গেছেন তাঁর কাব্যে

তাঁর সনেটে, সর্বত্র, তাঁর বক্তৃতায়, প্রবন্ধে, কথোপকথনে। আমাদের পূর্ব-পুরুষরা কিন্তু সেই কবিকে কি চোখে দেখেছেন? তাঁরা ভেবেছেন — মধু কবি তাঁর দোষস্খালন করেছেন, প্রায়শ্চিত্ত করেছেন আজীবনের অপরাধের ঐ ভাবে। তাই তারা সম্পূর্ণ এড়িয়ে গেছেন মধু কবিকে, তাঁর বিরাট সাহিত্যকে।

সমালোচক বলেছেন — 'অমরত্ব ও ঐশ্বর্য্যের দুই প্রান্তের অসম্ভবের সাধনায় সম্ভভগ্ন জীবনের হরধনু' ছিলেন মধুসূদন। ব্যক্তিগত জীবনে কবির সফলতা - বিফলতা কোথায়, সে বিচার করবো না আমরা। তাঁর জীবনী পর্য্যালোচনা করেও দেখাতে চাই না আমরা তিনি কবে কি করেছেন, কি করেন নি। তিনি মোটামুটি ক'খানা কবিতা লিখেছেন, ক'খানা নাটক মহাকাব্য লিখেছেন, ক'খানা তাদের মধ্যে সার্থক, কোন্‌গুলি কোন্‌ শ্রেণীর — সে বিচারও আমরা করব না আজ।

আমরা দেখবো তাঁকে কবি — শ্রীমধুসূদন হিসেবে। দেখবো তাঁর প্রতিভা কোথায় কোন্‌ আবেষ্টনীর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে, কি অপূর্ব বাণী ভংগী ও প্রকাশ - ভংগী তাদের, ভাষা - ছন্দ শব্দচয়ন কি অত্যাদ্ভুত! মধুসূদনের কাব্য পড়লে মনে হয় যেন কবির সংগেই ভাবের আদান প্রদান করছি — এমনই স্পষ্ট তাদের ভাব - ভাষা!

প্রদীপের আলোকে হয়তো মধুসূদনের অন্তরের পরিচয় পাওয়া যাবে না। কোট-প্যান্ট ভেদ করে সে আলো হয়তো তাঁর দেহাভ্যন্তরে প্রবেশ করতে পারবে না — তাই তাঁর প্রকৃত পরিচয় পেতে হবে X - Ray - এর আলোক-বিচ্ছুরণ দ্বারা।

মধু কবির প্রতিভার অপমৃত্যু ঘটেছিল আমাদের পূর্বপুরুষদের ঘৃণাজনিত অবহেলা ও অত্যাচারের দুঃস্বপ্নের ফলে। এমন কি. অতি নিকট আত্মীয়েরাও তাঁকে ব্যক্তিত্বের সম্মান দেন নি। আজ এই মুহূর্ত থেকে আমরা সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত যেন করি — মধু কবিকে যেন আমরা প্রকৃত ভালবাসতে শিখি। তাঁকে জানা ও ভালবাসা — এক জিনিষ নয়; তিনি আমাদের কাছ থেকে এই ভালবাসাটুকুই কেবল দাবী করে গেছেন — আমরা যেন তাঁর প্রকৃত মর্য্যাদা দিই।

—::—

মার্কিন মুলুকে আমার জীবন

ডাঃ রণেন দে
ওয়ালথাম্
ম্যাসাচুসেটস্
ইউ. এস. এ.

বিশ্ববিত্তালি সঙ্ঘ থেকে অনুরোধ এসেছে কিছু লেখা দেবার জন্য। কি লিখব, কোথা থেকে শুরু করব তা বুঝে উঠতে পারছি না। পৃথিবীর সবচেয়ে ধনী দেশ আমেরিকা। আজ থেকে প্রায় ৪০০ বৎসর আগে কলম্বাস এই দেশটি আবিষ্কার করেছেন। এরপর পৃথিবীর প্রায় সর্ব প্রান্ত থেকে এদেশে লোকজন আসতে শুরু করে। এখানকার মাটিতে আছে প্রচুর খনিজ সম্পদ।

বিভিন্ন জ্ঞানী গুণীর আগমনে এবং তাঁদের কঠোর পরিশ্রমের ফলে দেশটি সমৃদ্ধশালী হয়ে উঠেছে। তাই ছোটকাল থেকেই এদেশ সম্বন্ধে আমার একটা কৌতুহল ছিল। অজানাকে জানার, অদেখাকে দেখার এবং অচেনাকে চেনার এক তীব্র আকাঙ্খা নিয়ে আজ থেকে ৩ বৎসর আগে ২৫শে অক্টোবর ১৯৬৯ সালে বাবা, ভাইবোনেদের চোখের জলকে উপেক্ষা করে দমদম্ Aero drome থেকে B. O. A. C. Plane - এ উঠলাম। তারপর এই ৩ বৎসরের ইতিহাসে আমার জীবনের ওপর দিয়ে অনেক ঝড় - ঝঞ্ঝা, দুঃখ কষ্ট বয়ে গেছে; অনেক বিচিত্র অভিজ্ঞতা হয়েছে। এইসব অভিজ্ঞতারই কিছুটা অংশ লিপিমিত্তার মাধ্যমেই মিত্তা ভাই বোনেদের কাছে ব্যক্ত করছি।

আমি লেখক নই এবং লেখক হবার কোনরূপ বাসনাও আমার নেই, তবুও আমার এই আমেরিকার জীবনের অভিজ্ঞতা লিপিমিত্তার পাঠক - পাঠিকাদের কৌতুহল যদি কিছুটা মেটাতে পারে তবে আমার লেখা সার্থক মনে করব।

২৫শে October, ১৯৬৯ সালে দমদম থেকে রওনা দিই, ঐদিন ভোরবেলা

বাইরুটে পৌছাই। ভূগোল যাঁরা পড়েছেন তাঁরা সকলেই বাইরুটের নামের সঙ্গে নিশ্চয়ই পরিচিত আছেন। বাইরুট একটি আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন শহর, বাইরুটের মাটির তলায় উৎকৃষ্ট খনিজ তৈল সম্পদ আছে। আমেরিকার ধনী সম্প্রদায় এই সব তৈলখানার মালিক। এটি আরব গেরিলা বাহিনীর বিরাট ঘাঁটি। আমি যেদিন শহরে পৌছাই সেদিন পথে কারফিউ ছিল। তাই পথে লোকজনের পরিবর্তে সামরিক বাহিনীদের বন্দুক ও কামানসহ আনাগোনা দেখছিলাম। যাইহোক ঐ দিন বিকাল বেলায় কাইরোর পথে রওনা হই। কায়রো মিশরের রাজধানী। এখান থেকে ১০ মাইল দূরে নীলনদের ধারে পৃথিবী বিখ্যাত পিরামিড্ এবং স্ফিনিকস্ রয়েছে। Air port থেকে axi করে পিরামিডের কাছে পৌছাই, পিরামিড এবং স্ফিনিকস্টা মনে হয় যেন বেশ কিছুটা দূরে মরুভূমির ওপর সোজা দাঁড়িয়ে আছে। চারিদিকে রাশি রাশি বালি। সূর্য্যের কিরণপাতে বালি রাশি যথেষ্ট উত্তপ্ত হয়েছে। তাই উটের পিঠে যেতে হোল। যখন উটে চড়ে যাচ্ছিলাম তখন মনের মধ্যে এক অপূর্ব অনুভূতির সৃষ্টি হয়েছিল।

দূর থেকে পিরামিড্টা দেখে বারবার করে মিশরের সুন্দরী শ্রেষ্ঠ ক্লিওপেট্রার কথা মনে পড়ছিল। মনে হচ্ছিল আমি যেন সেই দূর অতীতের ক্লিওপেট্রাকে চোখের সামনে দেখছি এবং তাঁকে কুর্নিশ করতে করতে এগিয়ে চলেছি। তারপর পিরামিড্ ও স্ফিনিকস্ দেখা শেষ করে আবার Cairo Airport - এ চলে এলাম।

তাদের মধ্যে কাইরো শহরের লোকেদের জীবনযাত্রা দেখলাম।

আমার মনে হোল মিশর এখনও গরীব দেশ, এখানকার লোকেদের জীবনযাত্রা এবং ওদের পোষাক পরিচ্ছদ দেখে অন্ততঃ আমার তাই ধারণা হয়েছে।

যাইহোক এরপর Cario থেকে Athens ও Paris হোয়ে London এ এলাম। Athens ও Paris - এ বেশীক্ষণ ছিলাম না, তাই শহর দুটা দেখা হয়ে ওঠেনি। এরপর London — এ এলাম।

London এসে সত্যিই নিজেকে সৌভাগ্যবান বলে মনে হোল। সেই ছোটকাল থেকে London এর কথা পড়েছি এবং অনেক কথা শুনেছি। এক সময় এ কথা চালু ছিল যে বৃটিশ-রাজ্যে কখনও সূর্য্য অস্ত যায় না। আজ সেই দেশের রাজধানী London

এসে সত্যিই খানিকটা গর্ব ও আনন্দ অনুভব করলাম। London এর Travel Service এর বাসে উঠে শহরের সমস্ত দ্রষ্টব্য স্থান পরিদর্শন করলাম।

যেমন বাকিংহাম প্যালেস, হাইড পার্ক, টেমস্ নদীর ওপর বিশেষভাবে নির্মিত ব্রিজ, ট্রাফেলগার স্কোয়ার।

এখানকার লোকেদের Civil জ্ঞান এত বেশী যা আমাকে সত্যিই মুগ্ধ করেছে। London এ রাস্তায় হাজার হাজার মানুষে ও গাড়ীতে একেবারে কোণঠাসা। কিন্তু কোথায়ও কারও মধ্যে তাড়াহুড়া নেই, ব্যস্ততা নেই। প্রত্যেকটি Bus, গাড়ী নিঃশব্দে চলছে। এখানকার গাড়ীর চালকেরা horn ব্যবহার করে না, নিতান্ত প্রয়োজন না হলে। পথচারীরা সব সময় ফুটপাথের ওপর দিয়ে চলছে। এ সব দেখে আমরা বিদেশীরা সত্যিই এদেরকে শ্রদ্ধা না করে পারি না। বাসে বা গাড়ীতে যাত্রীদের মধ্যে কোন রকম ধাক্কা ধাক্কি বা কোন গণ্ডগোল নেই।

প্রত্যেকেরই কাজ আছে কিন্তু সকলেই নীরবে নিভৃতে কাজ করে চলেছে।

যাইহোক London টা খুব ভালো ভাবে দেখে এরপর Air - India করে সোজা New York এর পথে পাড়ি দিলাম। Air - India আটলান্টিক মহাসাগর ৬ ঘণ্টায় পার হয়ে New-york এসে পৌঁছল, ২১শে অক্টোবর। ওখানেই Immigrant Office এ আমার Passport এবং Visa Check করা হোল। তারপর T. W. A. এর বিমানে করে Chicago এর উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম।

Chicago এর থেকেই শুরু হোল আমেরিকায় আমার জীবন সংগ্রামের কাহিনী।

Chicago তে যখন এলাম তখন প্রায় রাত ১টা। কোথায় উঠব তার কিছুই ঠিক নেই। Air-Port এর একজন host-ess কে অনুরোধ করে Y. M. C. A. তে Telephone করে একটা থাকবার ব্যবস্থা করলাম। আমেরিকাতে Y. M. C. A. হোল্ গরীবদের আশ্রয়স্থান। দৈনিক ৪ থেকে ৫ ডলারের মধ্যে থাকা যায় (প্রতি ডলারের ভারতীয় মূল্য ৭.৫০) এবং সপ্তাহে ১৫ থেকে ২০ ডলারের মধ্যে ঘর ভাড়া পাওয়া যায়। যাইহোক ঐদিন রাত্রিবেলা Y. M. C. A. থেকে সকালবেলা ব্রেক্‌ফাস্ট সেরে American

Medical Association এর Office এ গেলাম। ঐ মেডিক্যাল এসোসিয়েশনের এডুকেশান ডিরেক্টার ডাঃ রোনাল্ড্ কে, কোলারের সঙ্গে আমার চিঠি পত্রের মাধ্যমে আলাপ পরিচয় ছিল।

ওনাকে আমি অনুরোধ করলাম যে অবিলম্বে আমাকে American Medical Association এর সদস্য করে নিয়ে একটা চাকুরীর ব্যবস্থা করে দিন। উনি কিছুই করতে পারলেন না। উনি আমার অবস্থা দেখে যথেষ্ট সহানুভূতি দেখালেন। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই করে উঠতে পারলেন না। আমি অবশ্য Americaতে আসার আগেই Mass-chegests এর Wilmington Veteri nary Clinic এর ডাক্তার Harvey Skolnich এর সঙ্গে পত্র বিনিময় করে-ছিলাম।

আমার এই আশা ছিল যে কোথায়ও কিছু সুবিধে না হলে ওনার ওখানে উঠব। A. V. M. A. এর Dr. Kolar কে সেকথা জানাতে উনিও আমাকে ঐ পরামর্শই দিলেন। আমিও শেষ পর্যন্ত আর কোন উপায় না দেখে Grayhound বাসে করে Massachesetts এর পথে Boston এ রওনা দিলাম। যাওয়ার ঠিক আগেই Dr. Harvey Skolnich এর সঙ্গে Telephone এ আলাপ হয়েছিল। উনি আমাকে Boston যেতে বললেন। তারপর 2nd Nov. Boston এলে Dr. Skolnich এবং Mrs. Skolnich আমাকে Boston থেকে ওদের গাড়ী করে সোজা Wilmington এ নিয়ে গেলেন।

(ক্রমশঃ)

রমণী ক্ষমাময়ী, দয়াময়ী স্নেহময়ী, রমণী ঈশ্বরের কীর্ত্তির চরমোৎকর্ষ, দেবতার ছায়া, পুরুষ দেবতার সৃষ্টি মাত্র।

—বঙ্কিমচন্দ্র

সংগ্রাহক — ৬৮৫০ তুলসী সাহু।

মোটেই শক্ত নয়

— সপ্তর্ষি —

এবার বেশ শক্ত হয়েছে, উত্তর দিল আমার এক ছাত্র পরীক্ষা দিয়ে এসে। অথচ কিছুক্ষণ পূর্বে আর একজন ছাত্র বলে গেল, মোটেই শক্ত নয়। একই প্রশ্ন। একজনের কাছে সহজ, অন্যজনের কাছে দুরূহ। প্রকৃতপক্ষে উত্তর জানা থাকলে সহজ এবং না জানা থাকলেই মনে হয় কঠিন।

ধাঁধাঁর পরিপ্রেক্ষিতেও ঠিক একই মন্তব্য করা চলে। সমাধান করবার পদ্ধতি জানা থাকলে উত্তর নির্ণয় করতে অসুবিধে হয় না। তা না হলে সমাধানের জন্য বেশ ভাবতে হয়। আমাদের মধ্যে অনেকে ধাঁধাঁর উত্তর বের করে খানিকটা আন্দাজ ক'রে ক'রে। কোন কোন ক্ষেত্রে এছাড়া অন্য কোন উপায় থাকে না। কখনও কখনও নিয়মানুক্রমে করলে তাড়াতাড়ি সমাধান হয়। কিন্তু, এর জন্য সমাধানের পদ্ধতি জানা একান্ত প্রয়োজন। ইচ্ছে আছে 'মোটেই শক্ত নয়' এই পর্য্যায়ে কিছু কিছু শক্ত ধাঁধাঁর সমাধান নিয়ে সমালোচনা করা হবে। আপনাদের ভাল লাগলে প্রতিটি সংখ্যায় একটি করে নূতন ধাঁধাঁ প্রকাশ করা হবে এবং পরের সংখ্যায় তার উত্তর পদ্ধতি সহ দেওয়া থাকবে। এসব ধাঁধাঁর উত্তর আপনারা পাঠাতে পারেন। পাঠালে এবং সঠিক উত্তর হ'লে নাম প্রকাশিত হবে, তবে এর জন্য কোন রকম পুরস্কার থাকবে না।

এবারেই এই পর্য্যায়ের প্রথম স্তবক প্রকাশ করা হচ্ছে অর্থাৎ পূর্বে কোন ধাঁধাঁ উল্লেখ করা হয়নি। তাই লিপি-মিতায় প্রকাশিত মজার ধাঁধাঁর কোন একটি ধাঁধাঁ নিয়ে তার সমাধান দিচ্ছি।

১শে বর্ষের ৪ নম্বর ধাঁধাঁটিই নেওয়া যাক—

তিন অক্ষরের নামটি আমার লেখাপড়ার সাথী
লৌহ দেহী হই যে আমি শেষ অক্ষর ত্যাজি,
মধ্যম ছাড়া দিতে যদি দেখে কোন ক্রেতা
বিক্রেতাকে ফেলবে ফাঁদে বলছি সত্যি কথা।

(দীপক কুমার দে রচিত)

এই ধাঁধাঁয় তিনটি সর্ত বা তথ্য দেয়া আছে :—

১) তিন অক্ষরের নামটি আমার লেখাপড়ার সাথী
২) লৌহ দেহী হই যে আমি শেষ অক্ষর ত্যাজি
৩) মধ্যম ছাড়া দিতে......বলছি সত্যি কথা।

শুধুমাত্র ১ম সর্তটি অনুসারে নীচের যে কোন একটি শব্দ উত্তর হ'তে পারত — টেবিল, চেয়ার, কাগজ, শ্লেট, রুটিন, দোয়াত, কলম, বিমল, পুলক, বাসন্তী, (এরা সব একসঙ্গে পড়ে)।

কিন্তু, ২য় শর্তটি থাকাতে এর বেশ কয়েকটি ভুল বলে প্রমাণিত হবে। যেমন রুটিনের রুটি (শেষ অক্ষর ত্যাজি) কখনও লৌহদেহী হয় বলে শোনা যায় নি। বাকী রইল- তাহলে কলম (লোহার কল), বিমল (বিম বা কড়িকাঠ লোহার তৈরী হতে পারে), পুলক (লোহার পুল), বাসন্তী (লোহার বাস্)। ৩য় শর্তানুযায়ী কলম (কম) ও বিমল (বিল) এর দুটোই সমাধান হ'তে পারে বলে মনে হয়। তবে একটু গভীর ভাবে বিশ্লেষণ করলে মনে হয় যে বিক্রয়ের পর বিক্রেতা ক্রেতাকে বিল দেয় কথাটা সত্যি হলেও, সেজন্য কি ক্রেতা কখনও বিক্রেতাকে ফাঁদে ফেলে? অবশ্য কম (কলম এর কম) দিলে ফাঁদে ফেলতেও পারে। অতএব, নির্ণেয় উত্তর 'কলম'।

এবার একটি নূতন ধাঁধা দেওয়া হচ্ছে। ভবিষ্যতে উল্লেখ করবার সুবিধের জন্য এই ধাঁধাটির ক্রমিক সংখ্যা দেওয়া হচ্ছে 'মোশন ১' অর্থাৎ মোটেই শক্ত নয়' এর প্রথম ধাঁধা।

মোশন ১ :

শ্যামবাজারের পাঁচমাথার মোড়ে একটি লরী একটি স্কুলের মেয়েকে চাপা দিয়ে পালিয়ে যাবার পর পুলিশ এসে প্রত্যক্ষ দর্শীর একজনকে জিজ্ঞাসা করে জানতে পেল যে গাড়ীর নম্বর ছিল W B R 4631, এভাবে আরও চারজনকে জিজ্ঞেস করা হ'ল। এরা সবাই ভিন্ন ভিন্ন নম্বর দিল।

সেগুলো হচ্ছে—

M B P 7531
M E R 2581
W B F 2681
W E R 7581

এই নম্বরগুলো একজন গোয়েন্দাকে দেওয়া হলে তিনি যখন ভাবছেন এর কোন্‌টি প্রকৃত নম্বর হতে পারে তখন একটি ফোন এল। ফোনের ওপার থেকে গম্ভীর গলায় যে সব কথা ভেসে এল তার সারাংশ হল এই—

যে ফোন্‌ করছে সে লরীটির ড্রাইভার। যে পাঁচজন নম্বর বলেছে তারা সবাই ড্রাইভারটির দলের লোক। তাই তাদের কেউই ঠিক নম্বর বলেনি। অতএব, ঐ নম্বরগুলোতে কোন কাজ হবে না।

গোয়েন্দা ভদ্রলোকটি ছাড়বার পাত্র নন। তাই ড্রাইভারটিকে জিজ্ঞাসাবাদ করে আরও কিছু তথ্য সংগ্রহ করলেন।

এই পাঁচটি নম্বরের কোনটিতেই নির্ভুল সংখ্যাংশ (যেমন 7521) বা নির্ভুল অক্ষরাংশ (যেমন W B F) নেই অর্থাৎ এক বা একাধিক ভুল থাকবেই। প্রতিটি নম্বরেই (অক্ষর ও সংখ্যা মিলে) তিনটে করে (কম বা বেশী নয়) ভুল আছে। সবাই ভুল বলেছে এমন কোন অঙ্ক বা বর্ণ নেই অর্থাৎ ১ম অঙ্কটি কেউ না কেউ ঠিক বলেছে (তেমনি ২য় ও ৩য় বর্ণ) এবং ১ম অঙ্কটি কেউ না কেউ ঠিক বলেছে (তেমনি অন্যান্য অঙ্কগুলো)।

এ সমস্ত তথ্য থেকে গোয়েন্দা ভদ্রলোকটি লরীর আসল নম্বরটি নির্ণয় করতে সক্ষম হয়েছিল।

দেখুন তো চেষ্টা করে আপনারা পারেন কিনা।

(যদি কোন মিতা উল্লিখিত ধাঁধার উত্তর পাঠাতে চান, তবে যেন আগামী ১৫ই আষাঢ় ১৩৮০ বঙ্গাব্দের মধ্যে পাঠান। নির্ভুল হলে তার নাম প্রকাশ করা হবে। লিপিমিতার পরবর্তী সংখ্যায় সবিস্তারে উত্তর প্রকাশ করা হবে।)

আত্ম সমালোচনা

'লিপিমিতা' আকর্ষণীয় করবার উদ্দেশ্যে কিছু তথ্য আমরা মিতাদের কাছ থেকে জানতে চাই। মিতাদের সুবিধের জন্য একটি প্রশ্নমালা এখানে প্রকাশ করা হচ্ছে।

মিতাদের কাছে অনুরোধ তাঁরা যেন এর উত্তরগুলো একটি পোষ্ট কার্ডে লিখে যত শীঘ্র সম্ভব সঙ্ঘের ঠিকানায় পাঠিয়ে দেন। উত্তরগুলো সংক্ষিপ্ত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। মিতাদের সুবিধের জন্য প্রশ্নমালার শেষে একটি উদাহরণও দেওয়া হয়েছে।

১। লিপিমিতায় ১৩শ বর্ষের প্রচ্ছদপটটি আপনার কেমন লেগেছে?

নীচের যেকোন একটি উত্তর পছন্দ করুন।

ক) খুব ভাল, খ) ভাল, গ) মোটামুটি, ঘ) খারাপ, ঙ) বেশ খারাপ।

২। লিপিমিতা পড়া হয়ে গেলে সেগুলো আপনারা কী করেন?

(উত্তর যেকোন একটি)

ক) বাঁধিয়ে রাখি, খ) বাঁধাই না, যত্ন করে রাখি, গ) বন্ধুদের পড়তে দিই, এবং ফেরত নিই, ঘ) বন্ধুদের পড়তে দিই, ফেরত দেয় কিনা খেয়াল করি না, ঙ) বিক্রী করি বা ফেলে দিই।

৩। পুরনো লিপিমিতা কি মাঝে মাঝে পড়েন?

(উত্তর যেকোন একটি)

ক) প্রায়ই পড়ি, খ) পড়তে চাই কিন্তু সময় হয় না, গ) একবারই পড়ি।

৪। নীচের কোন বিষয়গুলি লিপিমিতায় বেশী প্রকাশ পেলে খুশী হবেন।

(একাধিক উত্তরও দেওয়া যেতে পারে)

ক) গল্প, খ) কবিতা, গ) প্রবন্ধ, ঘ) রসরচনা, ঙ) কার্টুন, চ) ধাঁধা, ছ) রাজনৈতিক ও অন্যান্য খবর, জ) সমালোচনা, ঝ) গান, ঞ) ভ্রমণ কাহিনী,

ট) বিজ্ঞান ভিত্তিক গল্প, ঠ) অন্যান্য নতুন কোন বিষয় যা ওপরে উল্লেখ করা হয় নি (নাম দেবেন)।

৫। ১৩শ বর্ষের লিপিমিত্রার বিভিন্ন সংখ্যায় যা ছাপান হয়েছে তার মধ্যে কোন্‌গুলি আপনার ভাল লেগেছে ?

ক) খুব ভাল যেটি তার নাম

খ) ওপরে যে নামটি দিয়েছেন সেটি বাদে আর কোন ভাল লেখা যদি থাকে—

গ) ওপরের দুটি লেখা ছাড়া আর কোন লেখা কি ভাল বলা যায় ?

৬। লিপিমিত্রায় প্রকাশিত হয় অথচ আপনার পড়তে একদম ভাল লাগে না এরকম তিনটি লেখার নাম দিন (সবচেয়ে নীরস নামটি আগে)

(ক) .... (খ)......... (গ)... .....

৭। ধারাবাহিক ভাবে যে সব লেখা এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয়েছে তার কোনটি আপনার বেশী ভাল লাগে—(যে কোন ১টি)

ক) গুজরাতী ভাষা ও সাহিত্য

খ) বাংলা পরিভাষা

গ) অঙ্কে যারা কাঁচা

ঘ) চতুষ্পাঠির চত্বরে

ঙ) স্মৃতি বাসরে বিশ্ব পরিচয়

চ) সুরলোকে ইন্দ্র পত্তন।

৮। সঙ্ঘ কর্তৃক পরিচালিত প্রতি-যোগিতার মধ্যে কোনটিতে আপনি অংশ-গ্রহণ করেন বা করতে চান (একাধিক উত্তর চলবে)

ক) অঙ্কন খ) ছোট গল্প গ) অনুমানস ঘ) আলোকচিত্র ঙ) ধাঁধা।

৯। নতুন কোন প্রতিযোগিতা পরি-চালনা করা যদি ভবিষ্যতে সম্ভব হয়, তবে কোন্‌ প্রতিযোগিতা আপনি পছন্দ করবেন ? (নাম দিন)

১০। এই সংখ্যায় প্রকাশিত লেখাগুলির মধ্যে কোন্‌গুলো ভাল লেগেছে ?

[পৃষ্ঠার নম্বর দিন]

উত্তর এর উদাহরণ—

১ (গ), ২ (ঙ), ৩ (খ), ৪ (ক) (ট), (·) ৫ (ক) ডেটিং (খ) জবানবন্দী (গ) অরুণোদয় ৬ (ক) অঙ্কে যারা কাঁচা (খ) ধাঁধা (গ) পুস্তক সমালোচনা ৭ (খ), ৮ (খ) (ঙ) ৯ চিঠিলেখা।

——

অনুমানস প্রতিযোগিতা

অনুসন্ধিৎসা ও স্মৃতি শক্তিকে প্রবুদ্ধ করবার জন্য এই অনুমানস প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা। এই প্রতিযোগিতায় দুটি পুরস্কার আছে। প্রথম পুরস্কার ১০ টাকা ও দ্বিতীয় পুরস্কার ৫ টাকা। একাধিক মিতা যদি একই পুরস্কার লাভে সমর্থ হন, তবে ভাগ্য চক্রের [লটারীর] সাহায্যে এক-জনকেই বাছাই করে পুরস্কার দেওয়া হবে। অবশ্য সকল প্রতিযোগীর নাম লিপিমিতায় প্রকাশ করা হবে। ১০ই শ্রাবণ ১৩৮০ বঙ্গাব্দের মধ্যে নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর আসা চাই।

লিপিমিতার আগামী সংখ্যায় প্রশ্নগুলির উত্তর সহ প্রতিযোগিতার ফল ঘোষণা করা হবে।

১। পৃথিবীর কি বৃহত্তম বাংলা দেশে অবস্থিত ?

২। বাংলা ভাষায় 'বিশ্ব কোষ' প্রথম কে রচনা করেন ?

৩। কোন সালে ভারত অলিম্পিকে হকি খেলায় বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সম্মান অর্জন করে ?

৪। মহাশূন্যে প্রথম বিচরণ করেন কে ?

৫। মানুষের দেহে অবস্থিত সবচেয়ে বড় মাংস পেশীর নাম কি ?

৬। কোন সালে কে 'ফ্রিজ' আবিষ্কার করেন ?

স্টেনলেস্ ষ্টীল্ কোন কোন ধাতু মিশ্রনে নির্মিত ?

গত ভারত-ইংল্যাণ্ড মাদ্রাজ টেষ্টে ক্রিকেট ইতিহাসে এমন কি নজির স্থাপিত হয়েছে যা পূবে কখনও হয় নি ?

জেনে রাখা ভাল

১। প্রশ্ন :— বিশ্ব বিখ্যাত ডাকটিকিট জাল কারীর নাম কি? সে কোন দেশের অধিবাসী? মৃত্যুর সময় তার বয়স কত ছিল? মৃত্যুর পূর্বে সে কত পাউণ্ড মূল্যের ডাকটিকিট জাল করিয়াছিল?

উত্তর :— জাঁ ডিস্পেরাটি, ফ্রান্সের অধিবাসী। মৃত্যুর সময় তার বয়স ৭০ বৎসর। ৪৫,০০,০০০ পাউণ্ড মূল্যের বিভিন্ন দেশীয় ডাকটিকিট।

২। প্রশ্ন : - বিশ্বের বৃহত্তম ব্যাঙ কোথায় দেখিতে পাওয়া যায়? ইহার উচ্চতা কত?

উত্তর :— দক্ষিণ আমেরিকার পেরুর মন্টারো [Montaraw] অঞ্চলে বিশ্বের বৃহত্তম ব্যাঙ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার উচ্চতা ২৪″

৩। প্রশ্ন :— কোন বাঙ্গালী বিদেশে সৈন্যাধ্যক্ষের পদ লাভ করিয়াছিলেন?

উত্তর :- কর্ণেল সুরেশ চন্দ্র বিশ্বাস — ব্রাজিল রাজ্যে।

সংগ্রাহক— ৭২১৩ হাফিজউদ্দিন।

নববর্ষের অঞ্জলি

"এই তীর্থদেবতার মন্দির প্রাঙ্গণে
যে পূজার পুষ্পাঞ্জলি সাজাইনু সযত্ন চয়নে
সায়াহ্নের শেষে আয়োজন, যে পূর্ণ প্রণামখানি
মোর সারা জীবনের অন্তরের অনির্বাণ বাণী
জ্বালায়ে রাখিয়া গেনু আরতির সন্ধ্যাদীপ মুখে
সে মোর নিবেদন-তোমাদের সবার সম্মুখে—"

বিদেশে ভারতীয় রাষ্ট্রদূত

নীচে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য দেশের ভারতীয় রাষ্ট্রদূতের নাম ও ঠিকানা প্রকাশ করা হল। প্রত্যেকটি ঠিকানায় Embassy of India কথাটি যেন যোগ করে দেওয়া হয়।

আফগানিস্থান—A. N. Mehata Malaiwat, Kabul.

বাংলাদেশ—S. Dutta, Dacca.

বর্ম্মা— R. Khathing, 545/547, Merchant St. Po: box No. 751 Rangoon.

চীন— B. C. Misra, Minister. 8, Kwang Hua lu Peking.

কঙ্গো— Surendra Sing; Po: box No— 1026, 18B, Avenue 8, EME Armee Kalina, Kinshasa.

কিউবা— B. K. Massand. Havana Ambassador Resident in Mexico.

ফ্রান্স— D. N. Chatterjee, 15 Rue Alfred Dehodencq Paris-16E

জার্ম্মানী [ফেডারেল] Kewal Sing 262, Adenaurallee, Bonn.

গ্রীস— P. Narayan Menon Ambassador Resident in Belgrade (Yogoslavia)

ইন্দোনেশিয়া— N. Balochandran Menon. P. B. No. 118 - 44, Kebon. Serih, Djakarta

ইরান— M. A. Rahman, 166, Avenue Saba Shomali, Teheran.

জাপান— V. A. Kidwai Ring Road No. 1, Dasmah, Kuwait.

মেক্সিকো— S. K. Roy. Comte 44, Mexico, 5 D, F.

পোল্যাণ্ড— K, Natwar Sing Niegolewskiego, Warsaw-36

আরবীয় যুক্তরাষ্ট্র— T, T, P, A Dullah Sulaiman Al - Turk House. 1 - Sharifa, Airpo Road Jeddah.

স্পেন - S. B. Shah, Calle vela-zspuer - 93, Madrid

তুর্কী— U. S Bajpai 24, Kibris sokak, Cankaya, Ankara

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র— - L. K. Jha, 2107, Massa - Chusstts Avenue, N. W, Washington 8, D C

সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র— Dr. K. S, Shelvankar, 648 Ulitsa Obukba, Moscow

যুগোস্লাভিয়া— P. Narayan Menon Proleterskeh Brigade. 9, Belgrade

High Commissions

অষ্ট্রেলিয়া— A. M. Thomas, 63 uggaway, Redhill, Canberra

কানাডা— A. B. Bhadkamkar 200 molarenst, Ottawa - 4

সিংহল— Y, K, Puri, 7 Kollupitiya, station Road Colombo 3

কেনিয়া— G. Sing Jeevan Bharatibld, Harambee Avenue, 59 P B no 30074 Nairobi

মালয়েশিয়া— K. C. Nair. P B no - 19 Malacca street, Kualalumpur

ভারতে বৈদেশিক রাষ্ট্রদূত

ভারতে উল্লেখযোগ্য বৈদেশিক রাষ্ট্রদূতগণের নাম ও ঠিকানা নীচে প্রকাশ করা হল।

বর্মা— U, Hlamaw Plot no —3 block no - 50F, santipath Chanakyapuri. New Delhi - 21

বাংলাদেশ— Dr. A R Mallik, New Delhi

Hassain Ali Calcutta

ফ্রান্স - Count Jeanvyan De Lagarde. 2 Aurangzeb Road, New Delhi - 11

বিদেশে ভারতীয় রাষ্ট্রদূত

জার্মানী - (ফেডাল) Dietrichvon mirbach, no - 6 block no - 50G sautipath. Chankyapuri, New Delhi - 21

ইন্দোনেশিয়া— Mohammed Razif, 50a, Chanakyapuri. New Delhi - 21

ইরান— Dr. Jalal Aedoh 37 Golflinks, New Delhi - 3

ইটালী – Dr. Michele Lanza 7. Jorbagh, new Delhi 3

জাপান — Taisakukojima. no. 4 & 5. Block no. 50 g Chanakya-Puri, new Delhi - 21

মেক্সিকো - Carlos Gutidrrer Macias 136, Golflinks, new delhi 3

মরিকিন যুক্তরাষ্ট্র - Mainihan Santipath, Chanakyapuri. new Delhi - 11

High Commissions

অষ্ট্রেলিয়া - Patrick Shaw 1/50G Santipath, Chanakyapuri new Delhi - 21

কানাডা - James George 4 Worang 2 eb Road, new Delhi - 11

সিংহল - Kankauige siri perera 25/39 Kautilya rarg. Chankakya puria. new Delhi - 21

মালয়েশিয়া - Reza aznna bin reza Haji Ahmed, 3 Link Road Jang. pura new Delhi - 14

ইংলণ্ড-Sir Terence Garvey Santipath, Chanakyapuri, New Delhi-11

ভালবাসা কখনও বিফল হয়না, আজই হউক, কালই হউক, শত শত যুগ পরেই হউক - প্রেমের জয় হবেই। — স্বামীজী

সংগ্রাহক – ৬৩৭ মালবিকা গাঙ্গুলী

বিচিত্র প্রেম

— সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায়
(সমস্তিপুর - বিহার)

(কাহিনীতে বর্ণিত আলোচনা—
সবই হিন্দী-ভাষাতে,
এখানে বাংলা অনুবাদ করে লেখা হল)

অনেক অনুসন্ধান, অনেক প্রচেষ্টার পর চাকরিটা পেয়ে গেল সুব্রত। বিহার প্রদেশে এক বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের বিজ্ঞান শিক্ষক পদে। মাইনে মোটামুটি মন্দ নয়। বিদ্যালয়ে প্রায় সবাই শিক্ষিকা। শুধু দু'জন শিক্ষক। প্রথম দিন চাকরিতে জয়েন করতে গেল সুব্রত। সকলের সাথে পরিচয় হল—শুধু একজন ছাড়া। উক্ত শিক্ষিকাটি দু'মাস পূর্বে ছুটি নিয়ে দিল্লী গিয়েছিল।

নাম সন্তোষ, পাঞ্জাবী মেয়ে। সুব্রতর সাথে পরিচয় হল জয়েন করবার প্রায় মাস দু'য়েক পরে। প্রথম পরিচয়ের কথা মনে পড়লে এখনো হাসি পায় তার। দীর্ঘ চারমাস ছুটি কাটিয়ে যেদিন জয়েন করল সন্তোষ - সেই দিনকার ঘটনা।

যথারীতি ঠিক দশটার সময় সুব্রত স্কুলে এল। প্রথম পিরিয়ড ক্লাস করে ষ্টাফরুমে এসে বিস্মিত হল সে। ষ্টাফরুমে একাকী এক অপরিচিতা সুন্দরী তরুণী বসে বই পড়ছিল। অপরূপা মেয়েটি। সাদা টক্‌টকে রঙ - স্লিম ফিগার, একরাশ ঢেউ খেলানো কাল ঘন চুল। বয়স বড়জোর চব্বিশ পঁচিশ হবে। পাঠে রত তরুণীটি একবার তার দিকে চেয়ে পুনরায় বইয়ের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করল। স্থানীয় মেয়ে বোধহয়। কোন দরকার টরকার আছে হয়ত স্কুলে। চেয়ার টেনে একপাশে বসে পড়ে সুব্রত। সামনের টেবিলে রাখা সংবাদপত্রটা তুলে নেয়। সংবাদপত্রের

পৃষ্ঠাগুলি কয়েকবার উল্‌টে পাল্‌টে প্রশ্ন করে— "আপনি কি কারো সাথে দেখা করতে চান ?

মুখ তুলে চায় মেয়েটি। মিষ্টি হেসে বলে— "আমি এই স্কুলেরই শিক্ষিকা— আমার নাম সন্তোষ"।

ভীষণ লজ্জা পেয়ে যায় সুব্রত। কিছুক্ষণ পরে বলে— "ডোণ্ট মাইণ্ড" আপনাকে চিনতে পারিনি। আজই প্রথম দেখলাম কিনা। উচ্চৈঃস্বরে হেসে ওঠে সন্তোষ। বলে, আজ স্কুলে এসেই আপনার কথা শুনেছি। সত্যি আপনি ভীষণ সরল।

তারপর অনেকদিন কেটে গেছে। সুব্রত প্রত্যহই স্কুলে আসে - সন্তোষের সাথে দেখাও হয়। কিন্তু সকল শিক্ষিকা ও ছাত্রীদের সামনে উভয়েরই কথাবার্তা বলতে কেমন জানি সংকোচ বোধ হয়। তা'ছাড়া স্কুলের শিক্ষিকাদের থেকে নিয়ে ছাত্রীরা পর্যন্ত, সকলেই তাদের দিকে সন্দেহের দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে।

প্রায় সাতাশ বছরের এক সুদর্শন যুবক সুব্রত সুপুরুষ চেহারা তার। কাল ঘন চুল।

সেদিনকার না। সাদা প্যান্টের ওপর সাদা রঙের টি শার্টে, চমৎকার লাগছিল তাকে। শ্যাম্পু করা চুলগুলি - আর একবার ঠিক করে নিয়ে ঘড়ির দিকে চাইলো সুব্রত। দশটা বাজে - আর দেরী করা চলে না। ঘরে তালা বন্ধ করে বেরিয়ে পড়ে সে। পথে কতগুলি মেয়ে কোলাহল করতে করতে এগিয়ে যাচ্ছিল। সুব্রতকে দেখে স-সম্ভ্রমে পথ ছেড়ে প্রণাম জানালো। মৃদু হেসে হাত নেড়ে এগিয়ে যায় সুব্রত। পেছন থেকে মেয়েদের অস্পষ্ট শব্দ কানে আসে - "গ্রাণ্ড লাগছে - ঠিক রাজেশ খান্নার মত। ও মেরী রাজা - জরা পাস তো আজা"।

সুব্রত কোন ভ্রুক্ষেপ করলনা। বেশীর ভাগই পাঞ্জাবী, শিখ ও বিহারী মেয়ে। বাঙালীর সংখ্যা খুব কম।

সেদিন টিফিনের সময় সকল শিক্ষিকাদের সাথে সুব্রতও ষ্টাফরুমে বসে গল্প করছিল। এমন সময় চাপরাশি এসে জানায় - সন্তোষ দিদিমণি ছাড়া সকলকে 'মেমসাহেব' অফিস-রুমে ডাকছেন। মেমসাহেব মানে প্রধান অধ্যাপিকা। বিস্মিত হল সুব্রত। সকলকে ডেকে পাঠালেন, শুধু সন্তোষকে ছাড় কেন? সকল শিক্ষিকাদের সাথে সে অফিস-রুমে এল। বেতন দেওয়া হচ্ছে, তাই সকলকে ডেকে পাঠানো হয়েছে। বেতন

নিয়ে আসবার সময় প্রধান অধ্যাপিকাকে প্রশ্ন করে সে - ''সন্তোষকে বেতন দেওয়া হয়না কেন'' ?

ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে সুব্রতর দিকে চেয়ে তিনি উত্তর করলেন— "সে খোঁজে আপনার প্রয়োজন কী? মাথা নীচু করে সে অফিসরুম থেকে বেরিয়ে আসে। ষ্টাফরুমে একাকী নীরবে বসেছিল সন্তোষ। সুব্রত এসেই প্রশ্ন করে… "তোমাকে বেতন দেয় না কেন?"

সজল চক্ষে ফিরে চায় সন্তোষ। বলে, 'জানিনা।' তুমি আজকে আমার বাড়ী এসো— অনেক কথা আছে। সকলকার বাড়ী যাও, অথচ আমার এখানে আস না। আমি খুব খারাপ মেয়ে তাই না? শেষের কথাটি বলতে গিয়ে সন্তোষের কণ্ঠস্বর ভারী হয়ে আসে। সুব্রত এগিয়ে এসে সন্তোষের পাশে বসে পড়ে। তার নরম নিটোল হাতটি টেনে নেয় নিজের হাতের ভেতর। তারপর ব্যাথাতুর কণ্ঠে বলে— 'সকলে আমাদের সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখে সন্তোষ। তাই ইচ্ছ হলেও তোমার বাড়ী যেতে পারি না। স্কুলেও প্রাণ ভরে তোমার সাথে কথাও বলতে পারি না। তোমাকে দেখে মনে হয়, তুমি খুব অসহায়। কি হয়েছে— সব খুলে বল প্লিজ!'

সুব্রতর বুকে মাথা রেখে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে সে। কিছুক্ষণ পরে উঠে দাঁড়ায়। চোখ মুছে সুব্রতর হাতটা সজোরে চেপে ধরে বলে, আজকে আমার বাড়ী এসো— সব বলব। লক্ষ্মীটি এসো— কথা দাও আসবে? সুব্রতও উঠে দাঁড়িয়ে উত্তর করে— 'নিশ্চয় আসবো সন্তোষ, কথা দিলাম।'

আসন্ন সন্ধ্যা। মাউথ অর্গানটা হাতে নিয়ে বেরিয়ে পড়ে সুব্রত। তার কোয়াটারের অনতি দূরেই সুবিশাল গণ্ডক নদী। পথের দু'ধারে গাছপালা ও ফুলের সমারোহ। দূরে কতগুলি বাংলো - স্থানীয় অফিসারদের জন্য। জায়গাটা মোটামুটি মন্দ নয়। নদীর ধারে বাঁধের ওপর বসে পড়ে সে। মাউথ অর্গান এর সুমিষ্ট সুরে মুখরিত হয়ে ওঠে নির্জন নদী প্রান্ত। বাজনার সুরে নিজেকেও হারিয়ে ফেলে সুব্রত।

অনেকক্ষণ পরে খেয়াল হয় তার, সন্তোষের বাড়ী যেতে হবে। ঘড়ির দিকে চায় - সাড়ে সাতটা বাজে। উঠে পড়ে সে। একটা সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে অফিসারস্ কলোনীর দিকে এগিয়ে চলে। সন্তোষের ভাই এগ্রিকালচার অফিসার। ভারি সুন্দর স্বভাবের সুপুরুষ চেহারা তাঁর। সুব্রত

কখনও দেখেনি তাঁকে, তবে শুনেছে ভদ্রলোক খুবই অমায়িক। সামনের লাল রংয়ের বাংলোর দিকে এগিয়ে যায় সুব্রত। বারান্দায় ওঠে কলিং বেল টেপে। কিছুক্ষণ পরেই দরজা খুলে বেরিয়ে আসে এক সুদর্শন যুবক। স-প্রশ্ন দৃষ্টিতে চেয়ে থাকেন তিনি।

যুবকটিকে দেখে অনুমান করে নেয় সে, বোধ হয় সন্তোষের ভাই। মৃদু হেসে নমস্কার জানিয়ে সুব্রত বলে, 'আমি গার্লস হাই স্কুলে কাজ করি। আমার নাম সুব্রত ব্যানার্জী।''

সহাস্যে সুব্রতের হাত চেপে ধরেন তিনি। তারপর ব্যস্ত হয়ে বলে ওঠেন, আসুন আসুন। সন্তোষ বহিণ— আপনার কথা রোজ বলে। আপনার কাছে আমার এক শিকায়ত আছে মিঃ ব্যানার্জী।' বিস্মিত হয় সুব্রত। বলে, 'কি অভিযোগ বলুন?'

গম্ভীর কণ্ঠে উত্তর করেন তিনি— 'এতদিন ধরে এখানে এসেছেন— অথচ আমাদের বাড়ী আসেন না কেন শুনি?'

হাঁফ ছেড়ে বাঁচে সুব্রত। ভেবেছিল না জানি কিসের অভিযোগ। সরল স্বাভাবিক হাঁসি ফুটে ওঠে তার মুখে।

হঠাৎ ঘড়ির দিকে চেয়ে ব্যস্ত হয়ে ওঠেন তিনি। বলেন, 'এখুনি অফিসে যেতে হবে—মিটিং আছে। সন্তোষ আসছে আপনি কথা বলুন।' রোজ সন্ধ্যার সময় আসবেন– গল্প করা যাবে'। কথা শেষে সহাস্যে প্রস্থান করেন তিনি।

কিছুক্ষণ পরে একরাশ খাবার হাতে করে প্রবেশ করে সন্তোষ। ভার ভার মুখে সুব্রতর দিকে চেয়ে সামনের সোফায় বসে পড়ে। বিস্মিত হয় সুব্রত। তবে কি তার আগমনে সন্তোষ খুশি হয়নি। আরক্তিম মুখ নীরবে বসে থাকে সে। কিছুক্ষণ পরে সন্তোষ বলে ওঠে 'এত দেরী করলে কেন? কখন থেকে তোমার জন্য অপেক্ষা করছি জানো?' কথা শেষে সুব্রতর পাশে এসে বসে পড়ে সে।

অনেকক্ষণ পর সেদিন ভারাক্রান্ত মনে সুব্রত উঠে এসেছিল। সন্তোষ বলেছিল তাকে স্কুলের কাহিনী। তার ওপর অন্যায় অত্যাচারের কাহিনী। এক অসহায়, বিদেশী তরুণীর ওপর অন্যায় অবিচারের কাহিনী। প্রায় দু'বছর পূর্বের ঘটনা। টাকা পয়সার গোলমাল, চরিত্র দোষ এমন অনেক অভিযোগ থাকায়, পূর্বের সেক্রেটারী

প্রধান অধ্যাপিকাকে সাসপেণ্ড করেন এবং সন্তোষকে প্রধান অধ্যাপিকার কার্য্যভার গ্রহণ করতে আদেশ দেওয়া হয়। সেক্রেটারীর কথানুযায়ী সে কার্য্যভার গ্রহণ করে। পূর্বের প্রধান অধ্যাপিকা কোর্ট মামলা করেন। এবং প্রায় ছয়মাস পরে মামলায় জিতে তিনি পুনরায় স্কুলে স্বীয় পদে ফিরে আসেন। সন্তোষ পুনরায় সাধারণ শিক্ষিকারূপেই এই বিদ্যালয়ে কাজ করতে থাকে। বর্ত্তমানে প্রধান অধ্যাপিকার তাই সন্তোষের প্রতি এত আক্রোশ। তার প্রতি মিথ্যা কতকগুলি অভিযোগ তুলে প্রায় বছর খানেক ধরে তিনি সন্তোষের বেতন আটকে রেখেছেন।

সব শোনে সুব্রত। বর্ত্তমান সেক্রে-সেক্রেটারীর সঙ্গে তার কিছু আন্তরিক ঘনিষ্ঠতাও ছিল। অনেক চেষ্টা করে সে সন্তোষের বাকী বেতনের অর্দ্ধাংশ উসুল করে দিল।

তারপর সেদিনকার ঘটনা। সেদিন প্রায় দু'হাজার টাকার এক বৃহৎ তোড়া সন্তোষ স্কুল থেকে পেল। প্রধান অধ্যাপিকা প্রায় আক্রোশে ফেটে পড়ছিলেন এবং সুব্রতর প্রতি জ্বলন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করছিলেন। সুব্রতর দিকে একান্ত ভালবাসা ও কৃতজ্ঞতার দৃষ্টিতে অনেকক্ষণ ধরে চেয়েছিল সন্তোষ। এই ব্যাপারে অকল্পিত। সন্তোষ প্রায় আশাই ছেড়ে দিয়েছিল; তার প্রাপ্য টাকার সম্বন্ধে। দীর্ঘ এক বছর পর আজ এই প্রথম সে স্কুল থেকে টাকা পেল। তার অধিকার, তার মেহনতের মূল্য। সুব্রতর জন্যই তা সম্ভবপর হল।

স্কুলের অধিকাংশ ষ্টাফ প্রধান অধ্যাপিকার দলে। সকলেই তাঁকে ভয় করত। সুব্রতই প্রথম ব্যক্তি যে তাঁর অন্যায় অবিচার ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে তীব্রকণ্ঠে প্রতিবাদ জানিয়ে, অক্লান্ত প্রচেষ্টা করে সন্তোষের প্রাপ্যর প্রায় অর্দ্ধাংশ উসুল করে দিল।

সেদিন ছুটির পর প্রধান অধ্যাপিকা সুব্রতকে ডেকে শাসিয়েছিলেন। — "তুমি আগুন নিয়ে খেলা করছ মিঃ ব্যানার্জী। আমার বিরুদ্ধে যে মাথা তুলেছো তার পরিণাম জানো ?

রুদ্ধ আক্রোশে ফেটে পড়েছিল সুব্রত। গম্ভীর কণ্ঠে উত্তর করেছিল, "আমি বাঙালী। সুভাষ বসুর জাত। যেখানে অন্যায় অত্যাচার হয়, সেখানে আমি তীব্র কণ্ঠে প্রতিবাদ জানাই, তার প্রতিকার করি। এটা আমার ধর্ম্ম ও কর্ত্তব্য ম্যাডাম"। আর মনে রাখবেন— 'আমি চাকরিকে

পরোয়া করি না। কথা শেষে দ্রুত বেরিয়ে এসেছিল সে।

ব্যানার্জী।

পরদিন সন্তোষ অকুণ্ঠ কৃতজ্ঞতা জানিয়েছিল সুব্রতকে। বলেছিল তোমার ঋণ আমি কখনো পরিশোধ করতে পারবো না। এই উপকার জীবনভোর মনে থাকিবে

তার অশ্রুসিক্ত চক্ষুর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে সুব্রত উত্তর করেছিল— তুমি এক অসহায়া বিদেশী তরুণী। আমি যা করছি কর্ত্তব্যবোধে, উপকার নয় সন্তোষ।

সুপ্রিয় সেন

সমীপেষ

— অসিত বরণ হাজরা
নদীয়া।

সুপ্রিয় দা,'

আমার কথা মনে আছে নিশ্চয়ই? যাকে কোনো-দিনই ভুলতে পারবেনা ব'লে চোখের-ভাষায় কাছে আমার প্রার্থনা জানিয়ে জানিয়ে হয়রান হয়ে বলেছিলে: মেয়ে-মানুষকে বন্ধু না বলে না হয় বান্ধবী-ই বলি, তা-বলে দুজনে দুজনের কাছ থেকে যেটা আদায় করি সেটা কিন্তু সেই এক-মেবা দ্বিতীয়ম বন্ধুত্ব-ই। বলেছিলে: বিশ্বাস করতে না পারায় সেই মার্কমারা বদ গুণটাই ঔরংজেবকে দিলোনা পাস নম্বর,— দিলো সম্রাটের টাট উলটে!

সুপ্রিয় দা,' মনে আছে একদিন আমার মুখে সবিতার নাম শুনে চমকে

উঠেছিলে তুমি? পরে সে ভাবটা কাটিয়ে উঠে পুরো দস্তুর স্বাভাবিক হবার চেষ্টা করে ঠোঁটের কোণায়, নাটুকে কায়দায় হাসি হাসি ভাব মাখিয়ে বলেছিলে: দিলে তো মেজাজটা নষ্ট করে! সবিতা! ফুঃ! একটা আস্ত বারোটা বাজা মেয়ের সঙ্গে তোমার আলাপ আছে জেনে সত্যিই দুঃখিত হলাম ডারলিং! আমার রুচি বোধের অভাবটা তোমাকে সেদিন কী ভীষণ ভাবনায়ই না ফেলেছিলো! সুপ্রিয় দা! মনে আছে সেকথা?

মনে আছে নিশ্চয়ই সেদিন তোমার কথার মাঝখানে আমি বলেছিলাম: সবিতা কিন্তু তোমাকে চেনে বলছিলো সুপ্রিয় দা! বলছিলো…… কথা শেষ হবার আগেই আমাকে জোর করে থামিয়ে দিয়ে তুমি বলেছিলে: তাই বুঝি? সবিতা আমাকে… হ্যাঁ. তা' চেনে বৈকি! জানা শোনা না থাকলে আমি-ই বা জানালাম কী করে যে, দ্যাট সবিতা ইজ ন্যাথং বাট এ রটন্ ''মানে. বারোটা বাজা মেয়ে!

তোমার মতো সন্ধির আড়ালে অভিসন্ধি ঢেকে আমি বেড়াইনে সুপ্রিয় দা'! তাই বন্ধুত্ব থেকে আসল সত্বটুকু নিংড়ে নেবার নাম করে অন্ধকারে ভ্রূণের গলা টিপে দিনের আলোয় বেকসুর খালাস হয়ে বাইরে এসে যারা বাহাদুরি দেখিয়ে নাম কিনতে চায় তাদের আমি ঘৃণা করি।

হ্যাঁ, যা বলছিলাম, সবিতা আমার মুখে তোমার প্রশংসা শুনে হেসেছিলো পাগলের মতো। আমি বলেছিলাম: হাসি নয়রে সবিতা,—সুপ্রিয় দা'র মতো মানুষ হয় না। মানুষের প্রতি তার এমন মমতা—

হেসে গড়িয়ে পড়েছিলো সবিতা: তোর সুপ্রিয় দার মমতা-টা মানুষের চেয়ে মেয়ে মানুষের প্রতিই একটু বেশী রে।… জানো সুপ্রিয় দা! সেদিন কিন্তু সবিতার কথায় বেশ আঘাত পেয়েছিলাম আমি। সঙ্গে সঙ্গেই প্রতিবাদ করেছিলাম: এটা কিন্তু তোর ভুল ধারনা সবিতা। মানুষকে বিশ্বাস করতে না পারার সেই ……

সত্যি কথাটা শুনতে শুনতে সবিতা এমন ভয়ানক ভাবে হাসছিলো যে রীতি-মতো ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। এই ধরনের একটা সামান্য কথার মধ্যে যে মানুষ এমন দারুণ হাস্যরসের সন্ধান পায় তাকে একটা স্বাভাবিক সুস্থ অবস্থার মানুষ বলে মনে করতে না পারাটাই স্বাভাবিক— তাই না সুপ্রিয় দা? কিন্তু না, সেদিন সবিতা যে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক এবং সুস্থ ছিলো তার

প্রমাণ তোমাকে দিচ্ছি এক্ষুনি।

হাসি থামিয়ে সে কি বলেছিলো জানো? বলেছিলো: হ্যাঁ, বিশ্বাস করতে না পারার সেই মার্কামারা বদগুণটাই ওরংগজেব-কে দিলো না পাস নম্বর— দিলো সম্রাটের টাট্ উলটে। কেমন? এই তো বলতে চাইছিস তুই?

দারুণ অবাক হয়ে গিয়েছিলাম আমি। মনে পড়ছে. বেশ কিছুটা সময় লেগেছিলো সে ভাবটা কাটিয়ে উঠতে।······বলেছিলাম: আশ্চর্য। তুই কী করে জানলি? হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক এই কথাই তো বলেছিলো সুপ্রিয় দা।

বেশ গম্ভীর স্বরে উত্তর দিয়েছিলো সবিতা: শুধু তোকে নয়.— আমাকেও বলতে গিয়েছিলো,— আমি পাত্তা দিইনি। শেষে আমার বোকা বোনটার হাত ধরে ঐ একই কথা শুনিয়েছিলো সে। বলেছিলো: কবিতা। তুমি কি সুন্দর। তোমার রং কালো কিন্তু মন সাদা আর তোমার দিদি ঠিক তার উলটো,— রং সাদা কিন্তু মন কালো। তোমার পাশে আমাকে দেখলেই কেমন একটা অবিশ্বাসের ভঙ্গীতে তাকায় দেখেছো?

কথাগুলো কেমন হুবহু মনে রেখেছি বলোতো? ক্লাসে ইতিহাস পড়াও আমি ঠিক এমনি মনে রাখতে পারতাম। তোমার মতো প্রেমের জগতে এমন ইতিহাস সৃষ্টিকারী প্রেমিক পুংগবকে মনে না রেখে কি পারি? তাই তোমার সম্বন্ধে তোমার নিজের কথা. আমার কথা কিম্বা অন্যের কথা সবই আমার মনে গাঁথা আছে ঠিক ইতিহাসের মতো।

সবিতার কাছেই শুনেছি— তার কোন কবিতাকে বার বার তার সেই বিয়ে করার প্রস্তাব অগ্রাহ্য করে একদিন একটা চিরকুট দিয়ে বলেছিলে: জানো ডারলিং! বিজ্ঞান আজকাল অ-নে-ক উন্নতি করেছে।······ এগুলো কিনে নিও। নিয়মমতো খেও— স-ব ঠিক হয়ে যাবে।······সবিতার কাছেই শুনেছি কবি তার অনাগত সন্তানের পিতা দশ টাকার কয়েকখানা নোট দিয়ে বলেছিলো: ভয়ের কী আছে ডারলিং? যুগের সঙ্গে পা ফেলে চলতে শেখো। যুগটা এগুচ্ছে আমরা পিছিয়ে থাকলে চলবে কেন? যাও যা দিয়েছি ওতেই বিপদভঞ্জন তোমাকে রক্ষা করবেন।

অচ্ছা সুপ্রিয় দা! সবিতা যা বলে-ছিলো তা কি সত্যি? সত্যিই কি কবিতা বেঁচে থাকা অবস্থায় তুমি ওকে গুর দেওয়া

সুপ্রিয় সেন সমীপেষু

প্রেম-পত্রগুলো দেখিয়ে বলেছিলে: বিয়ের জন্যে বিরক্ত কোরোনা কবিতা। বেশী সতী-গিরি দ্যাখালে সব ফাঁস করে দেবো বাজারে। সুপ্রিয় সেনের সঙ্গে মামলা করার সম্বল যখন তোমার নেই. তখন হামলাবাজী বন্ধ করে আমাকে রেহাই দাও। বলোনা, সত্যিই তুমি কবিতার কাছে রেহাই চেয়েছিলে? আমার কিন্তু বিশ্বাস হয় না কথাটা। সুপ্রিয় সেনের মতো পুরুষ যে কখনো মেয়েদের হাত থেকে রেহাই চায় এটা মেয়ে হয়ে বিশ্বাস করাটা আমার পক্ষে সত্যিই বড়ো কঠিন মনে হচ্ছে।

সুপ্রিয় দা, রেডিওতে কিম্বা নেতাদের বিবৃতিতে শুনি আমাদের দেশে নাকি দিন বদলের পালা শুরু হয়েছে। আমি কিন্তু বিশ্বাস করতে পারি না যে দেশে সুপ্রিয় সেনের দল গতানুগতিক ভাবে মেয়ে মানুষ আর ময়দার তাল দু টাকে সমান তালে চট্‌কে চট্‌কে কখনো রুটি, কখনো লুচি, কখনো পরোটার মতো, কখনো সোজা সুজি কখনো ছলে, কখনো বলে আদায় করার অহংকারে এ দেশের অর্থনৈতিক সমাজ ব্যবস্থাকে কাজে লাগাচ্ছে, সে দেশের বদ-বদল কী অতো সহজে হবে? নজরুলের সে প্রশ্নের জবাব কী আজও কেউ দিতে পেরেছে বলতে পারো? আজও তো অসতী মেয়েরা জারজ সন্তান প্রসব করে চোর দায়ে ধরা পড়ছে—আর অসৎ পিতারা আলোয় কিম্বা অন্ধকারে সমাজের ডাল-পালায় ফল পেড়ে বেড়াচ্ছে— গাছেরও খাচ্ছে তলারও কুড়োচ্ছে।

আমাদের মতো মেয়েদের রূপসী, উর্বশী, সর্বনাশী করে তুলেছে তোমাদের শকুনী দৃষ্টি, আমাদের ভালো থাকার চেষ্টাকে তোমাদের মতো সৎ পুরুষেরা মনে করছে ফাঁকা সতীগিরি। সমাজের পেটের খিদের খোরাকের নামে একটা হাত-পা-ওয়ালা বোঝা পেটের ভেতর চালান করে দিয়ে দিব্যি সরে পড়ছো, তোমরা আর ···না থাক, আর নয়। চিঠিটা বেয়ারিং হয়ে যাবে হয়তো।

বৌদিকে প্রণাম। তোমার ছেলেমেয়ে-দের আমার প্রাণভরা ভালোবাসা, আর তোমার জন্যে রইলো একটা আস্ত বারোটা বাজা মেয়ের অকৃত্রিম অভিশাপ।

ইতি—

মল্লিকা মালাকার।

বিশ্ব মিতালি সঙ্ঘ

৪৮, রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, উত্তর পাড়া হুগলী
বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ—১৩৮০
চতুর্দশ বর্ষ প্রথম সংখ্যা

বৈদেশিক মিতাদের তালিকা

বাংলাদেশ ছাড়া অন্যান্য বৈদেশিক মিতাদের ৯০ পয়সার বৈদেশিক বিমান পত্রে সরাসরি চিঠি পাঠাতে হবে, বাংলা দেশের নারী মিতা ভিন্ন অপর সকলের পূর্ণ ঠিকানা নীচে দেওয়া হল, নারী মিতাকে সংঘের অবধারকত্বে প্রথম চিঠি পাঠাতে হবে। ঐ চিঠির মধ্যে লেখক তার নিজের ঠিকানা জানিয়ে দিতে পারেন।

প্রিয় বিষয়গুলির পরিবর্তে যে সাংকেতিক চিহ্ন ব্যবহার হয়েছে সেগুলি এইরূপ:—

ক— সমাজ, খ— রাজনীতি, গ— সাহিত্য, ঘ— শিল্প, চ— ব্যবসা-বাণিজ্য, ছ— ধর্ম্ম, জ— গান ঝ— বাজনা, ঞ— ভ্রমণ, ট— আলোকচিত্র, ঠ— ডাক-টিকিট, ড— খেলাধূলা, ঢ— চলচ্চিত্র, ণ— সাঁতার ত— বাগান করা, থ— হাঁস মুরগী পালন, দ— অভিনয়।

এবার থেকে প্রিয় বিষয়গুলি নতুন রূপ ধারণ করল, সেগুলি অন্যত্র প্রকাশ করা হল।

মিতাদের নাম ও পরিচয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণগুলি এইভাবে সাজানো হয়েছে:— সদস্য সংখ্যা, নাম, ঠিকানা, বয়স, বৃত্তি ও সখের বিষয়।

৬১৩ অজিত দত্ত P. O. Box— 1209 New Liskeard Ontorio Canada ৩৫, চাকুরী, গ ঘ ঙ এ ড শিকার, গাড়ী চালনা

৫৯০১ অনিল ঘোষ 1105 Lexington st. Apartment 6 I 3 waltham Mass 02154 U S A ৩৫, গবেষক, ক খ গ ঙ ছ এ জ চ

৬৩৫৮ অমলেশ কুমার সরকার Chemical Engineering Dept. University of Kansas Lawrance Kansas 66044 U S A ২৮ চাকুরী ক গ ঘ ঙ ছ জ ঝ চ

৬৯৪৬ অমলেন্দু সান্যাল 14 Norum Bega Terrace Waltham 02154 U S A ২৭ ইঞ্জি: জ এ ড গাড়ী চালান. অভিনয়, গল্প ও উপন্যাস পড়া।

৭১৪০ অলোক রঞ্জন বড়ুয়া পারিশ্রমিক বিভাগ, গুল আহমেদ জুট মিল্‌স্ লি: কুমিরা, চট্টগ্রাম ১০ চাকরী গ ঘ জ এ ঠ ড চ ণ দ

৬৯৮০ আমিন-উজ-জামান ইরিগেশন অফিসার, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, জামালপুর, ময়মনসিংহ. বাংলা দেশ, ২৫, চাকুরী ক খ ঙ গ এ চ ড

৭০৪৪ আসাদুজ্জামান (টুলু) C/o রায় মেডিক্যাল ষ্টোর, জানিপুর কুষ্টিয়া ২০ ছাত্র খ ঙ এ ড চ

৭০০ আয়েশা তাসনিম (রুনি) চট্টগ্রাম ১৫ ছাত্রী গ জ ঠ ড ঢ

৭০৭১ আম্বিয়া বেগম ছালাম (বুলবুলী) পো: জামালপুর, বাংলাদেশ ১৮ ছাত্রী ক গ ছ ঠ ড

৭১৪৫ আহমেদ কুতুব উদ্দিন ১১ শহীদুল ইসলাম ছাত্রাবাস প্রকৌশল মহাবিদ্যালয় রাজশাহী ১৮ ছাত্র ক খ গ ঙ জ এ

৭০৭৫ . এস, এম, এস আলম গাজী (বাবুল) আলম ব্রাদার্স সেনবাগ নোয়াখালী বাংলাদেশ ১৭ ছাত্র ক খ গ ঙ চ ছ এ ট ঠ ড ণ দ

বৈদেশিক মিতাদের তালিকা

৬৮৩৫ কাবেরী রায় বরিশাল, বাংলাদেশ, ১৪ ছাত্রী ক ঘ জ গ ঝ ড ঢ ভ

৭১৪১ কালিমুর রহমান খান ৩১/বি. স্বামী বাগ লেন, ঢাকা সদর ঢাকা-১ বাংলাদেশ ১৯ ছাত্র গ জ ঝ ঞ ঠ ড ঢ ভ দ

৭০৩৪ গাজী মোঃ আবদুল ওয়াহাব বেলনাবাবুর কান্দি রোহিতপুর ঢাকা বাংলাদেশ ২০ ছাত্র ক খ জ ঝ ড

৬৮১৪ জয়ন্তী রাণী সাহা শিবগঞ্জ. বাংলাদেশ ১৭ ছাত্র ঘ জ ঠ ড ঢ ভিউ কার্ড

৬৯৩২ জাহাঙ্গীর আলম C/o এম শামসুল হুদা (সহ অধ্যক্ষ) গুরু দয়াল কলেজ, পোঃ— কিশোরগঞ্জ ময়মনসিংহ বাংলাদেশ ১৬ ছাত্র খ গ ঙ ঝ ঞ ট ঠ ড ঢ দ

৭০৩৭ জাহান-আরা শেখ (সাকু) রমনা ঢাকা ১৫ ছাত্রী খ গ ঘ ঞ

৬৯৪৭ তপন কুমার মুখোপাধ্যায় 135 Adams Avenue West Newtan mass 20165 ৪২ বৈজ্ঞানিক বাংলা সাহিত্য পড়া

৫০০২ দিলীপ কুমার ভট্টাচার্য Post Box 715D Vladivostak-33 U S S R ২৪ চাকুরী ফটো তোলা, সিনেমা, ফুটবল, গান

৭০২০ দীপক কুমার দাস C/o গোবিন্দ প্রসাদ বিশ্বাস, আমলানী হাসনাবাদ ২৪ পরগণা ২০ ছাত্র ক গ ঙ চ জ ঝ ঞ ড ঢ ণ দ

৭০৪১ কুমার দীপংকর ঘোষ ভুলতা, ভুলতা রূপগঞ্জ, ঢাকা বাংলাদেশ ২৫ ব্যবসা ক খ গ ঞ

৭১১২ নীনা, টাঙ্গাইল, বাংলাদেশ ১৮ বেকার খ গ চ থ দ

৩৮৪ পবিত্র শংকর বর্ধন 59/43, Street 2nd Floor Rangoon Burma ৩০ ছাত্র ক জ ঞ ট ঠ ছবি আঁকা, অভিনয়, ড্রইভিং

৫৫৭ পিনাকী রঞ্জন রায় 150 Lans Downe Ave. Toronto·3 Ontorio Canada ৩২ শিক্ষানবীশ ঙ হ ঞ ক্রিকেট খেলা

বৈদেশিক শিক্ষার্থীদের তালিকা

২৮১৬ প্রদ্যোৎ কুমার পুরকায়স্থ 35, Ryde Road pymble 2073 Sydney nsw Australia ১৯ গবেষক গ ঙ ঝ ঞ ট ড ঢ

৭০১৯ পরিমল কুমার ভৌমিক লোনসিং, ফরিদপুর (থানা : নড়িয়া) বাংলাদেশ ২০ ছাত্র ক গ ঙ ছ জ ঞ ঠ ড ঢ ণ ত থ

৭০৪৫ প্রভাত কুমার (নয়ন) জারিয়া, ঝাঞ্জাইল, ময়মনসিংহ, বাংলাদেশ ১৯ ছাত্র ক খ ঙ ছ জ ট ঠ ঢ দ

৭০১১ ফাতেমা রহমান (এমিলি) ঢাকা-২ ১৬ ছাত্রী গ ঘ ঙ জ ঝ ঞ ঠ ঢ দ

৫৭০৭ বিজয় লাল ধর I Berlin-21 Birken str-56/V WEST GERMANY ৩২ নৌ - ইঞ্জিঃ ড ঝ ঞ ট

৭০৯৭ বিশ্বনাথ দত্ত পোঃ গ্রাঃ— বড় পাউলদিয়া, ঢাকা, বিক্রমপুর বাংলাদেশ ১৭ ছাত্র ক ঙ চ ছ ঞ ট ড

৬৭৭৫ মানস কমল সেন ৫১ জামাল খান রোড, চট্টগ্রাম বাংলাদেশ ১৭ ছাত্র গ ঙ জ ঠ দ ক

৬৭৮১ মোঃ আব্দুর রসিদ ৬ গোবিন্দ দত্ত লেন, লক্ষ্মীবাজার ঢাকা-১ বাংলাদেশ ২৪ ছাত্র গ জ ট মিতালি

৬৮৩৩ মহঃ আব্দুল মালেক C/o মহঃ হামিদুর রহমান দরগা রোড সিরাজগঞ্জ পাবনা বাংলাদেশ ১৮ ছাত্র গ ঙ ঞ ঠ ড ঢ দ

৬৮৫৫ মিঃ জেরোম, ডি, কোষ্টা Mr JEROME D, COSTA ২৪ কে, জি গুপ্ত লেন, লক্ষ্মীবাজার ঢাক-১ বাংলাদেশ ২৫ ছাত্র গ ট ঠ ঢ

৬৯৩০ মহম্মদ সৈদুল আলম C/o— মেসার্স আলম ব্রাদার্স ৪১৬ খাতুনগঞ্জ চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ, ১৯ ছাত্র ক খ গ ঙ ঞ দ

৬৯৪০ মহম্মদ আব্দুল হামিদ ১৮ সেন্ট্রাল রোড, নতুন পল্টন লাইন আজিমপুর ঢাকা-৯ বাংলাদেশ. ১৭ ছাত্র খ গ ঘ ঙ চ ছ জ ঝ ঞ

৬৯৭৪ মোঃ শহীদুল ইসলাম আমীম ১৬৭ ভিক্টোরিয়া দোতালা গেণ্ডারিয়া ঢাকা—৪ বাংলাদেশ ১৮ ছাত্র জ ঝ ঞ ট ড ঢ

৭০৭৪ এম, এ, মজিদ ৪৭ বংশাল রোড, ঢাকা-১ বাংলাদেশ, ১৬ ছাত্র ক খ গ চ ছ জ ঞ ঠ ড ঢ

৭০৭৭ মো: শফিকুল কবির লুৎফর কুটির, রায়ের বাজার ঢাকা-৯ বাংলাদেশ ১৯ ছাত্র ঝ ভ চ ত থ দ চ এ ট ঠ

৭১১০ মো: মনিরুজ্জামান (ট্রেড এ্যাপ্রেনটিশ) বিদ্যুৎ বিভাগ, কো-অপারেটিভ জুটমিল, পলাশ ঢাকা, বাংলাদেশ ১০ ছাত্র ঙ জ চ দ

৭১২৫ মেহেবুব আহাম্মদ খান C/o— মো: আজিজুল হক ১৫৬ ফকিরের পুল, রমনা ঢাকা-২ বাংলাদেশ ২১ ছাত্র গ জ এ ভ থ

৭১৩৯ মো: আবদুল খালেক গ্রাম— মহেশ্বর পাশা, উত্তর পাড়া দীঘির পূর্ব পাড় দৌলতপুর খুলনা বাংলাদেশ ১৫ ছাত্র থ ঙ এ ঠ চ

৭১৪৬ মো: মহসীন উদ্দিন খান C/o— মো: আজিজুল হক ১৫৬ ফকিরের পুল রমনা ঢাকা-২ বাংলাদেশ ১৭ ছাত্র ঙ জ এ ভ ট চ

৬৮৯৮ রুমকী চৌধুরী ঢাকা-৫ বাংলাদেশ ১৬ ছাত্রী ক গ ঙ জ ঝ এ ঠ চ দ

৭০৯২ রোকছানা চৌধুরী (রোকা) ঢাকা বাংলাদেশ ১৬ ছাত্রী ক গ ছ জ এ ঠ ঙ ত থ

বি ৫৯৯৪ শাহনওয়াজ ৩০১ এস এম হল রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় রাজশাহী বাংলাদেশ ২৩ ছাত্র এ থ রবীন্দ্র সঙ্গীত

৬৯৮৮ শীতল রায় C/o— রজনী কান্ত রায়, রামের দীঘির পাড় সিলেট বাংলাদেশ ১৭ ছাত্র থ ঙ ট ঠ ভ চ

৭০৯৩ শামসউদ্দীন আহমেদ মকিম মঞ্জিল ফরাজি পাড়া রোড, খুলনা ২০ ছাত্র থ জ এ ট ভ চ দ

৭০১২ সচ্চিদানন্দ দাস চৌধুরী C/o— জনার্দন চন্দ্র দাস চৌধুরী সাহিত্য বিশারদ হাতিয়া নোয়াখালী বাংলাদেশ ১৮ ছাত্র গ ঙ জ ঝ ছবি আঁকা

৭০২২ স্বপন সাঁতরা ১৪২/২ রায় বাহাদুর রোড বেহালা কলি: ৩৪ ১৭ জ ঝ ভ চ দ

* ৭১০৪ CHAK-C সাক ক্লেয়ার Chamber 76 MAISON DE LINDE 7- R Boulevard Jourdan 75690 Paris Cedex-14 France ২৯ ছাত্র বিজ্ঞান গ ঙ

৭০৯৮ হামিদুল আলম বাবু C/o— মো: ইউসুফ ৫নং সৈয়দ হাসান আলী লেন, বাবুবাজার ঢাকা-১ বাংলাদেশ ১৫ ছাত্র ক থ গ ঙ প

বৈদেশিক মিতাদের তালিকা

৬৯০৭ মি: হালাহ উদ্দিন Bank of Oman Ltd. po. box no 2111 Dubai, United Arab Emirates Arabian Gulf ১৬ চাকুরী রবীন্দ্র সঙ্গীত ছবি দেখা, ভ্রমণ, রাজনৈতিক, পত্র পত্রিকা পড়া, পত্রমিতালী

বি: ৬৯৯১ মো: আব্দুর রহমান C/o Late Daud Nabi Malla, Toll Road Thanapara Pabna Bangladesh ১৬ ছাত্র ঘ ঘ চ ছ এ ট ঠ ভ চ ত মুদ্রাসংগ্রহ দুষ্প্রাপ্য বস্তু সংগ্রহ উপহার বিনিময় ভিউকার্ড

* ৭১২৩ ডা: রাবন চক্রবর্তী 8r Riverside Street Watertown Massachusetts U. S. A ২৬ ইঞ্জি: ট ভ গ মিতালী

৬৫৮৪ ডা: রণেন্দ্র নাথ দে 14 Norumbega Terrace Waltham mass 02154 U S A ২৯ ডাক্তার এ চ ফটোগ্রাফী জ ঝ গ

৫ ১৮ লক্ষ্মী সাহা 2 Hamburg 74 Nathstieg 5 A WEST GERMANY ৪০, ছাত্র সঙ্গীত

১৫৮ ডা: শহীদুর রহমান C/o Rangoon Drug House 8/9 Dalhousi Street RANGOON BURMA ৫৪ ব্যবসা ক গ চ বাংলা সেবা করা

৫৯২৬ শুভেন্দু চক্রবর্তী Box 5906 Collage Station N C S U Releigh N. C 27607 U S A ২৭ ছাত্র ক গ জ ঝ এ ঠ

৫৭২৫ সুভাষ কুমার চ্যাটার্জী (598) Werdohl waldstrabe 46 WESTERN GERMANY ৩০ ইনডাসট্রিয়াল ইঞ্জি: ক ঘ এ ট চ

৬১৫২ সন্তোষ কুমার গুহ রায় 70 MISKIN STREET CATHAYS CARDIFF (UK) CF 2 4AR ২৮ রসায়নবিদ ক ঘ ভ জ এ

* ৬৮৭২ সুভাষ গুপ্ত 14 NORUMBEGGA TERRACE WALTHAM MASS 02154 ২৫ Metallurgist চ ভ ধ T. V. দেখা

* ৬৯০৮ সবিতা গুহ 3453 Orion Crest Credit Woodland Missanga Toronto. Canada গৃহস্থালী গ জ পত্রমিতালী।

ইংল্যাণ্ডের চিঠি

119 Abbey Road West Bridge
Ford Nothingham U. K.

ভাই সংঘমিত্তা,

নববর্ষের প্রীতি ও শুভ কামনা জানিয়ে সুরু করছি। কন্‌কনে ঠাণ্ডা আর বরফ আর অন্ধকার দিনের দেশ থেকে লেখা এ চিঠি যখন আপনার হাতে পড়বে তখন হয়ত আপনাদের চারপাশে চোখ ঠিকরোনো রোদ। তবে এ দেশে কি আর রোদ দেখা যায় না? নিশ্চয় যায়। কিন্তু সেটা বৎসরে ক'দিনই বা?

ছোট্ট একটুখানি বৃটিশ সামার বাকি সময়টুকু ঝোড়ো হাওয়া, কুয়াশা, পিট্‌পিট বৃষ্টি আর স্থান বিশেষে ঝুরঝুরে তুষার নিয়েছে ভাগ করে। এমনি যাচ্ছে তাই এদের আবহাওয়া। কিন্তু না, জানুয়ারীর এই প্রথম ভাগেই গ্রীষ্মের জন্য ভ্যান্‌ভ্যান্‌ করে মরি কেন?

আর এটাও ত সত্যি যে কোন কোন বৎসর ল-অ-ং সামার ও এ দেশের কপালে জোটে। সুতরাং— সুতরা খুব হতাশার কারণ নেই। তাছাড়া বিশ্রী শীতকালেও আমাদের সুযোগ রয়েছে—সেটা হল ক্রীশমাসে। হ্যাঁ, যদিও ১৯৭০ সাল ধীর পায়ে হাঁটা দিয়ে দৈনিক তার পুঁজি সুরু করেছে তার ৩৬৫ দিনের ঝোলায় কিন্তু তবু যায় যায় করে যেন এখনও যেতে চাইছে না গত বৎসরের আবেশ জড়ানো মিষ্টি ক্রীশমাস। এখনও লোকের বাড়ির লাউঞ্জে ক্রীশমাস ট্রি উৎসব সাজে সেজে রয়েছে দেখা যায়।

এখনও লেট ক্রীশমাস কার্ড পিওনের ঝোলা থেকে বেরোয়। সত্যি মিষ্টি ক্রীশমাস। বিশেষ করে এদেশে। এবার সেই সব কথা বলেই আমার ঝাঁপি খুলি কেমন?

গত সেপ্‌টেম্বর মাসের শেষ থেকেই একরকম দিন গোনা সুরু হয়েছিল। তারপর আয়োজন চলল এই বাৎসরিক এলাহি কাণ্ডের। কাগজে কাগজে ক্রীশমাস গিফ্‌ট্‌-এর বিজ্ঞাপন, দোকানে দোকানে

নতুন সাজ, ক্রেতার ভিড়, টাউন স্কোয়ারে ক্রীশমাস ট্রি সাজানো, আরও কত কি। আত্মীয় বন্ধুর জন্য উপহার আর কার্ড কেনার ফাঁকে ডিসেম্বরের সুরু থেকেই চলল ক্রীশমাস ডিনারের ভিড়িক ছোট বড় সব রকম হোটেল রেষ্টুরেণ্টে।

এদেশে গভর্ণমেণ্টের জনকল্যাণ মূলক ব্যবস্থার ফলে মানুষকে অর্থনৈতিক নিরাপত্তার কথা ভাবতে হয় কম। তাই নিত্য জীবনের আমোদটা তাদের এত বড় আরম্বরে ভরা। সবাই বাড়ির প্রত্যেকের জন্য উপহার কিনে রাখেন পরস্পরকে লুকিয়ে তারপর ক্রীশমাসের দিন সকালে রঙিন কাগজে মুড়ে সেগুলি দেওয়া হয়। দুপুরে বা সন্ধ্যায় আয়োজন হয় বিরাট ক্রীশমাস ডিনারের। সে এক এলাহি

কাণ্ড। ইংলিশ খাবার খেতে যত না সুস্বাদু তার চেয়ে অনেক বেশী সৌখিন আড়ম্বর ভরা।

সাজানো হয় খুব চমৎকার ভাবে—যাকে বলে আর্টিষ্টিক্যালি। খাওয়ার আগে তাকিয়ে দেওয়ার মত কি ভাবে সাজানো হয়েছে. কি ভাবে কাটা হয়েছে. কত রকম রং-এর বাহার আছে ইত্যাদি। বৃটিশ সংস্কৃতি অনুযায়ী ক্রীশমাস ডিনারে খাবার থাকা চাই,- সেগুলি হ'ল টার্কি (মুরগীর চেয়ে) অনেক বড় পাখি যার পেটের মধ্যে ষ্টাফিং ঢুকিয়ে রোষ্ট করা হয়) আর ক্রীশমাস পুডিং। অনেক সময় নিয়ে এই ডিনার চলে, টেবলে সবাই খাওয়ার ফাঁকে পালা করে হাসির গল্প (জোক) বলেন।

তবে সব বাড়ি এত ঝামেলায় যায় না। অনেকে পকেট আর সংসারের আয়োজন অনুযায়ী বিশাল টার্কির পরিবর্তে হাঁস বা মুরগীতেও নাবেন। এত সব খাওয়া দাওয়ার পর এরা কিন্তু গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়েন না হজম করার জন্য। আর যাবারই বা জায়গা কোথায়? আবহাওয়াও ঠাণ্ডা হাওয়া- আর বরফে মিশানো। সেই জন্যই বোধহয় ক্রীশমাস এদেশে ফ্যামিলি মিটিং টাইম। এ সময় বুড়ো বাবা-মা-ভাই-বোন যে যেমন পারেন একসঙ্গে কাটান। সুতরাং সবাই ডিনারের পর গরম লাউঞ্জে বসে গল্প করেন বা টেলিভিশনে প্রোগ্রাম দেখে কাটিয়ে দেন।

পরদিন হল বক্সিং ডে। অর্থাৎ আর একটি ছুটির দিন। এদিনও এরা পান ভোজন আর টেলিভিশন দেখে সময় কাটান। আর তারপর দিনই ত' নটা পাঁচটা কাজ সুরু হয়ে যায়।

ভারত গভর্ণমেন্টের মত বৃটিশ গভর্ণমেন্ট মোটেও উদার নয় ছুটির ব্যাপারে। এদের ক্যালেণ্ডারে সর্বমোট ছ'টি দিন ছুটি বরাদ্দ আছে সারা বৎসরের জন্য। ইংল্যাণ্ডে এবং ওয়েলস্-এ ১লা জানুয়ারীতেও ছুটি থাকে না তবে স্কটল্যাণ্ড থাকে দুদিন ছুটি। কিন্তু ছুটি না থাকলেও আমোদের কমতি নেই এদেশে। যেমন ৩১ ডিসেম্বর বিকেল পাঁচটায় অফিসে ছুটির পর ডিনার সেরে (কখনও বাড়িতে, কখনও চীনা রেষ্টুরেণ্টে) অনেকে বেরিয়ে পড়েন রাতের ক্যাবারে ডান্স ইত্যাদিতে।

আর তাতে যদি পকেট লক্ষ্মী সায় না দেন তবে রাত্রি ১০টার পর বেরিয়ে পড়া যেতে পারে টাউন স্কোয়ারের দিকে কিংবা লণ্ডনে থাকলে ট্রাফাল্গার স্কোয়ারে, যেখানে আলোর বিপুল আয়োজন আর মানুষের ভিড় স্কোয়ারের ফাউন্টেনকে কেন্দ্র করে। লণ্ডনে বিগবেনের গায়ে যখন রাত্রি ১২টার বাড়ি পড়বে বা অন্য শহরে টাউন হলের টাওয়ার ক্লকে যখন ঘোষণা হবে রাত্রি ১২টার অর্থাৎ পুরোন বৎসরের বিদায় আর নতুনের রাজ্যাভিষেক ঘোষিত হবে তখন তরুণ ছেলেমেয়েরা ঝাঁপিয়ে পড়েন স্কোয়ারের কনকনে ঠাণ্ডা জলে। সে এক হুড়োহুড়ি কাণ্ড। চারিদিকে জল ছিটানো আর চিৎকার শোনা যায় –'Happy New Year', এলো পাথাড়ি সবাই সবাইকে শুভ নববর্ষ চুম্বন দিয়ে চলেন। স্কটল্যাণ্ডে কিন্তু নিউইয়ার ক্রীশমাসের চেয়েও বড় উৎসব। সেখানে রাত্রি ১২টার পর সবাই বেরিয়ে পড়েন প্রতিবেশীদের Happy New Year জানাতে। ফলে প্রচুর ভিড় জমে স্বতঃ স্ফূর্ত উৎসব চলে অনেক সময় সারারাত্রি পর্যন্ত। আগেই বলেছি ইংল্যাণ্ডে নিউইয়ারের ছুটি নেই। কিন্তু অনেক রাত্রি জেগে অতিরিক্ত মদ খাওয়ার ফলে অনেকে পরদিন Sick leave নিতে বাধ্য হন।

ক্রীশমাসের কথা বলেছি কিন্তু যীশুখৃষ্টের কথা বলি নি। তার কারণ হল বর্ত্তমানে বৃটিশ সমাজ জীবনের কেন্দ্র থেকে ধর্ম গিয়েছে সরে। খুব কম লোকই ঐ দিন রাত্রে চার্চে যান। কয়েক বৎসর আগে পর্যন্ত ক্রীশ মাসের অনেক আগে থেকে ছোট ছেলেমেয়েদের দেখা যেত যারা 'ক্যারল' গান গেয়ে বাড়িতে বাড়িতে 'ডোনেসন' নিয়ে যেত চার্চের জন্য। এখন তাদের সংখ্যা অনেক কম। কিন্তু যাকৃগে সে সব কথা। পৃথিবীর সব আধুনিক সমাজেইত ধর্মে প্রভাব শিথিল হয়ে আসছে। ধর্মীয় কর্ম্মকাণ্ডগুলি নিছক উৎসব প্রতীক হয়ে যাচ্ছে - ভাল কি মন্দ কিছুই বলতে চাইনা কারণ এটাই হয়ত প্রগতির আবর্ত্তনের পথে স্বাভাবিক!

এর পরের বার ইংল্যাণ্ডে প্রবাসী বাঙালী ছাত্রের জীবন যাত্রা নিয়ে লেখার ইচ্ছে জানিয়ে শেষ করছি। — জ্যোৎস্না দে

রান্নাঘর

গোপা মুখোপাধ্যায়
হাওড়া।

॥ বাঁধাকপি ও নারকেল চিংড়ী

উপকরণ :—

বাঁধাকপি, নারকোলকোরা, কুঁচোচিংড়ী, টমেটো, কাঁচালঙ্কা, পিঁয়াজ, নুন, মিষ্টি, সরষের তেল এবং সরষে বাটা।

প্রস্তুত প্রণালী :—

প্রথমে বাঁধাকপি কুঁচিয়ে চিংড়ী মাছগুলি বেছে খোসা ছাড়িয়ে এবং নারকোলটি কুরে রাখুন।

এবার একটি পাত্রে সব এক সঙ্গে অর্থাৎ কপি, মাছ, নারকোলকোরা, পেঁয়াজ লঙ্কা ও টমেটো কুঁচো, নুন, মিষ্টি, সরষে বাটা ও কিছুটা কাঁচাতেল দিয়ে ঢাকা দিয়ে (জল লাগবেননা) সিদ্ধ করতে দিন।—

সিদ্ধ হয়ে গেলে একটি পাত্রে তেলের ওপর সরষে ও কাঁচালঙ্কা ফোড়ন দিয়ে ঐ সিদ্ধকরা আনাজগুলি ঢেলে দিয়ে সাঁতলে নিন। তারপর ভাতের সঙ্গে পরিবেশন করুন।

॥ ডিমের চপ ॥

প্রস্তুত প্রণালী :—

প্রথমে কয়েকটা ডিম সিদ্ধ করে চটকে নিন। এবার তাতে পরিমাণ মতন মরিচ গুঁড়ো, জিরাভাজার গুঁড়ো, কাঁচালঙ্কা বাটা চিনি নুন পিঁয়াজ ভাজা এবং অল্প পাতিলেবুর রস দিয়ে মেখে নিন।

এবার আলু সিদ্ধ করে নিয়ে তাতে লঙ্কাবাটা জিরাভাজার গুঁড়ো নুন দিয়ে মাখুন।

তারপর চপ গড়ে ডিমের বা ময়দার গোলায় ডুবিয়ে বিস্কুটের গুঁড়ো মাখিয়ে

ভেজে তুলুন

॥ কিমার সব্জী

প্রস্তুত প্রণালী :—

গরম ঘিয়ের ওপর তেজপাতা পিঁয়াজ ও রসুন কুঁচো, লঙ্কা, ধনে ও হলুদ বাটা পরিমাণ মতন দিয়ে একটু নেড়েচেড়ে নিয়ে টমেটা কুচো কিছুটা দিয়ে দিন। তারপর একটু কষে নিয়ে এবার ওতে মাংসের কিমাটি দিয়ে তাতে খুব সামান্য পরিমান জল দিয়ে চাপা দিয়ে দিন।

মিনিট দশ পরে ঢাকা খুলে তাতে ছোট ২ করে আলু কপি কেটে সামান্য ভেজে নিয়ে কিমার সঙ্গে মিশিয়ে দিন। ঐ সঙ্গে কিছু কড়াইশুঁটিও দিয়ে দেবেন।

তারপর নামাবার আগে ধনেপাতা কুঁচো এবং নামিয়ে নিয়ে গরম মশলার গুঁড়ো দিতে হবে।

এই কিমার সব্জী বেশ মাখামাখা হবে।

॥ বেগুন-টমেটোর তরকারী ॥

প্রস্তুত প্রণালী :—

প্রথমে কড়ায় কিছুটা তেল দিন। তার ওপর আন্দাজ মতন আদাকুঁচো দিয়ে লঙ্কাকুঁচো দিয়ে নেড়েচেড়ে নিয়ে তাতে বড় বড় পিস করে কাটা বেগুন ও টমেটো কুঁচো ছেড়ে দিয়ে কষে নিন ভালভাবে।

তারপর পরিমান মতন নুন মিষ্টি দিয়ে খুব সামান্য জল দিয়ে পাত্রের মুখটা বন্ধ করে দিন।

জল শুকিয়ে যখন একেবারে মাখামাখা হয়ে যাবে তখন ধনেপাতার কুঁচো দিয়ে একটু নেড়েচেড়ে নাবিয়ে নেবেন।

মজার ধাঁধা
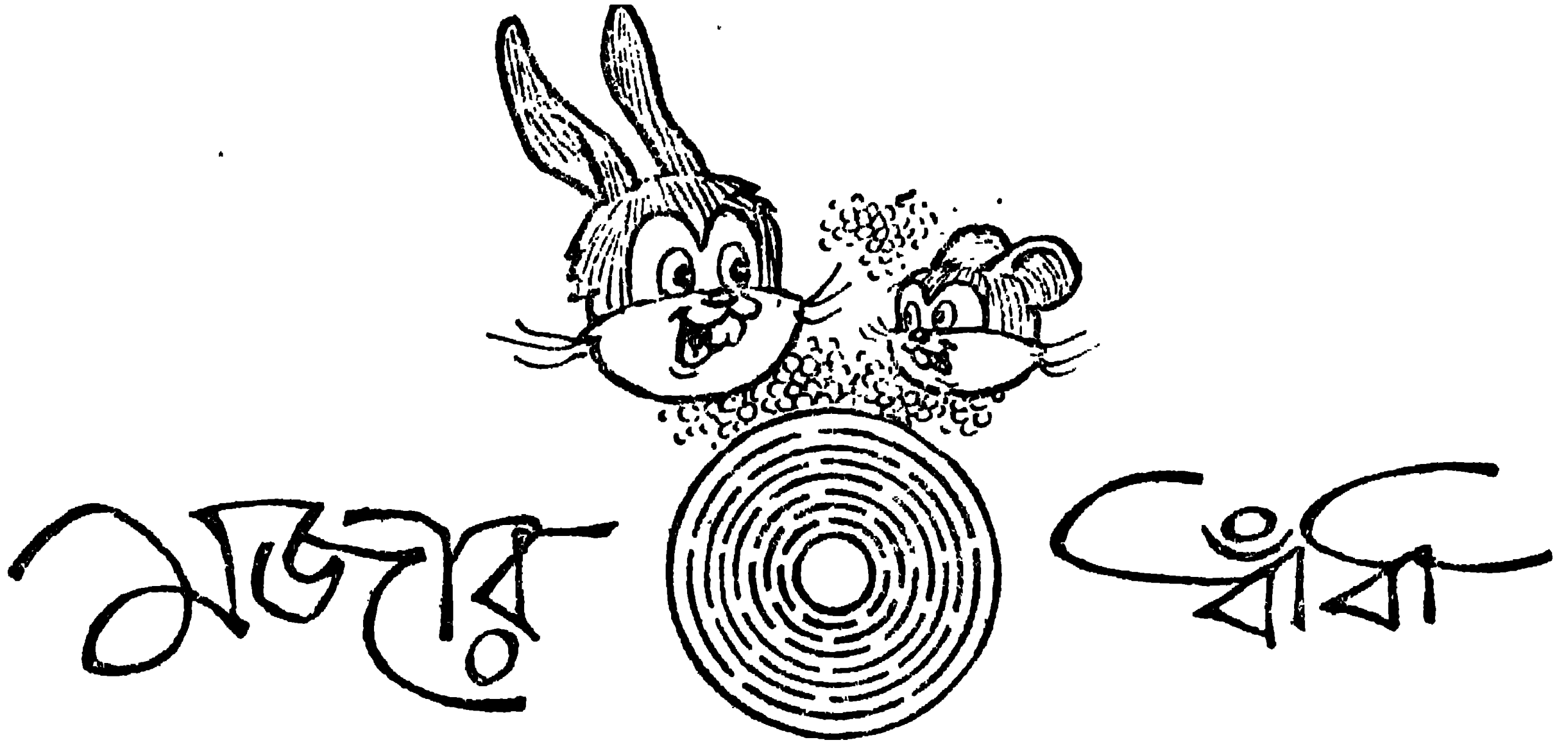
বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৩৮০ সংখ্যা থেকে চতুর্থ বার্ষিক ধাঁধা প্রতিযোগিতা শুরু করা হল। এই ধাঁধা প্রতিযোগিতায় চারটি পুরস্কার আছে। যিনি সব ধাঁধার উত্তর ঠিক দিতে পারবেন তিনি পাবেন ৫০ টাকা, একটি ধাঁধা ভুল গেলে পাবেন ২৫ টাকা, দুটি ভুলে ১৫ টাকা এবং তিনটি ভুলে ১০ টাকা। উত্তরগুলি নির্ধারিত সময়ে আসা চাই।

প্রায় প্রত্যেক মিতাকে লিপিমিতা সাধারণ ডাকে পাঠান হয়। যদি কোন মিতা ডাক গোলযোগের জন্য পত্রিকা না পান তবে বাংলা দ্বিমাসিকের শেষ মাসে ২৫ তারিখের মধ্যে সংঘকে রেজিষ্টার্ড খরচ বাবদ ১·১০ পয়সা পাঠিয়ে দিলে সংঘ সঙ্গে সঙ্গে পত্রিকাটি রেজিষ্ট্রী করে মিতাকে পাঠিয়ে দেবে।

যাঁদের চাঁদার মেয়াদ দু'মাসের বেশী পার হয়ে যাবে তাঁদের ধাঁধা প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করতে দেওয়া সম্ভব হবে না।

প্রতিযোগিতায় যে কোন শ্রেণীতে একাধিক মিতা যদি পুরস্কার প্রার্থী হন তবে সংঘ লটারীর মাধ্যমে বাছাই করে একজন মিতাকে পুরস্কারের পুরো টাকাটাই দেবে। প্রতিযোগিতায় উত্তীর্ণ প্রত্যেক সভা-সভ্যার নাম ও সদস্য সংখ্যা পত্রিকায় যথাক্রমে প্রকাশ করা হবে।

নিম্নলিখিত ধাঁধাগুলির উত্তর ১৫ই আষাঢ় ১৩৮০ এর মধ্যে সংঘের কার্য্যালয়ে পৌঁছান চাই। এই সঙ্গে উত্তর সহ মৌলিক ধাঁধা পাঠাতে অনুরোধ জানা চ্ছ।

১। চুপচাপ বাড়ী পাহারা দেই
ঘেউ ঘেউ করিনাকো
আমার শরীরটা কিন্তু ঠাণ্ডা
বলতে পার আমি কোন পাণ্ডা।
৭০৯২ রোকছানা চৌধুরী।

২। বিদ্যা শেষ করেনি বলে
মা দেয়না বাধা,
নবদ্বীপে বদ্বীপ নেই
রাস্তা ভর্তি কাদা।
পাগলের পালা শেষ হল,
রমার মা গিয়েছেন ভাই;
একটি অক্ষর দুবার নিলে
উত্তর পাবে ভাই।
বি ৫৪৬০ জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায়

৩। রাজার কপোত আমি
দেখিতে সুন্দর
দুই পক্ষে উড়ে যায়
দেশ দেশান্তর
শুভাশুভ বার্তা বহি
চাকরের মত
ইহাতে সাধন করি
উপকার কত
যার কাছে যায় এত
ক্লেশেরে সহিয়া
সেই মোরে পক্ষ কাটি
দেয় তাড়াইয়া।
৭০৮৭ মিনা রায়

৪। পূর্ণিমার চাঁদের মত
দেহ দুটি তার
দাঁড়াতে পারে না বটে
ছোটে চমৎকার
ছুটতে যখন পারবে নাকো
ব্যারামের দোষে
নাড়ি টিপে ইনজেকশন
দিতে হবে কোসে।
৭১৬৫ অশোক কুমার মুখোপাধ্যায়

৫। প্রথম দুয়ে সবাই লিখি
শেষ গোড়াতে বাজাই হাতে
শেষের দুয়ে মনশরিকী
সব জড়িয়ে আছেই হাতে।
বি ৫৬৯৪ প্রবীর কুমার সিনহা

ধাঁধার উত্তর

জিপিমিত্তা ১৫শ বর্ষ ৫ম সংখ্যায় প্রকাশিত ধাঁধাগুলির উত্তর এইরূপ:—

২১) জুতা ২২) টিকিট ২৩) বেগম ২৪) স্ত্রীলোক ও ২৫) হাসপাতাল।

পাঁচটি উত্তর পেয়েছি – ৬৪৫৯ ভূদেব চন্দ্র চন্দ্র–এর কাছ থেকে।

চারিটি উত্তর দিয়েছেন:—

৬২৫৩ দীপক চন্দ্র পোদ্দার, ৭১১৯ কমল বিকাশ ব্যানার্জী, ৬২৫৭ দেবাশিষ রায়, ৭২২৯ যূথিকা ব্যানার্জী, বি ৬২৩৩ অবনী ভূষণ বসাক, বি ৫৪০২ পান্নালাল ঘোষ।

তিনটি উত্তর দিয়েছেন:—

৭২৪৯ মুন্সী প্রবীর কুমার, ৭১০৬ স্বপন ঘোষ, ৭০৪৭ মো: রফিকুল আলাম, ৭১৪৮ চন্দন মুখর্জী, ৭২৪৪ অতীন্দ্র মুন্সী।

দুটি উত্তর দিয়েছেন:—

বি ৫৬৯৪ প্রবীর কুমার সিনহা, ৬৯২৬ জয়ন্ত কুমার নাগ, ৬৬৯৯ চণ্ডিকা প্রসাদ ঘোষাল, ৬৯৫৫ শক্তিময় গাঙ্গুলী, ৬৩৬৩ মাধুরী ভট্টাচার্য।

:: - ::

নৌকার গুণ যেমন নৌকাকে বাঁধিয়া লইয়া যায় যথার্থ প্রেম তেমনি কাহাকেও বাঁধিয়া রাখিয়া দেয় না কিন্তু বাঁধিয়া লইয়া যায়।

—রবীন্দ্রনাথ

সংগ্রাহক – ৬২৩৩ অবনী ভূষণ বসাক।

তৃতীয় বার্ষিক ধাঁধা প্রতিযোগিতার ফল

১৩৯৭ বঙ্গাব্দে লিপিমিতার পাঁচটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে। এই পাঁচটি সংখ্যায় মোট ২৫টি ধাঁধা প্রকাশিত হয়েছিল॥

প্রতিযোগিতার ঘোষণায় ছিল যে ১৩৭৯ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত লিপিমিতায় যতগুলি ধাঁধা প্রকাশ করা হবে সব-গুলির উত্তর যিনি ঠিক ঠিক দিতে পারবেন তাকে ৫০ টাকা প্রথম পুরস্কার দেওয়া হবে। একটি ভুল হলে দেওয়া হবে ২৫ টাকা, দুটি ভুলে ১৫ টাকা এবং তিনটি ১০ টাকা। মোট ৪টি পুরস্কার ছিল।

এও জানানো হয়েছিল যে, প্রথম দ্বিতীয়, তৃতীয় অথবা চতুর্থ যে কোন পুরস্কারের জন্য একাধিক মিতা যদি প্রার্থী হন তবে লটারীর মাধ্যমে একজনকে বাছাই করে পুরস্কারের সম্পূর্ণ টাকা তাকেই দেওয়া হবে।

অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুরস্কার কোন মিতা পাননি। চতুর্থ পুরস্কার পেয়েছেন ৬৫৫৭ দেবাশিস রায়। উনি ২২টি ধাঁধার উত্তর ঠিক করেছেন।

শরীর তো যাবেই। কুড়েমিতে কেন যায়, মরচে পড়ে পড়ে মরার চেয়ে, পরিশ্রম করে মরা ভাল।

—বিবেকানন্দ

সংগ্রাহক ৬৭৪২ হারাধন বর্মন।

তের শ আশি

ফাতেমা রহমান
ঢাকা-২ বাংলাদেশ

এসো তেরশ আশি এসো।
এসো বাঙ্গালীর প্রাঙ্গনে
এসো ধানসিড়ীটির অঙ্গনে।
কোকিলের কহুডাককে স্তব্ধ করে
আনো বৈশাখের খর তেজ।
নব আবির্ভাবে বাঙ্গালী মানসে
আনো নতুন উদ্দেশ।
দাও মাথা তুলে দাঁড়াবার শক্তি
তব আবির্ভাবে হোক বাঙ্গালীর শুভ মুক্তি।
এসো হে, নূতন
পিছে ফেলে পুরাতন
এগিয়ে যাবার পথ করো স্বচ্ছ
স্বাগতম হে,
বারোটি মাসের তুমি যেন রজনীগন্ধা একগুচ্ছ
এসো, তেরশ আশি এসো।

হে কথাশিল্পী

নরেন শর্মা
রাজস্থান

এক আধুনিক 'দেবদাস'
তার হারিয়ে যাওয়া 'পারু'র খোঁজে
কত 'চন্দ্রমুখী'র 'ইভিনীং ইন প্যারিস'
আর 'ম্যাকস্ ফ্যাক্টো'র আবেশে
'স্কচ্' আর ভোদ্কার সাগরে
ষ্ট্রেট্ এক্সপ্রেসের ধোঁয়ায়
উদ্‌ভ্রান্তের মত ছুটেছে।
যত পথ, তত সারি সারি মুখ
যেন ঈভের নিস্পাপ হাসি নিয়ে
সৌন্দর্য্যে তিলোত্তমার বরদান নিয়ে
দেবদাসকে হাতছানি দেয়
অদৃশ্য মনের জোড়া তালি
বিবেকের তীব্র কশাঘাত
কোন ছন্দের তালে তালে
হৃদয়ের কোন গহন কোণে
ঘুম পাড়ানীর গান গায়।
হে কথাশিল্পী আজ যদি বেঁচে থাকতে
কত ছিন্ন ভিন্ন অতৃপ্ত 'দেবদাস'
কত বিবশ আর মূক 'পারু'
তুমি সৃষ্টি করতে।

ঐকান্তিক পৃথিবী

শিবকান্তি ভট্টাচার্য্য
মাটিয়ারী, নদীয়া।

আমি দেখলাম,
সবুজ ঘাসে বিছানো সজীব সমতল প্রান্তর।
শীতে সোনালী রৌদ্র নিয়ে উপচে পরা আকাশ;
মনে হ'ল পৃথিবীর মুখ যেন
নতুন ভাবে খুলেছে।
আমি দেখলাম,
দূরে একটুকরো গাছের ছায়ায়—
কে যেন আবেজ করা সুর তুলছে,
সবুজ ঘাসের অজানা গন্ধে
আর সুরের মূর্ছনায়
আমাকে ঘিরে ফেলে
আমি গভীর আবেশে চোখ বুজলাম।

মন

শ্রীমতী শান্তি রাণী চ্যাটার্জী
কলিকাতা-৪৭

মন তুমি ছুটে চলো কাহার সন্ধানে?
বলিতে পারিনা আমি যাই কোন স্থানে॥
যে যখন ডাকে মোরে যাই তার কাছে
যখন যা আদেশ করে করি অনায়াসে॥
মন তুমি শান্ত হও হয়োনা চঞ্চল
যদি মন মাতাল হয় বেঁধে রেখো মনাঞ্চল॥
গগনের বুকে ভাসে মেঘ উত্তরীয়
মনের গহনে নাচে মন নর্ত্তকীয়
তালে তালে সুর বেঁধে মন নেচে যায়
নাচিতে নাচিতে তার হঠাৎ ছিঁড়ে যায়॥
ছেঁড়া তার জুড়ে মন নাচ অন্তরে
নাচিতে নাচিতে মন চলে প্রান্তরে
প্রান্তরের সীমা রেখা সবই অজানা
মন তুমি সীমাহীন কখনও হয়ো না॥

আহ্বান

এম. সি. মান্না
মালদা

অনেক কবিতা লিখেছ
কাব্য করেছ বহু,
সবুজ ঘাঁসের উপর একফোঁটা শিশির
সকালের সূর্যের আলোয় চিকমিক।
তাকে নিয়ে কাব্য করেছ দশ পাতা
তাতে কাব্যিক সৌন্দর্য্য ছিল অনেক
বাস্তবতার গণ্ডি ছিল বহুদূর।
কিন্তু আর নয়— !
আজ যখন পূব বাংলার আকাশ ধূসর
শ্যামলা শাড়িখানি কলঙ্কিত,
আদিম পশুর হাতে
লাখো নারীর ইজ্জত উঠল নিলামে।
পদ্মা-মেঘনা রক্তে লাল
লক্ষ-কোটি প্রাণের ডালি।
পূব আকাশ বুঝি রক্তিম।
ওদিকে মুক্তির আগুন
জ্বলছে—লাওস-কাম্বোডিয়া-ভিয়েতনাম।
আগ্রাসী সাম্রাজ্যবাদের কবর রচনা।
আর কাব্য নয়
কবিতাকে দাও ছুটি
গদ্যের হাতুড়িতে শোনাও
মুক্তির মন্ত্র।

জীবনের রূপরেখা

সুভাষ চক্রবর্ত্তী
ধর্মনগর, ত্রিপুরা

একটু প্রীতির আচড়,
না ! স্বপ্নে দেখা—
ভালো লাগার একটু স্বাদ।
কাল্পনিক জীবনের
রূপরেখায়।
বাস্তবের ছোঁয়া হারা
জীবনের যাত্রা পথে।
প্রতারনার অনেক চিহ্ন।
তবু ভাল-বাসা নাম
প্রেমের সমাধি মূলে,
হিংস্র শ্বাপদের—
স্পর্শ মিলে।
অজানার দোলনায়
জীবন দোলে।
তবু আমি সুখে আছি।
প্রেমিকার—আঁচলে।

কালবৈশাখী

—শান্তনু চৌধুরী
উত্তরপাড়া, হুগলী।

গুরু গুরু গুরু গরজন সুরু
আকাশের কোলে মেঘ ডমুরু,
ওরে এলো ওই এলো ঝড়।
চপলা চমক্ কাজলের 'কাশে
বিদ্যুৎ স্ফুরণে ক্ষণে ক্ষণে হাসে,
থর থর থর তরাসেতে কাঁপে
সারা বিশ্ব এ চরাচর।
কত পাতা ঝরে কত ফুল খসে
বহে প্রভঞ্জন মহা উল্লাসে
বাজ হাঁকে কড়াৎ কড়।
সন্ সন্ বায়ু বন্ বন্ ঘোরে
পাক্ খায় যত ধূলি পথে ওড়ে
সমূলে বৃক্ষ উপড়িয়া পড়ে—
মহাঘাতে মর্ মর্।
হুঙ্কারি হাঁকে বায়ু প্রভঞ্জন
গোঁ গোঁ গোঁ গোঁ সোঁ সোঁ সন্ সন্
নদ নদী যত সাগর ফেনায়
আকাশের কোলে কাজল ঘনায়
ফোঁসে গিরি কন্দর
যত বাঁধা ছিল কিনারেতে তরী
কেহবা ডুবিল নোঙর ছিঁড়ি
দিক্ হোতে দিকে ঠিকরিয়া পড়ে
ছেড়ে যায় বন্দর।
সব একাকার মাঠ ঘাট বাট
লোপাট শ্রীপাট আঁধার জমাট
বাহির ও অন্দর।

বল সবই কিগো বলা যায়

—গোপা মুখোপাধ্যায়
হাওড়া

মনের মাঝারে রয় যত কথা, সবি কিগো
বলা যায়?
বল সবি কিগো বলা যায়—
এ ভীরু হৃদয় যাহা কিছু চায়, সবি
কিগো দেওয়া যায়—

বল সবি কিগো দেওয়া যায়?
চাহি যদি তব কবরীর ফুল—
হয়তো বলিবে বুঝিয়াছ ভুল।
আকাশের চাঁদ চাও যদি তুমি—
কভু তাকি দেওয়া যায়—
বল সবি কিগো বলা যায়।

ভাল বাস কিনা বুঝিতে পারিনা
তবু আশা জেগে রয়,বল সবি কিগো বলা যায়।
কি সুরে বাজিছে তোমার ও হিয়া
কেমনে বুঝিব বল মরমিয়া
মায়াবিনী মোরে বেঁধেছে মায়ায়, একি
কভু খোলা যায়—!
বল সবি কিগো বলা যায়?

লিপিমিতা

প্রবীর কুমার সিনহা
নবদ্বীপ, নদীয়া

উত্তরপাড়াতে আছে এক সঙ্ঘ—
সহজে নাগাল মেলে নয়কো তুলঙ্ঘ্য !
'বিশ্বমিতালি' নিয়ে গড়ে সম্পর্ক—
মিতালির তরে নেই তর্কবিতর্ক !
'লিপিমিতা' নামে মুখপত্র বিদগ্ধ—
দক্ষিণা দিলে জেনো হবেই সে লব্ধ !
জ্ঞানে বিজ্ঞানে ভরা কতো না সে গদ্য,
সুমধুর ছন্দে যে কতো থাকে পদ্য !
মজার মজার ধাঁধা আরো কতো গল্প,-
মেয়েলী ঘরের কথা সেও থাকে অল্প !
আরো লেখা থাকে ভাই কাঁচা যারা অংকে
পারবে বাগাতে সেরা অংকের ঢংকে !
পরিভাষা বাংলায় শিখতেও পারবে,
হাজারো মিতার নাম মনকেও কাড়বে।
শ্রীবিষ্ণু শর্মার উত্তরে জানবে
কড়া কড়া প্রশ্নের সমাধান মিলবে
শ্রীডুবুরী লেখে স্মৃতি বাসরের কিস্‌সা
গুজরাঠি ভাষা শিখে পাবে বেড়ে হিস্‌সা।
জানাবাবু সব জেনে করেন তো সিদ্ধ
মিতালির প্রীতালির বাণে হবে বিদ্ধ॥
এমন সংঘে ভাই হয়ে যাও সভ্য,
ভাই বোন মেলা পাবে, সবি হবে লভ্য॥

আমি নীরব শ্রোতা

— বিকাশ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
পানিহাটী, ২৪পরগণা।

কে বাজায় বাঁশী আপন মনে
অপরূপ এই জ্যোৎস্নামাখা নিশীথে
নদীর তীরে বালুর উপর একলা বসে
গায় সে তার দুখ দিনের গানগুলি।
হাওয়ার তালে যায় ভেসে বহু দূরে
তার গানের করুণ সুরগুলি।
কত ঢেউ উঠছে জলে দলে দলে
ক্ষণকালেই হারিয়ে যাচ্ছে কোথায় তারা
নাই ঠিকানা কাহারও জানা
কত আশা সঙ্গে করে, বুকে ধরে,
আসছে মানুষ এ সংসারে
পথের মাঝে পথ হারিয়ে
তরী যে ভীড়ছে কোন দুয়ারে
কেউ যে রাখেনা তার ঠিকানা
ওগো বাঁশী তোমারই বোবা কান্না
তোমার জীবনের অন্তর্বেদনা,
ছুটে আসে হাহাকার রবে
আমার কাছে বারে বারে
শোনায় এক মানব জীবনের ব্যর্থতার ইতিহাস
এই বিনিদ্র রজনীর প্রহরে প্রহরে।

মহাজ্যোতি

— উত্তম কুমার কোলে
আমতা, হাওড়া।

তুমিই সমুদ্র, অতল অসীম অনন্ত।
তুমিই সৃষ্টির অভিনব সূচনা
তুমিই স্বচ্ছ শিশুমন, আদর্শের সুকান্ত আমার
তুমিই মুক্তির ব্যাকুলতা ঝঞ্ঝা আমার।
তুমিই অতৃপ্ত স্নেহ, ক্ষুধার ভাব।
তুমিই জীবন প্রতিভাত সঙ্গী আমার
তুমিই দিগন্তের উষা-সত্যম, শিবম, সুন্দরম
তুমিই সত্যের সীমান্ত দুর্গা।
তুমিই বিস্ময় সৃষ্টির অজন্তা।
তুমিই পলাশ জ্বলায় উদ্যান।
তুমিই বিরহ, মিলন পূর্ণ ভালোবাসা।
তুমিই শান্ত, সৌম্য, রক্তিম পদক্ষেপ।
তুমিই প্রিয়তম, জল, মাটি, সঙ্কর আমার।

বিশ্বমিতালি সঙ্ঘ

৪৮, রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, উত্তরপাড়া, হুগলী

বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ — ১৩৮০

চতুর্দ্দশ বর্ষ প্রথম সংখ্যা

নতুন মিতাদের নাম ও পরিচয়ের তালিকা

সদস্য সংখ্যা ৭১৫১ থেকে ৭২৫০ পর্যন্ত মিতাদের পরিচয় প্রকাশ করা হল।

যে সকল সভ্যের ঠিকানা জানাতে আপত্তি নেই তাঁদের ঠিকানা নামের সঙ্গে প্রকাশ করা হল। বর্ত্তমানে বা পরে যাঁদের নাম তালিকায় মুদ্রিত বা প্রকাশিত হয়েছে বা হবে এখন থেকে তারা এ সকল মিতাকে সরাসরি তাঁদের ঠিকানায় চিঠি দিতে পারেন।

সংঘের অধ্যক্ষকে আর চিঠি পাঠাবার প্রয়োজন হবে না। নারী মিতাদের লেখা প্রত্যেকটি প্রথম চিঠি সংঘের অধ্যক্ষকে পাঠাতে হবে। আপত্তি না থাকলে নারী মিতারা এরপর সরাসরি পত্রালাপ করতে পারেন।

নারী মিতাদের কাছে পত্র দিলে পক্ষকালের মধ্যে উত্তর না পেলে জোড়া পোষ্ট কার্ডে স্মরণ লিপি পাঠাতে পারেন।

নতুন মিতাদের নাম ও পরিচয়ের তালিকা

যদি কোন কারণ বশতঃ নারী মিতারা পত্রালাপে বিরত থাকতে চান তবে যেন জানিয়ে দেন। চিঠি পেয়ে নিরুত্তর থাকা কোনক্রমেই সঙ্গত নয়।

প্রিয় বিষয়গুলির পরিবর্তে যে সাংকেতিক চিহ্ন ব্যবহার করা হয়েছে সেগুলি এইরূপ:—

ক - সমাজ, খ - রাজনীতি, গ - সাহিত্য, ঘ - শিল্প, ঙ - বিজ্ঞান, চ - ব্যবসা-বাণিজ্য, ছ - ধর্ম্ম, জ - গান ঝ - বাজনা, ঞ - ভ্রমণ, ট - আলোকচিত্র, ঠ - ডাকটিকিট ড - খেলাধুলা, ঢ - চলচ্চিত্র, ণ - সাঁতার, ত - বাগান করা থ - হাঁস-মুরগী পালন, দ - অভিনয়।

মিতাদের নাম ও পরিচয়ের তালিকাগুলি এইরূপে সাজান হয়েছে— সদস্য সংখ্যা, নাম, ঠিকানা, বয়স, বৃত্তি ও সখের বিষয়।

* চিহ্নিত মিতাদের ১০ পয়সার বিশেষ বৈদেশিক বিমান পত্রে সরাসরি চিঠি দিতে হবে।

সখের বিষয়গুলির যে সাঙ্কেতিক চিহ্ন ব্যবহার করা হয় সেগুলি অন্যত্র নতুনরূপে প্রকাশ করা হল।

৭১৫৮ অজয় কুমার অধিকারী ৪৭ আশুতোষ মুখার্জী রোড, পোঃ— শ্যামপুর বজবজ ২৪ পরগণা ১১ ছাত্র খ ঞ ড চ

৭১৫৯ অসিত ভট্টাচার্য্য Block – R, Room-5 Institution of Paper Technology, Saharampur U. p. ২২ ছাত্র গ ঙ চ

৭১৬৪ অলক দে মিরজাপুর, সিঙ্গুর, হুগলী ২১ ছাত্র জ ঝ ঞ দ

৭১৬৫ অশোক কুমার মুখার্জী (গোপাল) ২১/এ সখের বাজার লেন ভদ্রকালী হুগলী, ২০ ছাত্র (বি কম ৫ম বর্ষ) গ ঞ ঠ চ ছ জ ঝ ট ন ড আঁকা বিদেশী ও প্রাচীন মুদ্রা উপহার বিনিময় বিদেশী পোষ্ট কার্ড

৭১৮২ অমিতাভ নাগ ৩৬৪/৭, নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বোস রোড, কোলকাতা-৪৭ ১৬ ছাত্র গ ঘ চ জ ঞ ড চ দ

৭১৯০ অমলেন্দু বিকাশ শতপথী Qr. no D/8 Durgapur Chemicals Colony, Durgapur-8 Burdwan ২৭ চাকুরী ঞ ট চ

৭২০৮ অনিরুদ্ধ সিংহ ৫ থানা রোড গোরাবাজার বেরহামপুর (বহরমপুর) মুর্শিদাবাদ ১৬ ছাত্র জ ঝ ঞ ট দ

৭২২৬ অজয় কুমার বিশ্বাস W, B, F C/o - D F O Resou RCE'S Survey Divn Bander dewr, (Arunac Hal) Po. North Lakhimpur Assam ২৮ ড জ ঝ চ পত্রমিতালী

৭২৩১ অঞ্জন সরকার নলহাটী বীরভূম ১৭ ছাত্র ঞ চ মিতালী ঝগড়া করা

৭২৩৫ অমল কান্তি রায় কচুখালী ভায়া গোসাবা ২৪ পরগণা ২৬ শিক্ষকতা ঙ জ ড থ

৭২৩৭ অরবিন্দ বিশ্বাস C/o দিনহাট হাই স্কুল ক্লাস IX সেকসন 'এ' পোঃ দিনহাট বর্দ্ধমান ১৭ ছাত্র ক গ ঙ জ ঠ চ ণ দ

৭২৩৮ অনুপ কুমার ঘাটী (Ghati) C/o বিশ্বভারতী (পি, এস, এল হোষ্টেল) শান্তিনিকেতন বীরভূম ১৯ ছাত্র ক গ জ

১২৪৪ অতীন্দ্র মুন্‌সী ৮৮ আই আর বেলিলিয়াস লেন, হাওড়া-১ ১৯ ছাত্র ঘ চ জ ঞ ড ঢ ত ফটো ও উপহার বিনিময়

১২৪৫ অরুণাংশু হোড় ৩২৭ এস, এম, এস হোষ্টেল প্রকৌশল মহাবিদ্যালয় চট্টগ্রাম বাংলাদেশ, ২০ ছাত্র ঘ ঙ জ ঞ ট.

১১৬১ আশীষ কুমার মুখোপাধ্যায় গ্রাম মহিয়াড়ী পোঃ আন্দুল মৌড়ী (মহেশভবন) জেলা - হাওড়া, ২০ ছাত্র গ জ ঞ ঢ দ

১২১১ আহমদ আল মামুন C/o মোঃ সেকেন্দার আলী সুপারিন্টেনডেন্ট কলেজ অব্‌ এডুকেশন রংপুর বাংলাদেশ ১৭ ছাত্র ঙ জ ঢ

১১৫৫ এস, এম, সৈয়দ আহমদ আজাদ গ্রাম ও পোষ্টঃ সিকলবাহা মাষ্টার হাট, চট্টগ্রাম বাংলাদেশ ১৬ ছাত্র ক খ গ ঘ ঙ চ ছ ছ ঞ ঠ ঢ ত দ

১১৯৬ এস, এম, বাবুল ১১১ নতুন পল্টন তারিখ লেন. আজিমপুর ঢাকা, ৯ বাংলাদেশ ১৮ ছাত্র ঘ ঙ জ ঝ ঞ ট ঠ ঢ ত দ

১১৭১ ওয়াই রামলু Y Ramlu - 6904664 Military Dairy Farm (House no 1 - 24 - 124) Boin Pally Sec - 15 AP ২০ চাকুরী জ ঞ ড ঢ দ

১১৫৪ কামরুল হাসান (পালু) কমলা ফার্মেসী নিউ মার্কেট চাঁদপুর কুমিল্লা বাংলাদেশ ১৭ ছাত্র ক ঘ চ ছ ণ থ

১১৮৮ কিশলয় মুখোপাধ্যায় রাজবন্দীগড় গরিফা নৈহাটী ২৪ পরগণা ২৬ চাকুরী চ জ ঞ ড ঢ দ

১২১৯ কমল বিকাশ ব্যানার্জী ১২এ/৪ কালুপাড়া লেন, ঢাকুরিয়া কলি:— ৭০০০৩১, ২৫ শিক্ষক ক গ ঘ ঙ চ জ ঝ ঞ ট ঠ ড ঢ ণ ত দ

১১৫৩ খ, ম, আবদুল গণি নতুন খয়েরতলা যশোর বাংলাদেশ ২০ ছাত্র ক ঙ চ ছ ঠ ড ণ ত থ দ

১২০২ ছবি দত্ত বরানগর ২২ ছাত্র ক গ ঘ ঙ ঢ ণ

১২০৩ জয়ন্তী বাগচী বালী ২১ ছাত্রী গ ঝ ঞ জ

* ৭২৪২ জ্যোৎস্না দে 119 Abber Road West Bridge Ford NOTTINGHAM: U. K ১৮ ছাত্রী ক গ এ ড

৭২৪৬ জ্যোতির্ম্ময় পাল মণি C/o রেবতী রমণ পাল, গ্রাম ও পোঃ—জানিপুর, কুষ্টিয়া, বি, ডি ১৮ ছাত্র জ ঝ ট ড ঢ দ

৭১৯২ তপন মুখোপাধ্যায় C/o - G. E. Bengdubi, Bengdubi, Darjeeling ২৪ চাকুরী ক গ ঘ ঙ জ ঝ এ ট ড ঢ ত

৭১৫৬ দেবানন্দ বসাক Dawing Hostel B, E College B. Garden Howrah ১৮ ছাত্র ঙ এ ড ঢ

৭২০৪ দিলীপ কুমার রায় Rly. Qr. no. EE/64 Po. & Dt. SHAHDOL M. P ২৮ চাকুরী গ ঘ ঙ ছ জ ঝ এ ড দ

৭২২৮ দিলীপ কুমার দত্ত ১৪৪ আহিরী টোলা ষ্ট্রীট কলি : ৫, ২৪ ব্যবসা ক ঘ গ ঘ ঙ চ জ ঝ এ ড ঢ ণ ত দ

৭২৩৪ দেবেন কুমার মজুমদার C/o — বুক সোসাইটি কলেজ রোড শিলিগুড়ি দার্জ্জিলিং ২৫ চাকুরী গ খ জ ঝ এ ট ঢ দ

৭১৭০ নন্দীনাথ লাহিড়ী State Bank of India Katihar Bazzar pay offied Katihar Purnea N. Bihar ২৫ চাকুরী খ গ এ ঠ ড ণ ৩

৭২৫৯ নিতাই কুমার সাহা C/o — জগৎ চন্দ্র সাহা বাবুপাড়া পোঃ বড়পেটা রোড কামরূপ, আসাম ২২ ছাত্র গ চ জ এ ঢ ড

৭১৫২ প্রাণদেব মণ্ডল (চণ্ডী) এম/৪ নূরজাহান রোড মোহাম্মদপুর ঢাকা-৭ বাংলাদেশ ২০ ছাত্র খ গ চ এ ট ঢ

৭১৬৩ প্রদীপ কুমার Post Box 142 Gouhati-I Assam ২৭ চাকুরী ঙ জ ঝ ট ঠ ঢ

৭১৮১ পদ্মরাণী মণ্ডল মুগকল্যাণ ১৬ বেকার ক খ গ ঘ ঠ ত থ

৭১৮৩ প্রদীপ কুমার চৌধুরী 95 Engineeriug Hostel (M A M C) po.—. Durgapur-10 Burdwan ২৪ চাকুরী

নতুন মিতাদের নাম ও পরিচয়ের তালিকা

৭২০৯ প্রদীপ কুমার পাল মেছুঘাট রোড. বড়বাজার চুঁচুড়া হুগলী ২২ ছাত্র ক গ ঘ ঙ চ জ ঝ ঞ ট ড ঠ ঢ

৭২৩০ প্রণব কুমার ভুইঞা ভৈকুটিয়া পিনকোড – ৭২১৬৩১ মেদিনীপুর ১৮ ছাত্র গ ড ঢ ঠ ণ

৭২৩২ প্রবীর ঘোষ C/o এস. পি ঘোষ সেণ্ট্রাল অফিস ঝালবাগান ডিসের গড় বর্দ্ধমান ১৭ ছাত্র গ জ ঝ ঠ ড ঢ থ

৭১৪০ পৃথ্বীশ দাসগুপ্ত C/o. THE NEW BANK OF INDIA Ltd. Connaught Circus L. Block New Delhi-II000I ২০ চাকুরী গ জ ঞ ড ঢ

৭১৪৯ প্রবীর কুমার মুন্সী ৮৮/১ আই. আর বেলিলিয়াস লেন হাওড়া-১, ১৮ ছাত্র ঘ জ ঞ ট ড ঢ দ ফটো ও উপহার বিনিময়

৭১৭৪ ফরহাদ জাহান (পপি) প্রঃ জনাব মোরশেদ আলম ডাঃ মৌজগুলি খালিশপুর খুলনা বাংলাদেশ ১৭ শিক্ষা ঝ ট ঢ

৭১৭৮ ফয়সাল চৌধুরী ১১৮ পাঁচলাইন আবাসিক এলাকা চট্টলা বাংলাদেশ ১৮ ছাত্র

৭১৮৬ বিনয় ভূষণ আচার্য C/o— Debendra Rhusan Shankar Nagar Gouhati I8 Assam ২০ চাকুরী ঞ ট ঠ ড

৭১৯১ বেনুলাল দাস নর্থ দুর্গানগর বিরাটী কলিঃ ৫১, ১৮ ছাত্র ঘ ঙ ক চ ছ জ ঝ ঞ ট ঠ ড ঢ ণ ত দ

৭২০১ বিদ্যুৎ কুমার দাঁ C/o. পিরু গোপাল দে, বাজে প্রতাপপুর বৰ্দ্ধমান ২১ ছাত্র ক ঘ ঙ ঞ ড ঢ

৭২১০ বেনজীর আহমেদ পোঃ—কালাই ভায়া জয়পুর হাট জেঃ—বগুড়া, বাংলাদেশ ১৮ ছাত্র গ ঙ ঞ ঠ

৭১১৭ বিজন কর ভৌমিক ৩২ লতাফৎ হোসেন লেন ফ্ল্যাট - ১৫ কলিকাতা-১০ ২১ ছাত্র চ জ ঝ ঞ

৭১৬০ মণিষা মহান্ত কোলকাতা ৩২ ১৯ ছাত্রী গ ঘ ঙ জ ঝ ঠ ড ঢ ত

৭১৬৭ মীরা ঘোষ গৌহাটী ৭, ১৯ ছাত্রী ঙ জ ঝ ঞ গ

নতুন মিতাদের নাম ও পরিচয়ের তালিকা

৭১৭১ মুস্তাফির রহমান তালুকদার পশ্চিম-৮ শেরে বাংলার হল রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ ১৯ ছাত্র গ ঘ জ ঝ ঞ ঢ দ

৭১৭৩ মো: লুৎফর রহমান সেরাপাড়া পো:— কাকনহাট জে:— রাজশাহী বাংলাদেশ ১৮ ছাত্র খ গ জ ড মিতালী

* ৭১৭৬ মুরলী ধর চক্রবর্ত্তী 202 West Washington Street Blacksburg VIRGINIA 24060 U. S. A ২৮ ছাত্র খ ঙ ঞ ট ড ঢ ড্রাইভিং

৭১৭৭ মো: আবদুর রশীদ গ্রাম—রতনগঞ্জ থানা ও পোষ্ট – সিরাজগঞ্জ জেলা—পাবনা বাংলাদেশ ২২ ছাত্র ক খ গ ঘ ঙ ছ ঝ ঞ ঠ ঢ ড ত

৭১৮০ মায়া দাশ পানপাড়া নদীয়া ১৮ ছাত্রী ঠ F. D. C ভিউকার্ড, চিত্র তারকাদের ফটো সংগ্রহ

৭১৯৭ মোহাম্মদ হাসান C/o – বই বিতান ঘাটাপী রোড, চট্টগ্রাম বাংলাদেশ ১৭ ছাত্র ঙ ঠ

৭১৯৮ মো: রুহুল আমিন C/o - মো: আব্দুল আজিজ রাজশাহী সরকারী মহাবিদ্যালয় ছাত্রাবাস (নতুন শাখা) কক্ষ ৬ রাজশাহী বাংলাদেশ ১৯ ছাত্র ক ঘ ঙ ছ ঞ ট ঢ

৭২১১ মো: মোজাফ্ফর হোসেন C/o আব্দুর রহমান গ্রাম ও পোষ্ট— জগতি জে:— কুষ্টিয়া বাংলাদেশ ১৭ ছাত্র গ ঘ ঙ জ ঝ ঞ ট ঠ ড ঢ ত থ

৭২১৭ মুকুল লাহিড়ী Drawing Office I S W Co. Ltd. Burnpur Burdwan ৩৬ চাকুরী গ ঞ ট

৭২১০ মীনা চ্যাটার্জী ইছাপুর ১৩ ছাত্রী গ জ দ

৭২৩৬ মঙ্গল মণ্ডল গ্রাম— বৃন্দাবনপুর পো: নওদা (NOWDA) মুর্শিদাবাদ ২৪ ছাত্র ক খ গ ঙ চ জ ঞ ড ঢ ণ ত

৭২৪০ মো: আসিয়ৎ জামান সরকার সৈয়দ আমীর আলী হল কক্ষ ৩০৭ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় রাজশাহী বাংলাদেশ ২০ ছাত্র গ জ ঞ ঢ

৭২৪১ মারচেলো টুর পেটো C/o ওরিয়েণ্টাল ইন্‌ষ্টিটিউট সাগরডি বরিশাল বাংলাদেশ ২৫ চাকুরি ক গ ঞ ঠ

৭১৪৮ মৃগেন্দ্রনাথ গড়িয়া C/o CHHAWCHHARIA & Co. Po, Nagrakata Jalpaiguri ২৫ চাকুরী ক ছ এ ট ঠ ড ঢ ণ ত দ

৭১৭৫ যূথিকা সাহা নৈহাটী ১৭ ছাত্রী গ এ ঢ

৭১১৯ যূথিকা ব্যানার্জী কোলকাতা-৬, ৩৬ সাহিত্যিকা গ

৭১৫৭ রঞ্জিত কুমার নাগ Assam civil Secretariat Passpgrt Deptt Shillong-I Assam ১৫ চাকুরী খ জ ট দ

৭১৯০ রাজ কুমার দত্ত Electrical Mess I N S cauvery c o F M O Bombay I ২০ চাকুরী এ ড ঢ উপহার বিনিময়

৭১৯৯ রনজিৎ চক্রবর্তী ১১৯ সৈয়দ আমীর আলী হল রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় রাজশাহী বাংলাদেশ ১২ ছাত্র ক খ গ ঙ ছ ঢ ত দ

৭২২৪ রীতা পাল পাহাড়ীপুর ১৭ ছাত্রী গ এ ড

৭১৮৭ শেখ বাবর আলি c/o ইমরান শেখ (ভোলা) গ্রাঃ ও পোঃ— পাচগ্রাম মুর্শিদাবাদ ১৬ ছাত্র ক গ ঙ ছ এ ড

৭২২৫ শোভারাণী ধর গাছবাড়ীয়া বাংলাদেশ ১৮ ছাত্রী এ

৭১৬২ স্বপন কুমার ভট্টাচার্য্য ই/৩৭/বি রেলওয়ে কোয়াটার বারাকপুর ২৪ পরগণা ১৪ ছাত্র এ ঢ ঝ ড

৭১৬৬ সমীর কুমার চক্রবর্ত্তী ২/৪৯ অশোকনগর রিজেন্ট পার্ক কলিকাতা-৪০, ২০ ছাত্র ক গ ঘ ঙ চ জ ঝ এ ট ড ঢ ণ ত থ

৭১৬৮ সিন্ধু দত্ত কলি: ৯, ১৮ ছাত্রী জ ঝ এ ড ঢ

৭১৭৯ স্বপন চৌধুরী গ্রাম ও পোষ্ট :— মাদার্শা চট্টগ্রাম বাংলাদেশ ১৬ ছাত্র খ গ ঙ

৭১৮৪ সুব্রত ভট্টাচার্য্য C. W. C. P. C. Po. Haddo, port blair Andamans ২২ চাকুরী গ এ ড

৭১৮৫ সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় অবিনাশ চন্দ্র মুখার্জী রোড. হুগলী, ১৬ ছাত্র গ ঘ ঙ ট

৭১৮৯ সুনীল চন্দ্র পাল G, Varadan (p) Ltd. Paper & Board Mfg, Division Kumbalgud po. Kengari 562118 Bangalore ২৬ চাকুরী চ এ ট ঢ দ

নতুন মিতাদের নাম ও পরিচয়ের তালিকা

১২০৫ রঞ্জিত কুমার সাহা C/o রাধা রমন সাহা বনমালীপুর North/West Centre of Budhajang Girls School Agartala TRIPURA ১৯ ছাত্র ছ জ ঝ ঞ ড চ

১২২৩ রতন কুমার রায় C/o Ramakanta Ray po. & vill.— Kalaha Bhanga via.:- Barpeta Rd, Kamrup Assam ২০ ছাত্র ক গ

১২১৫ শ্যামল সিকদার No-I2- Airforce Hospital po. Kunraghat Gorahpur u, p ২৭ চাকুরী ড চ ণ দ

১১৫১ সমর কুমার সেনগুপ্ত 6904537 B. Coy B K 8 I Training B N A O C Centre SEC-I5 A, P ২২ চাকুরী গ জ ঝ ঞ ড চ ণ দ

১১৯৪ সুমন হক ঢাকা - ৩ বাংলাদেশ ১৫ ছাত্রী জ ড চ

১১৯৫ সফিউল আলম জে. ডি, বি উচ্চ বিদ্যালয় পোঃ— বৈদ্য-জামতৈল পাবনা বাংলাদেশ ১৬ ছাত্র দ

১২০০ স্বপন সাহা C/o নারায়ণ চন্দ্র সাহা গাঙ্গুলী পাড়া হাজী মহসীন রোড চাঁদপুর কুমিল্লা ১৮ ছাত্র ক খ ঙ ঞ ট চ দ

১২০৬ স্বপন কুমার ঘোষ ষ্টেশন রোড চৌরাস্তা দেবগ্রাম নদীয়া ২১ ছাত্র গ ক ঘ ছ জ ঝ চ ত দ

১২০৭ সুব্রত বেরা ২৫ বিডন রো কোলকাতা-৬, ২১ ছাত্র গ ঙ জ ঝ ট ঠ ড

১২১৪ সামসুন নাহার বেগম ঢাকা-২, ২২ ছাত্রী ক খ ঘ ছ জ ঝ ঞ ট ঠ ড চ ত থ

১২১৬ সুজন সেনগুপ্ত po,— Bubrighat Tea E, Via— Patharkandi Cachar ASSAM ১৭ ছাত্র ক ঘ ঙ জ ড

১২১৮ সুফিয়া কামাল ঘোষপুর ১৮ ছাত্রী ক গ ড ণ

১২২১ সুকান্ত ঘোষ c/o সুনীল কুমার ঘোষ, ষ্টীল ফ্যাক্টরী কুলটী ওয়ার্কস', কুলটী বৰ্দ্ধমান ১৬ ছাত্র জ ঝ ঞ ড

নতুন মিতাদের নাম ও পরিচয়ের তালিকা

১১২১ সৈকত কুমার বরাট Finalir M. Tech (chemical Engg.) Room—307 Post Graduate Hostel A C college of technology MADRASS—600025 ২০ ছাত্র গ ঘ ঙ জ ঝ ঞ ট ঠ ড ঢ ণ ত দ

১১৩৩ সঞ্জয় সেনগুপ্ত c/o আর সি সেনগুপ্ত ৫৫ আর, জি, এস রোড আসানসোল বর্দ্ধমান ১৮ ছাত্র ক খ চ ঞ ট ড দ

১২৪৭ সুভাষ চন্দ্র দাস 75 L. MODEL TOWN SONEPAT HARYANA ২৫ চাকুরী গ জ ঝ ঞ ট ঢ

১২৫০ সুজিত সেনগুপ্ত ৮১/১ সি, রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রিট কলিকাতা - ৬ ২২ চাকুরী গ ঙ জ ঝ ঞ ঠ ড ঢ

১১১৩ হাফিজ উদ্দিন ১৪/১ আগা নওয়াব দেউরী ঢাকা-১ বাংলাদেশ ১৮ ছাত্র ক খ চ ছ ঞ ড ঢ ত।

এই অসীমই সত্য, তাকে দেখাই সত্যকে দেখা। যেখানে তা না দেখবে সেইখানেই বুঝতে হবে আমাদের নিজের জড়তা, মূঢ়তা, অভ্যাস ও সংস্পর্শে দ্বারা আমরা সত্যকে অবরুদ্ধ করেছি। সেই জন্য তাতে আমরা আনন্দ পাচ্ছিনে।

— হোয়াইট হেড।

সংগ্রহক — বি ৫৬৬১ শ্রীকান্ত শীল।

রসকরা ও মসকরা

শ্রীরসিক ঠাকুর

—: পয়লা বৈশাখ :—

—"বলতে পারেন রসিক ঠাকুর, পয়লা বৈশাখের বদলে একলা বৈশাখ বললে লোকে হাসে কেন?

"—বৈশাখতো সত্যিই আর একলা নয়. চাঁদ ও বিশাখার মিলনে হল বৈশাখ। কিন্তু পহেলা (বলয়সনার দাঁড়িয়েছে পয়লা) বৈশাখ কথাটি ঠিক, যেহেতু. বৎসরের প্রথম মাসটি হল বৈশাখ। 'পহেলা' শব্দটি হিন্দী। বক্তার রাষ্ট্র ভাষার অজ্ঞতার পরিচয় নিয়ে বিজ্ঞ লোকেরা হেসে থাকেন। এই হাসি অজ্ঞ বিজ্ঞের সমাহার।

—: প্রেম ও বিবাহ :—

—প্রেম করে বিয়ে করা ভালো না—বিবাহের পর প্রেম করা ভালো?

—সত্যিকারের প্রেম যারা করে বিয়ে তারা করে না যথা— চণ্ডীদাস ও রামী। বিবাহের পর প্রেম করার কোনো মূল্য থাকে না। প্রেম বহন করে আনে অবাধ ভালোবাসার মুক্তির আনন্দ আর বিবাহ আনে আমরণ বন্ধনের প্রতিশ্রুতিবদ্ধ কঠোর কর্ত্তব্যবোধ।

—: সবিনয় নিবেদন :—

একটি চিঠি - মহাশয়, আমরা কয়েকজন বন্ধু মিলে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশে উদ্যোগী হয়েছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, কোনো মানানসই নাম খুঁজে পাচ্ছি না। দু একটা যা পেয়েছি, খোঁজ নিয়ে জানলাম ঐ নামে পূর্বেই পত্রিকা প্রকাশিত হয়ে গেছে। পাকা লোকের মুখে শুনেছি আপনি নামকরণে অভিজ্ঞ। তাই আপনাকে সবিনয় অনুরোধ জানাচ্ছি যে, আমাদের পত্রিকার জন্যে এমন একটি নাম পাঠান যা ইতিপূর্বে আর কেউ ব্যবহার করেননি। এই ঐতিহাসিক নামকরণের জন্যে আপনার কাছে আমরা চিরকাল কেনাগোলাম হয়ে থাকবো।

বিনীত সম্পাদক

উত্তরে লেখা হল— পাড়ার লোকের মুখে ঝাল খেয়ে যে গুরুভার তোমরা আমার ঘাড়ে চাপিয়েছ তা বইতে পারব কিনা সন্দেহ আছে। এদিকে লোভও হচ্ছে। এই বাজারে নি খরচায় তোমাদের মতো কয়েকজন ষণ্ডামার্কাকে চিরকাল না হোক মরণকাল পর্যান্ত কেনা গোলাম হিসেবে যদি পাই মন্দ কি! কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারিক আর কচ্ছ থেকে কাছাড় পর্যন্ত খোঁজ খবর নিয়ে দেখলাম একটি জুৎসই নাম কোনো সম্পাদক ব্যবহার করেন নি। নামটি হল 'ব্যাঙের ছাতা'। তোমরা ঐ নামটি অনায়াসে ব্যবহার করতে পারো। এই অভিনব মৌলিকত্বকে বিদগ্ধজন নিশ্চয়ই তারিফ করবেন।

ভবদীয়—
দাতাকর্ণ

—: বিবিধ ভারতী :—

বিবিধ ভারতীতে বারবার 'নিরোধ' শব্দটি শুনে আট বছরের ছেলে পল্টু সামনেই উপবিষ্টা তার মাকে জিজ্ঞাসা করলে— বেতারে বারবার নিরোধ বলছে, নিরোধ কি মা? মা একটু ভেবে উত্তর দিলেন - মহাভারতের সেই দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের গল্প শুনেছ তো, নিরোধ হলো সেই দ্রৌপদীর বস্ত্র হরণ।

: অনুরোধ :

দাদার শালীর প্রেমে পড়েছেন এমন মিতা ভাই এবং দিদির দেওরের প্রেমে পড়েছেন এমন মিতা বোনদের সঙ্গে অবিলম্বে পত্রালাপ করতে চান ৬৭৪২ হারাধন বর্ম্মন।

বিশ্বমিতালি সঙ্ঘ

৪৮, রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, উত্তরপাড়া, হুগলী

বৈশাখ - জ্যৈষ্ঠ—১৩৮০

১৪শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা

বিশ্ব মিতাদের নামের তালিকা

স্থায়ী সভ্য বা বিশ্বমিতা নামে যাদের অভিহিত করা হয়েছে তাদের পূর্ণ পরিচয় এই তালিকায় প্রকাশ করা হল। অসাবধানতা বশতঃ যদি কোন মিতার পরিচয় এই তালিকা থেকে বাদ যায় তবে সংঘকে তা জানিয়ে দিলে লিপিমিতার পরবর্তী সংখ্যায় তাদের পরিচয় প্রকাশ করা হবে।

অনুরাগ বা সখের বিষয়ের পরিবর্তে সাঙ্কেতিক চিহ্নের ব্যহার করা হয়েছে সেগুলির তাৎপর্য বৈদেশিক মিতাদের ও নতুন মিতাদের পরিচয়ের তালিকার সূচনাতেই প্রকাশ করা হয়েছে বাহুল্যহেতু এখানে তার পুনরাবৃত্তি করা হল না।

সখের বিষয়ের সাঙ্কেতিক চিহ্নগুলি নতুন রূপে অন্যত্র প্রকাশ করা হল।

৪০২ অমর কুমার দাশ Pramatha Kuti 3 Sendlapara Road Ichapur 24 parganas ৩৷ চাকুরী গ ঠ ঞ

৫৫০ অরুণ কুমার চট্টোপাধ্যায় C/o Calcutta Docking & Engg. Co. I2. Govt. Place (East) Cal-1. ৩৮ চাকুরী গ ক ছ ভ বাগান

৯৯০ অমিয় কুমার মুখার্জী গ্রা: ও পো: জয়কৃষ্ণপুর বাঁকুড়া ১৬ ছাত্র ক গ ড ঠ ছোট গল্প ও কবিতা লেখা

৪০২৮ অনন্ত কুমার বিশ্বাস Ratan farm No-2 Po. Saktifarm Nainital, U. P. ২৪ চাকুরী গ ঙ ছ জ ঝ ঞ ঢ

৫৩১২ অতীন চৌধুরী ১০৫ দমদম রোড কলি-৩০ ২৪ চাকুরী জীবন পাঠ

৬১০২ ডা: অজিত কুমার সেন A M O Tari. E. Rly. Health unit Po. Chandwa. Palamau ৫২ চাকোরী ঞ ক

৬১৬০ অমিয় কুমার কুন্তী I94 M T N Regt. C/o 56 A. P. O ২০. চাকুরী ক খ গ ছ জ ঝ নাট্যমঞ্চ

৬২৩৩ অবনি ভূষণ বসাক ইনচার্জ নং ৩ কোল ডিপো, নর্থ রোড বার্ণপুর বর্দ্ধমান ৩৪ কর্ম্মচারী ক ছ

৬৪৪৬ অলক ঘোষ ৩১ বারোয়ারী তলা রোড, কলি-১০, ১৩ ছাত্র ঞ ঠ ড ক্রিকেট খেলার ছবি ও গল্পের বই জমানো

৬৪৯৮ অজয় কুমার হালদার ৮৬/৮ পূর্ব সিঁথি রোড, কলি-৩০, ১৯ ছাত্র ছ ঞ ট ড ঢ দ

৬৬৬৮ অনিতা রায় রামনগর ১৯ ছাত্রী ক গ দর্শন, বাণী সংগ্রহ (বৈদেশিক মিতা চান)

৭০৬৩ অশোক কুমার সোম কলিকাতা ন্যাশন্যাল মেডিকেল কলেজ হোষ্টেল ৫৯ লিনটন ষ্ট্রিট কলি-১৪, ২৫ ছাত্র ক চ

৫৫২৮ আদিত্য সাধন মুখোপাধ্যায় আলবেলী পূর্বপল্লী শান্তিনিকেতন বীরভূম ৬৭ (অবসর প্রাপ্ত তৈল্য বৈজ্ঞানিক) ঠ ঞ

৬১৬৯ আশিস সেনগুপ্ত ৪/০/১, দীন মাষ্টার লেন, শিবপুর হাওড়া-৩ ২০ ছাত্র ঠ ড ঢ ঞ গ

৬০১৭ আরতি রাহা দুর্গাপুর-২, ২৫ চাকুরী খ গ জ ঞ ড ট

৬৬০৫ আশিস সরকার C/o তুষার কান্তি ঘোষ জোত কমল, জাজিপাড়া মুর্শিদাবাদ ২০ ছাত্র খ গ ঙ জ ঞ ঠ ড ঢ দ

৬০১৬ ইলা সেন বালী ১৮ ছাত্রী গ চিত্রাঙ্কণ

৬৪৪ উত্থাননন্দ বিজলী গ্রাম— নারিকেলডাঙ্গা, পো: বেণীপুর ভায়া— মগরা হাট ২৪ পরগণা ৩০ ছাত্র এম, এ (বাংলা) এম, এ (নাটক) ক গ ছ কবিতা

৩৬১১ উমেশ চন্দ্র বিশ্বাস 128 Straight Mile Road Jamshed-pur-1 ৪৮ চাকুরি ঞ ট বেহালা, গীটার, বাগান

৬৪৮৭ এম, সি, মান্না ডাককর্মী মালদা হেড অফিস, মালদা ২৭ চাকুরি

৫২৮৯ কেশব প্রসাদ সাহু হস্পিটাল রোড, পো: শিলচর-১ কাছাড় আসাম ২৬, চাকুরী ও ছাত্র ঞ গ জ

৫৫৮২ কন্দর্প নারায়ণ ভট্টাচার্য গ্রা: ও পো: কল্যাণপুর ত্রিপুরা ২৭ শিক্ষকতা জ ট ঞ বন্ধুত্ব, দর্শন, মানবমন, আধ্যাত্মিকতা

১৬২ ডা: ক্ষীরোদ গোপাল দে গিরিবালা হোমিও হল পো: জে:— পুরুলিয়া, ৫৯ চিকিৎসক (হোমিও) গ চ ছ কৃষি বাঙালীদের সঙ্গে পত্রালাপ

১০৬১ গোপা মুখোপাধ্যায়, হাওড়া; ৩১ গৃহস্থালী ক গ ছ জ ঞ পশু পালন

৩০১৮ গীতা সিন্হা এম, বি, বি, এস, কলি: ৬, ২২ চিকিৎসা গ ঙ জ ক ড অভিনয়, সাঁতার, খেলা, গান

৩৪৭৭ ডা: গৌতম কুমার ভট্টাচার্য্য B. V. Sc & A. H. Vetrinary Asstt. Surgeon Dev. Block Sital Kuchi Dt. Cooch Behar ২৬ ডাক্তার ঙ জ ঝ ট ঞ ঘ গ

৪৭০১ গোকুল রঞ্জন দেবসিংহ পো: গ্রাম— খাসবার মেদিনীপুর ৫২ কৃষি ও শিক্ষকতা ক খ গ ছ ঞ ড ট

৬২৮৪ গীতা দেব শিলং-৪, ২৬ ছাত্রী জ গ ঞ ড ছবি আঁকা, সেলাই

৪৪ জগন্নাথ জানা ২০ এ পি আচ্য লেন পোঃ সেওড়াফুলি হুগলী ৩৮ ব্যবসা ঠ ক গ ঞ মুদ্রা সংগ্রহ

৫৪৬০ জ্যোতেন্দ্রনাথ রায় B E E D I C (Lond) M. phil (Lond) C/o এস এন লাহিড়ী ৪৪/২৫/১ বি টি রোড কলি-৫০. ৩১ কম্পিউটার প্রোগ্রামিং ক ঘ ঙ জ ঝ ট অঙ্কন ইলেকট্রনিকস্ টেপরেকডিং

৫৬৮৪ জীবন ভদ্র Stewarts & Lloyds of (I) Ltd. C/o Cochin Refinery po.Ambala Mugal Dt Ernakhulam Keralastats ৩০ চাকরী ক গ ঞ ড

৬১২৪ জনন্নাথ দাস At/po- Gurpai Dist— Balasore Via- Chan Dipre Orissa ১৭ ছাত্র ক গ ঘ ঙ জ ঝ ঞ ট ঢ

৬৯২৬ জয়ন্ত কুমার নাগ ১৭/৩ ডি রায় জে এন বাহাদুর রোড বালী হাওড়া ২৫ ব্যবসা ঙ ক গ চ জ ঞ ট ড ঢ দ

৪৯২৪ তরুণ কুমার সাহা C/o Meame Co Ltd. Barwa Road po & dt – Dhanbad Bihar ২৫ ইঞ্জিনীয়ার ট ঞ ঘ বাগান

৫০৮৪ তন্ময় কাঞ্জিলাল নাগেশ্বর সাতগ্রাম কলিয়ারী পোঃ সিয়ারসোল বর্ধমান ২৪ ছাত্র গ জ ঞ ট ড ঢ অভিনয়

৬১৪৭ তারাপদ মজুমদার গ্রাঃ আস্তাড়া পোঃ ডিমারিহাট মেদিনীপুর ২৭ ছাত্র ক খ গ ঢ ঞ

৬৩০০ ডাঃ তিমির বরণ ভট্টাচার্য C D Depot ৩১ চাকুরী ছ জ ঝ ঞ ড ঢ ২২, গিরিবাবু লেন কলি-১২

৬০০৫ তপন কুমার দাসগুপ্ত গ্রাঃ স্থুজি (শানিপাড়া) পোঃ বাটানগর ২৪ পরগণা ১৯ ছাত্র মিতালী আঁকা, সাঁতারকাটা

৬৭১৬ তপন কুমার সরকার c/o P. C Sarker S A E Po. Kushmondi Dist West Dinajpur ২৪ ছাত্র ক খ গ ঙ ঢ

৫৪৭০ দিলীপ কুমার মণ্ডল Murlidhar Ratanlal 28 Amratala Street Cal-1 ২৯ চাকুরী ঞ ঠ ঝ ঙ ঢ ফটোগ্রাফী

৬০৪৫ দুলাল কৃষ্ণ সাহা State Bank of India po. Tezpur Assam ২৮ চাকরি ঞ ট ঢ

৬২৫০ দীপক চন্দ্র পোদ্দার ৪/১, হাজি ভ্যাকেরিয়া লেন কলি--৬ ১৯ বেকার তালিকা অনুযায়ী

৬৪৮৪ দিবাকর সিন্হা c/o মনোরঞ্জন সিন্হা ১২ /এ মসজিদ বাড়ী ষ্ট্রীট কলি : ৬ ২১ ছাত্র গ ছ জ ঞ ট ড ঢ ড

৬৬১৪ দেবী প্রসাদ সিংহরায় Executive Engineer Nadia Irrigation Divission 8/1 Ramkrishna Mitra Lane Krishnanagar Nadia ৪১ ইঞ্জিনীয়ার ক গ ঙ ছ ড ঢ থ দ

৭০২০ দীপক কুমার দাস c/o উপেন্দ্র মেডিক্যাল হল পোঃ হিঙ্গলগঞ্জ ২৪ পরগণা ২০ ছাত্র ক গ ড চ জ ঝ এ ড ঢ ণ দ

৭০৬৬ দিলীপ কুমার গাঙ্গুলী M-V Vishva Sakti Shipping Corp. of India Shipping house 229-232 Madam camp Rd. Bombay-I BR ৩৮ ঙ চ জ এ ড ণ দ

২৬২১ নীলিমা চট্টোপাধ্যায় কলিকাতা-২০, ৩৫ গ ঘ জ ঝ ঠ ছবি

২৯৪৬ নির্মল কান্তি দেবনাথ কোঃ নং বি/2-১৯/১ বিশ্বকর্মা নগর দুর্গাপুর-১০ বর্ধমান ৩০ চাকুরি এ গ ঙ

৫৮৯৭ নরেন্দ্র দেব শর্মা 167 Field Regiment c/o 56 a p o ১৯ সামরিক অফিসার গ জ ঢ ক থ এ

৬৪২৩ নন্দদুলাল দে মোরব্বা বিদ্যায় মন্দির সিউড়ি বীরভূম ২০ ছাত্র গ চ ঢ স্পোর্টস

৬৪৯৭ নিমাই চক্রবর্তী Velladanga po. Jiaganj Murshidbad ১৮ ছাত্র ক থ গ ঙ এ ট ড ঢ ঘ

৪৬৬৩ পঙ্কজাক্ষ চট্টরাজ জ্ঞান মুখার্জী রোড হীরাপুর ধানবাদ ৩৫, চাকুরী ও ব্যবসা ড ঢ চ ক এ গ ছ জ ঝ

৫৪০২ পান্নালাল ঘোষ c/o চিত্তরঞ্জন ঘোষ, হারেৎপুর বাগুলা, বাটানগর ২৪ পরগণা ২১ ছাত্র ঢ ঝ বইপড়া ফুটবল খেলা পত্রমিতালি

৫৬৯৪ প্রবীর কুমার সিনহা Tihu Baramadev Block Barama Kampup Assam ১৮ ছাত্র এ জ ঢ ক্রিকেট, সাঁতার

৬০১৯ পার্থসারথি ব্যানার্জী State Bank of India Cashier Asansol Burdwan ১৮ চাকুরী গ জ ঝ ঢ অভিনয়

৬১১৪ প্রভাত কুমার পাল c/o বি কে পাল গ্রাঃ ও পোঃ গোপীনাথপুর দুর্গাপুর-১ বর্ধমান ২১ চাকুরী ঢ

৬৪৫৩ প্রবীর চক্রবর্তী c/o পি এন চক্রবর্তী ভারতনগর শিলিগুড়ি দার্জিলিং ২২ ছাত্র গ এ ট ড আবৃত্তি বাগান করা বাদী

৬৬৫৭ পংকজ কুমার কোলে State bank of India Rourkella Orissa ২৬ কেরানী জ ঝ এ

৪৭১৭ বিমলেন্দু দাস 74 Kagal Nagar Jamshedpur-5 bihar ২২ ছাত্র গ ঠ চ ব্যায়াম

৫০৫৯ বিশ্বজিৎ চৌধুরী 'রেণু ভিলা ১৪১/২০ মেঘনাথ সাহা রোড দমদম কলিঃ ২৮, ২০ ছাত্র গল্প লেখা, এ ট

৬১১২ ব্যোমকেশ দাস c/o ধীরেন্দ্র নাথ দাস গ্রামঃ আলাল খাঁ বাড় পোঃ কাঁথি মেদিনীপুর ২১, ছাত্র ক গ ঙ এ ঝ ড

৬৩৩৯ বঙ্কিম চন্দ্র দে ছুনগোলা রোড পোঃ ও জেঃ বাঁকুড়া ১৮ ছাত্র গ আঁকা।

৬৪১৭ বিশ্বনাথ ভড় c/o শিবরাম ভড় ভোলানাথ দাস রোড লাল বাগান চন্দননগর হুগলী ১২ চাকুরী ক গ ঙ ঠ ড ঝ

৬৪৭৭ বাসুদেব ঘোষক West bengal State Co-operative bank Ltd. 24/A Water Leo Street Cal-1, ২৪ চাকুরী চ ছ এ ট

৬৫২২ বীণা রায় (বসু) বেথুন কলেজিয়েট স্কুল ১৮১ বিধান সরণী কলিঃ ৬ প্রধান শিক্ষিকা ক গ ঘ ঙ ছ ঝ এ ড অঙ্কণ

৫৭৫৮ বিমল পাল ৩৫ মহেন্দ্র বাগচী রোড বালী হাওড়া, ১৩ চাকুরি গ ছ ঝ এ চ ণ ড

৬৪৫৯ ভূদেব চন্দ্র চন্দ্র Qrt. no K 23/2 and 3 po. burnpur burdwan ১০ ছাত্র ড

৩১৩২ মিনতি মজুমদার কানপুর-১২ ১৩ ছাত্রী খ গ সূচীশিল্প

৩১৬৯ মুক্তা ভট্টাচার্য আসাম ২২ ছাত্রী ড

৫০৩৫ মিলন কুমার পাল c/o Tarapada Pal W B N B F Training Centre (Halisahar)Kanchapara 24 parganas ২৬ ছাত্র এ ট ক ছ ড শরীরচর্চা চ ঙ

৫৩৪০ মন্মথ হালদার Office of the Dist. family planning office cum Health office po Jagdalpur bastar M P ২১ চাকরী ও ছাত্র ছ ক খ

৫৫৮৬ মিলন কুমার ঘোষ c/o ভবানীপুর আটা এজেন্সী ১৬ সি আশুতোষ মুখার্জী রোড কলিঃ ২০, ৩৫ চাকরি গ কাব্য এ

৫৮০৬ মাণিকলাল রায় INS dulicat Andamannicobar Ilands port blair ২৩ নেভী ড

৬৩৬৩ মাধুরী ভট্টাচার্য আগরতলা ত্রিপুরা ১৯ ছাত্রী খ ঝ এ চ ড

৬৯৯৫ মদন মোহন দত্ত c/o নিত্যানন্দ চ্যাটার্জী সোনামুখী বাঁকুড়া রতনগঞ্জ ৩০ ব্যবসা ঝ ঝ এ ক ড বহু ভাষা শিক্ষা

৮৬৮ যাদব চন্দ্র পাত্র (স্বামী মৌননাথ নন্দ সাং যোগমায়া আশ্রম আনন্দনগর পোঃ ও জেঃ মেদিনিপুর ৫২ বিষয় দেখা শোনা করা ক গ ঙ ছ জ্যোতিষ

৪১১০ রমেন্দ্র নারায়ণ অধিকারী c/o পাদুকা শিল্প মন্দির ১/সি কর্ণওয়ালিস বিল্ডিং কলিকাতা-১২, ২৫ ছাত্র ঠ কাষ্ঠ ভে কতার

৬৪৯৬ রাধিকা মোহন দত্ত ২১/এ দেশপ্রিয়নগর পালপাড়া পোঃ সিঁথি কলিঃ ৫০, ২৬ ছাত্র ক খ গ চ ছ ঞ ট ঢ ণ ত থ দ

৬৮১০ রথীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় Geological Survey of India Po & Dt. Ukhrul Manipur ৩০ ভূতত্ত্ববিদ্ ক গ ঙ ছ

৬৬৭৬ রবীন্দ্রনাথ বাগচী Po. Moubhandar Singbhum Bihar ৪১ কেমিক্যাল ইঞ্জিঃ ক খ গ ঙ ছ জ ঝ ড ঢ ন

৬৫৮৯ লক্ষ্মীকান্ত ভট্টাচার্য ২১৫ কালিপাড়া শিবতলা, কালিপাড়া হুগলী ২০ ছাত্র গ ঠ ড

৪৯৮ শিবানন্দ বোস 'দেবনিবাস' ভুবনেশ্বর-২ পুরী, উড়িষ্যা ৩২ ছাত্র ক চ ঞ

১০৫ শোভেন বন্দ্যোপাধ্যায় ২৪ রামচন্দ্র চ্যাটার্জী লেন কলিঃ ৭, ৩৪ ব্যবসা ক গ পত্রালাপ

২৬৭৬ শিবানন্দ বসু c/o S. N. Dutta Qrt. no. C. D 211/2 Sector II po. Ranchi-4 Bihar ৩৩ চাকুরি ঞ

৪৯৪৮ শ্যামা প্রসাদ বসু Barak Investigation Sub. Dvn. C. W. and P. C. Silchar 4 Cachar Assam. ২৭ চাকুরি গ ঘ ঞ

৫৪৭৮ শ্যামল কুমার নন্দী c/o এম, বি, নন্দী হাকিমপাড়া শিলিগুড়ি দার্জিলিং ২০ ছাত্র চ ঞ ঠ

৬৩৫২ শংকর ব্যানার্জী গ্রাঃ বাসুদেবপুর পোঃ বেনীপুর ভায়া পাঁথরাইল হাওড়া ৩০ চাকুরি গ জ ঝ ঞ ট ঠ ড ঢ মাছধরা

৬৩৯৬ শুক্লা চ্যাটার্জি ঝাড়গ্রাম, মেদিনীপুর ২১ ছাত্রী জ ঝ ঠ

৬৫১৬ শ্যামল ব্যানার্জী কুলটি ওয়ার্কাস মেসিন সপ কুলটি বর্ধমান ২৯ চাকুরি জ ঝ গ ঞ দ

৬৬০৯ শ্রীধন রায় c/o হরিধন রায় Satribari (Bilpar) Gouhati.8 ৩৩ গবেষক, ছবিতোলা, রম্য রচনা

৭০২৭ শিখা বণিক বনমালিপুর ২০ ছাত্রী ড সংবাদ সংগ্রহ

৮৮৪ সুগত মুখোপাধ্যায় ১৭ রাণীসাগর সাউথ বর্ধমান ২৭ ছাত্র গ ঘ ছ প্রাচীন পুঁথি ও আটাগ্রাফ সংগ্রহ ডিটেকটিভ চর্চাকরা

১১৯০ সরোজ কুমার চক্রবর্তী C/o ত্রিগুণা মেডিক্যাল হল Vill & Po.— ডায়মণ্ড হারবার ২৪ পরগণা ক গ ঘ ঙ ছ ঞ নাটক স্ত্রী শিক্ষা, মনোস্তত্ব, সেবা

১৬০৭ সমর কুমার বসু ১৩/২/১ মনোহর পুকুর রোড কলিকাতা ২৬. ২৬ ছাত্র গ ড খ ঠ জ খেলা, বাগান বিদেশী ভাষা শিক্ষা, জ্যোতিবি'দ্যা

৩০৪৭ সমীর দে পল্লীধাম শেওড়াফুলি হুগলী ৩৪ চাকরি গ এ জ ট ঠ মুদ্রা ডিউকাড' স্বাক্ষর সংগ্রহ

৩৫৭৯ সুধীর কুমার দাস G. 28 Nauroji Nagar New Delhi-16 ৪৪ চাকরি জ ঝ খ গ এ ট চ

৫৮৬১ সোমনাথ চট্টোপাধ্যায় Qrt. no, M. T. 4 Burnpur Burdwan ২০ ছাত্র গ প্রকৃতির দান সম্পর্কে আলোচনা

৫৮৬২ স্বপন কুমার চৌধুরী Co/ Indian oil blending Ltd. P-68 C. G. R. Diversion Road, Paharpur Cal – 43 ২৬ চাকরি ক খ ড চ

৫৮৭০ সুধীর দাস 7094456, 721 T P T W/shop Coy E M E c/o 56 A P O ২৯ চাকরি ড পত্রবন্ধু

৫৯০৪ স্বপন কুমার মল্লিক ১১ রায় লেন কলিঃ ৭, ২৩ ছাত্র গ ড ট ড চ এ ক খ

৬১৫০ সুখময় কুণ্ডু C/o S. Kundu 46 Hospital Road, po. Tangla Darrang Assam ১৯ ছাত্র ড এ খ গ

৬৩৫৭ সৌমেন্দ্রনাথ গোস্বামী Holtec Engineers Pvt. Ltd. Shahi bhawan - 2nd Floor Exhibition Rd. Patna-1. ২৬ চাকরি গ ড জ এ ড চ

৬৫১৭ সুস্মিতা মুখোপাধ্যায় কুলটি ২১ ছাত্রী জ ঝ

৬৬৫৪ সুরজিৎ দে (Lieutenant) 6th battalian The Mahar Regiment c/o— 56 A P O ১৬ সৈনিক জ এ

৬৮১৫ সজিব দাস গুপ্ত Union bank of India 38 Strand Rd. Cal-1 ৩০ চাকরি জ ঝ এ ট

৫২৮৬ ষষ্ঠী চরণ দে c/o কার্তিক চন্দ্র ঘোষ থানা রোড তারকেশ্বর হুগলী ৩৯ স্বর্ণশিল্পী এ

৬৭১১ হিরন্ময় দাস ৬৫ নং কিংস রোড. পোঃ রোজ রোড হাওড়া-১ ৪৯ ছাত্র ক খ গ ড চ ণ

সখা ও সখী সংবাদ

ঃ নববর্ষ উপলক্ষে ঃ

নববর্ষের প্রীতি ও শুভেচ্ছা বহন করে এনেছে মিতাদের বহু সাদা ও রঙিন চিঠি, সুন্দর সুন্দর ছবি আঁকা কত কার্ড, অনেকগুলিতে আছে কবিতার দু-চারটে মধুর বাণী। মিতাদের এই কুণ্ঠাহীন প্রাণ ঢালা ভালবাসা সংঘকে মুগ্ধ করেছে। কিন্তু ভাই সবাইকে স্বতন্ত্রভাবে নববর্ষের শুভেচ্ছা জানান সংঘের পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ সময়, শ্রম, অর্থ এই তিনটি বর্তমানে সংঘের কাছে দুর্মূল্য। তাছাড়া এই পত্রিকা যখন আমরা প্রত্যেক মিতা ভাই বোন-কে পাঠিয়ে থাকি তখন এর মাধ্যমেই সবাইকে নববর্ষের প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানান সমীচীন বলে মনে করি। সংঘের পক্ষ থেকে প্রত্যেক মিতা ভাই-বোনকে জানাই আমাদের নববর্ষের আন্তরিক শুভ কামনা।

সু-সংবাদ—

বি ৩০১৮ গীতা সিনহা সম্প্রতি এম, বি, বি, এস পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়েছেন। এইজন্য তাকে আমরা আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।

অনুরোধ—

যে সব মিতা আসামের ভাষা সমস্যা

সম্বন্ধে কিছু জানতে চান তারা যেন ৭০৮০ ক্রুশ্চেভ পালের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন।

রেডিও, রেকর্ড এবং চলচ্চিত্রের প্রখ্যাত প্লেব্যাক সঙ্গীত শিল্পীদের স্বল্প সম্মান মূল্যে (ক্ষেত্র বিশেষে বিনামূল্যে) পেতে ইচ্ছুক—যে-সব মিতারা গানের জলসা করতে চান তাঁরা মিতা ৬৭৬১ স্বপন মজুমদারের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন। এই সুযোগ কেবলমাত্র মিতারাই পাবেন। তবে লিপি-মিতার বিজ্ঞাপন দাতাদের প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কেউ উপরোক্ত সুযোগ পেতে ইচ্ছুক হলে সে অনুরোধও বিবেচিত হতে পারে। সাক্ষাৎ নিষ্প্রয়োজন।

- স্থগিত—

সুর লোকে ইন্দ্র পতন, অঙ্কে যারা কাঁচা, চতুষ্পাঠির চত্বরে প্রভৃতি ক্রমশঃ প্রকাশ্য রচনাগুলি বিশেষ কারণ বশতঃ লিপিমিতার বর্তমান সংখ্যায় প্রকাশ করা সম্ভব হল না। পরবর্তী সংখ্যা থেকে পুনরায় এগুলি ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশ করা হবে।

—সঃ লিঃ

অবাঙালী মিতা—

বঙ্গ ভাষী নন্ এমন দুজন মিতা আমরা পেয়েছি। তাঁরা হলেন— ৭১২৪ সার ক্লেয়ার ও ৭২৪১ মার্চেলো ষ্টর পেটো। প্রথমজন জাতিতে ফরাসী ও দ্বিতীয় জন ইতালীয়ান। বৈদেশিক মিতাদের তালিকায় এঁদের পূর্ণ পরিচয় দেখতে পাবেন। এঁরা দুজনে বাংলা ভাষায় চমৎকার পত্রালাপ করছেন।

: ভারতের বাইরে সংঘের প্রতিনিধি :

ভারতের বাইরে সংঘের পক্ষ থেকে যাঁরা প্রতিনিধিত্ব করছেন তারা হলেন— বি ৬৫৮৪ ডাঃ রণেন দে (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র) ৬৯০৮ সবিতা গুহ (কানাডা), ২৭৪২ জ্যোৎস্না দে (ইংলণ্ড) এবং ১০৮ ডাঃ শহীদুর রহমান (ব্রহ্মদেশ)। পত্রালাপেচ্ছু প্রবাসী নরনারী সুবিধামত ওঁদের কোন একজনের সঙ্গে চিঠির মাধ্যমে সংঘের বিস্তৃত বিবরণ জানতে পারবেন। এঁদের পূর্ণ ঠিকানা বৈদেশিক মিতাদের তালিকায় দেখতে পাবেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—

লিপিমিতা বর্তমান সংখ্যায় বৈদেশিক

মিতাদের পূর্ণ তালিকা প্রকাশ হয়েছে। বিশ্বমিতাদের কয়েকজনের পূর্ণ পরিচয়ও এই সংখ্যায় স্থান পেয়েছে। বাকী বিশ্বমিতা ও পুরাতন সাধারণ মিতাদের পূর্ণ পরিচয়ের তালিকা পরবর্তী সংখ্যায় অর্থাৎ লিপি ১৪/২ সংখ্যায় প্রকাশ করা হবে। ১৩৭৯ বঙ্গাব্দের চৈত্র পর্যন্ত যাঁদের চাঁদা পরিশোধ আছে কেবল তাদেরই পরিচয় থাকবে। লিপিমিতা নববর্ষ বিশেষ সংখ্যার অতিরিক্ত মূল্য এক টাকা এখনও যাঁরা পাঠান নি তারা সত্বর পাঠিয়ে দিলে সংঘ বিশেষ ভাবে উপকৃত হবে।

নবম বার্ষিক মিতা সম্মেলন

নবম বার্ষিক মিতা সম্মেলন যাতে সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হতে পারে সেজন্য নরনারী নির্বিশেষে কয়েকজন বিশ্বমিতাকে নিয়ে একটি উপসমিতি গঠন করা হবে। উল্লেখিত সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবার পূর্বে সংঘের কার্যালয়ে উপসমিতির কয়েকটি বৈঠক বসবে। যে সব বিশ্বমিতা ঐ বৈঠকগুলিতে নিয়মিত ভাবে উপস্থিত থাকতে পারবেন তারা ১৫ই আষাঢ় ১৩৮০ বঙ্গাব্দের মধ্যে সংঘের কার্য্যালয়ে যেন অবশ্য জানিয়ে দেন। বৈঠকের তারিখ ও সময় যোগদানেচ্ছু মিতাদেরকে যথাসময়ে পত্র মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হবে।

সংঘে নাম নেই -

৫৭৪৬ রবীন্দ্রনাথ রাউত ও ৭০১৪ উম্ম মাহমুদা খানম্।

সখের বিষয়ের নূতন সাংকেতিক চিহ্ন

লিপিমিতায় এতদিন মিতাদের বিভিন্ন সখের বিষয়ের যে সাংকেতিক চিহ্ন ব্যবহার করা হত আগামী সংখ্যা থেকে তার পরিবর্তন করা হবে। নতুন সাংকেতিক চিহ্নগুলির তাৎপর্য এখানে উল্লেখ করা হল।

অ—অভিনয় (করা ও দেখা), উ—উপন্যাস প্রভৃতি বই পড়া, খ— খেলাধূলা, ব্যায়াম, গ— গান; ঘ— ঘর বা গৃহস্থালী, চ— চলচ্চিত্র, ছ— ছবিতোলা বা আলোক চিত্র, জ— জানবার কথা বা সাধারণ জ্ঞান ড— ডাকটিকিট, ফাষ্ট ডে কভার, পিকচার, পোষ্টকার্ড, ত— তাস খেলা, দ— দাবা খেলা, ধ— ধর্ম্ম, ন— নাচ, প—পশু-পাখী পালন (হাঁস-মুরগী পালন), ফ—বাগান করা (ফুল, ফল, শাক, সবজী), ব— ব্যবসা, ভ— ভ্রমণ, শ - শিল্প (হস্ত শিল্প, কুটির শিল্প) স - সমাজ, হ - সাহিত্য, য - যন্ত্র সঙ্গীত, র - রাজনীতি, ক - অঙ্কন, জ্ঞ - বিজ্ঞান।

স্থায়ী সভ্য বা বিশ্বমিতা

সংঘে দু'বৎসরের চাঁদা দিয়ে যাঁরা স্থায়ীসভ্য হয়েছেন, তাঁদেরকে আমেরা বিশ্বমিতা নামে অভিহিত করি। গত ২৪শে বৈশাখ ১৩৮০ পর্যন্ত যে কয়জন বিশ্বমিতা পেয়েছি তাদের নাম, সদস্য সংখ্যা নীচে দেওয়া হল।

সর্বশ্রী ৬১৮৬ অশোক পাল, ৬৮.৯ অনিল চ্যাটার্জী, ৭০৬৩ অশোক সোম, ৬৩৯৭ আরতি সাহা, ৬০১৮ গীতা সিনহা ৬৪৫৯ জীবন ভদ্র, ৬৯২৬ জয়ন্ত কুমার নাগ ৬৩৩৫ তপন কুমার দাশগুপ্ত ৬০৪৫ দুলাল কৃষ্ণ সাহা ৬৪৮৪ দিবাকর সিনহা ৭০২০ দীপক দাস ৬৪৫৩ প্রদীপ চক্রবর্ত্তী ৭০১১ ফাতেমা রহমান ৬০০৯ বঙ্কিম চন্দ্র দে ৬৪১৭ বিশ্বনাথ ভড় ৬৫২২ বীণা রায় (বসু) ৬৪৫৯ ভূদেব চন্দ্র চন্দ্র ৬৪৮৭ এম, সি, মান্না ৭০৭৭ মোঃ শরিফুল কবির ৬৪৯৬ রাধিকা মোহন দত্ত ৬৫৮৯ লক্ষ্মীকান্ত ভট্টাচার্য ৬৯৮৮ শীতল রায় ৫৯৯৪ শাহনওয়াজ ৫৮৬২ স্বপন কুমার চৌধুরী ৬৮১৫ সঞ্জীব দাসগুপ্ত।

বিশ্বমিতা হাবার পর সংখ্যে পত্র-পত্রিকার ব্যয় নির্বাহের জন্য বাৎসরিক চাঁদা আট টাকা পাঠালেই চলবে। আশা-করি সবে এবার অধিকতর বিশ্বমিতা লাভে সক্ষম হবে।

লিপিমিতাকে যাঁরা সাহায্য করেছেন

গত ২৪শে বৈশাখ ১৩৮০ পর্যন্ত সাহায্য বাবদ যে অর্থ পাওয়া গেছে তারই হিসাব নীচে দেওয়া হল।

সর্বশ্রী বি ৫৩৮৬ মিলন কুমার ঘোষ ৮.৭৫ পয়সা, বি ৬৯২৬ জয়ন্ত কুমার নাগ ৬ টাকা, বি ২০৬১ গোপা মুখার্জী ৫ টাকা বি ৭০৭৭ মোঃ শরিফুল কবির ৪.৫০ পয়সা ৬৩৫৮ সুধীর বাগচী ৪ টাকা, বি ৬৫২২ বীণা রায় (বসু) ২.৭৫ পয়সা, বি ৬৪৫৯ ভূদেব চন্দ্র চন্দ্র ২ টাকা, ৭০২২ স্বপন সাঁতরা ২ টাকা, ৭০৩৭ জাহান-আরা শেখ ২ টাকা, ৭২৫৩ বাসুদেব বসাক ২ টাকা বি ৪৯৮ শিবানন্দ বসু ১ টাকা, বি ৮৬৮ রাখাল চন্দ্র পাত্র ১ টাকা, বি ১৬০৭ সমর বসু ১ টাকা, বি ২৬৭৩ শিবানন্দ বসু ১ টাকা, বি ৫৫১৮ আদিত্য সাধন মুখার্জী ১ টাকা, বি ৬১৫০ সুখময় কুণ্ডু ১ টাকা বি ৬১৬০ অমিয় কুমার কুন্ডী ১ টাকা, বি ৬৪৮৭ এম. সি মায়া ১ টাকা; বি ৬৯৮৮ শীতল রায় ১ টাকা; ৭২৩৯ নিতাই কুমার সাহা ১ টাকা।

লিপিমিতার সাহায্য ভাণ্ডারে মোট ৪৯ টাকা পাওয়া গেছে। গতবারের সাহায্য ভাণ্ডারে মোট ৫২৪.১০ পয়সা জমা ছিল। সুতরাং এ পর্যন্ত সাহায্য ভাণ্ডারে মোট ৫৭৩.১০ পয়সা জমা রইল।

সভ্য-সভ্যাদের নিকট যে চাঁদা পাওয়া যায় তার দ্বারা পত্রিকার সমস্ত ব্যয় ভার বহন করা অসম্ভব। যাতে পত্রিকাটি

নিয়মিত প্রকাশ করা চলে তার জন্য আর্থিক সচ্ছলতা একান্ত আবশ্যক।

শুভাকাঙ্খী ও উৎসাহী মিতাদের অনুরোধে লিপিমিতার সাহায্য ভাণ্ডার খোলা হয়েছে।

মনোনীত রচনাবলী

লিপিমিতায় প্রকাশের জন্য মিতাদের লেখা যে সব রচনা সংঘে এসেছে সেগুলির মধ্যে মনোনীত রচনাবলীর লেখক লেখিকাদের নাম দেওয়া হল। লেখাগুলি পর্যায়ক্রমে লিপিমিতায় প্রকাশ করা হবে।

সর্বশ্রী ৬৪২২ বীরেন দাস বি ৩৭১৭ শেখ নজরুল ইসলাম ৭০৫৭ শংকর দে ৬৬৪০ তপন সেনগুপ্ত ৬৮২৩ স্বপন চৌধুরী বি ৬০৫২ শংকর ব্যানার্জী ৬০৩৬ গোপা ভট্টাচার্য্য বি ৫৬৯৫ সুভাষ ব্যানার্জী ৬১২৬ অজয় দাস ৬৭২৮ দিলীপ ব্যানার্জী বি ৫৮৯৭ নরেন দেবশর্ম্মা ৬৯০২ রজত রায় চৌধুরী ৬৬১৩ উত্তম কুমার কোলে ৮৯১৭ প্রদীপ মিত্র ৬৯২৬ জয়ন্ত কুমার নাগ ৬৪৩৬ বরুণ দত্ত বি ৬২৩৩ অবনী ভূষণ বসাক ৭০১০ আমজাদ হোসেন প্যারভেজ ৬৮৩০ তরুণ ব্যানার্জী ৫৮২২ রবিরঞ্জন সরকার বি ৫২৫৮ নীহার রঞ্জন ঘোষ ৬৮৯১ সুধীর ঘোষ বি ৪০২৮ অনন্ত কুমার বিশ্বাস বি ৫৬৯৪ প্রবীর কুমার সিনহা ৬৯৪০ মোঃ আব্দুল হামিদ ৬৪১৩ সুভাষ চক্রবর্তী ৭০০৬ মোঃ কামরুজ্জামান লাইজু বি ৫০১২ অতীন চৌধুরী বি ৫৩৪০ মন্মথ হাওলদার ৬৮৬৩ সিদ্ধার্থ শঙ্কর বিশ্বাস ৬৬৮০ মৃত্যুঞ্জয় চক্রবর্ত্তী ৭১৬৬ সমীর চক্রবর্তী বি ৩২০১ মিনতি মজুমদার ৬৮৮৯ দেবাশিস ভট্টাচার্য ৭২৪১ প্রবীর মুন্সী ৬৭৮০ মোঃ কামরুজ্জা-মান কাজু ৬৮৭১ বাবলু পাল বি ৬... তারাপদ মজুমদার ৭১০৯ প্রদীপ

বি ৬৪৫৩ ভূদেব চন্দ্র চন্দ্র বি-৬৪৮৭-এম,
পি, বারা ১৭৬৩ আরতি মিশ্র।

অমনোনীত

রচনাবলী

লিপিমিতার প্রকাশের জন্য বহু মিতার রচনা এসেছে। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, অধিকাংশ রচনা অমনোনীত হওয়ার পত্রিকায় প্রকাশ করা সম্ভব হল না। সমস্ত অমনোনীত রচনার আলোচনা করা সম্ভব নয়। এখানে কয়েকজন মিতার রচনা সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করা হল। এর দ্বারা বাকী মিতারা অমনোনিত হওয়ার কারণ অনায়াসে বুঝতে পারবেন এবং ভবিষ্যতে রচনা পাঠাবার সময় তারা সতর্কতা অবলম্বন করতে সক্ষম হবেন। এখানে অমনোনীত রচনার নাম ও রচয়িতার আদ্য বর্ণ উল্লেখ করা হল।

সাহাজান — ক, চ

অনুরূপ কথিকা লিপিমিতায় পূর্বে প্রকাশিত হয়েছে।

একটুখানি হাসো — প্র, কু, পা

লেখা অত্যন্ত কাঁচা। গুরু চণ্ডালি দোষ আছে. অনেক ইংরাজীতেও ভুল রয়েছে।

— বি, ব্যা

কথিকাটির মধ্যে অভিজ্ঞতার বিশেষ কোন অভিজ্ঞান পাওয়া গেল না। তাছাড়া শব্দ প্রয়োগে অসংগতি বর্ণাশুদ্ধি রয়েছে।

আশা নিয়ে — দ, ম, ঘো

গল্পাংশ অত্যন্ত মামুলি, রচনা শৈলী মাঝে মাঝে দুর্বল।

লাবণ্য পত্র — প্র, কু, শী

আলোচ্য অংশের ভূমিকা বেশ কিছু দীর্ঘ হওয়ার জন্য পত্র সাহিত্য হিসেবে রসোত্তীর্ণ হতে পারে নি।

আমার প্রথম সমুদ্র দর্শন — আ, রা

দীঘা ভ্রমণ লিপিমিতায় একাধিকবার প্রকাশিত হয়েছে। তাছাড়া মাঝে মাঝে লেখা অত্যন্ত অস্পষ্ট।

৩রা ডিসেম্বর ১৯৭১ সাল স্মরণে — অ, কু কু

অবিন্যস্ত ভাষা প্রয়োগের ফলে বক্তব্য বিষয় সাহিত্যরূপ লাভ করতে সক্ষম হয় নি।

স্বপ্নের সমাধি— নী সা

গল্পাংশ ভাল কিন্তু প্রচুর হিন্দি সংলাপ কিছু বর্ণাশুদ্ধি থাকায় কাহিনীটি রসোত্তীর্ণ হতে পারে নি। কিছু কিছু হিন্দি কথা ভাঙা বাংলায় বলালে ভাল হত।

মিতার পত্র— প্র, স

গল্পটি দানা বেঁধে ওঠেনি।

আমাদের স্বামিজী— চ, কু, রা, চৌ

স্বামীজীর জীবনী বহুবার আলোচিত হয়েছে। তাছাড়া ভাষাতে গুরু চণ্ডালী দোষ আছে।

আরেক জীবন— হু, ক

গল্প রচনায় বেশ কিছু অসংগতি রয়েছে তাছাড়া পাঠককে মুগ্ধ করতে পারে এমন কিছু উপাদান গল্পে নেই।

রকবাজ— অ, চ

মাঝে মাঝে গল্পটির প্রকাশ ভঙ্গিতে কিছু অসঙ্গতি থাকায় রসোত্তীর্ণ হতে পারেনি।

হোঁপা কাহিনী— প্র, দা

গল্পটি ঠিক গল্প হয়ে ওঠেনি।

এই কি স্বাধীনতা— আ, স

রচনাটিতে বর্তমান কয়েক বৎসরের তুলনামূলক কিছু তথ্য তুলে ধরতে পারলে ভাল হত।

পালিয়ে নৌকা ভ্রমণ— এ, এম, আ, হো

ভ্রমণটি অত্যন্ত মামুলি। তাছাড়া গুরু-চণ্ডালি দোষ আছে।

খুনি— মা, ভ

গল্প দানা বেঁধে ওঠেনি। রচনা শৈলী দুর্বল এবং কাগজের দু পিঠে লেখা।

চলার পথিক— দু, ঘো

কবিতাটি রসোত্তীর্ণ হয় নি।

কৃপাণ হাতে— প্র, ভ

কবিতাটি সুখপাঠ্য হয় নি

হোটেলের টেবিলে— স, ব

কবিতাটির আরম্ভ ভাল কিন্তু শেষে খাপছাড়া মনে হল।

মুখরোচক— অ, রা

স্তবকগুলি ছড়ার ঢঙে লেখা হলেও ঠিক ছড়া হয় নি। ভাবের বিন্যাস ঘটেনি। বর্ণাশুদ্ধিও আছে।

উতলা যৌবন— খ, খাঁ

পত্রিকা পরিচয়

তোমাদের স্মরণ করি—

সাহিত্য সম্পাদিকা—শামসুন নাহার বেগম
ঠিকানা—তিতাস সাংস্কৃতিক সংসদ
৪৭নং বংশাল সড়ক. ঢাকা-১
মূল্য— ১ টাকা।

পুস্তিকাটির সমস্ত রচনা তদানীন্তন পূর্ব-পাকিস্তানের একুশে ফেব্রুয়ারী ভাষা আন্দোলন অবলম্বনে লেখা হয়েছে। বারোটি কবিতা, তিনটি গল্প ও দু-একটি প্রবন্ধ এতে আছে। ভাষা আন্দোলনের দিনপঞ্জী মূল্যবান তথ্য পরিবেশন করেছে। জ্ঞান - তাপস ভাষাবিদ ডঃ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহর বিভিন্ন রচনা থেকে এমন কয়েকটি বাণী তুলে ধরা হয়েছে যা প্রতিটি বাঙালীর প্রনিধান যোগ্য। বাকী রচনাগুলি ভাষা বিপ্লবের পরিপ্রেক্ষিতে স্বাধীনচেতা বাঙালীর মনে অপূর্ব জাতীয়তা বোধ জাগ্রত করে তুলেছে। পুস্তিকাটির বহুল প্রচার কামনা করি।

সমকালীন টেরোড্যাকটিল—

প্রথম প্রকাশ— ৯ই ফাল্গুন ১০৭৯ বঙ্গাব্দ। সাহিত্য সম্পাদক—অমিত কুমার ভট্টাচার্য্য। ঠিকানা—১৫/৩, অভয় দাস

লেন; টিকাটুলী ঢাকা-৩ বাংলাদেশ।

নামটি অভিনব প্রাগৈতিহাসিক যুগের বৃহত্তম পক্ষী হল টেরোড্যাকটিল। আসল নামের গোড়ায় 'সমকালীন' শব্দটি যোগ করে হয়তো সম্পাদক আদিম ও আধুনিকের মধ্যে একটা যোগসূত্র স্থাপনের চেষ্টা করেছেন। এই সংখ্যাতে আছে তিনটি গল্প, ও তিনটি প্রবন্ধ ও নয়টি কবিতা। শ্রীরামেন্দু মজুমদার 'নাটকে বক্তব্য', ইকবাল আহসান চৌধুরী চলচ্চিত্রকারের ভাষ্য এবং হোসেন আরা শাহেদের একুশে চেতনার উন্মেষ জ্ঞান পিপাসু পাঠককে অনেকখানি তৃপ্তি দিতে পারবে। সোলনা হোসেনের জনযুদ্ধ ও আনুষঙ্গিকতা এবং মাহবুব জামিলের "বাঘের থাবা" সত্যই চমৎকার হয়েছে। প্রতিটি কবিতাই সুখপাঠ্য পত্রিকাটির দীর্ঘায়ু কামনা করি।

ব্যথার প্রদীপ— নাটক

লেখক—শেখ নজরুল ইসলাম
প্রকাশক—শের নুর আলী,
মৌবেশীরা, হাওড়া।
পৃষ্ঠা — ৫১, মূল্য ১ টাকা।

বিদ্রোহী কবি ও সুবিখ্যাত সঙ্গীত রচয়িতা কাজী নজরুল ইসলামের জীবনের বিশেষ বিশেষ ঘটনা অবলম্বনে নাটিকাটি রচিত হয়েছে। কবির জীবন যুদ্ধের বিদ্রোহী রূপই লেখক নাটকের মধ্যে ফুটিয়ে তোলবার চেষ্টা করেছেন। নাট্যকার বয়সে তরুণ হলেও কবির জীবনের ঘটনাবলী তৎকালীন বিশিষ্ট লেখক গোষ্ঠিও কাজী নজরুলের অন্তরঙ্গ বন্ধু মহল থেকে আন্তরিক যত্ন সহকারে সংগ্রহ করে নাটকে গ্রথিত করেছেন। অবশ্য তাঁর জীবনের উল্লেখযোগ্য সমস্ত ঘটনা এই নাটকে পাওয়া যাবে না। তবে একালের তরুণ পাঠক পাঠিকারা বিদ্রোহী কবির জীবন যুদ্ধ সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা করে নিতে পারবেন। পুস্তকাটিতে কাজী সাহেবের একটি আলোকচিত্র প্রকাশ করা উচিত ছিল। নাটিকাটির বহুল প্রচার কামনা করি।

প্রাপ্তি স্বীকার

প্রাচ্য বাণী — সম্পাদক সিদ্দিক মাহমুদুর রহমান। মূল্য - ৪০ পয়সা।
ঠিকানা - প্রাচ্য বাণীপত্র মিত্রাল

প্রতিষ্ঠান 'গিনি হাউস' আব্দুল আজিজ সড়ক, পুরাতন কসবা, যশোর, বাংলাদেশ।
বুলবুল - সাহিত্য মাসিক

মূল্য - ৭৫ পয়সা
সম্পাদক -- এস, এম সিরাজুল ইসলাম
২, ওয়ালিউল্লা লেন, কলি - ১৬।

চলমান — সাহিত্য পত্রিকা
মূল্য — ৭৫ পয়সা
সম্পাদক — সচ্চিদানন্দ মণ্ডল
ঠিকানা — কুড়মুন, বর্ধমান।

অভিযান - বিজ্ঞান পত্রিকা
মূল্য— ২৫ পয়সা
সম্পাদক— মধুসূদন সিংহ
ঠিকানা – অভিযান, বৈঁচি, হুগলী।

এপার বাংলা মাসিক পত্রিকা
মূল্য— ১ টাকা
যুগ্ম-সম্পাদক — আশিস চক্রবর্ত্তী ও
শুভেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
ঠিকানা - এপার বাংলা ১১ এ, বঙ্কিম
চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট, কলি: ১২

লালটিপ - গল্প মাসিক
সম্পাদক - শামসুল হক হায়দরী
১০, হরিশ দত্ত লেন, নন্দনকানন
চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ।

যোগেশ্বর— ত্রৈমাসিক
সম্পাদক - স্বামী বিজ্ঞানানন্দ সরস্বতী
ঠিকানা— শোভনা প্রিন্টার্স
৮, ইণ্ডিয়ান মিরর ষ্ট্রীট,
কলিকাতা — ১৩

"মানুষকে সাহায্য কর কিন্তু তাদের হীনবীর্য করো না। মানুষকে পথ দেখাও, শিক্ষা দাও কিন্তু দেখো তাদের কর্ম প্রবর্তনার সামর্থ্য, তাদের স্বকীয়তা যেন অক্ষুন্ন থাকে। সকলকে তোমার নিজের মধ্যে তুলে নাও কিন্তু পরিবর্তে দাও তাদের প্রত্যেকের আপন আপন পূর্ণ দেবত্ব। একাজ যিনি করতে পারেন, তিনিই উজ্জ্বল দিশারী, তিনিই গুরু। ঋষি অরবিন্দ

সংগ্রাহক— ৬১২৯ রীতা দেবনাথ

'শান্তি দেবী অঙ্কন' প্রতিযোগিতা

(বিষয় - জাতীয় পক্ষী ময়ূর)

প্রথম পুরস্কার বি ৬০৩৫ তপন দাশগুপ্ত।

জীবন যাত্রার মাঝে মাঝে জগতের অচেনা মহল থেকে আসে আপন মানুষের দূতী হৃদয় দখলের সীমানা বড় করে দিয়ে যায়। না ডাকতেই শেষকালে এক দিন ডেকে আর পাওয়া যায় না। চলে যেতে যেতে বেঁচে থাকার চাঁদরটার উপরে ফুল কাটা কাজের পাড় বসিয়ে দেয়।

···রবীন্দ্রনাথ

সংগ্রাহক··· বি ৫০১২ অতীন চৌধুরী।

বিশ্বদূতের আসরে

সুরলোকে ইন্দ্র পতন

(লিপিমিত্তার ১৩/৫ সংখ্যায়
প্রকাশিতের পর)

শ্রেষ্ঠ সরোদী ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁর সঙ্গীত সাধনা সম্বন্ধে কিছু পূর্ণাঙ্গ বিবরণ লিপিমিত্তা ১৩শ বর্ষ ৪র্থ ও ৫ম সংখ্যায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করা হয়েছে। এই রচনাটির সূচনায় সামান্য কিছু ভূমিকা দেওয়া উচিত ছিল। অপ্রাসঙ্গিক বা বাহুল্য বোধে তা দেওয়া হয় নি। সম্প্রতি ওস্তাদজীর কয়েকজন ভক্ত মিত্তা ভাই পত্রের মাধ্যমে কয়েকটি প্রশ্ন করেছেন। সবগুলি প্রশ্নের মর্মার্থ হল :— খাঁ সাহেব পরলোক

ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ।
(শ্রীআশিস গাঙ্গুলী কর্তৃক গৃহীত।)

গমনের পর বহু পত্র-পত্রিকায় তাঁর জীবনী বিস্তৃত ভাবে প্রকাশিত হয়েছে। এমনকি পৌত্র আশিস খাঁর কাছে নিজমুখে তাঁর যে আত্মকাহিনী শুনিয়ে গিয়েছেন তা এক প্রথম শ্রেণীর পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়েছে। সুতরাং বিশ্বদূতের আসরে ঐ একই বিষয় বস্তুর পুনরাবৃত্তির সার্থকতা কোথায়।

মিতা ভাইদের আপত্তি উপেক্ষণীয় নয়। প্রথমেই বলে রাখি, বিশ্বদূত চর্বিত-চর্বণ বা পুনরাবৃত্তির ঘোর বিরোধী। যে কোন বিষয় রচনাকালে তথ্যনিষ্ঠ হতে হলে অকুস্থল ও ঘটনাবলীর দিনপঞ্জীর পুনরুল্লেখ আবশ্যক।

ইতিহাস, ভূগোল, ভ্রমণ কাহিনী ও জীবনী রচনায় বিশ্বস্ত ও প্রমাণিত তথ্য-গুলির পুনরুল্লেখ করতেই হয়। কিন্তু তত্ত্ব পরিবেশনায় বিভিন্ন লেখকের পৃথক পৃথক দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ পায়। কালিদাস বিদ্যা-পতি, গ্যয়েট, শীলার, সেক্সপীয়ার, ব্রাউনিং রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ মণীষীদের অসংখ্য জীবনী প্রকাশিত হয়েছে ও হচ্ছে। জার্মানীর বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ ও সুরকার বিঠোফেনের জীবনী গ্রন্থ বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ভাষায় হাজার অতিক্রম করে গেছে। এই কিছু-দিন আগে বিশ্ববিশ্রুত চিত্রকর পিকাসো মানবলীলা সংবরণ করেন। ইতিমধ্যে স্পেনে ও ফ্রান্সে তাঁর শতাধিক জীবনীগ্রন্থ প্রকাশিত হয়ে গেছে।

যিনি একই মণীষীর একাধিক জীবনী-গ্রন্থ পাঠ করেছেন, তিনি নিশ্চয়ই একের সঙ্গে অপরের পার্থক্যটুকু অনুধাবণ করতে সক্ষম হয়েছেন। ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁর সঙ্গীত সাধনার ক্ষেত্র এত বিরাট যে, কয়েকখানি পত্র-পত্রিকায় কয়েকটি স্তম্ভে তার পূর্ণতা দান করা অসম্ভব।

বিস্ময়ের বিষয় এই যে, তাঁর অসংখ্য ভক্ত ও শিষ্য সত্বেও তাঁর তিরোধান বার্ষিকী ঘুরে আসবার সময় হয়ে এল অথচ তাঁর সঙ্গীত সাধনা নিয়ে একখানিও পূর্ণাঙ্গ জীবনী গ্রন্থ প্রকাশ পেল না। তানসেন থেকে সুরু করে বিষ্ণু দিগম্বর পণ্ডিত ওঙ্কারনাথ ঠাকুর পর্য্যন্ত প্রত্যেকে সঙ্গীত সাধক ছিলেন। কিন্তু খাঁ সাহেবের সাধনা তুলনাবিহীন।

এবারে আরম্ভ হবে আসল ভূমিকা। ভূমিকা আর কিছু নয়, শুধু অতীতের স্মৃতিচারণ অর্থাৎ ওস্তাদজীর সংস্পর্শে আমি কি ভাবে এলাম এবং তাঁর জীবনের খুঁটি-নাটি জানবার সৌভাগ্য কি ভাবে অর্জন

করি তারই সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

প্রথমেই বলে রাখি গাইয়ে বাজিয়ে আমি নই তবে রাগ-রাগিনীর অনুরাগী। ওস্তাদ ও পণ্ডিত সমাগত গান-বাজনার আসরে হাজির হবার জন্য যে করেই হোক একটু অবসর করে নিতাম। শুধু গান বাজনা শোনাই নয়, এর সঙ্গে আর একটা সখের বিষয় ছিল এই যে, মজলিসের শেষে পণ্ডিত ও ওস্তাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ আলাপ করা ও তাঁদের সিদ্ধিলাভের গোপন কথা জেনে নেওয়া। অনেকেই হয়ত জানেন আমি একজন সাংবাদিক। সুতরাং সংবাদের ক্ষেত্রেও এর একটা বিশেষ সার্থকতা আছে। বলতে বাধা নেই বহু জ্ঞানী গুণীর সাধনার গোপন চাবিকাঠির সন্ধান পাবার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। কিন্তু খাঁ সাহেবের একনিষ্ঠ সাধনা আমাকে মুগ্ধ ও বিমূঢ় করেছে।

প্রথমে তাঁর নাম শুনি বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের মুখে তাঁর বাড়ীতে। তখন কাজীদা থাকতেন এন্টালি এলাকায় পানবাগান লেনের বাড়ীতে। সেখানে বেলা ৯/১০টা থেকে ১১/১২টা পর্যন্ত বেশ জমাটি আড্ডা বসত। তাঁর শিষ্য ও ভক্ত অনেকেই এসে জুটতেন এবং গান, আবৃত্তি খোসগল্প ইত্যাদি চলতো। ফাঁকে ফাঁকে প্রমীলাদি (কাজীদার স্ত্রী) চা ও পান পাঠিয়ে মজলিসের মেজাজ আরও চড়িয়ে দিতেন। মাঝে মাঝে এই আসরে তাঁর স্বহস্তে প্রস্তুত সেউয়ের পায়েস আমাদের রসনাকে পুনরাগমনে প্রলুব্ধ করত।

এইরকম এক আড্ডায় কাজীদা তাঁর নতুন রচিত একটি গান গেয়ে শোনালেন। গানের কয়েকটি কলি আজও আমার কানে সুর তোলে—

"টলমল টলমল পদভরে
বীরদল চলে সমরে
খরধার তরবার কটীতে দোলে
ঝনন রণন ঝন ডঙ্কা বোলে
দেয় আশিস ও সূর্য সহস্র করে ইত্যাদি।

এই গানটি তখনকার বিখ্যাত সাপ্তাহিক "স্বাধীনতায়" প্রকাশিত হয়েছিল। গাইবার পর কাজীদা হারমোনিয়ামটা কোলের কাছ থেকে সরিয়ে দিয়ে উপস্থিত সকলের মুখের উপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন কেমন লাগল তোমাদের। আমরা সমস্বরে বললাম চমৎকার! চমৎকার! একটু থেমে আমি বললাম— আমাদের সৈন্যবাহিনী যদি কোনদিন শত্রুর বিরুদ্ধে

স্বাধীনতা লাভের জন্য সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হয়, তবে তাদের এগিয়ে যাবার পয়লা নম্বর গান হবে এটি। কাজীদা হেসে বললেন—যদিও গানের সুর দিয়েছি আমি কিন্তু ব্যঞ্জনা দিয়েছেন আর একজন। হয় তো তোমরা অনেকে তাঁর নাম এখনও শোননি। তিনি একজন মস্তবড় সাধক ও সঙ্গীত বিশারদ্। আমরা কৌতূহল দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকালাম। তিনি একটু থেমে বললেন— সেই শ্রেষ্ঠ গুণী হলেন ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ। বাড়ি ত্রিপুরায়। আমার শ্বশুর বাড়ি কুমিল্লায় শুনে তিনি আমাকে জড়িয়ে ধরলেন। তারপর গান বাজনার ফাঁকে ফাঁকে চললো আলাপ আলোচনা। তাঁর সামনেই গেয়ে শোনালাম ঐ নতুন গানটি। শোনবার পর কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বেহালায় ঐ গানটিকে আমার সুরে বাজাতে লাগলেন বটে কিন্তু তাতে ব্যঞ্জনা দিলেন অদ্ভুত। গানটি প্রাণবন্ত হয়ে উঠল।

কাজীদার মুখে খাঁ সাহেবের প্রশংসা শুনে তাঁর সঙ্গে আলাপের ইচ্ছে তখন থেকে প্রবল হয়ে উঠল। তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ আলাপের পূর্বে আরেকটি ঘটনা ঘটেছিল। এলবার্ট হলে সেদিন ছিল শ্রদ্ধেয় দিলীপ কুমার রায়ের সম্বর্দ্ধনা সভা। সেই সভায় দিলীপ কুমার রায়কে নবদ্বীপের পণ্ডিত সমাজ এক বিশেষ উপাধি প্রদানের দ্বারা সম্মানিত করেন।

অনুষ্ঠানটিকে সর্বাংগ সুন্দর করবার জন্য ওস্তাদজীর মধ্যম ভ্রাতা আপ্তাব-উদ্দিন সাহেব ও বিখ্যাত কমিক গাইয়ে শ্রীনলিনী কান্ত সরকারকে উপস্থিত করা হয়ে ছিল।

উপাধি বিতরণ ও বক্তৃতাদির পর দিলীপ কুমার খান তিনেক মীরাবাঈয়ের ভজন গাইলেন।

তারপর শুরু হল যন্ত্র সংগীতের শ্রেষ্ঠ গুণী আপ্তাবউদ্দিনের অনুষ্ঠান। ছিপ্‌ছিপে দীর্ঘ ঋজু দেহ, গায়ে কালী মায়ের নামাঙ্কিত চাদর জড়ান, তার চারপাশে ৮/১০ রকমের বাদ্য যন্ত্র শোভা পাচ্ছিল। বাদ্য যন্ত্রগুলির উপর তাঁর যে কি অসামান্য অধিকার অল্প সময়ের মধ্যে তার পরিচয় পেলাম।

প্রথমেই তিনি হারমোনিয়াম টেনে আংগুল দিয়ে বাজাতে শুরু করলেন। পরিচিত গানের সুর বাজাতে লাগলেন মনে হল। গানের কলি গুলি যেন স্পষ্ট হয়ে উঠছিল।

এর পর তিনি পদ্ বাজাতে শুরু করেন হাতের কনুই দিয়ে কাড্ টিপে। প্রত্যেক শ্রোতা বিস্মিত ও মুগ্ধ। তারপর বাঁশিতে কীর্তনের সুর তোলেন। নিমেষে সকলের মন জয় করে নিলেন। শেষে বাঁশিটিকে মুখ থেকে বার করে নিয়ে নাক দিয়ে বাজাতে লাগলেন। তা আরও মধুর, আরও চমৎকার।

এমনি ভাবে চামড়া, তার ইত্যাদি যত প্রকার যন্ত্র ছিল বিভিন্ন উপায়ে বাজিয়ে শ্রোতৃবর্গকে মোহিত করে দিলেন। অনুষ্ঠান শেষে বিশ্রাম কক্ষে গেলাম তাঁর সঙ্গে আলাপ করতে। তাঁর মুখে শুনলাম কনিষ্ঠ ভ্রাতা আলাউদ্দীন খাঁর সঙ্গীত সাধনার কিছু কিছু চমকপ্রদ ইতিহাস। আমার মন খাঁ সাহেবকে দেখবার জন্য আকুল হয়ে উঠল। আমি সুযোগ খুঁজতে লাগলাম।

ওস্তাদজীর প্রথম দর্শন লাভ করি ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউট হলে। পণ্ডিত বিষ্ণু দিগম্বরের মনমাতান ভজন এবং ওস্তাদ এনায়েৎ হোসেন খাঁর বিখ্যাত সেতার বাদন এই হলেই প্রথম শুনি।

খুব সম্ভব সেদিন ছিল শনিবারের রাত। শ্রোতার সংখ্যা হবে আট শতের মত। রাত দশটার কিছু পরে শুরু হল ওস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁর সরোদ। তারের বুকে বেজে উঠল যেন জমে থাকা কত দিনের বিরহ মিলন, ও বিচ্ছেদের প্রলাপ, আলাপ ও বিলাপ। একে বাজান বলে না, নানা ঢংয়ে নানা সুরে ওরা যেন স্পষ্ট কথা বলে চলেছে। কখনও মধুর, কখনও তীব্র, কখনও ক্ষীণ, কখনও বা শুধু শূন্যে মিলিয়ে যাওয়া সূক্ষ্ম রেশের সূক্ষ্মতর অণুরণন্। ইন্‌ষ্টি-টিউটের নিয়ম ছিল রাত ১২টার পর হলে আর কোন অনুষ্ঠান যেন চলতে দেওয়া না হয়। কিন্তু সরোদ তাঁর প্রাণে জমে থাকা সবকিছু শ্রোতাদের কানে ঢেলে দিতে চায় বন্যার প্লাবনের মত।

১২টা বাজতেই সতর্ক সংকেতের জন্য হলের আলোগুলো দু-এক মুহূর্ত থেমে থেমে নিভতে জ্বলতে লাগল। এইভাবে ৫ মিনিট অন্তর তিনবার অনুষ্ঠানকারীদের সংকেত জানান হল। কিন্তু সেদিকে কারুর কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। মনে হচ্ছিল একনিষ্ঠা-বান সাধক একাগ্রমনে সুরের সাধনা করে চলেছেন। বিরাট মন্দির গর্ভে। জনমানব শূন্য। এই বিরাট শ্রোতৃমণ্ডলের প্রতিটি মানুষ যেন মন্দিরের দেয়াল সংলগ্ন বোবা প্রস্তর খণ্ড।

সাধনার সমাধি ভাঙল রাত প্রায়

দেড়টা নাগাদ। খাঁ সাহেব বাজনা শেষ করে যখন তাঁর যন্ত্রটিকে পরম যত্নে বাক্স বন্দী করছেন তখন সুরের নেশায় বুঁদ হয়ে বসে থাকা সমস্ত শ্রোতৃমণ্ডলের সম্বিত ফিরে এল। তারপর শুরু হল তারিফের পালা। পাঁচ মিনিট ধরে হাত-তালি আর থামতে চায় না। সেদিন খাঁ সাহেবকে বিরক্ত করতে আর ভরসা পেলাম না। এক শিষ্যের কাছ থেকে তাঁর আস্তানার ঠিকানাটা নিয়ে বাড়ী ফিরলাম।

পরদিন বেলা ১০টা নাগাত তাঁর আস্তানায় হাজির হলাম। দোতলার এক বড় ঘরে তার বসবাসের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ঘরে ঢুকেই তাঁর দর্শন পেলাম। সুঠাম দেহ, সৌম্য বদন, প্রশান্ত দৃষ্টি, চুবকি দাড়ি, কেশবিরল মাথা। শিষ্য ও ভক্তরা তাঁকে ঘিরে বসে আছেন। আমি গিয়ে তাঁদের সংখ্যা বৃদ্ধি করলাম। খাঁ সাহেব গত রাত্রে বাজানো রাগ নিয়ে আলাপ করছিলেন।

সঙ্গীত ভালবাসি সত্য কিন্তু রাগ-রাগিণীর পার্থক্য সব সময় ধরতে পারি না। গতরাত্রে বাজনা আমার ভাল লেগেছিল ঠিকই কিন্তু আলাপের সুর ঠিক বুঝতে পারি নি, সুতরাং এই আলোচনায় আমারও কিছু কৌতূহল ছিল। তাঁর ভক্ত মণ্ডলীর মধ্যে একজন নবাগতকে যোগদান করতে দেখে আমার দিকে বারেকের জন্য দৃষ্টি নিক্ষেপ করে পুনরায় আলাপ চালিয়ে যেতে লাগলেন।

গত - রাত্রে তিনি সবোদে বাজিয়ে ছিলেন নট মল্লার চৌরঙ। চৌরঙ অর্থে চতুরঙ্গ। তিনি তাঁর সহজ সাবলিল ভাষায় বোঝাচ্ছিলেন। নট মল্লার, মেঘ মল্লার ও শুধু মল্লারের মধ্যে তফাৎ কি এবং কোথায়।

তাঁর উচ্চারণ খাঁটি পূর্ব বাংলার, বলবার ভঙ্গিমা গ্রাম্য। কিন্তু কঠিন বিষয়কে অতি সাধারণ সহজ ভাবে বুঝিয়ে দেবার ক্ষমতা অদ্ভুত। শুনেছি রামকৃষ্ণ দেবের এই ক্ষমতা ছিল। বহু কঠিন দার্শনিক তত্ত্ব তিনি তাঁর ভক্তদের মনের মধ্যে সহজ সরল গ্রাম্য ভাষার মাধ্যমে গেঁথে দিতে পারতেন অনায়াসে। ওস্তাদ-জীর বিশ্লেষণী শক্তি আমাকে মুগ্ধ করেছিল বিশেষভাবে। তিনি যেন রাগ-রাগিণীর অন্তঃস্থলে প্রবেশ করে তাঁদের রূপ, রস, মধুগন্ধ, স্পর্শ সমস্ত ঐশ্বর্য পরম যত্নে আহরণ করে অন্তরে অন্তরে সঞ্চয় করে রেখেছেন।

প্রায় ঘণ্টাখানেক পর রাগ-রাগিণীর

আলোচনার ছেদ পরল। দু-একজন ছাড়া অধিকাংশ ভক্ত প্রস্থান করলেন। পরিচয় সূত্রে তিনি যখন জানতে পারলেন আমি একজন সাংবাদিক তখন তিনি একটু সতর্ক সচকিত হয়ে উঠলেন। পরক্ষণে যখন জানতে পারলেন আমার বাড়ি ত্রিপুরা জেলায় তখন নিজের ছেলের মত সস্নেহে আমাকে টেনে নিয়ে তাঁর পাশটিতে বসালেন এবং আপনি সম্বোধন তুমিতে পরিণত হল। ত্রিপুরা জেলা ও ত্রিপুরা রাজ্য এক না হলেও পাশাপাশি।

তিনি ত্রিপুরা রাজ্যের অধিবাসী। তাতে কি হয়েছে, ত্রিপুরা নামটাই তাঁর সমস্ত স্নায়ুমণ্ডলের রক্তে দেশাত্মবোধের চাঞ্চল্য এনে দেয়। প্রায় ১২টা পর্যন্ত দেশের ও তাঁর নিজের সঙ্গীত সাধনার অনেক কথাই বললেন। আমি ছিলাম মন্ত্র মুগ্ধ শ্রোতা তিনি বক্তা।

সেদিনকার মত খুশি মনে বিদায় নিলাম। আসবার সময় জানিয়েছিলেন আরো দুদিন ঐ আস্তানায় তিনি থাকবেন। কিন্তু শেষ দিন দেখা করতে গিয়ে আর তাঁর দেখা পাইনি। জরুরী তাঁর পেয়ে তিনি রামপুর চলে গিয়েছেন।

এর প্রায় বছর তিনেক পর তাঁর সাক্ষাৎ পাই এক মিউজিক কনফারেন্সের আসরে। এই সময় শ্যামবাজারের বৃন্দাবন পাল লেনে বন্ধুবর কর্মযোগী রায়ের বাড়ীর বৈঠকখানায়। আর্টিষ্ট এসোসিয়েশন নামে একটি সাংস্কৃতিক সংস্থা গড়ে উঠেছিল। এই এসোসিয়েশনে গাইয়ে বাজিয়ে সাহিত্যিক চিত্রশিল্পী, অভিনেতা প্রভৃতি অনেকেই যোগদান করতেন।

গাইয়ে বাজিয়েদের মধ্যে এসেছিলেন বা আসতেন, সর্বশ্রী নারায়ণ রাও ব্যাস, বিনায়ক রাও পটবর্দ্ধন, মুস্তাক আলি খাঁ, ঠুংরি গাইয়ে অনাথ বসু প্রভৃতি আরো অনেকে। সাহিত্যিকদের মধ্যে আসতেন সর্বশ্রী প্রমথ চৌধুরী (বীরবল) সরলা দেবী চৌধুরাণী, কাজী নজরুল ইসলাম, উপেন্দ্র নাথ গঙ্গোপাধ্যায় (উপীনদা) সজনী কান্ত দাস, পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, অতুল দাস গুপ্ত (রজনাথ) প্রভৃতি।

অভিনেতাদের মধ্যে আসতেন, যোগেশ চৌধুরী, বিশ্বনাথ ভাদুড়ী, রবিরায়, পাহাড়ী সান্যাল, প্রভৃতি। চিত্র শিল্পী যামিনী রায়, অরবিন্দ বসু, যাদুকর দুর্গা বাবু, বাদল বাবু ইত্যাদি আরো অনেকে। লেখক ছিল এই এসোছিয়েসনের সম্পাদক। ওস্তাদজীকে আমি একবার এই এসো-

শিরেসানে আনবার সৌভাগ্য অর্জন করি। এই বৈঠকে তাঁর সঙ্গীত সাধনার বহু কথা শোনবার সুযোগ আমার হয়।

এইবার বলবো তাঁর সঙ্গে আমার শেষ দেখার কথা। ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে যখন তিনি উদয় শংকরের দলের সঙ্গে কন্ট্রাক্ট করে মাত্র এক বৎসরের জন্য নৃত্যের সঙ্গে বৃন্দাবনের ব্যবস্থাপনায় পাশ্চাত্য দেশে যান, সেই সময় যাত্রার প্রাক্কালে বিশেষ কারণে তাঁর সঙ্গে আমি সাক্ষাৎ করি। এই কারণের সঙ্গে একটি করুণ কাহিনী জড়িয়ে আছে। আমার সমসাময়িক যে কয়জন সংগীত রস গ্রহণে আগ্রহী, তাঁরা অনেকেই হয়তো হরেন ঘোষকে চিনতে পারবেন। ফ্রান্স থেকে নৃত্যসঙ্গী হিসেবে সিমাকিকে নিয়ে যখন উদয় শংকর কলকাতার নিউ এম্পায়ারে প্রথম প্রদর্শনী দেখান, তাঁর সমস্ত ব্যবস্থাপনায় ছিলেন হরেন ঘোষ।

সেই সময় তাঁর মত প্রথম শ্রেণীর ইম্প্রেসারিয়ো আর ছিল না। ইনি ব্রহ্মদেশ থেকে শ্রেষ্ঠ নর্তকী থিবা তানচিকে ও উড়িষ্যা থেকে সেরাই কেল্লা নৃত্যকে ভারতবাসীর সামনে হাজির করে সকলকে চমৎকৃত করে দেন।

দুঃখের বিষয় এই যে আমাদের এই সর্বজন শ্রদ্ধেয় ও আমার পরম বন্ধু হরেন ঘোষ গত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় হত্যার নিষ্ঠুরতম শিকার হয়েছিলেন। হত্যার তিনদিন পর পার্ক সার্কাসের ময়দানে এক স্যুটকেসের মধ্যে বহুখণ্ডে খণ্ডিত দেহাবশেষ পাওয়া যায়।

চৌরঙ্গীর বিখ্যাত ফটোর বোর্ণ এণ্ড শেফার্ড থেকে কয়েক পা দূরে ক্যালকাটা অটোমোবাইল ষ্টোরস্। আসলে ওটি ছিল হরেন ঘোষের আড্ডা খানা। কোলকাতার দক্ষিণ পাড়ার যত এ্যারিষ্টোক্রেটিক্ সোসাইটির কাঁদরেলদের আসর। অবশ্য আমার মত চুনোপুঁটিরাও সময় সময় কল্কে পেত। এই সময় এখান থেকে 'নাচঘর' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হত। এতে সংগীত, অভিনয়, নৃত্য প্রভৃতি চারুকলার আলোচনা করা হত। বইটি ছিল চার পাতার, মূল্য মাত্র এক পয়সা।

এই পত্রিকা প্রকাশের যাবতীয় খরচা চালাতেন হরেন ঘোষ। কিন্তু পত্রিকার কোথাও তাঁর নাম না থাকায় অনেকেই জানতেন না যে এই পত্রিকাটি তাঁর। এর সম্পাদক ছিলেন কুমার হেমেন্দ্রনাথ রায়। শিশু সাহিত্য ও সংগীত রচনায় ইনি ছিলেন সিদ্ধ হস্ত।

কলকাতায় উদয় শংকরের নৃত্য

অনুষ্ঠানে বৃন্দবাদ্যের তত্ত্বাবধান করেছিলেন ওস্তাদজীর সুযোগ্য শিষ্য তিমির বরণ। এবারে ভার পড়ল খোদ গুরুর উপর। এই সময় খাঁ সাহেবের জীবনালেখ্য রচনার জন্য শ্রীযুক্ত ঘোষ আমাকে অনুরোধ জানালেন। রচনাটি ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশ করা হবে 'নাচঘরে'।

কতখানি সাধনা করলে সঙ্গীতে অধিকার জন্মায় তাঁর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ। এই আদর্শের দৃষ্টান্তকে সর্বসাধারণের সামনে তুলে ধরার আগ্রহ খাঁ সাহেবের সঙ্গে আলাপের পর থেকেই আমার হয়েছিল। শ্রীযুক্ত ঘোষের কাছ থেকে আমন্ত্রণ পেয়ে খুশীতে মন ভরে উঠল।

মাইহার থেকে তিনি কলকাতায় চলে এসেছেন উদয় শংকরের দলে যোগ দেবার জন্য। জোড়াসাঁকোর সিঙ্গি বাজারে লালাবাবুর বৈঠকখানায় তাঁর সাক্ষাৎ পেলাম। লালাবাবু ওরফে শ্রীদামোদর খান্না। অল বেঙ্গল মিউজিক কনফারেন্সের প্রধান হোতা ছিলেন। ওস্তাদজী তখন পৌঢ় ত্বর কোঠায় পা দিয়েছেন।

স্মৃতি প্রখর, দৃষ্টি সাদা। সুতরাং দুঃখ কষ্টে ভরা অতীত দিনগুলির স্মৃতিচারণ আমার মানসপটে নিখুঁতভাবে ফুটে উঠল। তাঁর জীবনী প্রকাশের অনুমতি নিয়ে বিদায় জানিয়ে ভারাক্রান্ত হৃদয়ে ফিরে এলাম। কিন্তু হায় সব ব্যর্থ হয়ে গেল। কোন এক অনিবার্য কারণে 'নাচঘর' বন্ধ হয়ে গেল। আর আমাকেও ছুটে আসতে হল দিল্লীতে বিশেষ কাজের ভার নিয়ে।

এতদিন পর অবসর জীবনে দুর্বল হাতে তাঁর সম্বন্ধে কিছু লিখতে বসেছি। গত দুই সংখ্যায় তাঁর শৈশব সাধনার কিছু অংশ প্রকাশ করা হয়েছে। বাকিটুকু লিপিমিতার পরবর্তী কয়েক সংখ্যায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশ করা হবে।

এগিয়ে যাওয়া বয়স, অভিজ্ঞতার পৃষ্ঠপোষক হলেও তারও ঋতুক্রম আছে। এই ঋতুক্রম ধরা পড়ে দৃষ্টিতে। শৈশবের চোখে আঁকা থাকে স্বপ্নের কাজল, তারুণ্যে থাকে কল্পনার আমেজ, যৌবনের দৃষ্টি রঙিন, সাদা চোখে দেখে পৌঢ়েরা, বার্দ্ধক্যের দৃষ্টি ঘোলাটে আর পরম কালে সব তিমিরাচ্ছন্ন।

ওস্তাদজী যখন বার্দ্ধক্যের প্রান্ত ভাগে উপনীত, তাঁর পৌত্র আশিস খাঁকে সেই সময় তাঁর জীবন কাহিনী শুনিয়েছেন আর আমি যখন শুনেছি তখন তিনি পৌঢ়ত্বে সবে পদার্পণ করেছেন। তখন

বিশ্বদূতের আসরে

তাঁর দৃষ্টি সাদা, স্মৃতি প্রখর। তবে আশিস যাঁকে বলা ওস্তাদজীর কথাগুলি
তাঁর পাশ্চাত্য দেশ ভ্রমণের অভিজ্ঞতা শেষের দিকে উদ্ধৃত করে দেব।
সম্বন্ধে জানবার সুযোগ আমার আসেনি।
তাই ভ্রমণের অংশটুকু কেবল শ্রীমান (ক্রমশঃ)

ভালোবাসায় জীব যখন কাঁদতে পারে, তখন সে অনেক উঁচুতে উঠে যায়

-নজরুল

সংগ্রাহক — ৭১০৬ স্বপন ঘোষ।

ঝড়ের মধ্যে নিশ্চল ভাবে দাঁড়িয়ে থাকা চলে না। এখন পৃথিবী জুড়ে পরিবর্তনের ঝড় বইছে। কাল এবং জগৎ নিশ্চল নয়।

পরিবর্তনই জীবনের ধর্ম। কেবল অতীত কিংবা বর্তমানের দিকে তাকিয়ে থাকলে ভাবীকালের সঙ্গে তাল রেখে চলা যাবে না।

— জন, এফ, কেনেডি।

সংগ্রাহক — ৬৭৫০ প্রভাস কুমার শী।

নুটোদার ভুরিভোজ

—অনন্ত কুমার বিশ্বাস।
নৈনিতাল, ইউ, পি,

বেলা তিনটে নাগাদ সংবাদ পেলাম আমাদের নুটোদা বাড়ী এসেছে। দু-এক দিন বা দু-এক মাস নয় পাকা ছয়টি বৎসর পর। এমন নিরুদ্দিষ্ট কোন লোক যদি ছয় বছর পর হঠাৎ এসে উপস্থিত হয়, সংবাদ শুনে কার না মন আনন্দে গদ গদ হয়ে ওঠে। বিশেষ করে নুটোদার সংবাদে আমাদের কয়েক বন্ধুর আনন্দের সীমা রইল না। অমর, সুরেশ আর আমি। সেই ছেলেপড়া দুপুর রোদে তিন জন প্রস্তুত হয়েছিলাম নুটোদাকে দেখতে যাওয়ার জন্য।

নুটোদার জন্য এত আগ্রহী হওয়ার কারণ আছে। আমরা যখন অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র, নুটোদা তখন আমাদের সতীর্থ। আমাদের ক্লাসকে, কেবল আমাদের ক্লাসকে নয়, সমস্ত স্কুলটিকে সে হাসির তুফানে ভাসিয়ে দিত। এমন মজার মজার কথা বলত যে, যে কোন ছাত্র বা শিক্ষক শুনলে না হেসে থাকতে পারত না। রাগের কথা হলেও তার ওপর কেউ রাগ করতে পারতেন না।

নুটোদা ছিল একটু তোত্‌লা। কথা বলতে গেলে অনেক কসরত করে তবে কথা সমাপ্ত করত। কষ্ট হলেও ক্লাসের ছাত্ররা তার চোখ মুখের ভঙ্গি দেখে, এ ওর গায়ে কনুইয়ের গুঁতা মেরে হো হো করে হেসে উঠত। শিক্ষক একদিন বানান জিজ্ঞাসা করলেন নুটোদাকে। নটবর! বানান করো 'উৎকৃষ্ট'। নুটোদা মুখ

তোলার মত করে আরম্ভ করল· উ—উ—উ—উ—উ—উ—উ ত্—উৎ। কষ্ট—কি—কি—কি কির্ কির—কির—ই—ই—ই—ই· ·· ···

ন্যুটোদার সেই উ উ আর কির্ কির্ শব্দ শুনে আমাদের ভিতর ততক্ষণে হাসির গুর গুরাণি সুরু হয়ে গেছে। কেউ হয়তো খিল্-খিল্ হো-হো করে হেসে উঠল। শিক্ষকের মনেও হাসির দমকা এসে লাগে। তিনি লাঠি দিয়ে ইশারা করে বলে উঠলেন— তুমি বসো নটবর। আর কষ্ট করতে হবে না।

আর একদিনের ঘটনার কথা না বলে পারছিনে। ঐ অষ্টম শ্রেণীতে পড়তে পড়তেই ন্যুটোদার বিয়ে হয়ে যায়। অত অল্প বয়সে বিয়ে হবার কারণ হল তার তোত্লামি রোগ। ন্যুটোদা পাঁচ ভাইয়ের ছোট। ভাইরা মনে করলো এই তোত্লা নটবর বড় হলে ওকে কেউ মেয়ে দেবে না। তার থেকে ছোট থাকতে ওর বিয়ে দেওয়া যাক। পাশের গ্রামের এক ভদ্রলোকের চারিটি মেয়ে মাত্র। বড়টি কানে খাট। ভদ্রলোক মনে করলেন মেয়ে বড় হলে যদি কেউ গ্রহণ না করে তবে মহা মুশকিলে পড়তে হবে। এখন দেখে শুনে যদি বড় মেয়ে ব্যাছিকে পাত্রস্থ করা যায় তো মন্দ কি! খুঁজে খুঁজে শেষে ন্যুটোদাকে পেলেন। দেখা দেখির পর এল বিয়ের দিন। বরযাত্রী হিসাবে আমরা কয়েকজন নিমন্ত্রণ পেলাম।

বিয়ের দিন ন্যুটোদাকে নিয়ে যেয়ে বসলাম ছাঁদনাতলায়। চারিদিকে লোক ভর্তি। মেয়ে পুরুষে বর দেখার জন্য উঁকি ঝুঁকি মারছে।

এদিকে শুভলগ্ন দেখে পুরোহিত আসনে এসে বসলেন। তারপর ডাক পড়ল ন্যুটোদার। ঝট্পট কাজ সারা দরকার। কিন্তু বিয়ে দেখতে যারা এসেছে, তাদের সকলের মনের ইচ্ছা ছেলের নাম পরিচয় জানার। তারা সে সুযোগ করার পূর্বেই পুরোহিত তাকে ডেকে বিয়ের আসনে বসিয়েছেন। তারপর আরম্ভ করে দিয়েছেন বিয়ের মন্ত্র। হঠাৎ এক জায়গায় বাধল সমস্যা। ন্যুটোদার নাম, বাবার নাম, ঠাকুরদার নামের প্রয়োজন। পুরোহিত জিজ্ঞাসা করলেন ন্যুটোদার কাছে— নিজের নাম কি বল?

আর যায় কোথায়— ন্যুটোদা আরম্ভ করেছে—ন-ন-ন-ন— নো-নো-নো··· কিন্তু আর কথা ফোটে না। সমস্ত ছাঁদনা-

তলার লোক অবাক হয়ে নুটোদার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। এদিকে নুটোদার ঐ ন - ন ন - নো - নো - নো - শব্দ করা দেখে তার মেজোভাই সুরেন্দ্র ভগবানের নিকট প্রার্থনা আরম্ভ করে দিয়েছে।

ওদিকে নুটোদা তত সময় ন - ন - নো নো করতে করতে শেষ পর্যন্ত নো - নো-নট্— নো- নো - নুট্ পর্যন্ত যেয়ে আর দম ফিরাতে পারেনি। ওদিকে উপস্থিত একদল ছেলেরা তাই নিয়ে হাসাহাসি জুড়ে দিয়েছে। নো— নো— নট্ নো— নো— নট্। বরকর্তা নিজের নাম জানেন না। হাসির পালা বয়ে যেত লাগল ছাঁদনা তলায় ঐ নো— নট্ নিয়ে।

পুরোহিতকে অন্য একজন নুটোদার নাম বলে দিলে তিনি কাজ আরম্ভ করলেন। পরে নুটোদার বাবার নাম। তোমার বাবার নাম বল! নুটোদার বাবার নাম উপেন্দ্র নাথ রায়। নুটোদা আরম্ভ করে দিল। —উ উ - উ উ— উঃ— উঃ— উঃ।

উপেন্দ্র আর হল না। তাব দেখে পুরোহিত মেয়ের বাবাকে ডাকলেন— সোমনাথ! দেখ তো তোমার জামাইয়ের কিছু হল নাকি? উঃ উঃ করছে কেন?

আর যায় কোথায়। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ছাঁদনা তলাটি হো - হো হাসিতে উড়ে যেতে লাগল। আমাদের তো লজ্জা এবং হাসির চোটে পেট পর্যন্ত খিল্ লেগে গেল।

তারপর যা হোক করে বিয়ে হয়ে গেল। সবাই নুটোদাকে আর তার বউকে নিয়ে বাড়ী এলাম। তার কিছুদিন পরেই নুটোদা নিরুদ্দেশ। নুটোদার নাকি মেয়ে পছন্দ হয়নি। কানে কানা বলে নুটোদা একদিন আমাদের এসে বলল— আমি এই কা- কা- কা- কা-না নিয়ে ঘ - ঘ- ঘ- ঘ - র করবো নি। তারপর নুটোদা কোথায় চলে যায়।

দুই বছর পর হঠাৎ নুটোদার এক চিঠি এসে হাজির হয় তাদের বাড়ীতে। নুটোদার মা সেই চিঠি নিয়ে যেয়ে আমাদের ক্লাসে হাজির। তখন আমরা দশম শ্রেণীর ছাত্র। নুটোদাদের বাড়ী স্কুলের পাশেই। নুটোদার মা আমার কাছে চিঠি দিয়ে বললেন— এটা কার চিঠি বাবা পড়ে দেখতো! আমার নুটো

নিকেচে নাকি ?

চিঠিখানা নিয়ে পড়ে দেখি নুটোদা লিখেছে। লিখেছে — "আমি মরিনি ! মরতে যেয়েও মরতে পারিনি। যমের অরুচি বলে বেঁচে আছি। বয়েজ নেভিতে নাম দিয়ে এখন জাপানে আছি। আমার জন্যে কেউ যেন চোখ দিয়ে লেবুর রস ফেলো না তা'লে চোখ অন্ধ হবে। আর কালা খোকে বলো যেন আমাকে ছেড়ে অন্য কারুর গলায় মালা না পরায়। তার জন্যে আমার এই চাকুরি জুটেছে। সে না থাকলে আমি সমুদ্দুরে ডুব দেব।".

চিঠি পড়ে হাসি পেল আবার মনে অনুকম্পাও জাগলো। নুটোদার মা তখন আনন্দের সাগরে ভাসতে ভাসতে বাড়া যেয়ে পাড়া মাথায় করে তুললেন নুটোদার জীবিত সংবাদ জানিয়ে।

এর মাস পাঁচ ছয় পর কি একটু বেশী হবে। হঠাৎ ঘটল আর এক ঘটনা। সংবাদপত্রে সহসা একটা দুঃসংবাদ পাওয়া গেল। তাতে লেখা ছিল— "জাপান থেকে ভারতে আগমন রত একটি জাহাজ সমুদ্রের এক ডুবন্ত পাহাড়ে লেগে ভেঙে চৌচির হয়ে ডুবে গিয়েছে। যাত্রীদের এখনোও কোন সন্ধান পাওয়া যায় নি। তবে বিভিন্ন দেশের অনুসন্ধানকারীরা খোঁজ করছেন।

এই সংবাদ প্রথম নুটোদার মার কানে পৌঁছল। কাঁদতে কাঁদতে ফিট হয়ে পড়লেন। তিনি তারপর জ্ঞান ফিরলে হাউ হাউ করে আর্তনাদ করতে লাগলেন। হায় রে নুটো হায় — কেন গেলি তোর ফুটো বাবার নায় — হায়রে নুটো হায়— কেন গেলি তোর ফুটো বাবার নায়।......

আর্তস্বরে কাঁদতে শুনে আমরা স্কুলের প্রায় সব ছাত্র ছুটে গেলাম নুটোদাদের বাড়ীতে ব্যাপার কি জানতে। কিন্তু নুটোদার মার ঐ " হায়রে নুটো হায়— কেন গেলি তোর ফুটো বাবার নায়"।

ঐ সুর শুনে আমাদের অনেকে তখন হাসতে শুরু করে দিয়েছে। তাদের ভাব দেখে আমার মনেও তখন দুঃখের হাসি এসে গেল। ব্যাপার শুনে ফিরে আসতে আসতে অনেকে নুটোদার মার সুরে সুর করে নাঁকি সুরে আরম্ভ করে দিল— "হায়রে নুটো হায় — কেন গেলি তোর ফুটো বাবার নায় — হায়রে নুটো হায় — কেন গেলি তোর ফুটো বাবার নায়।

দুঃখের বদলে সমস্ত স্কুলের ছাত্ররা এ-

ওকে— ও–একে গুঁতো মেরে হাসতে লাগল।

সেই মরে যাওয়া ন্যুটোদা ছ'বছর পর বাড়ী ফিরছে শুনে কার না তাকে দেখবার জন্য আগ্রহ জাগে। অমর সুরেশ আর আমি প্রস্তুত হয়ে বেরিয়ে পড়লাম। দুপুর রোদের দাপট আর মানলাম না। কিন্তু যেতে যেতে অনেক কথা মনে পড়তে লাগল। ন্যুটোদা অনেক দেশ ঘুরেছে।

অনেক ভাষা শিখেছে। এখন প্রমোশন পেয়ে অফিসার হয়েছে। বর্তমানে দিল্লীতে তার অফিস। সেখান থেকে সকালে এসেছে বাড়ীতে। সে কি আমাদের দেখে চিনতে পারবে? আমাদের সঙ্গে গল্প করে কথা বলবে কি? আমাদের মত ছেঁদো ফেঁদো যার অফিসে সাক্ষাৎ করতে গেলে পারমিশনের প্রয়োজন হয়।

এমনি নানা কথা ভাবতে ভাবতে এগিয়ে চলেছি। সহসা ন্যুটোদাদের বাড়ীর নিকটে যেতেই দেখি সুটকেশ আর বেডিং কাঁধে হন্ হন্ করে এদিকে এগিয়ে আসছে ন্যুটোদা। পিছনে ন্যুটোদার মা কঁদতে কাঁদতে আসছেন আর বলছেন— "ওরে ন্যুটো, ন্যুটো রে, তুই ফিরে আয়। রাগ করে যাসনে রে ন্যুটো, রাগ করে যাসনে। ফিরে আয়— ফিরে আয়। আমার ঘাট হয়েছে তুই ফিরে আয়।" ওদিকে পিছনে পিছনে আসছে তার বৌদিরা আর ছেলেমেয়েরা। এবং তাদের সঙ্গে ন্যুটোদার বউও।

দূর থেকে ব্যাপার দেখে আমরা সবাই তো অবাক। একি? ন্যুটোদা সকালে আসতে না আসতেই দুপুরে আবার চলে যাচ্ছে কেন? আর অন্যান্যরাও বা তার পিছু পিছু আসছে কেন?

অমর আর সুরেশকে আসতে ইশারা করে খুব দ্রুত হেঁটে চললাম। মনে ভেবেছিলাম কাছে গেলেও ন্যুটোদা আমাদের চিনতে পারবে না। কিন্তু দূর থেকে দেখেই ন্যুটোদা বলে উঠল— আয় আয় আজ ছয় বছর পর তো- তো- তোদের সঙ্গে দ্যা- দ্যা- খা। সময় সংক্ষেপ বলে দেখা কো- কো- র- বার সুযোগ হয়নি। কে-ম ন- আছিস তোরা? কু - কু - শল তো?

ন্যুটোদার কথাগুলির ভঙ্গিতে বুঝলাম কিছুটা সেরেছে। তার কথা শেষ হতে না হতে আমরা কাছে যেয়ে পড়লাম। বললাম আমরা ভাল। কিন্তু তোমার

এই অবস্থা কেন? একেবারে বোচ্‌কা কাঁধে ধুলো পায়ে লগ্ন? বৌ টৌ সমেত নাকি?

না। ও কা- কা- কা- কা- কাদাকে নেব না। অফিসের কা- কাজ ফেলে এসেছি তাই।

এটা কিন্তু নুটোদার মনের কথা নয়। তার মনের কথা বুঝলাম কিছুটা পরে। তার মা আমাদের নিকট এসে পৌঁছলে। তিনি সেই পূর্বের ন্যায় কাঁদতে কাঁদতে এসে নুটোদার হাত ধরে টানাটানি করে বলতে লাগলেন— ওরে নুটোরে, তুই আমার সকলের ছোট ছেলে। ছয় বছর পরে বাড়ী এলি। আসতে না আসতে রাগ করে চলে গেলে আমি কি করে থাকবো। তুই ফিরে চল।

—আমি যাবো না। দ্‌-দাদারা আছে। ত্‌—তাদের নিয়ে থাকোগে যাও।

নুটোদার মা তাকে হাত ধরে টানাটানি করতে লাগলেন আর কেঁদে কেঁদে বলতে লাগলেন— তুই চল নুটো, আমার ঘাট হয়েছে তুই চল। কিন্তু নুটোদার ঐ একই কথা। আমি য-যাবো না। আমাকে কে কত আদর যত্ন করে তা বুঝতে বাকী নেই। আমি আর যাবো না— যাবো না……

—বলতে বলতে নুটোদা শিশুর ন্যায় সবেগে হাউ হাউ করে কান্না জুড়ে দিল। আমরা তার বন্ধু বান্ধবরা কাছে আছি দেখেও তার এতটুকু লজ্জা বোধ হল না। ছোট্ট ছেলের মত ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে চলল। আমরা দেখে তো অবাক। যে একজন মান্য গণ্য অফিসার, তার এমন ছেলেমানুষির কারণ কি? নিশ্চয়ই কোন অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু আমরা তার কিছু না বুঝে বোকার মত একবার নুটোদার বৌ এবং বৌদিদের দিকে, একবার নুটোদার দিকে, একবার নুটোদার মায়ের দিকে তাকাতে লাগলাম।

একটু বাদেই নুটোদার মা-ই সমস্যার সমাধান করলেন। বললেন— তোমরা যখন এসেচ বাবারা, শোন আমার দোষ কোতায়। আমি না জানি নিকাপড়া, না গেচি দেশ বিদেশ। কথা কইতেও জানিনে। তুই নিকাপড়া জানিস। তোর জ্ঞান গম্যি আছে। তুই আমার উপর রাগ করে যাবি ক্যানে? শোন তোমরা ব্যাপারডা। নুটো আজ ছয় বচ্ছোর পর বাড়ী এয়েছে। সকালে এলি মুড়ি খেত্তি দিলাম। তারপর বৌগার আন্না কত্তি না

দিয়ে আমি গেলাম আনতে। মরে পিটে সাত তাড়াতাড়ি মাছ, মাংস, হাসের ডিম রান্না করেছি। বাড়ীতে দুধের অভাব নেই। চার-পাঁচটা বৌ। চার—পাঁচটা গাই আছে। তাড়াতাড়ি তারা দুয়ে এনে দিল। আমি দৈ পাতলাম। তারপর আমি নিজে গেলাম তোকে খেতে দিতে।

পেথ্থম থালায় করে দিলাম একটুকুন কচুর ডাঁটার চচ্চড়ি। তা দিয়ে দেখলাম তুই বেশ তৃপ্ত করে খেলি। পরে বল্লি - মা, আর 'কুচু' আছে? আমি বললাম—আছে। এনে দিলাম আবার সেই কচু শাঁক। তা খেয়ে তুই আবার বল্লি—মা আর 'কুচু আছে? বললাম আছে? আছে বলে আমি মনে মনে ভাবতে লাগলাম—নুটো দেশে দেশে ঘুরে বেড়ায়।

সেকে.ন অনেক ভাল ভাল খায়। কচু শাঁক তো আর খায় না। তাই বুঝি কচু শাঁক তার ভাল লাগচে। তাই বললাম – আছে আছে না—অনেক আছে। কত খাবি? এই যে এ/ন দিচ্ছি। আবারো এ ন দিলাম কচু শাঁক। পাতে ঢে.ল দিলাম বড বাটির এক বাটি। নে খা, কত খাবি খা। দিয়ে আবারো ভাবতে লাগলাম। তা নাকিন হল। আমি যে কষ্ট করে নুটোর জন্যি মাছ, মাংস, ডিম, দুধ, দৈ তৈয়ের করেছি। তা থুয়ে নুটো এতো কচু শাঁক খাচ্ছে কেন? নুটোকে বিদেশী ভূতে ধরেচে নাকিন? মাছ, মাংস খাবে কোন?

এই কথা যেই বলতে যাবো অমনি দেখি নুটো হাতের ভাত ঝেড়ে ফেলে উঠে রাগে গজ্‌ গজ্‌ করতে করতে বেরিয়ে গেল। আমি এত ডাকতে লাগলাম, ওরে নুটো, নুটোরে, তুই উঠলি কেন? তোর জন্যি মাছ, মাংস, মিষ্টি, মিঠাই কত কি রেধেছি। না খেয়ে উঠে গেলি কেন্? খেয়ে যা, ওরে নুটো? আর নুটো নেই।

শাঁ-শাঁ বেগে রান্না ঘর থেকে বেরিয়ে এল। আমি বেরিয়ে এসে দেখি নুটো বোচকা কাঁধে তত সময় রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছে। আমি সেই থেকে ডাকতে ডাকতে আসছি, তবুও ফিরবে না। এতে আমার কি দোষ হয়েছে তোমরা বল, বাবারা?

নুটোদার মায়ের কথা শুনে নুটোদার বৌদিরা ঘোমটার তলে মুচ্‌কি হাসতে শুরু করে দিয়েছে। আমি তা দেখে ব্যাপারটা অনুমান করে নিয়ে যেয়ে নুটোদার হাত ধরলাম। তা সত্ত্বেও নুটোদা সেই কান্নার সুরে বলে উঠল—

হুঁ, হুঁ, আমি কি কচু শাক চেয়েছিলাম। আমি বলেছিলাম আর 'কুছ্?' মানে আর কিছু। হিন্দীতে বলে 'কুছ্।'

ওমা-মা-মা! তা বলতি হয়তো? আমি তো ভাবলাম নুটো নিকাপড়া শিকেছে। দেশ বিদেশে বেড়ায়। ভাল ভাল কথা বলে। তাইতো কচুকে বুঝি সে কায়দা করে কুচু বলতেছে। তাইতে কচু শাক দিয়েছি ঘন ঘন। তা না বলে তুই রাগ করে যাবি?

নুটোদার রাগের কারণ যে 'কুচু' অর্থাৎ কচু শাক তা শুনে আমাদের পেটের ভিতর থেকে হাসির দমকা ভেসে উঠল উপর দিকে। মনে মনে ভাবতে লাগলাম— একজন অফিসার হয়েও নুটোদার পেটটা আজ কচু শাক খেয়ে ফুলে ঢোল হয়ে উঠেছে। গলাটা ফুলে হয়েছে গোঁদা পায়ের মত। আমি নুটোদাকে উদ্দেশ্য করে বললাম— 'কি হে নুটোদা, আর "কুচু" খাবে নাকি?

আমার কথা শুনে নুটোদার রাগ করা তো দূরের কথা, সে হো হো শব্দে হেসে উঠল। অন্যদিকে তাকিয়ে দেখলাম তার বৌও হাসছে। তার বৌদিরা হাসছে। আমাদের তো আর কথাই নেই। এদিকে নুটোদা কোনমতে হাসিটা কিঞ্চিত থামিয়ে বলে উঠল— দেখ ভাই, তোমরা আর কিছু বলোনা কিন্তু। তাহলে হাসতে হাসতে আমার পেটের সব 'কুচু' উঠে পড়ে যাবে।

নুটো বলে আবার হো হো শব্দ হেসে উঠল। সেই সাথে পড়ে আমাদেরও পেটে খিল ধরে গেল।

এরপর নুটোদার হাত ধরে টানতে টানতে নিয়ে গেলাম তাদের বাড়ীতে। এবং বিষয়টি নিয়ে বাড়ীতেও চলল হাসির ধুম। এতে বুঝলাম, ভাষা শিখে ক্ষেত্র বিশেষে ব্যবহার করতে না জানলে, মাছ, মাংস, মিষ্টি মিঠাইয়ের বদলে কেবল 'কচু' শাক খেয়েই পেট ঢাক করে তুলতে হয়। আবার হয়তো কোন কোন ক্ষেত্রে পিঠও ফুলে যেতে পারে।

(ছোট গল্প প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত রচনা)

মুক্তি

—জীবন ভদ্র
কেরালা

সারা দিন বৃষ্টি ঝরছে। রাতেও তার বিরাম নেই। একটানা কেঁদে চলেছে আকাশ। চারদিকে অন্ধকারের বন্যা। নারিকেল সারির মধ্যে জ্বলছে একটি পেট্রোম্যাক্স।

কুঞ্জীরামন তার প্রেয়সীর গলায় মালা দেয়। কোন অতিথি আসেনি। আসতে পারেনি এই পোড়া বৃষ্টির জন্য। আশ-পাশের বাড়ীর যা দু একজন এসেছিল, তারা সাতসকালে বিদায় নিয়েছে। ঘরে এসেছে কুঞ্জীরামন। ভাগীরথী খাটের উপর চুপ চাপ বসে আছে। বৃষ্টি ভেজা কাজু ফল পাকার গন্ধ ভেসে আসছে জানালা দিয়ে। কুঞ্জীরামন ভাগীরথীকে বলে—তোমাকে দেখতে দারুণ লাগছে। কেন লাগছে জান? তুমি শ্যামলী বলে। ভাগিরথী চমকে উঠে। এভাবে কেউ তাকে কোন দিন বলেনি। মনে মনে ভীষণ খুশী হয়। যে গায়ের রং এর জন্য তার এতদিন বিয়ে হয়নি, সেই রং এক-জনের ভাল লেগেছে। সে আর কেউ নয় তার স্বামীর। অনেক রাতে ভাগিরথী শুনতে পায় কোথায় যেন ঘুঘু পাখী একটানা করুণ সুরে কেঁদে চলেছে।

সকাল বেলায় কুঞ্জরামন বিছানা ছাড়তে চাইছে না। মা এসে হাঁক ডাক শুরু করে দিয়েছে। কাজে যাবার জন্য তাড়া দিচ্ছে। কেন জানিনা আজ কুঞ্জীরামন কিছুতেই মাঠে যেতে চাইছে না। আবার মা এসে ডাক দেয়— কি রে, মাঠে যাবি না? - যাব, বলেই ভাবতে বসে, এটা বলা তার ঠিক হয়নি। আজ নুতন বৌকে ঘরে রেখে মাঠে যেতে মন চায়? কোন উপায় নেই মাকে বলে ফেলেছে যাব। যতই কষ্ট হোক ওকে যেতেই হবে। তাড়াতাড়ি ভাত খেয়ে নেয় কুঞ্জীরামন। বাইরে যাবার আগে একবার তাকিয়ে দেখে বৌটার দিকে। বেশীক্ষণ ওর দিকে তাকিয়ে থাকতে পারল না। ভীষণ একটা লজ্জা যেন ওকে তাড়া করে।

বার বার কাজের মধ্যে শুধু সন্ধ্যা-বেলাকে কামনা করেছে। সূর্য্য ডুবে গেছে। রাত্রে ঘরে ফিরে এসেছে কুঞ্জীরামন। বৌকে দেখতে পায়নি। তাড়াতাড়ি হাত পা ধু'য়ে ঘরে এসে দেখে রান্নায় ব্যস্ত ভাগীরথী। মা বসে বৌকে কি বোঝাচ্ছে। কুঞ্জীরামন বলে— এ.কবারে নাবালিকা মা, পান খাওয়া; লাল, ক.র খাওয়া দাঁত বের করে হাসতে থাকে কুঞ্জীরামনের মা। এক সময় ক্লান্ত হয়ে খাটের উপর গড়িয়ে পড়ে. এই কয়েক-দিনের মধ্যে ভাগীরথী অনেক আপন হয়ে এসেছে, অনেক মনের কথা বলতে শিখেছে, আর কোন দ্বিধা নেই, নেই কোন সংকোচ।

শুয়ে শুয়ে ভাগীরথী হাসছে, কুঞ্জীরামন ওর গালে আস্তে টোকা দেয়, ভাগীরথী গলা জড়িয়ে ধরে বলে তোমাকে এত সুন্দর লাগছে কেন জান? না ত, —তুমি দেখতে একটু ট্যারা সেই জন্য, কুঞ্জীরামনের মনের মধ্যে কান্নার ঢেলা পাকিয়ে আসতে চায়। এতদিন যে চোখকে সে নিজে ভালবাসত না। মনে হোত উপড়ে ফেলে দেয়। আজ সেই চোখকে একজন ভালবাসতে পেরেছে। সে আর কেউ নয় তার স্ত্রী ভাগীরথী। ওর মনে হোল ভাগীরথীকে আরো ভালবাসবে ও, আরো আদর করবে।

সকাল বেলায় ভাগীরথী তাড়াতাড়ী উঠে রান্নাঘরে চলে গেছে। কুঞ্জীরামন বিছানার বাঁ পাশে হাত রেখে দেখে ভাগীরথী নেই। সকালের ঠাণ্ডা হাওয়ায় ওর রাগ হোল। মা উঠে রান্নাঘরে এসে দেখে ভাগীরথীর ভাত রান্না শেষ হয়েছে। রান্নাঘর থেকে লম্বা লম্বা পা ফেলে ছেলের কাছে এসে বলে — ঘরে এক ফোঁটাও কেরোসিন তেল রাখেনি বৌটা।

কেন মা?

— উনুন ধরাবার জন্য, সবটাই ঢেলে দিয়েছে।

— ও কিছু হয়নি। কেরোসিন অনেক কেনা যাবে মা।

— যে ছেলে বৌয়ের কথা শোনে, এমন ছেলের কপালে অনেক দুঃখ আছে।

— তুমি চুপ করে বোস মা।

— ও আমি এখন কিছু বললেও তোমার ভাল লাগবে না।

—কি হচ্ছে মা। ও শুনবে যে।
—ওর শোনার জন্য বলছি।

কুঞ্জীরামন মাথায় পাগড়ী এটে, লুঙ্গী কোমরে তোলে। ওর ট্যারা চোখ লাল হয়ে যায়। কাউকে কিছু না বলে বেরিয়ে পড়ে মাঠের দিকে।

রাত হয়েছে। কুঞ্জীরামন অনেক কিছু ভাবতে ভাবতে বাড়ীর দিকে পা বাড়ায়। বাড়ীতে এসে দেখে ভাগীরথী আলোর কাঁচ পরিস্কার করছে। ধারে কাছে কেউ নেই। ভাগীরথীকে জড়িয়ে ধরে কুঞ্জীরামন। —এই কি হচ্ছে। কুঞ্জীরামনের বাহুবন্ধন থেকে মুক্ত নিতে গিয়ে আলো পড়ে যায় মাটিতে। কাচ ভেঙ্গে যায়। কুঞ্জীরামন একটুকু বিচলিত না হয়ে, ভাগীরথীকে টেনে নেয় নিজের বুকের মধ্যে। যেমন দিন, রাতের অন্ধকারের মধ্যে মিলিয়ে যায়। তেমনি করেই মিলিয়ে যায় কুঞ্জীরামনের বুকের মধ্যে।

কুঞ্জীরামন বাইরে এসে দেখতে পায় মা ঘরের মধ্যে বসে আছে। — মা তোমার শরীর খারাপ না কি? কোন জবাব আসে না। মা রাতে কিছু না খেয়ে শুয়ে পড়েছে। কুঞ্জীরামনও কিছু খায় না। ভাগীরথী আলো কমিয়ে দেয়। কুঞ্জীরামন জিজ্ঞাসা করে— তোমার আবার কি হোল। —না কিছু না ত। ভাগীরথীর চোখ দুটো জলে ভরে যায়। কুঞ্জীরামন বুঝতে পারে না, কি হোল এর মধ্যে।

সকালে উঠে কুঞ্জীরামন কোদাল তুলে নেয়। বাইরে দাঁড়িয়ে মা সব দেখছে। কুঞ্জীরামনের সারা শরীরে জড়িয়ে রয়েছে ক্লান্তি। নারকেল গাছের ছায়ায় এসে বসে একটা বিড়ি ধরায়। ভাগীরথী আস্তে করে স্বামীর কাঁধে হাত রাখে।

কুঞ্জীরামন লক্ষ্য করে বৌটার সারা গাল বেয়ে ঘাম ঝরছে। ওর মনটা বিষন্নতায় ভরে ওঠে। জিজ্ঞাসা করে— তোমাকে এত গভীর গম্ভীর লাগছে কেন?
কই গম্ভীর লাগছে, বলে হেসে ওঠে।

রাত, নিশুতি রাত। শুধু কুকুর ডেকে চলেছে। ঘুম আসছে না কু- মনের। হঠাৎ শুনতে পায় কে যেন কাঁদছে। উঠে বসে কুঞ্জীরামন। বালিশের তলা থেকে দেশলাই বের করে আলো ধরায় তোমার কি হয়েছে ভাগীরথী কোন জবাব দেয় না। শুধু দু চোখ দিয়ে জলের ধারা বইছে। আস্তে করে কাছে টেনে দু চোখ মুছিয়ে দেয়। আবার জিজ্ঞাসা করে - তুমি কাঁদছ কেন?

ছোট্ট একটা জবাব—এমনি। না এমনি।

—না এমনি কেউ কাঁদতে পারে না। তুমি কি পাগল হয়েছ। কুঞ্জীরামন ভাবে বাপের বাড়ীর কথা মনে পড়াতে কাঁদছে ভাগীরথী। ভাবতে ভাবতে কুন্জীরামনের ট্যারা চোখ জলে ভরে ওঠে। আলো নিবিয়ে দিয়ে জড়িয়ে ধরে ভাগীরথীকে। আদর করে বলে - তোমার কি হয়েছে সোনা। —না আবার কিছু হয়নি। —আচ্ছা আমি কি তোমার কেউ নই? আমার কি তোমার সম্বন্ধে জানার এতটুকু অধিকার নেই? কোন আওয়াজ আসে না। চুপ করে শুয়ে পড়ে।

ভোরে উঠে পড়ে কুন্জীরামন। কোদাল নিয়ে নিজের জমিতে এসে, আলে কোদাল চালায়। দুটি জমির মাঝে যে বন্ধনটুকু ছিল, কেটে টুকরো করে দেয়।

আগের রাতে বৃষ্টি হয়েছে। চাষীরা বলদ নিয়ে মাঠে নেমে পড়েছে। সকলের চোখে মুখে এক দারুণ আনন্দ। মেয়েরা ধান রোয়ায় ব্যস্ত। কুন্জীরামন ওদের উদ্দেশ্য করে বলে - যখন ফসল কাটার সময় হবে, তখন আবার ফিরে আসব এই মাঠে। তার আগে নয়। একটি ঠাণ্ডা হাওয়ায় কুন্জীরামনের সমস্ত শরীরের ঘাম শুকিয়ে যায়। ওর মন ভরে উঠেছে এক অপূর্ব আনন্দে। ক্ষেতের মাঝখানে একটি হাড়ীতে কালো লাগিয়ে পুতে দেয়।

বাড়ী ফিরে আসে কুঞ্জীরামন। ঘরে উঁকি মেরে দেখে মা বিছানায় উপুড় হয়ে কাঁদছে। জোর করে ডাকে— মা তোমার কি হয়েছে? জোরে চিৎকার করে উত্তর দেয়— আমি তোর কে? কুঞ্জীরামন কান্না ভেজা গলায় ডাকে— মা। —তোকে দশমাস পেটে কে ধরেছে বল। হঠাৎ চাবুক খেয়ে সোজা দাঁড়িয়ে ওঠে কুঞ্জীরামন। ট্যারা চোখ আরো ট্যারা করে বলে— প্রতিবেশীদের গরু আমাকে পেটে ধরেছিল। বিড়ি ধরিয়ে জোরে জোরে টানতে থাকে।

রাত্রে কেউ কিছু না খেয়ে শুয়ে পড়ে। ভাগীরথী কাছে আসে। আস্তে করে কানে টোকা দেয়। —শরীরে রক্ত বেশী হলে যা হয়। —কি? —ঐত আজ হয়েছে, রক্তচোষা। কুন্জীরামন আর কিছুই শোনে না। ও স্বপ্ন দেখেছে। ওর ক্ষেতের ফসল সব পেকে উঠেছে। ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়ে।

সকালে কার হাতের স্পর্শে ঘুম ভাঙে কুন্‌জীরামনের। চেয়ে দেখে মা বুকে হাত বোলাচ্ছে। আদর করে জিজ্ঞাসা করে— হ্যাঁরে তোর মাকে চাই না বৌকে? তোর যদি মাকে চাই তবে ঐ হতভাগীকে বাপের বাড়ী রেখে আয়। তোর আবার বিয়ে দেব। দেশে মেয়ের অভাব হয় নি।

কুন্‌জীরামন উত্তর দেয়— তোমার কথা কখনও অমান্য করিনি, আর করব না। দৌড়ে বাইরে আসে কুন্‌জীরামন। বাইরের বারান্দায় বসে আছে ভাগীরথী। সে আজ অন্তঃসত্ত্বা। চিৎকার করে বলে কুন্‌জীরামন— কি কি জিনিষ আছে বেঁধে বাপের বাড়ী যাবার জন্য তৈরি হয়ে নাও। —কেন? - বেশী কথা আমি শুনতে চাই না। আমাদের সব বন্ধন আজ এখনই আমি শেষ করে দিতে চাই।

ভাগীরথী কাঁদেনি। নিজের জামা কাপড় টিনের স্যুটকেসের মধ্যে ভ.র নেয়। গালে পাওডারের প্রলেপ চড়ায়। চোখে কাজল টানে।

আস্তে করে স্বামীকে বলে- আমার বাড়ী, আমার বাপের বাড়ী আমার কাছে স্বর্গ। কুন্‌জীরামন আবার চিৎকার করে ওঠে - আমি বেশী কথা শুনতে চাই না।

বৌকে বাপের বাড়ী ছেড়ে আসার সময় বাজার থেকে মার জন্য ভাল তামাক কিনে নিয়ে এসেছে কুনজীরামন। অনেকগুলো কুকুর একটানা বে-সুরে কেঁদে চলেছে। মা আজ অনেক দিন পরে ছেলেকে খাওয়াতে বসেছে। আজ অন্য দিনের তুলনায় অনেক ভাত বেশী খেয়েছে। রাতে একলা বিছানায় কিছুতেই ঘুম আসছে না। একটির পর একটি বিড়ি টেনে রাত কাটিয়ে দেয়।

সকালে উঠে মা চন্দনের ফোঁটা পরিয়ে দেয়। আবার পান খাওয়া করে খাওয়া দাঁত বের করে হেসে উঠে। কুঞ্জীরামন মার হাসিতে যোগ দেয়। সারা ক্ষেতে সবুজের সমারোহ। ঠাণ্ডা হাওয়ায় ক্ষেতের আল ধরে এগিয়ে চলে।

[illegible]রামন ক'দিন ধরে কবিরাজের বাড়ী দৌড়াদৌড়ি করছে। মার অসুখ বেড়েছে। সারা ক্ষেতে পাকা ধান। রাতে পাহারা দিতে হয় কুন্‌জীরামনকে। আজও মশাল ধরিয়ে পাহারা দিতে চলে যায়। ধান কাটা শেষ হয়েছে।

সমস্ত ধান কুনজীরামন গোলায় তুলেছে

বর্ষা আবার শুরু হয়েছে। কুনজীরামন আবার মাঠে নেমে পড়েছে। রাতে ফিরে এসে মার কাছে বসে। মার কণ্ঠ দিন দিন ক্ষীণ হয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ ক্ষীণ কণ্ঠে বলে ওঠে- জানিস পাশের বাড়ীর বৌ বলছিল ভাগীরথীর বাচ্চা হবে। —ওটা ওর কাজের ফল। কুনজীরামন উত্তর দেয়— কার? —আবার কার, তোমার বৌ ভাগীরথীর। লাফিয়ে ওঠে কুনজীরামন। মা ভাবে এ ভাবে ওকে মনে পড়িয়ে দেওয়া উচিৎ হয়নি।

আবার মা অজ্ঞান হয়ে পড়েছে। আশা কম বাঁচার। ওর মনে হয় পৃথিবীতে আর কেউ নেই ওর কাছে দাঁড়াবার। সব চাইতে প্রিয় যে মা, সেই আজ তাকে ত্যাগ করে চলে যাবে। ভাবতে পারে না। দাঁড়াতে গিয়ে মাথাটা ঘুরে যায়। অজ্ঞান হয়ে পড়ে।

অনেকক্ষণ পরে জ্ঞান ফিরছে পাশের বাঁশ ঝাড়ের বাঁশ কাটার আওয়াজে। চারিদিকে তাকিয়ে দেখে প্রতিবেশীরা সব হাজির হয়েছে। কুনজীরামন শিশুর মত কেঁদে ওঠে। মায়ের পায়ের নীচে গিয়ে বসে। এইত কদিন আগে মার রোগমুক্তির জন্য দেবতার দরজায় দরজায় মাথা কুটেছে। সেই মা আর ভাল হোল না চিরদিনের জন্য মুক্তি নিয়ে গেল।

প্রতিবেশীদের কান্নার আওয়াজে বাইরে তাকিয়ে দেখে সকলেই কাঁদছে। মার পায়ের উপর মাথা রেখে চোখ বুজে বসে থাকে।

প্রতিবেশীদের ঠেলে সরিয়ে দিয়ে একটি বৌ এগিয়ে আসে। সেই শ্যামলী মেয়েটা কোলে তার বছর দেড়েকের একটি ছেলে। সেই ট্যারা চোখ, না কালো না ফর্সা, নাক দিয়ে সর্দি ঝরছে।

এগিয়ে এসে ভাগীরথী কুঞ্জীরামনের পিঠে হাত রাখে। ছেলেটিকে এগিয়ে দেয় কোলে। ছেলেকে কোলে নিয়ে কুঞ্জীরামন মার মুখের কাপড় সরিয়ে বলে—বাপী একটা হমী দাও ঠাকুমাকে।

(মালয়ালাম সাহিত্যের স্বনামধন্য ছোট গল্পকার শ্রী পি, আর, নাথনের - পাকালুম রাত্রিউম্ (দিন-রাত) গল্পের ছায়া অবলম্বনে)।

কি হবে রোদ্দুর

— রচিত কবি ক্লদ্ আবিতবল।
(মূল ফরাসী কবিতা থেকে অনূদিত)

অনুবাদক — সাক্ ক্লেয়ার।
প্যারিস, ফ্রান্স।

আমি এক ফালি রোদ্দুর চেয়েছিলাম আজ,
পাখির বুকের পালকের মতো
উষ্ণ নরম এক ফালি রোদ্দুর।
কিন্তু, ভিজে ঘাসের মধ্যে আমি তোমার
আর্দ্র সবুজ মনের উপমা পেয়েছি আজ
জনাকীর্ণ ষ্টেশনের সেই মুহূর্তের
তোমার মুখের কালো ছায়কে
আজকের আকাশ অবিকল নকল করেছে যেন
মেঘলা আকাশের বিবর্ণ বিষণ্ণতায়, আজ আমি
তোমার ম্লান মুখের আভাস পেয়েছি।
দেখেছি অন্তহীন নীলকে অক্টোপাশের মতো
অকস্মাৎ ঘিরে ধরেছে ভিজে মেঘের হাজার হাত
সে দিনের অকস্মাৎ রাহুগ্রাস মনে পড়ে যায়
তোমার জ্যোৎস্নায় কি হবে রোদ্দুর?
রোদ্দুরের নিষ্ফল প্রত্যাশা থাক, সেই ঢের ভাল।

—:—

কবি সুকান্ত

— এম, সি, মাম্মা
মালদা।

এতটুকু বুকে
অতটা আগুন ছিল
জানতনা কেউ।
স্ফুলিঙ্গ উঠল দেশলাই কাঠিতে
জ্বলে উঠল আগুন
বিস্ময়ে বিমূঢ় সবাই!
যে আছে মাটির কাছাকাছি
যে কবির বাঁশী লাগি
কবিগুরু পেতেছেন কান
মুহূর্তে বুঝেছি তুমি সেই কবি।
তাই পূর্ণিমার চাঁদ যেন ঝলসান রুটি।
কলম করেছে বিদ্রোহ
চারাগাছের কি অসম্ভব বাঁচার লড়াই
মোরগের মর্মন্তুদ কাহিনী
তোমার লেখনিতে পেয়েছে তা ঠাঁই।
কিন্তু পৃথিবী
অত আগুন সহ্য করতে পারে না
তাই বিদ্রোহী কবি আজ মূক
তোমাকেও নিয়েছে কেড়ে
আমাদের কাছ হতে।
কিন্তু, এখনও রাণারের ঘণ্টাতে
তোমার অস্তিত্ব
সিগারেটের প্যাকেটে আর
ককাক সিঁড়িতে
তোমার বিদ্রোহের স্ফুরণ।

—

মুক্তির প্রতিজ্ঞায়

শ্রীরবি রঞ্জন সরকার
(জামদেদপুর)

সমস্ত রস নিঙড়ে নেওয়া লেবুর
তিক্ত ছিবড়ের দশা—এক শ্রেণীর
বিশ্ব সমাজে।
লাঞ্ছিতা দ্রৌপদীর মত
পদে পদে বিশ্বসমাজের রাজসভায়
সবলের নির্যাতনে নিষ্পেষিত।
চারিদিকে শুধু আর্ত্তনাদের হাতছানি
ডাকে বার বার নানা ছলে—
ওরা পা দেয় সে ফাঁদে
নিতান্তই অবলার মত।
বার বার সমুদ্র ঢেউয়ের মতই
আছড়ে পড়ে তটে আবার যায় ফিরে
করুণ আর্ত্তনাদ নিয়ে।
এসেছে সুদিন— এমনি করেই
ধীরে ধীরে তিক্ততা বেড়ে,
মার খাওয়া হিংস্র সাপের আক্রোশেই
তুলেছে ফণা,
প্রতিবাদের নেশায়।
ওদের, প্রতিটি শ্বাস প্রশ্বাসের সাথে
ঘুরছে, ফিরছে একটি শ্লোগান
'মুক্তি চাই' 'চাই মুক্তি'।

শহীদ ক্ষুদিরাম

অবনী ভূষণ বসাক
(ধাপ্পুর)

বাংলা মায়ের বীর সন্তান,
শহীদ ক্ষুদিরাম!
সবার প্রথমে বুঝেছিলে তুমি
স্বাধীনতা কত মূল্যবান।
তোমার লাগিয়া হে শহীদ,
কাঁদিয়া উঠিছে প্রাণ;
জীবনের বিনিময়ে তুমি
রেখে গেছ বাঙালীর সম্মান।
বাঙলা মায়ের মুক্তির তরে
লড়েছ মরণ পণ,
পৃথিবী হইতে লইলে বিদায়
হে শহীদ সন্তান।
সবার মাঝে ছিলে যবে তুমি
লইতে পারিনি চিনে,
প্রণাম করিতে দাঁড়িয়েছি তাই
তোমার জন্মদিনে।

উপলব্ধি

রজত রায় চৌধুরী
কলি—৪৮

মহানগরী রূপ আদিম অরণ্যের আবদ্ধ কোটরে
কাটিয়েছি—স্বর্ণালী, সবুজ আর রক্তরাঙা দিনগুলো।
যাতনা-জর্জর মনে দেখেছি দুচোখ ভরে—
সামন্য কাঞ্চন-মূল্যে দৈনন্দিন হাটে
জীবনের শ্রেয়বোধ অবধি পণ্য হয়ে কাটে।
জেনেছি – এ' অরণ্য পরিকীর্ণ
হতাশা, অভাব, গ্লানি, জান্তব-ক্ষুধায় ?
আমি তাই হন্যে হয়ে ফিরি—
শুক্তির মতন কোন স্বচ্ছ দ্যুতির লাগি।
মুক্তি-পিয়াসী- সত্তার অমোঘ নির্দেশে
শিশির সিক্ত কোন আশ্বিনের শেষে
পাড়ি জমাই— 'শৈলরাণী' উধাও মেঘেদের দেশে।
সাজানো গোছানো ;ালো' সঙ্কীর্ণ চত্বরে,
পালিশ লাঞ্ছিত ও চকচকে মুখের মিছিলে
হায় ! কোথা সে আদিগন্ত মুক্তির স্বাদ ?
অবশেষে - ছায়া ছায়া কোন এক মধ্যাহ্ন বেলায় -
নিঃসঙ্গ পথিক আমি, নির্জন 'জলাপাহাড়ে' উঠে
বসলাম - ঘাসফুলের মেলায়।
দূরে মৌন ধ্যানমগ্ন কাঞ্চনজঙ্ঘাকে দেখে
প্রাণে বাজে - প্রেমহীনতার ব্যথা,
এমন সময় কোথা হতে ছুটে এসে কোলে মুখ গোঁজে
ফুটফুটে প্রাণোজ্জ্বল পাহাড়ী সারমেয়ের বাচ্চা সে।
'জীবনে অবারণ ভালবাসা না চাইতে আসে'
নতুন অনুভূতিতে হলো হৃদয় আপ্লুত।

অভিসার

— মন্মথ হাওলাদার।
জগদলপুর।

আমি উদ্‌গ্রীব পথিক
হতাশা মন
প্রিয়ার সন্ধানে করি অভিসার
বন্দী সে অচল তলে —
মনে শঙ্কা যদি না সে মুক্তি পায়।
মুখরিত পুষ্প উদ্যান
ভ্রমর হয়েছে মাতোয়ারা
অস্ফুটন্ত কলিটি ঘিরে
সে গুণ গুণ গায়
মনে শঙ্কা যদি ফুল ঝরে যায়।
আমি শিল্পী
কল্পনার মালিক,
নেশার বিভোর ভোলা
বিশ্ব সংসারে মুক্ত পথিক —
মনে শঙ্কা যদি পথ হারিয়ে যায়।

স্মৃতির সাক্ষী

— মিনতি মজুমদার
কানপুর

মিথ্যে হলো দূরের - বাঁধন কাছের ছোল তারা,
নয়ন যাদের দেখলো নাকো মনটা ভেবে-সারা!
তিমির ভেদি আলোয় আমার আকাশ দিলো ভরে,
মনের কোণে ঝড় তোলে কে দৃষ্টি আড়াল করে!
জুড়িয়ে কে দ্যায় মনের - জ্বালা বন্ধু হয়ে এসে?
মর্ত্ত সুখের ভেলায় ভেসে গেলাম নিরুদ্দেশে।
দারুন ভালো লাগছে পেয়ে দূরের লিপিমিতা
রইলো সেথা সাক্ষী স্মৃতির ছোট্ট এই কবিতা।

দুরন্ত আশা

জয়ন্ত কুমার নাগ
বালী, হাওড়া।

মন মোর ঠিকানা হারা পাখীর মতন,
ভেসে চলে যেতে চায়
কে জানে কোন দূর নীলিমায়,
কে জানে কিসের টানে,
মনে মোর জোয়ার আনে!
কি জানি যাব কোথা ভেসে—
এই দুকূল ভাসানো অকূল স্রোতে।
তাই ভাবি নিশিদিন ধরে,
যেন ভেসে চলেছি আবেগ ভরে—
যে ভাবে ছুটে চলে অশান্ত জলরাশি
সকলে বিদ্রূপ করি আনন্দে ভাসি।
যে ভাবে পথ হারা পাখী
অজানা ঠিকানা বক্ষমাঝে রাখি
আনন্দে ভাসিয়া বেড়ায়,
অনন্ত মুক্ত নীলিমায়।
আমিও সেইমতো ভাসিব,
ওষ্ঠে মধুর হাসি হাসিব,
আমিও ছুটিব দুরন্ত পবণ বেগে।
কিছু পাবার কিছু দেবার আবেগে।
শেষে আমিও হবো অতি প্রশান্ত
বর্ষার নদী যেমন শীতেতে শান্ত,
পাখীরা যেমন সূর্য্যাস্তের শেষে,
ক্লান্ত দেহে কুলায় প্রবেশে।
পৌঁছে যাব অনন্ত খেলার প্রান্তে,
আমার মনের একান্ত অজান্তে।

——

যুগের দাবী

গোপা মুখোপাধ্যায়
হাওড়া

মিল ও ছন্দে দিতে হবে বাদ
কবি হতে চাও যদি গো আজ
ভাঙ নিয়মের বন্ধন যতো
ঘরে ঘরে গড় কবি-সমাজ।
মোরা হব কবি বিনা আয়াসেই
ধন্য ধন্য গাবে সমাজ।
আমরা ঘুচাব বুর্জোয়াদের
যত অবিচার মিথ্যা সাজ।
আমাদের দাবী মানতেই হবে
বুঝি বা না বুঝি কাব্য আর
মনে যাই হবে লিখে ফেল স্রেফ্
মিলবেই তার সমঝদার।
ভাষার অভাবে কাব্য চর্চা
বন্ধ করতে হবে না আর
দেশী ও বিদেশী খিস্তি খেউড়
আজ কাব্যের অলংকার!
অশ্লীলতারে যে যতো ফোটাবে
ততই উচ্চে আসন তার!
কি বলিতে চাও যতো না বুঝিবে
তারে দেবে ততো শ্রদ্ধাভার!!
রাবীন্দ্রিক যুগ হয়ে গেছে গত
নেই কোন দাম এ যুগে তার
কবি ও পাঠক সবাই নব্য
নব্য তাদের আবিষ্কার!

-:ঃ-

কথাসাহিত্যের টুকিটাকি

ইংল্যাণ্ডের চিঠি
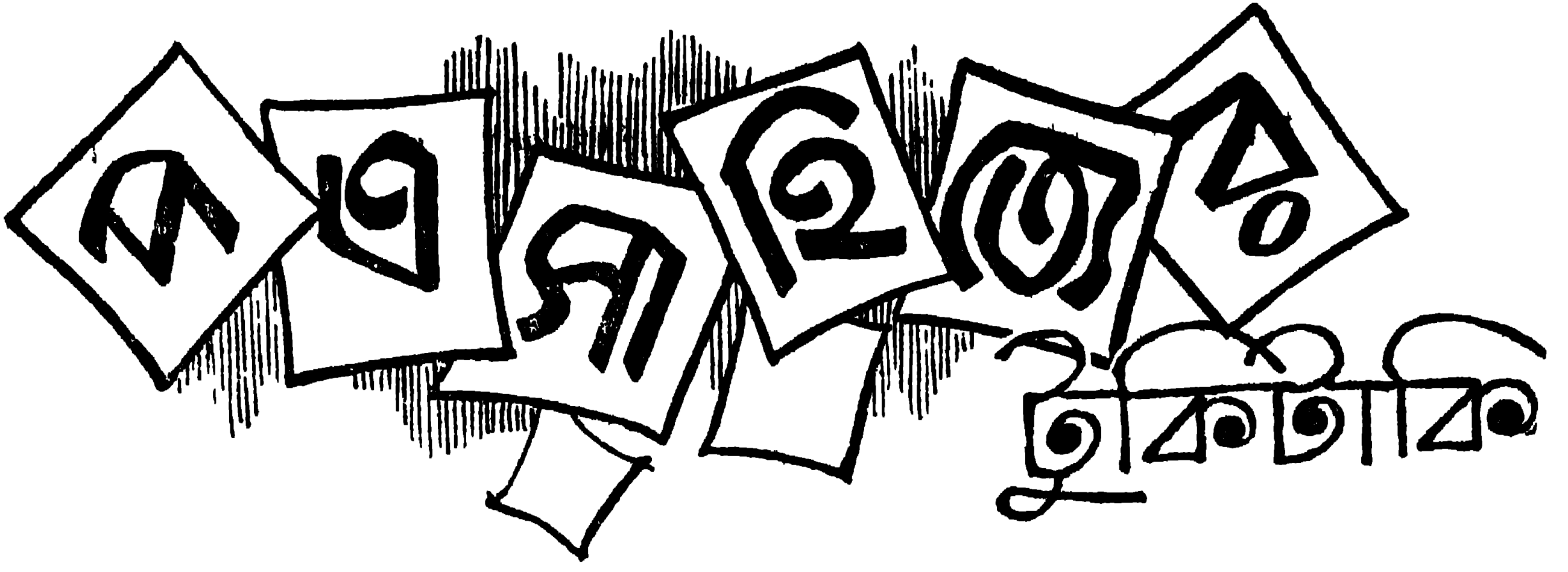
ছায়া ছায়া রোদ্দুর পেরিয়ে দিনটি তার হিসেব চুকিয়ে দিয়ে যাচ্ছে রাত্রির কাছে। ডাইনিং রুমের জানালা পেরিয়ে বাগান পেরিয়ে শুক্‌না ঘাসের মাঠ পেরিয়ে মেঠো নীল রং-এর আকাশের তলায় যে দিগন্ত তার কেন্দ্র বিন্দুতে রয়েছে একটি ঝাউগাছ। বেঁটে মোটা সরল রেখার মত। কিংবা পুরো দৃশ্যপট বিচার করলে একটা মোটা ছোট্ট দাড়ির মত। বাঁদিকের দিগন্ত বরাবর গাছের ফাঁক দিয়ে রাস্তার দুটো লাইট আলোর ছটা বের করছে। বেশ লাগে এই নিঝুম পড়ন্ত দিনের আয়তি রাত্রির ধীরাগমনের জন্য। বেড়ার হেজগুলির পাতা অল্প বাতাসের কাঁপনে ঝির ঝির করছে।

বাগানের পুলের জলে শালিক পাখি তার স্নান শেষ করে দূরে কোথাও গাছে বসে ঘুমের আগে শেষ কিচির মিচির করে নিচ্ছে। বলছে বোধহয়— দূর হোক ছাই। এত তাড়াতাড়ি রাত্তির হবার কি দরকার বাপু। আর একটুক্ষণ দিন থাকলে ত আরও দুটো পোকামাকড় পেটে চালাতে পারতুম।

কিন্তু না, আজকের মত তোলা থাক আমার নিত্যকার দৃষ্টি ভোজ। গতবারে বলেছিলাম, এ দেশের ভারতীয় ছাত্রদের

সম্বন্ধে লিখব। তাই শুরু করি কেমন?—

ভোর তখন তিনটে হবে। আমুয়ারী মাস। এমন সময় টোকা পড়ল জানালায়।

রাস্তার ধারে তার বেড সিটিং রুমটিতে মন দিয়ে পড়ছিল সঞ্জয় (নকল নাম)। বই রেখে জানালার পাশে গিয়ে কান খাড়া করে দাঁড়াল সে। তারপর দ্বিতীয় বার টোকা পড়তেই পরিস্কার বাংলায় আস্তে করে বলল— কে? কি ব্যাপার? — ওপাশ থেকে কথা ভেসে এলো। একটু পায়েস হয়ে যাবে নাকি?

কোন এক ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের ছাত্রদের কথা বলছি। ওরা সাধারণত ইউনিভার্সিটির কাছাকাছি সস্তা ভাড়ায় একখানি করে ঘর নিয়ে থাকত। হয়ত একই পাড়ায় অনেকে। আর রাত্রি জেগে পড়া মুখস্ত করার ফাঁকে চলত চা, সুজির পায়েস পাঁপড় ভাজা ইত্যাদি।

যাইহোক, আমি বললাম অতীত কালের কথা। অর্থাৎ এমনটি হত, কিন্তু এখন আর হয় না। এদেশের সরকার (১৯৬৭ সালে) বিদেশী ছাত্র আসা বন্ধ করার জন্য যেদিন থেকে টিউশন ফি গড়ে ৮০ পাউণ্ডের পরিবর্তে দু'শ পঞ্চাশ পাউণ্ড করেছেন সেদিন থেকে নতুন ভারতীয় ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যাও খুব কমে গিয়েছে।

এখন যারা ছাত্র হিসেবে আসেন তাঁরা সাধারণতঃ খুব সচ্ছল পরিবারের ছেলেমেয়ে। আর আসেন দেশে সুপ্রতিষ্ঠিত কিছু বৈজ্ঞানিক এবং শিক্ষাবিদ। তাঁরা আসেন British Council প্রভৃতি Scholarship জোগাড় করে। এই শেষোক্ত দল যদিও ছাত্র হিসেবেই আসেন তবু তাঁদের আর্থিক স্বচ্ছলতা এবং পদমর্যাদা অনেক সময় teaching staff এর সমপর্যায় হয়ে যায়।

আর যে দল আসেন তাঁদের মধ্যে ডাক্তার ও বিশেষ দক্ষ কর্মীরা আছেন। তাঁরা আসেন work permit নিয়ে, সুতরাং তাঁরা কাজকর্মের ফাঁকে পড়াশুনো চালিয়ে দু চারটে ডিগ্রী ডিপ্লোমা বাড়িয়ে নিতে চেষ্টা করেন।

এইসব পড়াশুনো করার ঝোকটা কিন্তু বাঙ্গালীদের মধ্যে বেশী।

সাধারণতঃ একজন অবাঙ্গালী যদি এদেশে পড়তে এসে একবারের চেষ্টায় দেখেন সুবিধে হচ্ছে না তবে দ্বিতীয়বার

আর ও পথ মাড়ান্ না। চেষ্টা চরিত্র করে ব্যবসায় ঢুকে পড়ে।

আর এ দেশে ব্যবসা করে চার পাঁচ বৎসরের মধ্যে গাড়ি, বাড়ি হাঁকানো খুবই সহজ। এমনকি সাহেবেরাও খুব একটা পড়াশোনার ধার ধারে না। ঐ বাধ্যতামূলক স্কুলিংটুক শেষ করে খেটে খেতেই অধিকাংশ লোক চায়। তাতে আর্থিক সচ্ছলতাও সহজে আসে আর যে কাজটা ছেলেবেলা থেকে করছে তাতে দক্ষতাও বাড়ে।

এদের সমাজ ব্যবস্থায় নতুন এবং প্রগতিবাদী চিন্তা ধারার যা কাজকর্মের কদর এবং সুযোগ-সুবিধা সব চেয়ে বেশী। যন্ত্রপাতি ইত্যাদির অনেক development-ই এমন সব ইঞ্জিনীয়ার এদেশে করেছেন যাঁদের এ্যাকাডেমিক বিদ্যে নেই বললেই চলে।

শুনে খুব অবাক লাগছে তাই না? বিশেষ করে আমাদের বাঙ্গালীদের কাছে degree-র prestige value যে কত বেশী তা এ সব দেশে ভারতীয় ছাত্রকুলের প্রতি চোখ ফেরালে বোঝা যায়। সব বিষয় সবার মেজাজের সঙ্গে খাপ খায় না, তাই পড়লেই যে পাশ করতে পারা যাবে তার কোনই ঠিক নেই। কিন্তু ছাড়তেও কি পারা যায়? উল্টে আক্ষেপ শুনি— দেশে ফিরে মুখ দেখাবো কি করে? কিংবা এদেশে পড়ে পড়েই শহীদ হয়ে গেলাম তাই।

জীবনের মরা পাতায় খাতা ভরে ওঠে অক্লান্ত পরিশ্রমের হিসেবে। হয়ত রাত্রে কোন ফ্যাক্টরিতে কাজ করে, আর দিনে কলেজে অধ্যয়নং তপঃ অর্থাৎ তপস্যা চালিয়ে। এদেরই মত একজন সুগত ব্যানার্জী। যখন প্রথম দেখেছিলাম তখন তার সুন্দর স্বাস্থ্য সুপুরুষ চেহারা। ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের ছাত্র। কিন্তু পাশ করতে পারেনি ক্লাস পরীক্ষায়, অথচ বাইরে সে কত চৌকশ ছেলে। বুদ্ধি দীপ্ত চেহারা। কয়েক বৎসর ফেল করতে forcige exchange বন্ধ হয়ে যায়। তখন সে রেষ্টুরেণ্টে কাজ করে পড়াশুনা চালিয়ে যেতে সুরু করে। কিছুদিন হল শুনেছি পেটে আলসার হয়ে পড়ে আছে হাসপাতালে। ডাক্তারের মতে দুশ্চিন্তা ও ব্যর্থতাই তার রোগের কারণ।

এক সময়ে আমি প্রশ্ন তুলেছিলাম সবার সব বিষয় ত খাপ খায় না। সঙ্গত বা দেশে ফিরে যেতে বা এখানেই অন্য কিছু করতে পারত ত।

কিন্তু বললে কি হবে, কলেজ ছেড়ে সহজে কোথাও যেতে পারি না আমরা বাঙালীরা যারা ছাত্র হবার শপথ নিয়ে দেশ থেকে বেরিয়েছি। যখন দমদম এয়ার পোর্ট থেকে প্লেনে ওঠার জন্য বিদায় নেয় বিদেশ যাত্রী ছাত্র। বাবা-মা বলেন— বড় হয়ে ফেরো। এই বড় হওয়াটা F R C S, M R C O G, Ph-D, বা B S C Engineering হওয়ার দিকে ইঙ্গিত করে। সুতরাং আমাদের কলেজ ছাড়ার পথে আমাদের ভাব-প্রবণ বাঙ্গালী প্রাণে সেই ব্যর্থ শপথের কালাপাহাড তাকে পথ রোধ করে।— দেখেছিলাম এক Statistics এর M. Sc. কে। খুব বুদ্ধিমান লোক। বেশ ভাল কাজ করেন। বৌ ছেলে নিয়ে খুব ভাল আছেন।

কিন্তু বৎসরে দুবার করে ঝামেলা পাকান ব্যারিষ্টারির প্রথম অংশের পরীক্ষা দিয়ে ফেল করে। বলেছিলাম— আপনার এসব কি দরকার? জবাবে তিনি বললেন— বুঝবি না। এমন বাবার ছেলে ষ্ট্যাটিসটিশয়ান এটা মডার্ণ কথা কিন্তু ছেলে ব্যারিষ্টার এটা ট্র্যাডিশ্যানালি বড গাল ভরা কথা— একেবারে সচ্চা প্রাইডের কথা। এখন তার বাজার দর যাই হোক। সুতরাং—।

হ্যাঁ সুতরাং— !!!

এতক্ষণ কতগুলো ব্যর্থতার গল্প বকে মরলাম ত? কিন্তু বিশ্বাস করুন সবাই ব্যর্থ নয়। বরং বেশীর ভাগ ছাত্র-ছাত্রীই ঠিক সময়ে সম্মানের সঙ্গে ডিগ্রী ডিপ্লোমা নিয়ে দেশের মুখ উজ্জ্বল করেছেন।

এদেশে পাশ ভারতীয় ইঞ্জিনীয়ারদের কাছে শুনছি যে আমাদের দেশের একটু ভাল এবং পড়ুয়া ছেলে এদেশে এলে এবং গোড়ায় subject টা বুঝতে পারলে ফার্ষ্ট ক্লাস ফার্ষ্ট হওয়া তার পক্ষে মোটেও কঠিন বা অস্বাভাবিক নয় এবং অনেকেই তা হয়েছেন। এঁরা ছাড়া অনেকেই আছেন যাঁরা দেশে খুব একটা সুবিধে করতে পারেননি কিন্তু এদেশে এসে ভাল-ভাবে শিক্ষিত হয়ে জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছেন।

এই ত সেদিন শুনলাম গোপাল দত্ত মশাই Ph D হয়েছেন। তাঁকে বছর দুই জানি। থাকতেন একটি স্যাঁতাপডা, উত্তর কলকাতার পুরোন মেসবাড়ির মত হোষ্টেলে সস্তায়। রাত্রে কাজ করতেন সিনেমা হলে, আর দিনে রিসার্চ করতেন ইউনি-ভারসিটিতে।

যখন রাত্রে কাজ করে ফিরতেন তখন

খাবার সময় পেরিয়ে যেত। রাঁধুনী তাঁর খাবারটি একটি টিফিন বক্সে ভরে রেখে চলে যেত। আর এই ভদ্রলোক বৎসরে ৩৬৫ দিন ধরে সেই ঠাণ্ডা খাবার নির্বিকার মুখে খেতেন।

আজ ত তাঁর সেই সব কষ্ট সার্থক হয়েছে। আর একজন, তিনিও Ph D হয়েছেন। দিনে দু'ঘণ্টা কাজ করতেন এক ভারতীয় রেষ্টুরেন্টে।

তাঁর সহকর্মীরা জানত না যে তিনি ছাত্র। সুতরাং যখন Ph-D হয়ে তিনি কাজ ছাড়লেন, সবাই ত সব কিছু শুনে অবাক। শুনছি এখন তিনি ইউনিভার্সিটির লেকচারার হয়েছেন। আর একজনের সঙ্গে আমার একবারই আলাপ হয়েছিল। তিনি দেশে ইংরেজীর মাষ্টার ছিলেন। (M.A)

প্রায় ১৫ বৎসর আগে এদেশে এসে G. C. E অঙ্ক পাশ করে একেবারে Mechanical Engineering পড়তে সুরু করে দেন। পাশও করেন যথাসময়ে। এখন তিনি কাজ করছেন ইঞ্জিনীয়ার হিসেবে।

আর একদল ছাত্র ছাত্রীদের কথা বলা হয় নি। তাঁদের চেহারা ভারতীয়ের মত, কিছুটা খাওয়া-দাওয়ার অভ্যেসও ভারতীয়দের মতই। তবে কথাবার্তা, আদব-কায়দা সব এদেশীয়। হ্যাঁ এদেশে আগাগোড়া মানুষ হওয়া দ্বিতীয় জেনারেশন ভারতীয়দের কথাও বলছি।

এঁদের সমস্যা এবং সুবিধে অনেকটা এদেশের ছেলেমেয়েদের মতই। বর্তমানে তাদের বয়সের গড় কুড়ির নীচে। তাঁরা সাধারণতঃ সমপর্যায়ের ভারতীয় বা এদেশীয় ছেলেমেয়েদের সঙ্গে মেলা মেশা করেন।

এদের কথা বাদ দিই। কিন্তু যখন সাধারণ মধ্যবিত্ত ভারতীয় পরিবারের কোন ছেলে বা মেয়ে এদেশে আসেন তাঁর প্রথম বৎসরটা বড় কষ্টে যায়। খাবার টেবিলে গরুর মাংস বা শুয়োরের মাংস আর সেরির গ্লাস দেখলে পিলে চমকায়। কাঁটা চামচ ধরতে খাবার ছিটকে বেরিয়ে যায়।

স্যুপ খেতে গিয়ে সুপ্‌সাপ্‌ শব্দ করে টেবিলে সবার মুখ টেপা হাসির কারণ হন স্বাদহীন ইংরেজী খাবারের অরুচি মেটাতে ডিমের ডালনা বা মুরগীর ঝোল রাঁধতে গিয়ে হাত পোড়ান। কার্পেট অপরিস্কার রাখার জন্য ল্যাণ্ড লেডির

কাছে ধমক খান।

আগে আসা দাদাদের কাছ থেকে অতিরঞ্জিত জ্ঞান পেয়ে পেয়ে ঘাবড়ে যান। কলেজের সাদা চামড়ার পোটারটিকেও অবচেতন মনে উচ্চস্তরের প্রাণী ভেবে নেন আর সবার ওপরে আছে ইংরাজী উচ্চারণের বিখ্যাত ভারতীয় সমস্যা।

অর্থাৎ আমরা দেশে যে ধরণের ইংরাজী বলি, যে ভাবে উচ্চারণ করি তার সঙ্গে এদের বর্তমান ইংরাজীর বিশেষ মিল নেই।

সুতরাং নিজের কথা বোঝানো বা এদের কথা বোঝা একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। অর্থাৎ 'ওয়াটার' চাইলে 'ওয়েটার' চলে আসে ইত্যাদির সমস্যা।

তারপর ত আছেই ভাল মানুষটি পেলে এদের বাঁকা বাঁকা টিপ্পনি। সুতরাং রোজ রাত্রে কপালে করাঘাত করে ক্রন্দন আর মাকে বিরাট করে চিঠি লেখা—

মাগো তোমার জন্য মরে যাচ্ছি। কালই যে প্লেন পাই তাতেই চলে যাবো। —এই করে বন্ধুদের সান্ত্বনা দানের মধ্য দিয়ে একটি বছর পেরিয়ে যায়। নিজের মেরুদণ্ডটি একটু শক্ত মনে হয়।

ভাষা কাম্ উচ্চারণটাও একটু রপ্ত হয়। সাদা সাহেবদেরও পাল্টা ঠোকর দিয়ে কথা বলার টেক্নিট শেখা হয়ে যায়। গরুর মাংসের ষ্টেক্ ছাড়া লাঞ্চ খেয়ে ভাল লাগে না। বিয়ার না হলে তেষ্টা মেটে না। মুরগী রান্নার হাত দ্রৌপদী হয়ে যায় Curry Powder-এর দাক্ষিণ্যে। —আর—আর—মাকে চিঠি লেখার নিয়মিত সময় হয়ে ওঠে না। অর্থাৎ সে নিজেই আর এক দাদা হয়ে যায় নতুন বৎসরের ছাত্রদের জ্ঞান দেবার জন্য।

পরিশেষে বলে নেই, যাঁদের কথা এতক্ষণ ধরে বললাম আমি তাঁদেরই কোন এক স্তরের একজন ভাই। ঘরে সরস্বতী আর তাজমহলের ছবি টাঙিয়ে, দেশের সোনার স্বপ্ন মনে নিয়ে বিদেশের মাটিতে জীবনের পাতা ঝরিয়ে চলেছি।

—জ্যোৎস্না দে

119, Abbey Road,
West Bridge Ford
NOTTINGHAM, U. K.

নববর্ষের চিঠি

বিশ্বমিতালি সঙ্ঘের সমস্ত মিতা ভাই-বোনদের নববর্ষের আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানিয়ে এই চিঠি শুরু করছি।

নববর্ষের প্রারম্ভেই ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি আপনাদের জীবন স্বার্থক হোক, সুন্দর হোক। যারা আপনাদের সংস্পর্শে এসেছেন এবং আসবেন তারা আপনাদের আন্তরিকতাকে পূর্ণভাবে উপলব্ধি করুক।

পরস্পরের মেলা-মেশার মধ্য দিয়ে এখানে আমরা বাঙ্গালীরা যে সমাজ গড়ে তুলেছি তার একটা প্রতিচ্ছবি তুলে ধরেছি লিপিমিতার 'পত্রসাহিত্যের টুকি-টাকির মাধ্যমে'। আগেই বলেছি যে বৃহত্তর কর্ম্মক্ষেত্রের আহ্বানে এবং ভাগ্যের অন্বেষণে বহু জ্ঞানী গুণী বাঙ্গালীরা এদেশে পাড়ি দিয়েছেন।

এদের মধ্যে কিছু অংশ Boston এবং New England States এর চার পাশে ছড়িয়ে পড়েছেন। দেশ থেকে বহু দূরে মা বাবা ভাই বোন আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব সব ছেড়ে এখানে থাকতে মনোকষ্ট হয় ঠিকই তবুও এই বিরহ ব্যথা সম্পূর্ণ ভুলে যাই যখন আমরা আমরা বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনু-ষ্ঠানের মাধ্যমে মিলিত হই এবং পর-স্পর পরস্পরের হৃদয় বিনিময় করি।

প্রয়োজনের তাগিদে এখানেই মাসী মামী মামা দাদা দিদি সম্পর্ক পাতিয়ে একটা আত্মিক সম্পর্ক ও সুন্দর সংসার গড়ে তুলেছি।

Boston এবং তার চার পাশের বাঙ্গালীদের একতার গোড়াপত্তনই শুরু হয়ে ছিল ৺বিজয়া সম্মেলনকে কেন্দ্র করে।

এবারও Tagore Society of New England গত ১৮শে অক্টোবর স্থানীয় কার্ণী হাসপাতালে ৺বিজয়া সম্মেলনের আয়োজন করেছিলেন।

Boston Cambridge, Arlington, Burlington, Needham, এক কথায় Massachusetts এর সমস্ত বড় বড় শহরের অবস্থানরত প্রত্যেকটি বাঙালীরা এসে জমায়েত হয়েছিলেন। বহু প্রতীক্ষিত বৎসরের এই বিশেষ দিনটিতে সব কাজ ফেলে তাঁরা গাড়ী করে সোজা কার্ণী হাসপাতালের Auditorium হলে একত্রিত হয়েছিলেন।

সৌজন্যমূলক দেখা সাক্ষাতের পর দক্ষিণ হস্তের ক্রিয়া শুরু হোল। মাছ, মাংস, পোলাও, দই, রসগোল্লা, চাটনী এসব দিয়ে রসনা পরিতৃপ্ত হোল।

ঐদিনই Bengali club, Masschasetts General Hospital এ ৺বিজয়া সম্মেলনের ব্যবস্থা করেছিলেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত প্রত্যেককেই মাছ, মাংস, লুচি, আলুরদম, দই, রসগোল্লা দিয়ে আপ্যায়ণ করা হয়।

এরপর শুরু সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে সুমধুর কণ্ঠে সঙ্গীত পরিবেশন করেন শ্রীমতি বাণী মুখোপাধ্যায়, শ্রীমতি কবিতা দত্ত, শ্রীমতি কল্পনা রক্ষিত, শ্রীমতি সুনন্দা গাঙ্গুলী। সর্বশ্রী অমরেন্দু সান্যাল (ইনি সংঘের একজন সভ্য) এবং অনুপ বিশ্বাসও অংশগ্রহণ করেন।

তবলায় অংশ গ্রহণ করেন শ্রীশীতাংশু শর্মা। এরপর শেষ রাতে সরোদের বাজনায় সকলকে মোহিত করেন ডাঃ দেব জ্যোতি বিশ্বাস।

৺বিজয়া সম্মেলন শেষ না হতেই সরস্বতী পূজার আয়োজনের তোড়জোড় শুরু হোল। Boston এর বহুদিনের কয়েকজন প্রবাসী বাঙালী মিলে "প্রবাসী" নাম দিয়ে একটা সংস্থা গড়ে তুলেছেন। এই 'প্রবাসী'কে সাহায্য এবং সহযোগিতা করতে এগিয়ে এলেন Massachusetts State University এর অধ্যাপক ডাঃ সোমনাথ মুখোপাধ্যায় এবং ডাঃ রাধা গোবিন্দ নাথ।

"প্রবাসীর" জয়যাত্রা শুরু হোল সরস্বতী পূজার মাধ্যমে। Boston এবং তার চারপাশের ভারতীয় তথা বাঙালীরা এই সর্বপ্রথম ৺সরস্বতী পূজা প্রত্যক্ষ করল। এই পূজাকে কেন্দ্র করে boston এর

সমস্ত বাঙালীদের মধ্যে যে উৎসাহ ও উদ্দীপনা লক্ষ্য করলাম তার যেন তুলনা হয় না।

সমস্ত দলাদলি, সমস্ত ভেদাভেদ, মনোমালিন্য সবকিছু ভুলে বৃহত্তর boston এবং সমগ্র New England States যেমন Rhode Island New Humpshire, Vermont থেকে দলে দলে সমস্ত বাঙালী University of Massachusetts এর basement হলে একত্রিত হয়েছিলেন। প্রবাসীর কর্মকর্তারা সুদূর কলকাতা থেকে বিমানে করে প্রতিমা আনিয়েছিলেন।

স্থানীয় দাদারাই প্রতিমার অঙ্গ সজ্জার ব্যবস্থা করেছিলেন। ডাঃ হিমাংশু ভট্টাচার্য্য এবং শ্রীমাণ শর্ম্মা পুরোহিতের ভূমিকা নিয়েছিলেন। সেদিনকে যাদের ঐ অনুষ্ঠানে দেখে আমার সবচেয়ে ভালো লেগেছিল তারা হোল কিশোর কিশোরী ভাই-বোনেরা। তারা দুষ্টুমি, খেলাধুলা ভুলে মহানন্দে ফল কাটতে শুরু করল।

বৌদিরা তাদের সাজ-সজ্জা ভুলে খোলা চুলে, সাধারণ আটপৌরে শাড়ী পরেই পূজার নৈবেদ্য সাজাতে শুরু করলেন। এরপর সকলের উপস্থিতিতে সুন্দর ভাবে পূজা অনুষ্ঠান নিষ্পন্ন হোল। পুরোহিত পরম ধৈর্য্যের সাথে উপস্থিত প্রত্যেককে অঞ্জলি দেওয়ার ব্যবস্থা করলেন। অঞ্জলি শেষ হবার পর প্রসাদ দেওয়া শুরু হল। মা প্রসাদ নেওয়ার জন্য কোন চাঞ্চল্য বা তাড়াহুড়া লক্ষ্য করিনি। বৌদিরা এত সুন্দর ব্যবস্থা করেছিলেন যে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই প্রত্যেকেই প্রসাদ পেয়েছিলেন। এরপর কিছুক্ষণ বিরতি।

বিরতির পর পূজার ভোগ পরিবেশন করা হোল। খিচুঁড়ি, আলুরদম, বাঁধাকপির তরকারী, দই ও সন্দেশ। সরস্বতী পূজার দিনে খিচুঁড়ি খাওয়ার একটা প্রথা প্রচলন আছে। কলকাতা থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে Boston এ বসেও এই প্রথা চালু রাখা হয়েছে।

সেদিন প্রায় ১৫০ জনকে ভুরিভোজনে আপ্যায়িত করা হয়। এতজনের রান্নার সরঞ্জাম এখানে নেই। তাই Boston এর দাদা বৌদিরাই ভাগাভাগি করে নিজেদের বাড়ী থেকে রান্না করে এনেছিলেন।

এরপর রাত্রে এক বিচিত্র অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা হয়। সঙ্গীত পরিবেশন করলেন শ্রীমতি বাণী মুখোপাধ্যায়, শ্রীমতি কল্পনা রক্ষিত, শ্রীমতি সুনন্দা গাঙ্গুলী এবং

...সনত্কুমার সান্যাল, অরুণ বিশ্বাস ... শ্রীসাজাহান। তবলায় সঙ্গত করে-ছিলেন শ্রীশীতাংশু শর্মা।

এরপর New England Tagore Society মহা আড়ম্বরে রবীন্দ্র জয়ন্তী অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে শুরু করছেন। এর বিস্তারিত খবর পরের চিঠিতে জানাবার চেষ্টা করব।

কিছুদিন আগে Toronto Canada থেকে 'প্রবাসী' সংস্থা Tagore Society'র অনুরোধে শম্ভু মিত্রের বহু আলোচিত নাটক 'কাঞ্চনরঙ্গের' অভিনয় করে গেলেন। অভিনয়ের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল দলগত নৈপুণ্য বা Team work, এরা প্রত্যেকেই এত সুন্দর অভিনয় করেছেন যা Boston এর উপস্থিত দর্শকেরা বহুদিন মনে রাখবেন।

মিতা ভাই-বোনেরা আমি এখন আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি।

আমেরিকা সম্বন্ধে কারও কোন ব্যক্তি-গত প্রশ্ন থাকলে পত্র দিয়ে জানাবেন। প্রত্যেকটি মিতা ভাই-বোনেদের সাধ্যমত নিশ্চয়ই আলাদা করে জবাব দেব।

প্রীতি ও শুভেচ্ছান্তে
— রনেন্দ্রনাথ দে

ঠিকানা—

Dr. Ranendra Nath De
12; Prospect Court A P T. 1
Lawrence.
Mass 01841.

চতুষ্পাঠীর চত্বরে
প্রশ্ন • উত্তর •

শ্রীবিষ্ণু শর্ম্মা

৭৫) শ্রীরথীন্দ্র নাথ সাহা, শ্রীরামপুর। ... কতগুলো গ্রাম আছে?
... ও ২৪ পরগণা জেলাতে যথাক্রমে উঃ—

হুগলী জেলায় ১৯০০টি গ্রাম আছে এবং ২৪ পরগণায় ৩৮১১টি গ্রাম আছে

১৭৬) রেখা বাগ, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ। কেবলমাত্র ভারতীয় নারী কর্মীরা মিলে কখনো কি কর্মবন্ধ বা ধর্মঘটের ডাক দিয়েছিলেন? যদি দিয়ে থাকেন তবে কবে ও কোথায়?

উঃ—

৬ই জুন ১৯২২ খৃঃ রিষড়ার ওয়েলিংটন পাট কলের ৩০০ স্ত্রীলোক কুলি কর্মী ধর্মঘট করেছিলেন। ভারতে স্ত্রীলোক একত্রিত হয়ে কর্মত্যাগ ও ধর্মঘট করা এই প্রথম।

১৭৭) শ্রীসুধীন্দ্র নাথ গুপ্ত, কেরালা। সাধারণের জন্যে সরকার কর্তৃক অর্থ সঞ্চয়ন প্রকল্প ভারতে কবে প্রথম চালু হয় এবং প্রতিষ্ঠানটির নাম কি?

উঃ—

১৮৭৩ খ্রীঃ সরকার কর্তৃক সাধারণের জন্যে অর্থ সঞ্চয়ন প্রকল্প ভারতের কলকাতায় প্রথম চালু হয়। প্রতিষ্ঠানটির নাম প্রেসিডেন্সি ব্যাঙ্ক।

১৭৮) শ্রীমতি লীলা লাহিড়ী, এলাহাবাদ— ঋষি অরবিন্দের জননী ও সহোদরা ভগিনীর নাম কি?

উঃ—

ঋষি অরবিন্দের জননীর নাম স্বর্ণলতা দেবী এবং একমাত্র সহোদরা ভগিনীর নাম সরোজিনী দেবী।

১৭৯) সৌকত হোসেন আলী ঢাকা— কাজী নজরুল ইসলাম জীবনে কি কখনো রঙ্গমঞ্চের পাদ পীঠে অথবা সিনেমার রূপালী পর্দায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন?

উঃ—

কবি কাজি নজরুল ইসলাম জীবনে একবারই রূপালী পর্দায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। ছবিটি ছিলো সুপ্রসিদ্ধ নাট্যকার গিরীশ ঘোষের 'ধ্রুব'। নজরুল তাতে নারদের অংশে অভিনয় করেছিলেন। এই নারদের কোনো দাড়ি গোঁফ ছিলো না।

স্মৃতি বাসরে বিশ্ব পরিচয়

শ্রীডুবুরী

(পর্ব প্রকাশিতের পর)

কালের মহাসাগর থেকে স্মরণ যোগ্য কিছু রত্ন আহরণ করে মিতা ভাই-বোনদের হাতে উপহার দেবার চেষ্টা করছি। আমার আহরণে কিছুটা এলো-মেলো সংগ্রহ থাকবে। পাঠক পাঠিকারা সেগুলো ওঁদের সঞ্চয়ের যাদুঘরে যথাযোগ্য স্থানে সাজিয়ে গুছিয়ে রাখতে চেষ্টা করবেন।

১৮ই ফেব্রুয়ারী
১৮০৬ খ্রীঃ অঃ—

হুগলী জেলাস্থ কামারপুকুর গ্রামে গদাধর চাট্টোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায়। এই গদাধর পরে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব নামে অভিহিত হন এবং ভক্তবৃন্দের দ্বারা আজও তিনি অবতার রূপে পূজা পেয়ে আসছেন।

১৫ই মার্চ
১৮৭০ খ্রীঃ অঃ—

কলকাতায় কলের জল চালু হয়।

৮ই সেপ্টেম্বর
১৮৭৫ খ্রীঃ অঃ—

কোলকাতার আলীপুরে প্রথম আবহাওয়া বিভাগ স্থাপিত হয়।

১৭৯৮ খ্রীঃ অঃ—

ক্লে সাহেব দমদম বুলেট আবিস্কার করেন। বর্তমান এই বুলেট আন্তর্জাতিক আইনানুসারে বর্জিত হয়েছে। এই

ধর্মের কারণ, এর মারাত্মক আঘাত করার ক্ষমতা।

৪ঠা মে
১৯০২ খৃঃ অঃ—

স্বামী বিবেকানন্দ বেলুড় মঠে চির সমাধি লাভ করেন।

১লা জানুয়ারী
১৯৩৪ খৃঃ অঃ—

চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের অধিনায়ক সূর্যসেন (মাষ্টার দা) ইংরাজের হাতে ধরা পড়েন।

বলুন তো

প্রশ্ন - ১ কোন খেলোয়াড় টেষ্ট পাঁচ (৫) দিনের কিছু না কিছু সময় ব্যাট করেছেন?

উত্তর— ১৯৬০ সালে ভারতের জয়সীমা ইডেন গার্ডেনে অষ্ট্রেলিয়ার সঙ্গে টেষ্ট খেলায় পাঁচ (৫) দিনই কিছু না কিছু সময় ব্যাটিং করেন।

প্রশ্ন - ২ সবচেয়ে বেশী টেষ্ট খেলেছেন কোন খেলোয়াড়?

উত্তর— ইংলণ্ডের ওয়াল্টী হ্যামণ্ড। ৮৫টি টেষ্ট খেলেছেন।

প্রশ্ন - ৩ সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী টেষ্ট কোনটি?

উত্তর— ১৯৩৮-৩৯ সালে ডারবানে দক্ষিণ আফ্রিকা ও ইংলণ্ডের টেষ্ট খেলা ১০ দিন ধরে চলবার পর 'ড্র', থাকে।

প্রশ্ন - ৪ টেষ্টের এক 'সিরিজে' সবচেয়ে বেশী শূন্য রান করেছেন কোন খ্যাতিনামা ব্যাটস ম্যান?

উত্তর— ভারতের পঙ্কজ রায়। ১৯৫২ সালে ইংলণ্ডে টেষ্টের ৭ ইনিংসে ৫ বার শূন্য করেছেন।

প্রশ্ন - ৫ টেষ্টে সবচেয়ে সৌভাগ্যসূচক শত রান কোনটি ?

উত্তর— ইংলণ্ডের ফ্রাঙ্ক উলী ১৯১২-১৩ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে টেষ্ট খেলতে নেমে প্রথম বল নিজের ষ্টাম্পে হিট করেন কিন্তু 'বেল' না পড়ায় তিনি আউট না, শেষ পর্য্যন্ত ১১৫ রান করে নট আউট থাকেন।

প্রশ্ন - ৬ টেষ্ট খেলাতে সবচেয়ে বড় জয় কোনটি ?

উত্তর— ১৯৩৮ সালে ওভালের মাঠে অষ্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ইংল্যাণ্ড জেতে ১ ইনিংস ৫৭৯ রাণে।

প্রশ্ন - ৭ দু'দলের রানের সমতায় টেষ্ট খেলায় হার-জিত হয় নি কোন ক্ষেত্রে ?

উত্তর— ১৯৬৪ সালে ব্রিসবেনের মাঠে অষ্ট্রেলিয়া ও ওয়েষ্টইণ্ডিজের প্রথম টেষ্টে দু'দলের রানের সমতায় 'ড্র' থাকে। অষ্ট্রেলিয়া প্রথম ইনিংসে ৫০৫ রান। দ্বিতীয় ইনিংসে ২৩২ রান। ওয়েষ্টইণ্ডিজ প্রথম ইনিংসে ৪৫০ রান। দ্বিতীয় ইনিংসে ২৮৭ রান।

প্রশ্ন ৮ টেষ্ট খেলায় সবচেয়ে বড ও ছোট ইনিংস কো-টি ?

উত্তর— বড ইনিংস ১৯৩৮ সালে ওভালের মাঠে অষ্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ইংলণ্ডের ৭ উইকেটে ৯০৩ রান। ছোট ইনিংস ১৯০২ সালে এসবাসটনে ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে অষ্ট্রেলিয়ার ২৬ রান।

সংগ্রাহক— ৭২৮৫ চন্দ্র বিকাশ ঘোষ

—:—

ইংরাজী বিজ্ঞান সাহিত্য ও সরকারী কাজে ব্যবহৃত শব্দাবলীর বাংলা পরিভাষা

শ্রীদরবেশ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

Engine Driver - এঞ্জিন চালক

Engineer (Civil, Irrigation)—

বাস্তুকার

Engineer (Mechanical)— যান্ত্রিক।

Engineer and ship surveyor — যান্ত্রিক ও পোতমাপক।

Engineer Superintendent Government Dock yard... যান্ত্রিক, অধ্যক্ষ, সরকারী পোতাঙ্গন।

Entity... সত্তা, সত্ত্ব। Entomologist কীটবিদ্।

Environment... প্রতিবেশ। Envy... ঈর্ষা, অসূয়া।

Ephemeral... ক্ষণস্থায়ী।

Equation of time... কালশোধন।

Equator... নিরক্ষ রেখা। Equilibrium... সাম্য।

Equinox... বিষুব। Equity... ন্যায়।

Equivalent... তুল্য। Equivocation- বাক্‌ছল।

Erotion... ক্ষয়। Essential Oil .. উদ্‌বায়ী তৈল।

Establishment clerk... সংস্থা করণিক।

Establishment Menial সংস্থা পরিচর।

Estimator (C. & W. Dept.).. প্রাক্‌করণিক।

Estuary... খাড়ি। Eternal... শাশ্বত, নিত্য।

Ether... ঈথর। Ethics...নীতিবিদ্যা।

Ethnology .. নৃকুল বিদ্যা। Etiology- নিদানবিদ্যা।

Eugenics .. সুজননবিদ্যা। Evaporation .. বাষ্পীভবন।

Evergreen... চিরহরিৎ। Evolution... অভিব্যক্তি।

Examiner, Out side Audit Department .. পরীক্ষক বহি-নিরীক্ষা বিভাগ।

Exception .. ব্যতিক্রম। Exchange . বিনিময়।

Excise··· আবগারী। Executive . পরিচালক।

Executive Engineer, Public Health Department... পরিচালক বাস্তুকার, স্বাস্থ্য বিভাগ।

Executive Officer— নির্বাহী অধিকারিক।

Expansion... প্রসারণ। Expectation. প্রত্যাশা।

Expediency... উপযুক্তি। Expart Weaver.. দক্ষ তন্তুবায়।

Export... রপ্তানি। Export Trade Controller... নির্গম বাণিজ্য নিয়ামক।

Extra Assistant Conservator of Forests... অতিরিক্ত সহ বনপাল।

Extract... নিস্কর্ষ, Eye ball... নেত্র-গোলক।

ক্রমশঃ

—:—

মোটেই শক্ত নয়

(দ্বিতীয় স্তবক)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

— সপ্তর্ষি

আশাকরি অনেকেই গতবারের ধাঁধাটি (মোশন-১) সমাধান করতে পেরেছেন। যাঁরা যাঁরা সঠিক উত্তর পাঠিয়েছেন তাঁদের নাম নীচে দেওয়া হ'ল। যাঁরা সমাধান করেছেন তাঁরা কীভাবে উত্তর পেয়েছেন জানি না। তবে গোয়েন্দা ভদ্রলোকটি যেভাবে সমাধান করেছেন তা নীচে উল্লেখ করা হচ্ছে।

সুবিধের জন্য পাওয়া তথ্যগুলি সাজিয়ে নেওয়া হচ্ছে —

১। যে পাঁচটি নম্বর ড্রাইভারের দলের লোকেরা দিয়েছে—

(ক)	WBR	4631
(খ)	MRP	7531
(গ)	MER	2581
(ঘ)	WBF	2681
(ঙ)	WER	7581

২। কোনটিই প্রকৃত নম্বর নয়

৩। কোনটিতেই নির্ভুল সংখ্যাংশ বা নির্ভুল অক্ষরাংশ নেই

৪। প্রতিটি নম্বরে কেবলমাত্র তিনটে (কম বা বেশী নয়) ভুল আছে

৫। সবাই ভুল বলেছে এমন কোন অঙ্ক বা বর্ণ নেই।

সমাধান :

ওপরের ৫টি তথ্য থেকে নীচের তথ্যগুলি পাওয়া যায়—

৬। উল্লিখিত লরীর নম্বরগুলির একটি বিশেষত্ব লক্ষ্য করা যায় যে সবগুলোর শেষ অঙ্ক হচ্ছে 1 (এক) এবং ৫ম তথ্যানুযায়ী সবাই ভুল বলেছে এমন কোন অঙ্ক নেই। এই শেষ অঙ্কটি (1) ভুল হলে ৫ম তথ্যটি খাটেনা অর্থাৎ 1 এই

অন্যটি নির্ভুল।

৭। ৫ম তথ্য থেকে এও বোঝা যায় যে নম্বরের প্রথম বর্ণটি W বা M হবে। তেমনি দ্বিতীয় বর্ণটি B বা E এবং ৩য় বর্ণটি R P বা F হবে। অর্থাৎ লরীর নম্বরের অক্ষরাংশটি নীচের যে কোন একটি হবে—

wbr mbr wbp mbp wbf mbf
wer mer wep mep wef mef

৮। ৩য় তথ্যানুসারে এই বারটির মধ্যে নীচের কোনটি নির্ভুল হতেই পারে না —

wbr mbp mer wbf wer

এগুলো ড্রাইভারের দলের লোকেরা বলেছে।

৯। ৭ম ও ৮ম তথ্যানুসারে নীচের যে কোন একটি হচ্ছে লরীটির নম্বরের অক্ষরাংশ—

mbr wbp wep mep wef mbf mef

১০। ৭ম ৮ম ও ৯ম তথ্যের ন্যায় প্রমাণ করা সম্ভব যে নীচের বারটা সংখ্যার মধ্যে কেবলমাত্র তারকা চিহ্ন বিহীন ৭টি সংখ্যার একটি নির্ভুল সংখ্যাংশ হবে (তারকা চিহ্নিত সংখ্যাগুলো পাওয়া গেছে ১ম তথ্য থেকে)—

453I	753I*	2531
4581	7581*	2581*
4631*	763I	2631
4681	7681	2681*

১১। এবার ৯ম তথ্যে পাওয়া ৭টি অক্ষরাংশের প্রতিটি (এক এক করে) ১ম তথ্যের পাঁচটি অক্ষরাংশের সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে প্রকাশ পাবে যে নীচের কোনটিই নির্ভুল হতে পারে না—

wbp (কারণ mer 2508 এ
mep („ wbr 4631
wef („ mbp 7531
mbf („ wer 7581
mef („ wbr 463I

তাহলে তিনটের বেশী ভুল থাকবে)
„ „ „ „ „)
„
„ „ „ „ „)
„ „ „ „ „)

অর্থাৎ বাকী mbr এবং wep এর যে কোন একটি নির্ভুল হবে।

১২। অক্ষরাংশের ক্ষেত্রে যেভাবে প্রমাণ করা হয়েছে ঠিক সেভাবে সংখ্যাংশগুলি পরীক্ষা করলে দেখা যাবে যে- 4581, 7681, এবং 2531 এর মধ্যেই নিভু'ল উত্তর আছে।

১৩। ১১ ও ১২ নম্বর ধাপে পাওয়া তথ্য-গু'লো মেলালে পাওয়া যায় যে নিভু'ল নম্বর নীচের যে কোন একটি হবে।

mbr 458I	wep 458I
mbr 768	wep 768I
mbr 253I	wep 253I

১৪। ওপরের ৬টি নম্বরের প্রতিটি এক এক করে ১ম তথ্যের সঙ্গে মেলালে দেখা যায় যে mbr 458I, mbr 253I, wep 458I, wep 768I, wep 253I এর সবগুলিই ভুল (কারণ, ১ম তথ্যের নম্বরগুলিকে তাহলে তিনটের কম বা বেশী ভুল বেরোচ্ছে)।

অতএব নির্ণেয় সমাধান— mbr 768I

মোটেই শক্ত নয় ১ নম্বর ধাঁধার ফল

যারা মোটেই শক্ত নয় প্রথম ধাঁধাটির উত্তর ঠিকই দিয়েছেন তাদের নাম নীচে দেওয়া হল—

বি ৩০১৮ গীতা মিত্র, বি ৫৩৩ মন্মথ হালদার, ৭১৯২ তপন মুখোপাধ্যায়, ৭০০১ বিজয় ভট্টাচার্য, ৭৩০৫ সূর্যকান্ত নন্দী, ৭৩৪৭ অমর চট্টোপাধ্যায়, বি ৬২৩৩ অবনী ভূষণ বসাক।

এবার আর একটি ধাঁধা দেওয়া হচ্ছে। আশাকরি এবার আরও অনেকে সমাধান করবেন।

মোশন ২ :—

আমাদের পাড়ার ক্লাবটি ঠিক আমাদের বাড়ীর কাছে। দোতলা থেকে দেখা যায়। ক্লাবে ওরা নতুন একটা খেলা খেলে। এই খেলায় একপক্ষে চারজন করে মোট ৮ জন খেলে। একদলে থাকে মেয়েরা আর অন্যদিকে থাকে ছেলেরা। যেদিন ঠিক চারটি ছেলে আর চারটি মেয়ে আসে সেদিন কোন অসুবিধা হয় না। মুস্কিল হয় যেদিন বেশী আসে। তাদের ঝগড়া তখন দেখবার মত। সেদিন এসেছিল ছয়জন মেয়ে আর ছয়জন ছেলে। কাকে নেওয়া হবে আর কাকে হবে না এই নিয়ে তুমুল বাক বিতণ্ডা। আমি যা শুনেছি তাই বলছি—

অরুণ : মলি খেললে সঞ্চিতা খেলতে পারবে না আর সঞ্চিতা খেললে মলি খেলতে পারবে না।

কণাদি : তাহলে কিন্তু অরুণ আর দীপক-কেও আমরা একসঙ্গে খেলতে দেব না। যে কোন একজন।

চঞ্চল : তার মানে আমাদের একজন পাকা খেলোয়াড় কমে যাবে, আমরা তাহলে তপুদাকে নামাবই। তা না হলে কেউ খেলবো না।

মণি : বেশ তো, তপুদা খেলুক, আমা-দের আপত্তি নেই। আমরা কিন্তু তাহলে কণাদিকেও নামাবো।

ঘনা : কণাদিকে নিলে আপত্তি নেই, লীলা আর মলি দুজনেই যদি খেলে তাহলে পর্ণিকা খেলতে পারবে না বলে দিচ্ছি।

লীলা আর মনে রেখো মলিকে যদি খেলতে দেওয়া না হয় তাহলে হয় দিলীপ কিংবা চঞ্চল খেলবে, দুজনেই নয়। তাছাড়া পর্ণিকাকে বাদ দিলে ঘনাকেও বাদ যেতে হবে।

বরুণ : পর্ণিকার সঙ্গে আমার ঝগড়া তোমরা জান। ও খেললে আমি খেলব না।

নমিতা : হ্যাঁ, সেরকম এটাও মনে রেখো যে তোমাদের ঐ ফাজিল ছেলে চঞ্চলটা খেললে আমি কিছুতেই খেলব না।

এবার বলুন তো এত ঝগড়ার পর তাহলে কারা কারা খেলায় অংশ গ্রহণ করল? একটা কথা বলে রাখি যে খেলা শুরু হলে প্লেয়ার বদল আর হয় না।

উত্তর পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশ করা হবে। সঠিক উত্তর যাঁরা পাঠাবেন তাদের নাম ঘোষণা করা হবে।

উত্তর পাঠাবার শেষ তারিখ —
২০শে ভাদ্র ১৩৮০ বঙ্গাব্দ।

অংকে যারা কাঁচা

(১০ম স্তবক)

— জ্ঞানেন্দ্র নাথ রায়

বাজার করতে গিয়ে অনেক সময় দ্বন্দ্ব পড়েছি- ২০০ গ্রাম জিনিষ নেব না ২৫০ গ্রাম নেব। অনেক ক্ষেত্রে ২৫০ গ্রাম জিনিষের দাম নির্ণয় করা সহজ হয়। সে ক্ষেত্রে ২০০ না নিয়ে ২৫০ গ্রাম নেওয়া ভাল মনে করি। কোন ক্ষেত্রে ২৫০ এর হিসেব সুবিধে এবং কোন ক্ষেত্রে ২০০ এর হিসেব সুবিধে তা নির্ণয় করবার আগেও খানিকটা ভাবতে হয়। সহজে কীভাবে নির্ণয় করা যায় তা অনেকে হয়তো অভিজ্ঞতা থেকে জানেন। কেবল মাত্র অনভিজ্ঞ বাজার সরকারদের জন্য তাই কয়েকটা কথা বলছি।

২৫০ গ্রাম হচ্ছে ১ কেঃ জিঃ এর এক চতুর্থাংশ। ১ কেঃ জিঃ-র মূল্যকে সহজে ৪ দিয়ে ভাগ করা সম্ভব হলে ২৫০ গ্রামের মূল্য সহজে নির্ণয় করা যাবে। যেমন, ৪ টাকা কেঃ জিঃ, ৮ টাকা কেঃ জিঃ প্রভৃতি। ১৬ নম্বর পদ্ধতি (৪র্থ স্তবক) যাঁরা পড়েছেন তাঁরা জানেন যে, মূল্যের শেষ অঙ্ক দুটো (যেমন ১·২০ এর ২০) ৪ দ্বারা বিভাজ্য হ'লে সে মূল্যটিও ৪ দ্বারা বিভাজ্য হবে।

এক কেঃ জিঃ এর এক পঞ্চমাংশ হচ্ছে ২০০ গ্রাম। ১ কেঃ জিঃ এর মূল্যকে ৫ দিয়ে ভাগ করে ২০০ গ্রামের মূল্য নিরূপন করতে হলে ১৭ নম্বর পদ্ধতির (৪র্থ স্তবক) প্রসঙ্গ তোলা যেতে পারে।

এই পদ্ধতি অনুসারে ১ কেঃ জিঃ মূল্যকে দ্বিগুণ করে দশ ভাগের একাংশ থেকে ২০০ গ্রামের মূল্য পাওয়া সম্ভব। যেমন ৩·৪০ করে কেঃ জিঃ হলে ২০০ গ্রামের দাম হবে ৬৮ পয়সা।

বলাবাহুল্য যে ১ কেঃ জিঃ-র মূল্যের এক দশমাংশকে (অর্থাৎ ১০০ গ্রামের মূল্যকে) দ্বিগুণ করেও অতি সহজে ২০০ গ্রামের মূল্য নিরূপন সম্ভব হয়। ৩·৪০ কে সাধারণ প্রথায় ৫ দিয়ে ভাগ করতে অপেক্ষাকৃত বেশী সময়ের প্রয়োজন হত।

বাজার করতে গিয়ে কিংবা ট্রামে বাসে ঘুরতে গিয়ে এক ধরনের ঘটনা প্রায়ই ঘটে। যেমন, ২৪ পয়সার পেঁয়া

কিনে দোকানদারকে একটা সিকি দিলে অনেক সময় দোকানদার বলে, এক পয়সা তো দিতে পারছি না। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই আমরা ঐ এক পয়সার জন্য ঝামেলা না করে বলি, আচ্ছা ঠিক আছে। অথচ, খুব কম সময়ই আমরা ভেবে দেখি যে ঐ এক পয়সা নানাভাবে দোকান-দারের কাছ থেকে নেওয়া যেতে পারে। যেমন, আমাদের কাছে ১ পয়সা থাকলে দোকানদারের কাছ থেকে ২ পয়সা নিয়ে এই এক পয়সা দিলে মোট ১ পয়সা দেওয়া হবে। কারণ,

২ পয়সা— ১ পয়সা= ১ পয়সা

অনুরূপ ভাবে, ৫—২—২=১ (অর্থাৎ ৫ পয়সা নিয়ে দুটো ২ পয়সা দিলে)

৩—২ = ১
১০—৩—৩—৩ = ১
৩+৩—৫ = ১
২+২—৩ = ১

আমাদের মধ্যে অনেকে অঙ্কের সহজ পদ্ধতিগুলো জানেন না বলে বেশ কষ্ট করে হিসেবের কাজ করেন। সেদিন লক্ষ্য করলাম, একজন কীভাবে ৩৫.৯৬ (৩১ লিটার দুধের মূল্য) এর দ্বিগুণ নির্ণয় করল। সে সাধারণ নিয়মে ৬ দ্বিগুণে ১২ এর ২ নামল হাতে রইল ১, ৯ দ্বিগুণে ১৮ আর হাতের ১ সমান ১৯ এর ৯... এভাবে গুণ করে উত্তর পেল ৭১·৯২। অথচ ৩৫·৯৬ কে (৩৬-·০৪) অর্থাৎ ৪ পয়সা কম ৩৬ টাকা কল্পনা করে নিলে উত্তর অপেক্ষাকৃত সহজে নির্ণয় করা যায়—

যেমন, ৩৫·৯৬ × ২
= (৩৬ — ·০৪) × ২
= ৩৬ × ২— ·০৪ × ২
= ৭২ — ·০৮
= ৭১·৯২ নির্ণেয় মূল্য।

ওপরে হিসেবটা বোঝানর জন্য বিশদ ভাবে দেখান হয়েছে। কার্য্যক্ষেত্রে তার প্রয়োজন নেই। ৩৫·৯৬ টাকা যে ৩৬ টাকা থেকে ৪ পয়সা কম তা কল্পনা করতে হিসেবের প্রয়োজন হয় না। ৩৫·৯৬ এর দ্বিগুণ তাহলে ৩৬ এর দ্বিগুণ বা ৭২ টাকা অপেক্ষা ৮ পয়সা (৪ পয়সার দ্বিগুন) কম, খুব সহজেই অনুমেয়। ৮ পয়সা কম ৭২ টাকা যে ৭১·৯২ তা তো চোখের সামনে ভাসছে।

(৩০) মজার গুণ:

এবার একটি বেশ মজার গুণের পদ্ধতির কথা বলছি। ধরা যাক

কেননা পদ্ধতিটি দেখে মনে হয় না যে তা থেকে কোন গুণফল পাওয়া যেতে পারে। সংখ্যা দুটোকে এই পদ্ধতির কোন ধাপেই পরস্পর গুণ করা হয় না। সংখ্যা দুটোর একটিকে একভাবে এবং অন্যটিকে অন্যভাবে গুণ বা ভাগ করে উত্তর পাওয়া যায়। একটি উদাহরণের সাহায্যে পদ্ধতিটি বোঝাবার চেষ্টা করা হচ্ছে। মনে করা যাক, ১৩৫ এবং ২৩ এর গুণফল বের করতে হবে।

সংখ্যা দুটোর মধ্যে যেটি ছোট তাকে ক্রমশঃ ২ দিয়ে ভাগ করতে হবে যতক্ষণ না ১ পাওয়া যায়। সেই সঙ্গে অন্য সংখ্যা টিকে দ্বিগুণ করতে হবে। এক্ষেত্রে—

২৩	*	২৩৫
১১	*	৪৭০
৫	*	৯৪০
২	-	১৮৮০
১	*	৩৭৬০

এবার ডানদিকের একমাত্র সেই সংখ্যাগুলিই সংগ্রহ করতে হবে যার বাঁদিকে বেজোড় সংখ্যা আছে (* চিহ্নিত)। এ ক্ষেত্রে ২৩৫, ৪৭০, ৯৪০, ৩৭৬০ এই চারটে সংখ্যা যোগ করলে পাওয়া যাবে ৫৪০৫ যা হচ্ছে ২৩৫ এবং ২৩ এর গুণফল। এভাবে গুণ করতে হলে একটু বেশী সময়ের প্রয়োজন। একমাত্র নূতনত্বের কথা ভেবে এখানে উল্লেখ করা হল। ভাবছেন হয়তো এ আবার কী করে সম্ভব। সম্ভব কিনা তাতো উদাহরণ থেকেই প্রমাণ হল। আর কী ভাবে হল তা অনুশীলন স্বরূপ আপনাদেরকে দেওয়া হচ্ছে। সমাধান না করতে পারলে পরে কখনও আলোচনা করা হবে।

(ক্রমশঃ)

পুরুষের তপ্ত স্পর্শে যে রমণী দেহ অগ্নিদগ্ধ হয়নি বৃথা তার সাজসজ্জা বৃথা তার জন্ম। যৌবন যার অনাদৃত সে বৃদ্ধের সমান।

— ডি, এইচ, লরেন্স।

সংগ্রাহক— ৬৭৬৬ আরতি মিশ্র।

বিশ্বমিতালি সঙ্ঘ

৪৮, রামকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, উত্তরপাড়া, হুগলী

আষাঢ় - শ্রাবণ—১৩৮০

নূতন মিতাদের নাম ও পরিচয়ের তালিকা

১৪শ বর্ষ ২য় সংখ্যা

সদস্য সংখ্যা ৭২৫১ থেকে ৭৩৫০ পর্য্যন্ত মিতাদের পরিচয় প্রকাশ করা হল।

যে সকল সভ্যের ঠিকানা জানাতে আপত্তি নেই তাঁদের ঠিকানা নামের সঙ্গে প্রকাশ করা হল। বর্ত্তমানে বা পরে যাঁদের নাম তালিকায় মুদ্রিত বা প্রকাশিত হয়েছে বা হবে এখন থেকে তাঁরা ঐ সকল মিতাকে সরাসরি তাঁদের ঠিকানায় চিঠি দিতে পারেন।

সংঘের অবধায়কদের আর চিঠি পাঠাবার প্রয়োজন হবে না। নারী মিতাদের লেখা প্রত্যেকটি প্রথম চিঠি সংঘের অবধায়কদের পাঠাতে হবে। আপত্তি না থাকলে নারী মিতারা এরপর সরাসরি পত্রালাপ করতে পারেন।

নারী মিতাদের কাছে পত্র দিলে পক্ষ কালের মধ্যে উত্তর না পেলে জোড়া পোষ্ট কার্ডে স্মরণ লিপি পাঠাতে পারেন। যদি কোন কারণ বশতঃ নারী মিতারা পত্রালাপে বিরত থাকতে চান তবে যেন তাঁরা জানিয়ে দেন। চিঠি পেয়ে নিরুত্তর থাকা কোনক্রমেই সঙ্গত নয়।

প্রিয় বিষয়গুলির পরিবর্ত্তে যে নতুন সাংকেতিক চিহ্ন ব্যবহার করা হয়েছে সেগুলি এইরূপ: –

নতুন মিতাদের নাম ও পরিচয়ের তালিকা

অ অভিনয়, উ – উপন্যাস, খ – খেলাধুলা, গ—গান ঘ – ঘর বা গৃহস্থালী, চ – চলচ্চিত্র, ছ – ছবি তোলা, জ - জানবার কথা, ড—ডাকটিকিট, ফাষ্ট ডে কভার, পিকচার পোষ্ট কার্ড, ত – তাস খেলা, দ—দাবা খেলা ধ—ধর্ম্ম, ন – নাচ, প – পশুপাখী পালন, ফ—বাগান করা (ফল, ফুল, শাক-সবজী), ব—ব্যবসা বাণিজ্য, ভ – ভ্রমণ শ – শিল্প, স...সমাজ, হ . সাহিত্য, য . যন্ত্রসঙ্গীত, র রাজনীতি, ঙ...অঙ্কন চিত্র, জ্ঞ...বিজ্ঞান।

মিতাদের নাম ও পরিচয়ের তালিকাগুলি এইরূপে সাজান হয়েছে .. সদস্য সংখ্যা, নাম, ঠিকানা, বয়স, বৃত্তি ও সখের বিষয়।

* চিহ্নিত মিতাদের ৮৫ পয়সার বিশেষ বৈদেশিক বিমান পত্রে সরাসরি চিঠি দিতে হবে।

৭১৫৬ অনিল রঞ্জন সরকার c/o. সলিল সরকার, স্কুল পাড়া কালিয়াগঞ্জ, পশ্চিম দিনাজপুর ১৬ ছাত্র এ ড অ

৭১৫৭ অমর নাথ দাস ইউ, জি, সি, হোষ্টেল, হেতমপুর, বীরভূম ১৮ ছাত্র জ্ঞ মিতালী

৭২৬৯ অশোক কুমার মুখার্জী c/o পণ্ডিত এস মুখার্জী রহড়া চৌধুরীপাড়া পোঃ... রহড়া, ২৪ পরগণা, ২০ চাকুরী গ ব ভ হ

৭২৯২ অলকেন্দু দাস ২, জগু ডাক্তার লেন, কাদাই বহরমপুর মুর্শিদাবাদ, ২০ ছাত্র গ ব ভ হ

নতুন মিতাদের নাম ও পরিচয়ের তালিকা

১২৯৩ অমল কুমার মণ্ডল c/o দুলাল কুমার গায়েন টাকী নর্থ পল্লী, টাকী ২৪ পরগণা ১৯, ছাত্র স হ শ ভ

১২৯৪ অদীপ চক্রবর্তী উত্তর বাঘাড়া, বাক্সাড়া, হাওড়া, ১৮ ছাত্র র ক গ ব

১৩০৮ অমল কুমার দাস ৯৪, পঞ্চানন তলা রোড পশ্চিম পুটিয়ারী কলিঃ ৪১ ১৯ ব্যবসা হ ব ভ চ

১৩১৮ অসীম কুমার পাল গ্রাম... দেবীগড় পোঃ- মধ্যমগ্রাম ১৪ পরগনা ২১ চাকুরী হ জ ধ গ

১৩২০ অজিত সাহা c/o অল্পি ফেও হরেকৃষ্ণপুর মুর্শিদাবাদ ২১ ছাত্র র হ

১৩৪৬ অ-িমেষ মিত্র টেলিফোন এক্সচেঞ্জ চাবুয়া ডিব্রুগড় আসাম ২৪ চাকুরী হ জ গ ধ

১৩৪৭ অমর চ্যাট্টার্জী B 92 Sector-2 Rourkella-2 Orissa ২৮ চাকুরী স র হ ব

১২৫৫ আবুল কালাম আজাদ গ্রাঃ+পোঃ নারিসা ঢাকা বাংলাদেশ ১৯ ছাত্র জ হ গ য

১২৬৬ আশরাকুল আলম বি-২/১ জেলা সদর আবাসিক এলাকা টাঙ্গাইল বাংলা দেশ ১৬ ছাত্র জ ভ ধ

১২৬৭ আলী আহর খালেধ উজ্জামানজহির c/o মোঃ ওয়ালী বাংলাদেশ কৃষিব্যাংক জামালপুর ময়মনসিংহ বাংলাদেশ ১৫ ছাত্র র হ ধ গ

১২৭৮ আশীষ কুমার মজুমদার Hostel No IA Room...110 Regional Engineering College Kurukhetra Haryana Pin cod—132119 ১৯ ছাত্র হ গ ভ হ

১১৯১ আশীষ চ্যাটার্জি West bengal State Electricity board Divisional Engineer office West Dinajpur o & m Division Po. Raiganj W/Dinajpur ২০ চাকুরী সববিষয়

১৩৩১ আবুল বাশার c/o আব্দুল হাসিব, রূপসা জীবন বীমা কর্পোরেশন এম এম আলী রোড যশোর বাংলাদেশ ১৬ ছাত্র ভ প

১৩৩২ আনোয়ারুল আজাদ c/o ডাঃ আবদুল্লাহ আল মামুন বজ্রপুর সড়ক জামালপুর ময়মনসিংহ বাংলাদেশ ১৯ ছাত্র স হ শ ব

১২৮০ এস সি প্রামাণিক 6900731 No. I. T. R. G bnbk No. 8 b. coy staff A.O.C. Centre SECENDRABAD-15 A. P, ১৫ চাকুরী স ব হ খ

১২৮৩ এ্যানী সরকার LAKHNAW U. P. ২৪ ছাত্রী স হ খ গ

১০০০ এম রশিদ ২য় বর্ষ (তড়িৎ কৌশল) ১০৬ দক্ষিণ ছাত্রাবাস প্রকৌশল মহাবিদ্যালয় চট্টগ্রাম বাংলাদেশ ১১ ছাত্র ণ ধ গ ব

১২১৫ কাজী সারওয়ার উজ জাকির গ্রাম ও পোঃ মুজগুন্নি খুলনা বাংলাদেশ ১৬ ছাত্র ব য হ ভ

১২১৭ কাজী রেশাদুর রহমান কালাই বগুড়া বাংলাদেশ ১৯ ছাত্র গ ব প্ত ভ

১২১৬ কৃষ্ণা পাল মাখলা ১৯ ছাত্রী (বি. এ পার্ট টু) গ ভ চ

১০৩৩ কে. এম. এ, গাফ্ফার সাং... দক্ষিন মোহাকালী পোঃ কেওয়ার বিক্রমপুর ঢাকা বাংলাদেশ ১৮ ছাত্র হ গ ভ চ

১০৪৪ কিশোর কান্তি পাল ভদ্রেশ্বর লাইব্রেরী রোড শান্তিপল্লী ভদ্রেশ্বর হুগলী ১৮ ছাত্র স হ প্ত ভ

১০০৬ গোরাচাঁদ সাউ এন, আর. এস কলেজ ষ্টুডেন্টস হোষ্টেল ১৩৮ লোয়ার সারকুলার রোড কলি: ১৪. ২২ ছাত্র স হ চ

১০২৩ গোপাল সেনগুপ্ত ৯৭/২ গোপাল লাল ঠাকুর রোড বরানগর কলি: ৩৬ (পিন ৭০০০৩৬) ২৪ ছাত্র ভ হ অ

১২১০ চণ্ডীদাস দে c/o দেশ বন্ধু মেডিকেল হল রুম–ডি-২৮, ৭১ রাসবিহারী বসু রোড কলিকাতা-১ ৩০ ব্যবসা হ গ ভ.

১২১৬ চৌধুরী আখতার ইমাম c/o এ এইচ চৌধুরী ডি এস পি ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়া টাউনখালিশপুর খুলনা বাংলাদেশ ১৬ ছাত্র ক প্ত গ য

১২৮৫ চন্দ্রবিকাশ ঘোষ ১৪-ডি শ্রীনাথ মুখার্জী লেন, কলিকাতা ৩০ ১৮ ছাত্র হ ব গ ভ

১১৫৮ ছন্দা দত্ত কুতুবপুর ২২ ছাত্রী প্ত গ ব ভ

১০১২ জয়দেব দাস ৩১/১ গ্রে ষ্ট্রিট কলি. ৫, ১৭ ছাত্র হ প্ত চ

১০১৪ ডি, কে, বাবলা মনিকা ফটো ষ্টুডিও ছহিরউদ্দিন মার্কেট বগুড়া বাংলাদেশ ১০ ছাত্র স্ত গ চ

১০১০ তাপস ব্যানার্জী ৬/১ নরসিংহ প্রসাদ দত্ত রোড বরানগর কলি: ৩৬ ২৬ চাকরী হ প ভ চ

১০২৬ তুলিকা বিশ্বাস কলিঃ ৩৪, ২৮ সাহিত্য চর্চা হ ভ হ চ

১০২৮ ত্রিনাথ চন্দ্র মণ্ডল সিংহড়া শোল্লা ঢাকা বাংলাদেশ ২২ ছাত্র স র হ শ

১৩০৬ তপন কুমার সরকার ১০৬ রবার্টসন রোড গরিফা ২৪ পরগনা ২২ চাকুরী হ ব গ ভ

১০৩৮ তপজ্যোতি ভট্টাচার্য United bank of India DULIAJAN DIBRUGARH ASSAM ২২ চাকুরী স র হ ভ

১০০৪ দুলাল চন্দ্র সাহা c/o দিলীপ কুমার সাহা গ্রাঃ ও পোঃ... বানীপুর পিন- ৭৪৩২০০, ২৪ পরগনা ১৮ ছাত্র স জ্ঞ ভ ধ

১২৫৪ নাজিমুদ্দিন আহমেদ বেলনাবাবুর কান্দি পোঃ... রোহিতপুর ঢাকা বাংলা দেশ ১৭ ছাত্র র ধ গ য

১০২১ নবিন কুমার নাগ c/o নরেন্দ্রনাথ নাগ টি-২২০ এফ রেলওয়ে কোয়াটার বেলগাছিয়া কলিঃ ৩৭, ২৫ চাকুরী গ য

১০৪২ নবকুমার হালদার ১৪/১২ তিলক রোড দুর্গাপুর-৫ বৰ্দ্ধমান ২১ চাকুরী র জ্ঞ ভ ড

১২৬৪ প্রদীপ মল্লিক কুলটিয়া পোঃ- মণিরামপুর যশোর বাংলাদেশ ১৮ ছাত্র স র হ জ্ঞ

১২১৪ পীযূষ কুমার পাল এস. এস. পাল রোড শিলচর-১ আসাম
প্রবেশ পত্র পাওয়া যায়নি

১২৮৬ প্রদীপ কুমার চক্রবর্ত্তী ৬৪/১৩ নরসিংহ এভিনিউ কলিঃ ২৮, ২১ শিক্ষকতা হ জ্ঞ চ

১২৯০ পত্রলেখা বিশ্বাস কলিঃ ১৩ বেতার ঘোষিকা হ গ য ভ

১৩০৫ প্রদীপ সরকার চৌধুরী পাড়া মাকড়দহ হাওড়া ২০ ছাত্র হ ভ ড চ

১৩০৭ পার্থসারথি সেনগুপ্ত ৮১/১- সি রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রিট কলিঃ ৬, ১৭ ছাত্র গ মিতালি

১৩১১ প্রতিমা মস্কর ঢোলাহাট ১৩ ছাত্রী হ

১৩১৫ পুরবী সরকার কালিঘাট ২৮ শিক্ষিকা ভ ভ প

১২৫১ বাদল চন্দ্র হালদার গ্রাম — নং ১১ জালাবেড়িয়া পোঃ- নস্করপাড়া জালাবেড়িয়া ২৪ পরগনা ১৯ ছাত্র স হ শ জ্ঞ

১২৫৩ বাসুদেব বসাক গোপাল নিবাস সুভাষ পল্লী বার্ণপুর বর্দ্ধমান ১০ ছাত্র শ জ্ঞ ভ স্ক ড

১১৮৮ বসির লস্কর (Auditor) U. A. H. Q. 13 B. R T. F c/o 99Apo ২৩ চাকুরী গ ভ চ মিতালী

১২৮৯ বিমল মণ্ডল c/o পি. মণ্ডল কুরমুন বর্দ্ধমান ১৫ ছাত্র স হ ভ জ্ঞ

১২৯৮ বিজু ৫/৪ গজনবী রোড, কলেজ গেট ঢাকা-৭ বাংলাদেশ ২০ ছাত্র স গ ভ খ

১৩০১ বিজন ভট্টাচার্য্য c/o রেনবো ইনডাস্‌ট্রিজ প্রাঃ লিঃ ১১ চন্দ্রনাথ শিমলাই লেন, কলিঃ ২, ২৯ ব্যবসা স গ ভ চ হ

১১৬০ ভাস্বতী সরকার দিনহাটা ২১ ছাত্রী র হ গ য

১১৬৩ মোসারফ হোসেন বাদল ১৮৬/এ, নতুন পল্‌টন লেন. আজিমপুর ঢাকা ৯ বাংলাদেশ, ১৬ ছাত্র গ য ভ খ

১১৬৫ মুজিবর রহমান c/o ওবায়দুর রহমান, ক্লথ মার্চেন্ট গ্রাঃ ও পোঃ— সেতাবগঞ্জ দিনাজপুর বাংলাদেশ ১০ ছাত্র স হ গ ষ

১২৭৩ মলয় কুমার সরকার রুম-৮৪ সেনহল বি ই কলেজ বোটানিক গার্ডেন হাওড়া-৩, ২১ ছাত্র হ গ খ চ

১১৮২ মুকুল কুমার ঘোষ ইউনাইটেড ব্যাংক অব্‌ ইণ্ডিয়া উত্তরপাড়া (পিন-৭১২২৫৮) হুগলী ১৪ চাকুরী ড মুদ্রাসংগ্রহ

১১৮৪ মানস সেনগুপ্ত The New Bhopal Textiles Ltd. (Wages Section) chand borh Bhopal M. P ১৫ চাকুরী র হ ব ধ

১২৯৯ মসিউর চৌধুরী (বাবু) c/o এম আর চৌধুরী ৩০ তল্লা রোড নারায়ণগঞ্জ ঢাকা বাংলাদেশ ১৭ ছাত্র স র হ ব

১৩১৯ মজিদ-উ জামান (বিদ্যুৎ) হাসপাতাল রোড শিবগঞ্জ রাজশাহী বাংলাদেশ প্রবেশপত্র পাওয়া যায় নি

১৩২৪ মলিন কুমার ঘোষ ১৮৫ গোস্বামী পাড়া রোড বালী হাওড়া ২৩ ছাত্র (সববিষয়)

১০২৫ মৃণাল কান্তি সরকার নিত্য স্মৃতি ক্রুকেড লেন, চুঁচুড়া হুগলী ২৫ চাকুরী স গু ব ধ

১৩২৯ মো: আসগর আলী ২৭ কবাতী টোলা লেন ঢাকা-১ বাংলাদেশ ১৭ ছাত্র ব গ য ভ

১০৩০ মাণিক ব্যানার্জী c/o প্রিয়লাল ব্যানার্জী স্বরোড বরিশাল বাংলাদেশ ২০ ছাত্র হ গু স ধ

১০৪২ মো: তৌফিক নিজামি মুসলিম মনজিল পুলহাট কসবা দিনাজপুর বাংলাদেশ ১৯ ছাত্র শ গু ধ য

১২৬১ রণেন্দ্র কুমার গাঙ্গুলী Gc. R K Ganguly Naushara Coy Indian Military Academy Dehra Doon u. p ২২ Officer Cadet হ গ চ অ

১২৬২ রতন কুমার সাহা মালিকান্দা মেঘুলা বি এল উচ্চবিদ্যালয় ১০ম শ্রেণী ক্রমিক নং ২৭ গ্রা: ও পো: মেঘুলা জেলা ঢাকা বাংলাদেশ ১৭ ছাত্র সববিষয়

১১৭১ রবিউল আলম কৃষ্ণরামপুর রানডিয়া বর্দ্ধমান ১৬ ছাত্র সববিষয়

১৩২২ রাধাগোবিন্দ ঘোষ ৫ হরিপদ দত্ত লেন কলি: ৬, ২১ ছাত্র হ ভ ব ছ

১৩৪৯ রত্না রায় কোঁয়ার পুর ১৮ গৃহস্থালী গ অ আবৃত্তি

১৩৫০ রবীন্দ্রনাথ চ্যাটার্জী F-8 Section A. F. K. PUNA-3 ২৬ চাকুরী স র হ গ

১২৭৯ লোকনাথ সাহা c/o Loke nath Stores Lakhtokia GOUHATI-1 ASSAM ১৯ ছাত্র স হ গু ব

১২৫৯ শ্যামা প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় ৪ বৃন্দাবন দত্ত লেন. বাঁধাঘাট সালকিয়া হাওড়া ৬, ২৫ শিক্ষক হ ব গ য

১৩০৯ শেখর ভট্টাচার্য্য ৩২ গৌর মোহন রায় লেন ভাটপাড়া. ২৪ পরগনা ১৭ ছাত্র হ ধ য ভ

১৩১৩ শ্যামল চক্রবর্ত্তী মেডিকেল কলেজ হোষ্টেল ২১৭ বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রিট কলি: ১৩, ৩১ ছাত্র স র হ গু

১৩৩৭ শংকর দাস ৩ পরমহংস দেব রোড নবগ্রাম হুগলী ১০ ছাত্র গ য ভ ধ

১৩৪০ শ্যামল সেন ৩৩/১-ডি শরৎ বসু রোড কলি: ৭০০০২০ ২২ ছাত্র স হ শ ব

১২৫১ সঞ্জিব ভৌমিক c/o ডা: সন্তোষ ভৌমিক সুভাষ পার্ক পো:— খোয়াই ত্রিপুরা ১৮ ছাত্র ক হ ব ভ খ অ চ

১২৬৮ স্বপন কুমার ব্যানার্জী হালিসহর শ্যামসুন্দরী লেন, পো:— হালিনগর ২৪ পরগণা ১৭ ছাত্র হ ভ চ ভ

১২৭২ সুশান্ত দাস c/o সুনীতি কুমার দাস কুতুবপুর মালদহ ১০ ছাত্র হ শ গ্র ব

১২৮১ সৈয়দ সুজাত আলী c/o সৈয়দ উসমান আলী পূর্ব কাশ্মীর বাজার সিলেট বাংলাদেশ ১৭ ছাত্র স হ শ গ্র

১২৮৭ সবুজ রায় Auditor U. A. H. Q-13 B R T F, C/o 99 Apo. ২০ চাকুরী গ য ভ খ

১২৯৫ সমীর কুমার মুখোপাধ্যায় ২২ মহারাজ নন্দ কুমার রোড (নর্থ) কলি: ৩৬ ১৯ ছাত্র হ গ্র গ য

১২৯৭ সুহাস চন্দ্র সরকার c/o সুরেশ চন্দ্র সরকার থানাপাড়া লালমণির হাট রংপুর বাংলাদেশ ১৬ ছাত্র ব স গ্র গ

১৩০২ সমরেন্দ্র নাথ দত্ত ৮/এ আনন্দ প্রসাদ ষ্ট্রিট কলি: ৫, ২৪ ছাত্র হ ব ভ হ

১৩০৩ সুস্মিতা দাস (দীপা) দলপতিপুর ১৮ ছাত্র শ ব গ হ

১৩০৪ স্বপন বেরা ৯ রামকৃষ্ণ রোড রিষড়া হুগলী ২৪ চাকুরী স র হ শ

১৩১৭ সুকুমার সামন্ত মেরিন ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ পি-১৯ তারাতলা রোড কলি: ৫৩, ২৭ ছাত্র শ গ য ভ

১৩২৭ সুচিত্রা ব্যানার্জি সাঁত্রাগাছি ১৮ ছাত্রী স হ গ অ

১৩৫৫ সূর্য্য কান্ত নন্দী সরাইবাজার পো: দাঁতন মেদিনীপুর ১৮ ছাত্র স হ শ গ

১৩৩৯ সফিকুল আলম c/o মহবুব বাগ কাজীপাড়া (বারাসত) ২৪ পরগণা ১৮ ছাত্র ভ খ অ

১৩৪১ সন্ধ্যা মজুমদার ইন্দা খড়গপুর ১৬ ছাত্রী হ ভ চ অ

১৩৪০ সমীর রঞ্জন ঘোড Sel G D AGI Rec TT. SEC. ONG. Commission Eastern Region Nazira ASSAM ২৪ চাকুরী স র হ ভ

১৩৪৮ সত্যব্রত বিশ্বাস C/o Prodip Kumar S M C. Men's Hostel (Old Jail Road) Room 245 MADRAS-1 ২৪ ছাত্র স শ গ ভ

১৩১৭ হরেন্দ্র নাথ দত্ত c/o জি, এ র দাস´ ৪নং রমেশ দাস ষ্ট্রিট কলি: ৭, ৩১ চাকুরী স হ গ য

মজার ধাঁধা
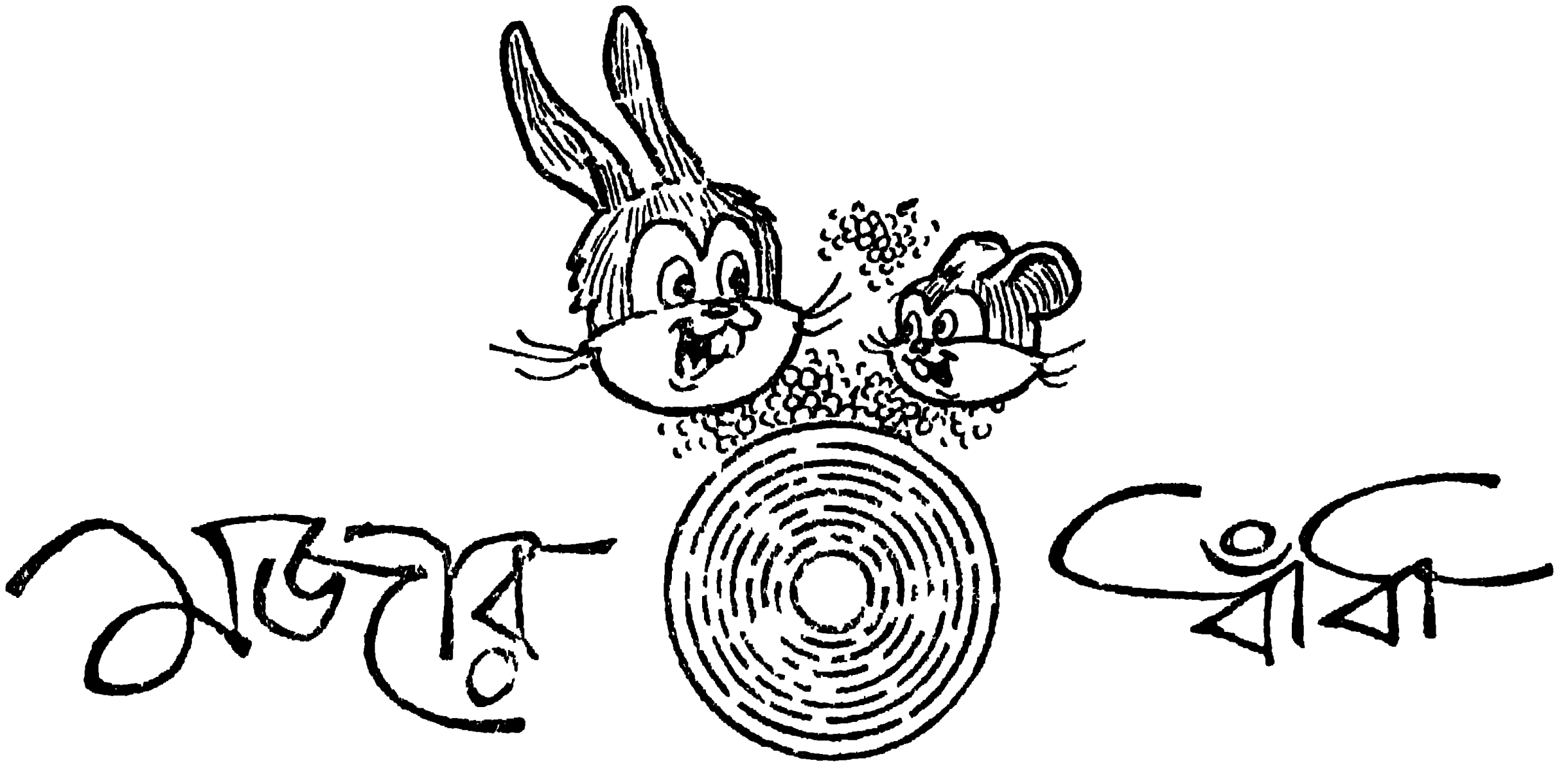
বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ ১৩৮০ সংখ্যা থেকে চতুর্থ বার্ষিক ধাঁধা প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়েছে। এই প্রতিযোগিতায় চারটি পুরস্কার আছে। যিনি সবগুলি ধাঁধার উত্তর ঠিক দিতে পারবেন তিনি ৫০ টাকা পাবেন, একটি ভুল গেলে পাবেন ২৫ টাকা, দুটি ভুলে ১৫ টাকা এবং তিনটি ভুলে ১০ টাকা। উত্তরগুলি নির্ধারিত সময়ে আসা চাই।

প্রত্যেক মিতাকে লিপিমিতা সাধারণ ডাকে পাঠান হয়। যদি কোন মিতা ডাক গোলযোগের জন্য পত্রিকা না পান তবে বাংলা দ্বিমাসিকের শেষ মাসে ১৫ তারিখের মধ্যে সংঘকে রেজিষ্টার্ড খরচ বাবদ ১'১০ পয়সা পাঠিয়ে দিলে সংঘ সঙ্গে সঙ্গে পত্রিকাটি রেজিষ্টার্ড করে পাঠিয়ে দেবে। যাঁদের চাঁদার মেয়াদ দুমাসের বেশী পার হয়ে যাবে তাঁদের ধাঁধা প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করতে দেওয়া সম্ভব হবে না।

প্রতিযোগিতায় যে কোন শ্রেণীতে একাধিক মিতা যদি পুরস্কার প্রার্থী হন তবে সংঘ লটারীর মাধ্যমে বাছাই করে একজন মিতাকে পুরস্কারের পুরো টাকাটাই দেবে। প্রতিযোগিতায় উত্তীর্ণ প্রত্যেক সভ্য-সভ্যার নাম ও সদস্য সংখ্যা পত্রিকায় যথাক্রমে প্রকাশ করা হবে।

নিম্নলিখিত ধাঁধাগুলির উত্তর ২০শে ভাদ্র ১৩৮০ এর মধ্যে সংঘের কার্যালয়ে পৌঁছান চাই। এই সঙ্গে উত্তর সহ মৌলিক ধাঁধা পাঠাতে অনুরোধ জানাচ্ছি।

৬। পৃথিবীতে আছে কিবা
আশ্চর্য এমন,
কেহ তারে কিছুতেই চায়না
করিতে গ্রহণ
কিন্তু সেই সকলকে পায়
এ অতি আশ্চর্য
ভাবিয়া কহ দেখি তোমার
বুদ্ধির তাৎপর্য।

—বি ৬৭৫৮ বিমল কুমার পাল।

৭। তিন অক্ষরে নাম তার
নেচে নেচে যায়
প্রথম অক্ষর ছেড়ে দিলে
সর্ব লোকে খায়।
কেহ যদি দ্বিতীয় অক্ষর
ছেড়ে দিতে চায়
ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়েই তখন
বয়ে নিয়া যায়।
তৃতীয়টি ছেড়ে দিলে
যে শব্দটি পাই
বিপদে পড়লে মোরা
তাকে ডেকে যাই।

৭২২৩ রঞ্জন রায়

৮। প্রথম পেলে বিয়ে করে,
দ্বিতীয়তে দেওয়া
উভয়ের খোঁজ কর
দাদার কাছে গিয়া।

বি ৬৪৮৭ এম, সি. মায়া

৯। ত্রি অক্ষরে পরাণ ধরে
এই পৃথিতে রাজে
প্রথম দুয়ে লুকিয়ে থাকে
দ্বিতীয় দুয়ের মাঝে।

৭২৯৫ সমীর মুখোপাধ্যায়।

১০। জলপথে রই আমি
পিঙ্গল কেশ
মাথায় আছে খড়্গ
নহে গণ্ডার বেশ।
পেটে নাই নাড়ী
মুখে আছে দাড়ি
দুই অক্ষরে নিয়ে গড়া
নহে যোগী বেচারী।

৬২৩৩ অবণী ভূষণ বসাক।

ধাঁধার উত্তর

লিপিমিতার ১৪শ বর্ষ ১ম সংখ্যায়

প্রকাশিত ধাঁধাগুলির উত্তর এইরূপ :—

(১) তালা (২) বিধান নগর (৩) জোড়া পোষ্ট কার্ড (৪) সাইকেল (৫) লিপিমিতা।

পাঁচটি উত্তর দিয়েছেন :—

বি ৩০১৮ গীতা সিন্‌হা, বি ৫৪৬০ জ্ঞানেন্দ্র নাথ রায়, বি ৬৫২২ বীণা রায় (বসু), ৭২২৯ যূথিকা ব্যানার্জী।

চারটি উত্তর দিয়েছেন :—

৭১০৬ অসীম কুমার সান্যাল, ৬৫১৭ সুস্মিতা মুখোপাধ্যায়, ৬৭৪২ হারাধন বর্ম্মণ ৬৯১৮ রাজেশ চট্টোপাধ্যায়, ৬৭৬৬ আরতি মিশ্র, ৬৬৯৯ চণ্ডিকা প্রসাদ ঘোষাল, ৭১৯২ তপন মুখোপাধ্যায়।

তিনটি উত্তর দিয়েছেন :—

৭১৯৫ সমীর মুখোপাধ্যায়, বি ৬৪৫৯ ভূদেব চন্দ্র চন্দ্র, ৬৪৪৮ কণকলতা সিংহ, ৬৫৮৯ লক্ষ্মীকান্ত ভট্টাচার্য ৬০৪৭ অমর চট্টোপাধ্যায়, ৬৮৮৮ কুমারী অঞ্জনা নাথ শর্মা, বি ৬২৩০ অবনী ভূষণ বসাক।

দুটি উত্তর দিয়েছেন :—

৬৩৩৫ তপন দাশগুপ্ত, ৭২০৬ স্বপন ঘোষ, ৭১৬৬ সমীর কুমার চক্রবর্ত্তী ৭০৮৭ মীনা রায়, ৬৬৯৭ যোগেন্দ্র নারায়ণ রায়, ৭২৪৯ প্রবীর কুমার মুন্সী, ৭২৯২ অলকেন্দু দাস, ৭২৭৫ কাজী সরওয়ার উল-জাকির, ৬৩৩৬ গোপা ভট্টাচার্য, ৭২০৭ এ, বিশ্বাস, ৬৮৭১ বাবলু পাল।

তৃতীয় অনুমানস প্রতিযোগিতার ফল ঘোষণা

লিপিমিতার ১৪শ বর্ষ ১ম সংখ্যায় (বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ) প্রকাশিত অনুমানস প্রতি-যোগিতার আটটি প্রশ্নের উত্তর যথাক্রমে দেওয়া হল।

১। পৃথিবীর বৃহত্তম বদ্বীপ বাংলাদেশে অবস্থিত।
২। ৺নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যা মহার্ণব।
৩। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে।
৪। য়ুরি গ্যাগারিণ।
৫। গ্নুটিয়াস্ ম্যাক্সিমাস্।

৬। ১৮৫১ সালে জেমস্ হ্যারিসন ফ্রিজ আবিষ্কার করেন।

৭। ক্রোমিয়াম ও লৌহ।

৮। 'নো বলে' ভারতের জয়লাভ।

এই প্রতিযোগিতায় ৭৬ জন মিতা অংশ গ্রহণ করেছিলেন। এদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেছেন ৬৩৩৫ তপন দাশগুপ্ত এবং দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছেন ভূদেব চন্দ্র চন্দ্র।

— —

সন্দেশ ও মিতা সংবাদ

সু সংবাদ –

গত ৩০শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৮০ বুধবার ৬৬৯৭ মিতাভাই যোগেন্দ্র নারায়ণ রায় পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হয়েছেন। আমরা নব-দম্পতির সুখ-শান্তি ও দীর্ঘায়ু কামনা করি।

সংঘ আর নেই—

৬৮৭০ সন্দীপ প্রামাণিক, ৬৮৬৮ গীতা ঘোষ ও ৭০৫৪ সুজাতা ঘোষ।

পত্রালাপে বিরত থাকবেন (শ্রাবন + ভাদ্র) দুমাস বি ২০৬১ গোপা মুখোপাধ্যায়।

ঠিকানা পরিবর্তন—

১। ৭০৭৫ এস. এম, এস আলম গাজী (বাবুল) c/o শেখ সিরাজুল ইসলাম এণ্ড কোং, ২১নং পুরান গির্জা, চট্টগ্রাম বাংলাদেশ।

২। ৬৮৬৯ দুলাল ঘোষ I. N. S Hooghly, Po,— Hasting, Cal-22.

অনুরোধ :—

রেডিও বিজ্ঞান বিষয়ে অভিজ্ঞ ও আগ্রহী এমন মিতাদের সঙ্গে ৭১৯৫ সমীর মুখোপাধ্যায় পত্রালাপ করতে চান।

নর-নারী নির্বিশেষে যে কোন বয়সের মিতাদের সঙ্গে ৬৯৩৯ এম. আর, রায় পত্রালাপ করতে চান।

ইংরেজী ও বাংলা উভয় সাহিত্যেই আন্তরিক ভাবে আগ্রহী এমন মিতাদের সঙ্গে

৭১০৬ স্বপন কুমার ঘোষ পত্রালাপ করতে চান।

৬৯৪৭ মিতা ডাঃ তপন মুখোপাধ্যায় রবীন্দ্র সাহিত্য ও কাব্য নিয়ে মিতা ভাই-বোনদের সঙ্গে আলোচনা করতে চান। পূর্ণ ঠিকানা— ADAMS AVENUE. WEST NEWTON MASS 20165 (৮৫ পয়সার বিশেষ বৈদেশিক বিমান পত্রে সরাসরি চিঠি দিতে হবে।

স্থায়ী সভ্য বা বিশ্বমিতা

সংঘে দু'বৎসরের চাঁদা দিয়ে যাঁরা স্থায়ী সভ্য হয়েছেন, তাঁদেরকে আমরা বিশ্বমিতা নামে অভিহিত করি। গত ২৮শে আষাঢ় ১৩৮০ পর্যন্ত যে কয়জন বিশ্বমিতা পেয়েছি তাদের নাম, সদস্য সংখ্যা নীচে দেওয়া হল।

সর্বশ্রী ৬১৪৯ অঞ্জলি মুখোপাধ্যায়, ৬৪৩৯ অশোক কুমার নায়ক. ৬৩৭৭ অরুণ মুখোপাধ্যায়. ৬৬৯৯ চণ্ডিকা প্রসাদ ঘোষাল ৬৫০১ নির্মলেন্দু দে, ৬৮৭৬ পূর্ণানন্দ রায়, ৬৭৪৩ মৈত্রেয়ী দত্ত, ৭১৭৬ মুরলীধর চক্রবর্ত্তী, ৬৪৭২ প্রদীপ দাস, ৬৪১৩ সুভাষ চক্রবর্ত্তী, ৬৬১৮ সুজিত কুমার রায় ৬৮৭২ সুভাষ গুপ্ত. ৭২০৬ স্বপন কুমার ঘোষ. ৬৯৪৬ অমলেন্দু সান্যাল ও ৬৯৪৭ তপন মুখোপাধ্যায়।

বিশ্বমিতা হবার পর সংঘকে পত্র-পত্রিকার ব্যয় নির্বাহের জন্য বাৎসরিক চাঁদা আট টাকা পাঠাইলে চলবে। আশাকরি সংঘ এবার অধিকতর বিশ্বমিতা লাভে সক্ষম হবে।

লিপিমিতাকে যারা সাহায্য করেছেন—

গত ২৯শে আষাঢ় ১৩৮০ পর্যন্ত সাহায্য বাবদ যে অর্থ পাওয়া গেছে তারই হিসেব নীচে দেওয়া হল।

সর্বশ্রী ৬৭২০ ভলি রায় ৫ টাকা, বি ৬৬০৫ আশিস সরকার ৪ টাকা, ৬৯২৭ অর্জুন চন্দ্র বয়রা ৪ টাকা, বি ৫০৪৪ শিবকান্তি ভট্টাচার্য ২ টাকা, বি ৬৪৩৯ অশোক কুমার নায়ক ২ টাকা, বি ৫৬৯৫ সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায় ১ টাকা, ৩৭৪৩ সত্যেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ১ টাকা, ৬৫৪৮ সুব্রত ঘোষ ১ টাকা।

লিপিমিতার সাহায্য ভাণ্ডারে মোট ২০ টাকা পাওয়া গেছে। গতবারের সাহায্য ভাণ্ডারে মোট ৫৭৩'৯৩ পয়সা জমা ছিল। সুতরাং এ পর্যন্ত সাহায্য ভাণ্ডারে মোট ৫৯৩'৯৩ পয়সা জমা রইল।

সভ্য সভ্যাদের নিকট যে চাঁদা পাওয়া

যায় তার দ্বারা পত্রিকার সমস্ত ব্যয়ভার বহন করা অসম্ভব। যাতে পত্রিকাটি নিয়মিত প্রকাশ করা চলে তার জন্য আর্থিক সচ্ছলতা একান্ত আবশ্যক। শুভাকাঙ্ক্ষী ও উৎসাহী মিতাদের অনুরোধে লিপিমিতার সাহায্য ভাণ্ডার খোলা হয়েছে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—

লিপিমিতার বর্ত্তমান সংখ্যায় পুরাতন মিতাদের পরিচয়ের পূর্ণ তালিকা প্রকাশের কথা ছিল। কিন্তু সংখের বিষয়ে নতুন সাংকেতিক চিহ্নগুলি ব্যবহারের জন্য সমস্ত মিতা ভাই বোনের পরিচয়ের তালিকা পরিবর্ত্তন করতে হচ্ছে। এই দুরূহ কাজে সময় সাপেক্ষ। আশা করছি পূজা সংখ্যায় পুরাতন মিতাদের তালিকা প্রকাশ করা সম্ভব হবে।

লিপিমিতা ১৪/১ সংখ্যায় আত্ম সমালোচনা শীর্ষক কয়েকটি প্রশ্ন প্রকাশ করা হয়েছিল। অধিকাংশ মিতার কাছ থেকে ঐ প্রশ্নগুলির উত্তর পেলে লিপিমিতার বর্ত্তমান সংখ্যায় একটি সমীক্ষা প্রকাশ করা যেত। কিন্তু বহু মিতাই উত্তর পাঠান নি। যে সকল মিতা এখনও উত্তর পাঠাননি তাঁদেরকে ২০শে ভাদ্র ১৩৮০-এর মধ্যে উত্তর পাঠাতে অনুরোধ জানাচ্ছি। উত্তরগুলি এলে সমীক্ষা পূজা সংখ্যায় প্রকাশ করা হবে।

লিপিমিতা শারদীয় সংখ্যা

আগামী আশ্বিনে লিপিমিতা শারদীয় সংখ্যা প্রকাশ করা হবে। এই সংখ্যার জন্য মিতাদের কাছ থেকে অতিরিক্ত কোন মূল্য গ্রহণ করা হবে না। এতে যে সব বিষয় থাকবে তাহল এইরূপ:-

(১) ভারতে বৈদেশিক রাষ্ট্রদূত ও বিদেশে ভারতীয় রাষ্ট্রদূতের পূর্ণ নাম ও ঠিকানা (লিপিমিতা নববর্ষ সংখ্যায় যেসকল রাষ্ট্রদূতদের নাম প্রকাশ করা হয়নি এই সংখ্যায় সেগুলি থাকবে)। ২) চতুষ্পাঠীর চত্বরে (প্রশ্নোত্তর বিভাগ)। (৩) স্মৃতি বাসরে বিশ্ব পরিচয়। (৪) ইংরাজী, বিজ্ঞান, সাহিত্যে ব্যবহৃত শব্দাবলীর বাংলা পরিভাষা (৫) অঙ্কে যারা কাঁচা। এগুলি ছাড়া গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ ধাঁধা, পত্র সাহিত্যের টুকিটাকি ইত্যাদি থাকবে।

প্রত্যেক মিতা ভাই বোনকে অনুরোধ করা যাচ্ছে যে তিনি যেন আগামী ২৫শে ভাদ্রের মধ্যে ১৩৮০ বঙ্গাব্দের আশ্বিন মাস পর্যন্ত তাঁর সমস্ত চাঁদা পরিশোধ করে দেন। আরো জানানো যাচ্ছে যে, যাঁদের চাঁদা পরিশোধ করা থাকবে তাঁরা ২৫শে আশ্বিনের মধ্যে লিপিমিতা শারদীয় সংখ্যা যদি হাতে না পান তবে পত্রিকাটি পুনরায় পাঠানোর জন্য রেজিষ্টার্ড খরচ বাবদ ১.১০ পয়সা যেন পাঠিয়ে দেন। কারণ ধরে নিতে হবে সাধারণ ডাকে পাঠানো পত্রিকাটি পথে মারা গেছে।

৺শান্তিদেবী স্মরণে অঙ্কণ প্রতিযোগিতা

বিশ্ব মিতালি সংঘের প্রথম সম্পাদিকা ৺শান্তি দেবীর স্মরণে প্রতি বৎসরের মত এবারেও অঙ্কন প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হয়েছে। আধখানা পোষ্টকার্ড মাপের এক-টুকরো কাগজে চাই-নিজ ইঙ্ক বা কালো কালির সাহায্যে যেকোন প্রাকৃতিক দৃশ্য এঁকে পাঠাতে হবে। নির্ধারিত মাপ অপেক্ষা বড় কাগজে আঁকা বা পেনসিলে স্কেচ করা কোন ছবি প্রতিযোগিতায় গৃহীত হবে না।

পাঠাবার শেষ তারিখ ১৫ই আশ্বিন ১৩৮০ বঙ্গাব্দ। ছবিগুলি রেজিষ্টার্ড ডাক-যোগে লিপিমিতার সম্পাদকের নামে সঙ্ঘের ঠিকানায় পাঠাতে হবে। ছবির পেছনে প্রতিযোগীর নাম, সদস্য সংখ্যা এবং যদি কোন উদ্ধৃতি দিতে চান তবে তার উল্লেখ থাকা চাই। প্রতিযোগিতার শেষে ছবি ফেরৎ পেতে হলে রেজিষ্ট্রি খরচ বাবদ ১.৩০ পয়সা ডাক টিকিট পাঠা ত হবে।

এই প্রতিযোগিতায় দুটি পুরস্কার আছে। প্রথম পুরস্কার ২০ টাকা ও দ্বিতীয় পুরস্কার ১০ টাকা। প্রথম পুরস্কার প্রাপ্ত ছবিটি লিপিমিতায় প্রকাশ করা হবে। বিশ্ব-মিতালি সংঘের সভ্য-সভ্যারাই কেবল এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করতে পারবেন।

—:—

বিশ্বমিতাদের আলোক চিত্র

লিপিমিতা শারদীয়া সংখ্যায় বিশ্বমিতাদের আলোকচিত্র প্রকাশ করা হবে। যাঁরা উক্ত সংখ্যায় আলোক চিত্র প্রকাশ করতে ইচ্ছুক তাঁরা যেন তাঁদের পাসপোর্ট সাইজের আলোকচিত্র এবং ব্লক মুদ্রণ বাবদ ১২ টাকা ১৫ই ভাদ্র ১৩৮০ এর মধ্যে সম্পাদকের নামে সংঘের ঠিকানায় পাঠিয়ে দেন।

——

নবম বার্ষিক মিতা সম্মেলন

আসন্ন নবম বার্ষিক মিতা সম্মেলনকে সার্থক রূপদানের জন্য আগামী ১৬ই ভাদ্র ১৩৮০ ইং ২রা সেপ্টেম্বর ১৯৭৩ রবিবার বিকেল ৫টার সময় সংঘের কার্যালয়ে আগ্রহী বিশ্বমিতাদের নিয়ে উপসমিতি গঠিত ও প্রথম বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। এই বৈঠকে সম্মেলনের স্থান, সময় ও অন্যান্য বিষয় আলোচনার দ্বারা স্থির করা হবে। অতএব যারা সংঘের কাছে পূর্বে নাম পাঠিয়েছেন তাঁদেরকে উল্লিখিত তারিখে ঠিক সময়ে বৈঠকে উপস্থিত হতে অনুরোধ জানাচ্ছি।

সম্পাদক – বি, মি, স.

-:-

শারদীয় সংখ্যার বিজ্ঞাপন

লিপিমিতা শারদীয় সংখ্যায় যাঁরা বিজ্ঞাপন প্রকাশ করতে চান তাঁরা লিপিমিতার অধ্যক্ষ শ্রী বি, পাঠীকে চিঠি লিখে বিজ্ঞাপনের হার জেনে নিতে পারেন। অর্থ সহ বিজ্ঞাপন ১৫ই ভাদ্র ১৩৮০-এর মধ্যে সংঘের কার্যালয়ে পৌঁছান চাই। যাবতীয় চেক, ড্রাফট পোষ্টাল অর্ডারে সেক্রেটারী বিশ্বমিতালি সংঘ এই নাম লিখতে হবে। সবগুলি যেন ক্রস করে পাঠান হয়। ষ্টেট ব্যাঙ্ক বা কলিকাতার বাইরের চেক হলে উপযুক্ত ব্যাঙ্ক কমিশন যেন দেওয়া হয়। কোন ব্যক্তিগত নামে যেন চেক ইত্যাদি না পাঠান হয়।

—

বিশ্বদূতের আসরে

সুরলোকে ইন্দ্র পতন

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

লিপিমিতার গত আষাঢ় — শ্রাবন (১৪/২) সংখ্যায় ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁর সংগে কিভাবে আমার হৃদ্যতা জন্মে এবং তাঁর জীবন সাধনার খুটিনাটি বিষয় কিভাবে জানতে পারি ইত্যাদি সম্বন্ধে এক নাতিদীর্ঘ ভূমিকা প্রকাশ করা হয়েছে।

এবারে আসা যাক ওস্তাদজীর আসল জীবন আলেখ্যে। লিপিমিতার ১৩/৫ সংখ্যার পর থেকে শুরু করছি।

গোপাল গোস্বামীর কাছ থেকে সাত বছর ধ্রুপদ শেখার পর গুরুদেব প্লেগ রোগে হঠাৎ ইহলোক ত্যাগ করেন। এর পর নন্দবাবুর সহায়তায় স্বামী বিবেকানন্দের ভাই হাবু দত্তের সংগে আলাউদ্দিনের আলাপ হয়। এবং তাঁর কাছ থেকে নিয়মিত ভাবে কর্নেট ও ক্ল্যারিওনেট শিখতে আরম্ভ করেন।

ফুৎকারের যন্ত্র বাজাতে বুকের জোর চাই। পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ করে ফুসফুসের শক্তি বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। কিন্তু কিশোর ছাত্রটির পক্ষে এরূপ খাদ্য সং-

গ্রহ করা অসম্ভব। প্রায় দিনই তাঁর পেটভরা অন্ন জোটে না। মাস ছয়েক শেখবার পর দেখা গেল ছাত্রটি ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ছে, শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে।

হাবু দত্তের দৃষ্টি এড়ালো না, 'মন্নু তুমি বাঁশী ছেড়ে বেহালা ধরো, পেটে দুধ-ঘি মাছ মাংস না পড়লে বাঁশী বাজানো যায় না, এতে প্রচণ্ড ছাতির জোর চাই।

লিপিমিতার পাঠকবর্গের জানা আছে যে, নন্দবাবু খাঁ সাহেবের নাম দিয়ে-ছিলেন প্রসাদ। গুরু গোপাল বাবু ঐ নাম পাল্টে পরে মনোমোহন নাম রাখেন। অবশ্য তিনি বড নামটাকে ছোট করে 'মন্নু' বলে ডাকতেন। এই সময় সবায়ের কাছে খাঁ সাহেব মন্নু নামেই পরিচিত ছিলেন।

দত্ত মশাইয়ের কনসার্ট পার্টিতে অমর দাস নামে একজন উঠতি বাজিয়ে বেহালা বাজাতেন। বাজনার বাজারে বেহালা বাজিয়ের চাহিদা ছিলো যেমন কদরও ছিলো তেমনি। তাই হাবু দত্ত মন্নুকে বেহালা শিখিয়ে তাঁর পার্টিতে ভর্তি করে নিয়ে দলটিকে জোরদার করবার বাসনা হয়তো মনে মনে পোষণ করতেন।

দত্ত মশাই এক দিন মন্নুর সংগে অমর দাসের পরিচয় করিয়ে দিলেন। কিন্তু পরিচয় হলে কি হবে, ভালো করে শিখতে গেলে নিজস্ব বেহালা থাকা আবশ্যক।

তখন এদেশে বেহালা তৈরী হত না বল্লেই চলে। যন্ত্রটির আমদানী হত সু-দূর ইতালি থেকে। তাই ক্রেতাকে এর জন্যে অনেক বেশী মূল্য দিতে হ'ত যা খাঁ সাহেবের সাধ্যের বাইরে ছিলো। বাজনা ছেড়ে দিয়েছেন এমন দু-এক জন বৃদ্ধ বাজনদারের কাছ থেকে দু-একটা ভাঙা বেহালা সংগ্রহ করা গেলেও মেরামতের খরচ শুনে ছাত্রটির আর এগুনোর সম্ভব হল না।

এদিকে অপর কোন নতুন যন্ত্র না ধরা পর্যন্ত কর্নেট ও ক্ল্যারিওনেট ত্যাগ করতে আলাউদ্দিনের মন চাইল না।

সংগীতানুরাগী কিশোরটির প্রতি নন্দ বাবুর প্রথম থেকেই অপত্যস্নেহ জন্মে ছিলো। তিনি ভেবে দেখলেন, ছেলেটিকে যদি বাঁশী বাজানো শিখতেই হয় তবে

তাকে এমন একটা কিছু রোজগারের ব্যবস্থা করতে হবে যার দ্বারা সে প্রত্যহ অন্ততঃ সে পোয়াখানেক করে দুধ খেতে পারে।

কিন্তু এই অশিক্ষিত অল্প বয়সের ছেলেটিকে দিয়ে কার কি কাজ হতে পারে।

নন্দবাবু কলকাতার পুরানো বাসিন্দে। গণ্য মান্য অনেকের সংগেই আলাপ আছে তাঁর; মাসখানেক চেষ্টা করার পরই মাসিক চার টাকা বেতনে প্যারী সাউদার কোম্পানীতে আলাউদ্দিনের একটি চাকরী যোগাড করে দিলেন।

কাজটি ভারী অভিনব। এই কাজের পরিচয় দেবার পূর্বে কোম্পানী সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার।

৮৭৩ সালে ২৪শে ফেব্রুয়ারী কলকাতায় প্রথম ঘোড়ার টানা ট্রাম চলতে শুরু করে। যাত্রী বহন অপেক্ষা মাল বহন করাই ছিলো এই ট্রাম চালানোর মুখ্য উদ্দেশ্য। এটি দেখতে ছিলো অদ্ভুত ধরণের। চারটি চাকার ওপর ন্যাস্ত তিন পাশ খোলা কাঠের তৈরী বেশ বড়ো চৌকো জম্বাটে ধরণের গাড়ী।

সামনে কোচম্যান ও সহিসের জন্যে কোচ বক্স. গাড়ীর উঁচু মেঝে থেকে দুটি ধাপ পথের দিকে নেমে এসেছে যাত্রীদের ওঠা নামার সুবিধে করে দিতে। ছটা শক্ত খুঁটির ওপর লোহার পাত মোডা মজবুত মাথায় চাল। চালের ওপরের চার পাশ লোহার রেলিং দিয়ে ঘেরা। এই ছাদেই ভারী মাল রাখা হোতো।

গাড়ীর ভেতরে কয়েকটি কাঠের বেঞ্চি পাতা, এতেই যাত্রীরা বসতেন। গাড়ীটি চলত কাঠের লাইনের ওপর দিয়ে। একটি অষ্ট্রেলিয়ান ওয়েলার ঘোড়া এই ট্রাম টেনে নিয়ে যেতো। পথের মাঝে মাঝে ঘেডা বদল করা হোত। কনডাকটার বাঁকের মুখে দাঁডিয়ে যাত্রীদেরকে আহ্বান করত। কোচ বাকসের মাঝখানে বসে কোচম্যান গাড়ী চালাতো। তার এক পাশে বসতো ড্রামার, অপর পাশে সহিস। ড্রামারের সামনে থাকতো একটি ছোট্ট ড্রাম – সামনের পথচারীদের সাবধান করবার জন্যে। ড্রামার ড্রাম পিটত।

চার/পাঁচ বছর পর দেখা গেলো ঘোড়ায় টানা ট্রামে প্রচুর লোকসান হচ্ছে। হঠাৎ একদিন ট্রামগাড়ীর চাকা বিনা নোটিশে থেমে গেলো। এমন সময়ে ইংল্যাণ্ডের

"প্যারী এ্যাণ্ড্ সাউন্ডার" নামে এক নামজাদা কোম্পানী কলকাতায় এসে বাষ্পীয় ট্রাম চালু করে। সালটা খুব সম্ভব ১৮৭৯ কিংবা ৮০ হবে।

প্রথমে পাশাপাশি দু রকম ট্রামই চলতে লাগলো। বাষ্প চালিত ট্রামের আকার ও কর্ম্মচারীদের পোষাক ইত্যাদির কিছু কিছু পরিবর্ত্তন ঘটলো। ড্রাইভারের স্থলে ড্রোয়ার এলো। পথচারীদেরকে সতর্ক করে দেবার জন্যে বৈদ্যুতিক হর্ণ বা রবারের টেপা ভেঁপু তখনো চালু হয় নি। এখন ড্রামের স্থলে এসেছে বিউগল্ এর মত একপ্রকার ভেঁপু। বেশ জোরে ফুঁ দিয়ে বিভিন্ন প্রকারের প্রয়োজন সাধনের জন্যে নানা সুরে ভেঁপু বাজাতে হতো।

পথচারীকে সাবধান করে দেওয়ার জন্যে এক প্রকারের সুর, ভেতরের যাত্রীদেরকে আসন্ন ষ্টপে নামতে প্রস্তুত হবার ইঙ্গিতের অন্য সুর, আবার ষ্টপ থেকে ট্রাম ছাড়ার সঙ্কেতের আর এক সুর। তাই ড্রোয়ার বা ভেঁপু ওয়ালাকে কাজে যোগদানের আগে ভেঁপু বাজানোর সুরগুলো অভ্যাস করে নিতে হত।

আলাউদ্দিনের পক্ষে এ কাজ অনায়াস সাধ্য ছিলো। নন্দবাবু এই কাজে কিশোরটিকে লাগিয়ে দিলেন। সুতরাং প্রত্যহ একপোয়া করে দুধ ও রাত্রের আহারটা ঐ চার টাকায় কোন রকমে চলে যেত।

কয়েক মাস কাজ করার পর হঠাৎ একদিন দেশের এক আত্মীয়ের সঙ্গে আলাউদ্দীনের দেখা হয়ে গেলো। এরপর ব্রাহ্মণবাড়িয়ার শিবপুর থেকে ঘন ঘন ডাক আসতে লাগলো। খাঁ সাহেব কিছুতেই যাবেন না, ওরাও ছাড়বে না। শেষে একদিন তাঁকে দেশে ফিরতেই হল।

ছেলেকে ধরে রাখবার জন্য তাড়াতাড়ি বিয়ের ব্যবস্থা করা হলো। খাঁ সাহেবের বয়স তখন মাত্র সতের বছর। পাত্রী জুটে গেলো, বিয়েও হয়ে গেলো কোন রকমে। কিন্তু বিয়ের রাত আর কাট-লোনা। ভোর হবার আগেই বৌয়ের গহনা নিয়ে বর উধাও।

কলকাতায় এসে আলাউদ্দিন আর চাকরীটি ফিরে পেলেন না। অগত্যা সাময়িক ভাবে এক সার্কাস পার্টিতে কর্ণেট বাজানোর কাজ পেলেন।

কিছু দিন বাজানোর পর হঠাৎ একদিন মুখ থেকে এক ঝলক রক্ত উঠলো।

নন্দবাবু ও হাবু দত্ত মন্টুকে আর বাঁশী বাজাতে দিলেন না। খাঁ সাহেব তখন বৌয়ের গহনা বেচে একটা ভালো পুরোনো বেহালা কিনলেন এবং অমর দাসের কাছে তালিম নিতে লাগলেন। মাত্র মাস চারেকের শিক্ষার পরই তিনি অমর দাসের অনুপস্থিতিতে মাঝে মাঝে কনসার্ট পার্টিতে বেহালা বাজাতে লাগলেন।

একদিন হাবু দত্তের আড্ডায় বেহালার বাক্স হাতে এক প্রৌঢ় সাহেবকে খাঁ সাহেব দেখতে পেলেন। তিনি তখন শ্রীযুত দত্তের বৈঠকখানায় বসে বেহালায় একটা গৎ অভ্যাস করছিলেন।

তিনি প্রথমে লক্ষ্য করেন নি সাহেবটি দ্বারের পাশে দাঁড়িয়ে মন দিয়ে তাঁর বাজনা শুনছেন। আলাপের রাগ ছিলো খুব সম্ভব গৌড়মল্লার। একটু পরেই বাদকের নজর পড়তেই বাজনা সহসা বন্ধ হয়ে গেলো। হাবু দত্ত তখন বৈঠকখানার একপাশে বসে একটি ক্ল্যারিওনেট যন্ত্রের সংস্কার সাধন করছিলেন। সাহেবকে দেখেই দত্ত মশাই এগিয়ে এসে অভ্যর্থনা করে ভেতরে নিয়ে গিয়ে চেয়ারে বসতে দিলেন। সাহেব মন্টুর আপাদ-মস্তক একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে দত্তকে ভাঙা বাংলায় বল্লেন "ছোকরা বেশ ভালো বাজায় তো। কোথা থেকে জুটলো এসে"?

শ্রীদত্ত আলাউদ্দিন সম্বন্ধে যতটুকু জানতেন সাহেবকে জানালেন। তারপর প্রয়োজনীয় কয়েকটি কথা সেরে সাহেব প্রস্থান করলেন।

এই সাহেবটি হল স্যামুয়েল লবো। ইনি তখনকার কলকাতার সাহেব মহলের পাশ্চাত্য সুরে বেহালা বাজিয়ে বেশ নাম কিনেছিলেন। তখন ইডেনগার্ডেনে সপ্তাহে একদিন করে ব্যাণ্ড বাজতো। স্যামুয়েল লবো সেই ব্যাণ্ড পার্টিরও মাষ্টার ছিলেন। হেদুয়ার ধারেই তাঁর বাসা।

আলাউদ্দিন একদিন হাবু দত্তকে ধরে লবোর বাড়িতে গিয়ে তার বাজনা শুনে এলেন। এর আগেও তিনি কয়েকবার পাশ্চাত্য সুরে বাজনা শুনেছিলেন। কিন্তু স্যামুয়েলের বেহালায় তিনি সেদিন যে সুর শুনে এলেন তা তাঁর মনে দাগ কেটে দিল।

তিনি অনেক সাধ্যসাধনার পর তাঁর কাছ থেকে বেহালায় পাশ্চাত্য সুর শিক্ষা করতে আরম্ভ করলেন। অল্প কয়েকমাসের মধ্যে খাঁ সাহেব য়ুরোপিয়ান নোটেশনে পাকা হয়ে উঠলেন। চৌরঙ্গী পাড়ায়

কয়েকটি ইংরেজ পার্টিতে বার চারেক ভাওলিন বাজাবার সুযোগও পেয়েছিলেন। এবং সপ্রশংস হাততালিও লাভ করে-ছিলেন।

কিন্তু যাঁর মাধুকরী বৃত্তিতে ঝোঁক বেশী তাঁর পক্ষে একজায়গায় আটকে থাকা মোটেই সম্ভব নয়।

একদিন শোভাবাজারের ভেতর দিয়ে যেতে যেতে শুনতে পেলেন সানাইয়ের চমৎকার বাজনা। রাজা নবকৃষ্ণদেবের প্রাসাদ-ফটকের নহবৎ খানার মঞ্চ থেকে ভেসে আসছিলো ঐ সানাইয়ের সুর। সুরের রাগ ছিলো ভৈরো বাহার। তরুণ সাধক ফটকের বাইরে একধারে বসে চুপ করে একমনে আলাপ শুনতে লাগলেন। আলাপের পর খোঁজ নিয়ে জানলেন শিল্পীর নাম হাজারী ওস্তাদ, মেছুয়া বাজারে থাকেন। আরও পরিচয় পাওয়া গেলো, তিনি সুরসাধক মুন্না খাঁর পিতা।

খাঁ সাহেব আর স্থির থাকতে পারলেন না, সানাইয়ের তালিম নিতে ছুটলেন। কিন্তু বাঁশী জাতীয় কোনো কিছু বাজানোর নিষেধ ছিলো তাঁর দুর্বল স্বাস্থ্যের জন্য। তাই তিনি মাস চারেক সামান্য সামান্য বাঁশী বাজিয়ে পরে রেওয়াজ করতে শুরু করলেন কাড়ানাকাড়ার। মাঝে মাঝে মাঝে জগঝম্পও বাজাতেন। রাম বাগানের ডোম পাড়ায় কাড়ানাকাড়ার ও জগঝম্পের এক ওস্তাদ শিল্পী ছিলেন, নাম তার ঝগড়ু পাকড়ে। আলাউদ্দিন তাঁর কাছেও বেশ কিছুদিন ঐগুলোর তালিম নেন।

কিন্তু অনাহারে বা অর্দ্ধাহারে সঙ্গীত সাধনা চলে না। এই সময় খাঁ সাহেবের কোনো আর্থিক রোজগার ছিল না। সকালের একমুঠো অন্ন জুটতো পাথুরিয়া-ঘাটার এক অন্নসত্রে। মাঝে মাঝে কনসার্ট পার্টিতে বাজিয়ে যা সামান্য রোজগার করতেন তা জমিয়ে রাখতেন রাত্রে দু-এক পয়সার ছাতু বা মুড়ি কিনে পেট ভরাবার জন্যে।

অবশ্য কালেভদ্রে নন্দবাবুর অনুপস্থিতিতে তাঁর সংসারের দোকান বাজার কেনাকাটার বিনিময়ে সকালে বা বিকালে কিছু জলযোগ বরাতে জুটতো। বেশীর ভাগ সময় তাঁর উদর পূর্ত্তির উপায় ছিলো রাস্তার কলের জল। নন্দবাবুর সুপারিশে জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ি থেকে আলা-উদ্দিনের সারা বছরের মতো পরিধেয় বস্ত্র জোগাড় হয়ে যেত। তখন ঠাকুর বাড়ির পুরুষ সমাজ ব্রাহ্ম ধর্ম্মাবলম্বী হলেও মহিলা মহল হিন্দু আনার ভক্ত ছিলো। তাই

প্রতি বছর ঠাকুর বাড়িতে সাড়ম্বরে জগদ্ধাত্রী পূজো হত। এবং এই সময়ে কয়েকদিন ধরে বস্ত্র ও খাবার দুঃস্থদের মধ্যে বিলি করা হোত। আমাদের মন্নুও এই দানের একজন অংশীদার ছিলেন।

এই দুঃসময়ের মেঘলা আকাশে একদিন হঠাৎ রোদের ঝিলিক খেলে গেলো। হাবু দত্ত মন্নুকে জানালেন গিরিশ ঘোষ একজন পাকা তবলা বাদক খুঁজছেন।

তখন গিরিশ ঘোষের পরিচালনাধীনে মিনার্ভা থিয়েটার চলছে, পাদপীঠে অভিনীত হচ্ছিল তাঁরই রচিত নাটক চৈতন্য লীলা। নাটকটি আসলে গীতাভিনয় অর্থাৎ প্রতি দৃশ্য গানে পূর্ণ। যে কোনো গান জমাতে খোল বা তবলার জুড়ি নেই। সুতরাং পাকা বাজনদার দরকার।

আলাউদ্দিন এক কথায় সম্মত হয়ে গেলেন। গিরিশবাবু তরুণের বাজনা শুনে মোহিত। মাসিক বারো টাকা মাইনেতে খাঁ সাহেব মিনার্ভা থিয়েটারে বহাল হয়ে গেলেন। এই চাকরি তাঁর হাতে যেন স্বর্গ এনে দিল।

দক্ষিণেশ্বরের পাগলা ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেব একবার মিনার্ভায় চৈতন্য লীলা দেখতে আসেন। অভিনয় শেষে ঠাকুর শ্রেষ্ঠ অভিনেতা ও অভিনেত্রীকে আশীর্বাদ করার পর তবলার সংগতকারীকে দেখতে চাইলেন। মন্নু সসঙ্কোচভাবে সামনে এসে হাজির হলেন। ঠাকুর তাঁকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে হাত দুটো ধরে স্মিত হাস্যে বল্লেন— "দেখিস, সারদার কৃপায় তোর হাত দুটো এক দিন ভুবন ভোলাবে, — সেদিন কিন্তু আমাকে মনে করিস"।

খাঁ সাহেবের পরবর্তী জীবনে ঠাকুরের কথা অক্ষরে অক্ষরে ফলে গেছে। আলাউদ্দিনও কোন দিন সে কথা ভোলেননি। সংগীত সাধনার প্রশ্ন উঠলেই তিনি সারদা দেবী ও ঠাকুরের কথা শ্রদ্ধাসিক্ত কণ্ঠে বোলতে ভুলতেন না। তিনি বোলতেন, — 'গুরু আমার অনেক, তবে সবচেয়ে বড় গুরু হলেন আল্লা, আমার সারদা মা'।

ঠাকুরের কাছ থেকে সেই আভাসই পেয়ে ছিলেন। তাই মাইহারের সারদা দেবীর মন্দির আজও তাঁর আত্মকুল্যে অম্লান।

সাধনার পথে বিঘ্ন অনেক। তাই সাধককে জিতেন্দ্রীয় হবার নির্দ্দেশ

দেওয়া আছে আমাদের শ্রীমদ্ভাগবত গীতায়, অহমিকা বা অহংকার হলো একটা মস্তবড় বিঘ্ন।

নাটা সম্প্রদায়ের সহায়তা লাভ করে খাঁ সাহেবের ধারণা হলো তিনি বড় ওস্তাদ হয়ে গেছেন। তখন অখণ্ড বাংলার রাজা-মহারাজারা গান বাজনার প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। মুক্তাগাছার রাজা জগৎ কিশোর আচার্য্য চৌধুরীর সংগীতানুরাগ সকলের সুবিদিত ছিলো। তাঁর গান বাজনার আসরে যে শিল্পী কোন রকমে একবার ঠাঁই করে নিতে পারতেন, তিনি সংগীত সমাজে ওস্তাদ বলে খ্যাত হয়ে যেতেন।

তাইই লোভে একদিন খাঁ সাহেব মিনার্ভার মায়া কাটিয়ে রাজা জগৎ কিশোরের জলসা ঘরে গিয়ে হাজির হলেন। জগৎকিশোরের সভায় সঙ্গীত রত্ন ছিলেন ওস্তাদ আহমেদ আলী। তার সরোদ বাজনা ছিলো অপূর্ব। তাঁর বাজনা শুনে খাঁ সাহেব স্তম্ভিত। আলী সাহেবের সঙ্গীত সাধনার কাছে তাঁর শিক্ষা যে কতখানি অকিঞ্চিৎকর, এই ভেবে লজ্জায় তাঁর মাথা নুয়ে পড়লো। তিনি পরদিনই আহমেদ আলীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন।

আহমেদ আলী খাঁর ঘুঘুডাঙ্গার বাস ভবনে আলাউদ্দিন রান্নাবান্নার কাজ করতেন। এবং সেই সঙ্গে সঙ্গীতও শিক্ষা করতেন। শিষ্যের আন্তরিকতায় মুগ্ধ হয়ে আহমেদ আলী খাঁ প্রায় পাঁচ বছর পর তাঁর দেশ রামপুরে আলাউদ্দিনকে নিয়ে গেলেন। সেখানে আলাউদ্দিন মাথায় ইঁট বয়ে ওস্তাদের বাড়ি তোলায় সাহায্য করেন। খুশী হয়ে ওস্তাদ তাঁকে আরো বড় গুণীর কাছে যাবার অনুমতি দেন।

সঙ্গীতের কেন্দ্র হিসাবে রামপুরের নাম তখন ভারতের সর্বত্র বিদিত। তানসেন বংশের ওস্তাদ উজীর খাঁ তখন রাজপরিবারের মধ্যমণি। আলাউদ্দিন স্থির করলেন তাঁর সংগে দেখা করবার। কিন্তু তাঁর সে ইচ্ছা কিছুতেই সার্থক হচ্ছে না দেখে তিনি মরীয়া হয়ে উঠলেন। একদিন উজীর খাঁ সান্ধ্য ভ্রমণে বহির্গত হলে তাঁর গাড়ীর সামনে এসে আলাউদ্দিন

খাঁ পথ রোধ করে দাঁড়ালেন। জিজ্ঞাসাবাদের পর উজীর খাঁ জানতে পারলেন নির্ভীক যুবকের অভিপ্রায়। সেই সংগে তাঁর আগ্রহ দেখে অগত্যা উজীর খাঁ আলাউদ্দিনকে সঙ্গীত শিক্ষা দিতে সম্মত হলেন এবং সরোদ যন্ত্রের মারফৎ এই শিক্ষা শুরু হলো।

(ক্রমশঃ)

বাগ্‌দত্তা

গীতা সিন্‌হা
কলিকাতা—৬

দেবল ভাবতেই পারেনি যে, তার জন্য এতবড় একটা বিস্ময় অপেক্ষা করছে। সে আবার প্রশ্ন করল, 'তুমি ঠিক জানো তো, সাধন দা!' সাধন পান চিবোতে চিবোতে উত্তর দিল, 'শুধু আমি কেন গো দাদাবাবু, সারা গাঁয়ের লোক জানে।' একটু থেমে সাধন বলল, 'ওই জন্যেই তো শুভাদির বিয়ে হয়নি গো। গাঁয়ের পাঁচ জন পাঁচকথা বলে। শেষে মা সব কথা খুলে বললেন, তবে ওদের মুখ বন্ধ হল।

সাধন আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল। দেবল ওকে থামিয়ে দিয়ে বলল, 'থাক্ আর বলতে হবে না। দেখ তো, মায়ের আহ্নিক হল কিনা।' সাধন উঠে গেল।

দেবল ভাবছিল শুভার কথা। সেই শুভা, যাকে জ্ঞান হওয়া অবধি দেখে আসছে সে। শুভা তাকে আচার চুরি করে খাওয়াত, পড়ার টেবিল গুছিয়ে দিত। দেবল ওকে পড়া বুঝিয়ে দিত, জলখাবারের পয়সা থেকে রঙীন রিবন কিনে দিত। ছোটবেলার খেলা, দুষ্টুমি, লেখাপড়া সব কিছুতেই শুভা ছিল তার সাথী।

কিন্তু সারা জীবন ওকে সাথী করেই কাটাতে হবে, এ কথা তো কখনও মনে আসেনি দেবলের। না, এ অসম্ভব। কোথায় ডালিয়া, আর কোথায় শুভা! আসমান জমিন ফারাক। তাছাড়া, মাত্র কয়েকদিন আগে সে ডালিয়াকে জীবন-সঙ্গিনী করে নেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছে। তা' কি এত সহজেই ভেঙে ফেলা যায়!

শীলা দেবী আহ্নিক সেরে বেরিয়ে এলেন। বারান্দায় একটা বেতের চেয়ার টেনে নিয়ে দেবলের পাশেই বসলেন। বললেন, 'কি ভাবছিস্ দেবু? তোর এখানে মন টিকছে নারে?' দেবল বলল, 'কি যে তুমি বল মা!' দেবলের চোখ যেন বলতে চাইল, তার জীবনের প্রথম ষোলটা বছর এখানে কেটেছে। তার পরে এই দশ বছরে অন্ততঃ পঁচিশবার যে

কলকাতা থেকে একশ মাইল দূরে এই ছোট্ট গ্রামটিতে ছুটে এসেছে।

এখানে একটা অপূর্ব শান্তি আছে। শীলা দেবী বললেন, হ্যাঁরে, শুভার সংগে তোর দেখা হয়েছে? দেবল একটু চমকে উঠল। এই ধরনের একটা প্রশ্ন সে প্রতি মুহূর্ত্তে আশঙ্কা করছিল। সে বলল্‌ 'না, এই তো দুদিন হল এসেছি। বিশেষ কারুর সঙ্গে দেখা হয়নি। ভাবছি ওদের বাড়ী একবার যাবো।'

শীলা দেবী প্রসন্ন মুখে বললেন, এবার একটা বিয়ে-থা কর বাপু। বাউণ্ডুলে হয়ে আর কতকাল ঘুরবি?'

এবার দেবল অবাক হল না। সে মৃদুস্বরে বলল 'সে তুমি ভেবোনা মা। আসছে ফাল্গুনেই বিয়ে হবে।' শীলা দেবী আশ্বস্ত হয়ে বললেন্‌ 'ও, তুই, সব শুনেছিস তাহলে? শুভার বাবাকে আমি ঐ রকমই বলে রেখেছি' দেবল আর চেপে রাখতে পারল না একটু জোর দিয়েই বলল, 'শুভাকে যদি আমি বিয়ে না করি?'

এ কেমন অলক্ষুণে কথা দেবু! ওতে অকল্যাণ হয়। কম্পিত স্বর শীলা দেবীর। কিন্তু, তুমি আমাকে না বলে কয়ে শুভার বাবাকে কথা দিলে কেন মা?

শীলা দেবী স্নেহার্দ্র স্বরে বললেন, 'পাগল ছেলের কথা শোন। আমি কেন রে, তোর বাবাই শুভার বাবাকে কথা দিয়ে ছিলেন। তোরা তখন খুব ছোট— তোর আট, শুভার তিন।

আচ্ছা মা, শুভা একথা জানে? আবদারের ভঙ্গীতে প্রশ্ন করল দেবল। কেন জানবেনা? তুই যেবার এম, বি, বি, এস ফাইনাল পরীক্ষা দিলি, সেবার তো ও স্কুল ফাইনাল পরীক্ষায় জলপাণি পেল। তখনই আমি ওকে কথাটা বলেছি। সেই থেকে মা ময়া মেয়েটা আমার ঘরে বৌ হয়ে আসবে বলে দিন গুনছে।

দেবল চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। বলল, বেশ তো মা, তাই হবে। তুমি এখন ঘরের ভিতরে যাও। সান্ধ্য হয়ে গেছে, ঠাণ্ডা লাগবে। সুরকি-ঢালা ছোট পথটা দিয়ে এগিয়ে গেল দেবল। কাঠের গেটটা দুহাতে সরিয়ে পিছন ফিরে বলল, আমি একটু ও বাড়ী থেকে ঘুরে আসছি।

মাত্র তিন-চারখানা বাড়ীর পরেই

শুভাদের বাড়ী। ছোট দুখানা ঘর। এক ইঁটের গাঁথুনি। একদিকে চালের টালি ভেঙে গেছে। সামনে একফালি ঝকঝকে বারান্দা। দেবল একেবারে বারান্দার উপর গিয়ে দাঁড়াল। শুভার পিসিমার গলা পাওয়া গেল, কে? দেবল নীচু স্বরে বলল, আমি দেবু।

শুভার পিসিমা ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। বললেন, যাক্, তবু আমাদের মনে পড়েছে। তা অমন চুপ করে দাঁড়িয়ে কেন? এস, ঘরে এস। তুমি তো আমাদের ঘরের ছেলে বাবা। শুভার কত ভাগ্যি—দেবল তাড়াতাড়ি বলল, কই শুভাকে তো দেখছি না। শুভার পিসিমা একটু অপ্রস্তুত হয়ে বললেন, হ্যাঁ, এই যে বাবা, আমি ডেকে দিচ্ছি। ওরে ও শুভা—শিগ্গির এদিকে আয়। দেখে যা, কে এসেছে।

সঙ্গে সঙ্গেই শুভা ঘরে ঢুকল। একটি মুহূর্ত। দুজনের মুখেই কথা নেই। দেবল অবাক হয়ে দেখল, মাত্র কয়েক মাসের ব্যবধানে শুভার অনেকটা পরিবর্তন হয়েছে। সেই চঞ্চলতা আর নেই। কেমন যেন কুণ্ঠিত, লজ্জিত দেখাচ্ছে ওকে। গ্রাম্য সরলতা আর একটা পবিত্র জ্যোতি শুভার দেহটাকে ঘিরে আছে। শুভাই প্রথমে কথা বলল—

কেমন আছ? দেবল বুঝল, এ কেবল বলার জন্যই বলা। শুভার দু-চোখে শুধু একটা প্রশ্ন, আর কতদিন অপেক্ষা করব? দেবল বলল, ভাল। তুমি—তোমরা ভালো তো? শুভা নত মুখে ঘাড় নেড়ে সায় দিল।

শুভার পিসিমা বললেন তোমরা গল্প কর, আমি আসছি। এবার শুভা আরও সঙ্কুচিত হয়ে পড়ল। দেবল বলল, তোমার সংগে একটা কথা আছে শুভা। শুভা চোখ তুলে দেবলের দিকে তাকাল। দেবল বলল, তুমি নিশ্চয় সব কথা জানো। আমিও আজ শুনলাম। তুমি কি এ বিয়েতে রাজী? শুভা আবার চোখ তুলল। আমি বাগদত্তা কথাটা বলেই সে ছুটে পালিয়ে যেতে চাইল। দেবল ব্যগ্রস্বরে বলল, যেওনা শুভা, শোন। তোমাকে আসল কথাটাই বলা হয়নি। শুভা পিছনে তাকাল। চোখের ভাষায় বলল, কাথাটা কি এখনই না বললে নয়? অনেক সময় পাবে কথা বলার। দেবল আবার বলল কথাটা খুবই জরুরী। শুভা সম্পূর্ণ পিছন ফিরে দাঁড়াল। দু চোখে তার আকুলতা।

আচ্ছা শুভা, ভালবাসা কি পাপ?

ভালবেসে বিয়ে করা কি অন্যায় ?' অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও দেবলের গলাটা কেঁপে গেল।' শুভা নিরুত্তর। দেবল এবার অনেকটা স্বাভাবিক গলায় বলতে লাগল, ডাক্তারী পাশ করে আমি যখন প্রাইভেট প্র্যাকটিস করবো ঠিক করলাম, তখন আমাদেরই এক প্রফেসার তাঁর চেম্বারে আমাকে রোজ তিন ঘণ্টা করে বসবার অনুমতি দিলেন। তারপর এই ক' বছর আমি সেই চেম্বারে বসেছি— নাম ডাকও কম হয়নি। সেই প্রফেসরের সহযোগিতায় আমি এম. এস পরীক্ষা দিয়েছি। একটু থেমে দেবল শুভার দিকে তাকাল। শুভার চোখে সেই একই আগ্রহ। দেবল আবার বলতে শুরু করল, কিভাবে ডিস্‌পেনসারির সূত্রে সেই প্রফেসরের একমাত্র মেয়ে ডালিয়ার সঙ্গে তার পরিচয়। তারপর সেই সূত্র ধরে কি কি ঘটনার মাধ্যমে ডালিয়ার হৃদয়ের মাঝখানে সে স্থান করে নিয়েছে, সব কিছুর বিবরণ।

শুভা অপূর্ব স্থিরতার সঙ্গে শুনল দেবলের কথা। তারপর অস্ফুট গলায় বলল, সেই মেয়েটিকে তুমি বিয়ে করেছ ? দেবল কি উত্তর দেবে ভেবে পেল না। মনে মনে বলল, একরকম তাই।

মুখে বলল, না ঠিক তা নয়। তবে ডালিয়ার বাবার তাই ইচ্ছে।.... কই, কিছু বল শুভা'। শুভা চোখে চোখে বলল, আমি কি বলব ?' কোন্ অধিকারে বলব ?' চোখ নামিয়ে বলল তোমারও কি সেই ইচ্ছে ? দেবল অনেক সাহস সঞ্চয় করে বলল, যদি তাই হয়, তুমি কি আঘাত পাবে শুভা ?' না না' অস্বাভাবিক গলায় কথাটা বলতে বলতে শুভা বিদ্যুৎগতিতে পাশের ঘরে চলে গেল। দেবল যেন তার চুড়ির রিনিঝিনি শব্দের মধ্যে শুনতে পেল, আঘাত পাব কেন ? ডালিয়াকে বিয়ে করলে তুমি যৌতুক পাবে সাজানো চেম্বার, জীবনে আরও কত উন্নতি করবে। তাতেই তো আমার সুখ।

সেই রাত্রেই দেবল কলকাতার পথে পাড়ি দিল। পরদিন সকালে ডালিয়াকে খুলে বলল সব কথা। একটুও না বাড়িয়ে না কমিয়ে। ডালিয়ার মত মুখর মেয়েও নির্বাক হয়ে রইল। দেবল তার বাঁ হাতটা দু হাতে ধরে মৃদু ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, জানো ডালি, তোমাকে পাবার জন্য আমাকে চিরদিনের মত জন্মভূমি ত্যাগ করতে হল। ডালিয়া সজোরে হাতটা টেনে নিল। শ্লেষমিশ্রিত স্বরে বলল, এ কথা বলতে তোমার মুখে এতটুকু বাধল না। জন্মভূমির কি কোন দামই তোমার কাছে নেই ?

ঘটনার আকস্মিকতায় দেবল হতবাক। ডালিয়া থামল না, বলতে লাগল, তা যদি থাকত, তবে তোমার মা-বাবার মান-মর্যাদা তুমি এভাবে ধুলোয় লুটিয়ে দিতে পারতে না। স্বার্থপর, কেবল নিজের কথাটাই ভাবলে! শুভার কথা কি একবারও ভেবেছ? তার বাবা, গ্রামের লোকজন, তাদের কথা? শুধু তোমার জন্যেই এতগুলো মানুষ পুড়ে খাক্ হয়ে যাবে। বলতে বলতে গলা ধরে এল ডালিয়ার।

দেবল আর দেরী করল না। সেই মুহূর্তেই সে হাওড়া ষ্টেশনের দিকে ছুটল। দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে যখন সে সেই ছোট ষ্টেশনটাতে নামল, তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। ঘরে ঘরে শাঁখ বাজছে। পাকা রাস্তা ছেড়ে দেবল সর্টকাট করল। একি শুভাদের বাড়ীর সামনে এত ভীড় কেন? দেবল ভীড়ের দিকে এগিয়ে গেল। চারিদিকে একটা ফিসফিসানি। সবাই গম্ভীর। মেয়েদের চোখের কোণে জল। অনেকের আঁচল চোখের জলে ভিজে গেছে। দেবল শুনল, সকাল থেকে শুভাকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। একটু আগে তার মৃতদেহ পাওয়া গেছে পুকুরের জলে। স্নান করতে গিয়ে বোধহয় পাঁকে পা আটকে ডুবে গিয়েছিল।

দেবলকে দেখে সবাই ভীড় ছেড়ে দিল। মায়ের আদেশে শুভলগ্নে দেবল শুভার সিঁথি রাঙিয়ে দিল সিঁদুরে। ঠিক সেই মুহূর্তে সবাই যেন আর একবার কেঁদে উঠল। সে কান্না শুভার জন্য নয়, দেবলের জন্য।

—:—

মানুষ যখন মরিতেছে তখন কিসের জাত? ভগবানের সৃষ্ট মানুষ যখন মানুষের প্রেম চাহিতেছে তখনই বা কিসের জাত?

—রবীন্দ্রনাথ

সংগ্রাহক— বি ৬৫৪৮ সুব্রত ঘোষ।

কম্প্রোমাইজ

— সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায়
(সমস্তিপুর, বিহার)

১৫ই ফাল্গুন কেরাণী দম্পতীর স্মরণীয় দিন। টাইপিষ্ট ক্লার্ক রীতা ব্যানার্জীর সাথে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হয়েছিলেন একাউন্টটেন্ট ক্লার্ক নীরদ মুখার্জী। একই অফিসের ক্লার্ক দুজনে।

১০টা ৫টা অফিসের পর পার্কের একদিকে দেখা হত দুজনের, তারপর কিছুক্ষণ মিষ্টি গল্প, একটু আশা ভরসার কথা। যখন অন্ধকার হয়ে আসত নীরদ সাইকেল চালিয়ে চলে আসত পূর্ব মুখে — রীতাকে আধ মাইল হাঁটতে হত পশ্চিম মুখে। ১৫ই ফাল্গুনের গোধূলি লগ্ন দুপথকে এক জায়গায় মিলিয়েছে। পে-বিল নিয়ে একাণ্টটেন্ট নীরদ মুখার্জী যখন রাত ১০-৩০ মিঃ পর্যান্ত গলদঘর্ম তখনও অফিসের এক কোণে মেশিনের উপর নরম আঙুলের স্পর্শ লাগে — টক্ টক্ করে টাইপ করে রীতা ব্যানার্জী।

রাত দশটা পর্য্যন্ত তুমি কি এত টাইপ করছিলে? প্রশ্ন করে নীরদ। —না, এমন কিছু নয়, তবে কাজটা একটু এগিয়ে নিচ্ছিলাম — তরল কণ্ঠে জবাব দেয় রীতা।

রীতাকে একটু চড়িয়ে দেওয়ার জন্য নীরদ মন্তব্য করে। টাইপ কাজটা মেয়েরা যত নিখুঁত ভাবে করতে পারে, ততটা কিন্তু ছেলেরা পারে না। রীতা বললে— ম্যানেজার কিন্তু একথা কিছুতেই মানতে রাজী নন। ভদ্রলোক কি কষ্টেই না আমাকে নিয়োগ পত্র দিয়েছিলেন।

ইন্টারভিউয়ের দিনে আমাকে দেখে অবাক হয়েছিলেন— ওঃ সে কি চুলচেরা প্রশ্ন কি করে অ্যাপলাই কোরলাম, কেন অ্যাপলাই কোরলাম ঐ সব নিয়ে। তিনি অফিসে মেয়েদের বহাল করে বহাল ভবিষ্যতে দেখতে চান না। ভাবলাম যখন চাকরিটা হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে তখন একটু কথা কাটাকাটি করি। বললাম মেয়েদের যে নেওয়া হবেনা এই কথা তো বিজ্ঞাপনে লেখা ছিল না। তা ছাড়া

দেখুন না— ইন্টারভিউ লেটার পর্যন্ত ইস্যু করা হয়েছে। বিজ্ঞাপনের টার্মস ও কণ্ডিসন দেখে আমি অ্যাপলাই করেছিলাম। হঠাৎ দেখি আমি টাইপিষ্ট ক্লার্কে নিয়োগ হয়েছি।

তোমাকে দেখে গলবেনা, এমন কোন পাষাণ হৃদয় এ সংসারে জন্ম গ্রহণ করেনি।

— দেখুন মিঃ মুখার্জী, আবার ইয়ারকি শুরু করলেন।

নো ··· ... ··· নো ··· ··· ··· নো, সরি ভেরি সরি ··· ··· তবে একটা জিনিষ কি জান — রাগলে তোমাকে বেশ সুন্দর দেখায়।

বেশি দিন এরকম নিরামিষ প্রেমালাপ চলেনি। আড়াই মাস কাটতে না কাটতে এক দিন শুভ ১৫ই ফাল্গুনে, দুটি পথ দুটি মন, দুটি প্রান এক স্থানে গিয়ে মিলে ছিল! স্কুল থেকে কলেজ লাইফ পর্যন্ত যে নীরদ এক পয়সা চাঁদা দেয়নি পাড়ার ক্লাবে ঘন্টার পর ঘন্টা, ক্যারাম ও বই পড়ে যে কোন দিন সভা হয়নি, এ হেন নীরদ মুখার্জীর সহিত রীতা ব্যানার্জীর বিয়ে। যে রীতা ব্যানার্জী দিনে দুবার কাপড় বদলায়, রং বেরংয়ের ব্লাউজের ছটা না হলে যার ঘুম হয়না।

রুজ আর লিপষ্টিকের গাঢ় প্রলেপ না দিয়ে বাড়ীর বাইরে যে বেরোয়না — এ হেন দুটি বর্ণের সন্ধি একটু বেমানান বলে সকলেরই মনে হয়ে ছিল। সকলেই বলত — এ সব দুদিনের ব্যাপার তিন দিনের দিন ডাইভোর্স।

বছরের পর বছর কেটে যায় ঘটা করে বিবাহ বার্ষিক পালন করা হয়। বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজন চর্ব চোষ্য আকণ্ঠ খেয়ে যান - অথচ কি অদ্ভুত কম্প্রোমাইজ। রীতার কাপড়ের ও ব্লাউজের সেডে এখনও ভাঁটা পড়ে নি। রুজ ও লিপষ্টিক ব্যাবহার না করলেও পাউডার ও ক্রীমের প্রসাধনে কোন ঘাটতি নেই। হাই হীল পরে না তবে দামী হাউই পায়ে দিয়ে অফিসে যায়।

নীরদও যেমনকার তেমনই আছে, বিদ্যাসাগরী চটি সে পরিত্যাগ করেনি, আজও ভুল করে কোন সামাজিক প্রতিষ্ঠানে চাঁদা দেয়নি। পঞ্চম বিবাহ বার্ষিকী পালনে উঠে পড়ে লেগেছে রীতা আর নীরদ। কোথাও একটু ফাঁক নেই, ত্রুটি

নেই। কোফতা, কোর্মা, কালিয়া থেকে আরম্ভ করে পায়েস ও সন্দেশ বাদ পড়েনি।

কোন এক অন্তরঙ্গ বন্ধু জিজ্ঞেস করলো শ্রীমতিকে এ বছর কী প্রেজেন্ট করলি? নিউ মডেলের একটা ফিলিপস রেডিও সেট — সঙ্কুচিত হয়ে জবাব দেয় নীরদ। কারণিক জীবনে আর কি দিতে পারি বল।

প্রিয়বর মনোজের এতটা বাড়াবাড়ি সহ্য হচ্ছিল না। তিনি একটু শ্লেষের সুরে বল্লেন - তোমার ত বাপু ছেলের পৈতে, আর মেয়ের বিয়ে দিতে নেই - এই একটা উৎসব যদি ধুম ধাম করে না কর তবে আর কী করবে বল?

বন্ধু বান্ধবরা সব বিদায় নিয়ে চলে গেল। অন্ধকার ঘনীভূত হয়ে এল। দূরে গীর্জার ঘড়ীতে বারোটা বাজার শব্দ রাত্রির নিস্তব্ধতাকে কম্পিত করে ছুটে চল্লো, একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে।

হয়তো আমাদের এইদিন আরও উজ্জ্বল হত - যদি ভবিষ্যতের বুকে রেখে যেতে পারতাম কোন সাক্ষী। এ দিনের মাহাত্ম্য আরও বেড়ে যেত যদি আমাদের কোন সন্তান হত। সত্যিই ফেল করেছি ফ্যামিলি প্ল্যানিং-এ।

- জানো তোমাকে একটা কথা বলব - বলব করে বলিনি। কারণ তুমি হয়ত রাগ করবে। সত্যিই তোমার ফ্যামিলি প্লানিং ফেল করেছে। মাস তিনেক হল খোকা এসেছে পেটে। পর্দার আড়ালে সত্যিই এই এক অদ্ভুত কম্প্রোমাইজ।

—:—

বরং প্রচুর বই নিয়ে গরীব অবস্থায় চিলে কোঠায় থাকব, তবু এমন রাজা হইতে চাই না, যিনি বই পড়তে ভালবাসেন না।

— মেকলে

সংগ্রাহক— ৭০৩১ আবুল বাশার

আদি মানবের

ক্রমবিকাশ

— ডাঃ গুরুদাস কুমার এম, এস সি, পি,
এইচ, ডি।
ভদ্রকালী, হুগলী।

বিগত কয়েক শতাব্দী যাবৎ এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকা মহাদেশে আদিম মানবের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের বিষয় বহু অনুশীলন ও গবেষণা হইয়া গিয়াছে। এই সকল গবেষণার ফলে দেখা গিয়াছে ভূতাত্ত্বিক অবস্থা ও প্রাকৃতিক পরিবেশের কারণেই মানবের ক্রমবিকাশের এক বিশেষ নূতনতম উপাদান।

আধুনিক ভূতত্ত্ববিদের মতে মায়োসিন ও প্লায়োসিন যুগে প্রায় ১৩ — ১৮ লক্ষ বৎসর পূর্বে এশিয়ায় হিমালয় পর্বতমালার উৎথানকালে বহু প্রকার প্রাকৃতিক, ভৌগোলিক বিপ্লব ও জলবায়ুর পরিবর্ত্তন ঘটে। ইহার ফলে এশিয়া মহাদেশের ভূখণ্ড ক্রমশঃ শুষ্ক ও শীতল হইয়া যায়।

এই সময়ের মধ্য এশিয়ার ক্রমবিকাশের পথে নর ও বানর গোষ্ঠীর এক অভিনব জৈব পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। বনমানুষরূপী মানবের পূর্ব পুরুষেরা ক্রমশঃ বানর গোষ্ঠীর শাখা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ক্রমশঃ আধুনিক বিজ্ঞ মানবের (Homosapien) রূপান্তরিত হইতে থাকে।

প্রাকৃতিক বিপর্যায়ের সহিত জীবন যাত্রার অতি কঠিন সংগ্রাম ও পরিবর্ত্তনের ফলে আদি মানবেরা বহুদিন এই জগৎ হইতে লুপ্ত হয়। তাহাদের যুগ-যুগান্তরের একমাত্র সাক্ষী বা নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছে কেবলমাত্র তাহাদের দেহাবশেষ কঙ্কাল (জীবাশ্ম) ও পাথরের শিলাপৃষ্ঠে দেহের ছাপ বা তাহাদের ব্যবহৃত দ্রব্য। আধুনিক জীব-বৈজ্ঞানিকগণ সর্বগ্রাসী কালের কবল হইতে রক্ষিত এই সকল নিদর্শন হইতে প্রমাণ করিয়াছেন যে মানুষ এক জন্মেই সৃষ্ট হয় নাই।

ক্রমবিকাশের নিয়মে তাহাকে নর ও

বানরের অন্তরবর্তী বহুস্তর অতিক্রম করিয়া আধুনিক মানুষে পরিণত হইতে হইয়াছে। প্রথমে অতিক্ষুদ্র অণুবীক্ষণীক কোষ হইতে জলচর, উভচর, সরীসৃপ, পক্ষী স্তন্যপায়ী পশু ও শেষে মানুষরূপী বনমানুষ ও পরিশেষে বর্ত্তমান মানুষের আবির্ভাব হয়। মানুষের আদি পুরুষ স্তন্যপায়ী জন্তুর শেষ পর্য্যায় 'প্রাইমেট' (Primate) নামক শাখার শেষে উৎপত্তি হয়।

এশিয়া, ইউরোপ বিশেষতঃ আফ্রিকা মহাদেশের ঈজিপ্টের 'ফ্যায়াম'' নামক স্থানে অধুনা লুপ্ত প্রাচীন বনমানুষের জীবাশ্ম - দাঁত, চোয়াল, মস্তকের খুলী ইত্যাদি আবিস্কারের ফলে বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করিয়াছেন নর ও বানর গোষ্ঠীর প্রাচীনতম আদিপুরুষ ছিল প্যারাপিথেকাস (Parapithecus) নামক এক ক্ষুদ্র জীব। তাহার পর এশিয়োরোপেও আফ্রিকার উচ্চবনে 'প্রোপ্লায়োপিথেকাস' নামক মানুষও বনমানুষের আদি পিতামহের আবির্ভাব হয়।

আনুমানিক ১২ ২৬ লক্ষ বৎসর পূর্ব্ব ভূতাত্বিক মায়োসিন যুগে অধুনা আফ্রিকা-বাসী শিম্পাঞ্জী, গোরিলা ও মানুষের সাধারণ পূর্ব্বপুরুষ প্রোকনসাল (Proconsul) গোষ্ঠীর উদ্ভব হয়। পা ও পদ গোড়ালীর অস্থির আকৃতি হইতে প্রমাণিত হয় যে তাহারা বৃক্ষচর হইতে ভূমিচরে পরিণত প্রাইমেটদের মত সোজা হইয়া দাঁড়াইতে পারিত।

উত্তর ভারতে হিমালয়ের পাদদেশে শিবালিক পর্ব্বতে অলিগোসিন, মায়োসিন, ভূতাত্বিকস্তরে প্রাপ্ত দাঁত ও চোয়াল ইত্যাদির অনুশীলনে মানুষের সাক্ষাৎ পূর্ব্বপুরুষ ড্রায়োপিথেকাস (Dryopithecus) নামক এক প্রকার প্রোজাতির আবিস্কার হয়। এই প্রোজাতির মধ্যে সিবাপিথেকাস, রামাপিথেকাস নামক পূর্ব্বপুরুষেরা মানুষের অতি নিকটতম ভূমিচর উপজাতি। ইহারা আড়াই কোটি বৎসর পূর্ব্বে বৃক্ষচর হইতে ভূমিচরে রূপান্তরিত হইয়া পৃথিবীতে সোজা হইয়া চলাফেরা করিত।

অনুমান ছয় লক্ষ (৬ লক্ষ) বৎসর পূর্ব্বে প্লাইসটোসিন (Pleistocene) কালে বানর ও বনমানুষের জৈব যোগসূত্র ক্রমশঃ শেষ পর্য্যায় আসিলে, মানুষের আধুনিক বিজ্ঞমানবের শাখাটি বনমানুষ ও বানর গোষ্ঠী হইতে পৃথক হইয়া যায়।

এই যুগে প্রাকৃতিক জলবায়ুর অবস্থার পরিবর্ত্তনে চারিবার উত্তর হিমপ্রবাহে তুষার যুগের আগমন হয়। প্লাইসটোসিন

যুগের প্রথম পর্য্যায় নূতন এক প্রোজাতি Homoerectus অর্থাৎ খাড়া মানুষের আবির্ভাব হয়।

প্রথমটিতে অসট্রালোপিথেকাস বা দক্ষিণী বনমানুষ পিথেকানথ্‌্রপাস বা যবদ্বীপে প্রাপ্ত যাভামানব ও চিনে প্রাপ্ত পিকিং মানব ইত্যাদির কঙ্কাল অস্থির আকার অনুশীলন করিয়া নৃতত্ত্ববিদরা অনুমান করেন এই সকল প্রাথমিক মানুষ-রূপী বনমানুষেরা আধুনিক মানুষের মত ঈষৎ সোজা ভাবে চলাফেরা করত।

বর্ত্তমান বুদ্ধিমান মানুষের তুলনায় তাহাদের বুদ্ধি ও মেধা শক্তি প্রায় দুই তৃতীয়াংশ ছিল। প্রমাণিত হয় যে তাহারা গুহা গহ্বরে বাস করিয়া মানব ইতিহাসে সর্বপ্রথম পাথরের অস্ত্র ও আগুনের ব্যবহার করিতে জানিত।

প্রাথমিক মানুষের এইরূপ আবির্ভাবের পর আরম্ভ হয় পুরা মানবের যুগ, অনুমান ১৬০,০০০ (এক লক্ষ ষাট হাজার) বৎসর পূর্বে চতুর্থ তুষার যু'গ পুরা প্রস্তর কৃষ্টির (Paleolithic, মধ্যভাগে নেয়ানডারটাল (Neanderthal) মানবের আবির্ভাব হয়।

জার্ম্মানীর ড্যুসলডর্ফ শহরের নেয়ানডার উপত্যকায় প্রাপ্ত তাহাদের কঙ্কাল হইতে উহার এই নাম দেওয়া হয়। ইউরোপের বহুস্থানে বিশেষতঃ ফ্রান্সের গুহা গহ্বরে, পশ্চিম এশিয়া, রাশিয়া, ককেসাস প্রভৃতি অঞ্চলে প্রস্তরীভূত প্রাপ্ত তাহাদের বহু কঙ্কাল অনুশীলনের ফলে জানা গিয়াছে তাহারা চতুর্থ তুষার যুগের এক বিশেষ গুহাবাসী প্রোজাতি। দেহের তুলনায় তাহাদের বাহুদ্বয় কিছু ছোট ও খর্ব্বাকৃতি। মাথাটি সামনের দিকে ঝুকিয়া পড়ায় সম্পূর্ণ সোজা হইয়া চলিতে পারিত না।

মাথার আকৃতি ও মস্তিষ্কের ভিতরের বর্দ্ধিত বাক্‌ ও বুদ্ধির কেন্দ্র অনুশীলন করিয়া জানা গিয়াছে তাহাদের যথেষ্ট বুদ্ধি প্রাথমিক ভাষা ও ধী-শক্তির বিকাশ হইয়াছিল। পাথরের অস্ত্র যেমন ধারালো বর্শা ফলক, ও চাঁছনি অস্ত্র নির্ম্মাণ করিয়া তাহার দ্বারা জীবজন্তু মারিয়া খাদ্য সংগ্রহ ও পশুর চর্ম্ম ছাড়াইয়া পরিধান করিত।

আর একটি উল্লেখযোগ্য যে মৃতদেহকে তাহারা সযত্নে মৃতের নানা প্রকার ব্যবহার্য্য দ্রব্য, অস্ত্র অলংকার ইত্যাদি চারিপার্শ্বে সাজাইয়া সমাধিস্থ করিত। মৃতের প্রতি এইরূপ যত্ন ও শ্রদ্ধা

ব্যবহারিক দ্রব্য, অনুষ্ঠান রীতি হইতে প্রতীয়মান হয় যে মৃত্যুর পর পরজগতের অস্তিত্বের বিষয়ে তাহারা দৃঢ় বিশ্বাসী ছিল। এই বিশ্বাস গভীর ধর্মদর্শনের এক প্রাথমিক অভিব্যক্তি। অতি প্রাচীন কাল হইতেই আদি মানবের মনে ইহার সূত্রপাত হয়।

চতুর্থ হিম যুগ অবসান হইলে পৃথিবী ক্রমশঃ উষ্ণতর হইতে থাকে। তুষার যুগের হিম প্রবাহ বিদায় লইলে নেয়ানডারটাল মানব ও তৎসহ পুরাপ্রস্তর যুগও পৃথিবী হইতে লুপ্ত হইয়া যায়। ইহার পর আসে খাঁটি মানবের যুগ (Homosapien)। ফ্রান্সের ক্রোম্যাগনন নামক গিরি গুহায় আবিস্কৃত প্রাগৈতিহাসিক মানুষের কঙ্কাল ও নানাপ্রকার ব্যবহারিক দ্রব্য প্রাপ্ত স্থানের নামানুসারে এই গোষ্ঠীর জাতিগত নাম ক্রোমানীয় মানব (Cro-Magnon) আধুনিক প্রাগৈতিহাসিক মানুষের মধ্যে ইহারা অতি সুপুরুষ সুগঠিত ও মার্জ্জিত।

ইহাদের কপাল দীর্ঘ, সোজা, চোয়াল দৃঢ় ও দেহের গঠন সম্পূর্ণ খাড়া। মস্তিষ্কের ধারনা শক্তিও অত্যন্ত প্রখর।

এই ক্রোমানীয় মানবের কৃষ্টির বিশেষ নিদর্শন ছিল পাথরের নিপুণ সূক্ষ্ম অস্ত্র, নানাবিধ পশুর হাড ও হস্তিদন্ত নির্ম্মিত অস্ত্র ও তাহার গাত্রে অপূর্ব খোদাই করা ভাস্কার্য।

ইহাছাড়া তাহাদের দেহসজ্জার ব্যক্তিগত অলংকার ও প্রাচীন গুহার প্রাচীরে আবিস্কৃত জন্তু ও জানোয়ারের অপূর্ব রেখাঙ্কন চিত্র হইতে জানা যায়, তাহারা অত্যন্ত সৌন্দর্য্য প্রিয়। সৌন্দর্য্য দৃষ্টি অনুকরণ ক্ষমতাও বন্য পশুদের প্রলুব্ধ করিবার এক যাদুবিদ্যার প্রাচুর্য্যও প্রচলন ছিল।

পুরা প্রস্তর যুগের শেষ ভাগে পুরা মানবের কেবল ভাস্কর্য্য শিল্পের বিকাশ ছাড়াও আর একটি বিশেষ প্রয়াস 'ভিনাস' বা স্ত্রীমূর্ত্তিগুলি বিশ্বজননী জগন্মাতা বা উর্বরতার প্রতীকরূপে পরিকল্পিত হইত। আর মৃতদেহকে সজীব ও নব জীবন্ লাভ করিতে শবের উপর রঙের ব্যবহার।

পুরা প্রস্তর যুগের শেষ ভাগে বা পূর্বেই বর্ত্তমান জগতের প্রধান গাতগুলির উদ্ভব হয়। বর্ত্তমান মানবেরা একই গোত্রজাতির অন্তর্গত। খাঁটি মানবের এক প্রধান শাখা হইতেই ভিন্ন ভিন্ন জাতির

উদ্ভব। দেহের বিশেষ গঠন আকৃতি বর্ণ চুল ও চক্ষু ইত্যাদির পার্থক্য বংশানু-ক্রমিক মূল জীন কণার সংখ্যা ও তারতম্য অনুযায়ী এই মূল শাখাটি চারিটি প্রধান জাতিতে বিভক্ত হইয়াছে। যেমন— শ্বেতকায় ইউরোপীয় জাতি, পীত বর্ণ মোঙ্গোলীয়ানজাতি, কৃষ্ণকায় নিগ্রো ও অষ্ট্রেলিয়ান জাতি।

—:—

নেশা ও পেশা

—অদ্বয় দাস
কলিঃ ১৪

গল্পটি একটি সত্য ঘটনা। এটি ঘটিয়াছিল আমার এক বন্ধুর জীবনে। আমার বন্ধু একেবারে প্রিয় বন্ধু। নাম শ্রীমান……, না, আসল নাম থাক, ছদ্ম নামটাই বলি শ্রীমান সতু দাস। আমার বন্ধুর পেশা সারাদিন রাত চোর, ডাকাত, সমাজবিরোধীদের পেছন পেছন দৌড়ান, অর্থাৎ লালবাজারের পুলিশ বিভাগের একজন নামকরা ইনফর্মার।

ইতিমধ্যে সে বেশ কয়েকটি নামকরা ডাকাত ও সমাজবিরোধীকে পাকড়াও করা-ইয়া পুলিশ মহলে নাম কিনিয়াছে কিন্তু তার পেশা অপেক্ষা নেশা ছিল আরও মারাত্মক। তাহার নেশা ছিল মাত্র একটি এবং তাহা হইল খবরের কাগজ পড়া,

হাটে, ঘাটে, মাটে যেখানেই সে যাক না কেন তার হাতে একটি খবরের কাগজ থাকিবেই।

একবার সে পুলিশেরই কোন কাজে ভুবনেশ্বর যাইতেছিল। অবশ্য সে খবরের কাগজ লইতে ভোলে নাই। গাড়িতে দিব্য আরামে বসিয়া খবরের কাগজ খানি চাকিয়া চাকিয়া পড়িতেছিল। তার ঠিক সামনের সিটে দুই মুসলিম ভদ্রলোক বসিয়া ছিলেন। তাঁরাও খবরের কাগজের দিকে চাহিয়া কি যেন লক্ষ্য করিতেছিল ও ফিস্ ফিস্ করিয়া ওদের মধ্যে একজন কি বলিতেছিল। হঠাৎ ওদের একজন বলিয়া উঠিলেন "বাবু খবরের কাগজটা একবার দেবেন কি"?

আমার বন্ধু বলিল, "আগে পড়েনি তারপর দিচ্ছি"। কিন্তু ভদ্রলোকটি পুনরায় বলিলেন 'দিন না বাবু চার আনা পয়সা দিচ্ছি'। আমার বন্ধু কিছুতেই দিবে না, আর তিনিও নাছোড়বান্দা। তখন সেই ভদ্রলোকটি বলিলেন, দেখুন বাবু এ আমার জামাই হয়, গেল বছর এ পাগল হয়ে গেছে, সেই থেকে এ যখন যেটা বায়না করবে তখনই একে সেটা দিতেই হবে, না হলে আমার রক্ষে নেই, তা এখন ও বায়না করছে ও এই খবরের কাগজটা খাবে আর না দিলে ও কেড়ে নেবে।

শুনে আমার বন্ধুর চক্ষু ছানাবড়া। বলে কি খবরের কাগজ খাবে। সে রগড় দেখিবার জন্য পত্রিকাটি দিয়া দিল।

সত্যই সেই ভদ্রলোক তাহার জামাতাকে কাগজের পিছন হইতে খানিকটা অংশ ছিঁড়িয়া খাইতে দিলেন, আর তাঁহার জামাইও তাহা অবলীলাক্রমে গলাধঃকরণ করিল।

ভদ্রলোকটি বলিলেন, — 'দেখলেন তো বাবু ... ... ।

তাহারপর খড়্গপুর জংসন আসিয়া গেল, নেশার চাপে আমার বন্ধু গাড়ি হইতে নামিয়া আর একটি খবরের কাগজ কিনিয়া লইয়া পড়িতে লাগিল।

শেষের পৃষ্ঠায় একটা খবর ছিল সেটি একটি খুনের মামলা। দুই ব্যক্তি কোলকাতার এক বড় ব্যবসায়ীকে খুন করিয়া বেপাত্তা হইয়াছে। আততায়ীদের এক জোড়া ফটো যোগাড় করিয়া পত্রিকায় মুদ্রিত করা হইয়াছে এবং যে ঐ দুই ব্যক্তিকে ধরিয়া দিতে পারিবে

তাহাকে দশ হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হইবে।

আমার বন্ধু ভাল করিয়া দেখিলেন সেই মুসলিম ভদ্রলোক দুটির সহিত এই ফটো দুটির অপূর্ব মিল। ভাল করিয়া লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন সেই লোক দুইটি বটে। সে আরো আশ্চর্য্য হইল খবরের কাগজের যে অংশটি গলধঃকরণ করে ছিল সেই খানেই এই খবর প্রকাশিত হইয়াছে। তাড়াতাড়ি আমার বন্ধু কামরায় ফিরিয়া আসিয়া দেখে পাখী দুটো উড়িয়া গিয়াছে। খবর লইয়া জানা গেল তাহারা গাড়ী হইতে নামিয়া গিয়াছে।

দশ সহস্র মুদ্রা খোয়াইয়া সদ্য বৈধব্য প্রাপ্ত নারীর মত আমার বন্ধুর অবস্থা তখন করুণ হইয়া উঠিল।

::——::

এলাকায় এলাকায় মজবুত রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে তুলতে হবে— এটা একটা কথার কথা থেকে যায় যদি না রাজনৈতিক সংগঠনকে শিক্ষিত করার ব্যবস্থা থাকে। সংবাদ পত্র ছাড়া এ শিক্ষার ব্যবস্থা কে করবে,?

— কমরেড ভি, আই, লেনিন।

সংগ্রাহক – বি ৬৪৯৮ অজয় কুমার হালদার।

সবার চেয়ে মধুর জেনো প্রেমিক জনের দীর্ঘশ্বাস
তার তুলনায় তুচ্ছ অতি ভক্ত হৃদয়ের মুক্তি আশ।

— ওমর খৈয়াম।

সংগ্রাহক — ৭১১৩ মোঃ হাফিজ উদ্দিন।

কথাসাহিত্য টুকিটাকি

3453 Orion Crest,
Missisanga,
Toronto,
GANADA

প্রীতিভাজনাসু—

কল্যাণী লাহিড়ী,

আমি আপনার আগের চিঠির উত্তর না দিয়া থাকিলে বিশেষ লজ্জিত। সেইজন্য আপনার কাছে ক্ষমা চাহিতেছি। ইতিমধ্যে লিপিমিতা হইতে প্রায় ৪০ খানা চিঠি আসিয়াছে।

তবে সবচেয়ে দুঃখের ব্যাপার চিঠি-গুলিতে লেখা রহিয়াছে পাশ্চাত্য সমাজের প্রতি অন্ধ মোহের প্রকাশ। তবে এটা স্বাভাবিকই আমাদের দারিদ্র্যের চাপ (অবশ্য সমাজের একস্তরের লোকের জন্য) পাশ্চাত্য সমাজের জৌলুসের দিকে ঠেলিবেই।

তবে যাহাদের পাশ্চাত্য সমাজের প্রতি লোভ তাহারা দেশে খারাপ অবস্থাতে নাই। তবু ভাবে এ দেশে একবার আসিতে পারিলে সোনার খাটে বসিয়া রূপার খাটে পা দিয়া থাকিতে পারিবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের ব্যাপার ডলার গাছে ঝুলে না। ইহারা জানে সরিষা পিষিলে তেল বাহির হয়। আমরা দেশে থাকিতে পাশ্চাত্য সমাজ সম্বন্ধে ধারনা ছিল এখানে সাহেব মানে বুট হ্যাট্ কোট। কিন্তু দুঃখের বিষয় এখানে চুল কাটা থেকে ঘাস কাটা সবই নিজের হাতে করিতে হয়। (Physical labour) করিতে কেহই পিছ পা হয় না। আর কি? প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানিবেন।

ইতি—

সবিতা গুহ।

আবু মাউন্ট

— সুব্রত ঘোষ।
কলিকাতা — ৬

বিরাট এই ভারতবর্ষের একটা মানচিত্র যখন চোখের সামনে খুলে ধরি, তখন নিজেকে বড় অসহায় বলে মনে হয়। কি এক সুগভীর বিশালতার মধ্যে নিজেকে যেন হারিয়ে ফেলি মনে হয় এই যে বিরাট দেশ ভারতবর্ষ, কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারিকা, আসাম থেকে গুজরাট অবধি যার ব্যাপ্তি, তার কতটুকু দেখব আমি? ভারতবর্ষের বিশালতা আমায় মুগ্ধ করে, এর ঐশ্বর্য্যে আমি বিস্মিত হই।

তাই গত পূজোর যখন কিছুতেই ভেবে পাচ্ছিলাম না ঠিক কোথায় আগে যাওয়া যায়, তখন আমার এক মামার কাছ থেকে প্রস্তাব এলো রাজস্থান যাবার।

আমার সমস্যারও সংগে সংগে সমাধান হয়ে গেল। ঠিক হয়ে গেল সবাই মিলে এবার যাওয়া হবে রাণা কুম্ভ-রাণা প্রতাপ রাণী পদ্মিনীর দেশ রাজপুতানায়।

প্রথমেই অবশ্য বলে রাখা ভাল এ রাজস্থান ভ্রমণ আমাদের সম্পূর্ণ নয়। হাতে সময় ছিল কম, তাই বাদ দেওয়া হয়েছিল যোধপুর, বিকানীরকে তার বদলে অন্তর্ভুক্ত করা হয়ে ছিল আগ্রা।

রাজস্থানে আমরা গিয়েছিলাম মাউন্ট আবু, চিতোর, উদয়পুর, আজমীর ও জয়পুর। হাতে ছিল ছিল কনসেসন টিকিট মাউন্ট আবুর জন্য। এই টিকিটে যাওয়ার সময় break journey করা যায় না, তাই সোজা মাউন্ট আবু গিয়ে ফেরার পথে আমরা অন্য জায়গাগুলি দেখতে দেখতে ফিরেছি।

আমরা অর্থাৎ আমরা সাত জন, আমি, বাবা, মা, মামা, মামীমা ও দুই মামাতো বোন রীতা ও গীতা।

কলকাতা থেকে মাউন্ট আবু যাওয়া

যায় আগ্রা ও দিল্লী হয়ে। কিংবা আগ্রাকে এড়িয়ে শুধু দিল্লী আবার দিল্লীকে এড়িয়ে শুধু আগ্রা দিয়েও যাওয়া যেতে পারে। সময়াভাবে দিল্লী আমরা বাদ দিয়ে ছিলাম, তাই আমাদের পথ ছিল আগ্রা হয়ে। আর কলকাতা থেকে আগ্রা যাবার মাত্র একখানিই ট্রেন — তুফান এক্সপ্রেস। কাজেই শরৎ কালের এক নির্মল সকালে রওনা হলাম তুফান এক্সপ্রেসে মাউন্ট আবুর পথে আগ্রার উদ্দেশ্যে।

আগ্রা পৌঁছান হল পর দিন দুপুর ২টো নাগাদ। আবু রোডের ট্রেন ছাড়বে রাত আটটা দশএ। হাতে দু ঘণ্টার ওপর সময়, ইচ্ছে করলে আগ্রার একটু তাজমহলের দিকে বা শহরের ভেতর ঘুরে আসা যেত।

কিন্তু সে ইচ্ছে আমার হল না। একে প্রচণ্ড গরম, তারওপর ফর্ষ্ট ক্লাস ওয়েটিং রুম যে অত নোংরা হতে পারে তা আমার ধারনা ছিল না। তারওপর আবার জলের কষ্ট। কোন রকমে স্নান সেরে ষ্টেশনে একটু ঘুরতে ঘুরতেই সময় কাটিয়ে দিলাম।

ট্রেন ষ্টেশনে ঢোকবার ঠিক আগে যমুনা ব্রীজের ওপর দিয়ে এসেছে। ট্রেন থেকে শ্বেতশুভ্র তাজমহল দেখা যাচ্ছিল যমুনার তীরে। আগে তাজমহল দেখিনি। তাই অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে ছিলাম সে দিকে। কিন্তু বেশী ক্ষণের জন্য নয়। ট্রেন এগিয়ে যেতেই লাইনের পাশে দেখতে পেলাম তাজমহলের বদলে বিরাট আগ্রা দুর্গকে।

মোগল সাম্রাজ্যের অন্যতম দুর্ভেদ্য দুর্গ। ষ্টেশনে পায়চারী করতে করতেও সেই দুর্গকে দেখতে পাচ্ছিলাম। এরই মধ্যে কোন এক জায়গায় বন্দী ছিলেন মোগল সাম্রাজ্যের সবচেয়ে ঐশ্বর্য্যশালী সম্রাট সাজাহান।

শেষ জীবনে এরই কোন এক স্থান থেকে তাঁর অতি প্রিয় তাজমহল দেখতে দেখতে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছেন। বড় করুণ সে কাহিনী!

রাত ৮-১০ এ ট্রেন ছাড়ল। আগ্রা ফোর্ট আমেদাবাদ লাইনের একটি ষ্টেশন আবু রোড। সেখান থেকে বাসে করে যেতে হবে মাউন্ট আবু। আমরা এখন যাচ্ছি সেই আবু রোডে। ট্রেনে উঠে আর বেশী ক্ষণ বসতে পারি নি। কামরা রিজার্ভই করা ছিল।

চট্‌পট খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়লাম। সারা দিনের ক্লান্তির দরুন অচিরেই ঘুম এসে গেল।

পর দিন ভোরে উঠে পরিষ্কার বোঝা গেল আমরা রাজস্থানে এসে পড়েছি। দুপাশে সেই বিরাট পাগড়ি আর চাপ-কান পরা রাজস্থানী লোক, মুখের চামড়া একটু কোঁচকান, তারওপর বেশ বড় সযত্নলালিত গোঁফ। এদের দেখলেই চেনা যায়। তবে এরাই কি সেই রাণা কুম্ভ আর রাণা প্রতাপের বংশধর?

ঘুম ভাঙার আগেই জয়পুর পার হয়ে গিয়েছিল। ঘুম ভাঙার একটু পরেই পার হল কিষণগড়। তারপর সকাল আটটা নাগাদ ট্রেন এসে দাঁড়াল আজমীরে। ষ্টেশনের পাশেই সাবিত্রী পাহাড়, ট্রেন থেকেই ওপরে সাবিত্রী মন্দির দেখা যাচ্ছে। মামাতো বোনে-দের ডেকে দেখালুম, বললুম — ফেরার পথে ঐ পাহাড়ে আমরা উঠব। সাবিত্রী পাহাড় দেখেই মা ও মামী কপালে হাত ছোঁয়ালে — ট্রেন এগিয়ে চলল।

সারা দিন ট্রেনে কাটিয়ে রাত নটা নাগাদ আবু রোডে এসে পড়লাম। রাতে আর কোন ভাল থাকার জায়গা না

পেয়ে একটু কষ্ট করে ওয়েটিংরুমেই রাতটা কাটান হল। একটু বিশ্রাম দরকার কাল সকালে আবার বাস যাত্রা আছে পাহাড়ী পথে।

পরদিন খুব ভোরেই ঘুম ভেঙে গেল। আবু পাহাড়ের ওপরে মাউন্ট আবু শহর, নীচে আবু রোড, অথচ ঠাণ্ডা তেমন নেই। চট্‌পট তৈরী হয়ে নিয়ে বাসে গিয়ে বসলাম। ড্রাইভারের পাশে যে সিট ছিল সেখানেই গিয়ে বসলাম আগে ভাগে রাস্তার দৃশ্য দেখতে পাব বলে। তিন টাকা করে ভাড়া নিয়ে বাস ছাড়ল।

পাহাড়ী রাস্তা চমৎকার দৃশ্য। অবশ্য যারা দার্জিলিং রাণীক্ষেত গেছেন তাদের কাছে এ দৃশ্য কিছু নয়। কারণ এখানে সেই চিরতুষারাবৃত পর্বতমালাও নেই, বা রাস্তার দুপাশে পাহাড়ী ফুলের সমারোহও নেই। এখানে প্রকৃতি কিছুটা যেন রুক্ষ। চারিদিকেই ধূসর পর্বত শ্রেণী আবার কোথাও পাহাড়ের ফাঁকে ফাঁকে দিগন্তবিস্তৃত প্রান্তর। কিন্তু এ সবেরও একটা সৌন্দর্য্য আছে। বাসের সামনে বসে নয়ন ভরে আবু পাহাড়ের সেই রুক্ষ সৌন্দর্য্য দেখতে দেখতে ওপরে উঠতে লাগলাম।

দু ঘণ্টার মধ্যেই মাউন্ট আবুতে বাস পৌঁছে গেল। শহরটি ছোটই। বাস ষ্ট্যাণ্ড থেকেই চার পাশে অনেক হোটেল দেখা যায় — নব জীবন লজ, ভারতী হোটেল, সূর্য্যদর্শন হোটেল, রাজেন্দ্র হোটেল প্রভৃতি। পাশে Tourist Information Centreও আছে যাত্রীদের সাহায্যের জন্য। আমাদের সে সাহায্য লাগল না। নব জীবন লজ যেতেই পছন্দ সই ঘর পেয়ে গেলাম। ৭ জনের জন্য ২০ টাকা — খাওয়া আলাদা।

দেশ বিভাগের পর মাউন্ট আবু পড়ে ছিল গুজরাটের ভাগে। কিন্তু পরে সীমা কমিশনের রিপোর্ট অনুযায়ী একে আবার রাজস্থানে ফিরিয়ে দেওয়া হয়।

ঠিক রাজস্থান ও গুজরাটের সীমানায় এই শহর। শহরে গুজরাটির সংখ্যাই বেশী। তাই এখানে মাছ মাংস বিশেষ পাওয়া যায় না। বেশীর ভাগই নিরামিষ খাবার।

হোটেলে আমাদের নিরামিষ খেতে দিত। কিন্তু তাতে আমাদের কোন অসুবিধা হয়নি কারণ রান্না ছিল চমৎকার আর খাওয়ার শেষে পোস্ত, লঙ্কা, হলুদ প্রভৃতি মিশিয়ে এমন একটা চাটনি দিত যা এখনও মুখে লেগে আছে। গুজরাটীরা সত্যই চাটনি খেতে জানে।

পরদিন আমরা রওনা হলাম অচল-গড় ও দিলওয়ারা দেখতে। অচলগড় ওখান থেকে মাইল দশেক দূরে, — বাস যায়। পথেই দিলওয়ারা পড়ে। কিন্তু দিলওয়ারার মন্দির সকাল ১১টার আগে খোলেনা — তাই প্রথমে অচলগড় যাও-য়াই বিধি। আমরাও তাই যাচ্ছি।

বাসে বেশ ভীড় ছিল। তবে আমরা ভালই জায়গা পেলাম। গীতা হঠাৎ জিজেস করল, 'আচ্ছা সুব্রতদা, এ অচলগড কি সেই অচলগড় সেই যে রবীন্দ্রনাথের মানী কবিতায় পড়েছিলাম — অচল হয়ে অচলগড়ে করো বাস ?' আমি বললুম — 'খুব সম্ভব তাই — কারণ রাজস্থানে আর কোন অচলগড়ের নাম তো আমি শুনি নি।

বাসেই একটি তরুণ ছেলের সঙ্গে আলাপ হল। আমার পেছনেই বসে ছিল, ভাল গাইডের কাজ করল। যেতে যেতে একটা জলাশয় পড়ল, বলল— এ হচ্ছে ট্রেভর তালাও আবুকে জল সরবরাহের জন্য ট্রেভর সাহেব এটি তৈরী করেছিলেন। কিন্তু এখন আর

কাজে লাগে না।

দূরে একটা পাহাড় দেখা যাচ্ছিল। চার পাশে সবই তো পাহাড় তবু তার মধ্যে সেটাই সব চেয়ে উঁচু। সেটা দেখিয়ে বলল — ঐ হচ্ছে গুরুশিখর মাউন্ট - আবুর সবচেয়ে উঁচু পাহাড়। প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার ফুট উঁচু। ওঠা তেমন কষ্ট সাধ্য নয়।

খানিকটা এগিয়েই একটা গ্রাম আছে ওরিয়া বলে — তার মধ্যে দিয়ে সোজা আড়াই মাইল পথ গেলে পাহাড়ের তলায় পৌঁছে যাবে। কি আছে গুরু-শিখরে? তেমন কিছু নয়। রামানন্দ স্বামী ও গুরু দত্তাত্রেয়ের — পায়ের ছাপ আর একটি শিব মন্দির।

নিজে যেতে চেষ্টা করতে পার, কিন্তু মেয়েদের নিয়ে যেওনা — ওদের কষ্টও হবে, মজুরিও পোষাবে না।

ছেলেটি ঐ ওরিয়া গ্রামেই নেমে গেল। আমরাও আর কিছুক্ষণের মধ্যেই অচলগড়ে পৌঁছলাম। বাস থেকে নামতেই একটি ভারী মিষ্টি চেহারার ছেলে মাথায় বিরাট পাগড়ী, বয়স ১২, ১৩র বেশী নয়।

ছেলেটি এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল — 'গাইড লাগবে?' বললাম — লাগবে, কত দিবি? 'আপনাদের যা খুশী'। আর যদি খুশী না হই? তাহলে, চোখ নামিয়ে একটু দুঃখিত ভাবে বলল, কিছুই দেবেন না।

ভারি ভাল লাগল ছেলেটিকে। হাত ধরে টেনে নিলাম। অন্য অনেকে বলল— 'ও কি সব দেখাতে পারবে? বললাম— না পারুক, কিছু সময়ের জন্য আমার একটা ছোট্ট স্থানীয় বন্ধু তো পাব। আমি তো শুধু প্রকৃতি দেখতে আসিনি মানুষকেও জানতে এসেছি। ওকে ছেড়ে দিতে আমার মন চাইল না। হাত ধরে বললাম — 'আয়'।

ওর নাম উমাশঙ্কর। ও বুঝতেই পারে নি যে আমি ওকে একেবারে হাত ধরে টেনে নেব অন্য সন্দিগ্ধ দৃষ্টিদের থেকে আড়াল করে। তাই আমাকেই মহা উৎসাহে দেখাতে আরম্ভ করল।

সামনেই একটা পুকুর ছিল তার পাশেই তিনটি মোষের মূর্তি। বলল — এই পুকুরের নাম মন্দাকিনী কুণ্ড। আগে এটা ঘিয়ের পুকুর ছিল আর তিন রাক্ষস মোষের মূর্তি ধরে এই ঘি চুরি করে

যেত। তাই আদিপাল এক তীরে তিন জনকেই বধ করেন। পাশে দেখুন আদি পালেরও মূর্ত্তি আছে।

তারপর সে আমাদের দেখাল অচলেশ্বর শিবের মন্দির। এর নাম থেকেই অচলগড় নাম। সেই মন্দির প্রাঙ্গনে একটি পিতলের নন্দী আছে তার গায়ে আঘাতের দাগ। গুজরাটের সুলতান যখন যেবার রাজ্য আক্রমন করে ছিলেন তখন নাকি তিনি এই নন্দী ফুটো করে দেখতে চেয়ে ছিলেন এর ভেতরে কোন রত্ন সম্ভার লুকোনো আছে কি না। ঐ চিহ্ন নাকি তারই নিদর্শন।

এরপর আমরা অচলগড় পাহাড়ে উঠতে শুরু করলাম — আমি ও উমাশঙ্কর আগে আগে আর সবাই পিছনে কিছু দূরে দূরে।

আরো ওপরে উঠে আমরা দেখলাম প্রথমে ছোট জৈন মন্দির ও পরে বড় জৈন মন্দির। ছোট মন্দিরে কিছু দেখার নেই, বড় মন্দিরের ভেতরে ছবির সাহায্যে জৈন ধর্মের কথা কিছু বোঝানো হয়েছে। তবে সবচেয়ে বড় দ্রষ্টব্য জিনিস হল এ মন্দিরের বারান্দা থেকে চার পাশের দৃশ্য।

বহুদূর অবধি দৃষ্টি চলে, এক পাশে দেখা যায় গুরুশিখর, অপর পাশে বহু নীচে বোনাস নদী। আর দেখা যায়, রেল লাইন আজমীর থেকে আবু এসেছে, আর পাহাড়ী রাস্তা আবু রোড থেকে মাউন্ট আবু উঠেছে। ভারী চমৎকার শোভা। এ দৃশ্য না দেখলে অচলগড় দেখা আমাদের অসম্পূর্ণ থেকে যেত।

বড় জৈন মন্দির থেকে আরো ওপরে উঠলে দেখা যাবে মীরা বাঈয়ের মন্দির পাহাড়ের মধ্যে শাওন - ভাদো নামে দুটি জলাশয় ও একে বারে ওপরে চামুণ্ডার মন্দির। কিন্তু আমাদের সময় কমে আসছিল তাই চট্‌পট ঐগুলি দেখে আমরা দিলওয়ারা রওনা হলাম।

দিলওয়ারায় পাঁচটি জৈন মন্দির আছে তার মধ্যে দুটি মন্দির বিমলবাসী মন্দির ও লুনবাসী মন্দিরের কারুকার্য্য বিস্ময়কর।

একাদশ শতাব্দীতে চালুক্যরাজ ভীম শাহের সেনাপতি বিমলশাহ প্রথম মন্দিরটি নির্মান করিয়ে ছিলেন। তাঁর নামেই মন্দির, দেবতা তীর্থঙ্করের নামে নয়।

প্রথমে ঢুকেই চোখে পড়ল হাতি-

শালা। একটি বিরাট হলঘরে পর পর শ্বেত পাথরের হাতীর মূর্তি সাজানো— সামনে বিমলশাহের অশ্বারূঢ় মর্মর মূর্তি। হাতিশালা পেরিয়ে মন্দিরে আসল প্রকোষ্ঠে পা দিয়েই স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। চার পাশে যে দিকেই তাকাই শ্বেত-পথরের অনিন্দ্য সুন্দর কারুকার্য্য মাথার ওপরে, কার্নিশে, দেওয়ালে, থামে, খিলানে দরজায়, পায়ের নীচে, সিড়িঁতে কোথাও করতে বাকী নেই।

প্রায় নয়শ বছর আগেকার কারুকার্য কিন্তু এখনও যেন প্রানবন্ত। চারপাশে অজস্র দেবদেবী, লতাপাতা ফুল ও আলপনার কাজ খোদাই করা কিন্তু আশ্চর্য্য সব কটিই আপন মহিমায় মহীয়ান, কোনটির সংগে কোনটির মিল নেই। মন্দিরে দেব দর্শনের কথা ভুলে গেলাম। ঐ অদ্ভুত বেদনার্ত কারুকার্য-গুলি আমার সমস্ত মনপ্রাণ কেড়ে নিল।

এত সুনিপুন সূক্ষ্ম কাজ কোথাও দেখি নি। কোথাও দেখব কিনা জানিনে।

মন্দিরে ঢোকবার আগে ক্যামেরা বাইরে রেখে এসে ছিলাম। কারণ ওখানে ছবি তুলতে ২ টাকা দিয়ে অনুমতি নিতে হয়। মন্দিরের কারুকার্য্য দেখে আবার ক্যামেরা নিয়ে এলাম। কারণ এ জিনিসের ছবি না তুললে মনে ক্ষোভ থেকে যাবে।

শুনলাম এ মন্দির করতে তখনকার দিনেই খরচা হয়ে ছিল ১৮ কোটি ৫৩ লক্ষ টাকা। টাকার অঙ্কটা নিশ্চয়ই অবিশ্বাস্যভাবে বিরাট, কিন্তু মনে হল এ সৌন্দর্য্যের পরিমাণ ঐ অঙ্ক দিয়ে করা যাবে না। ঐতিহাসিক টড্ সাহেব নাকি বলে ছিলেন যে — এ মন্দিরের সংগে কেবল মাত্র তাজমহল ছাড়া আর কারো তুলনা হয় না, হবেও না! কিন্তু আশ্চর্য্য মন্দিরের বাইরেটা দেখে ভেতরের ঐশ্বর্য্যের কোন ধারনাই হয় না।

এখানেই আর একটি মন্দিরের কথা শুনলাম রত্নপুরে। আবু আর উদয়পুরের মাঝখানে, দু জায়গা থেকেই যাওয়া যায়। সেখানেও ওই রকম অপূর্ব কারুকার্য-সমন্বিত জৈন মন্দির আছে। কিন্তু আমাদের সময় অভাব, তাই ইচ্ছে থাকলেও সেখানে যাওয়া যায় নি।

পরদিন আমরা আবু শহরের দ্রষ্টব্য জিনিসগুলি দর্শনে বার হলাম। প্রথমেই উল্লেখযোগ্য নখি লেক। চারপাশে পাহাড় ঘেরা বিরাট ও চমৎকার একটি সরোবর।

মাঝখানে একটি দ্বীপও আছে।

নখি লেকের পরিবেশ এমনই যে এখানে বসে অনেক মনোরম মুহূর্ত কাটানো যায়। পাশের বাগানটির নাম গান্ধী পার্ক। মহাত্মা গান্ধীর অস্থি এই সরোবরে বিসর্জন দেওয়া হয়েছিল, তাই এই নামকরণ। নখি লেকে নৌকা বিহারেরও ব্যবস্থা আছে মাথা পিছু আট আনার বিনিময়ে।

স্থানীয় এক ভদ্রলোক বলে ছিলেন— পূর্ণিমার সময়ে নখি লেকে নৌকাবিহার না করে যাবেন না। দেখবেন সে অভিজ্ঞতা ভুলতে পারবেন না কোন দিন। আমাকে বলবার দরকার ছিল না, বুঝতেই পারছিলাম এই শান্ত নির্জন পাহাড় ঘেরা মনোরম সরোবরটিতে চাঁদনী রাতে নৌকাবিহার কত বড় রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা, কিন্তু পূর্ণিমার তখনও অনেক দেরী অতদিন অপেক্ষা করার মতো সময় আমাদের কই?

নখি লেকের নামকরণ নিয়ে একটা কাহিনী আছে। অসুরদের অত্যাচারে জর্জরিত দেবতাদের ব্রহ্মা নির্দেশ দিয়েছিলেন আবু পাহাড়ে গিয়ে যজ্ঞ করতে। তাঁরা এসে যজ্ঞের প্রয়োজনে নখের আঁচড়ে এই হ্রদ সৃষ্টি করলেন। তাই এর নাম নখি। অবশ্য ভূ-বিজ্ঞানীদের মতে এটি হোল কোন আগ্নেয়গিরির মরা মুখ।

নখি লেকের পাশ থেকেই দূরে একটা পাহাড়ের ওপর ব্যাঙের আকারের অদ্ভুত এক প্রস্তর খণ্ড দেখা যাচ্ছিল। ঐ জন্যে ঐ পাহাড়টার নামও Toad Rock ওই পাহাড়ের ওপর ওঠাও কিছু কষ্ট সাধ্য নয়। তবে যাওয়া যায় ওই ব্যাঙের পাদদেশ অবধি, ব্যাঙের মাথায় ওঠা যায় না। এই পাহাড়টি পর্বতারোহন শিক্ষার জন্য ব্যবহৃত হয়।

পরদিন যাওয়া হল অর্বুদা দেবী বা অধর দেবী মন্দির। একটি পাহাড়ের ওপর এক গুহার মধ্যে এই দেবী মূর্তি নীচে থেকে ২৫০ ধাপ সিঁড়ি ভেঙ্গে তারপর সেই গুহায় হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকতে হয়।

ব্যাঘ্রবাহিনী দেবী অর্বুদা এঁর নাম থেকেই আবুর উৎপত্তি। শোনা যায় কেউ নাকি এ মূর্তি প্রতিষ্ঠান করেনি। দেবী মূর্তিই এখানে পাওয়া গিয়ে ছিল।

দেবীর পিঠ গুহার দেওয়ালের সংগে

আটকানো, পা মাটি থেকে ... । একথা প্রমাণ হয় পায়ের নীচে একখণ্ড কাপড় চালিয়ে দিয়ে।

এরপর বিকেলে সানসেট পয়েন্ট। ঋষি লেকের কাছ থেকে আধ মাইলেরও বেশী দূরে পাহাড়ের ওপর বাঁধানো খানিকটা জায়গা সেখান থেকে সামনে সূর্য্যাস্তের দৃশ্য দেখা যায়। ঋষি লেকের কাছ থেকে ট্যাক্সিতে যাওয়া যায় আবার হেটেও যাওয়া যায়। sunset point থেকে সামনে বিরাট প্রান্তর দেখা যায়—তার দুপাশে পাহাড়ের শ্রেণী। নীচে বহুদূরে সমতল ভূমিতে বোনাস নদী বয়ে চলেছে। সূর্য্যদেব ঐ প্রান্তর, পাহাড় ও নদীর প্রান্তসীমায় প্রকৃতিকে নানা রঙে রাঙিয়ে দিয়ে অস্তে নামেন। দৃশ্যটি যে অপূর্ব সৌন্দর্য্যমণ্ডিত তা অস্বীকার করছিনা। কিন্তু আমি বহু জায়গায় সূর্য্যোদয় ও সূর্য্যাস্ত দেখেছি, আমার কাছে ঐ দৃশ্য তেমন কিছু নতুন লাগল না।

Sunset point থেকে ফেরার পথে বৃষ্টি নেমেছিল। আশ্রয়ের জন্য একটা বাড়ীতে ঢুকে পড়েছিলাম না জেনেই, কিন্তু ঢুকে দেখলাম ওটি একটি ঈশ্বরীয় যাদুঘর। ওখানকার কর্মীরা যত্ন করে সব দেখালেন নানান ধরনের পুতুল মডেল ও চার্টের সাহায্যে ধর্ম সম্বন্ধীয় নানান তত্ত্ব বোঝান হয়েছে। তবে সবচেয়ে ভাল লাগল ওদের meditation হলটি আগাগোড়া সাদা কাপড়ে মোড়া ঘরটি সত্যিই ধ্যানের উপযুক্ত। ঘরের মধ্যে একটি বেগুনী রঙের আলো জ্বলছে আর এক প্রান্তে লাল আলোয় একটি 'ওঁ' শব্দ লেখা আছে। ঘরটিতে ঢুকলে মন আপনা আপনিই শান্ত হয়ে আসে।

আবু ভ্রমণ আমাদের এখানেই শেষ। যদিও দুটি জিনিস দেখতে বাকী রয়ে গেল, বশিষ্ঠ মুনির আশ্রম ও অম্বাজীর মন্দির। কিন্তু ঐ দুটিই আবু থেকে অনেক দূরে, বাস বা ট্যাক্সি ছাড়া যাওয়া যায় না। দেখবার হয়ত তেমন কিছু নেই—বশিষ্ঠ আশ্রমে একটি গোমুখাকৃতি ঝরণা আছে—তার থেকে বারমাস অনবরত নির্ম্মল জল ঝড়ে পড়ে। আর অম্বাজীর মন্দিরের অম্বিকা দেবীর ছবি আমি দেখেছি—শিল্পকর্মের ভারী সুন্দর নিদর্শন।

পরের দিনই আমরা আবু থেকে যাত্রা করলাম চিতোরের উদ্দেশ্যে। কিন্তু থাক আজ আর চিতোর নয়, পরের জন্য মুলতুবি রাখলাম।

——

বিশ্বমিতালি সংঘ

৪৮, রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট, উত্তরপাড়া, হুগলী

আষাঢ় – শ্রাবণ — ১৩৮০

পুরাতন মিতাদের পরিচয়ের পূর্ণ তালিকা।
১৩৮০ সাল ১৪শ বর্ষ ৩য় সংখ্যা।

সদস্য সংখ্যা প্রথম থেকে ৭০৫০ পর্যন্ত পুরাতন মিতাদের পরিচয় প্রকাশ করা হল।

অসাবধানতা বশতঃ যদি কোন মিতার পরিচয় তালিকা থেকে বাদ পড়ে গিয়ে থাকে, তবে সত্বকে জানালে ত্রিপিনিতার পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশ করা হবে।

প্রিয় বিষয়গুলির পরিবর্তে যে নতুন সাঙ্কেতিক চিহ্ন ব্যবহার করা হয়েছে সেগুলি এইরূপ —

অ···অভিনয়, উ···উপন্যাস, খ···খেলাধুলা, গ···গান, ঘ···ঘর বা গৃহস্থালী, চ···চলচ্চিত্র, ছ···ছবি তোলা বা আলোক-চিত্র, জ···জানবার কথা, ড···ডাকটিকিট, ফাষ্ট ডে কভার, পিকচার পোষ্ট কার্ড, ত···তাস খেলা, দ···দাবা খেলা, ধ···ধর্ম, ন···নাচ, প···পশু পাখী পালন, ফ···বাগান করা (ফল, ফুল, শাক সব্জী) ব···ব্যবসা-বাণিজ্য, ভ···ভ্রমণ, শ···শিল্প, স···সমাজ, হ···সাহিত্য, য···যন্ত্র সঙ্গীত, র···রাজনীতি, ক···অঙ্কন, জ্ঞ···বিজ্ঞান।

মিতাদের নাম ও পরিচয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণগুলি এইরূপে সাজানো হয়েছে — সদস্য সংখ্যা, নাম, ঠিকানা, বয়স, বৃত্তি ও সখের বিষয়।

বি. ৬১৪৯ অঞ্জলী মুখোপাধ্যায় কালনা, বর্ধমান ২৫, শিক্ষিকা, বই পড়া গান শোনা

বি ৬১৮৬ অশোক কুমার পাল Vill—Kumira Po, Saota Birbhum ২০ ছাত্র স শ ক, খ র, হ, ত থ, চ ম্যাভার,

৬২৪৫ অরুণা চৌধুরী পোঃ— খাগড়া, ১৯ বেকার স হ জ র থ দর্শন মনোবিজ্ঞান, আধুনিক ও পুরাতন কৃষ্টি বেদ, উপনিষদ, সাংখ্য, পুরাণ কথক গাথা

বি ৬৩৭৭ অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায় সিউড়ী ময়ূরাক্ষী লজ, সিউড়ী বীরভূম ১৮ ছাত্র জ ভ অ,

৬৪০৯ অশোক কুমার নায়েক Po. Bolani 758037 Dt— Keonjhar Orissa ২২ ছাত্র (কবিতা) ই, গ

৬৪৭৬ অর্চনা ঘোষ কোলকাতা-১১, ২০ ছাত্রী, হ শ ভ চ থ

৬৬২২ অজিত কুমার নিয়োগী গ্রাম— জীবন নগর পোঃ— ভাগীরথী শিল্পাশ্রম জেঃ— নদীয়া ১৯ ছাত্র স হ অ

৬৭৭২ অপরাজিতা রায় রামনগর আগরতলা ১৬ ছাত্রী স হ জ গ থ চ চিঠি লেখা

৬৮৩৭ অরুন শংকর ১৪৬/ডি, সুইন হো লেন, কসবা কলিঃ ৪২ ২২ ছাত্র স হ শ থ গ ম ভ অ আবৃত্তি, রূপচর্চা

৬৮৩৪ অমল কুমার মণ্ডল বাউতলা রোড বরিশাল বাংলাদেশ ২০ ছাত্র স র গ ক জ থ চ, ফ,

৬৮৭৭ অলোক মুখোপাধ্যায় ১ বিশুবাবু লেন, বাকুলিয়া হাউস খিদিরপুর কলিঃ ২৩, ২৮ চাটার্ড এ্যাকাউন্ট্যান্ট শ

৬৮৮৮ অঞ্জনা নাথ চৌধুরী কল্যাণপুর ত্রিপুরা ১৬ ছাত্রী হ জ গ ভ থ চ

৬৮৯৯ অনিল চ্যাটার্জী, Junior Engineer C. P. W. D Po.— Trizino via Bomdila Dist. Kemeng NEFA Arunachal Pradesh ২৯ চাকুরী র জ

৬৯২৮ অর্জুন বড়াল Po. Dumka vill— Dudhani Dt. S. P Bihar ২৬ চিকিৎসা জ

৬১৪৮ অলক কুমার দত্ত রায় Sylvania, 68/2, Najaf Gorh Road New Delhi - 15 ২৪ চাকুরী অ বন্ধুত্ব

৬১৬৮ অতীন কুমার চন্দ্র Qr. no-2458 Vehical Factory Estate Jabalpore M. P. ২৩ কারিগরী শিক্ষানবীশ জ গ ভ খ চ অ

৬৭৬৬ আরতি মিশ্র কটক ৩৬ গৃহস্থালী সীটার সেলাই হ ফ ক

৬৮০০ উৎপল দে সরকার গ্রাম— গোবিন্দপুর পোঃ- দাঁতপুর জেলা— হুগলী ১৭ ছাত্র স র হ শ ব গ ভ চ খ চ ফ অ সাঁতার

৬১৬৫ উদয় প্রকাশ দত্ত C I I Detachment Co/. National Instruments যাদবপুর কলিঃ ৩২, ২৫ চাকুরী স হ জ ধ য ভ খ চ প

৭০০৮ এ, এফ, এম মেসবাই উদ্দীন হেলাল পোঃ ও গ্রাঃ— মোগলটুলা থানা— মুক্তাগাছা জেলা :- ময়মনসিংহ বাংলাদেশ

৬৮৮১ এস. কে. রায় Communication Centre Naval B A S E Vishakhapatnam – 530014 ২৬ চাকুরী হ ভ খ চ

৬৫০০ কবিতা ঘোষ মাখলা হুগলী ২০ ছাত্রী হ

৬৬৪৯ কল্যাণ কুমার সিকদার বি-২০ রবীন্দ্রনগর কলোনী বারতলা কলিকাতা-১৮ ২০ ছাত্র স হ গ য ব ভ চ আবৃত্তি

৬৭২৩ কমল কুমার মণ্ডল থানা— সরূপনগর পোঃ ও গ্রাঃ- তেঁতুলিয়া ২৪ পরগণা ২৫ চাকুরী স র হ শ ব গ য ভ চ ভ খ চ ফ প অ

৬৪৩৬ গোপা ভট্টাচার্য্য শিলং ১৭ ছাত্রী গ য খ ভ

৬৬১১ গীতা বসু হাওড়া - ৩ ১৭ ছাত্রী স র হ গ ভ চ ভ চ

৬৬৬০ গৌর চন্দ্র ভড় ৩৭ কে ষ্ট্রীট শ্রীরামপুর হুগলী ২০ ছাত্র খ

৬৭৯৭ গগন বসু ৬/৩/৭ পি, ডবলু ডি রোড অশোকগড় (পশ্চিম) কলিঃ ৩৫ ২১ চাত্র স হ ভ ভ সাঁতার

৬১৫৫ চিত্রা দত্ত হাওড়া-৪, ১৯ গ

৬৬৯৯ চণ্ডীকাপ্রসাদ ঘোষাল গ্রাঃ ও .পাঃ- নাগরাকাল বাজার কোচবিহার ১৬ ছাত্র হ অ ব হ ভ খ গ য

৬৭১০ জলি রায় নিউ টাউন ২১ বেকার হ গ য ভ ক

৬৩৮৬ স্বর্ণা দাসগুপ্ত যাদবপুর ২১ ছাত্রী স হ জ গ ভ খ ভ

৬৪৪৭ স্বর্ণা রায় চৌধুরী শিলিগুড়ি ১৮ ছাত্রী হ গ ক

৬৯৭২ স্বর্ণা মায়া হাওড়া - ১, ১৬ ছাত্রী শ জ চ

৭০২৬ তরুণ কুমার চ্যাটার্জী বোরহল, জাজিপাড়া হুগলী ২০ ছাত্র র হ শ ভ থ চ অ

৬৫৫৭ দেবাশীষ রায় Y M C A ১০৮ কেশব সেন ষ্ট্রীট কলিঃ ৯. ২১ ছাত্র স হ জ গ ভ থ ব ছ

৬৭৩৫ দীপক কুমার দে ৭৩ আনন্দ পালিত রোড কোলকাতা - ১৪, ২১ ছাত্র হ গ য ভ থ চ ক সাঁতার

৬৮৫২ দেবাশিষ বোস ৯/১২ তানসেন রোড বি, জোন দুর্গাপুর - ৫ বর্দ্ধমান ১৯ ছাত্র য ভ ছ চ অ

৬৮৬৯ দুলাল ঘোষ I N S Hooghly Po. Hasting Cal - 22 ২৬ চাকুরী স হ ভ থ

৬৮৮০ দেবাশীষ ভট্টাচার্য্য ১২ঃ সাবর্ণ পাড়া রোড বরিশা কলিঃ ৮, ১৭ ছাত্র স হ ভ থ

৭০০০ দেব রঞ্জন চক্রবর্ত্তী c/o রাধা রাণী সরকার শ্রীপল্লী আসানসোল বর্দ্ধমান ১৭ চাকুরী চ ব

৭০২৯ দিলীপ কোনার ১৩ রামলাল বসু লেন সরলুভিলা বর্দ্ধমান ২০ ছাত্র অনার্স ইতিহাস স ব ধ গ য থ চ

৭০২৬ ধ্রুবাশিষ প্রামানিক State Bank of India F C I Branch Durgapur - II Burdwan ২৫ চাকুরী ভ থ চ

৬৫০১ নির্মলেন্দু দে A/14 Sector - 14 Rourkella - 6 Orissa ২৭ চাকুরী প য ভ চ

৬৬৩৮ নারায়ণ চন্দ্র পাল গ্রাম — গোপীনাথপুর পোঃ— দুর্গাপুর - ১ বর্দ্ধমান ২২ চাকুরী প ভ হ থ

৬৪৭২ প্রদীপ দাস c/o গোপাল চন্দ্র দাস চিকিৎসক (হরিসভার নিকট) পোঃ— জনাই হুগলী ১৯ ছাত্র হ ভ মুদ্রা সংগ্রহ

৬৬৩৪ প্রভাস কুমার সরকার Head Quarters 18 Infantry brigade c/o 56 A P O ২৭ চাকুরী সব বিষয়।

৬৭৬৩ প্রদীপ কুমার পাল ৫৯ গ্রে ষ্ট্রীট কলি: ৬, ২২ ছাত্র স হ গ চ

৬৭৯২ পিন্টু ঘোষ এন, এন, মুখার্জী রোড, পানিহাটী ২৪ পরগণা ২৩ ছাত্র স র হ শ জ্ঞ ধ গ য ভ থ চ অ

৬৮৭৬ পূর্ণানন্দ রায় c/o মোহিনী মোহন সাহা পুরাতন মায়াপুর নবদ্বীপ নদীয়া ২১ ছাত্র (ইঞ্জি:) স র হ গ ভ চ অ

৬৯৬৬ প্রদীপ কুমার ভৌমিক c/o Sardar Mahender Singh Rolling Mill Manager Modi Steel Unit - 31 Po. Modi Nagar Meerat u. p ১৯ চাকুরী ও ছাত্র স গ ভ ভ থ চ

৬৯৭০ পীযূষ কান্তি দাস ৫১/৬/১ বিদ্যারত্ন সরণী কলি ৩৫ ২৩ ছাত্র চ ভ চ পত্র মিতালি

৬৬৩০ ফরিদা বেগম চুবরাজপুর বীরভূম ১৭ শ ছ

৬২৪৮ বেগম মানীরুন্নেশা (মানী) মালদা ১৬ বেকার স ধ ভ থ

বি ৬২৯৭ বিকাশ কুমার ব্যানার্জী 'বাসনাবাস' রাজা রামচাঁদ ঘাট রোড পো:— পানিহাটী ২৪ পরগণা ১৮ ছাত্র জ্ঞ থ হ গ

বি ৬০৩৯ বঙ্কিম চন্দ্র দে c/o রামকৃষ্ণ দে মুনগোলা রোড পো: ও জে:— বাঁকুড়া ১৯ ছাত্র হ ক্ষ

৫৩৮০ বেগম রোজিনা সুলতানা সাহাগঞ্জ হুগলী ১৮ ছাত্রী ভ চ ক ব

৬৪৬০ বিশ্বদল চট্টোপাধ্যায় মাতৃভবন ১২ গোপীকৃষ্ণ রোড ভাটপাড়া ২৪ পরগণা ২০ ছাত্র জ্ঞ ভ থ

৬৬০৩ বিমলেন্দু সরকার ১৯ রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট স্যুইট-৪ কলি: ৬, ২১ চাকুরী হ শ ভ

৬৬৭১ বিমলেন্দু ঘোষ Stewarts and Lioyds of India Ltd. c/o F. C. I Barauni Po, Urvara Nagar Dt. Monghyr, Bihar ২৬ চাকুরী গ ভ থ

৬৭৫৮ বিমল কুমার পাল ৩৫ মহেন্দ্র বাগচী রোড পো:— বালী, হাওড়া ২৩ চাকুরী হ ধ গ ভ চ ফ সাঁতার

৬৮৭১ বাবলু পাল গ্রাম— বালী মায়তাপুকুর পো:— জগৎবল্লভপুর জেলা— হাওড়া ১৮ ছাত্র হ ব ধ গ ভ ছ ভ চ ফ অ

৬৯১০ বিশ্বনাথ চৌধুরী Sudamdihi Project Po. Sudamdihi N.C.D.C Dhanbad ২৯ চাকুরী ভ বন্ধুত্ব

৬৯৪৯ বিশ্বনাথ চ্যাটার্জী ৮৯/১৮ রসা রোড ইষ্ট ফাষ্ট লেন টালিগঞ্জ কলি: ৩৩, ১৬ ছাত্র হ জ্ঞ ছ

৬১৬১ বিজয় কান্তি দাস c/o কেশব চন্দ্র দাস সুভাষ পার্ক খোয়াই পশ্চিম ত্রিপুরা ১৮ ছাত্র স র হ ভ খ

৬৩২১ মীরা রায় শিবপুর ১৭ ছাত্রী ঠ ড

৬৬৮০ মৃত্যুঞ্জয় চক্রবর্তী হীরাপুর অ মবাগান, বার্ণপুর বর্দ্ধমান ২০ ছাত্র মিতালি ভ চ অ

৬৬৮৯ মিতা ব্যানার্জী রহড়া ২৪ পরগণা ১৬ ছাত্রী ভ দেখা

৬৭০০ মিতা ঘোষ কলি: ১১. ১৭ ক শ ধ গ য ভ ছ ড চ

বি ৬৭৪৩ মৈত্রেয়ী দত্ত আগরতলা ত্রিপুরা ১৯ ছাত্রী স হ শ ধ গ ছ ছ

৬৮০৯ মঞ্জু আঢ্য শ্রীরামপুর ১০ ছাত্রী র ক জ্ঞ য

৬৮৪৫ মমতাজ খাতুন (চন্দনা) শ্রীমায়াপুর ১১ ছাত্রী স র হ শ জ্ঞ ধ ভ ছ ড খ চ ফ প

৬৯২৩ মধুসূদন দাঁ c/o লৌহ বিপনি সেভক রোড শিলিগুড়ি দার্জিলিং ১৫ ছাত্র হ জ্ঞ গ য ভ ছ খ চ অ

৬৯৩৯ মনোরঞ্জন রায় c/o M/S Andus Mineral Products of India Post Box 64. Po. Katni M. P ৩১ ব্যবসা স প ব ফ প

৬৯৯৯ মৃণাল সামন্ত চাঁপডাঙ্গা হুগলী ১৯ ছাত্র হ গ ছ ড খ চ

৬৮৯৭ যোগেন্দ্র নারায়ণ রায় গ্রা: ও পো: ভাঐর থানা কোচবিহার ২১ বেকার স র হ জ্ঞ ভ গ

৬৮২২ রবি রঞ্জন সরকার H6/97 Q' Road Jamshedpur - 1 Bihar ২০ ছাত্র র হ জ্ঞ ব ভ চ খ চ অ

৬৯০২ রঞ্জত রায় চৌধুরী ৪১৪/এফ, পাতিপুকুর রেলওয়ে কোয়াটার কলি:— 700048 ৩৩ চাকরী হ শ গ য চ বিদেশী মুদ্রা সংগ্রহ

৬৯১৮ রাজেশ চট্টোপাধ্যায় ১৮ পি, সি, ব্যানার্জী রোড দক্ষিণেশ্বর আড়িয়াদহ কলি: ৫৭, ১৯ ছাত্র ভ ছ ড খ চ সাঁতার

৬৯৬৯ রবীন্দ্র চন্দ্র নাথ c/o 99 Apo ২২ চাকুরী ড হ ভ সংঘের অবধায়কদে চিঠি যাবে

৭০২৮ রক্তিমা মৈত্র জলপাইগুড়ি ২০ বেকার হ খ চ

৫০৪৪ শিবকান্তি ভট্টাচার্য্য মাটিয়ারী রামপদ সেন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় পো:— মাটিয়ারী জেলা— নদীয়া ২৯ শিক্ষকতা পত্রালাপ স হ শ

৬৬০৬ শৈবাল বরাট c/o M/s. Allied Engineering Corporation Krishna Chawk Patna-I ২৬ চাকুরী ভ ছ চ পিকনিক বন্ধুত্ব

৬৬৪১ শিপ্রা চক্রবর্ত্তী কলি: ৬, ২০ ছাত্রী গ য ভ চ

৬৮৩৬ শ্যামল কুমার সিংহ ৮০/১/১ অবিনাশ চন্দ্র ব্যানার্জী লেন সাঁত্রাগাছী শিবপুর হাওড়া ১৮ স হ জ্ঞ ভ অ ছ ষ গ ড

৬৯৭১ শৈলেন্দ্র নাথ ঘোষাল ৪৩. রাজ কৃষ্ণ ঘোষাল রোড কলি: ৪২ ২৮ চাকুরী স র ত ছ ভ থ প

৭০৩১ শর্বরী কোনার বর্দ্ধমান ১৭ ছাত্র স ব ধ ষ গ থ হ

৭০৩২ শওকতুল মাজিদ State Bank of India Shillong-1. Meghalaya ২১ ছাত্র ও চাকুরী স র হ গ ত চ

বি ৬৪১৩ সুভাষ চক্রবর্ত্তী গ্রাম ও পো:— রাধাপুর ধর্ম্মনগর ত্রিপুরা (নর্থ) ২৬ চাকুরী শিকার ছবি সংগ্রহ হ রসায়ন

বি ৬৫৪৮ সুব্রত ঘোষ ৭৭ বিধান সরণী কলি: ৬, ২০ ছাত্র হ ধ গ ষ ভ ছ ফ সৌখিন মাছ সংগ্রহ

বি ৬৬১৮ সুজিত কুমার রায় Bombay Central Circle-II C.P.W.D New C G O Building 4th Floor, Bombay 400020 ২৮ চাকুরী স র জ্ঞ ভ ছ থ চ

৬৬৫৮ সুধীর কুমার বাগচী United Commercial bank Netaji Subhas Road, Po. Dhubri Dt.— Goalpara Assam ২৪ চাকুরী হ জ্ঞ থ ষ চ অ

৬৬৯৪ সুভাষ চন্দ্র সরকার c/o গদাধর সরকার ৪৬ শেঠ বাগান রোড কলি: ৩০, ২১ ছাত্র স জ্ঞ ভ

৬৭৫৪ সুবোধ কুমার জানা হেড মাষ্টার বাজী পূর্বপাড়া প্রাইমারী স্কুল পো:— বিজয়নগর ২৪ পরগণা ২৯ শিক্ষক স হ গ ভ থ চ অ

৬৭৮১ স্বপন মজুমদার c/o বন্দনা দত্ত ৪৫/A বি, বি চ্যাটার্জী রোড কলি: ৭০০০৪২ ২৬, ব গ ভ মিতালী পাতা চালোনা

৬৭৮৩ স্নিগ্ধা দাসগুপ্ত আগরতলা ২২ ছাত্রী গ ভ ছবি আঁকা সেলাই

৬৮১৩ স্নিগ্ধা চক্রবর্ত্তী হাওড়া ১৯ বেকার স হ ধ গ ভ অ

৬৮৪০ সুনীল কুমার বসাক ৬নং চোর বাগান লেন কলি: ৬, ১৮ চাকরি স র জ্ঞ

৬৮৬৭ স্বপন কুমার সরকার গ্রাম ও পোষ্ট— মুরারই, বীরভূম ১৯ ছাত্র গ থ প অ

৬৮৮৭ সুকুমার মুখোপাধ্যায় (A. C. A) রবীন্দ্র পল্লী দুর্গানগর কলি: ৫১ ৩২ চাকুরী স হ প জ্ঞ

পুরাতন মিতাদের পরিচয়ের পূর্ণ তালিকা

৬১৮১ সুকুমার সাহা c/o মণীন্দ্রনাথ সাহা কলেজ পাড়া টাংগাইল বাংলা দেশ ১৬ ছাত্র হ জ্ঞ ভ ড খ চ

৭০২২ স্বপন সাঁতরা ১৪২/২, রায় বাহাদুর রোড বেহালা কলি: 700034 ১৭ ছাত্র গ ব খ চ অ

৭০০০ সন্দীপ কোনার ১৩ রামলাল বসু লেন সরলাভিলা বর্দ্ধমান ১৬ ছাত্র স ব ধ গ ব খ হ

৬৭৪২ হারাধন বর্ম্মণ বি, এস বর্ম্মণ রোড রামেশ্বরপুর ২৪ পরগণা ভায়া—হাসনাবাদ ২০ ছাত্র লেখা স হ ভ

৬৫২৮ মিতা মুখোপাধ্যায় শিলচর ১৬ ছাত্রী সাঁতার নৃত্য ছবি সংগ্রহ হ খ অ

——::•:——

রান্না ঘর

মোগলাই খিচুরী

— পান্নালাল মিত্র।

উপকরণ :— মুগডাল ১ কিলো, উত্তম চাল ৫০০ গ্রাম, পেঁয়াজ ১০০ গ্রাম সরু সরু কুঁচি এবং ১০টি খোসা ছাড়ান ছোট পেঁয়াজ। আদা বাটা ৫০ গ্রাম, জিরা বাটা ১০ গ্রাম, লঙ্কা বাটা ২৫ গ্রাম, ছোট এলাচ ৮টি, সামান্য দারচিনি, লবঙ্গ, তেজপাতা ১০টি, ৩০০ গ্রাম দই, কাজু বাদাম ১০০ গ্রাম, ডিম ৮টি, ঘৃত বা ডালডা ৩০০ গ্রাম লবণ ও চিনি পরিমাণ-মত।

প্রস্তুত প্রণালী —

প্রথমে চাল ও ডাল ভাল করে বেছে নিতে হবে। চাল দু-তিনবার জলে ধুয়ে জল ঝরিয়ে নিতে হবে। ডালগুলো ভেজে নিয়ে রেখে দিতে হবে। খুব বেশী যেন ভাজা না হয়। এইবার একটি পাত্রে কিছুটা ঘি দিয়ে উনুনে বসাতে হবে। পেঁয়াজ কুঁচিগুলো ভেজে আলাদা করে রাখতে হবে। পাত্রে বাকী সব ঘিটুকু দিয়ে চাল ও ডাল ও তেজপাতা একত্রে দিয়ে নাড়তে হবে। (শীতকালীন তরী-তরকারীও এতে দেওয়া যায়)। চালগুলো যখন একটু ফুট ফাট করে শব্দ করবে তখন নামিয়ে মশলা দই প্রভৃতি (ভাজা পেঁয়াজ চিনি, লবণ গোটা পেঁয়াজ বাদে) এলাচ থেতো করে পাত্রে দিতে হবে। নাড়ার সময় কাজু বাদামগুলো শীতকালীন তরী-তরকারী (মটরশুটি বাদে) দিতে হবে।

বেশ ভাজা ভাজা হলে জল ঢেলে দিয়ে মুখ বন্ধ রাখতে হবে। তবে যেন ধরে না যায়। অল্প সিদ্ধ হলে মটরশুটি গোটা পেঁয়াজ নুন চিনি দিতে হবে। নামাবার ১৫/২০ মিনিট পূর্বে ভাজা পেঁয়াজগুলো দিতে হবে আর ৮টি ডিম ভেঙে বেশ ভাল করে গুলে একজন ধীরে ধীরে ঢালবে অপর জন নাড়বে। ডিম ঢালার পর

বেশ কিছুক্ষণ নাড়তে হবে। ভাল ভা ভাবে সিদ্ধ হলে নামাতে হবে।

পাতলা হবে না আবার খুব শক্ত না হয়।

এর সঙ্গে একটা ভাজাও দেওয়া হল—খাসির কুঁচো কুঁচো চর্বি, সিদ্ধ আলু মিহি করে মেখে নিতে হবে। চর্বিগুলো আদা লবণ পেঁয়াজ বাটা চিনি রসুন দিয়ে মেখে ভেজে নিতে হবে। সিদ্ধ আলুতে কিছু লবণ দিয়ে ঐ ভাজা চর্বি মিশিয়ে দিয়ে লুচির মত চেপ্টা করে ব্যাসন গোলায় ডুবিয়ে তেলে ভেজে নিতে হবে। খিচরির সঙ্গে খেতে খুব ভাল লাগবে।

চারু বা রসম

গোপা মুখোপাধ্যায়।
হাওড়া

উপকরণ:– কিছু তেঁতুল, জিরা গোলমরিচ গুঁড়ো, ধনেপাতা, নুন অল্প ঘি সর্ষে কয়েক কোয়া রসুন।

প্রস্তুত প্রণালী:—

প্রথমে খানিকটা তেঁতুল (১০০ গ্রাম), ৫০০ গ্রাম আন্দাজ জলে ভিজিয়ে রাখুন। ঘণ্টাখানেক পরে তেঁতুলের কাথটা বার করে নিয়ে ছিবড়ে ও বিচি ইত্যাদি ফেলে দিন। এবারে এ্যালুমিনিয়াম মাটি বা ষ্টেনলেসের পাত্রে ঐ তেঁতুল জলটা ফোটান।

তারপর ঐ তে পরিমাণ মতন জিরে গোলমরিচ গুঁড়ো ধনেপাতা নুন ইত্যাদি দিয়ে নামিয়ে নিন।

এখন একটু ভাল ঘিয়ে সর্ষে ও ২/১ কোয়া রসুন ভেজে নিয়ে সম্বরা দিন।

তারপর গরম গরম পরিবেশন করুন। —এটি খেতে সুস্বাদু হজম কারক এবং ক্ষুধাবর্ধক। এককথায় আহার এবং ঔষধ বলতে পারেন।

দক্ষিণ ভারতীয়রা প্রতিদিন চারু বা রসম খেয়ে থাকে।

—ঃ—

৺যমুনা দেবী স্মরণে কবিতা প্রতিযোগিতা

মিতা ভাই বি ৫৬৮৪ শ্রীজীবন ভদ্র তাঁর মাতা যমুনা দেবী স্মৃতি রক্ষার জন্য লিপিমিতার মাধ্যমে কবিতা প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করেছেন। ২৪ পংক্তির মধ্যে "মা" শীর্ষক একটি মৌলিক কবিতা কাগজের একপিঠে স্পষ্টাক্ষরে লিখে ১৫ই অগ্রাণ ১৩৮০ বঙ্গাব্দের মধ্যে সম্পাদকের নামে সংঘের কর্যালয়ে পাঠিয়ে দিতে হবে।

এই প্রতিযোগিতায় দুটি পুরস্কার আছে। প্রথম পুরস্কার ২০ টাকা ও দ্বিতীয় পুরস্কার ১০ টাকা। প্রথম পুরস্কার প্রাপ্ত কবিতাটি লিপিমিতায় প্রকাশ করা হবে। কেবলমাত্র সংঘের সভ্য-সভ্যাদের কবিতাই গৃহীত হবে। উপযুক্ত ডাকটিকিট পাঠালে অমনোনীত কবিতা ফেরৎ পাঠিয়ে দেওয়া হবে।

লিপিমিতা ছোট গল্প প্রতিযোগিতা

অনধিক ২০০০ হাজার শব্দের মধ্যে বিজ্ঞান ভিত্তিক বিষয় অবলম্বনে একটি মৌলিক ছোট রচনা করে ২০শে পৌষ ১৩৮০ বঙ্গাব্দের মধ্যে সম্পাদকের নামে সংঘের ঠিকানায় পাঠাতে হবে।

এই প্রতিযোগিতায় দুটি পুরস্কার আছে। প্রথমটি ২০ টাকা, দ্বিতীয়টি ১০ টাকা।

কেবলমাত্র সংঘের সভ্য-সভ্যাদের রচনাই গৃহীত হবে। প্রত্যেক মিতাকে অনুরোধ করা যাচ্ছে তাঁরা যেন তাঁদের রচনা নকল রেখে পাঠান। কোন রচনাই পরে ফেরৎ পাঠান সম্ভব হবে না, পুরস্কার প্রাপ্ত রচনা দুটি লিপিমিতার প্রকাশ করবার ক্ষমতা সংঘের থাকবে।

নবম বার্ষিক ক্ষীরোদ গোপাল আলোক চিত্র

প্রতিযোগিতা

প্রধান পৃষ্ঠপোষক ও বি ১৬২ ডাঃ ক্ষীরোদ গোপাল দে'র সৌজন্যে বিশ্বমিতালি সংঘ আলোক চিত্র প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করেছে। এবারের বিষয় হল— বৃক্ষে উপবিষ্ট বা উড়ন্ত পাখীর ছবি। আলোকচিত্রটি ২০শে পৌষ ১৩৮০ বঙ্গাব্দের মধ্যে সংঘের ঠিকানায় সম্পাদকের নামে পাঠাতে হবে। ছবির মাপ পাসপোর্ট সাইজ অপেক্ষা কিছু বড় হওয়া বাঞ্ছনীয়, তবে আধখানা পোষ্টকার্ডের চেয়ে যেন বড় না হয়। ছবির পেছনে প্রেরকের নাম ও সদস্য সংখ্যার অবশ্য উল্লেখ থাকবে। প্রতি সভ্য-সভ্যা একটির বেশী আলোকচিত্র পাঠাতে পারবেন না।

এই প্রতিযোগিতায় দুটি পুরস্কার আছে। প্রথমটি ২০ টাকা, দ্বিতীয়টি ১০ টাকা। পুরস্কার প্রাপ্ত ছবিগুলি লিপিমিতার উপযুক্ত স্থানে প্রকাশ করা হবে। প্রতিযোগিতার পর যাঁরা আলোকচিত্র ফেরৎ চান তাঁরা রেজিঃ খরচ বাবদ ১.৩০ পয়সার ডাকটিকিট পাঠিয়ে দেবেন। সংঘ আলোকচিত্রটি নিবন্ধিত করে পাঠিয়ে দেবে।

ভারতে বৈদেশিক রাষ্ট্রদূত

গত লিপিমিত্রা নববর্ষ বিশেষ সংখ্যায় যে সকল বৈদেশিক রাষ্ট্রদূতের নাম ও ঠিকানা যায়নি, এই সংখ্যায় সেইগুলি প্রকাশ করা হল।

আফগানিস্থান- Dr. Abdul Hakim Tabibi, OA, Ring Road Lajpat Nagar, III New Delhı-24

আলজিরিয়া— Charge D' Affaires Md. Nacer Adjali, 13 Sundar Nagar New Delhi-3

আর্জেন্টিনা - Calixto Julian De LA Torre, C—27/28 South Extension Part II New Delhi 49

বেলজিয়াম Charles Kerremans 7 Golf Links New Delhi 3

ব্রেজিল— Roberto Luiz Assumpeao De, Aurangzeb Road, New Delhi-2

ক্যাম্বোডিয়া—Nong Ki Ny 25, Golf Links, New Delhi-3

চীন— Charge 'D' Affiares Huang Ming-TA, 1/13 Shanti Path Chanakyapuri, New Delhi 21

চেকোশ্লোভাকিয়া- Zdenek Trhlik 45 46 Sundar Nagar New Delhi 3

ডেনমার্ক - Henning Balck 6 Golf Links Area New Delhı 3

ইথিওপিয়া Getachew Mekasha 29 Prithviraj Road New Delhi-II

ফিনল্যাণ্ড - Fredrik Wilhelm Schreck 42 Golf Links New Delhi-3

গ্রীস— John Yannakakis 188 Jor Bagh New Delhi-3

ইরাক... Abdullah Salloum Samarrai 3 Golf Links New Delhi-3

আয়ারল্যাণ্ড... Valentin Iremongea 13 Jor Bagh New Delhi 3

জর্ডন... Taysor Tookass 122 Malcha Marg Chanakyapuri New Delhi 21

কুয়েত... Essa Abdul Rahman Al-Essa 19 Friends Colony West New Delhi-14

লাওস Lianethone Chanthar any 4 Circular Road S W. Extn. Chanakyapuri New Delhi-21

মরক্কো .. Younes Nekrouf 199 Jor Bagh. New Delhi-3

নেপাল... Krishna Bom Malla Barakhamba Road New Delhi-1

পেরু... Dr. Rene Hooper Lopez D-290 Defence Colony New Delhi-24

ফিলিপাইনস... Dr. L. M. Guerrero 50 N. Nyaya Marg Chanakyapuri New Delhi-21

পোল্যাণ্ড .. Wiktorkincki 22 Golf Links Area New Delhi 3

স্পেন... Guiller Mo Nadal 12 Prithviraj Rode New Delhi 11

সুইডেন...Count Axellewen Haupt Naya Marg Chanakya Puri New Delhi 21

সুইজারল্যাণ্ড... Dr. Fritz Real Nyaya Marg Chanakyapuri New Delhi 21

তুর্কী... Gundogdu Usteen 27 Jor Bagh New Delhi-3

সোভিয়েত রাশিয়া... Nikolay M. Regov Shanti Path Chanakya Puri New Delhi 21

বিদেশে ভারতীয় রাষ্ট্রদূত

গত লিপিমিতা নববর্ষ বিশেষ সংখ্যায় কয়েকজন বিদেশীয় ভারতীয় রাষ্ট্রদূতের নাম ও ঠিকানা প্রকাশ করা হয়েছিল। এখানে বাকীগুলি দেওয়া হল। প্রত্যেকটি ঠিকানায় Embassy of India কথাটি যেন যোগ করে দেওয়া হয়।

আলজিরিয়া... Syed Shahabuddin II9 Ter Rue Didou Che Maurad Algiers

আর্জেন্টিনা... M. M. Khurana Paraguay 580 (3rd Floor) Buenos Aires

বেলজিয়াম... B. R. Patel 585 Avenue Moliere I2I Brussels I180

ব্রেজিল—

P Singh, Vennaciovi-10 Subsole Lote, E/8 Sector De Diversoes Sul Brasilia D.

ক্যাম্বোডিয়া—

Vacant 29 Samdechting Phnom Penh

চেকোশ্লোভাকিয়া—

Sailen Hiralal Desai Valdstejnska-6 Malastrana Prague-I

নেপাল—

L P Singh G P O Box No, 292 Kathmandu

ডেনমার্ক—

SMT. K Rukmini Menon 8-11 Amagertory 1160 Copenhagen

ইথিওপিয়া -

K C Sengupta Kabena P B No 528 Addis Ababa

ফিনল্যাণ্ড --

C J Stracey Kansa Koulukatu 5B 14 Helsinki-10

হাঙ্গেরী—

Miss Chonira Beliappa Muthamma Buzvirag UTCA-14 Budapest-2

আয়ারল্যাণ্ড —

S V Patel 58 Upper Leeson st, Dublin-4

লাওস—

Alfred S, Gonsalvos Rue Pangkham P B No 225 Vientiane

পেরু— G. J. Malik. Lima Ambassador Resident in Santiago (Chile)

থাইল্যাণ্ড— R. Bhandari 139 Pan Road, Bangkok.

সুইজারল্যাণ্ড— Arjan Singh 20. Kal-Cheggweg 3000 Berne.

সোভিয়েৎ রাশিয়া— Dr. K. S. Shelvankar 688 Ulitsa Obukha Moscow.

অংকে যারা কাঁচা

(১১শ স্তবক)

জ্ঞানেন্দ্র নাথ রায়
বি, ই, ই, ডি, আই, সি, লণ্ডন।
এম, ফিল, লণ্ডন।

গত সংখ্যায় প্রকাশিত মজার গুণটি শিখে আপনাদের খুব ভাল লেগেছে জেনে উৎসাহিত বোধ করছি। আসুন তাহলে এবার আরও কয়েকটি মজার অংক শেখা যাক।

(৩১) মজার বর্গমূল—

আর একটি মজার পদ্ধতি উল্লেখ করছি। কোন সংখ্যার বর্গমূল নির্ণয়ের একটি পদ্ধতি আপনাদের নিশ্চয় জানা আছে। এবার একটি নতুন পদ্ধতি বলছি। মনে করা যাক, ২৫ এর বর্গমূল বের করতে হবে। এই পদ্ধতি অনুসারে ১ থেকে শুরু করে প্রতিটি বেজোড় সংখ্যা ক্রমান্বয়ে ২৫ (অর্থাৎ যে সংখ্যার বর্গমূল প্রয়োজন) থেকে বিয়োগ করতে হবে যতক্ষণ না শূন্য হয়। যেমন—

```
  ২৫
   ১ ......১ম বার
 ----
  ২৪
   ৩ ......২য় বার
 ----
  ২১
   ৫ ......৩য় বার
 ----
  ১৬
   ৭       ৪র্থ বার
 ----
   ৯
   ৯  ৫ম বার
 ----
   ০
```

এভাবে যতবার বিয়োগ দেওয়া হবে, ততই হবে উত্তর। এক্ষেত্রে ৫ বার বিয়োগ হয়েছে। অতএব, উত্তর হচ্ছে ৫।

আর একটি উদাহরণ: $\sqrt{১৬}$ = কত?

```
  ১৬
   ১       ১ম বার
  ১৫
   ৩       ২য় বার
  ১২
   ৫       ৩য় বার

   ৭ ...৪র্থ বার
```

অতএব, নির্ণেয় উত্তর হচ্ছে চার (৪)।

সংখ্যাটি যদি তিন বা ততোধিক অঙ্কের হয়, (যেমন ৬২৫) তাহলে ডানদিক থেকে জোড়া জোড়া অঙ্ক নিয়ে পৃথক সংখ্যা কল্পনা ক'রে বর্গমূল নির্ণয় করতে হবে। উদাহরণ দিয়ে নিয়মটা বোঝাবার চেষ্টা করছি—

৬,২৫
১ .১ম
৫
৩ .২য়

এর পরের বেজোড় সংখ্যা ৫ এবং ২ থেকে ৫ বাদ দেয়া সম্ভব নয়। অতএব, এ পর্যন্ত উত্তর হল ২ (যেহেতু, ২ বার বিয়োগ দেয়া হয়েছে)। এর পরের ধাপে ২ এর পাশে ২৫ নামিয়ে ২২৫ নিয়ে বর্গমূল নির্ণয় করতে হবে। এ পর্যন্ত উত্তর পাওয়া গেছে ২, একে ২০ দিয়ে গুণ করলে পাওয়া যায় ৪০, ২২৫ থেকে এবার ক্রমান্বয়ে (৪০ + ১) বা ৪১ থেকে শুরু করে সব বেজোড় সংখ্যা বাদ দিতে হবে—

২২৫
৪১ ১ম
১৮৪
৪৩ ২য়
১৪১
৪৫ ৩য়
৯৬
৪৭ ৪র্থ
৪৯
৪৯ ৫ম

অতএব, নির্ণেয় উত্তর ২৫ (১ম ধাপের ২ এবং ২য় ধাপের ৫)

ওপরের উদাহরণটি একবার (অর্থাৎ ২টো ধাপ একসঙ্গে) করলে নীচের মত দেখাবে—

৬,২৫
১ ... ১ম
৫
৩ ... ২য়
২২৫
৪১ (= ২ × ২০ + ১)...১ম
১৮৪

১৮৪			১৮৫৬		
৪৩	...	...২য়	৪৬১	(=২৩ × ২০ + ১)...১ম	
১৪১			১৩৯৫		
৪৫	...	...৩য়	৪৬৩		...২য়
৯৬			৯৩২		
৪৭	...	...৪র্থ	৪৬৫		·৩য়
৪৯			৪৬৭		
৪৯	...	...৫ম	৪৬৭		...৪র্থ
০					

অতএব, নির্ণেয় উত্তর = ২৫

নির্ণেয় উত্তর : ২৩৪

আর একটি উদাহরণ দেওয়া হচ্ছে একটি বড় সংখ্যা নিয়ে।

৫৪৭৫৬ এর বর্গমূল কত ?

৫,৪৭,৫৬		
১	...১ম	
৪		
৩	...২য়	
১৪৭		
৪১	...	...১ম
১০৬		
৪৩	...	...২য়
৬৩		
৪৫	...	...৩য়
১৮৫৬		

দশমিক সংখ্যার বর্গমূল কীভাবে বের করা সম্ভব, তা অনেকে নিশ্চয় বুঝতে পারছেন। যেমন, ওপরের উদাহরণে যদি ৫·৪৭৫৬ এর বর্গমূল নির্ণয় করবার প্রয়োজন হত তাহলে উত্তর পাওয়া যেত ২·৩৪। তেমনি, ৫৪৭·৫৬ এর বর্গমূল = ২৩·৪ ইত্যাদি।

(৩২) মজার তাপমাত্রা পরিবর্তন—

তাপমাত্রা বা টেম্পারেচার কত, করবার প্রয়োজন হলে আমরা সাধারণতঃ সেল্সিউস্ (সেন্টিগ্রেড) এ তা প্রকাশ করি। আমরা সবাই জানি জল ১০০ ডিগ্রী সেলসিউস্ (সেন্টিগ্রেড) এই তাপ-মাত্রার বাষ্পে পরিণত হয়। বাড়ীতে কারও অসুখ হলে ছোটবেলায় ভারী কৌতুহল

হত যখন তাদের মাথা ধোওয়ান হত, বিশেষ করে জ্বর যখন ১০০ ডিগ্রীর ওপরে থাকত। আমার ধারণা ছিল জল মাথায় ঢাল্‌বার সঙ্গে সঙ্গে তা বাষ্প হয়ে যাবে। কিন্তু, অবাক হতাম বাষ্প হতে না দেখে। বড় হয়ে জেনেছি, জ্বরের তাপমাত্রা নাকি ফারেন্‌হাইটে প্রকাশ করা হয়।

আমি তো দূরের কথা, শহরের শ্রেষ্ঠ ডাক্তারকেও যদি কোনদিন জিজ্ঞেস করা হয়, আচ্ছা ডাক্তারবাবু ১০০ ডিগ্রী জ্বর মানে কত সেল্‌সিউস (সেন্‌টিগ্রেড) তাহলে ডাক্তারবাবু নিশ্চয়ই অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে থাকবেন। আর প্রশ্নকর্তা যদি রোগী নিজেই হয় তাহলে নিশ্চয়ই ভাববেন যে রোগী ভুল বকতে শুরু করেছে।

মিতা ভাই-বোনদের আমি একটি নতুন পদ্ধতি শিখিয়ে দিচ্ছি যার সাহায্যে অতি সহজে সেল্‌সিউস্‌ (সেন্‌টিগ্রেড) থেকে ফারেন্‌হাইট্‌ এবং ফারেন্‌হাইট্‌ থেকে সেল্‌সিউস্‌ (সেন্‌টিগ্রেড্‌) পাওয়া যাবে।

পদ্ধতিটি এরকম—

(ক) জানা তাপমাত্রার সঙ্গে ৪০ যোগ করতে হবে, তা সে সেল্‌সিউস্‌ (সেন্‌টিগ্রেড)ই হোক বা ফারেন্‌হাইট্‌ হোক।

(খ) ফারেন্‌হাইট্‌ পেতে হ'লে (৯এর ৫) বা ১·৮ দিয়ে গুণ এবং সেল্‌সিউস্‌ (সেন্‌টিগ্রেড) পেতে হলে (৫ এর ৯) বা ৫৫৫৫ (আসলে ·৫·) দিয়ে গুণ করতে হবে।

(গ) এবার (খ) তে পাওয়া গুণফল থেকে ৪০ বিয়োগ করলেই পরিবর্তিত তাপমাত্রা পাওয়া যাবে।

উদাহরণ:—

১) ১০০ ডিগ্রী ফারেন্‌হাইট্‌ = কত সেল্‌সিউস্‌ (সেন্‌টিগ্রেড)?

ক) ১০০ + ৪০ = ১৪০

খ) ১৪০ × ·৫৫৫৫ = ৭৭·৭৭

গ) ৭৭·৭৭—৪০ = ৩৭·৭৭ নির্ণেয় উত্তর।

২) ৪০ ডিগ্রী সেলসিউস (সেনটিগ্রেড) = কত ফারেন্‌হাইট?

ক) ৪০ + ৪০ = ৮০

খ) ৮০ × ১·৮ = ১৪৪

গ) ১৪৪ — ৪০ = ১০৪ ডিগ্রী ফারেন-হাইট। নির্ণেয় উত্তর।

কেউ যদি ১·৮ এবং ·৫৫৫৫ দিয়ে গুণ করতে অসুবিধে বোধ করেন তাহলে এভাবে করবেন—

১·৮ = ২ — ·২ বলে, যে সংখ্যাকে ১·৮ দিয়ে গুণ করতে হবে তার দ্বিগুণ নিয়ে তা থেকে দ্বিগুণের এক দশমাংশ বাদ দেবেন।

যেমন, ৮০ × ১·৮ = ১৬০ — ১৬ = ১৪৪

৯৬ × ১·৮ = ১৯২ — ১৯·২ = ১৭২·৮

·৫৫৫৫ কে (·৫ + ·০৫ + ·০০০৫) ভাবে

লেখা যেতে পারে। সেজন্য যে সংখ্যাকে ·৫৫৫৫ দিয়ে গুণ করতে হবে তার অর্দ্ধেকের সঙ্গে, অর্দ্ধেকের এক দশমাংশ, অর্দ্ধেকের এক শতাংশ এবং এক সহস্রাংশ যোগ করবেন।

যেমন, ১৪০ × ·৫৫৫৫

= ৭০ + ৭ + ·৭ + ·০৭

= ৭৭·৭৭

২০১ × ·৫৫৫

১১৫·৫ + ১১·৫৫ + ১·১৫৫ + ·১১৫৫

(ক্রমশঃ)

মোটেই শক্ত নয়

—সপ্তর্ষি

(দ্বিতীয় স্তবকের ভ্রম সংশোধন)

অরুণ-বরুণদের ঝগড়া মেটাবার চেষ্টা করতে গিয়ে অনেকে হিমসিম্ খেয়েছেন হয়তো। প্রশ্নের প্রথম দিকটায় ছয়জন ছেলের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। অথচ ঝগড়ার বিষয়বস্তু থেকে সাতটি ছেলের নাম পাওয়া যায়। এর কারণ আর কিছুই নয়—ছাপার ভুল। ১৬০ পৃষ্ঠার প্রথম কলমের ৪র্থ লাইনে 'দীপক স্থলে 'দিলীপ' হবে। এজন্য বিশেষ দুঃখিত। যারা চেষ্টা করেছেন এবং যারা চেষ্টা করেননি তারা হয়তো এবার এই ভুল সংশোধনের পর আর একবার চেষ্টা করতে চাইবেন। তাই 'মোশন ২' এর সমাধান এখন দিচ্ছি না। তবে কৌতূহল নিবারণের জন্য উত্তরটা বলে দিচ্ছি—

খেলায় অংশগ্রহণ করেছিল— তপুদা, অরুণ, চঞ্চল, ঘণা এবং কণাদি, লীলা, সঞ্চিতা, পর্ণিকা।

মোশন-২ এর— ভুল থাকা সত্বেও সঠিক উত্তর পাঠিয়েছেন— ৭৩৪৭ অমর চট্টোপাধ্যায়, ৭৪০২ মৃদুল বসু, ৭২৫২ বাদল চন্দ্র হালদার, বি ৩০১৮ গীতা সিনহা।

পরের সংখ্যায় পূর্ণ সমাধান দেওয়া হবে। খেলার মুডে যখন আছি, তখন আর একটা খেলার প্রশ্ন উল্লেখ করছি—

মোশন ৩:— আমার এক বন্ধু এক-ধরনের একটি খেলার প্রচলন করেছে, যার নাম রাখা হয়েছে 'মজুত'। এই খেলার সাহায্যে নাকি অনেক টাকা রোজগার করা যায়। এতে মোট ১২টা তাস থাকে।

৬টা নীল রঙের আর ৬টা লাল রঙের প্রত্যেকটি তাসে একটি করে সংখ্যা আছে লাল রঙের তাসগুলোতে যে বিভিন্ন ছয়টি সংখ্যা আছে, ঠিক সেই সংখ্যাগুলি আছে নীল রঙের তাসে। খেলার সময় লাল রঙের যে কোন একটি এবং নীল রঙের যে কোন একটি তাস টানতে হয়। লাল সংখ্যা ও নীল সংখ্যার যোগফলই হয় খেলার দান। সেই যোগফল অনুযায়ী গুটি চালতে হয়। আমি একবার তাস টেনে দেখলাম আমার দান হল ৫৫৯৪ আর বন্ধুটির দান হল ৫৮৭৪। পরে তাসগুলো নেড়েচেড়ে লক্ষ্য করলাম যে তাসগুলোতে একই সংখ্যা একই রঙে দুবার নেই। কো

শরৎ

বারতা বুঝি দিয়ে গেল
এল শরৎ রাণী
আগমনীর গান ধরেছে
প্রকৃতি ও ধরণী।
সাদা মেঘের খেলা একি
দেখি আকাশ পারে,
শিউলি তার আসনখানি
বিছায় ভূমি' পরে।

শিল্পীর তুলির নূতন টানে
রূপ দেখারই নেশা।
সমাজ এবার মানুষ হবে
নূতন তুলির টানে,
লাল পলাশের অঞ্জলি দেয়
ভারত জনগণে।”

বরষার গান

বিমল কুমার পাল
বালী, হাওড়া।

আজি এ বরষায় কে যেন বারে বারে
গগন ভেদী আরাবে মোরে ডাকে।
কে গো তুমি মায়াবী, কেন ডাক মোরে!
অমনি তাবে আহবান কোরনা, ওগো রূপসী,
হৃদয় কাঁপানো ডাক দিয়োনা বারে বারে।
চঞ্চল কোর না মোরে, ওগো প্রেম পিয়াসী!
ঝিরি ঝিরি বরষণে অন্তর নিঙাড়ি এ গান—
গেয়োনাকো আর অনন্ত নিশি মাঝে।
হৃদয় তন্ত্রীতে আর দিয়োনা তান।
ভুলিয়াছি তোমারে বহুকাল আগে
আর কেন মোরে, বারে বারে কর আহবান!
হৃদয় হতে তোমার স্মৃতি দূর করিয়াছি।
অশান্ত বরষায় গুরু গুরু গরজে কেন
মোরে জাগাও; ওগো ভুবনমোহিনী মায়া!
তুমি মোরে বহু বরষ ছাড়ি গেছ পরপারে॥
মেঘের ঘর্ষনে কেন মোর স্মৃতিগুলো জ্বাল?
ওগো মায়াবী, তুমি মনের আড়ালে আর থেকোনা
মোর হৃদয় নিভৃতে আর জ্বেলোনা আলো।
তুমি প্রচণ্ড স্মৃতিভারে ভেঙে চুরমার হও,
হৃদয়ের অন্তরাল হতে চিরতরে বিলীন হয়ে যাও।

নিরাশা

ত্রিনাথ চন্দ্র মণ্ডল
সিংহড়া, বাংলাদেশ

বায়ুর মৃদু পরশ পেয়ে
তুমি ফুল ফুটবে যবে
মধু ভাগ্যে জুটবে তার
জানি তাহা অলিই পাবে।
বায়ু জানে ফুল ফুটাতে
মধুর খবর জানেনা সে
আপন দোলায় দুলিয়ে তাকে
সুখী হয় সে তার পরশে।
ভাগ্যে বায়ুর হেলা ফেলা
পরের তরে কাটায় বেলা
তাহার ভাগ্যে সুখ কভু নাই
এ কোন বিধির নিঠুর খেলা।
বায়ুর কোমল পরশ দিয়ে
গভীর বনে ফুলকে হাসায়,
আনন্দে সে মত্ত হয়ে
তাহার সাথে ফুলকে নাচায়
তবু ফুলের আপন সে নয়
নয় সে ফুলের সহবাসী;
এ যদি হয় ফুলের রীতি
হায় কেমনে তারে ভালবাসি।

——

অন্ধকার অথচ প্রতীক্ষা

দেবাশিস ভট্টাচার্য
কলি-৮

এমন বিনিদ্র রাত্রি, নির্নিমেষ দৃষ্টিতে
আমাদের অসীম প্রতীক্ষা
এক সূর্য উঠা ভোরের আকাশ প্রতি।
কালো ধোঁয়াশার আড়ালে
ডুবে যায় সূর্যস্নাত চাঁদ মেঘের
গভীর অন্ধকারে নিদ্রার আলস্যে উদাসীন
লুব্ধক এবং ধ্রুবতারা।
একরাশ অন্ধকার এখানে জমাট
বারংবার আহত ফেনিল তিয়াসা
প্রেমের মর্মরিত অরণ্যের বাতাস স্তব্ধ—
কোনো এক রঙীন আকাশের প্রতীক্ষায়।
শ্বাপদের হিংস্র নখরে গভীর আর্তনাদ,
রাত্রির আকাশ চিরে ঘুম ভাঙায়
আদিম অসুরের। রঙীন স্বপ্নিল মন
আচ্ছন্ন নিশাচরের নির্মম পীড়নে,
বেদনায় পুঞ্জীভূত যৌবন আকাশ,—
আগামী স্বপ্নের নেশায়, উদগ্র কামনায়,
পেতে চায় আলোর স্পর্শ
পৃথিবীর অন্ধকার গুহার আনাচে-কানাচে।

— —

বন্ধু

-বাবলু পাল
হাওড়া।

আজ আছি কাল নাই এ করাল স্রোতে
মৃত্যু বেশে কালস্রোত আসে কোথা হতে !
যদি গো চলিয়া যাই আর নাহি আসি,
যদি গো মুছিয়া যায় স্মৃতি রাশি রাশি।
তুমি তো রয়েছ বন্ধু চিরদিন পাশে,
তুলিয়া ধরিও তারে জগৎ সকাশে।
নাহি যদি কিছু পাই জগতের কাছে,
হৃদয় ভরিয়ে দিও যা তোমার আছে।
জীবন পথের আমি তাই মনে করি,
ভরে নেব সযতনে মোর শূন্য তরী।
যদি গো ফিরিয়া আসি বিশ্বদ্বার হতে,
পারিবে না বন্ধু তুমি মোরে স্থান দিতে ?
তোমার অঞ্চল প্রান্তে শয্যা পাতি দিও,
চিরদিন থেকো পাশে ওগো মোর প্রিয়।

বাসনা

—সমীর কুমার চক্রবর্ত্তী
কলিকাতা-৪০

তুমি মোর ছিলে প্রিয়
প্রিয় আছ আজও
তাই বারে বারে মনে পড়ে তোমারে আমার।
জানি তুমি কভু হবে নাকো মোর জীবনসাথী
তবুও হৃদয় মাঝে বারে বারে
বেদনার অশ্রুরাশি উৎসারিছে
যেমতি কুল প্রবাহিনী গঙ্গা স্রোতস্বিনী
অকূল সাগরের বুকে লুকাতে চায়;
যেমতি বিধুর অপরূপ রূপরাশি
পুঞ্জীভূত জলধি পানে ধায়,
ইচ্ছা হয় নিজেকে তোমার গোপন হৃদয়ে
হারায়ে ফেলি—
আমার বাসনাগুলো ইচ্ছা হয়ে হয়ে
ইচ্ছাতেই রয়ে গেল।
আমি শুধু আমার আমির থেকে
আমিটুকু তুলে নিয়ে
ভালবেসে ভালবেসে
হারিয়ে গেলাম।

ইচ্ছে করে

—জোৎস্না চৌধুরী
ঢাকা, বাংলাদেশ।

ইচ্ছে করে
কোন এক শ্বেত কপোতের মত উড়ে যেতে
নীল আকাশের সুদূর সীমায়
টুকরো টুকরো মেঘের মেলায়
ক্লান্ত, অবসন্ন ডানা মেলে রাখতে ॥
ইচ্ছে করে
সাগরের ঢেউ হয়ে ভেসে যেতে
শৈবালে শৈবালে মিশে
কখনো বিরামহীন অবার গতিতে
তীরে এসে থমকাতে ॥
ইচ্ছে করে
অরণ্যে অরণ্যে ঘুরে বেড়াতে
সেখানে হরিণের ছুটোছুটি—
ঝরাপাতার মর্মরধ্বনি
নতুন ফুলের সমারোহে
ইচ্ছে করে বসন্ত হতে ॥

—

পেঁচার বিয়ে

— আরতি মিশ্র
কটক, উড়িষ্যা।

ডাক্ ডুমা ডুম বাদ্যি বাজে
শিয়াল বাজায় ঢোলক।
পেঁচা মনি সাজছে ক'নে,
নাকে দিয়ে নোলক্।
বরযাত্রী আসবেরে ভাই
যত রাজ্যের ফিঙে,
তাদের তরে বিড়াল মাসী
ভাজ্ছে বসে ঝিঙে!
আলকাতরায় আল্পনা দেয়
কনের ছোট বোন,
প্রশংসা কিনবে এবার
এই করেছে পণ।
বনমানুষ সে বর সেজেছে
টোপর মাথায় দিয়ে,
পুরুত মশাই সঙ্গে আছেন
এই লগ্নে বিয়ে।

—

মজার ধাঁধা
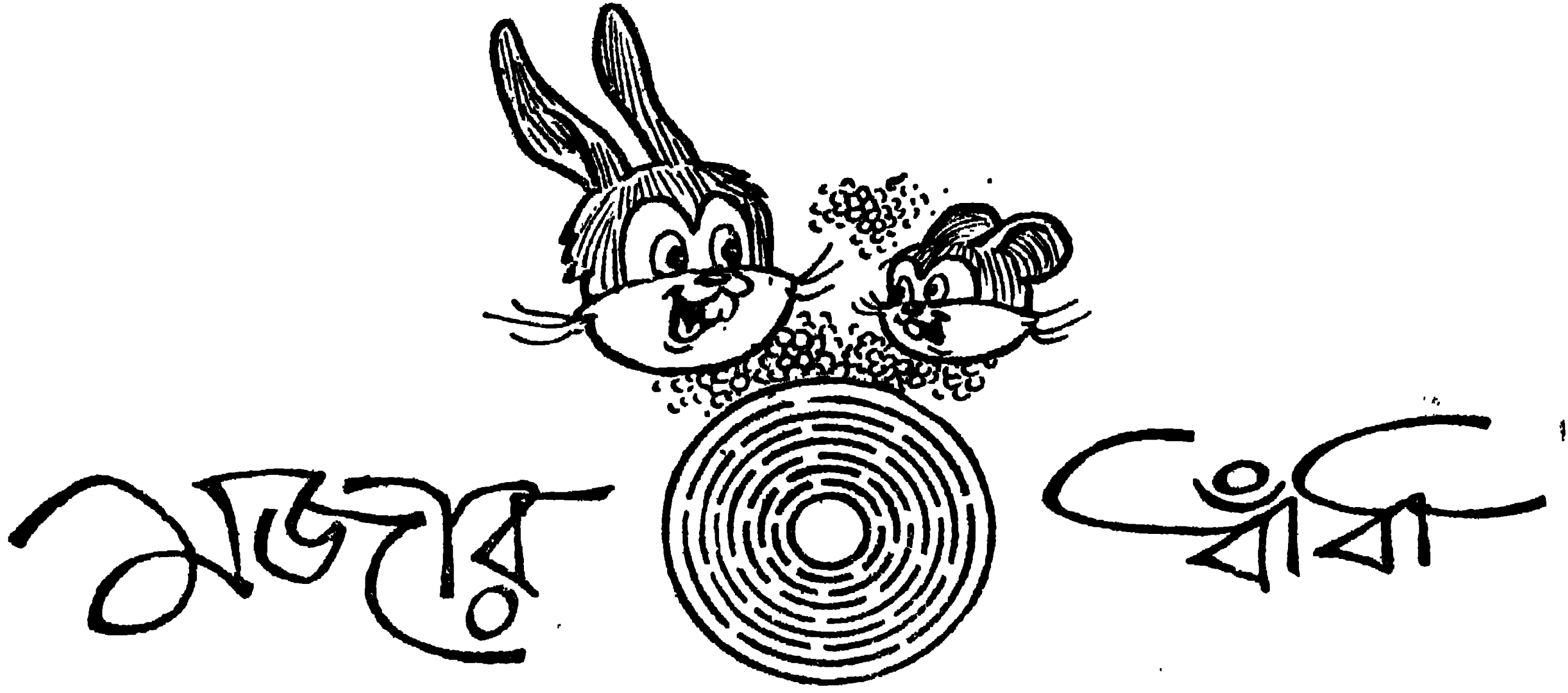
বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৩৮০ সংখ্যা থেকে চতুর্থ বার্ষিক ধাঁধা প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়েছে। এই প্রতিযোগিতার চারটি পুরস্কার আছে। বিস্তারিত বিবরণ লিপিমিতার ১৪/২ সংখ্যায় দেখুন।

নিম্নলিখিত ধাঁধাগুলির উত্তর ২০শে কার্তিক ১৩৮০ এর মধ্যে সংঘের কার্যালয়ে পৌঁছান চাই। এই সঙ্গে উত্তর সহ মৌলিক ধাঁধা পাঠাতে অনুরোধ জানাচ্ছি।

১১। তিন অক্ষরে নাম মোর সুদৃশ্য গঠনে,
হাতের কাছেই থাকি নিত্য প্রয়োজনে।
মাথা কেটে দিলে বাদ বিকি হাটে হাটে,
পুলিশ প্রহার করে যদি পেট কাটে।
প্রথম দুই-এ মিলে বালিকার নাম,
বল মোরে মুছে দিয়ে কপালের ঘাম।

৬৮৮৮ কুমারী অঞ্জনা নাথশর্মা।

১২। প্রথমার্ধে রাজার দণ্ড
শুধু উচ্চারণে,
হেসে খেলে শেষার্ধ
সুরে ছন্দ আনে।
লেজ মাথা কেটে দিলে
জড়াতে কেবল চায়,
আগে ছিলে তুমি রাজা
প্রণতি তোমায়।

বি ৬৪৭২ প্রদীপ দাস

১৩। বলছি দাদা মজার ধাঁধা
তিন অক্ষর হয়,
পেটটি কেটে বাদ দিলে
বাদ্য সুনিশ্চয়।

বি ৬২৩৩ অবনী ভূষণ বসাক

১৪। পশ্চাৎ ছাড়িয়া তুমি অগ্রে তারে পাও,
প্রথম ছাড়িয়া তারে নানা কাজে নাও।
মধ্যম ছাড়িলে করে তোমারে আদেশ
তিনের পরশে ভাই সবই হলো শেষ।

বি ৬৪৫৯ ভূদেব চন্দ্র চন্দ্র

১৫। আজকাল তো হরদম লোড্ সেডিং (লাইট অফ্) হচ্ছে। আমার এক বন্ধু সেদিন পড়াশুনো করছিল, হঠাৎ পাখা ও আলো অফ্ হয়ে গেল। টেবিলের ওপর একটি লণ্ঠন এবং একটি মোমবাতি ছিল। বলুন তো সবচেয়ে প্রথমে সে কী জ্বেলেছিল।

বি ৫৪৬০ জ্ঞানেন্দ্র নাথ রায়।

ধাঁধার উত্তর

লিপিবিত্তার ১৪শ বর্ষ ২য় সংখ্যায় প্রকাশিত ধাঁধাগুলির উত্তর এইরূপ:—

৬ মৃত্যু ৭) মাতাল, ৮) বৌদি ৯) জীবন ১০) চিংড়ি।

পাঁচটি উত্তর দিয়েছেন—

বি ৬৪২৯ ভূদেব চন্দ্র চন্দ্র ১১৩৭ অরবিন্দ বিশ্বাস, বি ৬২৩৩ অবনী ভূষণ বসাক ও ১১৯২ তপন মুখার্জী।

চারটি উত্তর দিয়েছেন—

১২৯৫ সমীর কুমার মুখোপাধ্যায় বি ৫৪৬০ জ্ঞানেন্দ্র নাথ রায়, বি ৬৫২২ বীণা রায় (বসু), বি ৩০১৮ পীতা সিন্‌হা ১৫৮০ মোঃ রেজাউল হক, ৬৯১৮ রাজেশ চট্টোপাধ্যায়, ১২৭৮ আশিস কুমার মুখোপাধ্যায়, ১৫৬০ শৈলেন বিশ্বাস, ১৩৮৪ স্বপন চক্রবর্তী, ১২১০ বেনজীর আহমেদ ১০৮৭ মীরা রায়, ১৩৪৫ নবকুমার হালদার, ৬৮৯৭ যোগেন রায়।

তিনটি উত্তর দিয়েছেন:—

১৭৩১ গৈরিকা চক্রবর্তী।

দুটি উত্তর দিয়েছেন:—

বি ৭০৩৪ গাজী মোঃ আব্দুল ওয়াহাব, ৭২৮৫ চন্দ্র বিকাশ ঘোষ, ১৩৪৭ অময় চট্টোপাধ্যায়, ১৩৮৩ দেবব্রত সরকার, ৭২০৬ স্বপন ঘোষ, ১৩৪২ মোঃ তৌফিক্‌ নিয়াজি, ১২৫২ বাদল চন্দ্র হালদার, ৬৭৮৩ স্নিগ্ধা দাশগুপ্ত, ১২২৯ যূথিকা ব্যানার্জী, ১৪৪৭ প্রদীপ কুমার সাহা।

—:—

ভারতের বাইরে সংঘের প্রতিনিধি

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি— বি ৬৫৮৫ ডাঃ রণেন দে। 12 Project Court APT. H-1 Lawrance, Mass. 01841

ক্যানাডার প্রতিনিধি— বি ৭৪২১ ডাঃ সৌমেন বসু। Department of Chemistry Lashamillar Chemical Laboratory, 80, St. George St. Toranto-5, Ontorio, Canada.

ইউ, কের প্রতিনিধি—বি ৭২৪১ জ্যোৎস্না দে - 119 Abber Road, West Bridge Ford Nottingham U. K.

বাংলাদেশের প্রতিনিধি—
বি ৬৮০০ মোঃ আব্দুল মালেক। C/o মোঃ হামিদুর রহমান, দরপা রোড, পোঃ- সিরাজগঞ্জ পাবনা, বাংলাদেশ।

—

আত্ম সমালোচনা সমীক্ষা

নববর্ষ সংখ্যায় প্রকাশিত আত্ম-সমালোচনা'র উত্তর পাঠিয়ে যে সব মিতা ভাই বোন অংশ গ্রহণ করেছেন সংঘের পক্ষ থেকে তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানানো হচ্ছে। উত্তরগুলো বিশ্লেষণ করে যে মতামত পাওয়া গেছে তা নীচে প্রকাশ করা হচ্ছে। যে সব মিতা ভাই-বোনেরা উত্তর পাঠাবার মত সময় করে উঠতে পারেন নি তাদের অনেকের মতামত ও নীচে প্রকাশিত মতামতের সঙ্গে মিলে যাবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

১। প্রচ্ছদপটটি প্রায় শতকরা ৫০ জনের ভাল লাগে। ৩০% এর মতে মোটামুটি এবং ১৮% এর মতে খারাপ। সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে আগামী বছর থেকে প্রচ্ছদপট নতুন করা হবে।

২। ৬৭% মিতা ভাই বোন না বাঁধালেও লিপিমিতা যত্ন করে রাখেন। বন্ধু বান্ধবদের পড়তে দিয়েও ২৪% জন ফেরত নিয়ে যত্ন করে রাখেন।

৩। ৭৮% মিতা ভাই বোন প্রায়ই পুরনো লিপিমিতা পড়েন। এটা খুবই আনন্দ সংবাদ। ইচ্ছে আছে পুরনো লিপিমিতা থেকে সংগ্রহ করা কিছু গল্প ও কবিতার কয়েকটি সঙ্কলন প্রকাশ করা হবে মিতা ভাইবোনদের সুবিধার্থে।

৪। বেশী প্রকাশ করার পরিপ্রেক্ষিতে ১৬% এর মতে গল্প, ১৫% সমালোচনা, ১৩% প্রবন্ধ, ১২% ধাঁধা, ১১% ভ্রমণ কাহিনী, ৯% কার্টুন, ৮% বিজ্ঞান ভিত্তিক গল্প, ৭% গান ৭% রম্যরচনা ৬% কবিতা ৫% রাজনৈতিক ও অন্যান্য খবর। এছাড়া অনেকে অনুরোধ করেছেন বিদেশী সাহিত্যের

বঙ্গানুবাদ, শরীর চর্চা, মনিষীদের জীবনী জীবনে প্রতিষ্ঠিত মিতা ভাইবোনদের আত্ম-জীবনী প্রকাশের জন্য। এ বিষয়ে সংঘ চিন্তা করছে। নতুন ধরনের লেখা যেন মিতারা পাঠান।

৫। একাধিক মিতার ভাল লেগেছে যে সব লেখা তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য (বেশী ভালোটা প্রথমে)—দিশারী, অরুণোদয় চতুষ্পাঠির চত্বরে, বিশ্বদূতের আসরে, বিশ্বয় সুখ, স্মৃতিবাসরে বিশ্বপরিচয়, অংক যারা কাঁচা, জবানবন্দী, ডেটিং, স্বপ্ন নীল, আজকের জাপান, ভূমধ্য সাগরের ডায়েরী, এমনও হয়।

৬। পড়তে ভাল লাগে না এমন লেখা (প্রথমটা বেশী অপ্রিয়) গুজরাতী ভাষা ও সাহিত্য, অংক যারা কাঁচা বর্ষফল কবিতা পুস্তক সমালোচনা রামায়ণ বাংলা পরিভাষা স্মৃতিবাসরে বিশ্বপরিচয়। মিতা ভাইবোনেরা হয়তো লক্ষ্য করেছেন যে এবছর গুজরাতী ভাষা ও সাহিত্য প্রকাশ করা হচ্ছে না।

৭। ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত লেখা-গুলির মধ্যে 'চতুষ্পাঠির চত্বরে' পড়তে ভালোবাসেন ৩০% জন, স্মৃতিবাসরে বিশ্ব-পরিচয় ২৬% সুরলোকে ইন্দ্র পতন ২০% অংক যারা কাঁচা ১৬%

৮। ৩০% মিতা ভাই বোনেরা যাঁরা অংশ গ্রহণ করেন বা করতে চান, ১৭% ছোট গল্পে ১৬% আলোক চিত্রে ১৪% অঙ্কনে এবং ১৩% অনুমানস প্রতিযোগিতায়। যাঁদের বেশী অনুরাগ আছে বলে এ বছর মোটেই শক্ত নয়, প্রকাশ করা হচ্ছে।

৯। নতুন প্রতিযোগিতার জন্য যে সব অনুরোধ এসেছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে চিঠি লেখা, শব্দ প্রতিযোগিতা (Cross word) কবিতা প্রবন্ধ বিজ্ঞানভিত্তিক গল্প নাটিকা মিতাদের আত্মজীবনী।

এবছর কবিতা ও বিজ্ঞানভিত্তিক গল্পের প্রতিযোগিতা হচ্ছে।

১০। নববর্ষ সংখ্যায় প্রকাশিত লেখা-গুলির মধ্যে মিতাদের বেশী ভাল লেগেছে—ক্ষমা, বেলছত্র মোটেই শক্ত নয়, মার্কিন মুলুকে আমার জীবন, রসকরা মসকরা অনুমানস প্রতিযোগিতা আমার চোখে কবি শ্রীমধুসূদন, বিচিত্র প্রেম, বিশ্বদূতের আসরে।

——

নবম বার্ষিক মিতা সম্মেলন

মেঘের অন্তরালে তখন সূর্যদেবের বিশ্রামের আয়োজন চলছে — সময় তখন ১০ই ভাদ্র, ১৩৮০ ইংরেজী ২রা সেপ্‌টেম্বর, ১৯৭৩ তারিখের বিকাল ৫টা। সংঘের কার্যালয়ে বেশ কয়েকজন সভ্যের সমাবেশ হয়েছে। এবারের আলোচনার বিষয়—নবম বার্ষিক মিতা সম্মেলন।

উপসমিতির এই প্রথম বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন সর্বশ্রী— বি ১ বরেন্দ্রসুন্দর চট্টোপাধ্যায় বি ৫০৪৪ শিবকান্তি ভট্টাচার্য বি ৯০৫ শোভেন বন্দ্যোপাধ্যায় বি ৫ কল্যাণী লাহিড়ী বি ৫৯৫২ অর্চনা চৌধুরী বি ৫৪৬০ জ্ঞানেন্দ্র নাথ রায় বি ৫৬৯৪ প্রবীর কুমার সিন্‌হা।

সভায় সভাপতিত্ব করেন শ্রীজ্ঞানেন্দ্র নাথ রায়। উপসমিতির কার্যকরী সমিতির সদস্যবৃন্দ হিসেবে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের নাম প্রস্তাবিত ও সমার্থিত হয়—

সভাপতি... শ্রীজ্ঞানেন্দ্র নাথ রায়। যুগ্ম সম্পাদক... শ্রীশোভেন বন্দ্যোপাধ্যায় ও কল্যাণী লাহিড়ী। সহঃ সম্পাদক... শ্রীশিব কান্তি ভট্টাচার্য্য। কোষাধ্যক্ষ...বি, জাঠি। প্রচার সম্পাদক... শ্রীজ্ঞানেন্দ্র নাথ রায় ও শ্রীসমীর দে (বি ৩৫৪৭)। ব্যবস্থাপনায়... শ্রীঅর্চনা চৌধুরী, শ্রীজগন্নাথ জানা, শ্রীপ্রবীর কুমার সিন্‌হা ও শ্রীতারাপদ হড প্রভৃতি।

এই অধিবেশনের সংক্ষিপ্তসার ও সম্মেলনের জ্ঞাতব্য বিষয়গুলির কিছু কিছু নীচে প্রকাশ করা হচ্ছে— এই সম্মেলনটি হবে অভিনব ধরণের এবং পরিবেশও হবে সম্পূর্ণ নতুন। নাচ গান বাজনা আবৃত্তি কৌতুকাভিনয় ছাড়াও আগে দেখান হয়নি এমন একটি চলচ্চিত্রের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। আর থাকবে যাদু প্রদর্শনী। এই অনুষ্ঠানে যারা সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করতে চান তারা যেন সংঘকে ৩০শে কার্তিক, ১৩৮০ ইংরেজী ১৬ই নভেম্বর, ১৯৭৩ এর মধ্যে জানান। মিতাদের দ্বারা সংগৃহীত ডাকটিকিট ভিউকার্ড আলোকচিত্র হাতের কাজ প্রভৃতি সম্মেলনে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হবে। অনুষ্ঠানের দিন মিতারা ঐগুলি সঙ্গে করে আনবেন ও নিয়ে যাবেন। সম্ভব হলে কিছু পুরস্কারও সেদিন বিতরণ করা হবে।

সম্মেলনে বিকেলের খাবার ও চা পানের ব্যবস্থা থাকবে। ও হ্যাঁ, আসল কথাই তো উল্লেখ করা হয়নি— সম্মেলন হবে উত্তর পাড়ায় গঙ্গাতীরে অবস্থিত মাইকেল মধুসূদনের স্মৃতি বিজরিত জয়কৃষ্ণ পাবলিক লাইব্রেরীর দ্বিতল হলে। ফলে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য যেমন উপভোগ করবার সুযোগ পাওয়া যাবে, তেমনি থাকবে অনুষ্ঠানের জন্য অতি প্রয়োজনীয় ষ্টেজ, মাইক ও আলোর সুবন্দোবস্ত।

আগামী ৩০শে অগ্রাণ ১৩৮০ ইংরেজী ১৬ই ডিসেম্বর, ১৯৭৩ রোববার এই মিতা সম্মলনের আয়োজন করা হচ্ছে। শুরু হবে বেলা ১টায় ও শেষ হবে সন্ধ্যা ৮টা নাগাদ। সব কিছুর মূল্য বৃদ্ধি হওয়া সত্বেও এবার দক্ষিণার হার ধার্য্য হয়েছে মাত্র চার টাকা (মিতা পিছু)। প্রতি সভ্য সভ্যা ইচ্ছে করলে দু'জন করে অতিথি আনতে পারবেন। অতিথিদের জন্য মাথা-পিছু চার টাকা করে দক্ষিণা দিতে হবে।

মিতা সম্মেলনে যোগদাচ্ছে মিতা ভাই বোনেরা যেন সম্পাদককে সংঘের কার্য্যালয়ের ঠিকানায় ৩০শে কার্ত্তিক, ১৩৮০ ইংরেজী ১৬ই নভেম্বর ১৯৭৩ এর মধ্যে জানিয়ে দেন (দক্ষিণা সহ)। অতিথিদের নাম চিঠিতে অবশ্যই উল্লেখ করবেন।

সম্মেলনে উপস্থিত সব মিতা ভাই-বোনদের ও অতিথিদের আলোকচিত্র তোলা এবং পত্রিকায় প্রকাশ করা হবে বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

যুগ্ম-সম্পাদক
শোভেন বন্দোপাধ্যায় ও
কল্যাণী লাহিড়ী
নবম বার্ষিক মিতা সম্মেলন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—

যাঁরা ১৫ই অগ্রাণ ১৩৮০ ইংরেজী ১লা ডিসেম্বর ১৯৭৩ এর মধ্যে প্রবেশ পত্র ইত্যাদি না পাবেন তাঁরা সঙ্গে সঙ্গে সংঘকে জানালে সংঘ সেগুলি পুনরায় একস্প্রেস ডাকে পাঠাবার ব্যবস্থা করবে। বিশেষ অসুবিধা হলে মনি অর্ডার কুপন অনুষ্ঠানের দিন দ্বার প্রান্তে দেখালে প্রবেশ-পত্র পাবেন অথবা অনুষ্ঠানের পূর্ব দিনে স্বয়ং কার্যালয়ে উপস্থিত হয়ে প্রবেশপত্র সংগ্রহ করতে পারেন।

সংবাদ

সু-সংবাদ -

বি ৭৪১৫ ডাঃ গুরুদাস কুমার এম, এস, সি, পি, এইচ, ডি নৃতত্ত্ব বিষয়ক প্রবন্ধ পাঠের জন্য শিকাগো বিশ্ব বিদ্যালয় থেকে International Cong. Antro-pological ও Ethnological Science কর্তৃক আহূত হয়ে গত ২৯শে আগষ্ট মার্কিন মুলুকে গেছেন। তাঁর এই জয় যাত্রাকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।

অনুরোধ—

কোন সার্কাস দলের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত আছেন এমন মিতা ভাই বোনদের সঙ্গে ৬৪৯৭ নিমাই চক্রবর্ত্তী পত্রালাপ করতে চান।

৭৩১২ জয়দেব দাস পদার্থ বিজ্ঞান ও সাধারণ ঘটনা সম্বন্ধে ভারতের বাইরে প্রবাসী মিতাদের সঙ্গে পত্রালাপে ইচ্ছুক।

বি ৭০৪৪ গাজী মোঃ আব্দুল ওয়াহাব উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষক বা শিক্ষিকার সঙ্গে পত্রালাপ করতে চান।

মিতাদের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন থাকলে অথবা ত্বকের কোন সমস্যা থাকলে প্রতিকারের জন্য বি ৩০১৮ গীতা সিন্‌হার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন।

দেশী ও বিদেশী নারী ও পুরুষ মিতাদের সঙ্গে সকল বিষয় নিয়ে পত্রালাপ করতে চান ৭৫৮০ দেবব্রত সরকার।

যে সব মিতা কোন ছবি আঁকতে চান ও অঙ্কিত ছবি সংগ্রহে উৎসুক তারা ৬৩৩৫ তপন দাশগুপ্তের সঙ্গে পত্রালাপ করতে পারেন।

মিতা ভাই বোনদের মধ্যে যাদের সখের বিষয় শুভেচ্ছা কার্ড তৈরীকরা তাঁরা ৬৭৮০ স্নিগ্ধা দাশগুপ্তের সঙ্গে পত্রালাপ করতে পারেন।

সংঘে আর নেই—

৫৪০২ পান্নালাল ঘোষ, ৬৬০১ অশোক চ্যাটার্জী, ৭৩২৭ সুচিত্রা ব্যানার্জী, ৬৯০৮ সবিতা গুহ।

—:—

ঠিকানা পরিবর্তন

১। বি ৫৮৯৭ ক্যাপ্‌টেন নরেন্দ্র দেবশর্মা 167 Mtn. Regt. C/o- 99 APO.

২। ৬৯৫২ সুজিৎ কুমার পাল C/o এম, আর বিশ্বাস ১৪ কবি নবীন সেন রোড, দমদম কলি- ৮

৩। ৭০৪৫ প্রভাত কুমার (নয়ন), মিতা ষ্টোর ষ্টেশন রোড, পোঃ- জারিয়া ঝাঞ্জাইল ময়মনসিংহ বাংলাদেশ

৪। ৭১৫৬ দেবানন্দ বসাক Dawing Hostel B. E. College B. Garden Howrah.

৫। ৭১৯১ বেনুলাল দাস, নর্থ দুর্গাপুর পোঃ রবীন্দ্র নগর কলিকাতা ৬৫

৬। ৭১৯৫ সফিউল আলম, নান্দিনামধু সোনাজী সংলগ্ন পোঃ- বৈদ্য জামতৈল পাবনা বাংলাদেশ।

৭। ৭২২৮ অজয় কুমার বিশ্বাস W B F Capital Construction Project Range C/o D. F. O'S office, Po. Banderdewa Dt. Subansiri Arunachal.

——

ভ্রম সংশোধন—

৭৩১৩ শ্যামল চক্রবর্তীর বয়স ৩১ এর স্থলে ২১ হবে।

——

পূজার ছুটি—

আসন্ন পূজা উপলক্ষ্যে ১৬ই আশ্বিন ১৩৮০ ইং ৩রা অক্টোবর, ১৯৭৩ বুধবার থেকে ২৪শে আশ্বিন ১১ই অক্টোবর বৃহস্পতিবার পর্যন্ত বিশ্ব মিতালি সংঘ ও লিপি-মিতার সমস্ত বিভাগ বন্ধ থাকবে। স্ব বি মি স

স্থায়ী সভ্য বা বিশ্বমিতা

সংঘে ছ'বৎসরের চাঁদা দিয়ে যাঁরা স্থায়ী সভ্য হয়েছেন, তাঁদেরকে আমরা বিশ্বমিতা নামে অভিহিত করি। গত ১৯শে ভাদ্র ১৩৮০ পর্যন্ত যে কয়জন বিশ্বমিতা পেয়েছি তাঁদের নাম, সদস্য সংখ্যা নীচে দেওয়া হল।

সর্বশ্রী ৬৭৮২ এম, এ, মজিদ ৭০৩৪ গাজী মোঃ আব্দুল ওয়াহাব ৭২৪২ জ্যোৎস্না

দে ৬৫৫৭ দেবাশিস রায় ৬৪[illegible]৩ বিমল চট্টোপাধ্যায় ৭৪৬৫ ডাঃ গুরুদাস কুমার ৬৭৭৫ মানস কমল সেন, ৭২৭৯ লোকনাথ সাহা ৭২১৫ শ্যামল সিকদার ৬৫৪৮ সুব্রত ঘোষ ৬৯৫৪ সুশান্ত বর্মন ৭০৪৩ সমীর রঞ্জন ঘোষ।

বিশ্বমিতা হবার পর সংঘকে পত্র-পত্রিকার ব্যয় নির্বাহের জন্য বাৎসরিক চাঁদা আট টাকা পাঠালে চলবে। আশাকরি সংঘ এবার অধিকতর বিশ্বমিতা লাভে সক্ষম হবে।

লিপিমিতাকে যাঁরা সাহায্য করেছেন—

গত ১৯শে ভাদ্র ১৩৮০ পর্যন্ত সাহায্য বাবদ যে অর্থ পাওয়া গেছে তারই হিসেব নীচে দেওয়া হল।

সর্বশ্রী বি ৭২৭৯ লোকনাথ সাহা ৮ [illegible] বি ৬৭৮২ এম, এ, মজিদ ২·২৫ পয়সা, ৭১৬৫ অশোক কুমার মুখার্জী ২ টাকা ও ৭৩৭৪ পান্নালাল মিত্র ১ টাকা।

লিপিমিতার সাহায্য ভাণ্ডারে মোট ১৩·২৫ পয়সা পাওয়া গেছে। গতবারের সাহায্য ভাণ্ডারে মোট ৫৯৩·৯৩ পয়সা জমা ছিল। সুতরাং এ পর্যন্ত সাহায্য ভাণ্ডারে মোট ৬০৭·১৮ পয়সা জমা রইল।

সভ্য-সভ্যাদের নিকট যে চাঁদা পাওয়া যায় তার দ্বারা পত্রিকার সমস্ত ব্যয়ভার বহন করা অসম্ভব। যাতে পত্রিকাটি নিয়মিত প্রকাশ করা চলে তার জন্য আর্থিক সচ্ছলতা একান্ত আবশ্যক। শুভাকাঙ্ক্ষী ও উৎসাহী মিতাদের অনুরোধে লিপিমিতার সাহায্য ভাণ্ডার খোলা হয়েছে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ

সম্প্রতি [illegible] কর্তৃক ৩০ শতাংশ নিউজ প্রিন্ট হ্রাস করায়, লিপিমিতা পূজা সংখ্যার আয়তন বৃদ্ধি [illegible] সম্ভব হল না এবং সেই কারণে 'ইংরাজী শব্দাবলীর বাংলা পরিভাষা, চতুষ্পাঠির চত্বরে, সাল তারিখে বিশ্ব পরিচয়, অনুমানস প্রতিযোগিতা, নতুন মিতাদের তালিকা প্রভৃতি ধারাবাহিক বিষয়গুলি বর্তমান সংখ্যায় প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি। ঐগুলি লিপিমিতা পরবর্তী সংখ্যায় নিশ্চয় প্রকাশ করা হবে।

এই প্রসঙ্গে মিতাদের প্রতি অনুরোধ জানাই যে, ১৮০০ শব্দের বেশী কোন গল্প বা প্রবন্ধ এবং ১৪ পংক্তির বেশী কোন কবিতা যেন না পাঠানো হয়।

——

বিশ্বদূতের আসরে

দেবী চৌধুরানী

আজ মিতা ভাই বোনদের কাছে যাঁর মহৎ জীবনালেখ্য তুলে ধরতে চলেছি, তিনি কোন দেবী চৌধুরাণী? সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের কল্প সৃষ্ট দেবী চৌধুরাণী অথবা রক্ত মাংসে গড়া আমাদেরই ঘরের মেয়ে দেবী চৌধুরাণী? বিড়ালের ভাগ্যে শিকে ছেঁড়ার মত আমাদের এদেশেও একবার স্বর্ণযুগ এসেছিল; তার পরিসর ছিল রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত। এই যুগবাহী সুপ্রশস্ত রাজপথের দুই ধারে যে কয়টি অভ্রংলিহ স্বর্ণ স্তম্ভ রয়েছে প্রত্যেকটি উৎসর্গিকৃত হয়েছে পুরুষের নামে। কোন মহিয়সী নারীর নাম এ পর্যন্ত চোখে পড়েনি। তবে কি ধরে নিতে হবে স্বর্ণযুগে নারীর কোন উল্লেখযোগ্য দান নেই? দেশের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের সঙ্গে যাঁদের পরিচয় আছে তাঁরা কখনই একথা স্বীকার করবেন না।

একাধিক নারীর মহান দানে স্বর্ণযুগ পরিপুষ্ট। আমি আজ তাঁদের মধ্যে মাত্র একজনের কথাই বলতে বসেছি। তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের দেবী চৌধুরাণী নহেন, ইনি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের ভাগিনেয়ী সরলাদেবী

চৌধুরাণী, যাঁর জন্ম শত বার্ষিকী গত ১৯৭২ খ্রীষ্টাব্দে হয়ে গেল।

আজ এদেশের যুবগোষ্ঠী উপযুক্ত আদর্শের অভাবে বিপথগামী। তাই আদর্শচ্যুত স্মৃতিভ্রষ্ট বাঙালীকে জাতির ইতিহাস ও ঐতিহ্যের কথা স্মরণ করিয়ে দিতে হবে। বর্তমানে এমন অনেক ছেলেমেয়ে আছে যারা সরলা দেবীর নাম কোনদিন শোনে নি। অথচ বাংলার নরম মাটিতে সরলা দেবীর মত বিদুষী, দেশপ্রেমিক সুসংগঠিকা, সাহিত্য সেবী ও কর্মকুশলী নারী আর দেখা যায় না।

শিক্ষা, সংস্কৃতি, দেশপ্রেম ও আভিজাত্যে জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবার ভারত তথা জগদ্বিখ্যাত। সেই ঠাকুর পরিবারে ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে ৯ই সেপ্টেম্বর সরলা দেবী জন্ম গ্রহণ করেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের দশম সন্তান স্বর্ণকুমারীর গর্ভে সরলার জন্ম হয়। পিতার নাম জানকীনাথ ঘোষাল। স্বর্ণকুমারী ও জানকীনাথ উভয়েই বহু গুণের অধিকারী ছিলেন। উত্তরাধিকারী সূত্রে সরলা দেবীও সেই সব গুণের অধিকারিণী ছিলেন। এই প্রসঙ্গে স্বর্ণকুমারী ও জানকীনাথের সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক মনে করি।

বঙ্গ সাহিত্যে স্বর্ণকুমারীকেই প্রধান মহিলা ঔপন্যাসিকদের মধ্যে প্রথম বলা যায়। "দীপ নির্বান" (১৮৭৬ খৃঃ) 'ছিন্ন মুকুল' (১৮৭৯ খৃঃ) 'মালতী' (১৮৮০ খৃঃ) 'কাহাকে' (১৮৯৮ খৃঃ) 'হুগলীর ইমামবাড়ি' (১৮৮৮ খৃঃ) ইত্যাদি তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস।

উপন্যাস ছাড়া সাহিত্যের অন্যান্য ক্ষেত্রেও তাঁর প্রতিভার উজ্জ্বল প্রমান বর্তমান। বাংলা ভাষায় তিনি বিজ্ঞান বিষয়ক বহু প্রবন্ধ রচনা করেন। এই প্রবন্ধের মধ্যে কিছু ইংরাজী শব্দের বাংলা পরিভাষার ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায়। অক্সিজেন, হাইড্রোজেন ইত্যাদির পরিবর্তে অম্লযান; উদ্‌যান প্রভৃতির ব্যবহার প্রথম চোখে পড়ে। সঙ্গীত রচনাতেও তার দক্ষতা ছিল।

তাঁর কয়েকটি গ্রন্থ বিদেশী ভাষাতেও অনূদিত হয়েছে। স্বর্ণকুমারী ১৮৮৪ থেকে ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত "ভারতী" পত্রিকার সম্পাদনা করেন। এছাড়া তিনি বহুবিধ সমাজ হিতকর ও নারী কল্যাণকর কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তিনি "বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন"-এর প্রথম মূল মহিলা সভানেত্রী হন।

এবারে পিতা জানকীনাথ ঘোষালের

কিছু কথা বলা যাক। জানকীনাথ জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম সাধারণ সম্পাদক। তখনকার দেশের প্রতিটি বরেণ্য নেতা জানকী নাথকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন। তাঁর দেশপ্রেম ও সংগঠনী শক্তি দলের কাছে আদর্শ স্থানীয় ছিল। সরলা দেবী মাতার কাছ থেকে সাহিত্য ও সঙ্গীতে অনুরাগ এবং পিতার কাছ থেকে দেশপ্রেম ও সংগঠনী শক্তি সমান ভাবে লাভ করেছিলেন।

তাছাড়া সরলা দেবীর প্রতিভা ছিল অনন্য সাধারণ। দেশের সর্বস্তরের জ্ঞানী গুণীর সমাবেশ ঘটত ঠাকুর বাড়িতে। নারীদের অবাধ স্বাধীনতা ছিল সেখানে। সরলা দেবী জ্ঞানী গুণীদের সঙ্গে মিশে একবার যা আহরণ করতেন, তাঁর মনের মণি কোঠায় চিরকালের মত তা সঞ্চিত হয়ে যেত।

মাত্র দশ বৎসর বয়সে সরলা দেবী শিশুদের মাসিক পত্র "সখা"তে গদ্য ও পদ্য রচনা প্রকাশ করে প্রথম পুরস্কার লাভ করেন। বেথুন কলেজে পড়ার সময় সরলা দেবীর কবিতা ও ইংরাজী গদ্য রচনায় বিশেষ কৃতিত্ব প্রকাশ পায়।

কলেজের জনৈক অধ্যাপিকা তাঁকে 'বাংলার কোকিল' নামে অভিহিত করেছিলেন।

১৮৯০ সালে সরলা দেবী বেথুন কলেজ থেকে বি, এ, পরীক্ষায় মহিলা গ্রাজুয়েটদের মধ্যে প্রথম হওয়ায় "পদ্মাবতী" পদক লাভ করেন।

যখন তাঁর বয়স মাত্র উনিশ, সেই সময় "মালবিকাগ্নিমিত্রম্" সম্বন্ধে বেশ কিছু গবেষণামূলক প্রবন্ধ রচনা করে অনেকগুলি পত্র-পত্রিকায় প্রকাশ করেন। তৎকালীন বহু মনীষী তাঁর প্রবন্ধ পাঠের পর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা জানিয়ে পত্র লেখেন। পত্র লেখকদের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রও ছিলেন। তিনি লিখেছিলেন, "সরলা তোমার প্রবন্ধ পাঠ করিয়া মুগ্ধ হইয়াছি। আমার ভাণ্ডারে এমন বস্তু নাই যাহার মালা গাঁথিয়া তোমার উপযুক্ত শিরোপা পাঠাইবো। আশীর্ব্বাদ করি তোমার লেখনী অক্ষয় হোক।"

রবীন্দ্রনাথও ভাগিনেয়ীর সাহিত্য সাধনায় উৎসাহ প্রকাশ করেন এবং সরলা দেবীর স্বাধীন চিন্তা ধারার একজন প্রগাঢ় সমর্থক ছিলেন। এখানে বলা প্রয়োজন— জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারে স্ত্রী স্বাধীনতা ছিল এবং তৎকালীন দেশের সমাজ ব্যবস্থায় এটা বিশেষ ব্যতিক্রম না ঘটায়, এই

কারণেই সরলা দেবী বি, এ, পাশ করার পর নিজের স্বাধীন ইচ্ছানুযায়ী চলার পথ নির্দিষ্ট করায় কোনরকম বাধা আসেনি।

কলেজ ত্যাগ করার পর ভারতের বাইরে শিক্ষা ও সভ্যতায় উন্নত দেশগুলির জ্ঞান ভাণ্ডার থেকে মূল্যবান রত্ন চয়ণ কবার প্রতি তাঁর চিত্ত বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হয়। তখন ফারসি ও ফরাসী সাহিত্য বিশ্ব সাহিত্যের শীর্ষস্থানে ছিল। তাই তিনি দারুণ উৎসাহ নিয়ে ফার্সি ও ফরাসী ভাষা শিখতে শুরু করে দেন।

এই ভাষা শিক্ষার ব্যাপারে জ্যোতি-মামার কাছ থেকে প্রচুর সাহায্য পান। এই সময় তিনি ভারতীয় ও পাশ্চাত্য সঙ্গীত চর্চাতেও আত্ম-নিয়োগ করেন। অর্থাৎ এই সময় তিনি নিজস্ব স্বাধীন চিন্তানুযায়ী ভবিষ্যৎ জীবন গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

কিছুদিনের মধ্যে ফারসি ভাষায় পারদর্শী হয়ে সরলা দেবী ওমর খৈয়ামের রুবাইর মূল ভাষা থেকে অনুবাদ করেন।

সাহিত্য সাধনার সঙ্গে তিনি সঙ্গীতেও বিশেষ অনুরাগী হয়ে ওঠেন এবং জোড়া-সাঁকোর কাছেই একটি সঙ্গীত প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। সম্ভবতঃ কলকাতায় এইটি ছিল প্রথম সঙ্গীত কেন্দ্র যেখানে ভারতীয় রাগসঙ্গীতের সঙ্গে ইউরোপীয় রাগ সঙ্গীতের, একত্র শিক্ষাদানের মাধ্যমে নবধারার প্রবর্তন করা হয়।

(ক্রমশঃ)

এইটুকু জানি জিতবার আগে বহুবার হারতে হয় আমাদের, আর যতদূর বুঝি হাতে হাতিয়ার তোলবার আগে মগজগুলোকে শাসাতে হবে।

ম্যাক্সিম গোর্কি

সংগ্রাহক :— বি ৬৪৯৮ অজয় হালদার।

অন্যমনে

— বি ৩০১৮ ডাঃ গীতা সিন্‌হা

কতক্ষণ ঘুমিয়ে ছিলাম জানি না। মনে হচ্ছে, বহু দিন ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিয়েছি। চোখের পাতা দুটো খুব ভারী ঠেকছিল। জোর করে চোখ খুললাম। একি,, এক বর্ষিয়সী ভদ্রমহিলা আমার মুখের উপর একেবারে ঝুঁকে পড়েছেন দেখছি। আমার চোখে চোখ পড়তেই তিনি আকুল হয়ে চিৎকার করতে লাগলেন, "ওগো, শিগ্‌গির এসো। খোকার জ্ঞান ফিরেছে।" আমি হতভম্ব। এ ভদ্রমহিলা কোথা থেকে এলেন আমাকেই কি তিনি খোকা বলছেন নাকি? অবাক কাণ্ড তো!

আমি তড়াক করে লাফিয়ে বিছানা ছেড়ে উঠতে যাচ্ছিলাম। শরীরটা যেন অসাড় মনে হল। ভদ্রমহিলা আমার মাথার চুলে হাত বুলিয়ে দিচ্ছিলেন।

স্নেহার্দ্র স্বরে বললেন, নড়াচড়া কোরোনা খোকা, ডাক্তার বারণ করেছেন। না আর কোন সন্দেহ নেই। আমাকেই উনি খোকা বলছেন। আমি জোরে বলতে চাইলাম, কে আপনি? আমার নাম খোকা নয়, আর তা ছাড়া আমি মোটেই অসুস্থ নই। কিন্তু, আমার ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে বেরোল মাত্র দুটি শব্দ, 'আমি কোথায়?'

নিজের গলার স্বর শুনে নিজেই চম্‌কে উঠলাম। আমার মিষ্টি গলা কারুর অচেনা নয়। আজ হঠাৎ এই ভারী কণ্ঠ কোথা থেকে পেলাম?

ভদ্রমহিলা যেন অতিমাত্রায় ব্যস্ত হয়ে পড়লেন, 'এই তো তুমি বাবা, হসপিটালের কেবিনে। দু-চার দিন পরেই তোমাকে বাড়ী নিয়ে যাব, কেমন?' আমি কিছু বলবার আগেই এক ভদ্রলোক ঢুকলেন। মাথার চুল উস্‌কো-খুস্‌কো। মুখখানা দুশ্চিন্তায় মলিন। তবুও সেই চোখে একটা জ্যোতি

দেখতে পেলাম। তিনি আমার কপালে হাত রাখলেন। তারপর পার্শ্ববর্তিনীর উদ্দেশ্যে বললেন, এখন ওকে বেশী কথা বলতে দিওনা, বুঝেছ?

খোকা, তোর কোন কষ্ট হচ্ছে না তো? আপনা থেকেই আমার মাথাটা নড়ে উঠল। ভদ্রলোক কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে কেবিন ছেড়ে চলে গেলেন।

মাথার উপর ফ্যানটা ফুল ফোর্সে চল-

ছিল। তবুও ভদ্রমহিলা একটা জাপানী হাত পাখা দিয়ে আমাকে হাওয়া করতে লাগলেন। এতক্ষণে আমি চারি দিকে ভাল করে চেয়ে দেখলাম। হাসপাতালের কেবিন চার দেয়ালের গণ্ডি, দেখবার মত কিছুই নেই। মাথার কাছে একটা জানালা। তার বিপরীত দিকে একটা দরজা। একটা ওষুধের কোম্পানীর ক্যালেণ্ডার। ছোট আলমারী একটা। দু-চারটে টুল, কিন্তু আমি এখানে এলাম কি করে?

একটু আগেই যে ভদ্রলোককে দেখেছিলাম তিনি আবার এলেন। পিছনে আর একজন ভদ্রলোক। দেখেই বুঝলাম ডাক্তার। ডাক্তারবাবু আমার দিকে এক পলক তাকিয়েই বললেন, 'সেন্স ফিরে এসেছে দেখছি। আচ্ছা, আমাদের সবাইকে চিনতে পারছেন তো শুভদীপবাবু?' আমি প্রাণপণে চেঁচিয়ে উঠলাম, 'না'। মনে হল, শব্দটা যেন অনেক দূর থেকে ভেসে এল।

হঠাৎ আমার চোখ পড়ল বাঁ দিকের দেওয়ালে। প্রমাণ সাইজের একটা আয়না এতক্ষণ ওটা আমার নজরেই পড়েনি। একি, আমার এত সুন্দর চুলগুলোকে নির্মমভাবে ছেঁটে দেওয়া হয়েছে কেন? ঠিক ছেলেদের মত দেখাচ্ছে আমার মুখটা। খোঁচা খোঁচা গোঁফ-দাড়ি।

আমি ভয়ে আঁতকে উঠলাম, ও কে? ডাক্তারবাবু নীরবে আমার গায়ের চাদরটা সরিয়ে দিলেন। বিস্ময়ের উপর বিস্ময়। আমার পরণে সাদা পায়জামা আর স্যাণ্ড গেঞ্জি। আমি লজ্জায় জড়ো-সড়ো হয়ে গেলাম। চাদরটা টেনে গায়ে দিতে গেলাম পারলাম না।

ডাক্তারবাবু নিজেই চাদরটা টেনে দিলেন। ইশারায় সেই ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলাকে বাইরে যেতে বললেন। তারপর মৃদু স্বরে প্রশ্ন করলেন, 'তুমি একজন হাউস সার্জেন তাই না? হ্যাঁ, কিন্তু আপনি কি করে জানলেন? আমার যেন কথা বলতে ততটা কষ্ট হচ্ছিল না। ডাক্তারবাবু আমার কথাব কোন জবাব দিলেন না। আবার প্রশ্ন করলেন, 'আচ্ছা গীতা, তুমি কখনও অপারেশনে অ্যাসিষ্ট করেছ?' 'বহুবার' সগবে ঘোষণা করলাম আমি। তাহলে কি আমাকে অপারেশন করে পুরুষে পরিণত করা হয়েছে?

ডাক্তারবাবু বোধহয় আমার মনের কথাটা বুঝতে পেরেছিলেন। তিনি বললেন, তাহলে শোন, বলি। শুভদীপ মজুমদার নামে এক ভদ্রলোক মেমরি হারিয়ে ফেলেছিলেন এক দুর্ঘটনায়। অনেক টাকা ঢালা হয়েছে কিন্তু কোন ফল হয় নি। ব্রেনটা একেবারে

ড্যামেজ হয়ে গিয়েছিলো কিনা। অবশেষে কেসটা এল আমার হাতে। তুমি নিশ্চয় শুনে থাকবে যে, আমি আমেরিকায় বিশ্ব-বিখ্যাত সার্জেন ডক্টর শামওয়ের আণ্ডারে রিসার্চ করতাম।

ডাক্তারবাবু এত তাড়াতাড়ি কথাগুলো বলে যাচ্ছিলেন যে, আমি কথা বলার কোন ফুরসৎ পাচ্ছিলাম না। এবার সুযোগ পেয়ে বললাম, আপনার নামটা জানাবেন দয়া করে? ওহ্ — সার্টেনলি। আমার নাম অপরেশ মিত্র। তারপর শোন, শুনবো কি আমি তখন উঠে ড: অপরেশ মিত্রের পায়ের ধুলো নেবার চেষ্টা করছি। তাঁর মুখোমুখি এভাবে যে কোন দিন কথা বলতে পারব, এ আমার স্বপ্নের অতীত। ডা: মিত্র আমাকে ধরে শুইয়ে দিলেন। তারপর বললেন, ডোণ্ট বি একসাইটেড, তোমার মনে আছে, পুজোর ছুটিতে তুমি বাড়ী যাচ্ছিলে, পথে একটা ট্রেন অ্যাকসিডেণ্ট।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, সব মনে পড়ে গেল, আমার সঙ্গে ছিল আমার রুম-মেট মনামি রায়, সে কোথায়? আমি আবার বালিশ থেকে মাথা তুলছিলাম। ডা: মিত্র আমাকে শান্ত করলেন, "সে ভালই আছে, সামান্য আহত হয়েছিল। কিন্তু তোমাকে শেষপর্যন্ত বাঁচানো যায় নি, তোমার সঙ্গে ছিল একটা ভ্যানিটি ব্যাগ আর একটা ডায়েরী। তোমার মা বাবাকে তৎক্ষণাৎ ব্যাপারটা জানানো হল। তাঁদের সম্মতিক্রমে সেই দিনই তোমার অক্ষত ব্রেণটা ঢুকিয়ে দেওয়া হল শুভদীপ মজুমদারের স্কালের ভিতর।

আমি এতক্ষণ অবাক হয়ে রূপকথার মত সব শুনে যাচ্ছিলাম। এবার আমি সবাক, বললাম, বলেন কি ডা: মিত্র, এ ধরণের অপারেশন তো এর আগে আর হয় নি। ডা: মিত্র মুচকি হেসে বললেন, সেই জন্যই তো বলছি। তোমাকে এবার শুভদীপ মজুমদার সাজতে হবে। মানে, তুমি সবাইকে দেখাবে যে মেমরি কিছুটা ফিরে পেয়েছ।

বুঝলাম, তাহলে ডা: অপরেশ মিত্রের খ্যাতি সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে। চিকিৎসাজগতের ইতিহাসে তিনি অমর হয়ে থাকবেন।

ডা: মিত্রের গুণমুগ্ধ হিসেবে এটুকু স্বার্থ-ত্যাগ করা উচিত। তাছাড়া, আমার আগের নারীদেহ তো আর ফিরে পাবনা।

এইরকম সাত-পাঁচ ভাবছি, এমন সময় সেই ভদ্রলোকের কোটের প্রান্তভাগ দেখা গেল দরজার বাইরে। ডা: মিত্র সেই দিকে তাকিয়ে বললেন — ওঁরা হলেন শুভদীপ

মজুমদারের মা-বাবা। এই যে মিঃ মজুমদার, ভিতরে আসুন। শুভদীপবাবু অনেকটা ন্যাচারাল।

ওঁরা দুজন কেবিনে ঢুকলেন। মুখ দেখেই বোঝা যায়, খুব উদ্বিগ্ন। আমি ভদ্রমহিলার হাত ধরে টেনে বললাম, 'মা, আমার সব কথা মনে পড়ছে। শুনে তিনি আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। চোখের কোণে দেখলাম দু-ফোঁটা জল।

সপ্তাহখানেকের মধ্যেই আমি হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে গেলাম। শুভদীপ মজুমদার বিরাট বড়লোকের ছেলে। তোফা আরামে রইলাম আমি। সেখানে গিয়ে জানলাম, আমার পরমা সুন্দরী স্ত্রী আছে। আছে একটি ফুটফুটে মেয়ে। আত্মীয়-পরিজন কাউকেই আমি চিনতে পারিনি। কিন্তু, মাত্র একবার পরিচয় করিয়ে দেবার পর ভুল হয়নি কখনও।

আমার স্ত্রী মনোরমা পর্দা ঠেলে ঘরে ঢুকলো। সদ্য স্নান করে এসেছে। পরণে লাল পেড়ে গরদের সাড়ী। এখনই বোধহয় ঠাকুর ঘরে ঢুকবে। সত্যি, খুব সুন্দর দেখাচ্ছিল ওকে। ওর নরম আঙুলগুলো আমার রুক্ষ চুলের ভিতর চলাফেরা করতে লাগল। মনে পড়ল, আমার আঙুলগুলো এর চেয়েও নরম ছিল।

.

একটু পরে মনোরমা বলল, 'কেমন আছ আজ?' আমি একটু অস্বাভাবিক জোরেই উত্তর দিলাম, 'ভাল—ভালই।' মনোরমা হঠাৎ ফুলদানির শুকনো ফুলগুলোর দিকে তাকিয়ে বলল, হতভাগাটা আজ ফুলগুলো পাল্টে দেয়নি বুঝি? আমি মনোরমার হাতটা আমার হাতের মধ্যে নিয়ে, বললাম, থাক্ না রমা, অত ব্যস্ত হচ্ছ কেন? এখন তো সচল রজনীগন্ধা আমার সামনে দাঁড়িয়ে।"

মনোরমা এক ঝট্কায় হাতটা ছাড়িয়ে নিল। তারপর অবাক চোখে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। কি ব্যাপার, শুভদীপ মজুমদার বোধহয় এ ধরণের রসিকতা তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে করতেন না। কিংবা কোন স্বামীই বোধহয় করেন না।

উপন্যাস পড়ে পড়ে মাথাটা বিগড়ে গেছে। কিন্তু, মনোরমা পরমুহূর্তেই আমার খুব কাছে এল। প্রায় আমার কানের কাছে মুখ রেখে বলল, 'তুমি আমায় কি নামে ডাকতে মনে নেই?' আমি একটু ইতস্তত করে বললাম, 'না তো।' মনোরমা বলল, — 'সেই যে তুমি বলেছিলে, আমাকে কোন দিন রমা নামে ডাকবেনা।

বুঝলাম, রমা নামের সঙ্গে ওর কোন তিক্ত অভিজ্ঞতা জড়িয়ে আছে। আমি বললাম, 'সত্যি, এমন ভুলো মন হয়েছে আমার। আমি ওর হাতটা আবার ধরলাম। তারপর যেন খুব গোপন কিছু একটা বলব, এভাবে একটু আকর্ষণ করলাম।

ঠিক সেই সময় ঘরে ঢুকল আমাব মেযে, ওর নাম তুতান। বয়স বছর পাঁচেক। বেশ নাদুস-নুদুস হাসি-খুসি চেহারা। তুতান ওর মায়ের আঁচল ধরে টানল, 'মা-মণি, তুমি এখানে? আর আমি সাড়া বাড়ী খুঁজে বেড়াচ্ছি।' মনোরমা বিরক্ত হয়ে বলল, 'কি, হয়েছে কি?' তুতান গাল গাল ফুলিয়ে বলল, "আমার বুঝি খিদে পায়না। দেখনা বাপী, মেনি বেড়ালটা না আমার সব হরলিক্‌স্‌ খেয়ে নিয়েছে।" মনোবমা বলল, "বেশ করেছে, আগে খেযে নাওনি কেন?"

তুতান বড় বড় চোখ করে আমার দিকে তাকাল। আমি বললাম, 'যাও ওকে খেতে দাও।" মনোরমা বাধ্য মেয়ের মত ঘর ছেড়ে চলে গেল। তুতান বলল, 'তুমি আমাকে ছড়া শোনাতে বলেছিলে, এখন শোনাব?' আমি গাল টিপে আদর করে বললাম, "না মা, আগে খেয়ে এস। নইলে মা রাগ করবেন।" তুতান লাফাতে লাফাতে চলে গেল।

আমি এখন অনেকটা সুস্থ। নতুন পরিবেশে বেশ মানিয়েও নিয়েছি। কারুর সাহায্য ছাড়াই চলাফেরা ও অন্য কাজ করতে পারি। সাড়ে সাতটা বাজে। রেডিওটা খুলে দিলাম। সব ভারতীয় বাংলা সংবাদ। 'চিকিৎসাজগতে বিস্ময় সৃষ্টি করেছেন কলকাতার প্রখ্যাত শল্যচিকিৎসক ডাঃ অপরেশ মিত্র। মস্তিষ্কে অস্ত্রোপচার বিষয়ে তাঁর অনেকটা শিক্ষা আমেরিকার মিনেসোটা বিশ্ববিদ্যালয়ে। তিনি ক্যালিফোর্ণিযার পালো আলটোর ষ্টানফোড মেডিক্যাল সেণ্টারের খ্যাতনামা শল্যচিকিৎসক ডাঃ নর্মান এডওযাড শামওযেব প্রিয ছাত্র ছিলেন। প্রচণ্ড অধ্যযন আর অনুশীলনের ফলে তিনি ডক্‌টর অফ্‌ ফিলজফি ডিগ্রী লাভ করেন ১৯৭০ সালে।

তিনি যে কোন মানুষের মস্তিষ্ক অস্ত্রোপচারের দ্বারা পরিবর্তন করতে প্রস্তুত ছিলেন। গত ২৯শে সেপ্‌টেম্বর তিনি শুভদীপ মজুমদার নামক যে ইঞ্জিনীয়ারের মস্তিষ্ক বদল করেছিলেন, তিনি এখন দ্রুত আরোগ্যের পথে।

দুত্তোর। রেডিওটা বন্ধ করে দিলাম। এই কথাগুলো শুনে শুনে মুখস্থ হয়ে গেছে।

তার চেয়ে সেই ডায়েরীটা পড়া যাক। একমাত্র ওটাই তো আমার পুরোনো জীবনের পরিচয়। অনেক কষ্টে ওটাকে আমার অধিকারে এনেছি। টেবিল থেকে ডায়েরীটা তুলে নিয়ে চোখের সামনে তুলে ধরলাম।

তুতান এলো পা টিপে টিপে। বোধহয় আমাকে অবাক করে দেবে ভাবছিল। আমি তার আগেই বললাম, — 'দরজাটা ভেজিয়ে দাও তো মা।" তুতান দরজাটা বন্ধ করে আমার পাশে একটা চেয়ারে বসে পা দোলাতে লাগল। বলল, — 'ওটা কি পড়ছ, বাপী? গল্পের বই?' 'হুঁ' বলে আমি ডায়েরীর পাতা উল্‌টালাম। তুতান আবার বলল, "আচ্ছা বাপী, তোমার মাথাটা নাকি ডাক্তারেরা কেটে ফেলেছিল, সত্যি?" আমি বিরক্ত হলাম। তবু রাগ করতে পারলাম না। বললাম "হ্যাঁ, মা তুমি চুপটি করে বোসো, কেমন?" তুতান বলল, "বারে, ছড়া শোনাব না?" "আচ্ছা তবে শোনাও।"

তুতান বলতে লাগল—

"বাবুরাম সাপুড়ে
কোথা যাস্ বাপুরে?
আয় বাবা দেখে যা— "

আমি আবার ডায়েরীর পাতায় মন দেবার চেষ্টা করলাম। সব আমারই লেখা। ভাল করে পড়তে ইচ্ছে করছিল না। শুধু উপরের লাইনগুলো চোখ বুলিয়ে যেতে লাগলাম। গত দু-বছর অনেক মেহনত করে চিকিৎসাবিজ্ঞানের এই সব বিচিত্র তথ্যগুলো সংগ্রহ করে ছিলাম। মানব দেহে লিভার বদলের ইতিহাস। মানব দেহে কিডনি বদলের ইতিহাস। হৃদ্‌রোগের কারণ ও প্রতিকার। গান শুনিয়ে অপারেশন। দেহের নিম্নাংশ কেটে দেবার পরও জীবিত। নারী-দেহকে পুরুষদেহে পরিবর্তন। বত্রিশ ঘণ্টা হৃদ্‌পিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ থাকার পরে পুনরায় জীবিত।

দ্রুত পাতা উল্‌টে যেতে লাগলাম। সবশেষে নজরে পড়লো আমার গত ২৮শে সেপ্‌টেম্বর রাত্রে লেখা — মানবদেহে হৃদ-পিণ্ড বদলের ইতিহাস।

ডায়েরীটা পড়তে পড়তে আমার মনে পড়ল, অদূর ভবিষ্যতে মানুষের মস্তিষ্কের পরিবর্তন সম্ভব হবে — একথা আমি শুনেছিলাম। আরও শুনেছিলাম, মানুষের মনটা আসলে হৃদ্‌পিণ্ডের মধ্যে থাকেনা, থাকে মস্তিষ্কের মধ্যে। সমস্ত বৈজ্ঞানিক এ ব্যাপারে একমত। কিন্তু, তখন কি আমি জানতাম যে, আমার মস্তিষ্কই অপরের দেহে লাগান হবে! এভাবে অভিনয় করেই কি সারাট

জীবন কাটিয়ে দেব? কি লাভ তাতে? আমার নাম তো কেউ জানবেনা। সবাই জানবে ডাঃ অপরেশ মিত্রের নাম। আর সেই সঙ্গে হয়ত বা শুভদীপ মজুমদারের নামও। তবু, আমার তো মৃত্যু হয়েছিল—ডাঃ মিত্রই আমাকে নবজীবন দান করেছেন। এও এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা।

ভাবতে ভাবতে কখন তন্দ্রা এসেছিল। তুতান বোধহয় ছড়া বলতে বলতে ক্লান্ত হয়ে অভিমানে চলে গেছে। হঠাৎ নরম একটি হাত আমাকে ঠেলছে মনে হল। নিশ্চয় মনোরমা। আমি খপ্ করে হাতটা ধরে ফেললাম। চোখ খুললাম। একি, মনামি এখানে কি করে এল? এখন তো আমি ওর কাছে অপরিচিত। আমি হাত জোড় করে ক্ষমা চাইলাম, "কিছু মনে করবেন না। আমি ভেবেছিলাম মনোরমা।" মনামি এবার আমাকে এক হেঁচকা টানে বিছানার উপর বসিয়ে দিল। একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, "কিরে, স্বপ্ন দেখছিস্ নাকি?"

চোখ দুটো বারকয়েক বন্ধ করলাম আর খুললাম। কোয়ার্টারের সেই পরিচিত ঘর। জিনিসপত্র অগোছালো। অনেক বেলা পর্য্যন্ত ঘুমোবার অপরাধে আমার রুম-মেট যথারীতি রুদ্রমূর্ত্তি। ডায়েরী আর পেনটা পিঠের নীচে চাপা পড়েছিল। মনামি বলল, "মনে নেই আজ রবিবার। বাড়ী যাবি না?"

আমার যেন সব স্বপ্নের মত মনে হল। তাড়াতাড়ি উঠে পড়লাম। বললাম, "হ্যাঁ, আজ তো আমার বাড়ী যাবার কথা।" ভাবলাম, বাড়ী যাবার পথে যদি একটা দুর্ঘটনা ঘটে বেশ ভাল হয়।

(বিজ্ঞান ভিত্তিক ছোট গল্প প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত রচনা)

যেমন একজন কাঠ ইত্যাদি সংগ্রহ করে আগুন জ্বেলে বসে থাকে আর পাঁচজনেও এসে বসে পোহায়, তেমনি সাধু সন্ন্যাসীরা কঠোর তপস্যা করে ভগবানকে জানেন, আর পাঁচজন এসে তাঁদের সঙ্গ করে তাঁদের উপদেশ শুনে ভগবানকে মনঃস্থির করে।

— ঠাকুর রামকৃষ্ণ

সংগ্রাহক — ৭৬২২ শংকর বণিক।

শিলালিপি নয় সেদিনের কথা

বি ৫৬৮৫ জীবন ভদ্র।

কেরালা

এক বাঙ্গালী সাধু চলেছেন পরিব্রাজক হয়ে। ইচ্ছা তার দক্ষিণ ভারতের কালাডি নামক জনপদকে খুঁজে বের করা। নাম তাব স্বামী আগমানন্দ। ইতিহাসের অন্ধকারে ১৯২৬ সাল পর্য্যন্ত ডুবে ছিল এই কালাডি।

কালাডিকে খুঁজে বের করতে বহু সময় ও বহু অর্থের অপচয় ঘটিয়েছিলেন অনেকে। স্বামী আগমানন্দ পশ্চিমঘাট গিরিমালার কাছে এসে জোগাড় করলেন জনশ্রুতি, লোক-সাহিত্য ও স্থানীয় ইতিহাস। এইসব তথ্যের উপর নির্ভর করে শঙ্করাচার্য্যের জন্মস্থান কালাডির খোঁজ করতে গিয়ে তিনি শুনতে পেলেন কেরল প্রদেশে রয়েছে তিনটি কালাডি জনপদ।

ভেঙ্গে পড়লেন না, তিনি অসীম ধৈর্য্য নিয়ে এগিয়ে চললেন। প্রথমে গিয়ে উপস্থিত হলেন মালাবার জেলায় কালাডি নামক জনপদে। কিন্তু হায়, এ জনপদের সঙ্গে তিনি যে ইতিহাসের কথা সঙ্গে করে এনেছেন তার মিল কোথায়?

এই জনপদে এসে লোক মুখে শুনতে পেলেন আর এক কালাডি জনপদের কথা। সে জনপদ রয়েছে ত্রিবেন্দ্রামের কাছাকাছি। আবার চলতে লাগলেন, কখন পাহাড় ডিঙ্গিয়ে, কখনও নারিকেলের সারির মধ্য দিয়ে চলতে চলতে এক দিন এসে পৌছিলেন ত্রিবেন্দ্রামের কালাডি নামক জনপদে।

একদিন বিশ্রাম নিয়ে খুঁজতে লাগলেন। শঙ্করাচার্য্যের জন্মস্থান কালাডি গ্রামকে, কিন্তু হায়, মিল কোথায়?

চলেছেন আবার পশ্চিমঘাট পর্বতমালার দিকে, উদ্দেশ্য পশ্চিমঘাট পর্বতমালা থেকে নেমে এসেছে পেরিয়ার নদী। পুরাকালে এরই নাম ছিল পূর্ণা।

তিনি যে শুনেছেন, জেনেছেন লোক ইতিহাস থেকে পূর্ণার পাড়েই যে কালাডি গ্রামকে পাওয়া যাবে, সেই কালাডিতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন শঙ্করাচার্য্য।

তিনি এসে পড়লেন পাহাড়ের উত্তর পশ্চিম কোণে। দেখতে পেলেন এক খর স্রোতা পাহাড়ী নদী বয়ে চলেছে উত্তর দি

থেকে দক্ষিণ পূর্ব পথে। আনন্দে অধীর হয়ে উঠলেন স্বামী আগমানন্দ। কখন তাঁর মনের বাসনা পূর্ণ হবে? তিনি পূর্ণার প্রবাহ ধরে এগিয়ে এসে দেখতে পেলেন জনশ্রুতি, ইতিহাস ও লোক সাহিত্য, স্থানীয় ইতিহাস ও পূর্ণার প্রবাহ পথ সব মিলে ঘিরে ধরেছে তাঁর অনেক আশার কালাড়ি জনপদকে। চতুর্দিকে ঘন নিবিড় জঙ্গলে গ্রাস করে ফেলেছে, একটি প্রাচীন জন-পদকে।

স্বামীজীর চোখে ভেসে উঠল ১২শ বছর আগেকার ইতিহাস। দেখতে পেলেন ..., ১২শ বছর আগের পাথরা ঢেকে ফেলেছে। চোখের সামনে ভেসে উঠল আচার্য্য শঙ্কর। তিনি ভুলে গেলেন এ যুগের কথা। পেছনে সরতে সরতে চলে গেলেন ৭৮৮ খৃষ্টাব্দে।

আচার্য শঙ্করাচার্য তখন মাত্র ১৮ বৎসরের যুবক। ইতিমধ্যে তিনি পরাজিত করেছেন বহু বেদান্ত পণ্ডিত প্রবরকে। পরাজেয় ভারতীয় পণ্ডিতগণ ঝড়ের মুখে খড় কুটোর মত উড়ে যাচ্ছেন।

ন্যায়শাস্ত্র, যুক্তিবাদ শুধু নয়, তাঁর ...িক যোগ সাধনার কাছে পরাজয় স্বীকার করছেন সকলেই। একে একে শঙ্করের পাদপদ্মে আশ্রয় নিচ্ছেন। ইচ্ছা, শঙ্করের কাছ থেকে আরো কিছু জ্ঞানার্জন করা।

আচার্য শঙ্কর চলেছেন একাকী ভারত ভ্রমণে। ইচ্ছা তাঁর, ভাল গুরুর সন্ধান পেলে আরো কিছু শিক্ষা লাভ করা।

খবর পেলেন প্রয়াগে কুমারিল ভট্ট নামে এক বৈদিক ধর্মের প্রধান উদ্‌গাতা রয়েছেন। কুমারিল ভট্টের প্রভাবে উত্তর ভারতের বৌদ্ধ ও জৈন দর্শনের প্রায় শেষ অবস্থা। শঙ্কর এসে তাঁর বেদান্ত ভাষ্য নিবেদন করলেন কুমারিলের কাছে। মহা-জ্ঞানী কুমারিল চম্‌কে উঠলেন। এ কি শুনছেন তিনি। তিনি ভেবেছিলেন তাঁর মত বেদান্ত ভাষ্যকার আর ভূভারতে নেই।

কে এই তরুণ? নাম জানতে চাইলেন তিনি। বিনম্র ভাবে উত্তর দিলেন — আমার নাম শ্রীশঙ্কর। আমি এসেছি দক্ষিণ ভার-তের কাল'ড়ি গ্রাম থেকে, জ্ঞানার্জনের আশায়।

বৃদ্ধ কুমারিল আনন্দাশ্রু বিসর্জন করে বললেন, — আমার যাবার সময় এসেছে। তুমি আমার শিষ্য মণ্ডন মিশ্রের কাছে যাও। তাকে নর্মদার তীরে এক বিরাট

প্রাসাদে দেখতে পাবে।

সেখানে গিয়ে তাকে যদি তুমি নিজের মতে আনতে পার, তবেই তোমার ভারত ভ্রমণ সফল হবে বাবা। মণ্ডন যদি তোমার কাছে পরাজিত হয়, তবে ভেবে নিও তোমার কাছে আমারও পরাজয় হোল।

এগিয়ে গেলেন শঙ্কর। হাতে তার একটি পুটলি আর লাঠি। গায়ে গেরুয়া বসন। নর্মদার তীর ধরে এগিয়ে চলেছেন এমন সময় দেখতে পেলেন, বিরাট এক প্রাসাদের উপড়ে পত্‌পত্‌ করে উড়ছে মণ্ডন মিশ্রের বিজয় পতাকা। বিলাসবহুল অট্টালিকায় বিলাসের মধ্যে জীবন যাপন করছেন মণ্ডন মিশ্র। সিংহ দ্বারে গিয়ে ফিরে আসতে হোল নবীন সন্ন্যাসীকে। তার প্রবেশ নিষেধ কারণ মণ্ডন মিশ্র পিতার শ্রাদ্ধে ব্যস্ত আছেন।

কিছুক্ষণ ভাবলেন তরুণ সন্ন্যাসী। তা হলে কি তার আশা বিফলে যাবে? না তা হতে পারে না। যোগবলে প্রবেশ করলেন মণ্ডন মিশ্রের অন্তঃপুরে। বিচারে বসতে রাজি হোলেন না মণ্ডন মিশ্র। কারণ শঙ্করকে দেখে, তিনি পণ্ডিত বলেই মনে করলেন না।

কি করা যায়। ভাবছেন শঙ্কর, এমন দেখতে পেলেন একজন নারী, অপূর্ব সুন্দরী, কপালে তার চন্দনের ফোঁটা মাথায় তার নানা রকমের ফুল গোঁজা। ধীর পায়ে এগিয়ে আসছেন তার দিকে। শংকর নিজের পরিচয় দিলেন। জানতে চাইলেন নারীর পরিচয়। জানতে পারলেন, তিনি মণ্ডন মিশ্রের স্ত্রী উভয়ভারতী। নিবেদন করলেন তার অভিপ্রায়। কথা দিলেন উভয়ভারতী তিনি ব্যবস্থা করে দেবেন।

স্থির হোল দিন। বিচারকের আসনে বসেছেন উভয়ভারতী। আসন গ্রহণ করে বললেন, যে পরাজিত হবে তাকে অপরের শিষ্যত্ব গ্রহণ করতে হবে। দিনের পর দিন কেটে যায়। আসে রাত। সময়ের কোন হিসাব নেই। তর্ক চলেছে। বিচারকের আসনে বসে আছেন উভয়ভারতী।

পলক পড়ছে না তার শংকরের যুক্তি জাল বিস্তার শুনে। স্বামীর প্রতি মোহগ্রস্তা তিনি নন। তিনি ন্যায় বিচারক

রায় দিলেন মণ্ডন মিশ্র পরাজিত। তিনি অবিলম্বে যেন শংকরের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন মুণ্ডিত মস্তকে শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন মণ্ডন মিশ্র।

ফিরে আসার পথে শংকর, তার প্রথ-

শিলালিপি নয় সেদিনের কথা

শারদা মঠ প্রতিষ্ঠা করলেন শ্রীঙ্গেরীতে। তারপর কাশ্মীরে প্রতিষ্ঠা করলেন তার দ্বিতীয় মঠ।

এ কালের এক সন্ন্যাসী তাকালেন সামনের ভগ্ন মন্দিরের মধ্যে। সূচীভেদ্য অন্ধকারের মধ্যে দেখতে পেলেন পুরাকালের এক সন্ন্যাসীর মূর্ত্তি। মুণ্ডিত মস্তকে বসে আছেন ইতিহাসের সাক্ষ্য বহণ করে।

:—ঃ—:

অমর বাণী

জীবনের পথ সোজা
অনিবার শুধু খোঁজা

— লিও টলষ্টয়

কালো মেঘ হতে পারে জমাট আঁধার
তবু তারি ধারে শোভে রূপালী সে পাড়।

— জে. এস, মিল

যেথা জেগে আছে বিস্ময়
জ্ঞানের সূচনা সেখানেই হয়

— সক্রেটিশ

মানুষের মৃত্যু যদিও হয়
তবু পরাজয় কভু নয়।

— হেমিংওয়ে

ক্রূর নিয়তিরে করি থোড়াই কেয়ার
আমার এ গান মুছে ফেলে দেবে
সাধ্য আছে কি তার!

—বীঠোফেন

সংগ্রাহক — ৬৯০২ রজত রায়চৌধুরী।

শারীরিক প্রশ্নের উত্তর

ডাঃ গীতা সিন্‌হা দাস
বি ৩০১৮

প্রশ্ন :- বয়স ৭০। ১৫ বৎসর পূর্বে সর্দির ধাত বুঝতে পারি। কাঁচা সর্দি। ২-৩ দিন পরে সর্দি বসে যেত। ১-২ মাস পরে নিরাময়। বর্তমানে দিনে ভালই থাকি, রাত্রে গলা সাঁই সাঁই করে। প্রথমে শুলে খুব অস্বস্তি ও কাশি হয়।

২-৩ ঘণ্টা অন্তর কাশি চাপ ধরে। সকালে উঠে ৪-৫ বার কষ্টকর কফ বেরু-বার পর সারা দিন সুস্থ থাকি। আপ-নার পয়মন্ত কলমের ব্যবস্থাপত্রটির আশায় রইলাম।

— ৭৩৭৪ পান্নালাল মিত্র (বাঁশবেড়িয়া, হুগলী।

উত্তর :- আপনার দীর্ঘ পত্রখানা পড়ে সমস্ত বিষয় অবগত হলাম। এত বিখ্যাত চিকিৎসকরা আপনার চিকিৎসা করেছেন যে, আমার মত নবীনা চিকিৎসক তাঁদের কাছে তুচ্ছ। আপনার Bronchitis অথবা Bro-nchiectasis হয়েছে বলে মনে হচ্ছে। Bronchography করে তার রিপোর্ট পাঠাবেন। ধূমপানের অভ্যাস থাকলে একে বারে ছাড়তে হবে।

কফের রং যদি সবুজ অথবা হলদে হয়, তবে Terramycin Capsules 250 mg. দিনে চারটে করে সাত দিন খাবেন। শোবার ঘরটি যেন গরম থাকে। রাত্রে শোবার আগে এক গ্লাস গরম পানীয় খাবেন। কাশি হলে Pholcodine Linctus এক চামচ খাবেন। অন্য কোন ওষুধ খাবেন না।

সর্দি হলে খোলা হাওয়ায় বেড়ানো ভাল। প্রতিদিন ঠাণ্ডা জলে স্নান করবেন। গরম জলে 'ফুট বাথ বা লেক বাথ' নিতে পারেন। ঘাম না হওয়া পর্য্যন্ত গরম জলে পা ডুবিয়ে রাখবেন এবং ঐ সময় জল পান করবেন ও কপালে ঠাণ্ডা জলের পটি দেবেন। পর দিন সকালে গরম জল দিয়ে সারা শরীর স্পঞ্জ করে ফেলবেন এবং ঐ দিন গলা ভাত, আধ সেদ্ধ ডিম এবং ফল ছাড়া কিছু কিছু খাবেন না।

প্রশ্ন :- আমার বয়স ২৬ বৎসর। আমার

স্বাস্থ্য মোটামুটি একপ্রকার। কিন্তু, দুঃখের বিষয় এই যে, কি গ্রীষ্ম, কি বর্ষা, সকল ঋতুতেই আমার শরীরে প্রচণ্ড ঘাম বাহির হয়। এইরকম ঘাম বেশী পরিশ্রম করলেও হয়, আবার না করলেও হয়।

তবে আমার কোন সময়ে গরম বোধ হয় না। তাছাড়া, গরমকালে শরীরে ঘামাচি হয়। এই অস্বস্তিকর পরিস্থিতির প্রতিকারের কোন সহজ উপায় জানালে আনন্দিত হব।

বি ৩২৬৮ অসিত কুমার সাহা।
কলিকাতা - ৩

উত্তর :- অনেকেরই ঘাম বেশী হয়। এর জন্য চিন্তার কোন কারণ নেই। ঘামের সঙ্গে শরীরের দূষিত পদার্থ বেরিয়ে যায়। আপনার রোজ অন্ততঃ দুবার ঠাণ্ডা জল ও সাবান দিয়ে স্নান করা উচিত।

গায়ের ঘাম শুকনো তোয়ালে দিয়ে মুছে, তারপর স্নান করবেন এবং স্নানের সময় তোয়ালে দিয়ে খুব জোরে গা রগড়াবেন। প্রতিবার স্নানের পর পরিষ্কার পোষাক পরবেন। জল ও অন্য পানীয় বেশী খাবেন। ঘাম কমাবার জন্য ওষুধ খাওয়া অথবা জল কম খাওয়া শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর

ঘামাচি হলে ঠাণ্ডা জল দিয়ে শরীর পঞ্চ করে নিয়ে কোন ভাল কোম্পানীর ট্যালকাম পাউডার ছড়িয়ে দেবেন। আধ গ্লাস জলের সঙ্গে বড় তিন চামচ সোডিয়াম-বাই-কারবনেট (খাবার সোডা) ও ১৫-২০ ফোঁটা কার্বলিক অ্যাসিড মেশাবেন। এ দিয়ে পঞ্চ করলে জ্বালা ও চুলকানি কম হবে।

প্রশ্ন :- চৈতন্যভাবে বিভোর হয়ে ঘর ছাড়তে ইচ্ছে হয়। চুপি চুপি চেষ্টাও করেছি, পারিনি। মহামায়ার মায়া জড়িয়ে লেপ্‌টে রাখতে চায়। কৃষ্ণপ্রাপ্তির আশা বড় বেশী — শরীর বিজ্ঞানের আশ্রয়ে বাঁচতে চাই। বাঁচাবেন।

— সুভাষ চক্রবর্তী (বাধাপুর, ত্রিপুরা নর্থ)

উত্তর :- দৈহিক পরিশ্রম করবেন। যাবতপক্ষে একা থাকবেন না। গঠনমূলক কাজে আত্ম নিয়োগ করুন। Valium 5 ট্যাবলেট দিনে তিনটে করে সাত দিন খাবেন। এতে ফল না পেলে কোন মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞকে দেখান।

প্রশ্ন :- এমন কোন উপায় কি আপনার

জানা আছে, যাতে মাসিক ঋতুস্রাবের দিন পিছিয়ে দেওয়া সম্ভব। ব্যক্তিগত ও সামাজিক কারণে অনেক সময় এর প্রয়োজন হয়ে পড়ে জানালে খুব উপকৃত হব।

— নাম ও ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক।

উত্তর :- Orasecron Forte ট্যাবলেট নির্দিষ্ট দিনের পাঁচ দিন আগে থেকে যত দিন প্রয়োজন হয় দিনে একটা করে খেয়ে যাবেন। এতে দশ দিন পর্য্যন্ত মাসিক ঋতুস্রাব পিছিয়ে দেওয়া চলে।

:—ঃ—:

মার্কিন মুলুকে আমার অভিজ্ঞতা

বি ৬৩৭৪ উ বগেন দ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

Sweet heart Plastic Companyতে থাকাকালীন মার্কিন মহিলা পুরুষদের সাথে মেলামেশে কাজ করে যে অভিজ্ঞতা আমার হয়েছিল লিপিমিতার ১৫ ১ নববর্ষ সংখ্যার মাধ্যমেই তা জেনেছেন। আমি যে মার্কিন ভদ্র লোকটির সৌজন্যে আমেরিকানদের সামাজিক অনুষ্ঠান সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করেছি, তাই আপনাদের এই খণ্ডে প্রকাশ করব।

কারখানা থেকে কিছু দূরে একটা গৃহের Room নিয়ে থাকতাম। আমি ঐ সময়কার প্রাত্যহিক জীবনের রোজনামচা লিখছি সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠে মুখ হাত ধুয়ে স্নান করে জামা কাপড় পরে তৈরী হয়ে নিতাম। Land Lady Mis Clinch আমাকে দুখানা ডিম সিদ্ধ, দুধ পাঁউরুটি ও চা দিয়ে Breakfast তৈরী করে দিতেন।

আমি Breakfast খেয়েই তৈরী থাকতাম। এরপর কারখানার একজন সহকর্মী আমাকে ঠিক সময়ে গাড়ী করে নিয়ে যেতেন। কারখানা থেকে ফিরে এসে ৩টার সময় চা খেতাম এবং শ্রান্ত হোয়ে বিছানায় শুয়ে পড়তাম। Land Lady আমাকে ঘুম থেকে তুলে Dinner খাওয়ার বন্দোবস্ত করতেন।

এই ভাবেই সোমবার থেকে শুক্রবার পর্যন্ত একটানা ৫ দিন চলে যেত। শনিবার ও রবিবার কারখানা বন্ধ থাকত।

[illegible] কোন কাজ থাকত না তাই মাঝে মধ্যে Boston বেড়াতে যেতাম। এই প্রসঙ্গে [illegible] নয়ে রাখি ইউরোপ ও ইংল্যাণ্ডের মতন Land Ladyরা তাদের ভাড়াটেদের জন্য [illegible] রকম তৈরী খাবার পরিবেশন করেন American Land Ladyরা তা সাধারণতঃ [illegible] না।

[illegible] সমস্ত অবিবাহিত অথবা বিবাহিত [illegible] কাজের খাতিরে স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের [illegible] কোন ছোট্ট শহরের Room নিয়ে [illegible] তারা Resturent অথবা Hotelএ [illegible] আসেন। এদের প্রত্যেকেরই গাড়ী [illegible] তাই তাদের বাড়ী থেকে Hotel [illegible] Resturentএ যেতে কোন অসুবিধা হয় না।

আমার তখন গাড়ী ছিল না। তাই Land Lady আমার অসহায়তার কথা ভেবে নিজেই রান্না করে দিতেন আমার জন্য। এই ভদ্র মহিলা সত্যিই আমাকে স্নেহ করতেন। আমি কারখানায় বেরিয়ে গেলে উনি নিজেই আমার ঘর-দোর, বিছনা পরিস্কার করে দিতেন। আমার ছাড়া জামা-কাপড় সমস্ত কিছুই উনি Machineএ ধুয়ে মুছে সাজিয়ে রাখতেন।

Mrs Clinch একজন বয়স্কা বিধবা ভদ্র মহিলা। উনার স্বামীর কাছ থেকেই বাড়ীটা পেয়েছেন। পাশের দুইখানা বাড়ীর পরেই তার ছেলে থাকেন। অথচ একটি বারের জন্যও তার বৃদ্ধা মাকে দেখতে আসতেন না।

ভদ্র মহিলা এই বৃদ্ধা বয়সেই বাজার Town Hall, Telephone Officeএ দৌড়াদৌড়ি করতেন তার নিজস্ব বাড়ী রক্ষণাবেক্ষণের জন্য এবং সুপার Marketএ খাবার কেনার জন্য।

Mrs Clinch আমাকে Wilmingtonএ স্থানীয় একটা Church এর পাদ্রীর সাথে আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন। প্রতি রবি-

বারই আমি Breakfast খেয়ে Churchএ যেতাম। Church এর মধুর কণ্ঠে ভগবানের নাম গান (Hymns) আমার খুবই ভালো লাগত। দেশে আমার ধারনা ছিল Americaতে প্রত্যেকেই Churchএ যায়। কিন্তু, এখানে এসে দেখলাম তা নয়।

Churchএ যারা যায় তারা সকলেই পৌঢ় অথবা পৌঢ়া কিম্বা বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা। এরা Church এর প্রার্থনা সভা অনুষ্ঠানের পর পরস্পর পরস্পরের কুশল বিনিময় করতেন। এই ভাবেই তাদের নিঃসঙ্গ জীবনের কিছুটা সামাজিক মেলা-মেশার মধ্য দিয়ে অতিবাহিত করেন।

এই গীর্জাতেই আমার আলাপ পরিচয় হোয়েছিল Wilmington Club এর President Mr. Carl Noelcke এর সাথে। ভদ্রলোক আমাকে কি চোখে দেখে ছিলেন জানি না। ওনার সান্নিধ্য ও সঙ্গ আমার প্রবাসী জীবনে অনেক দিন মনে থাকবে। উনি প্রায়ই তার বাড়ীতে আমাকে Dinner খাওয়াতেন।

শনি ও রবিবারে কোথায়ও গেলে তিনি আমাকে সঙ্গে নিয়ে যেতেন।

আপনারা অনেকেই Lions, Rotarians অথবা Kiwanis Club এর কথা শুনেছেন। এই সব আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলো মানব সমাজের সেবায় উৎসর্গীকৃত। এরা নানা রকম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে যেমন Street Collection, Dancing Party ইত্যাদির মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ করে পৃথিবীর সর্বত্র Retina Research Foundationকে সাহায্য করেন।

Mr. Noelcke আমার মনোভাব বুঝতে পেরে আমেরিকায় অনুষ্ঠিত প্রতিটি সামাজিক অনুষ্ঠানে নিয়ে যেতেন। এই রকম এক সামাজিক অনুষ্ঠানে আমেরিকানদের বিয়ের অনুষ্ঠান কি ভাবে সুসম্পন্ন হয় তার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলাম।

আমাদের দেশের বিবাহ প্রথার সাথে আমেরিকান বিবাহ প্রথার যে কি পার্থক্য তা লক্ষ্য করলাম। আমাদের দেশে যেদিন সংসারে মেয়ে আসে সেদিন থেকে মেয়ের বাবার ঘুম ছুটে যায়। মেয়ের মায়েরা সেদিন থেকেই নতুন শাশুড়ি হওয়ার স্বপ্নে বিভোর হোয়ে ওঠেন।

বাবা সেদিন থেকেই মেয়ের বিবাহের জন্য L. I. C. এর Premium দিতে থাকেন আর Provident Fund এর সঞ্চয় বৃদ্ধি করেন। এদেশে এই দিক দিয়ে

দেখতে গেলে বাবামার কাছে ছেলেমেয়ের কোন পার্থক্য নেই। High School পর্যন্ত ছেলেমেয়েরা মা-বাবার তদারকিতে থাকেন। High School এর গণ্ডী পেরুলেই মা — বাবারা প্রকারন্তরে বুঝিয়ে দেন এবার তোমরা নিজের নিজের পথ দেখ।

এই সময় ছেলেমেয়েরা নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে আত্মনির্ভরশীল হোয়ে ওঠার জন্য অমানুষিক পরিশ্রম করেন। এই সময় যদি বাবা একটু দয়ালু হন তাহলে ছেলেকে আর্থিক সাহায্য করেন। মেয়েরাও School থেকেই মনোমত Boy-friend পাকরাও করে তার সাহায্যেই দাঁড়াতে চেষ্টা করে।

এরপর ছেলেরা একটু Settled হোলে নিজেরাই বিয়ে করে মা-বাবার মতামতের তোয়াক্কা না রেখে। ছেলেরা অনেকেই College এ পড়াশুনা করতে করতে বিয়ে করে তখন তাদের সদ্য বিবাহিতা স্ত্রী রোজ-গার করে সংসার চালায়।

এইবার বিবাহ অনুষ্ঠানটি কি সংক্ষেপে সাড়া হয় তাই বলি। শনিবার ছুটির দিনেই বিয়ের দিন স্থির করা হয়। বিয়ের ঠিক আগেই ছেলে ও মেয়ে উভয়কেই Blood Test করতে হয় তাদের রক্তে কোন দূষিত যৌন রোগ (Veneral Disease) আছে কিনা। এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর বিয়ের দিনে ছেলে ও মেয়ের মা, বাবা নিকট আত্মীয় ও ঘনিষ্ঠ বন্ধু-বান্ধবেরা গীর্জায় যায়।

আমাদের দেশে যেমন বিয়ের স্ত্রী আচার অনুষ্ঠান করার জন্য এয়োতী স্ত্রী নির্ব্বাচিত হন এদেশেও এইরকম বিয়ের এয়োতী স্ত্রী অনুষ্ঠানে আসেন। সাধারণত, ছেলেমেয়ের বোনেদের মধ্যেই এই এয়োতী স্ত্রীরা নির্ব্বাচিত হন। এদের Maids বলা হয়। এই Maidsরা স্বামীদের হাত ধরে সকলের উপস্থিতিতে প্রথমে গীর্জায় Parade করে আসেন।

সবশেষে কনে তাদের Maidsদের হাত ধরে ধীরে বিয়ের Gown পরে সুসজ্জিত হয়ে গীর্জায় পুরোহিতের কাছে যায়। বিয়েতে একজন 'Best Man' নির্ব্বাচিত হন। ইনি সাধারণতঃ ছেলের আপন দাদা অথবা ভাই। ইনিই বিয়ের সময় বরের যাবতীয় কাজ কর্ম্ম করেন যেটা আমাদের দেশে বর কর্ত্তা করে থাকেন।

এরপর পুরোহিত অর্থাৎ গীর্জার পাদ্রী মশায় প্রথমে প্রার্থনা সভা শুরু করেন। উনি প্রভু যীশু খৃষ্টের কাছে নব-দম্পতীর মঙ্গল কামনা করে প্রার্থনা করেন সকলে

উঠে দাঁড়িয়ে মাথা নীচু করে পুরোহিতের সাথে গলা মিলিয়ে বিবাহ অনুষ্ঠানে প্রার্থনা করেন।

এরপর পুরোহিত বিবাহ অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন। উনি ছেলেকে শপথ বাক্য পাঠ করান। যার ভাব ও ভাষা সম্পূর্ণ এক আমাদের বিবাহের মন্ত্রের মতন সেই ... 'যদিদং হৃদয়ং তব ... . হৃদয়ং মম'।

তফাৎ শুধু সংস্কৃতের বদলে ইংরাজীতে বিবাহের মন্ত্র উচ্চারিত হয়। এর পরই বিয়ের কনে বউ একই শপথ বাক্য উচ্চারণ করেন। বর ও কনে উভয়েই পবিত্র বাইবেল স্পর্শ করে শপথ বাক্য উচ্চারণ করেন। তারপর নব-বিবাহিত দম্পতী সকলের করতালি ও আনন্দ উচ্চাসের মধ্য দিয়ে হাত ধরাধরি করে একটা ফুল দিয়ে সাজান গাড়ীতে গিয়ে উঠে বসেন। ঐ সময় Cameraতে ছবি তোলা হয়। তারপর কিছুক্ষণ বিরতি। শপথ অনুষ্ঠান শেষ হবার পরই অঙ্গুরী বিনিময়।

বিরতির পর কনের বাবা Reception বা প্রীতিভোজের আয়োজন করেন। এই প্রীতিভোজের সমস্ত খরচের দায়িত্ব মেয়ের বাবাই বহন করেন। তবে এই খরচাটা আমাদের দেশের তুলনায় কিছুই নয়।

গীর্জার এক Basement এর মধ্যেই প্রীতিভোজের আয়োজন করা হয়। এবং ওখানেই Table এব নানা রকম খাবার সাজানো থাকে। যার যেমন ইচ্ছে খাবার তুলে নেন। যারা একটু খরচ করেন তারা Church এর সামনেই মাঠের মধ্যেই সামিয়ানা খাটিয়ে প্রীতিভোজের আয়োজন করেন।

এই প্রীতিভোজে ছেলেমেয়েদেব খুব নিকট আত্মীয় এবং তাদের ঘনিষ্ঠ বন্ধু - বান্ধবীরা এসে থাকেন। এরা সকলেই এমন জিনিস উপহার দেন যেগুলি সদ্য বিবাহিত দম্পতীর সাংসারিক কাজে খুবই প্রয়োজন হয়। এর কারণ হোল মেয়ের বাবা এক Reception বা প্রীতিভোজের খরচ ছাড়া আর কোন কিছু খরচ করবেন না।

এমন কি মেয়ের বিয়ের গাউনটাও মেয়েকে নিজের খরচে কিনতে হয় অথবা সে তার মায়ের কাছ থেকে আদায় করে নেয়।

ছেলেরাও বিয়ের Suit হয় ভাড়া করে আনেন আর যাদের সংগতি আছে তারা কিনে নেন। এখানে মেয়ের বাবা ছেলেকে অথবা ছেলের বাবাকে যৌতুক হিসেবে একটি পয়সাও দেবেন না। তবে বিয়ের পর ছেলের শ্বশুড়মশায় ছেলেকে সর্ব্বত ভাবে সাহায্য ও সহযোগিতা করেন যাতে তাদের

মেয়ে জামাই সুখে স্বাচ্ছন্দে ঘর কন্না করেন।

প্রীতিভোজ অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই নব বিবাহিত দম্পতী সকলের কাছ থেকে দূরে চলে যান, মধুর - যামিনী (Honey moon) যাপন করতে। যদি বিয়ের দিনই Honey moon করতে যেতে না পারেন তাহলে কোন Hotel অথবা Motel এ রাত কাটান। তারপর অফিস থেকে ছুটি নিয়ে 'মধুর যামিনী' যাপন করতে যান।

এই Honey moon (মধু চন্দ্রিমা) বিয়ের একটা বিশেষ অঙ্গ। এ দেশের ছেলে মেয়েরা পরস্পর ভালোবাসার পরই যখন বিয়ের দিন স্থির করেন তার আগেই কোথায় Honey moon করতে যাবে ঠিক করে নেয়।

যাদের একটু পয়সা আছে তারা 'Bermuda' (একটি বৃটিশ শাসিত) দ্বীপে চলে যান। আর যারা সাধারণ মধ্য - বিত্ত তারা Florida অথবা Omachaতে যান সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক নৈসর্গের মধ্যেই তারা 'মধু-চন্দ্রিমা যাপন করেন। এই Honey moon যেখানেই হোক না কেন বেশ কয়েক হাজার ডলারের খরচ। এই খরচ সম্পূর্ণ বিবাহিত স্বামী - স্ত্রীদেরই বইতে হবে। সেই জন্য বিয়ের আগে ভাবী স্বামী ও স্ত্রীরা রাত দিন "Honey moon" এর খরচ তোলার জন্য খাটে।

এই সময় ছেলে মেয়েদের Over Time কাজ করার আগ্রহাতিশয্য দেখে আমাদের সত্যিই হাসি পায়।

মিতা ভাইবোন, ভেবে ছিলাম এই পরিচ্ছেদের মধ্যেই "মার্কিন মুলুকে আমার অভিজ্ঞতা" শীর্ষক ধারাবাহিক রচনাটি শেষ করে দেব। কিন্তু তা হোল না। এ দেশে আরও একটা করুণ অভিজ্ঞতার কাহিনী না লেখা হলে আমার মনে একটা ক্ষোভ থেকে যাবে।

এটা হোল বৃদ্ধ - বৃদ্ধাদের করুণ নিঃসঙ্গ জীবন এবং তাদের মৃত্যু ও মৃত্যুর পর তাদের মহাসমারোহে পারলৌকিক ক্রিয়া ইত্যাদির কাহিনী। Mr Carl Noelck? আমাদের Lion Club এর একজন সভ্যের মৃত্যুর পর তাঁর দেহ সংকারের অনুষ্ঠানের সময় আমাকে নিয়ে উপস্থিত ছিলেন।

ঐখানে উপস্থিত থেকে আমি যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি আগামী লিপিমিতার কোন একটা সংখ্যায় আপনাদেরকে বিস্তারিত ঘটনা জানাব।

—:—

চতুষ্পাঠীর চত্বরে

প্রশ্ন • উত্তর •

—শ্রীজিষ্ণু শর্মা।

১৮৯) নমিতা ঘোষাল, মুর্শিদাবাদ —

আমরা অনেকেই কম বেশী পান খেয়ে থাকি। এই পানের দোষ গুণ সম্বন্ধে কিছু জানালে বিশেষ উপকৃত হব।

উঃ — এটি বলকারক যেমনি বলহানিকরও তেমনি, অবশ্য ক্ষেত্র বিশেষে।

১) নবপত্রে শ্লেষ্মা বৃদ্ধি করে, পুরাতন পত্রে শ্লেষ্মা দূর করে।

২) পরিমিত ব্যবহারে পরিপাক শক্তি যেমন বৃদ্ধি করে অপব্যবহারে তেমনি আবার অজীর্ণ বৃদ্ধি করে।

৩) পাতার রস ইন্দ্রিয় শক্তির বল দান করে কিন্তু শিরা খেলে (বোঁটা সমেত প্রধান শিরা) ইন্দ্রিয়ের বলহানিও করে।

৪) শরীরের চামড়ায় এর রস দাহ সৃষ্টি করে আবার দগ্ধ চামড়ায় এর রস স্নিগ্ধতা নিয়ে আসে।

৫) এর পাতার রস মুখের জড়তা, ... অরুচি দূর করে, আবার এই পানের রস বাসি হলে ঠিক এই গুলিই বাড়িয়ে দে...

খাওয়ার পর একটি করে পান ... মুখে যে লালা নিসৃত হয় তাই হয় হজমের সহায়ক, কিন্তু আর একটি অন্তর্নিহিত গুণ এর আছে যেটি প্রাণীর নাড়ীর ... প্রসারণ শক্তি বাড়িয়ে দেয়।

দাঁতের মাড়ির দূষিত ক্ষতে পুঁজ জ... থাকলে পানের রসের সঙ্গে অল্প জল মি... কুলকুচি করলে ওখানে আর পুঁজ জমে... ক্রমশঃ এই ক্ষত শুকিয়ে যায়।

পুরানো দাদ বা চাপড়া চুলকানিতে

পানের রস ঘসে দিলে কয়েক দিনেই ও ভাবটা চলে যায়। কানের পুঁজে এর রস গরম করে দুই এক ফোঁটা কানে দেওয়ার বিধি দেশগাঁয়ে তো আছেই। হাতে পায়ে হাজায় পানের রস অল্প গরম করে রাত্রে লাগিয়ে দিয়ে রাখুন, উপশম হবে

১৯০) নিরাপদ মুখোপাধ্যায়, পাটনা —

ভারতের স্বাধীনতা দিবস কোন সাল থেকে পালিত হতে শুরু হয় এবং কংগ্রেসের কোন্ অধিবেশনে তা প্রস্তাবরূপে অনুমোদিত হয়?

উঃ — ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে ডিসেম্বর পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর সভানেতৃত্বে লাহোর কংগ্রেসের যে অধিবেশন হয়, সেই সভায় মহাত্মা গান্ধী "২৬শে জানুয়ারী স্বাধীনতা দিবসরূপে সারা ভারতে পালিত হোক" — এই প্রস্তাব অনুমোদন করিয়ে নেন এবং ১৯৩০ খৃষ্টাব্দের ২৬শে জানুয়ারী সারা ভারতে ঐ স্বাধীনতা দিবস প্রথম পালিত হয় এবং এখনো তা পালিত হয়ে আসছে।

১৯১) জীবন হালদার, মালদহ —

কবে থেকে কোলকাতার আকাশবাণীতে "মহিষ মর্দিনী" শ্রীদুর্গা অনুষ্ঠানটি শুরু হয়?

উঃ — ১৯৩০ খৃষ্টাব্দের মহা-ষষ্ঠীর দিন থেকে কোলকাতার আকাশবাণীতে "মহিষ-মর্দিনী শ্রীদুর্গা" অনুষ্ঠানটি প্রথম শুরু হয়।

এরপর থেকে প্রতি বৎসর মহালয়ার দিন উল্লিখিত অনুষ্ঠানটি বেতারে নিয়মিত হয়ে আসছে। আরম্ভের দিন থেকে বর্ত্তমান কাল পর্যন্ত সূত্রধরের কর্ম করে আসছেন শ্রীবীরেন্দ্র কৃষ্ণ ভদ্র।

১৯২) রাধানী দেবী, বারাণসী —

সাময়িকী পত্রিকার প্রথম বাঙ্গালী মহিলা সম্পাদক কে ছিলেন? পত্রিকাটির নাম কি ছিল এবং কোন সালে প্রকাশিত হয়?

উঃ — সাময়িকী পত্রিকার প্রথম বাঙ্গালী মহিলা সম্পাদক ছিলেন থাকমণি দেবী। পত্রিকাটির নাম ছিলো 'বঙ্গবাসী' এবং প্রকাশিত হয় ১২৮০ বঙ্গাব্দে।

—:—

স্মৃতি বাসরে বিশ্ব পরিচয়

— শ্রীভুবুরী।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

কালের মহাসাগর থেকে স্মরণ যোগ্য কিছু রত্ন আহরণ করে মিতা ভাই বোনদের হাতে উপহার দেবার চেষ্টা করছি। আমার আহরণে কিছুটা এলোমেলো সংগ্রহ থাকবে। পাঠক - পাঠিকারা সেগুলো তাঁদের সঞ্চয়ের যাদুঘরে যথাযোগ্য স্থানে সাজিয়ে গুছিয়ে রাখতে চেষ্টা করবেন।

২রা জুন, ১৭৭২ খৃঃ অঃ—

স্যামুয়েল টেলার কোলরিজ (Samuel Taylor Coleridge) ডিভন্‌শায়ারের ওটারীতে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা ছিলেন এক গীর্জার পুরোহিত। ইনি পিতার ত্রয়োদশ সন্তান। শৈশব থেকেই এঁর দেহ রুগ্ন হয়ে পড়ে।

নয় বৎসর বয়সে একবার কোন কারণ বশতঃ তাঁর ভাইয়ের সঙ্গে ভীষণ কলহ হয় এবং তিনি সারা রাত বাড়ির বাইরে দারুন ঠাণ্ডা ও বৃষ্টির মধ্যে রাত কাটান। এর ফলে তিনি আজীবন বাতে ভোগেন এবং ব্যথা হরণের জন্য আফিং ধরেন।

দশ বৎসর বয়সে তিনি স্কুলে ভর্তি হন এবং আট বৎসর তিনি নিয়মিত পাঠ গ্রহণ করেন। ছোট বয়স থেকেই আরব্য উপন্যাস এবং বিভিন্ন দেশের রূপকথা উপকথা প্রভৃতি পড়তে অত্যন্ত ভালবাসতেন।

The Rhyme of the Ancient Mariner, Kublai Khan প্রভৃতি বিখ্যাত কবিতাগুলি তাঁরই রচিত। চার্লস ল্যাম্ব, ওয়ার্ডসওয়ার্থ, সাদী প্রমুখ মণীষীগণ তাঁর অন্তরঙ্গবন্ধু ছিলেন। ১৮০৪ খৃঃ ইনি ইহোলোক ত্যাগ করেন।

১৩ই সেপ্টেম্বর ১৮০৩ খৃঃ অঃ—

বিখ্যাত কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ্‌ তাঁর সুবিখ্যাত কবিতা "দি সলিটারি রীপার" রচনা করেন। এই সময় তিনি তাঁর ভগ্নি ডোরোথি ও বন্ধু কোল্‌রিজ্‌কে নিয়ে স্কট্‌ল্যাণ্ড পরিভ্রমণ করছিলেন। উল্লিখিত কবিতাটি

১৮০৭ খৃ: Palgirave's Golden Treasury Oxford সংস্করণে প্রথম প্রকাশিত হয়।

৫ই অক্টোবর ১৮৮১ খৃ: অ: —

প্রসিদ্ধ স্প্যানিশ্ চিত্রশিল্পী পিকাসো জন্ম গ্রহণ করেন। ইনি ছিলেন বিংশ শতাব্দীর সবচেয়ে বড় বিপ্লবী ও বিতর্কিত শিল্পী। পিকাসো চিত্রশিল্পে কিউবিক্ ধাবার প্রবর্তক। এঁর পিতাও ছিলেন একজন বড় শিল্পী।

পিকাসো মাত্র চৌদ্দ বৎসর বয়সে দ্রুত অথচ সুন্দর চিত্র আঁকার দক্ষতা দেখে তাঁর পিতা রং তুলি তাঁকে একেবারে দিয়ে এবং জীবনে আর তিনি ছবি আঁকেন নি। পূর্ব্বে পিকাসো মাদ্রিদে বাস করতেন, জেনারেল ফ্র্যাঙ্কো স্পেন অধিকার করার পর তিনি তার একনায়কত্বে বিরক্ত হয়ে স্পেন ত্যাগ করে ফ্রান্সের দক্ষিণ প্রান্তে এসে বসবাস সুরু করেন। ঐখানেই তিনি ৮ই এপ্রিল ১৯৭৩ সালে ৯১ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন। তিনি একজন খাঁটি কম্যুনিষ্ট্ ছিলেন।

৩রা অক্টোবর ১৯৫৭ খৃ: অ:—

কলকাতার আকাশবাণী থেকে "বিবিধ ভারতী' অনুষ্ঠানটি প্রথম সুরু হয়।

—::—

শোন আমি কাউকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে ডাকছি না। যদি কারো মাতৃভূমির প্রতি টান থাকে, যদি কারো স্বধর্ম্মের প্রতি সম্মানের জ্ঞান থাকে, যদি কেউ স্বাধীনতার জন্য প্রাণ উৎসর্গ করতে প্রস্তুত থাকে সে এসো। সে একাই এক'শ। ক্ষীণ সঙ্কল্প, দ্বিজ সন্দিগ্ধ ব্যক্তিকে আমি চাই না।

--- দ্বিজেন্দ্রলাল

সংগ্রাহক:- ৬৯ ৯ এম, আর, রায
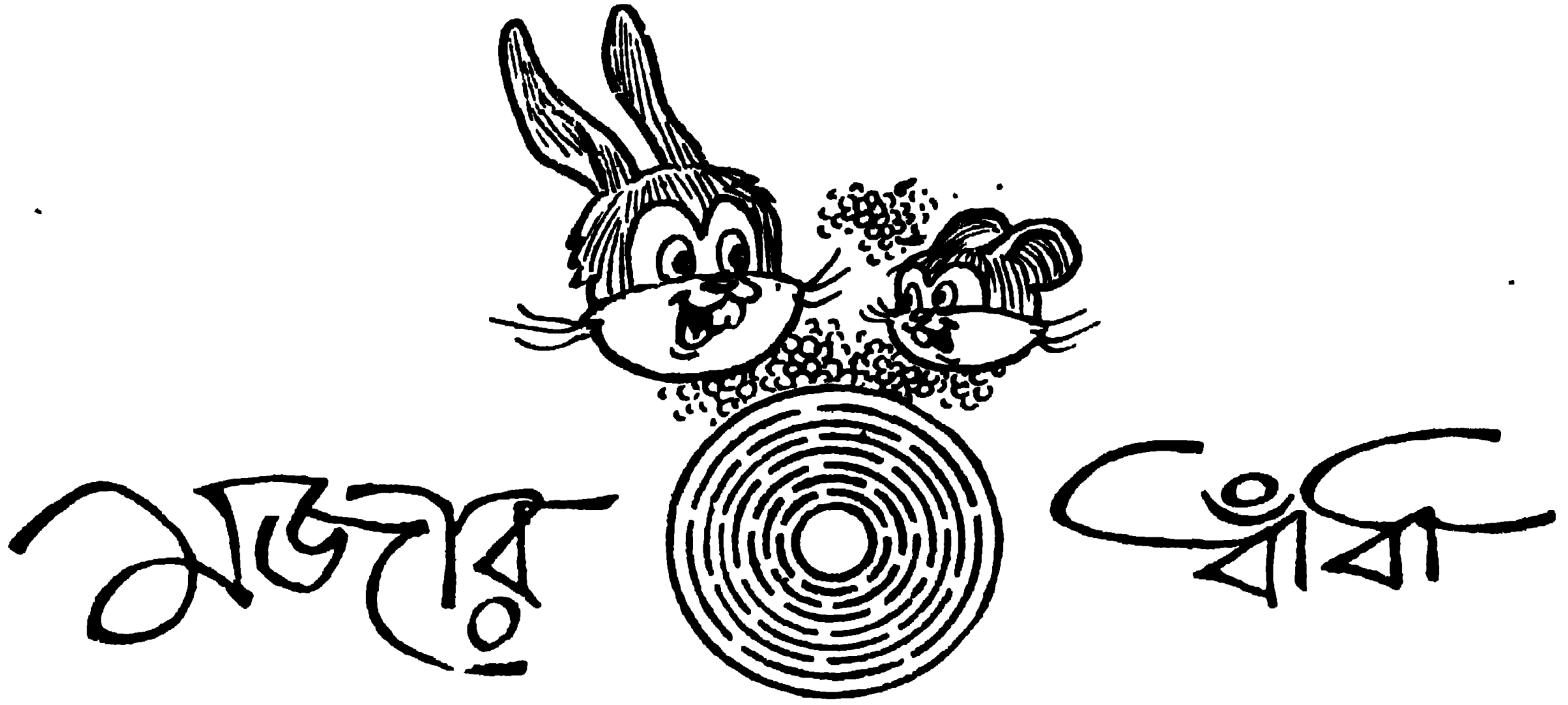
মজার ধাঁধা

বার্ষিক ধাঁধা প্রতিযোগিতার পরিবর্তে এবার থেকে প্রতিটি সংখ্যার জন্য এই প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হল। এই প্রতিযোগিতায় দুটি পুরস্কার আছে। প্রথম পুরস্কার ১০ টাকা ও দ্বিতীয় পুরস্কার ৫ টাকা।

একাধিক মিতা যদি একই পুরস্কার লাভে সমর্থ হন তবে লটারীর সাহায্যে একজনকেই বাছাই করে পুরস্কার দেওয়া হবে। অবশ্য সফল প্রতিযোগীদের নাম লিপিমিতায় প্রকাশ করা হবে।

নিম্নলিখিত ধাঁধাগুলির উত্তর ২০শে অগ্রাণ ১৩৮১ এর মধ্যে সংঘের কার্যালয়ে পৌছান চাই। এই সঙ্গে উত্তর সহ মৌলিক ধাঁধা পাঠাতে অনুরোধ জানাচ্ছি।

কি দেখলাম বল দেখি
শ্যামলা দীঘির পাঁকে
গলা আছে তলা নই
লোকের সাথে হাঁটে
পেট আছে ভরা নয়
বাঁশে দেহ গড়া
বলতে তুমি পাবে ঠিকই
নয় কো বেশী কড়া।

বি ৬২৩৩ অবনী ভূষণ

২। চারি বর্ণে নাম মোর
ব্যবসায়ের প্রাণ
অভিজ্ঞ হব আমি
যদি না কর আপন।
তৃতীয় বর্ণ কেটে দেখো
বিশ্বব্যাপী আমার অবদান।

৭ ৮২ অমিতাভ নাগ

৩। কাজের মাঝে বলতে গিয়ে
গল্পের শেষ রইল বাকী
কীসের কথা বলছি আমি
পার কিনা দেখি।

বি ৫৭৬০ জ্ঞানেন্দ্র নাথ রায়

৪। সাগরেতে জন্ম তার লোকালয়ে বাস
মায়ে ছুঁলে পুত্র মরে, একি সর্বনাশ
এমন রাক্ষুসী মাতা কভু দেখি নাই
পুত্র যদি কোলে যায় অমনি ধরে খায়।

বি ৬১৫০ সুখময় কুণ্ডু

৫। চার পায়ে দাঁড়ায়ে
হাতে হাত ঘষে
বাঁশী বাজায় বোঁও বোঁও
ধরতে গেলে দেয় ভোঁ
কল্পনা কি করছি
বল দেখি সখে।

৭১৬৬ সমীর কুমার চক্রবর্ত্তী

লিপিমিতার ১৫শ বর্ষ ১ম সংখ্যায় প্রকাশিত ধাঁধাগুলির উত্তর এইরূপ :—

১) নৌকা, ২) আনারস, ৩) গাভাস্কার যখন ওপেনার তখন সে সোলকারের প্রথম বলে একটা চার মারল। তার পরের বলে সে তিনটে রান নিল। তার মধ্যে একটা সর্ট রাণ হল। অতএব গাভাস্কারের রান সংখ্যা হল ছয়। এর পরের বলে মোকাবিলা করল পারকার একটা ছয় মেরে। ৪) কোন্নগর, ৫) মিতালি।

পাঁচটি উত্তর মাত্র একজন মিতার ঠিক হয়েছে - ৭৩১৫ নবকুমার হালদার।

চারটি উত্তর দিয়েছেন :—

বি ৫৭৬০ জ্ঞানেন্দ্র নাথ রায়, ৬৭৮৩ স্নিগ্ধা দাশগুপ্তা।

তিনটি উত্তর দিয়েছেন :-

বি ৩০১৮ ডাঃ গীতা দাস (সিনহা), ৬৬৯৯ চণ্ডিকা প্রসাদ ঘোষাল, ৭১৮২ অমিতাভ নাগ, ৭৩৪৯ রত্না রায়, ৭৪৩২ মৃদুল কুমার বসু, বি ৭৫৪৬ বিশ্ববসু দাস, ৭১৩৭ পতিত পাবন প্রামাণিক, ৭৬৬৬ দেবাশীষ মজুমদার, ৭৬৮০ নিত্যানন্দ সাউ, ৭৭১৫ আলপনা চট্টোপাধ্যায়।

দুটি উত্তর দিয়েছেন :-

৬৩৬৩ মাধুরী ভট্টাচার্য, বি ৬৪৭২ প্রদীপ

দাস ও ৭৬২৮ দিলীপ কুমার রায়

এই প্রতিযোগিতায় ৭৫ জন মিতা অংশ গ্রহণ করেছিলেন। এদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেছেন ৭৩৪৫ নবকুমার হালদার ও দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছেন ৬৭৮৩ স্নিগ্ধা দাশগুপ্তা ও বি ৫৪৬০ জ্ঞানেন্দ্র নাথ রায়। তবে দুজনের মধ্যে লটারীর সাহায্য নেওয়া হয়। তাতে প্রথম জন পুরস্কার লাভে সমর্থ হয়।

—:—

১৫শ বর্ষ ১ম সংখ্যায় প্রকাশিত অনুমানস প্রতিযোগিতার ফল ঘোষণা

অনুমানস প্রতিযোগিতার আটটি প্রশ্নের উত্তর নীচে দেওয়া হল।

১। চন্দ্রদ্বীপ

২। ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে ভি, কে, জোওরিস্‌-কিন আবিষ্কার করেন।

৩। লর্ড কর্ণওয়ালিশ

৪। ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ডের রাগবী স্কুলে খেলাটি প্রথম চালু হয়।

৫। বুদ্ধদেব বসুর

৬। ১৪ই ফেব্রুয়ারী ১৫৫৬ খৃষ্টাব্দে

৭। আসল নাম এরিকওথে্‌স ছিল।

৮। কবি সেক্সপীয়র ও বিজ্ঞানী গ্যালিলিও।

এই প্রতিযোগিতায় ৫০ জন মিতা অংশ গ্রহণ করেছিলেন। এদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেছেন বি ৫৪৬০ জ্ঞানেন্দ্র নাথ রায় এবং দ্বিতীয় স্থাম অধিকার করেছেন ৭৭৭৩ সেখ রেয়াজুল হক। পরবর্তী সংখ্যায় অনুমানস প্রতিযোগিতার প্রশ্নাবলী প্রকাশ করা হবে।

মার্কিণ থেকে বিজয়ার চিঠি

৭৫৫৩ শ্রীমতী রত্না দে

আজ চিঠির শুরুতেই সঙ্ঘের মিতা-ভাই-বোনদের প্রত্যেককে শুভ ৺বিজয়ার আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি সুদূর মার্কিন মুলুক থেকে। আপনারা যখন এই চিঠি পড়বেন তখন বাঙালীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপূজা শেষ হয়েছে। ৺লক্ষ্মীপূজা, ৺কালী পূজা, ভাইফোঁটা, জগদ্ধাত্রী পূজা সুসম্পন্ন হয়েছে। চারিদিকে অভাব - অনটনের মাঝখানে এবং নিত্যনৈমিত্তিক জিনিষপত্রের আকাশছোঁয়া দামের জন্য উদ্ভূত পরিস্থিতির মধ্যেও পূজার কটা দিন নিশ্চয়ই আনন্দে কাটিয়েছেন।

ইতিমধ্যে আপনারা সংবাদপত্রের মাধ্যমে নিশ্চয়ই অবগত হয়েছেন যে বস্‌টনে দুর্গা-পূজা খুব ধুমধাম করে সুসম্পন্ন হয়েছে। এবার বস্‌টনের শারদীয়া পূজার বিবরণী শুনুন।

এখানকার বাঙালী সমাজের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের গোড়াপত্তন হয় বেশ কিছুদিন আগেই। সরস্বতী পূজা দিয়ে এ বছরের উৎসব শুরু হয়। তারপর ৮ই জুলাই এক সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয় সম্মিলিত 'বনভোজন' উৎসব। এর পরই 'প্রবাসী" বস্‌টন থেকে ২৫ মাইল দূরে Waltham (ওয়ালথামের) Y. M. C. A Recreation Hall - এ শারদীয়া দুর্গা পূজার আয়োজন করেন। Tagore Society of New England ও স্বেচ্ছায় 'প্রবাসী' কর্তৃক পরিচালিত এই দুর্গোৎসব-কে সম্পূর্ণ সার্থক রূপদান করতে সাহায্য করেন।

এক কথায় বলতে গেলে বস্‌টন এবং তার আশে - পাশের প্রায় সমস্ত বাঙালীই এই উৎসবে অংশ গ্রহণ করে একে সাফল্য-মণ্ডিত করেছে।

প্রতিমা ও আনুষঙ্গিক জিনিষপত্র কলকাতা থেকে বিমানযোগে আনা হয়। নির্দিষ্ট দিনের পরিবর্তে কিন্তু পূজা শুরু হয় শুক্রবার, ৫ই অক্টোবর।

দিনক্ষণ অনুযায়ী উৎসবের সূচনা সম্ভব

হল না। বহুদিনের সঞ্চিত আশা পূরণ হতে চলেছে এ বছরে। সপ্তাহ শেষের নিশ্চিন্ত অবসরই যদি না পাওয়া গেলো, তাহলে দূর - দূরান্ত থেকে সকলে আসবেই বা কি করে আর অনুষ্ঠানই বা সম্ভব হবে কি করে? এখানে তো একটা সম্পূর্ণ দিন দূরের কথা, এক ঘণ্টাও সবেতন ছুটি অনেকেরই কপালে জোটে না। তাই এক রকম অনিচ্ছাতেই করতে হল এই নিয়ম ভঙ্গ।

প্রথম দিন, ৫ই অক্টোবর শুরু ষষ্ঠী পূজা। পূজা সুসম্পন্ন করেন বীরেশ্বর চক্রবর্তী, সরোজ সান্যাল ও হিমাংশু ভট্টাচার্য্য। পূজার পর প্রসাদ বিতরণ করা হয়। এরপর অনুষ্ঠান মঞ্চেই সত্যজিৎ রায়ের তথ্যচিত্র 'রবীন্দ্রনাথ' দেখানো হয়। এদিন বস্টন এবং তার আশ - পাশের অনেক বাঙালীই এসেছিলেন উৎসব প্রত্যক্ষ করতে।

শনিবার, ৬ই অক্টোবর, সকাল থেকেই সপ্তমী ও অষ্টমী পূজা শুরু হয়। পুরোহিতের ভূমিকায় ছিলেন বীরেশ্বর চক্রবর্তী, মণি শর্মা এবং হিমাংশু ভট্টাচার্য্য। এদিন এরা সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ম্যারাথন রেসের মতন একটানা পূজা করে যান।

অনুষ্ঠানে যোগদান করতে বহু দূর থেকে বাঙালীরা এসেছিলেন। বৃহত্তর বস্টনের বাঙালীরা ছাড়াও Rhode Island, New Hampshire, Hartford - এইসব New England States থেকেও সকলে জমায়েত হয়েছিলেন। এছাড়া এসেছিলেন স্থানীয় American এবং বহু অ-বাঙালী ভারতীয়।

সকালে পূজা শেষ হল। সকলে পুষ্পাঞ্জলি দেবার জন্য ব্যস্ত। পূজারী বিরেশ্বর চক্রবর্তী এবং মণি শর্মা সকলেই সুশৃঙ্খলভাবে দেবার ব্যবস্থা করেন। এরপর সকলকে সপ্তমী পূজার প্রসাদ বিতরণ করা হয়

এবার অষ্টমী পূজা শুরু হয় এবং সন্ধ্যা পর্যন্ত অনুষ্ঠান চলে। অষ্টমী পূজার পূজা মণ্ডপে প্রচণ্ড ভীড় হয়। কিন্তু দর্শনার্থীরা সকলেই সুশৃঙ্খল ছিলেন। অনুষ্ঠানে আগত প্রত্যেককেই প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

এক সুন্দর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এদিনের উৎসব শেষ হল।

রবিবার সকাল বেলাই নবমী পূজা শুরু হয়। পুরোহিত ছিলেন বীরেশ্বর চক্রবর্তী, মণি শর্মা হিমাংশু ভট্টাচার্য। পূজার পর সকলেই পুষ্পাঞ্জলি দেন। সেদিন বস্টন এবং তার চারপাশের ছড়িয়ে

পড়া বাঙালী ছাড়াও বহু অবাঙালী পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করেন। তারপর প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

প্রসাদ বিতরণের পর দশমী - তিথির বিহিত অনুষ্ঠানগুলি বিসর্জন, দর্পনে মুখ দেখা, প্রতিমাকে মিষ্টি খাওয়ানো — ইত্যাদি বিভিন্ন ক্রিয়া - কর্ম চলতে লাগলো। সঙ্গে সঙ্গে সকলেই শেষ হয়ে আসা উৎসবের মধুর অথচ বিষণ্ণ মুহূর্তগুলিকে প্রাণ দেবার জন্য উঠে পড়ে লাগল। মেয়েদের সিঁদুর খেলা দেখতে দেখতে হোরি খেলায় রূপান্তরিত হল। আর ছেলেদের কোলা - কুলির সঙ্গে সঙ্গে চলতে লাগল বিপুল আনন্দধ্বনি।

এই ভাবেই শেষ হয়ে গেল এখানকার উৎসব। অবশ্য শেষ হল বলা চলে না। কারণ শেষের রেশ — "বিজয়া সম্মিলনী" এখনও বাকী। তাকে প্রাণ দেবার জন্য মধ্যে চলল কয়েক দিনের বিরতি।

তারপর ২০শে অক্টোবর Karney Hospital এর Recreation Hallএ ৺বিজয়া সম্মিলনীর আয়োজন করা হল। খাওয়া দাওয়া গল্প - গুজব আর ছোট্ট অথচ সুন্দর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে রেশটুকুও শেষ হয়ে গেল এবারের মতন।

বিঃ দ্রঃ — ১৯৭৩ সালের অনুষ্ঠানের বিবরণ।

—:—

উৎসাহী মিতাদের প্রতি—

অভিনয়ে, গান বাজনায় উৎসাহী ও ডাকযোগে ৩ মাসে ট্রানজিষ্টার রেডিও তৈরী করিতে ইচ্ছুক মিতারা সঙ্ঘের অবধায়কের যোগাযোগ করুন।

আর, বর্দ্ধন (৭৭৯৬)

ভ্রমণে ইচ্ছুক এবং ইংরাজীতে কথোপকথন শিখিতে, লিখিতে উৎসাহী মিতারা সঙ্ঘের অবধায়কের চিঠি লিখুন।

আর, বর্দ্ধন (৭৭৯৬)

কল্কি অবতার

৭৭২৯ — ভবতোষ ভট্টাচার্য

শিষ্য : (গুরুকে উদ্দেশ্য করিয়া) প্রভু, কলিযুগের লক্ষ্মণ কি ?

গুরু : বৎস, লক্ষ্মণ তিন প্রকারের। তুমি কোন লক্ষ্মণের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ ?

শিষ্য : প্রভু, তিন প্রকারের লক্ষ্মণ কি কি জানিলে আমার প্রশ্নের সুবিধা হইবে।

গুরু : তথাস্তু, প্রথম লক্ষ্মণ রামের ছোট ভাই, দ্বিতীয় লক্ষ্মণ পরিচয়ের চিহ্ন, আর⋯⋯।

শিষ্য : (গুরুকে বাঁধা দিয়া) আমি দ্বিতীয় লক্ষ্মণের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি।

গুরু : জয়গুরু ! কলিযুগের লক্ষণ — মানুষের আচার ব্যবহার ও পোষাক পরিচ্ছদ।

শিষ্য : যথা ?

গুরু : যথা, — কলিযুগে মেয়েরা ছেলেদের মত আচরণ করিবে। আবার ছেলেরা মেয়েদের ন্যায় আচরণ করিবে। মেয়েরা ছেলেদের ন্যায় চক্‌রা বক্‌রা জামা কাপড় পরিধান করিবে। বৃদ্ধরা শিশুর ন্যায় আচরণ করিবে। শিশুরা বৃদ্ধের ন্যায় আচরণ করিবে। ও মানুষ পশুর ন্যায় আচরণ করিবে।

শিষ্য : এই লক্ষণ অনুসারে কি বর্তমানে আমাদের দেশে কলিযুগের আবির্ভাব হইয়াছে গুরুদেব ?

গুরু : বিলক্ষণ। তুমি কি অবতারের প্রাদুর্ভাব লক্ষ্য করিতেছ না ?

শিষ্য : প্রাদুর্ভাব ! উহা কি প্রকার গুরুদেব ?

গুরু : 'উহা' ? উহা যেমন দেখ, মেয়েরা তাহাদের লম্বা চুল কাটিয়া পুরুষদের মত বাবরী ও কদম ছাঁট করিতেছে। ফুল প্যান্ট ও লুঙ্গি পরিধান পরিধান করিতেছে, শালীনতা ও লজ্জা সব ত্যাগ করিয়াছে। আর পুরুষেরা মেয়েদের মত লম্বা লম্বা চুল রাখিতেছে।

চোখে কাজল লাগাইতেছে। নখে নেল পালিশ লাগাইতেছে। লাল, নীল, সবুজ হলুদ নানা রংয়ের চক্‌রা বক্‌রা জামা কাপড় পরিধান করিয়া নাকি নাকি কথা বলিতেছে।

শিষ্য : আপনার কথা সত্য বলিয়াই মনে হইতেছে। তবে বিন্দুমাত্র সন্দেহ আছে।

গুরু : কি সেই সন্দেহ বৎস ?

শিষ্য : তবে কল্‌কি অবতারের আবির্ভাব

হওয়া উচিৎ ছিল।

গুরু : কে বলে তিনি আবির্ভূত হন নাই? তিনিও আবির্ভূত হইয়াছেন।

শিষ্য : কবে কোথায়?

গুরু : (মৃদু হাস্য করিয়া) কেন হরে কৃষ্ণ হরে রাম নামক হিট ছবি দেখ নাই?

শিষ্য : আপনার কৃপায় উহাও দেখিয়াছি প্রভু। কিন্তু উহাতে অবতার কোথায়? ওখানে তো হিন্দি ছবির নায়ক আছে নায়িকা আছে।

গুরু : কেন? পূর্বেই তো এক অবতারের পরিচয় দিয়াছি। বর্তমান কালে ছবির নায়ক নায়িকারাই তো আর এক শ্রেণীর অবতার। বিশেষতঃ হিন্দি ছবির (কর জোড়ে প্রণাম করিলেন)।

দেখ নাই — নায়ক ছোট কলিকায় কি প্রকার দম দিতেছেন এবং গান করিতেছেন — "দম মারো দম"। ইহাতেই কি প্রমাণ হয় না যে কল্কে হাতে কল্কি অবতার আসিয়াছেন? তাঁহার কল্কির মাহাত্মের কথা সারা দেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

শিষ্য : আমার অজ্ঞানতা ক্ষমা করুন প্রভু।

গুরু : হিং - টিং - ছট্। (হাতের ছোট্ট কলিকাটিতে একটি দম্ দিয়া গুরু চিৎ হইয়া শুইয়া পড়িলেন।)

::—::

চলমান বৃত্ত

— বি ৬৭৫০ প্রভাষ কুমার শী।

ভালোলাগা ও ভালবাসা এ দুটো কথার মধ্যে কেহ পার্থক্য দেখুক বা না দেখুক কিন্তু আমি দেখি। শ্রাবন্তীকে সত্যিকারের মন-প্রাণ দিয়ে ভালোবাসতাম বলেই আজকে আমার এই মানসিক চাঞ্চল্য এবং এই কাহিনী আরম্ভ করছি এই কাহিনীরই শেষ থেকে।

সেদিন চৌরঙ্গীর অফিসে যাওয়ার পথে হঠাৎ শ্রাবন্তীকে দেখলাম। কিন্তু সত্যই কি আমি বিগত দশ বৎসর আগের পরিচিত

শ্রাবন্তীকে দেখলাম।

প্রাইভেট কারটা কয়েক দিন গ্যারেজে থাকার জন্য ট্যাক্সিতে করে অফিস যাতায়াত করছি। ঐ দিন রাস্তায় কোন ট্যাক্সি না পেয়ে বাধ্য হয়েই আমি একটা চলতি বাসে উঠে পড়ি। বাসে প্রচণ্ড ভীড়। কোন রকমে পাদানিতে পা রেখে চলেছি।

হঠাৎ পিছন ফিরে তাকাতেই সামনের লেডিস্ সিটে বসা মেয়েটির সাথে আমার দৃষ্টি বিনিময় হলো। মুহূর্তের মধ্যে আমার স্নায়ুগুলো তীব্রভাবে আন্দোলিত হয়ে গেল।

ঐ সামনের লেডিস্ সীটের মেয়েটি শ্রাবন্তী সেন। কিন্তু কি চেহারা হয়েছে ও'র। আমি তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে নিয়ে নিজের মনকে সান্ত্বনা দিই - দশ বৎসর আগেকার রোগা, লাজুক, মুখচোরা শোভন ও আজকের এই স্যুট, বুট, টাই আর সান্‌গ্লাসে ঢাকা শোভন, — এ দুয়ের মধ্যে কোনই মিল খুঁজে পাবে না শ্রাবন্তী।

কিন্তু কৌতূহলের ঝড় থামাতে আবার পিছন ফিরে তাকালাম। তখন শ্রাবন্তী রাস্তার দিকে মুখ ফিরিয়ে বসে আছে।

শ্রাবন্তীর ঘাড়ের উপর লুটিয়ে পড়া শীর্ণ খোঁপা এবং ওর সাধারণ বেশবাসে ওকে দেখে সত্যই আমি অবাক হই। দশ বৎসর আগেকার ঝক্‌ঝকে ইস্পাতের গৌরাঙ্গী তন্বী শ্রাবন্তীর চেহারা ও বেশবাসের সাথে আজকের দেখা শ্রাবন্তীকে আমি মিলাতে পারছি না। তথাপি আমি ওকে প্রথম দেখাতেই চিনলাম কি ভাবে সেইটাই ভেবে আমি আশ্চর্য হই। আমার অবচেতন মন কি দীর্ঘ বৎসর ধরে এখনও শ্রাবন্তীর কথা চিন্তা করে চলেছে। কিম্বা আমি কি সত্যই শ্রাবন্তীকে ভালোবাসার মতো ভালবাসতাম এবং এখনও ভালোবাসি —

— জানি না!

এখন আমার ব্যক্তিগত ও সাংসারিক জীবনে প্রাচুর্য্যের ছোঁয়া। এখনকার শ্রাবন্তীকে দেখে আমিতো 'সেদিন'কার অপমানের জ্বালা মিটাতে পারি। কিন্তু শ্রাবন্তীকে দেখা অবধি আমি মনে একটা স্পষ্ট বেদনার জ্বালা অনুভব করছি। বাসে তীব্র ভীড় এবং তার চেয়েও প্রচণ্ড গরমের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য নির্দিষ্ট ষ্টপেজের আগেই নামতে বাধ্য হই। রাস্তায় কোন প্রকারে একটা ট্যাক্সি ধরে বাড়ীতে ফিরে যাই। শোবার ঘরে দেখে নিই কনক ঘুমিয়েছে কি - না। নতুবা অসময়ে বাড়ীতে দেখে হাজার প্রশ্নের ঝড় তুলবে। নিশ্চিন্ত মনে

নিজের ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করি।

কিন্তু আমি মনকে এখনও শান্ত করতে পারছি না। অস্থির হাতে আলমারির ম্যাগাজিনগুলোর মধ্যে খুঁজতে থাকি আমি যা চাই। একটু বাদেই পাই পুরানো বিবর্ণ-প্রায় 'সেই' ম্যাগাজিনটি। দশ বৎসর আগেকার কলেজ ম্যাগাজিন। কয়েকটা পাতা উল্টাতেই চোখে পড়ে কলেজ ইউনিয়নের সমবেত ছবিতে বসে থাকা দশ বৎসর আগেকার ম্যাগাজিন সম্পাদিকা শ্রাবন্তী সেনের ছবি। অপলক দৃষ্টিতে শ্রাবন্তীর ছবিখানার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আমার চোখের সামনে একের পর এক এক করে সেই দশ বৎসর আগেকার আনন্দোচ্ছল দিনগুলোর কথা ছবির মতো ফুটে উঠতে থাকে।

কলেজের আমি তখন তৃতীয় বর্ষের অর্থনীতির ছাত্র। শ্রাবন্তীও ঐ কলেজে তৃতীয় বর্ষের সাহিত্যের ছাত্রী হিসাবে ভর্ত্তি হয়। আমার বাড়ীর অবস্থা সচ্ছল না থাকার জন্য আমি প্রত্যহ বাড়ী থেকে সাইকেলে কলেজে আসতাম। চোখে ভবিষ্যতের ছবি নিয়ে কাটিয়ে দিয়েছিলাম কলেজের দু'টো বৎসর। তৃতীয় বছরে শ্রাবন্তীর উপস্থিতি আমার মনে তুললো ওকে পাওয়ার ঢেউ। সেই ঢেউ'এ আমি সত্যাই নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিলাম।

শ্রাবন্তীর বাবা অনিলেন্দু সেন আলিপুর থেকে বদলি হয়ে ঐ শহরে এসেছিলেন। ঐ বৎসরই শ্রাবন্তী কলেজে তৃতীয় বর্ষে ভর্ত্তি হয়। কলেজ ইউনিয়ন এর ভোটের ফলাফলের পর শ্রাবন্তী পায় ম্যাগাজিন সম্পাদিকার পদ এবং আমি পাই সাধারণ সম্পাদকের পদ।

ফলে শ্রাবন্তী ও আমি সামনা-সামনি কথা - বার্তা বলার সুযোগ পাই। এতে শ্রাবন্তীকে পাওয়ার বাসনা আমার মনে গাঢভাবে দানা বাঁধতে থাকে। সেদিনের সেই শ্রাবন্তী সেন ছিলো আমার কাছে না পাওয়ার স্বপ্নের মতো। কিন্তু শ্রাবন্তীকে মনে প্রাণে ভালোবাসি, একথা শ্রাবন্তীকে জানানোর মতো লজ্জা কাটিয়ে উঠতে পারিনি আমি। আমি শুধু শ্রাবন্তীকে নিয়ে ঘর বাঁধার চিন্তা মনে মনেই লালন করেছিলাম।

আমার ভীরুতাই প্রধান কারণ নয়, শ্রাবন্তী ছিল ধনী পিতার কন্যা. রূপে - অহংকারে সে ছিলো অনেক উপরে। তার অহংকার সহ্য করার মতো ক্ষমতা আমার ছিলো না। আজ ভেবে সত্যাই আশ্চর্য্য হই আমি তখন সত্যাই এক নম্বরের ইডিয়ট ছিলাম। তা নইলে কি করে বন্ধু সুমিত'কে বলেছিলাম — শ্রাবন্তী ছাড়া আমার

জীবনটা খাপছাড়া হয়ে যাবে। তার ফলাফল ... । মাথাটা ঝিম্ ঝিম করে উঠে।

ঘড়ির দিকে তাকাতেই দেখি কখন দু' ঘণ্টা পেরিয়ে গেছে। ম্যাগাজিনটা যথাস্থানে রেখে নি:শব্দে বাহিরে এসে রাস্তায় একটা ট্যাক্সি নিয়ে আবার অফিসের পথে চলি। কিন্তু আবার শ্রাবন্তীর চিন্তা আমার মনকে আচ্ছন্ন করে তোলে। আমি কোনমতেই ভুলতে পারছি না সেই দিনটির কথা। আমি এখনও ভাবতে পারছি না বন্ধু সুমিত'এর কাছ থেকে ঐরূপ মর্ম্মান্তিক প্রতিদান পাবো।

মনে নেই কি কারণে ঐদিন কলেজ বন্ধ হয়ে গেছল। ঐদিন সুমিত ও শ্রাবন্তী কলেজেই আসেনি। আশ্চর্য যোগাযোগ! আমি কলেজে এসে কলেজ বন্ধ দেখে বন্ধু সুমিতের বাড়ীতে যাই। কিন্তু ওদের বাড়ীতে গিয়ে শুনতে পাই আমার সেই চির মধুর হাসির শব্দ। ঘরের দরজা বন্ধ করে শ্রাবন্তী ও সুমিত তখন কথা বলে চলেছে। শ্রাবন্তীর হাসি আমি ঠিক চিনতে পেরে ছিলাম। শ্রাবন্তী তখন বলে চলেছে — "আহা! শোভনের কত আশা, কত সাধ বলতো সুমিত — শ্রাবন্তী ছাড়া শোভনের ভুবন তমসাচ্ছন্ন।" সশব্দ হাসিতে সুমিত বলছে— 'সত্যি শ্রাবন্তী, বামন হয়ে চাঁদের আশা। আমাকে যখন তোমার কথাগুলো শোভন বলছিলো না…… .. ••• ….'। না, আর কিছু শুনতে পাইনি ওদের মিলিত হাসির জোর শব্দে।

ওদের ঐ কথাগুলো আমাকে সত্যিকারের বাস্তব পৃথিবীতে পৌঁছে দিয়ে ছিল। শ্রাবন্তী আমার ভুল ভেঙ্গে দিয়ে ছিল। সত্যই তো, শ্রাবন্তীকে চাওয়া মানেই তো বামন হয়ে চাঁদের আশা করা। ঐ ভুলটা কেন আমার ভাঙ্গেনি তার জন্য আমি নিজেকেই ওদের তুলনায় বেশী ইডিয়ট্ ভেবেছিলাম।

কলেজের ঐ বৎসরটা মনে অপরিসীম যন্ত্রনা নিয়ে, সুমিতের সঙ্গ ছেড়ে আর শ্রাবন্তীর বাঁকা কটাক্ষ সহ্য করে কাটিয়ে দিয়ে ছিলাম। মহাবিদ্যালয়ের ডিগ্রী নিয়ে বাস্তবের কঠিন বাঁচার সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম। অবশেষে কঠিন, সংগ্রামের শেষে আমার জয়টীকা কপালে এসেছে। শ্রাবন্তীর কথা মনে না রেখে মায়ের মনোনীতা কনক'কে বিবাহ করে আমি সুখী জীবন যাপন করছি।

তবুও দশ বৎসর আগেকার শ্রাবন্তী আবার আমার ছিঁড়ে যাওয়া স্মৃতির বীণায় আঘাত করে করুণ অনুরণন জাগাবে এ আমি কোনদিনই ভাবতে পারিনি।

'সাব — —।'

ট্যাক্সি চালকের ডাকে আমার সম্বিৎ ফিরে আসে। ট্যাক্সির ভাড়া মিটিয়ে আমি অফিসে প্রবেশ করি। প্রতিদিনকার মতো আমার অধস্তন কর্মচারীরা আমাকে সম্মান জানাচ্ছিল কিন্তু ওদের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকা নূতন ষ্টেনো - টাইপিষ্ট্ গার্লটির দিকে তাকিয়ে রীতিমতো চমকে উঠি।

এ কে, — কে আমার সামনে। শ্রাবন্তী — !!!

শ্রাবন্তী আজ আমারই অফিসে আমারই নিম্নতম কর্ম্মচারীরূপে উপস্থিত। ঐ অবস্থায় আমার সামনে শ্রাবন্তীর উপস্থিতি আমাকে দিশেহারা করে দেয়। আমি ভুলে যাই আমি অফিসের বড় সাহেব মিষ্টার শোভন, ভুলে যাই একজন সামান্য কর্ম্মচারীর সাথে আমার পার্থক্যের কথা। আমার উপস্থিত পরিবেশ ভুলে গিয়ে আমি অপলক দৃষ্টিতে শ্রাবন্তীর দিকে তাকিয়ে রই।

::—::

ভারতে বৈদেশিক রাষ্ট্রদূত

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

Argentia - Calixto Julian de la Torre. c - 27 28 south extn part ii. New Delhi - 49

Bhutan — Charles Kerremans, 7, Golf links, New Delhi - 21

Czechoslovakia — Zdenek, Trhlik, 45 - 46, Sundar Nagar, New Delhi - 3

Greece — John Yannakakis, 188, Jor bagh, New Delhi - 3

Hungary — Dr. Peter kos. 15, Jor bagh New Delhi - 3

Mexico — Carlos Gutierrez Macias, 136, Golf links, New Delhi - 21

Netherlands - Fredrink Calkoen, 6/50 F, Shantipath, Chanakyapuri New Delhi - 21

Spain - Guillermo Nadal, 12, prithviraj Road, New Delhi - 11

Thiland — Dr. Owart Suthiwart Narueput, 56 - n, Nyaya Marg, Chanakyapuri, New Delhi - 21

Vietnam, Democratic Republic of — Fredrik Calkeen, 6/50F, Shantipath, Chanakyapury, New Delhi - 21

—:—

বিদেশে ভারতীয় রাষ্ট্রদূত

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(প্রতিটি ঠিকানায় Embassy of India কথাটি যেন উল্লেখ থাকে।)

Argentina — M. M. Khurana, Paraguay 580 (3rd floor), Buenos Aires (concurrently Ambassader to Paraguay & Uruguay)

Czechoslovakia — S. H. Desai. Vildsteijnska - 6

Greece - P. Narayan Menon, : resident in Belgrade (Yugoslavia)

Hungary - Miss Chonira Beliappa Muthamma, Buzavirag Vtca - 14, Budapest - 11

Mexico - S. K. Roy, Comte 44, Mexico 5, D, F, (Concurrently Amb: to Guba & Nicaragua)

Netherlands - Lt. Gen. y. si[illegible] Buitenrustweg - 2, The Hague.

Spain—Narendra Singh, Velazquez, 93, Madrid.

Thiland —R. Bhandari, 139, Pan Road, Bangkok.

Vietnam, (North V. t) — S[illegible] Gupta, 58, Tran Hung Dao St, Hanoi D. R. V. N.

(By Sri Ashok Kumer Mukherjee 7165 B)

::—::

✓ যমুনা দেবী স্মৃতি প্রতিযোগিতার জন্য —

মা

অসিত বরণ হাজরা (৬৬৪৫)

গাছ থেকে ফুল ছিড়লে পড়ে ফুলদানিতে রাখি,
মায়ের নাড়ি - ছিড়েই আমি তেমনি এলাম নাকি ?
মাটির - রসের গেলাস যোগায় গাছ - কে মাটি - মা,
সরস - পরশ বরষণে নাওয়ায় খাঁটি মা।
তেমনি ক'রে কুড়িয়ে - পাওয়ার আনন্দে গাই গান :
আমার হ'য়ে এরাই আমার মায়ের অবদান॥
গর্ভলোকের বন্ধদ্বারের আলোয় - ফেরা চাবি
আমার লেখায় মায়ের মতোই পেলাম মনে ভাবি।
কা'র কামনা, কা'র বাসনার শক্ত - সবল চাপে
আখ - খেজুরের বুক - চেবা প্রেম মানুষগুলো মাপে ?
এক থেকে আজ অনেক পাওয়ার পথেই আমার টান,
ফসল তোলার মন্ত্রে শোনায় মায়ের অবদান॥
মুখের - খাবার উগ্‌লে খাওয়ায় ঐ যে পারাবত,
সেথায় মেশে আমার মাঝে আমার মায়ের পথ।
তুলসী তলায় মায়ের মানত — অশ্রু - ঝরা সাঁঝ :
খরায় ঝরা বৃষ্টির সুখ মনে - পড়ায় আজ।
চোখ পেয়েছি, মন পেয়েছি আর পেয়েছি প্রাণ,
আমার কাছে এরাই আমার মায়ের অবদান !!
মায়ের কোলে সেই কবেকার দোল - দোলানির গান,
মনে পড়ায় মাঠের কোলে সোনার বরণ ধান।
ছোট্টবেলায় মায়ের - হাতের কাজল - পরা আঁখি
চোখ বুজলেই মেঘের - রঙে আজও দেখে থাকি।
আজও জানি আমার পতন অথবা উত্থান —
মা'কে দেওয়া প্রতিদানের ফিরতি - অবদান !!

(যমুনা স্মৃতি প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত কবিতা)

দীপাবলী

— প্রদীপ কুমার চ্যাটার্জী (৭৭৮৪)

দেওয়ালীর রাত
　আলোক - ঝলমলে শহর।
আতস আর হাউই বাজির খেলা,
　শহরে সবাই উৎসবে মুখর।
সারি সারি লোকের মিছিল,
　মনে হয় শহরে কোন দুঃখ নেই, ক্ষোভ নেই,
নেই দারিদ্র্য, নেই কোন হিংসা।
　পথ চলতে চলতে থম্‌কে দাঁড়াই —
ফুটপাথে সারি সারি উনুন
　খাবারের আয়োজন চলছে।
এখানে তেমন আলো নেই —
　কেমন যেন বিষণ্ণ, ম্লান,
এ যেন অন্ধকারের রাত
　এগিয়ে যাই আরও কিছুটা
এখানে একেবারে আলো নেই।
　জানতে পারি আজ লোড্ শেডিং
ভয় করে - মনে হয় অন্ধকারে হারিয়ে যাব,
　পালিয়ে আসি আলোতে —
দেওয়ালীর রাতটা মুচ্‌কি হেসে ওঠে।

বিশ্ববিধাতা

— আশিস কুমার সরকার (৬৬০৫)

প্রচণ্ড এই ঝড় বৃষ্টির অন্তরালে,
কে তুমি মানব আসিতেছো রাত্রিকালে?
ঘন কৃষ্ণবর্ণ কাপড়ে আবৃত দেহ,
মনে হয় তুমি ধ্বংসের দূত -কেহ।
কোথায় চলিয়াছো তুমি আমি জানি না,
আমি তোমার কিছু জানিতেও চাহিনা।
তবে তোমারে দেখে জেগেছে মোর ভয়,
যেন দ্রুত আসিতেছে ঐ ধ্বংস প্রলয়।
চারিদিকের এই বিশৃঙ্খলা মাঝে
তোমারে দেখিয়া সেই কথা মোর বাজে।
যুগে যুগে এই অশান্ত পৃথিবী মাঝে,
আসিয়াছো তুমি বারে বারে নব সাজে।
তুমি কি মানবরূপী সেই দেবতা?
যার নাম পৃথিবী মাঝে 'বিশ্ববিধাতা'?

হে স্বর্গ পাখি

— রঞ্জন রায়চৌধুরী (৬৯০২)

হে স্বর্গ পাখি
তোমার গান যেন শুনেছিনু কবে
স্মরণের - দ্বিধালয়ে উদ্‌ভ্রান্তভাবে ঘুরে
অবশেষে - কী - জানি কেমন করে
মনে পড়ে - দূর কোন শতাব্দীর নৈশব্দের পারে
যবে - জীবনের - উপবনে ছিল শ্যামলিমা
উদাত্ত - স্বপ্নের ছিলনাক সীমা
সেদিন সুষ্টু অস্তিত্বের ছায়াচ্ছন্ন নীড়ে
তোমার সেই স্বর্গীয় সুর সত্যের বাণীমূর্তি ধরে
নেমে এসেছিল - কোন এক আসন্ন ভোরে

তারপর - অন্তহীন নৈরাশ্যের উজানের টানে
ভেসে গেল সত্য ও স্বপ্ন যত
প্রাণসত্তা পড়ে আছে স্থবির শবের মত
আপাততঃ এই বুঝি অমোঘ - সত্য।

তবু — হে স্বর্গ - পাখি
মনে রেখো — পুনঃ দুজনায় দেখা হবে
আগামীর অন্তহীন বিস্মৃতির মাঝে
যবে — কল্পনায় — কাজে
এক অপরূপ সেতু বন্ধন হবে।

—ঃ—

স্মরণে

— অমিতাভ নাগ (৭১৮২)

হে আমার অত্যন্ত অনুকূল
তব হাতেই ছিল অঙ্কুশ।
চেয়ে দেখো, ছাব্বিশ বছর দৌড়বাজি শেষ
গন্তব্যস্থল বহু দূর।
তুমি যে সোনা পিটে পাত করেছিলে
তা আজ নিতান্তই ভঙ্গুর।
হে আমার অত্যন্ত সুখদ,
তব মুখেই ছিল 'দিল্লী চলো'।
চেয়ে দেখো সাতাত্তর বছর পার হলো
তোমার সবুজ আবির্ভাব।
লোকে বলে (জানি না সত্যি কি মিথ্যে)
আটাশ বছর আগে হয় তোমার তিরোভাব
হে আমার অত্যন্ত দেবতুল্য
তব মনেই ছিল তিতীর্ষা।
চেয়ে দেখো, তোমার 'আজাদ' চলচ্ছক্তিহীন,
চোখে তার ঠুলি।
ঘুষ, ঘুষোঘুষি, আর ঘেঁষাঘেঁষি তোমার অবদান
আজ করছে খান্‌খান।

ইংরাজী বিজ্ঞান সাহিত্য ও সরকারী কাজে ব্যবহৃত শব্দাবলীর বাংলা পরিভাষা

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

— শ্রীঅশোক কুমার মুখার্জী (বি ৭১৬৫)

Harmonic Series - বিপরীত শ্রেণী
Hand bill - ইস্তাহার
Handicraft - হস্তশিল্প
Harassment - হয়রানি
Harbour, Haven - পোতাশ্রয়
Has-issued - ছেড়েছে
Have appreciated - উপলব্ধি করতে পেরেছেন।
Have drifted down wards : নিম্নমুখী হয়েছে।
Hawker : ফেরীওয়ালা
Hand writing expert হস্তলিপি নিরোধক
Harvest : ফসল কাটা
Hard water : খর জল
Handloom : হস্ত চালিত তাঁত
Harbitat : বসতি
Hemisphere : গোলার্ধ
Heredity : বংশগতি
Hereditary : বংশগত
Health officer : স্বাস্থ্যাধিকারিক
Head clerk : প্রধান করণিক
Head Assistant : প্রধান সহায়ক
Head constable : সর্দার পাহারাওয়ালা প্রধান আরক্ষিক।
Head quarter : প্রধান দপ্তর
Heterogeneous : আয়সত্ব
Helicentric : সূর্যকেন্দ্রীয়
Hence : আজ থেকে
Hesitant : দ্বিধাগ্রস্ত
Highest Common factor : গরিষ্ঠ সাধারণ গুণনীয়ক।
Higher purchase credit extension ঠিকা সওদার ঋণ সম্প্রসারণ।
High level : উচ্চ স্তর
high command : বিরূপ প্রতিক্রিয়া
high limb : পশ্চাৎ পদ
higgling : দর কষাকষি
hive : চাক
hire purchase : ঠিকা সওদা
histelogy : কলাস্থান
home charges : বিলাতের দক্ষিণা
holding : জোত
home consumption : দেশের উপভোগ
honorarium : দক্ষিণা

homogeneous : সমজাতিক
horizontal : অনুভূমিক
horizon - দিগন্ত
host : পোষক
hood - ফণা
house rent - বাড়ি ভাড়া
hostilities - বৈরিতা
hust money - ঘুষ
husbandary - কৃষিকর্ম্ম
humerus - প্রগণ্ডাস্থি
hydro - electric - জলবিদ্যুৎ
hybrid - সংকর
hydrosphere - বারিমণ্ডল
hypothecation - বন্ধক
hypothecation letter of - বন্ধক পত্র
hyponsis, hypnotism - সংবেশন
hyperbola - পরাবৃত্ত
hypotenuse - অতিভুজ
hypothesis : প্রকল্প, কল্পনা
hydraulic : উদক
hydrostatics - উদস্থিতি বিদ্যা
hygroscopic : জলাকর্ষী
N. B. herbarium Assistant : ঔষধিশালা সহায়ক।
house Surgeon : সন্নিযুক্ত শাস্ত্র চিকিৎসক

সুখ ও মিতা সংবাদ

সু - সংবাদ —

আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, গত ১৭ই জুলাই ১৯৭৪, ইংল্যাণ্ডে Nottingham Womens Hospital - এ অপরাহ্ন ৫ - ৩৫ মিঃ বি ৭২৪২ জ্যোৎস্না দে এক কন্যা রত্ন প্রসব করে' মাতৃত্ব অর্জন করেছেন। তাঁর এই সৌভাগ্যকে আমরা অভিনন্দন জানাচ্ছি।

দুঃসংবাদ —

গত ২রা ভাদ্র ১৩৮১, বি ৯০৫ শোভেন বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিতৃদেব জিতেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে পরলোকে গমন করেছেন। তাঁর স্বর্গগত আত্মার চিরশান্তি কামনা করি। এই সঙ্গে শোক সন্তপ্ত পরিবারবর্গকে আমাদের সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।

অনুরোধ —

বাংলাদেশের মিতাদের সঙ্গে বি ৫৩৪৩ মন্মথ হাওলাদার পত্রালাপ করতে চান।

যে কোন মিতার সঙ্গে যে কোন বিষয় নিয়ে ৭৭২৯ ভবতোষ ভট্টাচার্য পত্রালাপ করতে চান।

যে সব মিতা নাটকের বিষয়ে জানতে ইচ্ছুক তারা ৭২৮৫ চন্দ্র বিকাশ ঘোষের সঙ্গে পত্রালাপ করতে পারেন।

বি ৬৭৮৭ এম, সি, মান্না বাংলাদেশের কোন (হিন্দু) নারী মিতার সংগে আলাপ করতে চান।

কবিতার প্রতি আকর্ষণ আছে বা কবিতা লেখায় হাত আছে এ রকম মিতাদের সঙ্গে

১৬৪০ সোমেন ভট্টাচার্য পত্রালাপ করতে চান।

বি ৬৯০২ রজত রায় চৌধুরী, পাশ্চাত্য ধ্রুপদী সঙ্গীতে প্রকৃত অনুরাগ ও রেকড সংগ্রহের শখ আছে এমন মিতার সঙ্গে পত্রালাপে ইচ্ছুক।

সংঘে আর নেই —

১৩৮২ দীপক চৌধুরী. ১৫২৯ আফরোজা বগম, ১৬০৪ স্বপ্না চক্রবর্তী।

—::—

ঠিকানা পরিবর্তন ঃ—

১। বি ৩৪৭৭ - ডাঃ গৌতম কুমার ভট্টাচার্য Veterinary Surgeon, P. O. Ellam Bazar, Dt Birbhum.

২। বি ৫৬৮৪ জীবন ভদ্র, Stewarts and LLoyds of India Ltd. P. O. Burma mines, Jamshedpur, Bihar.

৩। বি ৭১৭৬ মুরলীধর চক্রবর্তী 1025 B Montgomery C. T. Blacks Burg. Virginia 24060

৪। বি ৬৮০৭ দীপক সাহা, 164, Dhanwantari Hostel, Banaras Hindu University Varanasi - 221005, U. P.

৫। ৭১১৭ ভোলানাথ চক্রবর্তী, Qr. no 6/G, II - D Type. ST. - 46 Hospital Sector, P. O. Rajharam-ines, Dt. - Durg. M. P.

৬। বি ৭১৯৩ অমলেন্দু বিকাশ শতপথী, Qr. NO A14/3, Indian Oil Town sh p. Dt. Midnapore.

—::—

ভ্রম সংশোধন :—

লিপিমিতা নববর্ষ বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশিত সাহায্য ভাণ্ডারে ৫৯৯'৬৩ পয়সা জমা ছিল স্থলে ৬৯৯'৬৩ পয়সা জমা ছিল হবে।

— ::

স্থায়ী সভ্য বা বিশ্বমিতা

সংঘে দু' বৎসরের চাঁদা দিয়ে যাঁরা স্থায়ী সভ্য হয়েছেন, তাঁদেরকে আমরা বিশ্ব

মিতা নামে অভিহিত করি। গত ১৮ই ভাদ্র ১৩৮১ পর্যন্ত যে কয়জন বিশ্বমিতা পেয়েছি তাঁদের নাম, সদস্য সংখ্যা নীচে দেওয়া হল!

সর্ব্বশ্রী ৭২৭৩ অভিজিৎ গুহ, ৭০১০ আমজাদ হোসেন পারভেজ, ৭০৫৩ কবিতা দত্ত, ৭১৯২ তপন মুখার্জী, ৭৫৫১ প্রবীর দাশগুপ্ত, ৭১৬৭ মীরা ঘোষ, ৭২৪১ মার-চেলোষ্টর গেটো, ৬৯০২ রজত রায়চৌধুরী, ৬৯১৮ রাজেশ চ্যাটার্জী, ৭০১২ সচ্চিদানন্দ দাস চৌধুরী, ৭৬৩৫ সুকান্ত সেনগুপ্ত, ৭৮২৯ স্বপন কুমার চক্রবর্তী, ৭৫৮৮ হারু প্রসাদ দে।

বিশ্বমিতা হবাব পর সংঘকে পত্র - পত্রিকার ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য বাৎসরিক চাঁদা মাত্র ৮ টাকা পাঠালেই চলবে। আশা করি সংঘ এবার অধিকতর বিশ্বমিতা লাভে সক্ষম হবে।

লিপিমিতাকে যাঁরা সাহায্য করেছেন :—

গত ১৭ই ভাদ্র ১৩৮১ পর্যন্ত সাহায্য বাবদ যে অর্থ পাওয়া গেছে তার হিসেব নীচে দেওয়া হল।

- সর্ব্বশ্রী বি ২৬৭৬ -শিবানন্দ বসু ৫.৫০ পয়সা, বি ৭০৫৩ কবিতা দত্ত ৩ টাকা, বি ৭০১০ আমজাদ হোসেন পারভেজ ১ টাকা. ৭১৬৩ প্রদীপ কুমার ১ টাকা ও ৭৬৪১ শরৎচন্দ্র দে ৫০ পয়সা।

লিপিমিতাব সাহায্য ভাণ্ডারে মোট ১১ টাকা পাওয়া গেছে । গত বারের সাহায্য ভাণ্ডারে মোট ২৬২.৩৩ পয়সা জমা ছিল। সুতরাং এ পর্যন্ত সাহায্য ভাণ্ডারে মোট ২৭৩.৩ পয়সা জমা রইল।

সভ্য - সভ্যাদের নিকট যে চাঁদা পাওয়া যায় তার দ্বারা পত্রিকার সমস্ত ব্যয় - ভার বহন করা অসম্ভব। যা'তে পত্রিকাটি নিয়মিত প্রকাশ করা চলে তার জন্য আর্থিক সচ্চলতা একান্ত আবশ্যক। শুভাকাঙ্খী ও উৎসাহী মিতাদের অনুরোধে লিপিমিতার সাহায্য - ভাণ্ডার খোলা হয়েছে।

ডাকচক্রে লিপিমিতা

দেশের শোচনীয় পরিস্থিতির সঙ্গে ডাকের দুরবস্থা চরমে উঠেছে । এর প্রমাণ পেলাম লিপিমিতা নববর্ষ সংখ্যা ডাকে দেবার পর।

পক্ষ ঘুরে গেল, প্রাপ্তি স্বীকার আর আসে না; শেষে প্রায় প্রতিদিন অপ্রাপ্তির দুঃ-সংবাদ নিয়ে দু - চার গণ্ডা চিঠি আসতে থাকে।

এর আগে ডাকের গোলযোগে প্রতি সংখ্যায় প্রায় ৫০/৬০ খানা করে খোয়া যেত। নববর্ষ সংখ্যা নির্দিষ্ট সংখ্যা অপেক্ষা ৩০০ খণ্ড অতিরিক্ত ছাপান হয়েছিল। গোঁজামিল দিতে সবগুলি চলে গেছে, আরও শতাধিক হলে ভাল হত। এ সম্বন্ধে ডাক বিভাগের কর্তৃপক্ষকে বহু পত্রাঘাত করা হয়েছে, কোন লাভ হয়নি। সাধারণ ডাকের কোন খোঁজ খবর তাঁরা রাখেন না। তাই যাঁদেরকে দ্বিতীয় দফে লিপিমিতা পাঠান হয়েছে তাঁরা প্রত্যেকেই রেজিষ্টার্ড ডাকযোগে পেয়েছেন।

লিপিমিতা নববর্ষ বিশেষ সংখ্যার প্রতি খণ্ডের মূল্য ২.২০ পয়সা। রেজিঃ সহ মোট ডাক খরচা ১.০৫ পয়সা একুনে ৩.৮৫ পয়সা সংঘের ক্ষতি। কয়েকজন মিতা ভাইবোন রেজিষ্ট্রী খরচ বাবদ ১.৩৫ পয়সা পাঠিয়ে দিয়েছেন; অধিকাংশ কিন্তু পাঠাননি। আশা করি তাঁরা সুযোগ - সুবিধা মত ঐ অর্থ পাঠিয়ে দেবেন।

এইভাবে যাঁদের পত্রিকা ডাকের গোলযোগে প্রায় খোয়া যাচ্ছে, তাঁরা প্রতিটি সংখ্যা রেজিষ্ট্রী ডাকযোগে নিলে ভাল হয়। নিউজ প্রিন্টের দুষ্প্রাপ্যতা হেতু এখন থেকে লিপিমিতা দুমাসের স্থলে তিনমাস অন্তর প্রকাশ করা হচ্ছে। অর্থাৎ বৎসরে চারটি সংখ্যা প্রকাশ পাবে। সুতরাং ঐ সংখ্যাগুলি রেজিঃ ডাকযোগে পাঠাতে প্রতিটি সংখ্যা ১.২৫ পয়সা হিসেবে মোট ৫ টাকা বার্ষিক খরচা পড়বে।

মিতা ভাইবোনেরা যদি ডাকের গোলযোগ এড়িয়ে নিয়মিত পত্রিকা পেতে চান, তাহলে উল্লিখিত ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পারেন। নিউজ প্রিন্ট অনায়াস লভ্য হলে লিপিমিতা পুনরায় দুমাস অন্তর প্রকাশ করা হবে।

—::—

বিশ্বমিতালি সঙ্ঘের রজত জয়ন্তী—

বঙ্গাব্দ ১৩৫৩ ১লা আষাঢ় কলকাতার চিত্তরঞ্জন এভিন্যু অঞ্চলে বিশ্বমিতালি সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হয়। গত ১৩৭৮ বঙ্গাব্দে সঙ্ঘ ২৫ বৎসরে পদার্পণ করেছে।

সুতরাং ঐ বৎসরে সঙ্ঘের রজত জয়ন্তী হওয়া উচিত ছিল; কিন্তু সেই সময় ও পরের কয়েক বৎসর সমগ্র দেশ অরাজক

অবস্থা থাকার জন্য উল্লেখিত রজত জয়ন্তী সম্পাদন করা সম্ভব হয়নি।

দেশের বর্তমান অবস্থায়ও যে খুব ভাল তা বলা চলে না; কিন্তু আর অপেক্ষা করা যুক্তি সঙ্গত হবে না। তাই কর্তৃপক্ষ স্থির করেছেন যে আগামী ১৩৮২ বঙ্গাব্দে সংঘের রজত জয়ন্তী উৎসব সাধ্যানুযায়ী সাড়ম্বরে পালন করা হবে।

উৎসবটি যাতে সর্বাঙ্গ সুন্দর হয়ে উঠতে পারে সেজন্য কয়েকজন উৎসাহী বিশ্বমিতাকে নিয়ে একটি উপ-সমিতি গঠন করা হবে। উৎসব সম্পর্কে যাঁদের কিছু অভিজ্ঞতা আছে এবং সংঘের কার্যালয়ে উপ-সমিতির বৈঠকে নিয়মিত যোগদান করতে পারবেন এমন বিশ্বমিতারা ২০শে পৌষ ১৩৮১ বঙ্গাব্দের মধ্যে যেন সংঘের সম্পাদককে পত্রের মাধ্যমে জানিয়ে দেন।

রজত জয়ন্তী উপলক্ষে গ্রন্থ প্রকাশ

সংঘের কর্তৃপক্ষবৃন্দ স্থির করেছেন যে সংঘের রজত জয়ন্তী উপলক্ষে মিতা ভাই-বোনদের লেখা কয়েকটি ছোট গল্প ও কবিতার সংগ্রহ গ্রন্থ প্রকাশ করবেন। প্রতিটি গল্প ২৫০০ শব্দের মধ্যে ও প্রতিটি কবিতা ৩০ থেকে ৪০ পংক্তির মধ্যে যেন রচিত হয়।

পূর্বে ছোট গল্প প্রতিযোগিতায় যে গল্পগুলি পুরস্কার লাভ করেছে, লেখক-লেখিকা অনুমতি দিলে ওগুলি থেকে কয়েকটি বেছে নিয়ে পুনঃ প্রকাশ করা যেতে পারে। গল্প ও কবিতাগুলি বাছাই করতে কিছু সময় লাগবে। তাই যাঁরা উক্ত গ্রন্থে প্রকাশের জন্য গল্প ও কবিতা পাঠাতে ইচ্ছুক, তাঁরা যেন ২০শে মাঘ ১৩৮১ বঙ্গাব্দের মধ্যে সংঘের কার্যালয়ে অবশ্য পাঠান।

একই সভ্য বা সভ্যা গল্প ও কবিতা একত্রে দুই-ই পাঠাতে পারেন; তবে কেউ যেন একাধিক গল্প বা কবিতা না পাঠান

বর্তমানে কাগজ, মুদ্রণ ইত্যাদির খরচা অত্যধিক বৃদ্ধি পাওয়ার জন্য দরিদ্র সংঘের পক্ষে গ্রন্থটি প্রকাশে সম্পূর্ণ ব্যয়ভার বহন করা সম্ভব নয়। তাই স্থির করা হয়েছে যে মনোনীত গল্প ও কবিতার লেখক লেখিকার কাছ থেকে আগাম কিছু অর্থ সাহায্য হিসেবে গ্রহণ করা হবে। প্রতিটি গল্পের জন্য ৩০ টাকা ও প্রতিটি কবিতার জন্য ১০ টাকা সংঘ কর্তৃক সাদরে গৃহীত হবে। বিনিময়ে গ্রন্থ প্রকাশের পর প্রতিটি দাতাকে মূল্যানুযায়ী কয়েক খণ্ড গ্রন্থ রেজিষ্টার্ড ডাকে

যোগে পাঠিয়ে দেওয়া হবে।

রচনাগুলির মনোনয়নের কাজ শেষ হবার পর মনোনীত রচনার লেখক লেখিকাকে অর্থ পাঠাবার জন্য নির্দিষ্ট দিন ধার্য করে পত্র দেওয়া হবে। ঐ পত্র পাবার পর মিতা-ভাই বোনেরা যেন অর্থ পাঠান।

প্রতিটি লেখক-লেখিকাকে অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, যেন তিনি তার রচনা কাগজের একপিঠে স্পষ্টাক্ষরে লিখে ৩০ পয়সার ডাক টিকিট সহ পাঠান। লেখার নকল রেখে যেন পাঠান হয়।

অমনোনীত রচনা যদি কেউ ফেরৎ চান তবে লেখাটি যাতে রেজিষ্টারী করে পাঠান যায় সেইরূপ উপযুক্ত ডাক টিকিট বা অর্থ যেন পাঠান।

— সঃ লিঃ

—:—

মনোনীত রচনাবলী ঃ—

লিপিমিতায় প্রকাশের জন্য মিতাদের লেখা যে সব রচনা সংঘে এসেছে সেগুলির মধ্যে মনোনীত রচনাবলীর লেখক লেখিকাদের নাম দেওয়া হল। লেখাগুলি পর্যায়ক্রমে লিপি-মিতায় প্রকাশ করা হবে।

সর্ব্বশ্রী — ৭৫২১ পরিমল কুমার ঘোষ, ৭২৯৫ সমীর কুমার মুখোপাধ্যায়, ৭৬৮৩ আলোক কুমার তেওয়ারী, বি ৩৭১৭ সেখ নজরুল ইসলাম, ৭৭৪৭ তপন গাংগুলী, ৭৫৯০ দেবদত্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, ৭৭৫৩ এ, কে. এম, মসিউর রহমান, বি ৭৩৮৩ দেবব্রত সরকার, ৭৭১৫ সুকান্ত রায়, বি ৬৯২৬ জয়ন্ত কুমার নাগ, ৭৬৭১ জয়শ্রী চ্যাটার্জী, ৭৩১০ অজিত কুমার সাহা, বি ৫৬২৫ সুভাষ ব্যানার্জী, ৭৪৬৭ তরিৎ কুমার বসু।

—:—

অমনোনীত রচনাবলী ঃ—

লিপিমিতায় প্রকাশের জন্য বহু মিতার রচনা এসেছে। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে অধিকাংশ রচনা অমনোনীত হওয়ায় পত্রিকায় প্রকাশ করা সম্ভব হল না। সমস্ত অমনোনীত রচনার আলোচনা করা সম্ভব নয়। এখানে কয়েকজন মিতার রচনা সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করা হল। এর দ্বারা বাকী মিতারা রচনা অমনোনীত হওয়ার কারণ অনায়াসে বুঝতে পারবেন এবং ভবিষ্যতে রচনা পাঠাবার সময় তারা সতর্কতা অবলম্বন করতে সক্ষম হবেন। এখানে অমনোনীত রচনার নাম ও রচয়িতার আদ্যবর্ণ উল্লেখ করা হল।

বেকার — দিঃ কুঃ রাঃ
গল্পটি অত্যন্ত মামুলি।

অন্ধকার কেবা ভালবাসে — অঃ চঃ
ভাব ও ভাষায় সমন্বয় ঘটেনি।
কবিতার মন — কঃ দঃ
কবিতাটির ভিতরে বিশেষ কিছু নেই।
বাইশে শ্রাবন — ত্রিঃ দঃ মঃ
শব্দ চয়ন ও পদ বিন্যাসে প্রচুর ত্রুটি আছে এবং কিছু বর্ণাশুদ্ধিও আছে।

ছড়ার কবিতা — আঃ মিঃ
কয়েক স্থানে ছন্দ পতন না ঘটলে ছড়া হিসেবে প্রকাশ করা চলত।

তুমি এখন দৃশ্য বদলে দাও — পৃঃ দাঃ গুঃ
কবিতাটি দুর্বোধ্য।
পথের সন্ধানে — শঃ চঃ দেঃ
ভাব পূর্ণতা লাভ করে নি।

ব্যথা - বিঃ নাঃ বিঃ
ভাবটি দুবোধ্য, তাছাড়া পদ - বিন্যাসে কিছু ত্রুটি আছে।

সমাজ ধারা - যোঃ কাঃ উঃ
শিরোনামার সঙ্গে কবিতার সমন্বয় ঘটেনি তাছাড়া মাঝে মাঝে ছন্দ পতন ঘটেছে।
স্বর্গ আমার - জঃ লাঃ বেঃ
শব্দ চয়ন ও পদ বিন্যাসে কিছু ত্রুটি আছে।-

আমাকে তোমরা অবহেলা করো না .-
আঃ আঃ মাঃ
কবিতাটি ১৪ পংক্তির বেশী হয়েছে।

অভিযান - বিঃ পঃ ঘোঃ
কবিতাটির স্থানে স্থানে ছন্দ পতন ঘটেছে।
জয়তু নেতাজী - অঃ ভূঃ বঃ
অনুরূপ কবিতা পূর্বে প্রকাশিত হয়েছে।

লিপিমিতায় ছোট গল্প প্রতিযোগিতা

অনধিক ২০০০ হাজার শব্দের মধ্যে গোয়েন্দা কাহিনী অবলম্বনে একটি মৌলিক ছোট গল্প লিখে ২০শে পৌষ ১৩৮১ এর মধ্যে সম্পাদকের নামে সংঘের ঠিকানায় পাঠাতে হবে।

এই প্রতিযোগিতায় দুটি পুরস্কার আছে প্রথমটি ২০ টাকা দ্বিতীয়টি ১০ টাকা। কেবল মাত্র সংঘের সভ্য সভ্যাদের রচনাই গৃহীত

হবে। প্রত্যেক মিতাকে অনুরোধ করা যাচ্ছে তাঁরা যেন তাঁদের রচনার নকল রেখে পাঠান। কোন রচনাই পরে ফেরৎ পাঠান সম্ভব হবে না। পুরস্কারপ্রাপ্ত রচনা ছুটি লিপিমিতায় প্রকাশ করবার ক্ষমতা সংঘের থাকবে।

—::—

দশম বার্ষিক ক্ষীরোদ গোপাল আলোক চিত্র প্রতিযোগিতা

প্রধান পৃষ্ঠপোষক ও বি ১৬২ ডঃ ক্ষীরোদ গোপাল দে'র সৌজন্যে বিশ্বমিতালি সংঘ আলোক চিত্র প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করেছে।

এবারের বিষয় হল যে কোন বন্য পশুর ছবি। আলোক চিত্রটি ২০শে পৌষ ১৩৮১ এর মধ্যে সংঘের ঠিকানায় সম্পাদকের নামে পাঠাতে হবে। ছবির মাপ পাসপোর্ট সাইজ অপেক্ষা কিছু বড় হওয়া বাঞ্ছনীয়। তবে আধখানা পোষ্ট কার্ডের চেয়ে যেন বড় না হয়।

ছবির পেছনে প্রেরকের নাম ও সদস্য সংখ্যা অবশ্য উল্লেখ থাকবে। প্রতি সভা-সভ্যা একটির বেশী আলোক চিত্র পাঠাতে পারবেন না।

এই প্রতিযোগিতায় ছুটি পুরস্কার আছে। প্রথমটি ২০ টাকা দ্বিতীয়টি ১০ টাকা। পুরস্কার প্রাপ্ত ছবিগুলি লিপিমিতার উপযুক্ত স্থানে প্রকাশ করা হবে। প্রতিযোগিতার পর যাঁরা আলোক চিত্র ফেরৎ চান তাঁরা রেজিঃ খরচ বাবদ ১৫০ পয়সার ডাক-টিকিট পাঠিয়ে দেবেন। সংঘ আলোক চিত্রটি নিবন্ধিত করে পাঠিয়ে দেবে।

—::—

মোটেই শক্ত নয়

(৭ম স্তবক)

— সপ্তর্ষি

মোশন ৬ এর সমাধান :

ক্রমিক সংখ্যাগুলো যদি জানা থাকত তাহলে এই সংখ্যাগুলো দ্বারা বিভাজ্য কোন একটি সংখ্যাই হ্রত নম্বরগুলোর যোগ ফল (অর্থাৎ ক্রমিক সংখ্যাগুলোর ল, সা, গু, ই হচ্ছে উত্তর)। তা যখন জানা নেই তখন

একটু অন্যভাবে সমাধান করতে হবে এই ধাঁধাটি।

ক্লাশের মোট ছাত্র সংখ্যা ১৯ এবং সেদিন উপস্থিত ছিল মাত্র ৭ জন। মনে করা যাক্ যে ২০ নম্বর পেয়েছে (অর্থাৎ প্রশ্ন কর্তা) তার ক্রমিক সংখ্যা ১৯। তা-হলে প্রত্যেকের ক্রমিক সংখ্যার সংগে তাদের নিজেব নম্বর গুণ কবলে পাওয়া যাবে ২০×১৯ বা ৩৮০ (কারণ সকলেরই গুণ-ফল এক)।

৩৮০ এর উৎপাদক থেকে জানতে পারা যায় যে ২, ৪, ৫, ১০ ও ১৯ দ্বারা বি-ভাজ্য। এই ৫টি ছাড়া অন্য কোন ক্রমিক সংখ্যার সঙ্গে কোন নম্বর গুণ করে ৩৮০ পাওয়া যাবে না। প্রশ্নানুসারে সেদিন ৭ জন উপস্থিত ছিল। অতএব, এই পাঁচটি ক্রমিক সংখ্যা থেকে কোন সমাধান পাওয়া যাচ্ছে না।

এভাবে পরীক্ষা করলে দেখা যাবে যে, যে ২০ নম্বর পেয়েছে তাব ক্রমিক সংখ্যা ১৮, ১৭, ১৬, ১৫, ১৪, ১৩, ১২, ১১ বা ১০ হতে পারে না।

২০ নম্বর পাওয়া প্রশ্নকর্তার ক্রমিক সংখ্যা ৯ হলে দেখা যায় যে নীচের ক্রমিক সংখ্যাগুলো দিয়ে (৯×২০) বা ১৮০কে ভাগ করা যায় — ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৯, ১০, ১২, ১৫, ১৮।

এবার একটু পরীক্ষা করলেই দেখা যাবে যে কেবলমাত্র নিম্নলিখিত সাতটি ক্রমিক সংখ্যার ছাত্রদের নম্বরগুলো যোগ করলে ১৮০ পাওয়া যায়। অতএব, নির্ণেয় ক্রমিক সংখ্যা ও তাদের পাওয়া নম্বর —

ক্রমিক সংখ্যা	নম্বর
৩	৬০
৪	৪৫
৯	২০
১০	১৮
১২	১৫
১৫	১২
১৮	১০

এই সমাধান যাঁরা পাঠিয়েছেন —

৭৫৩৭ পতিত পাবন প্রামানিক, ৭৭০০ মৃদুল কুমার বসু, ৭৫৪১ মণি অধিকারী, ৭৬৬৭ অঞ্জন গোস্বামী, ৭৬৮৩ আলোক কুমার তেওয়ারী, ৭৪৬৪ প্রদীপ কুমার রক্ষিত, ৭৭ [illegible] আলপনা চ্যাটার্জী, ৭১৮২ অমিতাভ [illegible] ৭৭৭৪ অনিরুদ্ধ বসু, ৭৬২৮ দিলীপ কুমার রায়, বি ৭৪৪৬ বিশ্ববসু দাস, ৭৮৮৪ সুধা [illegible]

ঘোষ।

★ ★ ★

এখন ফুটবল খেলার মরশুম চলছে। তাই একটা ফুটবল খেলার ধাঁধা না দিয়ে থাকতে পারছি না :

মোশন ৭ :

বেঙ্গছত্র শহরে মাত্র ছয়টি টিমের মধ্যে ফুটবল খেলা হয় এই ছয়টি টিম হচ্ছে — শোভন বাগান, ওয়েষ্ট বেঙ্গল, উত্তর একাদশ দক্ষিণ দ্বাদশ, অষ্টর্ষিমণ্ডল আর বেকারবৃন্দ। প্রতিটি টিম অন্যান্য টিমের সঙ্গে একবার করে খেলে। জিতলে ২, ড্র হলে ১ আর হারলে ০ এই নিয়মে পয়েণ্ট দেওয়া হয়।

এ বছর শোভন বাগান যত পয়েণ্ট পেয়েছে তার পাঁচগুণ পয়েণ্ট পেয়েছে অন্যান্য সবাই মিলে। বেকারবৃন্দ একটি পয়েণ্ট বেশী পেয়েছে ওয়েষ্ট বেঙ্গল থেকে। দক্ষিণদ্বাদশ ঠিক যতগুলো খেলায় হেরেছে ঠিক তত পয়েণ্ট পেয়েছে। এ বছর উত্তর একাদশ হারাতে পেরেছে অষ্টর্ষিমণ্ডলকে

ওয়েষ্ট বেঙ্গল তাদের পয়েণ্টের তুলনায় সবচেয়ে বেশী খেলায় ড্র করেছে। এক এক টিম এক এক পয়েণ্ট পেয়েছে। চ্যাম্পিয়ান টিমটি রানার্স আপের চেয়ে দুই পয়েণ্ট বেশী পেয়েছে।

এই প্রতিযোগিতায় মোট এগারটা গোল হয়েছে।

বলতে পারেন কি কোন টিম কত পয়েন্ট পেয়েছে?

আর শোভন বাগান এবং ওয়েষ্ট বেঙ্গল এর খেলায় রেজাল্ট কি হয়েছে?

উত্তর পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশিত হবে। মিতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে তারা যেন এবার সম্পূর্ণ সমাধান (অর্থাৎ নির্ণয় পদ্ধতি সহ) পাঠান।

মোশন ৭ এর উত্তর পাঠাবার শেষ তারিখ ২০শে অগ্রাণ ১৩৮১ বঙ্গাব্দ।

ক্ষুদ্র সীমার মধ্যেও যদি আত্মশক্তি সত্য হয়। তাতেই ভারতের সেবা হবে।
প্রদীপের আলোটি ক্ষুদ্র হলেও তাতে সমস্ত পৃথিবী গ্রাস করার ক্ষমতা বর্তমান।

—রবীন্দ্রনাথ

সংগ্রাহক — ৭৬৮৯ প্রদীপ কুমার ঘোষ।

বিশ্বমিতালী সঙ্ঘ

৪৮, রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, উত্তরপাড়া, হুগলী।

শ্রাবণ - ভাদ্র - আশ্বিন — ১৩৮১

নতুন মিতাদের নাম ও পরিচয়ের তালিকা।

১৫ শ বর্ষ ২য় সংখ্যা।

সদস্য সংখ্যা ৭৭০১ থেকে ৭৮৫০ পর্যন্ত মিতাদের পরিচয় প্রকাশ করা হল।

যে সকল সভ্যের ঠিকানা জানাতে আপত্তি নেই তাদের ঠিকানা নামের সঙ্গে প্রকাশ করা হল। বর্তমানে বা পরে যাঁদের নাম তালিকায় মুদ্রিত বা প্রকাশিত হয়েছে বা হবে এখন থেকে তাঁরা ঐ সকল মিতাকে সরাসরি তাঁদের ঠিকানায় চিঠি দিতে পারেন।

সঙ্ঘের অবধায়কত্বে আর চিঠি পাঠাবার প্রয়োজন হবে না। নারী মিতাদের লেখা প্রত্যেকটি প্রথম চিঠি সংঘের অবধায়কত্বে পাঠাতে হবে। আপত্তি না থাকলে নারী মিতারা এরপর সরাসরি পত্রালাপ করতে পারেন।

নারী মিতাদের কাছে পত্র দিলে পক্ষকালের মধ্যে উত্তর না পেলে জোড়া পোষ্টকার্ডে স্মরণ - লিপি পাঠাতে পারেন। যদি কোন কারণ বশতঃ নারী মিতারা পত্রালাপে বিরত থাকতে চান তবে যেন তাঁরা জানিয়ে দেন। চিঠি পেয়ে নিরুত্তর থাকা কোনক্রমেই সঙ্গত নয়।

প্রিয় বিষয়গুলির পরিবর্ত্তে যে সাঙ্কেতিক চিহ্ন ব্যবহার করা হয়েছে সেগুলি এইরূপ :—

অ - অভিনয়, উ - উপন্যাস, খ - খেলাধূলা, গ - গান, ঘ - ঘররা গৃহস্থালী, চ - চলচ্চিত্র, ছ - ছবিতোলা, জ - জানবার কথা, ড - ডাকটিকিট, ফাষ্ট ডে কভার, পিকচার পোষ্ট কার্ড, ত - তাসখেলা, দ - দাবা খেলা, ধ - ধর্ম্ম, ন - নাচ, প - পশুপাখী পালন, ফ - বাগান করা, (ফল, ফুল - শাক - সবজী), ব - ব্যবসা বাণিজ্য, ভ - ভ্রমণ, শ - শিল্প, স - সমাজ, হ - সাহিত্য, য - যন্ত্র সঙ্গীত, র - রাজনীতি, ঙ্ক - অঙ্কন চিত্র, জ্ঞ - বিজ্ঞান।

নতুন মিতাদের নাম ও পরিচয়ের তালিকা

মিতাদের নাম ও পরিচয়ের তালিকাগুলি এইরূপে সাজান হয়েছে :— সদস্য সংখ্যা, নাম, ঠিকানা, বয়স, বৃত্তি ও সখের বিষয়।

★ ★ ★

★ চিহ্নিত মিতাদেব ৮৫ পয়সার বিশেষ বৈদেশিক বিমানপত্রে সবাসরি চিঠি পাঠাতে হবে।

★ ★ ★

পুরাতন মিতাদের পবিচয় :—

নিউজ প্রিন্টের অভাবের জন্য এই সংখ্যায় প্রকাশ করা গেল না। আগামী সংখ্যায় প্রকাশ করা হবে।

৭৭০৫ অভিজিৎ মুখোপাধ্যায় — ২৮, পাল চৌধুরী ষ্ট্রীট, রানাঘাট, নদীযা, ১৭ ছাত্র (১ম বর্ষ বি ই..) অ উ খ জ ভ শ স হ য

৭৭১২ অঞ্জলীবাণী মণ্ডল — কচুয়া, ১৮ ছাত্রী (আই এ) উ গ ফ ভ হ

৭৭১৪ অনিমেষ চ্যাটার্জী — সহ প্রধান শিক্ষক, রুদ্রনগর, বীরভূম, ৩৪ শিক্ষকতা, অ উ গ চ দ ধ ভ স হ

৭৭২৩ অশোক কুমার সিংহ — এলাহাবাদ, হাওড়া, ১১ ছাত্র ও চাকুরী, ভ হ পড়া

৭৭৩৪ অখিল সরকার — বাসৈব কেবানীগঞ্জ, ঢাকা, বাংলাদেশ, ২৫ ছাত্র গ য হ ব চ

৭৭৪৪ অনিরুদ্ধ বোস — সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ্ ইণ্ডিযা, বাঙ্গাডি, পুরুলিয়া, ২৩ চাকুরী, অ উ খ চ ভ হ র

৭৭৬৩ অশোক কুমাব গুপ্ত — c o B. B. Nath (S O.) 4th N. A. P. BN. (Thizama) KOHIMA (797001) Nagaland ২৭ চাকুরী হিন্দি ছবি দেখা ও পত্র মিতালি করা।

৭৭৭২ অমিতাভ বেরা, সোনামুখী ব্যানার্জী পাড়া, সোনামুখী, বাঁকুড়া।

(প্রবেশ পত্র পাওয়া যায়নি)

৭৭৭৭ অজিত কুমার বসু - চৌধুরী পাড়া, কৃষ্ণনগর, নদীয়া, ৩৪ শিক্ষকতা, উ থ চ ছ জ ভ হ

৭৭৮২ অতুল কুমার সরকার - Qr no. 90 N2. E. Sector, Po : Barkhera, Bhopal - 21. M. P. ২৪ চাকুরী, উ থ চ ছ জ ড ভ

৭৭৮৪ অসীম রায় - ১৮/এ, শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কোলকাতা - ১২, ৩০ চাকুরী, চ জ ত ভ স হ

৭৭৯৯ অজয় দে - সেবাগ্রাম, বেঙ্গল এনামেল, ২৪ পরগনা, ২১ চাকুরী, গ চ জ ত ভ হ জ্ঞ

৭৮০৫ অলকা সিকদার - কলিকাতা - ৪, ২০ ছাত্রী, হ গ ড

৭৮০৭ অঞ্জন কুমার সেনগুপ্ত - রবীন্দ্র নগর, শিলিগুড়ি, দার্জিলিং, ২৩ চাকুরী উ ভ হ

৭৮১৬ অজয় কুমার গুহ সরকার - Seondha Discharge Site, Po : Seodha, Datia, M. P.

(প্রবেশ পত্র পাওয়া যায়নি)

৭৮৩০ অসিত বরণ কর - ষ্টেট ব্যাঙ্ক অফ্ ইণ্ডিয়া, বেলঘরিয়া, কলি : ৫৬, ২১ চাকুরী, অ থ চ গ জ হ স ড য

৭৮৩৪ অনুপ কুমার হালদার - c/o বিমল কৃষ্ণ হালদার, নওয়া পাড়া (উত্তর), বারাসত, ৭৪৩২০১, ২৪ পরগনা, ২০ ছাত্র, গ ভ হ চ

৭৮৩৭ অশোক কুমার রায় - ১৫৩, এস, এন, রায় রোড, কলিকাতা - ৩৮, ২৩ চাকুরী, গ চ হ

৭৮৪২ অরূপ কুমার বিশ্বাস - দক্ষিণ গোবিন্দপুর, ২৪ পরগনা, ১৬ ছাত্র, অ থ জ গ দ ভ স

৭৭১৫ আলপনা চট্টোপাধ্যায় - জলপাইগুড়ি, ১৮ ছাত্রী, অ উ থ গ চ ছ ড হ

★ [কেবলমাত্র নারী মিতাদের সঙ্গে পত্রালাপ করিবেন]

৭৭৪০ আশীষ কুমার ভট্টাচার্য - Qr no. - 81 - B, West Maligaon, গৌহাটি, আসাম, ২৩ চাকুরী, অ উ গ চ জ ভ শ স হ য জ্ঞ

নতুন মিতাদের নাম ও পরিচয়ের তালিকা

৭৭৮৩ কমল কুমার দত্ত — ৪৮. বসন্ত বাবু রোড, কাঁচড়াপাড়া, ২৪ পরগনা ১৮ ছাত্র গ থ খ গল্পের বই।

৭৮১৭ কুমার মুখোপাধ্যায় — ৩৫/এ বাঙ্গুর পার্ক রিষড়া হুগলী ২০ ছাত্র (বি ই) টেবিল টেনিস N. S. S.

৭৮২৪ কিংশুক দাস — পি - ৩ শশী ভূষণ দে ষ্ট্রীট; কলিকাতা - ৭০০০১২ ১৯ ছাত্র উ ড ধ ড হ

৭৭৪১ গীতা চক্রবর্ত্তী — (এম. এ) ভূমভূমা ২৯ গৃহস্থালী উ ঘ ভ স

৭৮৫৩ গীতা গিরি — সিঙ্গুর ১৭ ছাত্রী গ চ ছ জ প ফ শ হ ঋ

৭৭৫৮ চন্দন সিংহ রায় — মান্দাড়া হুগলী ১৯ ছাত্র অ উ খ গ চ ছ জ ড ভ হ জ্ঞ

৭৭৫৪ চন্দ্রা কুণ্ডু — কলিঃ ৪ ২৫ ছাত্রী অ উ খ গ ঘ চ ছ জ ত ফ ভ শ য জ্ঞ

৭৭২১ জয়া দত্ত - করিমগঞ্জ, ২২ বেকার, (স্নাতক) গ থ চ ভ পত্রমিতালি

৭৭৫৮ জগন্নাথ সাহা - ৩৪ সখের বাজার লেন, ভদ্রকালী, হুগলী, ২০ ছাত্র, উ ভ চ স গ

৭৭৮১ জয়দেব রায় চৌধুরী - ৬/৪, মতিলাল সেন লেন, কলিকাতা - ১১, ২৮ ব্যবসা, ব ধ স চ

৭৭৯৫ জাহানারা আহম্মেদ - (মৌসুমী) দিনাজপুর, ১৩ ছাত্রী, গ ছ ড ন

৭৮২১ জি, কুমার, - 49. B. M. B. S. F. S. P. Coy. c/o 56. A P. O. ২৩ চাকুরী, সব বিষয়ে অনুরাগী

৭৭৭১ ঝর্ণা ব্যানার্জী - কলিঃ ২৭, ১৫ ছাত্রী, অ গ প ক থ সূচী ও হস্ত শিল্প জ

৭৭২২ তপন কুমার রায় - c/o হরিলাল রায়, অরুণা ভবন, গৌর রোড গার্ডেন, পুলিশ প্যারেড গ্রাউণ্ডের পশ্চিমে, মালদহ. ১৮ ছাত্র, উ গ ছ জ ধ ফ ব ভ র জ্ঞ

৭৭৩৭ তপন কুমার রায় - ১০০এ, কাশিপুর রোড, কলিঃ ৭০০০০২, ২০ ছাত্র, (২য় বর্ষ, বিজ্ঞান, অনার্স রসায়ণ) গ চ জ ব ভ শ স য জ্ঞ

৭৭৪৭ তপন গাংগুলী - পশু চিকিৎসালয়, হরিসভাপাড়া, রামপুরহাট, বীরভূম, ২৮ চাকুরী, অ উ খ গ চ জ ত দ প ভ হ য জ্ঞ

নতুন মিতাদের নাম ও পরিচয়ের তালিকা

৭৭৫৫ ত্রিদীপ দত্ত মজুমদার — c/o ডাঃ সুখময় দত্ত মজুমদার, লক্ষী শহর, হাইলাকান্দি, কাছাড়, আসাম, ২৫ চাকুরী, উ খ গ ছ ড ফ হ জ্ঞ

৭৮১৯ অরুণ দে — c/o Dr H P De, M C Road, Tezpur Assam, ১৮ ছাত্র, জ্ঞ ড চ গ খ

৭৮২২ তাপস কুমার ভট্টাচার্য্য — ৮৮/১ ডি, যতীন দাস রোড, কলিঃ ২৯, ২৬ চাকুরী, উ খ গ চ ধ ভ

৭৮৫০ ত্রিনাথ দাস — c/o শম্ভুনাথ সরকার, c/o D M (F C I) বালুরঘাট, পশ্চিম দিনাজপুর, ৫ ছাত্র, ছ জ ড দ ধ প ফ ব ভ শ স হ জ্ঞ

৭৭১০ দেবী প্রসাদ চ্যাটার্জী c/o রামকৃষ্ণ চ্যাটার্জী, দলপতিপুর, ভায়া হরিপাল, হুগলী, ১৬ ছাত্র, স হ ভ খ ব্যায়াম।

৭৭২৮ দীপক কুমার দাস — ধনিয়াখালি গ্রুপ ইলেকট্রিক সাপ্লাই, পোঃ — ধনিয়াখালি হুগলী, ২১ চাকুরী, ঘ চ

৭৭৪৩ দীপক কুমার শ্যামল - c/o যজ্ঞেশ্বর শ্যামল এম, বি, বি, এস, দীঘা রাস্তা, কুমারপুর, কাঁথি, মেদিনীপুর ১৫ ছাত্র, হ গ ভ আ ড প খ চ বৈদ্যুতিক শিক্ষা।

৭৭৬২ দ্বিজেন মাইতি - আনন্দ নগর, হুগলী, ১৫ চাকুরী, উ ধ ভ স হ

৭৮০৯ দেবাতোষ বোস - ১৫, সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৯ ২১ ছাত্র, অ খ চ ছ জ ত দ ব ভ র জ্ঞ

★ ৭৮৩৮ দীপেন্দু চক্রবর্ত্তী - 370 Dixon Road, Apartment NO PH7, Toronto, Ontario, CANADA ভ আড্ডা, সাইকেল চালানো।

৭৭৫৬ নাজির আহমদ - সাব ইউনিট অফিসার (যা পা) বাঃ কৃঃ উঃ সঃ নফলা, ময়মনসিংহ বাংলাদেশ ১৫ চাকুরী, স অ হ গ ভ ছ ড চ ফ প

৭৮১০ নির্ম্মল কুমার সরকার - ৬ন কালিকুমার মজুমদার রোড, যাদবপুর, কলিঃ ৩২, ২৬ মাষ্টার টেইলার, চ ছ ব ভ কবিতা লেখা।

৭৭০২ প্রশান্ত মুখোপাধ্যায় - ২৭, বানোয়ারী লাল ঢোল লেন, বরানগর কলিঃ ৩৬, ১৯ ছাত্র (বি কম) উ খ ছ জ ড ত

৭৭০৬ প্রদীপ কুমার সরকার - ১০ - ডি, রমেশ মিত্র রোড, কলিঃ ২৫, ২১ যাদুকর চ ভ গল্পের বই।

৭৭৩৯ বাচ্চু ঘোষ - ১৯৮ ১৫, কল্যাণগড়, ২৪ পরগনা, ২২ ছাত্র খ

৭৭১০ প্রদীপ কুমার সাহা - ৬/১, সূর্য্য সেন ষ্ট্রীট, ফার্স্ট ফ্লোর, কলি : ৭০০০১২ ১৯ ছাত্র, চ ছ ধ ভ য খ

৭৭১৭ প্রদীপ কুমার দাশগুপ্ত - S. N. C. O' S Mess. Jalahali East. Bangalore. - 14. Pin - 560014 ১৮ চাকুরী, গ য ভ খ চ রান্না।

৭৭৩১ প্রশান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় - বাদামতলা রোড. কলিঃ ৫৮, ২৫ চাকুরী ও অধ্যয়ণ গ চ ছ দ ফ ভ য

৭৭৬০ প্রবাল কান্তি চৌধুরী (বি. ই) - Room No. 167, New Hostel, P O. - I. S. M. Dhanbad, Bihar. ২৮ ইঞ্জিনীয়ার, উ চ ছ ভ শ জ্ঞ

৭৭৬৪ পূর্ণশিব মুখার্জী - c/o জনতা বিপণি (ষ্টেশনারী), পীরবাবা ইন্দা মেন রোড, খড়গপুর ১, মেদিনীপুর, ২০ ব্যবসা, জ দ ব ভ শ

৭৭৬৮ প্রদীপ চৌধুরী — Hall No 3, Room No 202, R. E. College, Durgapur, Burdwan, ১৯ ছাত্র, ড জ্ঞ থ ভ ক্রিকেট ও হকি।

৭৭৭৬ প্রণব কুমার চৌধুরী — c/o প্রেমচাঁদ জৈন, ব্যাণ্ডেল, হুগলী, ২১ বেকার, গ চ জ ড ত

৭৭৮৫ পূর্ণিমা দাস — প্যাটেল নগর, ২০ ছাত্রী. খ ঘ দ প ভ স হ য

৭৮০২ প্রণবেশ দত্ত — C. M. A. Ltd. Bankola Group Office. Ukhra Burdwan, ২৯ চাকুরী, গ ঘ চ ন ফ ব ভ য

৭৮১২ পুষ্পল বসু — সন্তোষপুর, পাটুলী, বর্দ্ধমান; ২২ শিক্ষকতা, অ খ গ চ ভ স হ ব

৭৮১৪ পম্পা দাস — কলিকাতা ৩২, ১৮ ছাত্রী, ভ হ চ গ খ

৭৮২৫ প্রদীপ কুমার রায় - মেমারী স্বাস্থ্য কেন্দ্র, মেমারী, বর্দ্ধমান, ২৮ ঠিকাদারী গ জ ফ ব ভ

৭৮৩৩ প্রদ্যোৎ কুমার চক্রবর্ত্তী — POST BAG NO. 163. Patna, G. P. O Patna, Bihar. ২৩ চাকুরী, অ উ ছ ভ শ হ ক্ষ

৭৮৪৫ পলু কুমার নন্দী — A/4, Subhash COLONY, PO: Gamaharia via Tatanagar. Dist Singbhum. Bihar. ৩১ ইঞ্জিঃ চাকুরী, গ চ হ স খ

৭৭০১ বিকাশ দাস — হাসিমারা হাইস্কুল, পোঃ হাসিমারা, জলপাইগুড়ি, ১৫ ছাত্র, (এক দশ)।

৭৭০৩ বিমান কুমার মাহাত — নিউ কলেজ হোস্টেল, পোঃ ও জেঃ - মেদিনীপুর, ১৯ ছাত্র, হ, (কবিতা) ক্ষ দর্শন, জ্যোতিষ শাস্ত্র।

৭৭৩৫ বীরেন্দ্র নাথ সাহা — রাজশাহী গভঃ কলেজ, হেমন্ত কুমারী ছাত্রাবাস, রুম ৮, রোল ৩০৭, রাজশাহী, বাংলাদেশ, ১৪ ছাত্র, অ উ দ হ ব

৭৭৪৫ বিদ্যুৎ কুমার রায় — রায় ভবন, হরি মন্দির রোড, (হীরাপুর) Dhanbad, Bihar, ৩০ শিক্ষক, (প্রাণীতত্ত্ববিদ) ধ ভ জ্ঞ

৭৭৮৮ বিহঙ্গ চট্টোপাধ্যায় — ৫নং জি, টি, রোড, ভদ্রকালী, ৭১২২৩২, হুগলী, ২০ ছাত্র, ভ চ

৭৮২৩ বিমান কুমার সাহা — I N S SUB MARINE 'KALYARI' C O FLEET MAIL OFFICE, Pin 530014, VISAKHAPATNAM : 14 (A P) ২৫ ভারতীয় নৌসেনা, উ খ চ ছ জ ঢ প ফ ব ভ শ স র ক্ষ রাশিয়ান ভাষায় পড়া।

৭৮২৬ বিকাশ বন্দোপাধ্যায় - Office Of The Area General Manager, Area v, Bankola Coal Mines Authority Ltd UKHRA, Burdwan ২৩ চাকুরী, গ হ চ

৭৮৪৯ বাসুদেব ব্যানার্জী — Rly Qr No 184 B, সেন্ট্রাল গোটানগর, পোঃ গৌহাটী, কামরূপ, আসাম, ২২ ছাত্র, চ জ ভ জ্ঞ

৭৭১৯ ভবতোষ ভট্টাচার্য - গোবরাছড়া, কুচবিহার, ১৩ ছাত্র, অ উ খ গ ছ জ ধ ভ স হ য

৭৭৫২ ভূপতি ভূষণ সরকার - কৃষ্ণপুর, মিঠাপুকুর, রংপুর, বাংলাদেশ, ২২ ছাত্র, ব হ জ্ঞ ধ গ ভ চ অ বাজনা।

৭৭৬৭ ভবতোষ চন্দ্র দাস - ১২এ, সাতকড়ি মিত্র লেন, কলিঃ ৫৪, ২৭ ছাত্র, উ খ চ জ ড ভ শ স হ ব

৭৮৭১ ভূদেব কুমার শীল - গালেনওহাটী সেটলমেন্ট অফিস, পোঃ ও গ্রাঃ - গালেনওহাটী, কুচবিহার, ২৩ চাকুরী, স চ

৭৭১৮ মানস নাগ - C O অনুপ নাগ, অভয় নগর, আগরতলা, ত্রিপুরা, ৭৯৯০০৫ ১৮ ছাত্র, গ থ হ পত্রমিতালি।

৭[illegible] মৃদুলা দে - পশ্চিম সুরেন্দ্র নগর, ২৭ গৃহস্থালী, উ গ থ শ য জ্ঞ

নতুন মিতাদের নাম ও পরিচয়ের তালিকা

৭৭৪৬ মণ্টু কুমার সেন - বাদশা লজ; পুরুলিয়া রোড; রাঁচি বিহার ২৫ চাকুরী হ স গ পত্রালাপ।

৭৭৬৬ মোহাম্মদ মফিজুর রহমান - c/o মোহাম্মদ খোরশেদ আলী সাভার - সাব রেজিষ্টারী অফিস পোঃ সাভার ঢাকা বাংলাদেশ ১৭ ছাত্র উ গ চ ছ জ ড ধ ন হ ক্ষ জ্ঞ

৭৭৭০ মোহম্মদ নুরুল হুদা - ৩৫/১ মেঘনাদ সাহা রোড; (হটন রোড) আসানসোল বর্দ্ধমান ২০ ছাত্র অ উ খ গ চ ত দ ভ হ র

৭৭৯৩ মৃণাল রায় চৌধুরী - ৬/১ বি; প্রাননাথ চৌধুরী লেন; কলিঃ ৭০০০০২ ১৮ ছাত্র অ খ ঘ চ ছ জ প ব ভ স জ্ঞ

৭৭৯৪ মোঃ গোলাম আছফার চৌধুরী (মিলু) চকলোকমান বগুড়া বাংলাদেশ ১৮ ছাত্র হ জ

৭৭৯৭ মণি মোহন দত্ত - ১৮, রামকৃষ্ণ আচার্য্য লেন; সালকিয়া হাওড়া ২৮ চাকুরী অ উ গ জ ধ ব ভ য জ্ঞ

৭৮২৭ মুকুন্দ বিহারী বোস - c/o মাখন দেবনাথ পানশীল নগর, বেঙ্গলী লাইন; পোঃ ১২৫০ ২য় ষ্টপ,, ভুপাল ৫ এম. পি; ২৩ চাকুরী হ

৭৭০৮ যোগিন্দ্র কুমার সিং - ৯ - ই; বি; টি, রোড Flat 1 কলিকাতা ২ ১৯ ছাত্র (গ্রাউণ্ড ইঞ্জিঃ) চ খ পত্রিকা পড়া।

৭৭০৭ রণজিৎ কুমার মোদক - c/o রাজেন্দ্র নাথ মোদক ১৩ নিয়োগী পুকুর বাই লেন তালতলা কলিঃ ১৪ ছাত্র ২৭ (দশম) খ চ ঢ ছ ড গ য জ্ঞ

৭৭৩২ রতন কুমার দেবনাথ - রাতাবাড়ী কাছাড় আসাম ২৫ চাকুরী ঙ পত্রমিতালি।

৭৭৬১ রমেন্দ্র লাল বসু - C/O মধুসূদন বসু নবপল্লী বারাসত ২৪ পরগনা ১৩ ছাত্র র ভ ড খ

৭৭৭৫ রাজা গুপ্ত C/O অমল কুমার গুপ্ত ত্রিবেণী টি স্যুস্ লিমিটেড ত্রিবেণী হুগলী ছাত্র অ গ চ ড হ র ভ

৭৭৮৯ রেবা মৈত্র বালুরঘাট ছাত্রী শ ভ ক্ষ ড হ বই লেখা

৭৭৯৬ রীণা বর্দ্ধন চন্দন নগর ১৬ ছাত্রী অ চ ভ য জ্ঞ

নতুন মিতাদের নাম ও পরিচয়ের তালিকা

৭৮৪৮ রমেন্দ্র নাথ সরকার - c/o শম্ভুনাথ সরকার, C/O D M (F. C. I)- পো: বালুরঘাট, পশ্চিম দিনাজপুর, ১৬ ছাত্র, অ উ খ গ ছ জ ড ন প ফ স ব ক্ষ

৭৭৫১ লুৎফা খান - ঢাকা, ১৩ ছাত্রী, খ চ জ ধ ফ ভ ক্ষ

★ ৭৮৩৯ মিস লিসাক ঘোষ - 448, Indian Grove Toronto, Ontario, Canada, গ নাচা, শ বই পড়া।

৭৭১১ শ্যাম সুন্দর সাধুখাঁ - ২১ ছাত্র, পত্রমিতালি, Street No 85, Quarter NO 6A চিত্তরঞ্জন, বর্দ্ধমান।

বি ৭৭৭০ শাহিন সুলতানা - কলিকাতা ১৭, ১৬ ছাত্রী, ধা চ

৭৭২৬ শিবনারায়ণ দাস - INS Viktant AED, C O, F M O BOMBAY - 1 PIN 400001, ২০ নৌ, বায়ু ও দুর্বা, খ জ ফ

৭৭৭৮ শ্যামসুন্দর ভট্টাচার্য - ১১ ন সদর Street, কলি° ১৬, ৩৩ চাকুরী সাহিত্য

৭৭৮০ শংকর লাল দে - State Bank Of India (পানবাজার ব্রাঞ্চ) গৌহাটী - ১, আসাম, ২৩ চাকুরী, স চ গ ভ খ বাজন।

৭৮০০ শ্যাম সুন্দর প্রামানিক - অফিসার্স কলোনী, রেলওয়ে কোং ন ৭০২ (এ) P O আলিপুর দুয়ার জংশন, জলপাইগুড়ি, ১১ ছাত্র, খ গ চ ছ জ ড দ ভ স

৭৮০৫ শিশির মাইতি - জীবন বীমা কর্পোরেশন (কাঁথিশাখা) পো: - কাঁথি, মেদিনীপুর, ২১ চাকুরী খ ছ ভ

৭৮০৬ শর্মিলা সরকার - বালুপুর, ১৬ ছাত্রী, গ ড ত থ জ্ঞ

৭৮৩১ শৈবাল সেনগুপ্ত C O ডা: ভবেশ চন্দ্র সেনগুপ্ত জয়নাথ বাড়ি নং - ১, আগরতলা, ত্রিপুরা ১৬ ছাত্র, খ গ চ জ ড দ ফ ভ হ ধ জ্ঞ

৭৭০৭ সুমন্ত কুমার কুণ্ডু - C O মুখার্জী বীজ ভাণ্ডার, ১ন বকুলপুর, সিঙ্গুর, হুগলী, ২৩ চাকুরী, ভ গল্পের বই।

৭৭২৫ সুকান্ত কুমার বাগ - ৫৮ ১২, গদাধর মিস্ত্রী লেন, সাঁতরাগাছি, হাওড়া - ৪ ১৪ ছাত্র, অ ব জ দ

৭৭১৯ মনরঞ্জন পাল — c/o শুভেন্দু দেব (Postal Clerk) Po: Aizawl. H O. Mizoram, ২৮ চাকুরী, অ উ গ ছ ভ

৭৭৩০ সুমন চৌধুরী — Hav. S Chowdhury, 81 Mtn. Bde. Sig. Coy. c/o 99 A. P. O. ৩০ সৈনিক, উ খ ছ ভ জ্ঞ

৭৭৩৩ সুলতান মোঃ সিদ্দিক — c/o ফজলু মোড়ল, যোগীপোল, শিরোমণি, খুলনা, বাংলাদেশ, ২০ ছাত্র. অ উ খ গ ছ চ ড দ ধ ন

৭৭৩৯ সোমেশ্বর ভৌমিক — c/o কৃষ্ণ চন্দ্র মজুমদার, ভাঙ্গাটাউন; ভাংগা, ফরিদপুর, বাংলাদেশ, ১৮ ছাত্র, চ ছ জ ড বাগান করা, পিকচার পোষ্টকার্ড সংগ্রহ।

৭৭৪২ সন্তোষ কুমার নাথ — c/o লাইটিং ডিপার্টমেন্ট, কলিকাতা, কর্পোরেশন, ১নং হগ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৩, ২৯ চাকুরী, অ চ ফ ধ

৭৭৪৯ সিদ্ধার্থ চট্টোপাধ্যায় — c/০ রমাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, ৬৩/এ, রামচন্দ্র প্রেস ইষ্ট কলিকাতা ৭০০০৩৩, ১৬ ছাত্র. খ গ ছ জ ড প ফ ভ য র

৭৭৭৩ সেখ রিয়াজুল হক — বলরামপুর, মিরগাচাতরা, ভায়া আরামবাগ, ৭১২৬০১ হুগলী, ১৬ ছাত্র, অ উ খ গ চ ছ ড প ফ ভ শ হ ক্ষ জ্ঞ

৭৮১৫ সমীর কুমার মিত্র — Rly Qrt. no. - 53/A, Type - 1. B. S. City - 10. Dhanbad. Bihar. ২১ চাকুরী, কবিতা লেখা, পত্রালাপ।

৭৮১১ সুভাষ রায় — No - 4. T. A. C. Air Force. c/o 56. A. P. O ২২ চাকুরী, ছ ক খ জ ট ড ড্র.ইভিং।

বিঃ ৭৮২৯ স্বপন কুমার চক্রবর্ত্তী — G. O. Canteen. I. I. S. CO. Burnpur. (WORKS) P. O: Burnpur. Burdwan, ২২ চাকুরী, উ গ ছ জ দ ব ভ শ য

৭৭৮৭ সৌমেন্দ্র কুমার রায় — 228/2, Vidyanagar Gun Carrage ফ্যাক্টরী, এষ্টেট, Jabalpur, M. P. Pin - 482001, ৩০ চাকুরী, চ ভ

৭৭৯১ সুব্রত দাস — C/O কে, কে, দাস, রামনগর, ত্রিপুরা, ২৪ ব্যবসা, ড র

৭৭৯২ সমীরণ কুমার গুপ্ত — পি - ৮৬নং - কানুন গো পার্ক, গড়িয়া, ৭৪৩৫০৫, ২৪ পরগনা, ১৮ ছাত্র, খ চ জ্ঞ গ ড

৭৮০১ স, ম, শাহ আলম — জমাদ্দার ম্যানসান (তৃতীয় তলা) ৫৫/২, নয়ামাটি, নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা, বাংলাদেশ, ১৭ ছাত্র, অ উ গ চ ছ জ ড ক স হ জ্ঞ.

নতুন মিতাদের নাম ও পরিচয়ের তালিকা

৭৭৫৯ স্নিগ্ধা প্রধান কলিকাতা - ৬ ২৫ ছাত্রী (এম, এ) হ শ গ চ গ্রন্থপাঠ

৭৭৬৯ সুবীর সিংহ c/o ব্রজ গোপাল সিংহ বামনগর রোড নং ৯ - রামনগর আগরতলা ত্রিপুরা ১৬ ছাত্র খ গ চ ছ জ দ ফ ব ভ শ য জ্ঞ

৭৭৭৯ সঞ্জু দাস বহরমপুব ২০ ছাত্রী উ খ গ চ ড ভ থ

৭৮০৭ সুবীর কিশোর আচার্য্য ৩৭ সাউথ রোড, সন্তোষপুর যাদবপুর কলিকাতা -৩২ ১৯ চাকুরী খ গ চ ছ ত দ প ফ য ক্ষ

৭৮১০ সৌরেন্দ্র নাথ কুণ্ডু মিরগঞ্জ রাজশাহী বাংলাদেশ ৮ ছাত্র অ গ চ ছ জ ড ত ধ ব ভ স হ র

৭৮১৩ স্বপন কুমার ভৌমিক C/O তপন কুমার ঘোষ ৩২ডি/১, শরৎ ঘোষ গার্ডেন রোড, কলিকাতা ৩১

৭৮৩২ সোনা পাল দূর্গাপুর - ৫ ১৫ ছাত্রী অ গ ছ ন হ য জ্ঞ

৭৮৭৭ সন্ধ্যা মিত্র — মালদহ, ১৭ ছাত্রী, অ গ জ ছ প য পর্বতারোহন, স্তন্যপ্রায়ী জীবজন্তু সম্বন্ধে জানা।

৭৭৬৫ হরিপদ পাহাড়ী — গোকুলপুর মদন মোহন শিক্ষা নিকেতন, গোকুলপুর, ভায়া পটাশপুর, মেদিনীপুর, ৩০ শিক্ষকতা, অ উ হ ক্ষ

৭৮২৮ হরিদাস রায় - ৩৩১ রাজেন্দ্র প্রসাদ, টালিগঞ্জ, কলি° ৩৩, ১৮ ছাত্র, (ষ্টেনোগ্রাফী) অ গ চ হ

শোনরে মালিক শোনরে মজুতদার,
তোদের প্রাসাদে জমা হল কত -
মৃত মানুষের হাড়,
হিসাব কি দিবি তার।

- সুকান্ত ভট্টাচার্য্য

সংগ্রাহক :- ৭৬৩৬ রণেন্দ্রনাথ মুখার্জী

ঃ কয়েকজন বিশ্বমিতার আলোক চিত্র ঃ

পত্রালাপী মিতাদেব প্রতাক্ষ পবিচয উদঘাটনেব শ্রেষ্ঠ মাধাম হল আলোক চিত্র। নীচে কয়েকজন বিশ্বমিতাব প্রতিকৃতির উন্মোচন করা হল। আশাকরি অদূব ভবিষ্যাতে মিতাদের আলাপেব সূচনা অধিকতব সহজ ও সবল হবে। —সঙ্ঘমিতা।

বি ৭৮২৯ স্বপন চক্রবর্ত্তী।

বি ৫৩৮৫ শ্রীবিশ্বনাথ বিশ্বাস।

বি ৬৬১১ ডি, পি, সিনহা রায়।

বি ৭২৫৯ এস, পি, ব্যানার্জী।

বিশ্বদূতের আসরে

দেবী চৌধুরানী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

লিপিমিতার গত সংখ্যায় সরলা দেবীর সঙ্গে পণ্ডিত রামভুজ দত্ত চৌধুরীর বিবাহ এবং তাঁর পাঞ্জাব গমন সম্বন্ধে কিছু উল্লেখ করা হয়েছিল। স্বামী রামভুজ দত্ত ছিলেন পাঞ্জাবের শিক্ষিত বনেদি বংশের সন্তান। ঐ বংশের ধর্মের কোন গোঁড়ামী ছিল না। দয়ানন্দ সরস্বতী প্রতিষ্ঠিত আর্য সমাজ কৈশোরেই রামভুজকে আকৃষ্ট করে এবং অচিরেই তিনি তাঁর স্বাভাবিক ঔদার্যগুণে সমাজে নায়কের আসন লাভ করেন।

প্রাদেশিক সঙ্কীর্ণতারও তিনি ঘোর বিরোধী ছিলেন। প্রায়ই তিনি বলতেন "ভারত এক ও অখণ্ড, আমাদের সকলের জাতি, সমাজ ও সংস্কৃতি এক ও অভিন্ন। প্রথমে আমরা ভারতবাসী, তারপর পাঞ্জাবী, ওড়িয়া, বাঙালী ইত্যাদি।" তিনি আরও বলতেন "প্রদেশগুলো ডিভাইড এণ্ড রুলের হাতিয়ার ছাড়া আর কিছুই নয়।

অবাধে শাসন ও শোষণ চালাবার জন্য ঐ প্রদেশগুলোর সৃষ্টি হয়েছিল। ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ সৃষ্টি হয়নি, তা যদি হত তাহলে ভারতে আরও অনেক বেশী প্রদেশ সৃষ্টি হতে পারত। ভাষার ভিত্তিতে যা সৃষ্ট হয়, তা প্রদেশ নয়, —অঞ্চল, কারণ অনধিক পঞ্চাশ মাইল অন্তর ভাষার রূপান্তর ঘটে থাকে।"

রামভুজের এক আত্মীয় ভবানীপুরে বাস করতেন। বিভিন্ন কারণে রামভুজকে মাঝে মাঝে কলিকাতায় আসতে হত, তখন তিনি ভবানীপুরে ঐ আত্মীয়র বাড়ীতে এসে উঠতেন। কলিকাতার কংগ্রেস কার্যালয়ে একদিন হঠাৎ সরলাদেবীর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ ঘটে। আর্য সমাজের মত ব্রহ্ম সমাজও ধর্মনীতিতে উদারপন্থী ও প্রসারবাদী।

পণ্ডিত রামভুজ তাই ব্রহ্মসমাজের প্রতিও অত্যন্ত অনুরাগী ছিলেন। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের নামও তাঁর কাছে অজ্ঞাত ছিল না। তিনি সরলাদেবীর সঙ্গে পরিচিত হবার পর জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ীতে এসে গুরুদেবকে দর্শন করেন এবং অল্পকালের মধ্যেই ঠাকুর পরিবারে ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠেন। বিভিন্ন শাস্ত্রে রামভুজের পাণ্ডিত্যের পরিচয় পেয়ে বিশ্ব কবিও তার প্রতি আকৃষ্ট হন।

ঠাকুর পরিবারের কেহই প্রাদেশিক সঙ্কীর্ণ ভাব শিকার ছিলেন না, তাই পাঞ্জাবী রামভুজের সঙ্গে বাঙালী মেয়ে সরলার পরিণয়ক্ষেত্রে কোনরূপ আপত্তি ওঠবার সুযোগ ঘটেনি।

রামভুজের দেশপ্রেম ও সাংবাদিকতা সর্বজন প্রশংসিত। উপযুক্ত ও যোগ্য স্বামীর সহযোগিতায় সরলা দেবী এবার সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে নিজেকে বিলিয়ে দেন। বিবাহের পর সরলাদেবী বিভিন্ন ক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেন। স্বামীর সঙ্গে পাঞ্জাবের উর্দু সাপ্তাহিক 'হিন্দুস্থান' পত্রিকার সম্পাদনা গ্রহণ করেন এবং কিছুদিন পর এই পত্রিকার ইংরেজী সংস্করণের তিনিই হন সম্পাদিকা। তৎকালীন দিনে সরলা দেবীই একমাত্র মহিলা যিনি এক সঙ্গে বাংলা, উর্দু ও ইংরাজী পত্রিকার সম্পাদিকা ছিলেন এবং যোগ্যতার সঙ্গেই এই দায়িত্ব ভার পালন করেন।

১৯১৮ খৃষ্টাব্দে পাঞ্জাবে দুর্দিন ঘনিয়ে এল। বিপ্লবী বাংলার সঙ্গে পাঞ্জাবও হাত মিলিয়েছে ভারতজননীর পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচনে তখন বাংলার আকাশে লক্ষকণ্ঠে ধ্বনিত হচ্ছে "বন্দেমাতরম্" পাঞ্জাব গগনেও অযুত কণ্ঠে মন্ত্রিত হয়ে উঠছে 'ইনক্লাব্ জিন্দাবাদ''। ইংরেজ শাসকের শাসনদণ্ড কেঁপে উঠল, মাইকেল ওডায়ারের তন্দ্রা গেল ছুটে, পাঞ্জাবে সামরিক আইন জারি হল। তার পরেই ঘটল জালিয়ানওবাগে বীভৎস পৈশাচিক হত্যাকাণ্ড যার তুলনা পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল।

রামভুজ দত্ত সরলাদেবী আর স্থির থাকতে পারলেন না। এর বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী প্রতিবাদ জানাতে উঠে পড়ে লেগে গেলেন। এই সময় সরলাদেবী জালিয়ানাবাগের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের বিস্তৃত বিবরণ লিখে রবীন্দ্রনাথকে

এক পত্র পাঠান; সেই পত্র পাঠের পর গুরুদেব ইংরাজ প্রদত্ত 'নাইট্‌হুড্‌' উপাধি পরিত্যাগ করেন।

পাঞ্জাবের বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দও সরলা দেবীর ও তাঁর স্বামীর নির্ভীক প্রতিবাদে বিস্মিত হয়ে ছিলেন। পাঞ্জাবের এই আন্দোলনে তাঁর স্বামীর নির্বাসন দণ্ড হয় এবং কিছুদিন পর তিনি জেলেই প্রাণত্যাগ করেন। শোনা যায়, জেলের মধ্যে অমানুষিক অত্যাচার করার জনাই অকালে তাঁর মৃত্যু ঘটে।

স্বামী বিচ্ছেদের শোক সরলা দীর্ঘকাল ভুলতে পারেনি। অনধিক ছয়মাস তিনি কোন সভা সমিতিতে যোগদান করেন নি, কোন আচার অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন নি। এই সময় মহাত্মা গান্ধী দেশব্যাপী অসহযোগ আন্দোলন শুরু করেন।

গান্ধীজী সরলাদেবীকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। তিনি শোকাচ্ছন্না সরলাকে শান্তি দেবার জন্য আন্দোলনের মধ্যে ডেকে নিলেন। তিনিও এ সুযোগ ছাড়লেন না, রাষ্ট্রীয় সমিতির সভ্যা হয়ে অসহযোগ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

কিছুদিনের মধ্যে কলকাতায় ফিরে এসে নিখিল ভারত সমাজ সম্মেলনের সভানেত্রী পদে অভিষিক্ত হন এবং স্বদেশ চিন্তার বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় বহু সুচিন্তিত ও সময়োপযোগী ইংরাজী, বাংলা প্রবন্ধ ও কবিতা লিখতে শুরু করেন।

এই সময় তাঁর সাহিত্য প্রতিভার চরম বিকাশ ঘটে এবং সরলা দেবী রচিত 'নব বর্ষের স্বপ্ন', 'শতগান', 'পূজায়ন', 'শিবরাত্রি', 'বিশ্বমাতা', 'পূজা' প্রভৃতি বইগুলি প্রকাশিত হয়। এ-ছাড়া ইংরাজী ও বাংলা প্রবন্ধগুলি নিঃসন্দেহে বিদগ্ধতার পরিচয় বহন করে এবং সরলাদেবী পাণ্ডিত্য সাহিত্যরসিক মহলে সমাদৃত হয়ে ছিল। বাংলা সাহিত্যের তাঁর কৃতিত্বের ও বিদগ্ধতার জন্য লক্ষ্ণৌএ প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে এবং বীরভূমের বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে তিনি সাহিত্য শাখার সভানেত্রী পদে অভিষিক্ত হন। বিশিষ্ট লেখিকা ও মহিলা সাংবাদিকরূপে এবং দেশসেবিকারূপে সরলাদেবী সে সময় সমগ্র দেশে নারী জাতির সম্মান বৃদ্ধি করেছিলেন।

১৯২৬ সালে, সরলাদেবীর অসাধারণ কৃতিত্বের জন্য ভারতীয় সাংবাদপত্র সেবা সঙ্ঘ, তাঁকে উক্ত সংস্থার সভানেত্রী পদে বরণ করেন এবং আজ পর্যন্ত আর কেন মহিলা ঐ পদে বৃত হননি।

লক্ষ্ণৌ প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে সরলা দেবীর সঙ্গে আমার প্রথম আলোচনা হয়। তখন সন্ধ্যা বেলা। মণ্ডপে সাহিত্যের কোন একটি সভার অধিবেশন চলছে। সরলাদেবীর অনুপস্থিত। খুব সম্ভব এই সভার সভাপতি অন্যকেউ ছিলেন। অনুমান করে নিলাম। নিশ্চয় তাঁকে অতিথি নিবাসে পাব। অধিবেশন থেকে খানিকটা সময় চুরি করে দ্বিধাগ্রস্থ পদে অতিথি নিবাসে ছুটলাম তাঁর কামরার দরজায় নক্সাকাটা সবুজ পরদা ঝুলছে। বাইরে দ্বার প্রান্তে টুলে একা চাপরাশি। ঘরে কেউ আছে কিনা তার কাছে খোঁজ করলাম। জানতে পারলাম কেউ নেই; তিনি এখন সম্পূর্ণ একাকী আমি একটি স্লিপ লিখে চাপরাশির হাতে দিলাম কিছুক্ষণের মধ্যেই সাক্ষাতের অনুমতি এল। ঘরে ঢুকে দেখি তিনি খোলা জানালার দিকে উদার দৃষ্টিমেলে ধ্যানমগ্না যোগিনীর মত চুপচাপ বসে আছেন। অস্তমিত সূর্যের রক্তিমআভা তাঁর সুঠাম মুখের উপর এসে পড়েছে। পৌঢ়ত্বের প্রান্তসীমা তাঁর রূপ ধরেনা। মাথায় সুবিন্যস্ত কাঁচা পাকা কেশরাশি, অর্ধচন্দ্রাকৃত ললাট, আয়ত লোচন, উন্নত নাসা স্ফুরিত অধর,—সবটা মিলিয়ে যেন পাথর খোদাই করা গ্রীক-ছাঁচে ঢালা মিনার্ভা মূর্তি। বহু দেশ-নেত্রীকে দেখেছি এমনটি আর চোখে পড়েনি। এমন প্রতিভাদীপ্ত ব্যক্তিত্বব্যঞ্জক মুখমণ্ডল এমন তেজোদৃপ্ত নির্ভিক চাউনি এদেশে সত্যই বিরল। পরে এঁরসঙ্গে আমার বহুবার সাক্ষাৎ হয়েছে। সাংবাদিক হবার প্রেরণা এঁর কাছ থেকেই আমি প্রথম লাভ করি। অসুস্থ-থাকা-কালীন তাঁর কয়েকটি রচনা বিশেষ কয়েকটি সভায় আমার পাঠ করবার সৌভাগ্য হয়েছিল!

শেষ জীবনে সরলাদেবী জাতীয় কংগ্রেস থেকে হিন্দু মহাসভার প্রতি আকর্ষণবোধ করেন এবং একবার নিখিল ভারত হিন্দু মহাসভার বাংলার অধিবেশনে সভানেতৃত্ব করেছিলেন। এই সময় তিনি হিন্দু জাতির উন্নত চিন্তায় চিন্তান্বিত হয়েছিলেন। যদিও কোনরকম রক্ষণশীল গোঁড়ামিতে নিজেকে আবদ্ধ করেননি।

জীবনের শেষ পর্বে সরলাদেবী "জীবনে ঝরা পাতা" নামে নিজের জীবন স্মৃতি দেশ পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে লিখেছিলেন এবং এই সময় হঠাৎ ১৯৪৫ সালের ১৮ই আগষ্ট এই মহীয়সী মহিলার লোকান্তর ঘটে।

এই জন্ম শত বর্ষ পূর্ত্তি কালে বাস্তব দেবী চৌধুরাণীর পূত চরিত্রা সরলাদেবীর প্রতি অকুণ্ঠ প্রণাম নিবেদন করে এই রচনার - ইতি টানলাম।

আমার প্রেম

শ্রীনারায়ণ চন্দ্র পাল (৭৮১৩)

আজ থেকে সাত বছর আগের ঘটনা। আমার কলেজ জীবন শেষ হতে তখনও আমার এক বছর বাকী। আমি যে বাড়ীটাতে থাকতাম সেটা জি, টি রোডের উপরেই। নীচে একটা টায়ার টিউবের দোকান, বাড়ীটার বাঁদিকে একটা রাস্তা। রাস্তার ওপারের বাড়ীটা মাস দুই বন্ধ থাকার পর কয়েকদিন আবার খোলা দেখতে পাচ্ছি নিশ্চয় নতুন ভাড়াটে এসেছে।

স্বভাবতই জানতে ইচ্ছা হয় কারা এসেছেন ও বাড়ীতে, কিন্তু বাড়ীর দরজাটা সব সময়েই প্রায় বন্ধ থাকে। জানালাগুলোতেও পর্দা। সে সুযোগ আর হয় না। একদিন আনমনে ওদের বাড়ীর দিকে তাকিয়ে ছিলাম। হঠাৎ জানালার পর্দাটা সরিয়ে একটি মুখ ক্ষণেকের জন্য দেখা দিল। কিন্তু আমাকে দেখেই সঙ্গে সঙ্গে সে সরে গেল। মুহূর্তের জন্য হলেও যেটুকু দেখতে পেলাম তাতে বুঝলাম মেয়েটা দেখতে খুবই সুন্দর। ভালোভাবে দেখতে পাবার আশায় প্রায় প্রতিদিনই ওদের বাড়ীটার দিকে তাকিয়ে থাকতাম।

প্রতিদিনের মত সেদিনও বৈকালের ফুরফুরে হাওয়ায় বারান্দায় দাড়িয়ে আছি। দেখলাম আমারই মত রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে আছে মেয়েটি; আজ আর সে আমাকে দেখে সঙ্গে সঙ্গেই চলে গেলো না। এক নজরে দেখে নিলাম। পশমের মত কোঁকড়ানো চুল আর সুন্দর নিটোল চেহারার সঙ্গে গোলাপি রঙের পোশাকটা ভারি সুন্দর ম্যাচ করেছে।

এক নজরে দেখে নিয়ে চোখ নাবিয়ে নিলাম বটে, কিন্তু লোভ সামলাতে পারলাম না, আবার ....। এবারে একেবারে চোখাচোখি। একটু মুচকি হাসল,— আমিও, কিন্তু আর দাঁড়ালাম না, সোজা একেবারে বাড়ীর ভিতর ছুট। বুঝলাম মজা পেয়েছে। পরের দিন বিকেলে আবার গিয়ে বারান্দায় দাড়ালাম, কিছুক্ষণ পর দেখি সেও এলো। প্রথমেই চোখাচোখি, তারপর

মুচকি হাসি, কিন্তু আজ সে গেলো না। এত তাড়াতাড়ি অর্থাৎ প্রথম দর্শনেই যে ছ'জন ছজনের প্রেমে পড়ে যাবো ভাবিনি।

এবার শুরু হ'ল আমাদের কথা বার্ত্তা তবে মুখে নয় আকার ইঙ্গিতে। এইভাবে চলল বেশ কিছুদিন। প্রতিদিন ঐ সময়টার জন্যে সেও অপেক্ষা করত, আর আমিও। নাম কিন্তু তখনও জানি না; তারপর একদিন কোন ঘটনাকে উপলক্ষ্য করে ওদের বাড়ী যাওয়ার সুযোগ ঘটল আমার। সিঁড়ি দিয়ে উঠে প্রথমেই দেখা হ'ল ওর সঙ্গে, এরকম ভাবে সামনা সামনি দেখা হয়ে যাবে এটা সে ভাবেনি—আমিও না। সুতরাং একটু সামলে নিয়ে কিছু জিজ্ঞাসা করবার আগেই লজ্জায় ছুটে চলে গেলো ঘরের মধ্যে। দাদা, বৌদি বলেই সম্বোধন করলাম।

বৌদির সঙ্গে কথা বলার সময় আমার চোখদুটো খুঁজছিল ওকে। কথায় কথায় বৌদিই ওর কথা তুললেন। নামটাও জেনে নিলাম—'রিক্তা'। বৌদি রিক্তাকে এনে আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। বৌদির অজ্ঞাতেই আমরা ছজনে একটু মুচকি হেসে নিলাম। হাসির কারণ দু'জনেরই এক, কারন এটা আমাদের নূতন পরিচয় নয়। বৌদির পরিচয়ের আগেই আমরা অনেকদূরে এগিয়ে গিয়েছি।

যাই হোক, এরপর থেকে প্রায়ই বিকালে যাই ওদের বাড়ী। প্রথম প্রথম রিক্তার একটু লজ্জা হলেও এখন আর আমাদের কারুরই কোন লজ্জা নেই। আমাদের সাহস অনেক বেড়ে গেছে, আমরা অনেক কাছে চলে এসেছি এসব সুযোগের জন্য অবশ্য বৌদিকেই বেশী ধন্যবাদ দেওয়া উচিৎ। আমরা সারা বেকালটা যে ঘরে ছজনে কাটাতাম সে ঘরে বৌদি ঢুকতেন না। অধিকাংশ দিনই দাদার সঙ্গে বেড়াতে যেতেন।

ও এসে বসত আমার কাছটি ঘেঁসে,—তারপর একটান দিয়ে তুলে নিতাম আমার কোলে। চলত আমাদের খেলা, আর গল্প গল্প বলতে বলতে হঠাৎ থামিয়ে দিলে আমার হাত খানি তার কোমল হাতদুখানির মধ্যে চেপে ধরে আবার বলার জন্য অনুরোধ করত। আমি তখন তার গোলাপের পাপড়ির মত কোমল ঠোট দুটিতে একটা চুমু দিয়ে আবার শুরু করতাম। আমার সবচেয়ে বেশী ভালোলাগত তার সেই সুন্দর কোঁকড়ানো চুলগুলোকে। যতক্ষণ গল্প করতাম ততক্ষণই তার সেই চুলগুলো নিয়ে খেলা করতাম। বিকেল তখন এক গভীর আবেশে পড়ে থাকত আমার বুকে মুখটা গুঁজে। যখনই যেখানে যেতাম খুঁজে খুঁজে সবচেয়ে ভালো জিনিসটি কিনে আনতাম তার জন্যে। দেবার সময় কিন্তু

সহজে দিতাম না লোভ দেখিয়ে বেশ কয়েকটি চুমু আদায় করে তবে।

ভাবতাম সত্যই আমি প্রেমে পড়েছি তা না হলে এত কেন! এর আগে তো কোন দিন নিজের জন্যেও এত ভালো ভালো জিনিস আনিনি। দাদা এসব খেয়াল রাখতেন না, তিনি অফিস নিয়েই ব্যস্ত থাকতেন। বৌদিও তার ঠাকুর-ঝি আর আমার দিকে বিশেষ নজর দিতেন না। মাঝে মাঝে এমনও দিন গেছে সেদিন আমি ওদের বাড়ী গিয়ে সোজা রিক্তার ঘরে গিয়ে বহুক্ষণ গল্প করে কাটিয়ে আসতাম, বৌদি জানতেও পারতেন না।

এমনি ভাবে কেটে গেল একটি বছর। আর কিছুদিন পরেই পরীক্ষা তারপরেই চলে যেতে হবে বাড়ী। তাই শেষ কটাদিন আর একটু বেশী ঘনিষ্ঠ হওয়ার চেষ্টা করছিলাম, কিন্তু এই বেশী ঘনিষ্ঠ হতে গিয়েই একদিন ধরা পড়ে গেলাম বৌদির হাতে। কি লজ্জাই সেদিন পেয়েছিলাম।

সরস্বতী পূজার আগের দিন দাদা বৌদি ওদের পূজার বন্দোবস্ত করছেন, আমরা পাশের ঘরে। আমরা নিশ্চয় মনেই ... জানি দাদা এখন ঘরেই থাকবেন না বৌদি আসবেন না। বেশ কয়েক ঘণ্টা কেটে কিছুক্ষণ পরে বুঝলাম দাদা বাজার করতে চলে গেলেন বৌদি কি করছিলেন জানি না। সন্ধ্যার একটু আগে যাবার সময় দেখি পাশের ঘরে বৌদি কি করছেন। বললাম—'বৌদি চললাম।

কথাটা শুনে বৌদি বললেন ঠাকুরপো শোন, গেলাম, বললেন 'কাল সকাল আটটার মধ্যে এসো কিন্তু' জিজ্ঞাসা করলাম—'কেন?' উত্তরে বৌদি বললেন—,' রিক্তা বলে নি? কই না তো! 'কাল আমরাও বাড়ীতে পূজা করছি দুপুরে এখানে খাবে, পুষ্পাঞ্জলীও এই খানেই দেবে' ঠিক আছে বলে বেরিয়ে যাচ্ছি হঠাৎ বৌদি আমার হাতটা ধরে বললেন, 'যাচ্ছো কোথায়?' একটু কলেজের দিকে, দেখি ওরা পূজোর কতটা কি করল। বৌদি মুচকি হেসে ভিজে তোয়ালেটা হাতে দিয়ে বললেন,—'মুখটা মুছে নাও আর মাথার চুলগুলো ঠিক করে নাও, এই নিয়ে বন্ধুদের কাছে গেলে অনেক কৈফিয়ৎ দিতে হবে বন্ধুদের-বুঝলে।"

কেন?, 'কেন?' আয়নার কাছে গিয়ে দেখো বেহায়া কোথাকার। বলে আবার মুচকি হাসলেন আয়নার কাছে মুখটা নিয়ে গিয়ে দেখেই লজ্জায় আর বৌদির দিকে তাকাতে পারলাম না। রিক্তার আদরের চিহ্ন সারা মুখে, চুলগুলো এলোমেলো হয়ে গেছে। রিক্তার

চোখের কাজল আমার গোটা মুখময় লেগে গেছে। কপালের কুমকুমের টিপটাও আমার গালে। কোন রকমে লজ্জায় মুখটা মুছেই ছুট।

পরের দিন সকালে চান সেরে ধুতি পাঞ্জাবী পরে রেডি হয়ে গেছি। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে প্রথমেই দাদার সঙ্গে দেখা। দাদা দেখে একটু রসিকতা করে বল্লেন, 'এই যে ভায়া একেবারে সরস্বতী বরপুত্র হয়ে এসেছো ভালোই হয়েছে, আমি একটু আসছি, তোমার বৌদি ঐ ঘরেই আছেন তু'জনে মিলে একটু তাড়াতাড়ি জোগাড়টা করে ফেলো।" সত্যি কথা বলতে কি গত কালের ব্যাপারটায় আজ বৌদির কাছে যেতে একটু লজ্জাই লাগছিল।

যাই হোক গেলাম, বৌদি একটু মুচকি হাসলেন, বল্লেন, "সুন্দর দেখিয়েছে, যা মানাবে না!" আমি লজ্জা পেয়েছি দেখে কথাটা ঘুরিয়ে নিলেন। বৌদির সঙ্গে কথা বললেও চোখতুটি ঘুরছিল গোটা ঘরটায় শুধু খুঁজে বেড়াচ্ছিল রিঙ্কুকে। আমার চোখের ভাষা বুঝতে পারলেন বৌদি বললেন,—'ও বুঝতে পেরেছি! আমার সঙ্গে কথা বলতে কি ভালো লাগে। তোমার চোখ কাকে খুঁজছে বুঝেছি। ও ঘরে আছে যাও।

পাশের ঘরে গেলাম দরজাটা খুলতেই না না পেয়ে গেলো। চান করে প্রসাধনে সজ্জিত হয়ে একটি নতুন শাড়ি পড়ে অপেক্ষা করছিল এতে ওকে যেন আরো ভালো দেখাচ্ছিল। ঢুকতেই গোলাপের পাপড়ির মত ঠোঁট তুটি চেপে একটা মুচকি হাসল আমার দিকে চেয়ে গাল তুটিতে টোল পড়তে মুখখানা যেন আরও সুন্দর হয়ে উঠল। বললাম খুব সুন্দর দেখাচ্ছে। এগিয়ে গেলাম তুহাত দিয়ে টেনে নিলাম বুকের মধ্যে বললাম রিঙ্কু, 'একটা চুমু দেবে?'—বলল একটু পরে। 'কেন?' বললে এখন আমার হাতে খলি হবে। হাতে খলি না হলে চুমু দিতে নেই। পিছনে কখন বৌদি এসে গেছেন দেখিনি বৌদি বললেন হ্যাঁ ঠাকুরপো ঠাকুরের চার বছর পূর্ণ হল কিনা তাই ভাবলাম ও বাবাই হাতে খড়িটা দিয়ে দিই।

'চলে যাব তবু আজ যতক্ষণ দেহে আছে প্রাণ
প্রাণপণে পৃথিবীর সরাব জঞ্জাল,
এ বিশ্বকে শিশুর বাসযোগ্য করে যাব আমি—
নবজাতকের কাছে এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার।'

—সুকান্ত ভট্টাচার্য

সংগ্রাহক—অজয় কুমার হালদার বি—৬৮

মার্কিণ থেকে বিজয়ার চিঠি

আজ চিঠির শুরুতেই লিপিমিতার পাঠক পাঠিকাদের জানাই শুভ ৺বিজয়ার আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা। সুদূর মার্কিন মুলুক থেকেই কামনা করি আপনাদের জীবন স্বার্থক হোক সুন্দর হোক। আপনাদের সংস্পর্শে যারা আসছেন ও আসবেন তারা আপনাদের আন্তরিকতাকে উপলব্ধি করুক।

সঙ্ঘের আদর্শ ও লক্ষ্যে উদ্বুদ্ধ হোয়ে আমি সঙ্ঘের হয়ে প্রচার কার্য্য চালাই। যে মহান উদ্দেশ্য নিয়ে বিশ্বমিতালি সঙ্ঘ গড়ে উঠেছে তাকে স্বার্থক রূপ দেবার জন্যই আমি আমেরিকা ও কানাডাতে সদস্য সংগ্রহে নেমে পাড়। বলাবাহুল্য আমি আপনাদের আন্তরিক শুভেচ্ছায় পরিপূর্ণ সাফল্যলাভ করি। আজ আপনারা লিপিমিতার বৈদেশিক মিতাদের তালিকা দেখলেই আমার কথার সত্যতা খুঁজে পাবেন কানাডার গ্রাহক সংগ্রহে এবং প্রচারে সংঘের প্রাক্তন মিতাবোন শ্রীমতি সবিতা গুহ এক বিরাট ভূমিকা নিয়েছেন। উনিই কানাডার সংঘের প্রতিনিধি ডাঃ সোমেন বসুর সাথে সংঘের পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। ডাঃ বসুর একান্ত মহানুভবতায় ও সৌজন্যে আজ বিশ্বমিতালি সংঘের অনেক মিতাভাই-বোন ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছেন সুদূর টরণ্টোতে এবং তার আশে পাশে।

লিপিমিতার ভাই বোনারা বোষ্টনের "প্রবাসীর" কথা নিশ্চই শুনে থাকবেন। ১৯৭৩ সালের ৯ই ফেব্রুয়ারী শ্রীপঞ্চমীর পরম পুণ্যলগ্নে ৺সরস্বতী পূজার মধ্যে দিয়ে প্রবাসীর জয়যাত্রা শুরু হোয়েছিল। সে জয় যাত্রা এখনও অপ্রতিহত গতিতে চলছে। প্রবাসী সাফল্যের সাথে প্রথম বৎসর অতিবাহিত করার পর ২য় বর্ষে পদার্পন করল। দ্বিতীয় বর্ষে প্রবাসীর নতুন কর্ম্মকর্ত্তারা সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সকলের উপস্থিতিতে নিবাচিত হোল। কোন দলাদলি নেই। নেই কোন নির্ব্বাচনের উত্তেজনা। এক শান্তি পরিবেশের মধ্য দিয়ে নির্ব্বাচনের পর্ব সমাধা হোল।

কমভার গ্রহন করেই প্রবাসীর কমকর্ত্তারা বাৎসরিক বনভোজনের আয়োজন করেন। গত ২৭শে জুলাই শনিবার বোষ্টন থেকে ৩০ মাইল দূরে North Andover শহরের কাছাকাছি State Forest Lake এ বনভোজনের ব্যবস্থা হয়। বনভোজনের পক্ষে এই জায়গাটা সত্যই উপযুক্ত স্থান।

উপরে মুক্ত আকাশের উদারতা, নীচে চোখ

জুড়ানো সরোবরের স্বচ্ছ জল আর চারিপাশে নীরব, নিস্তব্ধ। শুধু স্থান নির্বাচনে নয়, উদর-পূরণের আয়োজনও কম হয় নি। —খিচুড়ীছিল প্রধান আর অপ্রধান—অনেক কিছু। তারসঙ্গে প্রাণখোলা হৈ চৈ,— গানবাজনা, গল্পগুজব, সাঁতার কাটা, লটারী— সব মিলিয়ে দিনটা কাটল ভালই।

এর পর ২৩শে আগষ্ট স্বনামধন্য রবীন্দ্র গায়ক দ্বিজেন মুখোপাধ্যায় এলেন বষ্টনে।— কানী হাসপাতালের অডিটোরিয়াম হলে উনি একের পর এক—প্রায় ৪০ খানা গান গাইলেন, শুধু রবীন্দ্রসংগীতই নয়, আধুনিক ও ছিল কিছু।

এভাবে দেখতে দেখতে পূজা এসে গেল। এদেশে পৃথিবীর যে কোন দেশের লোক ধর্মীয় বা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পালন করে তাদের কৃষ্টি ও সভ্যতা বজায় রাখতে পারেন। কোন বাধা নেই। কিন্তু এর জন্য তো কোন ছুটি নেই? তাই দুর্গাপূজা অথবা এ জাতীয় কোন অনুষ্ঠান পঞ্জিকা অনুযায়ী তিথি, ক্ষণ মিলিয়ে করা সম্ভব নয়। তাই পূজার দিনটা পঞ্জিকা-নির্দিষ্ট দিনের আগের অথবা পরের শনিরবিবারে করা হয় সাধারণতঃ। এবছর পূজার দিন ঠিক হল ২৬শে ও ২৭শে অক্টোবর। স্থান—ওয়াল্-থ্যামের Y. M. C. A-র Recreation Hall এই দুদিনেই করা হল চারিদিনের অনুষ্ঠান— 'বিদেশে নিয়মো নাস্তি',—মনে মনে এই সান্ত্বনা পুরোহিতের ভূমিকায় ছিলেন বীরেশ্বর চক্রবর্ত্তী মনি শর্মা ও হিমাংশু ভট্টাচার্য। উপস্থিত প্রতিটি দর্শনার্থীকে পূজার পর প্রসাদ বিতরণ করা হল। ২৬শে সন্ধ্যায় সামান্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

শীত পড়ার আগে শেষ যা বাকী থাকল তা হল ⁄বিজয়া সম্মেলন। আয়োজন হয়েছিল ৯ই নভেম্বর বষ্টনের কানী হাসপাতালে। প্রথমে দেখা-সাক্ষাতে ও কুশল বিনিময়, তার পর সামান্য দক্ষিণ হস্তের ক্রিয়া—। গান-বাজনা অবশ্যই বাদ পড়ল না। অনুষ্ঠানের মুখ্য আকর্ষণ ছিল শ্রীমতি প্রণতি চক্রবর্ত্তীর গান ও শ্রীমতি রাঘবনের 'ভারতনাটাম্ নৃত্য।

'সবারে করি আহ্বান'—এই মূলমন্ত্র নিয়ে প্রবাসী গড়ে উঠেছে। জাতি, ধর্ম, বর্ণ ও ভাষ নির্বিশেষে সকলেই এখানে যোগদান করতে পারেন। কোন বিধিনিষেধ নেই। কোন চাঁদারও প্রয়োজন নেই।

বি ৬১৮৭ ডাঃ রণেন্দ্রনাথ দে—

হিমালয়ের কোলে কোলে

৭৫১৪ স্বপন মণ্ডল

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন আমি 'সুদূরের পিয়াসী'। অজানাকে জানবার, অদেখাকে দেখবার কৌতূহল আকাঙ্খা অনাদি অনন্ত কাল ধরে অল্পবিস্তর প্রত্যেক মানুষের মনেই আছে। নানা দেশ-বিদেশে ঘুরে ছোট বেলা থেকেই এই ভ্রমণের নেশাটা আমার মনে শিকড় গেড়ে বসেছিল। সুদূরের হাতছানি আর উপেক্ষা করতে পারলাম না। একদিন বাড়ীর সবাই মিলে বেড়িয়ে পড়লাম হিমালয়ের এক দুর্গম তীর্থস্থান অভি-মুখে।

১৩৬২ সাল, ১৫ই জুন রাত্রি আটটার সময় হাওড়া ষ্টেশনে নাইন আপ 'দুন এক্সপ্রেসে' চড়ে বসলাম। ১৬ তারিখ সকাল নটার সময় পুণ্যতীর্থ হরিদ্বার ষ্টেশনে নামলাম। এখানেও অন্যান্য তীর্থস্থানের মত পাণ্ডাদের অত্যাচার খুব বেশী। তাঁরা একে অপরের প্রতি হিংসা-পরায়ণ। আমরা আগে আর একবার হরিদ্বারে এসেছিলাম বলে আমাদের বিশেষ অসুবিধায় পড়তে হয়নি।

পাণ্ডা ঠিক করাই ছিল। তাঁর বাড়ীতে গিয়ে উঠলাম। বাড়ীটা ধর্মশালার মত। আরও অন্যান্য তীর্থযাত্রী সেখানে আছে। বাড়ীর পাশেই পুণ্য সলিলা গঙ্গা নদী তীব্রবেগে বয়ে চলেছে। বিড়লার নামে এখানে একটা সুন্দর শ্বেত পাথরের বাঁধান ঘাট তৈরী করা হয়েছে। অসংখ্য স্নানার্থীর ভীড়। গঙ্গা এখানে ক্ষীণকায়া এবং তীব্র স্রোতস্বিনী তাই ঘাটে শিকল বাঁধা রয়েছে। সদ্য বরফনিঃসৃত বলে জল অসম্ভব ঠাণ্ডা। স্নান করে সমস্ত ক্লান্তি দূর হয়ে গেল!

লক্ষ্য স্থল বদ্রীনাথ। পাণ্ডা ঠিক হয়ে গেল। আসল পাণ্ডা থাকেন বদ্রীনাথে। তার কর্ম-চারীরা যাত্রী সংগ্রহ করে। তারাই একজন ছড়িদার দিলে। সেই বরাবর আমাদের মাল পত্র বয়ে নিয়ে যাওয়া থেকে রান্না বান্না পর্যন্ত সব কাজ করে দিত। মুরলী ধরের গায়ের রঙ শ্যামবর্ন। রোগাটে গড়ন। বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি।

'শুভস্য শীঘ্রম' তাই আর দেরী না করে পরের দিন অর্থাৎ ১৭ তারিখ সকালে যাত্রা শুরু হ'ল। তীর্থযাত্রীদের ভীড়ে নানা রকম অসুবিধা হবে বলে পাণ্ডাদের পরামর্শে একটু দূর পথে গিয়েছিলাম। ফলে আমর খুব আরামে

যেতে পেরেছিলাম।

গঙ্গার এপারে এসে কোটদ্বার যাওয়ার বাস ধরলাম। বেলা প্রায় আড়াই-টা নাগাদ কোটদ্বার শহরে এসে পৌঁছুলাম। পথে বনের মধ্যে অনেক ময়ূর দেখতে পেয়েছিলাম। কোট দ্বারে আমরা এক ধর্মশালায় গিয়ে উঠলাম।

কোটদ্বার বেশ বড় শহর। দুর্গম পাহাড়ী অঞ্চলে এতবড় শহর দেখে সত্যিই বিস্মিত না হয়ে পারা যায় না। যাই হোক স্নান সেরে হোটেলে দ্বিপ্রাহরিক আহার করে বেশ এক চোট ঘুম দিলাম। বিকেল বেলায় শহরটা ঘুরে বেড়াতে বেরুলাম। ফিরে এসে দেখি মুরলীধর ষ্টোভ জ্বালিয়ে রান্না করতে বসে গিয়েছে। এখানে আলু ছাড়া আর কোনও শাকসব্জী দেখতে পেলাম না। যদিও বা পাওয়া যায় তাও অতি দুর্মূল্য। ছড়িদারের মুখে শুনলাম বদ্রীনাথের কাছাকাছি নাকি আলুও পাওয়া মুস্কিল।

এই সব পাহাড়ী অঞ্চলে যেখানেই হোটেলে বা চটিতে খেয়েছি সেখানেই একটা বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করেছি যে ভাতের সঙ্গে একটাই মাত্র আলুর তরকারী তাতেও আবার ভীষণ ঝাল। "হড়হর কি ডাল" এর অবস্থাও তথৈবচ। রাত্রে ছড়িদারের রান্নাই খেতাম। বার বার বারণ করা সত্বেও সে লুকিয়ে লুকিয়ে একটু আধটু ঝাল তরকারিতে দিত।

পরের দিন সকাল বেলায় যোশীমঠগামী বাস ধরলাম। এখানে সব বাসই প্রাইভেট এরা বাসে যতগুলি সিট ঠিক ততগুলিই লোক চাপায়। ভীষণ বিপদজনক পাহাড়ী রাস্তায় যেতে হয় বলেই বোধহয় এই ব্যবস্থা। বাসে প্রায় দুদিন থাকতে হবে। শুনে মনটা দমে গেল। এক সঙ্গে প্রায় ৩০/৪০ খানা বাস আমাদের আগে ও পিছে চলতে লাগল।

১ঘণ্টা পর বাস ল্যান্সডাউন শহরে এসে থামল। এই ল্যান্সডাউন একটা বিরাট মিলিটারী ক্যাণ্টনমেণ্ট। বদ্রীনাথের দিকে যত ক্যান্টনমেন্ট আছে তাদের সবগুলির হেড কোয়ার্টার এই শহরে।

আরও কতকগুলি শহর পেরিয়ে বাস সরংখালিতে পৌছুল। সেখানে হোটেলে খাওয়া দাওয়া সেরে নিলাম।

বেলা প্রায় তিনটার সময় আমরা শ্রীনগর শহরে পৌছুলাম। এটা কিন্তু কাশ্মীরের রাজধানী সেই শ্রীনগর নয়। চারি দিকে পাহাড় দিয়ে ঘেরা বিরাট এক উপত্যকার উপর অবস্থিত এই শহরের প্রাকৃতিক পরিবেশ সত্যিই মনোরম।

রাত্রি সাড়ে সাতটা নাগাদ আমরা রুদ্র প্রয়াগে পৌছুলাম। রাত্রিতে বাস চলবে না। তাই এখানে রাত্রি কাটাতে হবে। এখানে অসংখ্য তীর্থযাত্রীর ভীড়। অতিকষ্টে কালী কমলী ওয়ালার ধর্ম্মশালায় থাকবার জায়গা মিলল।

এই কালী কমলী ওয়ালা এক মহান সাধু। শিষ্যের দোরে দোরে ভিক্ষা করে সেই অর্থ দিয়ে তিনি যাত্রীদের সুবিধার জন্য হিমালয়ের অতি দুর্গম তীর্থস্থান গুলিতে নির্ম্মাণ করে গিয়েছেন অনেক ধর্মশালা।

খুব সকালে উঠে অলকানন্দা ও মন্দাকিনীর সঙ্গমে স্নান সেরে নিলাম। এই দুই নদীই দেবপ্রয়াগে মিশেছে। মানুষ এই সঙ্গমে একবার বেকায়দায় পড়লে আর নিস্তার নেই। খড়কুটোর মত কোথায় যে নিয়ে যাবে তার ঠিকানা নেই। বড় বড় পাথরের চাঁইকে জলে ভাসিয়ে নিয়ে তীব্র বেগে ছুটে চলেছে এই পাহাড়ী নদীগুলি।

দুই নদীর সঙ্গম স্থলকে বলে প্রয়াগ। তাই এই জায়গা গুলিতে নামও হইয়াছে দেবপ্রয়াগ, রুদ্রপ্রয়াগ, কর্ণপ্রয়াগ ও নন্দপ্রয়াগ, বিষ্ণুপ্রয়াগ ইত্যাদি। এই রুদ্রপ্রয়াগ থেকে বাস রাস্তা দুইদিকে গিয়েছে। একটি মন্দাকিনীর তীর ধরে কেদার নাথের দিকে গুপ্তকাশী পর্য্যন্ত। আর একটি বদ্রীনাথের দিকে অলকানন্দার তীর ধরে যোশীমঠ পর্যন্ত।

আমাদের বাস অলকানন্দার আশে পাশে এগিয়ে চলল। সে রাস্তা যে কি ভীষণ দুর্গম তা মুখে বলা বা কলমের ডগায় লিখে বোঝানো যায় না। অতলস্পর্শী গভীর খাত বাসের চাকা সামান্য স্লিপ করলেই কারো কোন চিহ্ন থাকবে না।

বেলা আড়াইটার সময় যোশীমঠে পৌছুলাম। এখানে আমাদের পাণ্ডাজীর মেজছেলে থাকে। তার বাড়ীতে উঠলাম। দুদিন একটানা বাসে চেপে আছি বলে শরীর খুব ক্লান্ত। তাছাড়া ঐ দুর্গম রাস্তায় চলবার সময় মনেরও অনেক পরিশ্রম হয়েছে। এখানে অল্প অল্প ঠাণ্ডা লাগতে আরম্ভ করল। এখান থেকেই হিমালয়ের তুষারাবৃত শৃঙ্গ বেশ ভালভাবেই দেখা যায়। এই যোশী মঠের পর থেকেই হাটা পথ শুরু।

একটানা ১৯ মাইল হাটা পথ। তার মধ্যে আবার অনেক দুরারোহ চড়াই উৎরাই আছে। এই রাস্তায় একমাত্র নেপালী কুলিদ্বারা বাহিত কাণ্ডি বা ডাণ্ডি ছাড়া আর কোনও যান বাহন নেই। মিলিটারিরা বাসরুট তৈরী করছে একবারে

বদ্রীনাথ পর্যন্ত। রাস্তা অনেকখানি তৈরী হয়ে গিয়েছে। বাবার জন্য ঘোড়া এবং মা ও ছোট ভাইয়ের জন্য কাণ্ডি ঠিক হয়ে গেল। কাণ্ডি ঝুড়ির মত দেখতে. এবং একজন কুলী বয়ে নিয়ে যায়।

পরের দিন অর্থাৎ ২০ তারিখে সকাল সকাল যাত্রা করলাম। যোশীমঠ থেকে প্রায় তিন মাইল উৎরাই নেমে আমরা বিষ্ণু প্রয়াগে উপস্থিত হলাম। ৩।৪ মাইল রাস্তার সমস্তটাই আমি হেঁটেই গিয়েছিলাম।

এই বিষ্ণুপ্রয়াগ বিষ্ণুগঙ্গা এবং অলকা নন্দার সঙ্গমস্থল। জলের গর্জনে কান পাতাই দায়। আমরা যে সময় এসেছি অর্থাৎ বর্ষার প্রারম্ভে এই সময় অলকা-নন্দার জল একেবারে ঘোলা এবং বিষ্ণু গঙ্গার জল খানিকটা নীলাভ। এই উভয়ের পার্থক্য একটা সরলরেখায় সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। এখান থেকেই বদ্রীনাথ পর্যন্ত অলকানন্দা একটি বারের জন্যেও চোখের আড়াল হয়নি। তখন মনে ছিল উৎসাহ উদ্দীপনা। তাই প্রথম প্রথম ঐ পাহাড়ী রাস্তায় হাঁটতে বিশেষ কষ্ট হয়নি। কিন্তু হাঁটা বেশী অভ্যাস নেই। তাই বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ঐ ভীষণ দুরারোহ চড়াই ভেঙ্গে হাঁটতে ভীষণ কষ্ট হতে লাগল। একটানা তিন মাইল হাঁটার পর শিখদের গুরুদ্বার গোবিন্দঘাটে এসে পৌঁছুলাম।

গুরুগোবিন্দ নাকি এখানে কিছুকাল তপস্যা করেছিলেন। আরও দু মাইল পথ অতিক্রম করে পাণ্ডুকেশ্বরে উপস্থিত হলাম। এখানে বহু প্রাচীন একটি মন্দির আছে। কথিত আছে যে এখানে পাণ্ডবগণের জন্ম হয়েছিল। আরও দেড়মাইল হাঁটার পর আমরা বিনায়ক চটিতে এসে উপস্থিত হলাম। হোটেলে সেই চিরা-চরিত ঝোল ভাত দিয়ে দুপুরের আহার সেরে নিলাম।

কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে যাত্রা শুরু করলাম। একটানা সাড়ে পাঁচমাইল চড়াই ভেঙে হনুমান চটিতে পৌছুলাম। ছোট জায়গা কিন্তু যাত্রী অত্যধিক। ছোট একটা বাড়ীর দোতলায় ৫ টাকা ভাড়া দিয়ে দুই ভাগের একভাগ আমরা নিলাম। হরিদ্বার থেকে বদ্রীনাথ পর্যন্ত প্রত্যেক জায়গাতেই ভীষণ নোংরা। খাটা পায়খানা। কেবলমাত্র এখান কার পায়খানা দেখলাম স্যানিটারি। রাত্রে এখানে ভয়ানক শীত পড়ে।

সকালে আবার আমাদের যাত্রা শুরু হল। পথ যেন ফুরোতে চায়না, চলেছি তো চলেইছি। রাস্তা তৈরী করার জন্য মিলিটারীরা অনেক জায়গায় তীর্থযাত্রীদের দাঁড় করিয়ে ডিনামাইট ফাটাচ্ছে। বেশ

খানিকটা চড়াই উঠে গিয়ে সমতল ভূমিতে হাঁটতে আরম্ভ করলাম। অন্যমনস্ক ভাবে রাস্তা চলছি। এমন সময় একটা বাঁক ঘুরতেই নজরে পড়ল সেই বহু আকাঙ্খিত বৈদ্যনাথ ধাম।

বিরাট একটা উপত্যকার উপর এই শহর; আমাদের পাণ্ডা ভট্টজীর বাড়ী এসে উপস্থিত হলাম। ভদ্রলোক খুব অমায়িক। সুন্দর বাংলা বলতে পারেন। যাওয়া মাত্রই গরম জল দিয়ে আমাদের হাত ধোয়ার সমস্ত ব্যবস্থা করে দিলেন। দুপুর বেলায় তপ্তকুণ্ডে স্নান করলাম। এই তপ্ত কুণ্ডের জল ভীষণ গরম। কাপড়ে চাল বেঁধে এই জলের মধ্যে ডুবিয়ে রাখলে আধঘন্টার মধ্যে সিদ্ধ হয়ে যায়। স্নান সেরে মন্দির দেখতে গেলাম।

মন্দির বেশ বড়। মন্দিরের গায়ে অনেক কারুকার্য্য। ভীষণ ভীড় তাই লাইনে দাঁড়িয়ে অতি কষ্টে ভিতরে ঢুকলাম। ভিতরটা বেশ অন্ধকার, একটা পিলসুজের উপর একটা সোনার প্রদীপ জ্বলছে। তাবই আবছা আলোয় বিগ্রহ দেখতে পেলাম। মধ্যস্থানে বদ্রীনারায়ণজী বসে আছেন। দুইপাশে কুবের, বিষ্ণু প্রমুখ অন্যান্য দেবতারা আছেন। বিগ্রহের গায়ে বহুমূল্য অলঙ্কারাদি। শোনা যায় এই মন্দিরের নির্মাণ কর্তা হলেন গাড়োয়ালের মহারাজা। মহাত্মা শঙ্করাচার্য্য এই বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বলে এখনও দক্ষিণ দেশীয় পুরোহিতের দ্বারা এখানকার পূজা অনুষ্ঠিত হয়। তাকে "রাওল" বলে।

এই মন্দির বৈশাখ মাসে অক্ষয়তৃতীয়ার দিন খোলে এবং কালী পূজোর পরের দিন বন্ধ হয়ে যায়। কারণ তখন থেকেই বরফ পড়তে শুরু করে এবং ক্রমে ক্রমে সমস্ত বদ্রীনাথ শহর বরফে ঢেকে যায়। তখন লোকজন সকলে নীচের শহরে নেমে যায়। সৌন্দর্য অনির্বচনীয়। চারিদিক বরফে সাদা। রাতে ৪।৫টা লেপেও শীত কাটে না। সকাল বেলায় এই শ্বেত শুভ্র পাহাড়ের ওপর যখন সোনালী রোদ পড়ে তখন এর সৌন্দর্য অতি মনোরম হয়ে ওঠে। বদ্রীনাথের উত্তর দিকে উত্তুঙ্গ নরনারায়ণ পর্ব্বত। একদিকে নানা শৃঙ্গ।

সকালে উঠে নিদর্শন স্বরূপ টুকিটাকি কিছু জিনিষ পত্র কিনে নিলাম। পাণ্ডা জীর দেওয়া ভোগ খেয়ে বেলা ১টা নাগাদ যোশীমঠের দিকে যাত্রা শুরু করলাম। এই ভোগ সত্যিই বেশ উপাদেয়। অনেক দিন পর এখানে তৃপ্তি করে খেলাম।

বিকেল নাগাদ বিনায়ক চটিতে ফিরে

এলাম। সকালে যাত্রা শুরু করে বেলা সাড়ে আটটা নাগাদ বিষ্ণুপ্রয়াগে এসে উপস্থিত হলাম। সেখান থেকে অতি কষ্টে তিন মাইল চড়াই অতিক্রম করে ১০ টার সময় যোশীমঠে পৌছুলাম। এখানে এসে শুনলাম রাস্তায় কোথায় মিলিটারীর জীপ খাদে পড়ে গেছে তাই হৃষিকেশ অথবা কোটদ্বার থেকে কোন বাস আসেনি। তাই যোশী মঠে দুদিন থেকে অতিকষ্টে হৃষিকেশের টিকিট করে বাসে চেপে বসলাম।

বিকেলে বাস রুদ্রপ্রয়াগে এসে উপস্থিত হলাম। সেখানে থাকবার জায়গার ভীষণ অভাব। তবুও ছড়িদারের তৎপরতায় অতি কদর্য একটা আস্তানা মিলেছিল। পরের দিন বেলা ৯টার সময় শ্রীনগর পৌছুলাম।

এখানে ছড়িদার মুরলীধর নেমে পড়ল। একসঙ্গে বহুদিন থাকার ফলে তার উপর একটা মায়া জন্মে গিয়েছিল তাই ভারাক্রান্ত হৃদয়ে তাকে বিদায় দিলাম। এখানে খাওয়া দাওয়া সেরে আবার বাসে চাপলাম বেলা তিনটার সময় হৃষিকেশের খুব কাছা-কাছি একটা চটিতে বাস দাঁড়াল। সেখানে চা খেয়ে আবার বাসে চাপলাম।

খানিক দূর গিয়ে দেখি সামনে কুড়ি একুশখানি বাস দাঁড়িয়ে পড়েছে। তখন বর্ষা কাল তাই ধস্ নামার জন্যে পথে অনেক বার এরকম ভাবে বাসকে দাঁড়িয়ে পড়তে হয়েছে। ভাবলাম এবারও বোধহয় ধস্ নেমেছে।

অনেকক্ষণ বাসে একটানা বসে থাকতে আর ভাল লাগছিল না। তাই নেমে নেমে দেখতে গেলাম কি হয়েছে। জনৈক হিন্দুস্থানীকে ব্যাপারটা জিজ্ঞেস করতে সে জবাব দিল 'বাস গিরগয়া'। বুকটা আমার ধড়াস করে উঠল। ঘটনা স্থলে গিয়ে দেখলাম যে রাস্তার পাশে প্রায় সিকি মাইল গভীর খাত। সেই খাতের পাশ দিয়েই পুণ্য সলিলা গঙ্গা ক্ষীণদেহা হয়ে বয়ে চলেছে।

হৃষীকেশ থেকে আগত যোশীমঠগামী একখানা বাস রাস্তা থেকে স্লিপ করে গঙ্গার পাশে গিয়ে পড়েছে। বাসের কোনও অস্তিত্বই তখন আর ছিল না

যতদূর দৃষ্টি যায় ততদূর তাকিয়ে বাসের চারটি চাকার দুটি চাকা একধারে এবং পেছনের চাকা দুটি তার থেকে বেশ কিছু দূরে দেখতে পাচ্ছিলাম।

পাশের এক ভদ্রলোকের কাছ থেকে বাইনোকুলারটা চেয়ে নিয়ে তাকাতেই চোখে

পড়ল এক নারকীয় দৃশ্য। বাস যাত্রীদের হাত, পা, মাথা ইত্যাদি ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। এই ভীষণ পরিণতি দেখে মনটা ভয়ানক দমে গেল। বিষণ্ণ মনে রাত্রি প্রায় সাড়ে সাতটার সময় হৃষিকেশে পৌছে একটা ট্যাক্সি করে হরিদ্বারে পাণ্ডার বাড়ীতে যখন এলাম তখন রাত্রি প্রায় আটটা। যানবাহন পূর্ণ কর্ম্মচঞ্চল শহরে এসে মনটা বেশ আনন্দিত হল। আমাদের তীর্থ ভ্রমণও হল সমাপ্ত।

পত্র মিতাদের সুসংবাদ

আপনি কি জানেন? বাংলা দেশ থেকে বাংলাভাষায় প্রথম পত্র মিতালী পত্রিকা "মৈত্রীবন্ধন" মিতালী সংসদ থেকে নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে।।

মাতৃ ভাষার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে যারা বাঙলাদেশ, ভারত ও পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে অবস্থানরত বাঙালী ভাই বোনদের সাথে পত্র মিতালী করতে আগ্রহী তারা অপেক্ষার প্রহরে মগ্ন না থেকে আজই যোগাযোগ করুন॥

—জি, এম, মাসুদ

সম্পাদক : মিতালী সংসদ

১৯, এইচ, এম, সেন রোড, বন্দর—নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা - বাঙলাদেশ

"সুযোগ অত্যন্ত স্পর্শপ্রবণ বস্তু। প্রথম সাক্ষাতেই যদি উপেক্ষা করা যায়—কোন দিনই আর খুঁজে পাবেনা জীবনে"

রাসকিন।

সংগ্রাহক—দেবব্রত সরকার (বি ৭৩৮৩)

সত্যি প্রেমের গল্প

৭৪৬৭ তড়িৎ কুমার বসু

সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের অতি সাধারণ ছেলে ছিলাম আমি। চেহারায় মোটেই কোন জৌলুস ছিলোনা, কিন্তু মনটা ছিল রঙীন। অবশ্য তার কারণও ছিলো। একে একে আঠারোটা বসন্ত পেরিয়ে যৌবনের রঙীন দরজায় সবে যখন পা দিয়েছি, ঠিক তখনই আমার চারিদিকের পরিবেশটা মনের স্বাস্থের পক্ষে মোটেও অনুকুল ছিলোনা। অনেক বন্ধুই তখন সাথী জুটিয়ে ফেলেছে, আর যারা পারেনি তারা আপ্রাণ চেষ্টা করে চলেছে।

ঐ বয়সে আমারও অনেক কিছু ভাল লাগতে শুরু করেছিলো। কলেজে পথে ঘাটে যে সব মুখ চোখে পড়তো - সবই ভাল লাগতো। কারুর সংগে বারদুয়েক দৃষ্টি বিনিময় হলে তো কথাই নেই, মনে হতো বিধাতা বুঝি বিশেষ যত্ন নিয়েই এই মুখটি সৃষ্টি করেছেন—শুধু আমারই জন্য। কারণে অকারণে আয়নার সামনে দাঁড়াতাম, পরিপাটি করে আঁচড়ানো চুলের ওপর আবার স্পর্শ দিতাম চিরুনীর।

গায়ের রঙটা কালো হলেও পাউডারের হালকা প্রলেপ দিতে ভুলতাম না। এমনি ভাবেই যখন দিনগুলো কাটছিলো - ঠিক তখনই ঘটনাটা ঘটে গেলো।

বারো নম্বর ট্রামে উল্টোডিঙির মোড় থেকে প্রতিদিন শিয়ালদা যেতাম। সুরেন্দ্র নাথ কলেজের ছাত্র আমি, কাজেই ওটাই আমার রুট ছিলো। একদিন ট্রাম ষ্টপেজে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে ট্রামের প্রতীক্ষায়। বাসরুট থাকলেও ট্রামেই আসা যাওয়া করতাম, কেননা ট্রামটা অপেক্ষাকৃত ফাঁকা থাকতো। ট্রামের দেরী দেখে সেদিন কিন্তু বাসে যাব কিনা ভাবছি—এমন সময় সে এলো। এসে দাঁড়ালো ট্রাম ষ্টপেজে—আর পাঁচ জনের সংগে।

বাসে ওঠার যে চিন্তাটা আমায় বাস ষ্টপেজের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিলো। সেই চিন্তাটা ট্রাম ষ্টপেজেই রয়ে গেল। মনকে বোঝালাম—একটু দেরী হলেই বা ক্ষতি কি—ট্রামে বেশ আরাম করে যাওয়া

যাবে।

চোরা চাউনিতে মেয়েটিকে দেখতে লাগলাম মাঝারি গড়নের চেহারা, গায়ের রঙটা বেশ ফরসা। পরনে স্কুল ইউনিফরম কাঁধে একটা ব্যাগ, বুকে স্কুলের ব্যাচ। দূর থেকে স্কুলের নামটা পড়া গেলোনা। এমন সময় ট্রাম এলো। মেয়েটি ফার্ষ্ট ক্লাশে উঠলো, আমিও অনুসরণ করলাম তাকে অনভ্যস্ত পায়ে। অনভ্যস্ত বলছি এই কারণে, আমি সাধারণতঃ সেকেণ্ড ক্লাশেই আসা যাওয়া করতাম।

সেদিনই ব্যতিক্রম। ট্রামে উঠে বোধ হয় খালি লেডিজ সিট অন্বেষনের সময় এদিক ওদিক তাকাতেই আমাব সংগে চোখাচুখি হয়ে গেল। আর যায় কোথায়? আমার কল্পনা প্রবণ মনটা তখন একসংগে তিনধাপ করে সিঁড়ি ডিঙিয়ে ওপরে উঠতে সুরু করেছে। মেয়েটি সিটে বসার পর চোরা চাইনিতে কয়েকবার দেখলাম কয়েকবার ধরাও পড়ে গেলাম চোখে চোখে। কিন্তু ভ্রূক্ষেপ করলোনা। আমি নামার স্টপেজ আগেই নেমে গেলেন।

এরকম পথে ঘাটে অনেক দেখেছি। কিন্তু নামার আগে মনে বেশ একটা আঁচড় কেটে দিয়ে গেলো তা বুঝি আর কখনো হয়নি।

তার পরের দিনও দেখলাম ওকে এবং আরও কয়েকটা দিন লক্ষ্য করলাম। ও-ও দেখলো আমাকে।

একদিন ফেবাব সময় দেখলাম ওকে। ট্রামে উঠে আমায় দেখে অন্যান্য দিনের মতোই সিটে গিযে বসলো। খানিক এদিক ওদিক তাকিয়ে একটা বই খুলে পড়তে লাগলো। আর আমি পডতে লাগলাম ওকে। কণ্ডাকটার এসে টিকিট চাইলো ওর কাছে। মেয়েটি বইয়ের ব্যাগটি খুলে কয়েক মুহূর্ত স্থির হয়ে বসে থেকে ভ্রুদুটা কুঁচকে বইগুলো নেড়ে চেড়ে দেখতে লাগলো। তারপর কতকটা আত্মগত ভাবেই বলল আমার মানি ব্যাগটা পড়ে গেছে! মুখটা লাল হয়ে গেছে লজ্জায়।

কেন জানিনা হঠাৎ মনে হলো এই ট্রামে আমি ছাড়া ওর কোন আপন জন নেই। ওর এই লজ্জা থেকে একমাত্র আমিই বুঝি ওকে রক্ষা করতে পারি। কণ্ডাকটারকে ডেকে দুখানা টিকিট করলাম। মেয়েটি লক্ষ্য করলো। দেখে মনে হলো ওর উদ্বেগ কমেছে কিন্তু লজ্জা কমেনি। বইয়ের পাতায় আর মন দিতে পারলোনা সে। আমি তখন নিজেকে বিরাট একটা কিছু ভাবতে শুরু করেছি।

মনে মনে ভাবছি ট্রাম থেকে নেমে

মেয়েটি কৃতজ্ঞতা জানাবে, নাম ঠিকানা জিজ্ঞেস করবে, কিম্বা নিজের নাম ঠিকানা দিয়ে বলবে একদিন বাড়ীতে যাওয়ার কথা। উত্তরে আমি কি বলবো তারই রিহাসাল দিয়ে চলেছি মনে মনে। কিন্তু আশ্চার্য, নারী চরিত্র দেবতারাও বুঝতে পারেননি এদের। ট্রাম থেকে নেমে দুপা সামনে এগিয়ে এসে কৃতজ্ঞতা জানানো দূরের কথা একরকম ধমকের সুরেই বলে উঠ্‌লো পয়সা বেশী হয়েছে বুঝি? খরচ করতে হয় অন্য জায়গায় করবেন। এই বলে উত্তরের অপেক্ষা না করে নিজের পথে এগিয়ে গেলো। আমার তখন ফেটে যাওয়া বেলুনের মতো অবস্থা।

পরের দিন বাড়ী থেকে স্থির করেই বেরুলাম ট্রামে আর যাবোনা। ট্রাম ষ্টপেজ এসে পড়তেই অভ্যাস মত দাঁড়িয়ে পড়লাম। পরক্ষণেই আগের দিনের সেই বিভীষিকা চোখের সামনে ভেসে উঠতেই চাবুক খাওয়া ঘোড়ার মতো বাস ষ্টপেজে গিয়ে দাঁড়ালাম। কয়েকদিন নিরুপদ্রবেই কাটলো। কিন্তু অদৃষ্টের লিখন তো মোছার নয়, ফলে বাস ষ্টপেজে পৌঁছতেই দেখি আমার আগেই গিয়ে দাঁড়িয়েছে। আবার ট্রামের কথা মনে পড়তেই কেমন যেন পৌরুষে আঘাত লাগলো। ভাবলাম ওকে অত ভয় পাওয়ার কি আছে?

কণ্ডাকটার টিকিটের জন্যে আমার দিকে হাত বাড়াতেই মেয়েটি পয়সা বাড়িয়ে দিলো দুখানা টিকিট। একখানি টিকিট আমার দিকে বাড়িয়ে ধরে এমন ভাবে তাকালো যে কিছু আগের সেই ঘুম ভাঙা পৌরুষটাকে আর খুঁজে পেলাম না। সে বোধ হয় ততক্ষণে আবার পাশ ফিরে শুয়েছে।

তারপর মেয়েটি আরও দুদিন টিকিট কাটলো, যেন সুদ শুদ্ধ ফিরিয়ে দিতে চায়। তৃতীয় দিনও আশা করেছিলাম কাটবে, সেদিন কিন্তু আবার সেই রুক্ষ মূর্তি নিজে টিকিট কাটতে পারেন না? বাসে অতগুলো লোকের সামনে কথাগুলো সর্বাঙ্গে হুল ফুটিয়ে দিলো। সম্পূর্ণ অন্য দিকে তাকিয়ে সহজ ভাবে দেখালাম, যেন আমায় বলেনি। নিয়মিত বাসে দেখা হতে লাগলো ওর সংগে। ভাবলাম আবার ট্রাম ধরবো কিনা, কিন্তু সেই পৌরুষটা আবার বাধা দিলো।

আশ্চর্য ব্যাপার, মেয়েটি কাছাকাছি না থাকলেই আমার পৌরুষের যতো বিক্রম, আর সামনে থাকলে বিশ্বের যতো চিন্তা নিয়ে পৌরুষটা-চোখ বন্ধ করে বসে থাকে। তবু বাসেই যেতে থাকি। দেখা পাই, দেখা না পেলে সারাদিনই মনটা আষাঢের মেঘের মতো মেঘলা হয়ে থাকে। কথা নাহলেও বাসে আমি আছি কিনা কয়েকবার ঘাড় ফিরিয়ে দেখার চেষ্টা করে হাজার ভীড় থাকলেও।

আর বাস থেকে নামার সময় মুহূর্তের জন্যে চোখের দিকে তাকিয়ে যেন নিঃশব্দে বিদায় নিয়ে যায় একটা পরিতৃপ্তির হাসি হাসতে হাসতে।

একদিন দুপুরে কলেজ পালিয়ে বন্ধুদের সংগে সিনেমা গেছি। হাতে বই খাতা সবই আছে। সিনেমা থেকে বেরুতেই দেখি সামনে দিয়ে সে যাচ্ছে। চোখাচুখি হতেই থেমে গেলো।

বিস্মিত হয়ে কয়েক পা এগিয়ে এসে বললো — আজকাল কলেজের ক্লাশ বুঝি এখানেই বসছে! কি জবাব দেবো, এতোগুলো বন্ধু বান্ধবের সামনে? অবশ্য বন্ধুরা না থাকলেও জবাব দিতে পারতাম বলে মনে হয় না। অপরাধীর মতো চুপ করে রইলাম। কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে সে বললো—আর যেন কখনো না দেখি। এই বলে সে হন হন করে এগিয়ে গেলো।

লজ্জা আর অপমানে কান লাল হয়ে গেলো। বন্ধুদের একজন বললো — কে রে? আমতা আমতা করে বলি—আমার এক মাসি। বন্ধুটি বিস্মিত হয় — মাসি! তোর চেয়ে তো ছোট মনে হলো? উত্তরে বলি —হ্যা, কিন্তু খুব রাশভারি।

প্রচণ্ড আক্রোশ নিয়ে বাড়ী ফিরি। মনে. বলি — ও কি আমার গার্জেন? আমার যা খুশি তাই করবো ও বলার কে? কালই আবার সিনেমা যাবো কলেজ পালিয়ে। দেখি ও কি করে। এবার কিছু বলতে এলে অপমান করব।

কিন্তু বলতে লজ্জা নেই, ওর সংগে দেখা হতে কিছু বলতে তো পারিইনি, এমনকি কলেজ পালিয়ে সিনেমাও যেতে পারিনি আর কোনদিন বন্ধুদের হাজার অনুরোধেও।

লেখা পড়ায় মন দিয়েছি। একে একে তিনটে বছর পেরিয়ে এসেছি সাফল্যের সঙ্গে। পার্ট-টু দেবার পর বেশ কটা দিন কলেজে যাইনি, তবে ঠিক সময় বাস ষ্টপেজে দাঁড়াবার অভ্যাসটা ছাড়তে পারিনি। হাজার কাজ থাকলেও একবার করে বাস ষ্টপেজে গিয়ে দাঁড়িয়েছি। ও এসেছে, আমার দিকে তাকিয়েছে কয়েকবার। তারপব বাসে উঠে গেছে। মাঝে মাস তিনেক অবশ্য ওকেও দেখিনি। বোধ হয় স্কুল ফাইন্যাল দিয়ে বসে ছিলো বাড়ীতে।

যাই হোক পার্টটু পাশ করার পর যে দিন মার্কসিট আনতে গেলাম সেদিন আর দেখিনি ওকে বাসে। দেখার কথাও নয়;

কেননা অনেক দেরীতে বেরিয়েছি বাড়ী থেকে। মার্কসিট নিয়ে কলেজ থেকে বেরুতেই মেয়েটির সংগে দেখা। হাসিমুখে দাঁড়িয়ে আছে কলেজের সামনে। জীবনে যাকে হাসতে দেখিনি তার অমন হাসি মুখ দেখে সংশয় জাগলো মনে। ঠিক দেখছি তো? নাকি আমারই চোখের গোলমাল হলো?

সুন্দর একটা নীল জর্জেট শাড়ী পড়ে সে হাসি মুখে দাঁড়িয়ে। হাতে নীল রঙের একটা ভ্যানিটি ব্যাগ। কপালে একটা সাদা চন্দনের টিপ। আমার দিকে কয়েক পা এগিয়ে এলো। হাসতে হাসতে বললো আপনি ভালো ভাবে পাশ করেছেন আগেই খবর পেয়েছি। অভিনন্দন জানাতে এসেছি। এরপর এম, কম্ পড়বেন তো?

একটু আমতা আমতা করে জবাব দিলাম চাকরী করার ইচ্ছে আছে। চান্স পেয়েছি একটা।

হাসিটা মিলিয়ে গেলো মুখ থেকে। ধমকের সুরে বললো যা খুশি তাই করুন, তবে এম, কম্ পড়তেই হবে।

আবার সেই আগের মতো চোখ রাঙানী দেখে মনটা হঠাৎ ক্ষেপে ওঠে। ওঠারই কথা, কেননা যথেষ্ট বড় হয়েছি তাছাড়া ভালো রেজাল্ট করার জন্যে মনে অহংকারটাও বেশ দানা বেঁধে উঠেছে। মনের সেই অহংকারী "আমি" টা এমনি এক অনাত্মীয়ার ধমকে অত্যন্ত অপমান বোধ করে। মনটাকে সংযত করে দৃঢ়ভাবে বলি কি করবো না করবো সেটা আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার। সে সম্পর্কে কিছু বলার অধিকার আপনাকে কে দিলো?

আচমকা এই কথার চাবুক খেয়ে মেয়েটি দিশাহারা হয়ে যায়। ভাবতে পারেনি চিরদিন যে ছেলেটি পালিয়ে এসেছে সে এমন ভাবে ঘুরে দাঁড়াতে পারে। কিম্বা এমনও হতে পারে চিরদিন জয় করে এসেছে। বলেই পরাজয়ের আঘাতটা তার কাছে বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। কয়েক মুহূর্ত বিস্মিত হয়ে তাকিয়ে থেকে থেমে থেমে বলে—অধিকার!

তার সেই বিস্মিত শান্ত চোখ দুটি আমার সমস্ত শক্তিটাকে নিমেষে যেন শূন্যের কোটায় পৌঁছে দেয়। জোর করেও বলতে পারলাম না—আপনি অধিকারের সীমা ছাড়িয়ে গেছেন। শুধু মুখের দিকে তাকিয়ে থাকি মন্ত্রপড়া সাপের মতো। একটু হেসে মেয়েটি বলে—অধিকার কেউ দেয়নি, কেউ দেয়ও না, অর্জন করতে হয়। তুমি পারোনা বলেই এ কথা বলতে পারছো। কিন্তু তোমায় কিছু বলার অধিকারটা আমি নিজেই নিয়েছি বলে জোর করে বলতে

পারছি—চাকরী করলেও লেখাপড়া বন্ধ করা চলবে না।

আমতা আমতা করে বলি—বাড়ীর প্রয়োজনে চাকরীটা করা দরকার।

আর আমার প্রয়োজনে লেখাপড়াটা। সেই দৃপ্ত ভঙ্গীতে মেয়েটি বলে। মনে থাকে যেন। আর কোন দিন অবাধ্য হবে না। মনে থাকবে তো।

বহুবারের মতো আজও হেরে গেলাম ওর কাছে, কিন্তু হারার মধ্যেও যে এতো আনন্দ আগে টের পাইনি। হাসি মুখে বলি—মনে থাকবে।

গুড বয়, মেয়েটি হেসে ওঠে। চলো, এবার বাড়ী যাই। আজ কিন্তু তুমিই টিকিট কাটবে।

ঈশ্বর যাদের ধরে আছেন, তাঁদের কোন ভয় নাই। মাঠের আলের উপর চলতে চলতে যে ছেলে বাবাকে ধরে থাকে, সে পড়লেও পড়তে পারে — যদি অন্যমনস্ক হয়ে হাত ছেড়ে দেয়। কিন্তু বাপ যে ছেলেকে ধরে থাকে সে পড়ে না।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস

সংগ্রাহক-শ্রীঅশোককুমার মুখার্জী (বি ৭১৬৫)

তুচ্ছ ঝগড়া বিবাদ ভুলিয়া যান। ব্যক্তিগত বিভেদ ও বৈষম্য ভুলিয়া যান। বাংলাকে সম্মিলিত ও মহান করিতে সচেষ্ট হউন। বাংলার মহত্ত্বই আমাদের গৌরব। যদি বাংলা বাঁচে তবে কে মরিবে এবং যদি বাংলা মরে তবে কে বাঁচিবে? ... নেতাজী সুভাষচন্দ্র

সংগ্রাহক শ্রীঅশোককুমার মুখার্জী (বি ৭১৬৫)

স্মৃতি বাসরে বিশ্ব পরিচয়

শ্রীভুবুরী

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

কালের মহাসাগর থেকে স্মরণযোগ্য কিছু রত্ন আহরণ করে মিতা ভাই বোনদের হাতে উপহার দেবার চেষ্টা করছি। আমার আহরণে কিছু এলোমেলো সংগ্রহ থাকবে পাঠক পাঠিকারা সেগুলো তাঁদের সঞ্চয়ের যাতুঘরে যথাযোগ্য স্থানে সাজিয়ে গুছিয়ে রাখতে চেষ্টা করবেন।

২ জুন ১৭১৩

ইউট্রেক্ট এর শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তির সাহায্যে ইওরোপীয় রাজনীতি ক্ষেত্রে উপনিবেশ ও দ্বীপের অধিকার সম্পর্কে কতক পরিবর্ত্তণ সাধন করে ইউরোপীয় রাজনীতির শক্তি সাম্য বজায় রাখবার ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

১৪ই সেপ্টেম্বর ১৭২১

নিষ্টাট্ এর শান্তি চুক্তির দ্বারা রাশিয়া ও সুইডেনের সুইডেন ও প্রশিয়ার, সুইডেন ও পোল্যাণ্ডের রাজনৈতিক বিবাদ বিসম্বাদ ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার সাময়িক অবসান ঘটিয়ে উত্তর ইউরোপের রাজনীতির ক্ষেত্রে শান্তি এনেছিল।

১২ই এপ্রিল ১৭৪০

উত্তর জার্ম্মানির সর্ব্বাধিক শক্তিশালী দেশ প্রশিয়ার সিংহাসনে দ্বিতীয় ফ্রেডারিক বা মহান ফেড্রারিক আরোহন করেন এবং প্রশিয়া অষ্ট্রিয়ার রাজ্যাংশ অধিকার করতে এগিয়ে যান।

১৪ই মে ১৯৭০

অষ্ট্রিয়ার রাজা ষষ্ঠ চার্লস মৃত্যুমুখে পতিত হন। এবং তার অনভিজ্ঞা অল্পবয়স্কা কন্যা ম্যারিয়া থেরেসা সিংহাসনে আরোহন করেন।

১৭ই জুন, ১৭৪৮

অষ্ট্রিয়া ও প্রশিয়ার দ্বন্দ্ব "এই-ল্যা-স্যাপল"-এর শান্তি চুক্তির দ্বারা সাময়িক ভাবে বন্ধ হয়।

৫ই ফেব্রুয়ারী ১৭৫৬

ইউরোপে সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধ শুরু হয়। দীর্ঘ সাত বৎসর যুদ্ধের পর ১৭৬৩ খৃঃ প্যারিসের শান্তি চুক্তিতে অষ্ট্রিয়া ও প্রাশিয়া এবং ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের পরস্পর দ্বন্দ্বের পরিসমাপ্তি ঘটে।

৯ই এপ্রিল ১৭৭০

জগৎ বিখ্যাত নিসর্গের কবি William Words Worth ইংল্যাণ্ডের Cumberland এ জন্মগ্রহণ করেন। অল্প বয়সে মা মারা যান। পিতা ছিলেন আইনজীবি। ১৮ বৎসর বয়সে তিনি Cambrige University তে ভর্তি হন। ১৭৯১ St John College থেকে Words Worth গ্রাজুয়েট ডিগ্রী লাভ করেন। শৈশব থেকেই তিনি বিশ্ব প্রকৃতির প্রতি অনুরক্ত ছিলেন। কিন্তু ছাত্র হিসেবে তিনি অত্যন্ত সাধারণ ছিলেন। তিনি বিশ্ব-বিদ্যালয় থাকা কালিন ফরাসী বিপ্লব সম্বন্ধে কয়েকটি উচ্চমানের কবিতা লিখে লেখক জীবন শুরু করেন। তিনি ভবিষ্যত জীবনে বিশেষ কোন বৃত্তি গ্রহণ না করায় অর্থকষ্টে পড়েন। তাঁর এক ভক্ত বন্ধু তাঁকে এই অর্থকষ্ট থেকে মুক্তি দান করেন।

৫ই মে ১৮৫০

প্রকৃতির পূজারী জগৎ বিখ্যাত কবি William Words Worth ৮০ বৎসর বয়সে মানবলীলা সংবরন করেন। প্রথমে তিনি তেমন খ্যাতি অর্জন করতে পারেননি। শেষ জীবনে তাঁর কাব্য শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছিল। তৎকালীন বিখ্যাত কবি Robert Southey পরলোক গমন করায় পর Words Worth Poet Laureate শ্রেষ্ঠ সম্মানে ভূষিত হন।

W Words Worth এর বিখ্যাত গ্রন্থাবলীর নামসহ রচনাকাল নীচে উল্লেখ করা হোল :—

1793-Deseriptive Sketehes in Verse. Evening Works, Petlamb.

1798-Lyrical Ballads.

1802 1816 Sonnets to Liberty, Odes, এবং White Doe of Rylstone.

1819-Idiot Boy, এবং Waggoner.

1822-Ecclesiastical Sketehes.

1824-Excursion

1835-Yarrow Revisited and other Poems.

1842-Borderers.

1850 Prelude

বিশ্বমৈত্রীর অন্তরায়

বৈদেশিক ডাকমাশুল বৃদ্ধি

ভারত পৃথিবীর বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশ বলে খ্যাত, অথচ গনতন্ত্রের মূলভিত্তি শিক্ষা ও বিশ্বমৈত্রীর প্রসার ও অনুশীলন বর্তমানে এখানে তা মর্মান্তিকরূপে ক্ষুন্ন হতে চলেছে। ১৯৭৫ জানুয়ারী থেকে এখানে নবম শ্রেণী হতে নতুন পাঠক্রম চালু হল। ঐ শ্রেনীতে পাঠ্যপুস্তকের যে তালিকা দেওয়া হয়েছে তার মোট মূল্য হল অনধিক ১৪০টাঃ, ঐ সঙ্গে কাগজ খাতা প্রায় ২০টাঃ, বেতন ও সেসান্ চার্জ বাদ দেওয়া গেল। দরিদ্রের কথা ছেড়ে দিলে কেবলমাত্র নিম্ন মধ্যবিত্তদের কয়জন অভিভাবক এই বিপুল ব্যয়ভার বহন করে তাঁদের ছেলেমেয়েদের বিদ্যাদানে সক্ষম? আজ ঐ বিষয় নিয়ে প্রবন্ধ লিখতে বসিনি, শুধু পাঠকের কাছে সমস্যাটি তুলে ধরলাম। বিশ্বমৈত্রীর ক্ষেত্রেও অনুরূপ অবস্থা।

গত ১০ ফেব্রুয়ারি থেকে বিদেশগামী ডাকমাশুল বেড়েছে। এর ফলে ৮৫ পয়সার একটি এয়ারোগ্রামের দাম বেড়েছে ১ টাকা ২৫ পয়সা। ৭৫ পয়সার এয়ার মেল পোষ্ট কার্ডের দাম লাগছে ১ টাকা ২০ পয়সা। জাহাজ ডাকে যে চিঠি পাঠাতে লাগে ৮০ পয়সা, সেটি পড়ছে ১ টাকা ২০ পয়সা, এবং ৫৫ পয়সার পোষ্ট কারডের দাম পড়ছে ৮০ পয়সা।

ব্রিটেনে পাঠাতে যে এয়ারমেল লেটারের দাম পড়ে ১ টাকা ৬০ পয়সা, সেটি এখন পড়ছে ২ টাকা এবং মারকিন যুক্তরাষ্ট্রে পাঠাতে খরচ পড়ছে ১টাকা ৯৫ পয়সার জায়গায় ২ টাকা ৫০ পয়সা।

বাংলাদেশ, ভূটান ও নেপালে অবশ্য ভারতের অভ্যন্তরীন ডাক মাশুলেই চিঠি পাঠানো চলছে,

বিশ্বমৈত্রী এখন থেকে ধনীগোষ্ঠীর একচেটে অধিকারে এসে গেল।

লিপিমিতায় ছোট গল্প প্রতিযোগীতা

অনধিক ২০০০ হাজার শব্দের মধ্যে গোয়েন্দা কাহিনী অবলম্বনে একটি মৌলিক ছোট গল্প লিখে ৫ই জ্যৈষ্ঠ; ১৩৮২ বঙ্গাব্দের মধ্যে সম্পাদকের নামে সংঘের ঠিকানায় পাঠাতে হবে!

এই প্রতিযোগিতায় দুটি পুরস্কার আছে প্রথমটি ২০ টাকা দ্বিতীয়টি ১০ টাকা। কেবলমাত্র সংঘের সভ্য সভ্যাদের রচনাই গৃহীত হবে। প্রত্যেক মিতাকে অনুরোধ করা যাচ্ছে তাঁরা যেন তাঁদের রচনার নকল রেখে পাঠান। কোন রচনাই পরে ফেরৎ পাঠান সম্ভব হবে না। পুরস্কারপ্রাপ্ত রচনা দুটি লিপিমিতায় প্রকাশ করবার ক্ষমতা সংঘের থাকবে।

লিপিমিতা ১৫/২ সংখ্যায় উল্লিখিত বিজ্ঞপ্তিটি প্রচার করা হয়েছিল, কিন্তু ডাকবিভ্রাটের দরুণ আশানুরূপ সাড়া না পাওয়ায় কিছু সময় বৃদ্ধি করে ঘোষণাটি পুনঃ প্রচারিত করা হল।

দশম বার্ষিক ক্ষীরোদ গোপাল অলোক চিত্র প্রতিযোগীতা

প্রধান পৃষ্ঠপোষক ও বি ১৬২ ডাঃ ক্ষীরোদ গোপাল দে'র সৌজন্যে বিশ্বমিতালি সংঘ আলোকচিত্র প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করেছে।

এবারের বিষয় হল যে কোন বন্য পশুর ছবি। আলোক চিত্রটি ৫ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৮২ এর মধ্যে সংঘের ঠিকানায় সম্পাদকের নামে পাঠাতে হবে। ছবির মাপ পাসপোর্ট সাইজ অপেক্ষা কিছু বড় হওয়া বাঞ্ছনীয়। তবে আধ-খানা পোষ্ট কার্ডের চেয়ে যেন বড় না হয়। ছবির পেছনে প্রেরকের নাম ও সদস্য সংখ্যা অবশ্য উল্লেখ থাকবে। প্রতি সভ্য সভ্যা একটির বেশী আলোক চিত্র পাঠাতে পারবেন না।

এই প্রতিযোগীতায় দুটি পুরস্কার আছে। প্রথমটি ২০টাকা দ্বিতীয়টি ১০টাকা। পুরস্কার প্রাপ্ত ছবিগুলি লিপিমিতার উপযুক্ত স্থানে প্রকাশ করা হবে। প্রতিযোগিতার পর যাঁরা আলোক চিত্রটি ফেরৎ চান তারা বেজিঃ খরচ বাবদ ১-৫০ পয়সার ডাকটিকিট পাঠিযে দেবেন। সংঘ আলোক চিত্রটি নিবন্ধিত করে পাঠিযে দেব।

লিপিমিতা ১৫/২ সংখ্যায় উল্লিখিত বিজ্ঞপ্তিটি প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু আশানুরূপ সারা না পাওয়ায় সময় বৃদ্ধি করে পুনঃ প্রচারিত করা হল।

রজত জয়ন্তী উপলক্ষে গ্রন্থ প্রকাশ

সংঘের কর্তৃপক্ষবৃন্দ স্থির করেছেন যে সংঘের রজত জয়ন্তী উপলক্ষে মিতা ভাই বোনেদের লেখা কয়েকটি ছোট গল্প ও কবিতার সংগ্রহ গ্রন্থ প্রকাশ করবেন। প্রতিটি গল্প ২৫০০ শব্দের মধ্যে ও প্রতিটি কবিতা ৩০ থেকে ৪০ পংক্তির মধ্যে যেন রচিত হয়।

পূর্ব্বে ছোট গল্প প্রতিযোগিতায় যে গল্প গুলি পুরস্কার লাভ করেছে, লেখক লেখিকা অনুমতি দিলে ওগুলি থেকে কয়েকটি বেছে নিয়ে পুনঃ প্রকাশ করা যেতে পারে। গল্প ও কবিতাগুলি বাছাই করতে কিছু সময় লাগবে। তাই যাঁরা উক্ত গ্রন্থে প্রকাশের জন্য গল্প ও কবিতা পাঠাতে ইচ্ছুক, তাঁরা ১০ই আষাঢ় ১৩৮২ বঙ্গাব্দের মধ্যে সংঘের কার্য্যালয়ে অবশ্য পাঠান।

একই সভ্য ও সভ্যা গল্প কবিতা একত্রে দুই-ই পাঠাতে পারেন, তবে কেউ যেন একাধিক গল্প বা কবিতা না পাঠান।

বর্ত্তমানে কাগজ মুদ্রণ ইত্যাদির খরচা অত্যধিক বৃদ্ধি পাওয়ার জন্য দরিদ্র সংঘের পক্ষে গ্রন্থটি প্রকাশে সম্পূর্ণ ব্যায়ভার বহন করা সম্ভব নয়। তাই স্থির করা হয়েছে যে, মনোনীত গল্প ও কবিতার লেখক লেখিকার কাছ থেকে আগাম কিছু অর্থ সাহায্য হিসাবে গ্রহণ করা হবে।

প্রতিটি গল্পের জন্য ৩০টাকা ও প্রতিটি কবিতার জন্য ১০টাকা সংঘ কর্তৃক সাদরে গৃহীত হবে। বিনিময়ে গ্রন্থ প্রকাশের পর প্রতিটি দাতাকে মূল্যানুযায়ী কয়েক খণ্ড গ্রন্থ রেজিষ্টার্ড ডাকযোগে পাঠিয়ে দেওয়া হবে।

রচনাগুলি মনোনয়ণের কাজ শেষ হলে মনোনীত রচনার লেখক লেখিকাকে অর্থ পাঠাইবার জন্য নির্দিষ্ট দিন ধার্য করে পত্র দেওয়া হবে। ঐ পত্র পাবার পর মিতা ভাই বোনেরা যেন অর্থ পাঠান।

প্রতিটি লেখক লেখিকাকে অনুরোধ করা যাচ্ছে যেন, তিনি তার রচনা কাগজের একপিঠে স্পষ্টাক্ষরে লিখে ৩০ পঃ ডাকটিকিট সহ পাঠান। লেখার নকল রেখে যেন পাঠান হয়।

অমনোনীত রচনা যদি কেউ ফেরৎ চান তবে লেখাটী যাতে রেজীষ্টারী করে পাঠান

যায় সেইরূপ উপযুক্ত ডাক টিকিট বা অর্থ যেন পাঠান।

লিপিমিতার পূর্ব্বের কয়েকটি সংখ্যায় উল্লিখিত বিজ্ঞপ্তিটি প্রকাশ করা হয়েছিল। প্রকাশযোগ্য রচনা বেশী না আসায় কিছু সময় বৃদ্ধি করে পুনরায় বিজ্ঞপ্তিটি মুদ্রিত করা হল।

— সঃ লিঃ

আগত নববর্ষের বৈশাখী লিপিমিতার বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

আগামী ১৩৮২ বঙ্গাব্দে লিপিমিতার যে বৈশাখী সংখ্যা প্রকাশিত হবে তাতে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত বিশ্বমিতা, প্রবাসী মিতা ও সাধারন মিতার বিস্তৃত পরিচয়ের পূর্ণ তালিকা প্রকাশ করা হবে। যে সকল সভ্য সভ্যা নিযমিত চাঁদা দিযে সংঘের সদস্য ভুক্ত হয়েছিলেন এবং এখনও যাঁরা বিশ্বমিতা হননি তাঁদের চৈত্র ১৩৮১ বঙ্গাব্দ (ইং ১৯৭৫ এপ্রিল) পর্যন্ত পরিশোধ না থাকলে লিপিমিতা নব বর্ষ বৈশাখী সংখ্যায় তাঁদের পরিচয় প্রকাশ করা সম্ভব হবে না।

যে সকল মিতা বা বিশ্বমিতা দীর্ঘকাল যাবৎ সংঘের সঙ্গে যোগাযোগ রাখেননি বা যাঁদের চিঠি দিয়ে কোন উত্তর পাওয়া যায়নি তাঁদের নাম তালিকায় প্রকাশ করা হবে না। সংঘের যে সমস্ত স্থায়ী সভ্য বা বিশ্বমিতা পত্র পত্রিকা প্রভৃতির ব্যয় নির্বাহের জন্য ১৩৮১-৮২ বঙ্গাব্দ বাবদ সংঘের বাৎসরিক চাঁদা এখনও পাঠাননি আগামী ২৫ শে বৈশাখ ১৩৮২ (ইং ৯মে ১৯৭৫) এর মধ্যে পাঠাতে অনুরোধ জানাচ্ছি।

লিপিমিতার আগামী নববর্ষ সংখ্যার বিশ্ব-মিতাদের আলোক চিত্র প্রকাশের জন্য ব্লক ও মুদ্রণের খরচা বাবদ ১২ টাকা সম্পাদকের নামে সংঘের ঠিকানায় মুদ্রানামা যোগে পাঠাতে হবে।

যাঁদের আলোকচিত্র পূর্ব্বে পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে তাঁদের ছবির বল্‌ক আর করাতে হবে না। তাঁরা কেবল মুদ্রণ খরচা বাবদ ৬ টাকা পাঠাবেন। বল্‌কের জন্য পাসপোর্ট অপেক্ষা বড় ছবি পাঠালে বল্‌ক ছাপার

খরচ বেশী পড়বে। আলোকচিত্র টাকা ইত্যাদি ২৫শে বৈশাখ ১৩৮২ সংঘে এসে পৌঁছান চাই।

যাবতীয় মনি অর্ডার, পোষ্টাল অর্ডার বা চেক Secretary Viswa Mitali Sangha এই নামে যেন পাঠান হয়।

ষ্টেট ব্যাংক বা কলকাতার বাইরের কোন ব্যাংকের চেক পাঠাবার সময় যেন উপযুক্ত ব্যাংক কমিশন দেওয়া হয়। সমস্ত পোষ্টাল অর্ডার বা চেক যেন ক্রশ করে পাঠান হয়।

সঃ বিঃ মিঃ সঃ

নববর্ষের লিপিমিতার বিশেষ সংখ্যার

দক্ষিনা ১.৫০ পয়সা

বিশ্বমিতালি সংঘের পক্ষ থেকে ১৩৮২ সালে লিপিমিতার বিশেষ বৈশাখী নববর্ষ সংখ্যা প্রকাশ করা হচ্ছে। এই সংখ্যার আকৃতি বর্তমান সংখ্যার দ্বিগুণ হবে। এবং প্রচারের বাঙ্গলা ও বাংলার বিভিন্ন পাঠাগারে প্রদানের উদ্দেশ্যে কিছু বেশী সংখ্যক পত্রিকা মুদ্রিত করা হয়ে থাকে।

এই সংখ্যায় থাকবে

নববর্ষের দিনপঞ্জী, ছুটির দিন, ব্যক্তিগত ও বিভিন্ন দেশ সংক্রান্ত রাশিফল, বিদেশের রাষ্ট্র দূতের ঠিকানা, তাছাড়া প্রবন্ধ, কবিতা, পরিভাষা, প্রতিযোগিতার গল্প, ধাঁধা বাণী, রান্নাঘর, অনুমানস প্রতিযোগিতা প্রভৃতি।

প্রত্যক্ষ পরিচয়ের ভূমিকা হিসাবে বহু বিশ্ব মিতার আলোকচিত্র আর্ট পেপারে ছাপা হবে। পুরস্কারপ্রাপ্ত চিত্রগুলিও ঐ সঙ্গে প্রকাশ করা হবে। সেই কারণে প্রত্যেক মিতাকে অতিরিক্ত ১.৫০ পয়সা পাঠাতে অনুরোধ জানানো হচ্ছে। যদি কোন মিতা উক্ত সংখ্যার একাধিক খণ্ড পেতে চান তবে ঐ খণ্ডের সংখ্যা জানিয়ে ২৫শে বৈশাখ ১৩৮২ এর মধ্যে সংঘ মিতাকে চিঠি দিতে হবে। প্রতিটি অতিরিক্ত খণ্ডের জন্য ১৫০ পয়সা উল্লিখিত তারিখের মধ্যে যেন পাঠান হয়।

এই সংখ্যায় কেউ যদি বিজ্ঞাপন দিতে চান তবে সম্পাদকের নামে সংঘের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। ডাক বিভাগের অসতর্কতায় বহু পত্রিকা পথে মারা যায়। পূর্ব্বে যে সকল মিতার পত্রিকা খোয়া গেছে তাঁরা যদি রেজিঃ বুক পোষ্টের খরচ বাবদ ১.৩৫ পয়সা অতিরিক্ত পাঠান তাহলে সংঘ পত্রিকাটি নিবন্ধিত করে পাঠাবে।

অঙ্কে যাঁরা কাঁচা

(১৫শ স্তবক)

জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায় (বি ৫৪৬০)

বর্গনির্ণয়েব আরও কয়েকটি পদ্ধতি নীচে দেওয়া হচ্ছে—

(৭০) তিন বা ততোধিক অঙ্কবিশিষ্ট সংখ্যাব বর্গনির্ণয় —

মৌচাক প্রণালী :

৩৯ নম্বর পদ্ধতিতে বলা হয়েছে ধবব এর নীচে একঘর ·একঘর সরিয়ে এদ, এশ, দশ লিখে যোগ করলেই (১৯০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য) বর্গ পাওয়া যাবে। অনেকে হয়ত লক্ষ্য করেছেন যে এদ এর ঠিক বাঁ পাশে দশ লিখেও বর্গ পাওয়া যায়। ৩৯ এর প্রথম উদাহরণটির এদ ও , দশ পাশাপাশি লিখলে কেমন হয় তা নীচে দেখান হ'ল —

```
   ৩  ৪  ২
   |  |  |
 ──────────────
 ০ ৯ ১ ৬ ০ ৪  ⎫ এই অংশটুকু
   ২ ৪·১ ৬    ⎬ মৌচাকের মত
     ১ ২      ⎭ দেখছে
 ──────────────
 ১ ১ ৬ ৯ ৬ ৪    উত্তর
```

এই সত্যতাকে ভিত্তি ক'রে ৩৯ নম্বর পদ্ধতিটা একটু পাল্টালেই 'মৌচাক প্রণালী' পাওয়া যায় —

(ক) প্রদত্ত সংখ্যাটির প্রতিটি অঙ্ককে পৃথকভাবে বর্গ করে পাশাপাশি লিখুন (যেমন - ০৯১৬০৪)

(খ) একক এব সঙ্গে 'দশক, শতক (সহস্রক ..) পর পর গুণ ক'রে দ্বিগুণ করুন। (ক) তে পাওয়া সংখ্যার নীচে বাঁদিকে একঘব কবে সবিয়ে এক একটি গুণফল লিখুন (যেমন ১৬, ১২)

(গ) দশক এব সঙ্গে শতক (সহস্রক, নিযুতক) পর পব গুণ করে দ্বিগুণ করুন। এবাব কিন্তু (খ) তে পাওয়া গুণফল গুলোর চেয়ে একটা গুণফল কম পাওয়া যাবে (আগে দুটো হ'লে এবার একটি); ওপরের উদাহরণে (খ) তে পাওয়া গেছে ১৬ ও ১২ কিন্তু এই ধাপে কেবল

২৪ এবং এটাকে ১৬ এর বাঁপাশে বসান হ'ল।

(ঘ) যতক্ষণ না সবগুলো অঙ্কের সঙ্গে পরস্পর গুণ না হচ্ছে ততক্ষণ এভাবে করতে হবে।

(ঙ) ওপরে পাওয়া সংখ্যাগুলো যোগ করলেই উত্তর পাওয়া যাবে।

উদাহরণ :—৫৩৪২, ৫৩৪২৬ এর বর্গ

(ক)

```
        ৫  ৩  ৪  ২
        |  |  |  |
    ------------------
    ২ ৫ ০ ৯ ১ ৬ ০ ৪
      ৩ ০ ২ ৪ ১ ৬
          ৪ ০ ১ ২
            ১ ০
    ------------------
    ২ ৮ ৫ ৩ ৬ ৯ ৬ ৪  উত্তর
```

এখানে এককের সঙ্গে অন্যান্য অঙ্ক গুণ ক'রে দ্বিগুণ করলে পাওয়া যায় ১৬, ১২ আর ২০। দশক থেকে পাওয়া ২৪ ও ৪০ লেখা হ'ল ১৬ ও ১২ এর বাঁদিকে এবং শতক থেকে পাওয়া ৩০ লেখা হয়েছে ২৪ ১৬ এর বাঁপাশে।

(খ)

```
          ৫  ৩  ৪  ২  ৬
          |  |  |  |  |
    ------------------------
    ২ ৫ ০ ৯ ১ ৬ ০ ৪ ৩ ৬
      ৩ ০ ২ ৪ ১ ৬ ২ ৪
        ৪ ০ ১ ২ ৪ ৮
          ২ ০ ৩ ৬
            ৬ ০
    ------------------------
    ২ ৮ ৫ ৪ ৩ ৩ ৭ ৪ ৭ ৬  উত্তর
```

এখানে ৬ (একক) এর সঙ্গে গুণ (এবং দ্বিগুণ) ক'রে ২৪, ৪৮, ৩৬ ও ৬০ পাওয়া গেল, তারপর ২ (দশক) থেকে ১৬, ১২, ২০, শতক থেকে ২৪, ৪০ এবং সবশেষে ৩০ (=৫×৩ এ দ্বিগুণ)।

দ্রষ্টব্য : বলাবাহুল্য যে এভাবে গুণফলের দ্বিগুণ করতে গিয়ে যদি তিন অঙ্কবিশিষ্ট সংখ্যা পাওয়া যায় (যেমন ১৯১ পৃষ্ঠার দ্বিতীয় উদাহরণের ১৪৪) তাহলে শতকের অঙ্কটি তার পরবর্তী (বাঁদিকের) সংখ্যার এককের সঙ্গে যুক্ত হবে। ১৯১ পৃষ্ঠার দ্বিতীয় উদাহরণটি ৪০ নং পদ্ধতিতে করলে উত্তরের দ্বিতীয় লাইনে বসবে ৬৫৪৪ (৬৪১৪৪ নয়)।

(৪১) ৪০ নং পদ্ধতির রূপান্তর

আমরা লক্ষ্য করেছি যে মৌচাক প্রণালীর (৪০ নং পদ্ধতি) মৌচাকটি তৈরী হয় এভাবে-

প্রথমে ববব লাইনটি, তারপর বাকী লাইনগুলো ক্রমশঃ কোনাকুনি ভাবে ভরাট হয়েছে।

কেউ যদি ইচ্ছে করেন তবে প্রতিটি লাইন একবারে লিখতে পারেন নীচের নিয়মে

(ক) প্রথমে ববব ····লাইনটি লিখুন আগের নিয়মানুযায়ী।

(খ) প্রদত্ত সংখ্যার প্রতিটি অঙ্ক (একক থেকে শুরু ক'রে) পাশাপাশিগুন করে গুনফলের দ্বিগুন (ক) তে পাওয়া সংখ্যার নীচে একঘর বাঁদিকে সরিয়ে লিখুন। ওপরের প্রথম উদাহরণে, ১৬ (=৪×২×২), ২৪ (=৩×৪×২) এবং ৩০ (=৫×৩×২) অর্থাৎ ত্রদ, দশ, শস ·····।

(গ) প্রদর্শ সংখ্যার অঙ্কগুলো (একক থেকে শুরু করে) পাশের অঙ্কের পরেরটার সঙ্গে গুণ ক'রে গুণফলের দ্বিগুণ করুন এবং (খ) তে পাওয়া সংখ্যার নীচে একঘর সরিয়ে লিখুন। ওপরের প্রথম উদাহরণে ১২ (=৩×২×২) এবং ৪০ (=৫×৪×২) অর্থাৎ এশ, দস, শনি ·· ।

(ঘ) এই ধাপে অঙ্কগুলো পরপর গুণ করবার সময় দুটো করে অঙ্ক বাদ দিয়ে গুণ করবেন (যেমন এককের সঙ্গে সহস্রক, দশকের সঙ্গে নিযুতক) এবং দ্বিগুণ করে (গ) তে পাওয়া সংখ্যার নীচে একঘর সরিয়ে লিখুন। অর্থাৎ এস, দনি, শল ··· ।

(ঙ) এই ভাবে পরের ধাপে তিনটি বাদ দিয়ে, তারপরের ধাপে চারটি বাদ দিয়ে গুণ ও দ্বিগুন ক'রে গুণফল বসাতে হবে যতক্ষন না প্রদত্ত সংখ্যার সবচেয়ে বাঁদিকের অঙ্কটির সঙ্গে এককের গুণ হচ্ছে। ওপরের দ্বিতীয় উদাহরণে শেষ ধাপে যেমন (৫×৬×২) বা ৬০ পাওয়া গেছে। অর্থাৎ মৌচাকের-সবচেয়ে নীচের ধাপটি যতক্ষন না পাওয়া যায়।

বলা বাহুল্য যে প্রদত্ত সংখ্যায় যে কয়টি অঙ্ক, মৌচাকে সে কয়টি ধাপ হবে। ৫৩৪২ এর ক্ষেত্রে ৪টি আর ৫৩৭২৬ এর ক্ষেত্রে ৫টি।

(ক্রমশঃ)

শারিরীক প্রশ্নের উত্তর

—বি ৩০১৮ ডাঃ গীতা সিনহা দাস—

প্রশ্ন :—আমার প্রশ্নের যথাযথ উত্তর পেয়ে খুব খুশী হয়েছি। আপনার নির্দ্দেশ পালন করে আজ আমি অনেকটা সুস্থ। সেজন্য আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।

আজ আবার এক অসুখের বিবরণ দিচ্ছি। আমার স্বাস্থ্য ক্রমে খারাপের দিকে যাচ্ছে। শরীরও অনেকটা দুর্ব্বল হয়ে গেছে। অনেক চেষ্টা করেও ভগ্ন স্বাস্থ্য ফিরে পাচ্ছিনা। আমার বয়স ১৯ বৎসর আপনার সদুপদেশ কামনা করি।

—৭২২৩ রতন রায় (কামরূপ, আসাম)

উত্তর :—তোমার অভিনন্দনের জন্য ধন্যবাদ। তোমার স্বাস্থ্য যখন হঠাৎ খারাপ হয়ে যাচ্ছে, তখন নিশ্চই কোন কারণ আছে। প্রথমেই প্রস্রাব, পায়খানা ও রক্ত পরীক্ষা করে ও বুকের ছবি তুলে জেনে নাও, দেহে কোন রোগ বাসা বেধেছে কিনা।

স্বাস্থ্য ভাল করার জন্য কি করা উচিত, লিপিমিতায় আগেও লিখেছি। তবু আরও কয়েকজন মিতা ভাইবোন এই একই প্রশ্ন করেছেন, তাই লিখছি !

বাসগৃহটি যেন বেশ আলো হাওয়া যুক্ত হয়। খুব ভোরে শয্যা ত্যাগ করতে হবে। সকালে বেড়ানো ভাল। নারকেল, মধু ও অঙ্কুরিত ছোলা, কলা, ডিমসেদ্ধ, টোষ্ট, দুধ ইত্যাদি হবে সকালের জলখাবার। চিড়ে ভাজা, মুড়ি, রুটি, যেদিন যেমন ইচ্ছে খেতে পারো। দুপুরের খাবার যেন সুষম হয়। পরিমাণমত পুষ্টিকর খাদ্য বেশ ভাল করে চিবিয়ে খাবে।

খাবার পর একটি ডাঁসা পেয়ারা খেলে ভাল হয়। ঐ সময় Dexorange দু চামচ আধকাপ জলে মিশিয়ে খেতে পারো।

বিকেলে জলখাবার হবে দুধ, খই বা মুড়ি ও একটা ফল। দু বেলাই দুধের সঙ্গে চার চামচ করে Protinex মিশিয়ে খেলে ভাল হয়।

বিকেলে জলখাবারের পর খালি হাতে কিছু ব্যায়াম করবে। সুযোগ থাকলে সাঁতার কাটতে পারো। সারাদিনে দুই থেকে আড়াই লিটার জল ও সাধ্যমত শাক সব্জি ও টাটকা ফল খাবে।

শোয়া বসা দাঁড়ানো বা চলাফেরার সময় মেরুদণ্ড—সোজা রাখবে। পরিমিত ঘুম ও বিশ্রামের প্রয়োজন। দুশ্চিন্তা করবে না। হাত, পা চোখ ও ত্বকের যত্ন করবে। পায়খানা যেন পরিস্কার থাকে। মদ অথবা ধূমপান করবে না। খুব বেশী ঠাণ্ডা বা গরম থেকে শরীরকে রক্ষা করবে।

কোন রোগ না থাকলে শরীর নিশ্চয় ভাল হবে। চাই শুধু সু-স্বাস্থের সাধনা।

প্রশ্ন :—চিকিৎসা সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন থাকলে আপনি ব্যক্তিগতভাবে উত্তর দিয়ে থাকেন কি? তাহলে দয়া করে ঠিকানা জানালে বিশেষ উপকৃত হতাম এবং পত্রের সঙ্গে উপযুক্ত ডাকটিকিট দিয়ে আপনার মূল্যবান উপদেশ নিতে পারতাম।

—৭৮৪৪ এ, এ, মুন্সী (দুর্গাপুর, বর্ধমান)

উত্তর :—অন্যান্য জরুরী অথবা গোপনীয় প্রশ্ন থাকলে ব্যক্তিগতভাবে উত্তর দিই। তবে কোন কারনেই ঠিকানা জানানো সম্ভব নয়। তবে 'লিপিমিতা'র মাধ্যমে উত্তর দিলে যাঁরা একই ধরণের প্রশ্ন করেন, তাঁরা উত্তর পেয়ে যান এবং যাঁরা প্রশ্ন করেননি, তাঁরাও উপকৃত হন।

প্রশ্ন :—বন্ধুটি বিবাহিত যৌনদুর্বলতার দরুন স্ত্রীর সঙ্গে মতোবিরোধ। এই দুর্বলতার হাত থেকে নিষ্কৃতি দিয়ে সুখী পরিবার গঠনে আপনার সাহায্য একান্ত প্রয়োজন।

—৭৭২৯ ভবতোষ ভট্টাচার্য্য (কুচবিহার)

উত্তর :-বিস্তারিত না জানালে এ রোগের চিকিৎসা সম্ভব নয়। বন্ধুকে Tentex Farte ট্যাবলেট একটা ও Speman Farte ট্যাবলেট দুটো করে দিনে দুবার তিন সপ্তাহ খেতে বলবেন। এতে নিশ্চয় ফল পাবেন আর না পেলেও তাঁর সমস্যার কথা তাঁকে নিজেকেই লিখতে বলুন। ব্যক্তিগতভাবে উত্তর পেতে হলে উপযুক্ত ডাকটিকিট প্রয়োজন।

প্রশ্ন :-আমার বর্তমান বয়স ২০ বৎসর। ছোটবেলা থেকেই আমি নানা অসুখে ভুগছি। ১৩-১৪ বৎসর বয়স থেকে আমার প্রায় জ্বর ও সর্দি কাশি হত। ওষুধও অনেক খেয়েছি, কিন্তু কোন ফল হয়নি। সর্দি হলে বুকে কফ জমে ও নিশ্বাস নিতে ভীষন কষ্ট হয়। জ্বর হলে তা প্রায় দশ বারো দিন পরে ভাল হয়। আমি অনেক টনিক ও ইনজেক্শন নিয়েছি, কিন্তু কোন ফল হয়নি।

এর প্রতিকার আপনি 'লিপিমিতা' মারফৎ জানালে অনেক উপকৃত হব।

এছাড়া আমার পেটের গোলমাল লেগেই থাকে। বেশীর ভাগ সময় কোন কিছু খাবার পরই পায়খানা পায়। এর ফলে দিনে প্রায় তিন চারবার পায়খানা হয়ে যায়। প্রায়ই পেট খারাপ হয় ও মাঝে মাঝে পায়খানা কষে যায়। এর কারণ কি ও প্রতিকার কিভাবে করা যায় দয়া করে জানবেন।

৭৬৯২ কল্যাণ চক্রবর্তী (খড়গপুর, মেদিনীপুর)

উত্তর :—অতিরিক্ত খাওয়া ও ব্যায়াম না করা, এই দুটোই সর্দি হবার প্রধান কারণ। প্রতিদিন ঠাণ্ডা জলে স্নান করলে সর্দির আক্রমন প্রতিরোধ করা সহজ হয়। অল্প আলোহাওয়াযুক্ত ঘরে বাস করলে, ঠাণ্ডা লাগালে বা বৃষ্টিতে ভিজলে, ঘামে ভেজা জামা কাপড় পরে বাতাসে বসে থাকলে, ঘুম না হলে, খুব পরিশ্রম করলে, নিশ্বাসের সঙ্গে ধূলা নাকে ঢুকলে খুব সহজেই সর্দি হয়। মুখ দিয়ে নিশ্বাস নেবেনা এবং দাঁতে পোকা বা টনসিল বড় থাকলে তার চিকিৎসা করাবে। সর্দি হলে খোলা হাওয়ায় বেড়ানো বা বাগানের কাজ করা অথবা ব্যায়াম করা উচিত। গরম জলে সর্বাঙ্গ ডুবিয়ে স্নান করবে এবং গরম জল থেকে উঠেই গায়ে খানিকটা ঠাণ্ডা জল ঢেলে দেবে।

পরে শুকনো তোয়ালে দিয়ে ভালভাবে গা মুছে ফেলবে। বুকে কফ জমলে Zeet Expectorant দু-চামচ করে জল না মিশিয়ে দিনে তিনবার খাবে। নাকের জল পড়লে বা নাক বন্ধ হয়ে গেলে 1% Ephidrine drop ফোঁটা ফোঁটা করে তিন চারবার নাকে দেবে। জ্বর হলে বিছানায় শুয়ে থাকবে। পা গরম রাখতে হবে। 'ফুটবাথ' ও 'লেগবাথ' নিতে পারো। ভাতের মণ্ড, আধ সেদ্ধ ডিম ও ফল ছাড়া কিছু খাবে না।

আমার মনে হয়, তোমার খাদ্য ভাল হজম হয় না। অজীর্ণতার অনেক কারণ আছে। তারমধ্যে তাড়াতাড়ি খাওয়া আর একটা সাধারণ কারণ। বেশী খাওয়া আর একটি কারণ। শারীরিক পরিশ্রমের অভাবেও অজীর্ণতা হয়।

নির্দিষ্ট সময় ছাড়া খাওয়া অথবা বেশী রাত্রে বেশী পরিমাণে খাওয়া উচিৎ নয়। মিষ্টি বা ভাজা খাবার খাবেনা।

তুমি কি কি ওষুধ খেয়েছ, লেখনি। যাক্, দুবেলা খাবার পর দু-চামচ করে Carmozyme খেলে উপকার পাবে। মাঝে মাঝে উপবাস করবে। যখন খাবে, ধীরে ধীরে চিবিয়ে খাবে।

সকালে ঘুম থেকে উঠে খালি পেটে এক গ্লাস ঠাণ্ডা বা গরম জল খাওয়া ভাল। দিনে পাঁচ ছয় গ্লাস জল ও যতটা সম্ভব ফলের রস খাবে।

প্রশ্ন :—আপনার লেখা 'অন্যমনে'র জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি ও অনুরোধ রইল, আরও এরকম যেগুলো সহজে কল্পনা করা যায়না। লেখা বা প্রবন্ধ লিখবেন। আচ্ছা একটা কথা, "আমরা সাধারণতঃ যে সব কথা দিনের বেলায় বা অবসর সময়ে চিন্তা করি, সেগুলি কি তন্দ্রা বা স্বপ্নে দেখা যায়? যদি তাহা হয়, কেন? লিপিমিতায় জানাবেন।

—বি ৫৩৮৫ বিশ্বনাথ বিশ্বাস (জোড়হাট, আসাম)

উত্তর :—অভিনন্দনের জন্য ধন্যবাদ। আমরা সচেতন বা অবচেতন মনে যা কিছু কামনা বা চিন্তা করি, তাই স্বপ্নে ধরা দেয় কখনও স্বরূপে, কখনও অন্যরূপে এ ব্যাপারে কোন বিশেষজ্ঞ মিতা আলোক পাত করলে খুশী হবো।

——

মোটেই শক্ত নয়

(৯ম স্তবক) —সপ্তর্ষি

মোশন ৮ এর সমাধান

নীল রংয়ের বুকওয়ালা লোকেরা থাকে সবুজ বাড়ীতে, লাল বুক নীল বাড়ীতে আর সবুজ বুক লাল বাড়ীতে।

উপযুক্ত ডাকটিকিট পাঠালে পূর্ণ সমাধান পাঠান হবে। সঠিক সমাধান যারা পাঠিয়েছেন —বি ৬২৩৩ অবনী ভূষণ বসাক, —বি ৬৩৩৫ আশিষ মণ্ডল. —বি ৫৭১৯ জগদীশ ভট্টাচার্য্য ও বি ৬৭৮৩ স্নিগ্ধা দাশগুপ্তা।

মোশন ৯ :

ক্রিকেট টেষ্টম্যাচ দেখে এসে সেদিন কয়েকজনের খুব সখ হ'ল—ক্রিকেট খেলবে।

কে কোন দলে থাকবে এই নিয়ে বচসা শুরু হওয়াতে সে ইচ্ছা আর পূরণ হ'ল না। শেষ পর্যন্ত একটা নতুন খেলা হবে বলে ঠিক করা হ'ল।

খেলার নাম—নোব্যাট অর্থাৎ ব্যাট না করে ক্রিকেট খেলা।

সবশুদ্ধু পঁচিশ জন ছিল। পাঁচ পাঁচ জন করে পাঁচটা টিমে ভাগ করা হ'ল— হাটীম, মাটীম, লাটীম, বাটীম ও চাটিম। খেলার নিয়মানুসারে যে কোন একটি উইকেটের তিনটি ষ্টাম্প্ লক্ষ্য ক'রে এক একজন বল ছুড়বে। যতগুলো ষ্টাম্প্ পড়বে তত পয়েন্ট বোলার পাবে। সবাই তিনবার ক'রে বল ছুড়বে। টীমের প্রতিটি বোলার এর পয়েন্ট যোগ ক'রে টীমের পয়েন্ট পাওয়া যাবে। যে টীমের সব চেয়ে বেশী পয়েন্ট হবে তারা জিতবে। আর যে টিম সবচেয়ে কম পয়েণ্ট পাবে, তার ক্যাপ্টেন আর সবাইকে খাওয়াবে।

খেলা শেষে দেখা গেল—হাটীমের ক্যাপ্টেন হারু পেয়েছে ৯, মাটীমের ক্যাপ্টেন মান্তু ৫, লাটীমের ক্যাপ্টেন লাল্টু ৩, চাটিমের ক্যাপ্টেম চান্দু ২, বেচারা বাট্কু ক্যাপ্টেন একটাও ষ্টাম্প্ ফেলতে না পেরে বার বার বলছে যাতে ক্যাপ্টেন্দের পয়েণ্ট না ধ'রে হারজিত ঠিক করা হয়। তাতে কেউ রাজী হয়নি। বাট্কুকে বোঝান হ'ল যে, ক্যাপ্টেনের পয়েনট ধরা হোক বা না হোক, তাকে তো আর পয়সা খসাতে হচ্ছে না। সব টীমই আলাদা আলাদা পয়েণ্ট পেয়েছে (ক্যাপ্টেনের পয়েন্ট বাদ দিলেও তাই)। ক্যাপ্টেনদের সমান পয়েণ্ট কোন বোলারই পায়নি। আর কেউই নিজের টীমের অন্যকারও সমান পয়েণ্ট পায়নি।

কোন্ টীম কত পয়েণ্ট পেয়েছিল আর যে ক্যাপ্টেন খাইয়েছে তার দলের অন্যচারজন কে কত পয়েণ্ট পেয়েছিল?

উত্তর পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশিত হবে। মিতারা যেন পূর্ণ সমাধান পাঠান। মোশন ৯ এর সমাধান পাঠাবার শেষ তারিখ ...... ১৩৮১ সালের ২৫শে বৈশাখ।
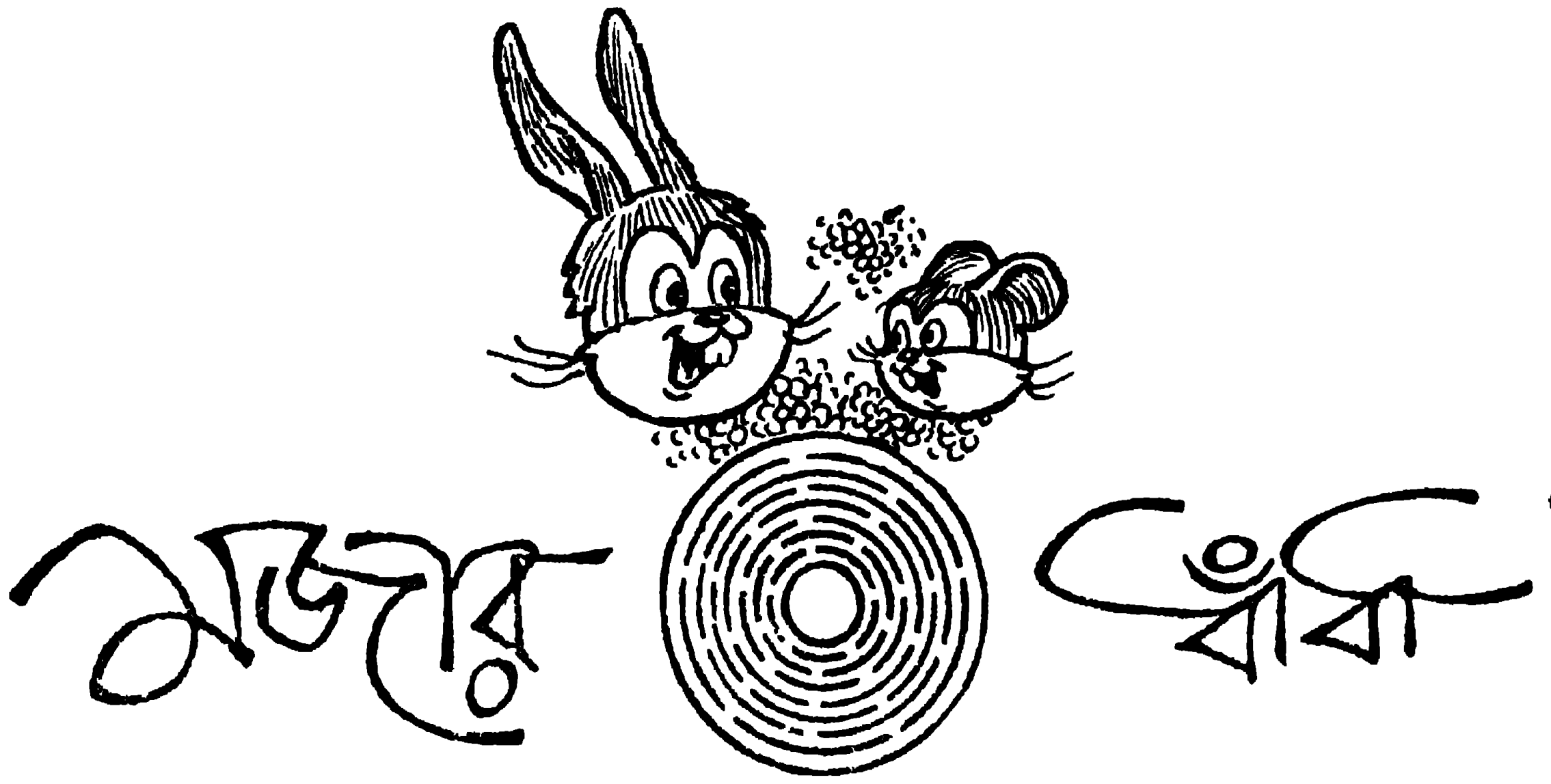
মজার ধাঁধা

বার্ষিক ধাঁধা প্রতিযোগিতার পরিবর্তে এবার থেকে প্রতিটি সংখ্যার জন্য এই প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হল। এই প্রতিযোগিতায় দুটি পুরস্কার আছে। প্রথম পুরস্কার ১০ টাকা ও দ্বিতীয় পুরস্কার ৫ টাকা।

একাধিক মিতা যদি একই পুরস্কার লাভে সমর্থ হন তবে লটারীর সাহায্যে একজনকেই বাছাই করে পুরস্কার দেওয়া হবে। অবশ্য সফল প্রতিযোগীদের নাম লিপিমিতায় প্রকাশ করা হবে।

নিম্নলিখিত ধাঁধাগুলির উত্তর ২৫শে বৈশাখ ১৩৮১ এর মধ্যে সঙ্ঘের কার্যালয়ে পৌঁছান চাই। এই সঙ্গে উত্তর সহ মৌলিক ধাঁধা পাঠাতে অনুরোধ জানাচ্ছি।

(১) পা নেই তবু
আমি চলিতে সক্ষম
পাখা আছে পুচ্ছ আছে তবু
উড়িতে অক্ষম

—৭৯১০ দিব্যেন্দু মিশ্র

(২) তারে আমি ডাকিনাতো
তবু সে তো ডাকে
জীবনের সুখটুকু
অন্ধকারেতে ঢাকে
মহাজন সে তো হয়
পৃথিবীর সব প্রান্তে
ভয় লাগে তার নাম
এ হৃদয় জানাতে

—৭২৯৫ সঞ্জীব কুমার মুখোপাধ্যায়

(৩) বল আমার আছে
তাই ত আমি পশু
লোকে আমায় ডাকে গ্রাম
বল'ত মোর কিবা নাম?
—৭৬২৪ নিমাই কুমার মান্না

(৪) একে ছুয়ে ভয় করি
ছুয়ে তিনে মুখে পুরি
পেট কাটলে যেই
আনন্দের সীমা নেই
এক দুই তিন
সবাই আদর করে নিন।
—বি ৬৯২৬ জয়ন্ত কুমার নাগ।

(৫) দশভূজা স্বামী তার
দ্বিভূজা রমনী
গানিতিক ছন্দে মিল না থাকিলেও
স্বামী সোহাগিনী
বীর জায়া ধনি বটে
পঞ্চ পুত্রের মাতা
পত্রেতে উত্তর লিখে
সত্বর জানাবা
—৭৭২৯ ভবতোষ ভট্টাচার্য্য

লিপিমিতার ১৫শ বর্ষ ৩য় সংখ্যায় প্রকাশিত ধাঁধাগুলির উত্তর এইরূপ :-

(১) মৌচাক, (২) শঙ্খচিল, (৩) দিবস, (৪) কবীর, (৫) ৩৬টি

পাঁচটির উত্তর সাত জন মিতার ঠিক হয়েছে। বি ৬২৩৩ সর্বশ্রী অবনী ভূষন বসাক, বি৬৭১৬ তপন কুমার সরকার ৭৫৩৭ পতিত পাবন প্রামাণিক, ৭৭১৫ আলপনা চট্টোপাধ্যায় ৭৭২৯ ভবতোষ ভট্টাচার্য্য, ৭৭৭৩ শেখ রিয়াজুল হক, ৭৯৯৯ আরতি পাল।

চারটির উত্তর দিয়েছেন বি৬৭৮৩ স্নিগ্ধা দাশগুপ্তা, ৭৭৩২ রতন কুমার দেবনাথ, ৭৮৬৩ রঞ্জন কুমার ভৌমিক, ৮০০৬ মোঃ আখতারুজ্জমান, ৮০১৯ রাজকুমার পাল, ৮০৪৭ বাদল চন্দ্র হালদার, ৭৪৭২ প্রমতি গোস্বামী।

তিনটির সঠিক উত্তর দিয়েছেন - বি৭৩৮৩ দেবব্রত সরকার। ৭৬৪৪ গৌতম ঘোষ, ৭৬৮৩, আলোক কুমার তেওয়ারী, ৭৮১৮ কৃষ্ণা নাথ ৭৮৬৫ তুষার কান্তি ব্রহ্মচারী, ৭৮৮৪ সুধাংশু ঘোষ, ৭৮৯৮ ধীমান মিশ্র, ৭৯১৯ রামপ্রসাদ সরকার, ৭৯৯৩ স্বপন কুমার সাহা, ৮০৫৫ গোপাল চন্দ্র মিত্র।

দুটির উত্তর যাঁদের ঠিক হয়েছে... বি ৬৩৩৫ তপন দাশগুপ্ত বি ৬৪৫৯ ভূদেব চন্দ্র চন্দ্র বি ৬৬৯৯ চণ্ডিকা প্রসাদ ঘোষাল, ৭০৯৭ বিশ্বনাথ দত্ত, বি ৭৭৮৮ বিহঙ্গ চট্টোপাধ্যায়, ৭৮৪৭ সন্ধ্যা মিত্র, ৭৯৮৯ রোমান গোমেশ।

এই প্রতিযোগিতায় ১১০ জন মিতা অংশ গ্রহন করেছিলেন। প্রথম দুজনের মধ্যে বি ৬৭১৬ তপন কুমার সরকার লটারীর সাহায্যে পুরস্কারের অর্থ পাবার যোগ্যতা লাভ করেছেন।

দ্বিতীয় সাত জনের মধ্যে ৮০৪৭ বাদল চন্দ্র হালদার দ্বিতীয় পুরস্কারের অর্থ পাবার যোগ্যতা লাভ করেছেন।

চতুষ্পাঠীর চত্বরে

প্রশ্ন • উত্তর •
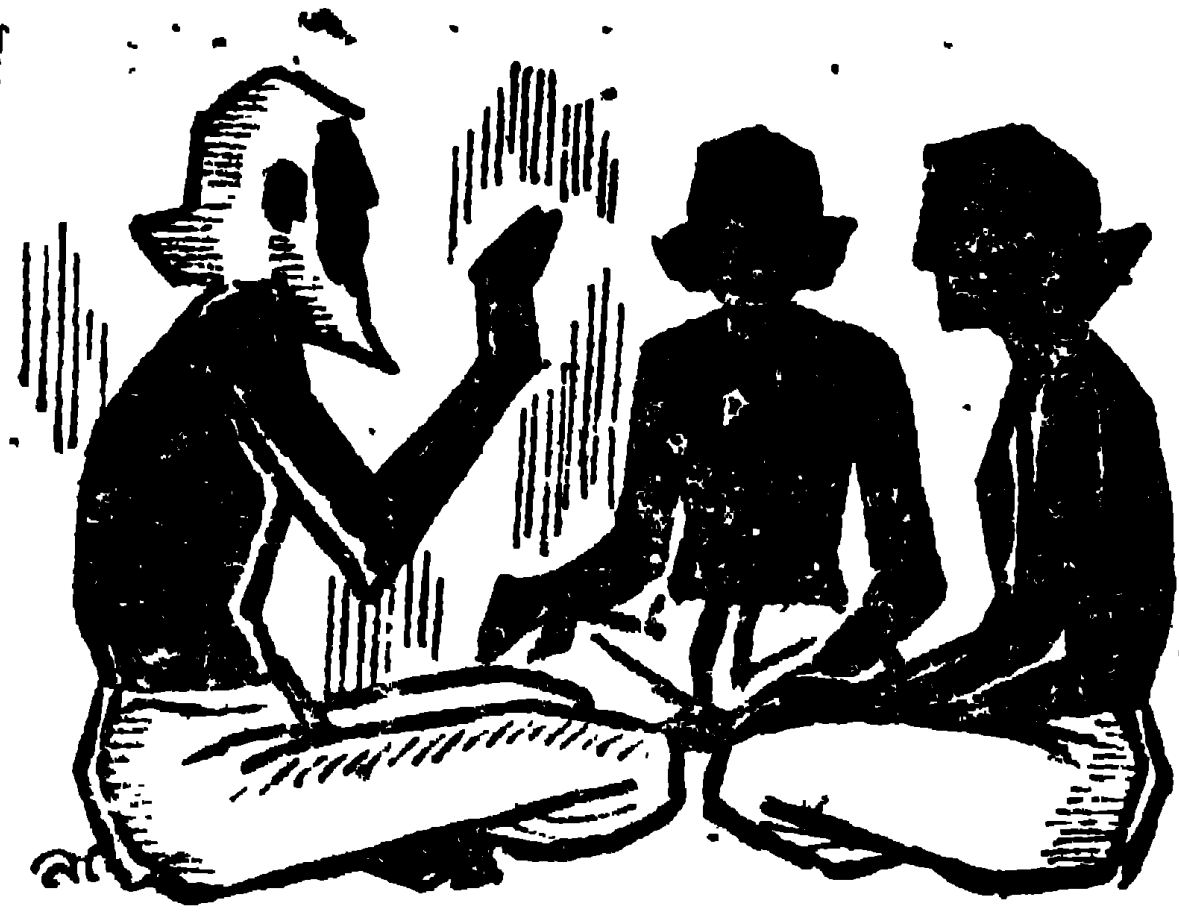
শ্রীজিষ্ণু শর্মা

১৯৭) মহিউদ্দিন আলি, কুমিল্লা—

C. R. Pর পুরো নাম কি এবং এর কবে প্রতিষ্ঠা হয়?

উঃ বৃটিশ ভারতে ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে বৃটিশ রাজ প্রতিনিধির আরক্ষী বাহিনী হিসাবে C.R.P. প্রতিষ্ঠা হয়। তখন C.R.P. পুরো নাম ছিল, Crown Representative Police বর্তমানে এই প্রতিষ্ঠানটি কেন্দ্রিয় সরকারের অধিনস্থ আরক্ষ বাহিনী পুরো নাম Central Reserve Police.

১৯৮) শ্রীমিতাই মণ্ডল, হাওড়া—

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ কবে প্রতিষ্ঠিত হয়

এবং নামটি কে রাখেন ?

উ: ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের ১৫ই অক্টোবর (১৩০০ বঙ্গাব্দ) বাংলা প্রাচীন গ্রন্থের বৃহত্তম সংগ্রহ শালা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথমেই প্রতিষ্ঠানটির নাম দেওয়া হয়েছিল Academy of Bengali Literature পরে শ্রীউমেশ চন্দ্র বটব্যাল "বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ" নাম করণ করেন। আপার স্যারকুলার রোডের গৃহে পরিষদটি স্থায়ী আসন লাভ করে ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে (১৩১৫ বঃ) যে স্থানে ভবনটি নির্মিত হয় সেই স্থানটি দান করেন কাশিম বাজারের মহারাজা মনিন্দ্র নন্দী. এবং ভবনটি উদ্বোধন করেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ।

১৯৯) গৌতম বসু, কানপুর—

ইংরাজদেরকে কবে থেকে এবং কেন John Bull নামে অভিহিত করা হয় ?

উ: ১৭১২ খৃষ্টাব্দে আর বুথ´ নট The History of John Bull নামে একখানি পুস্তক রচনা করেন। ঐ গ্রন্থে লেখক ইংরাজ চরিত্র ও তৎকালিম সমস্যাগুলি নিয়ে শ্লেষযুক্ত ভাষায় দীর্ঘ প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন। সেই থেকে ইংরাজ চরিত্রকে লক্ষ্য করে সাঙ্কেতিক শব্দ John Bull ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

২০০) গায়ত্রী রায়, মুর্শিদাবাদ—

শকাব্দ কে কবে চালু করেন ?

উ: কুষান বংশের শ্রেষ্ঠরাজা কণিষ্ক ৭৮ খৃষ্টাব্দে শকাব্দ চালু করেন।

অনুমানস প্রতিযোগিতার ফল ঘোষণা

লিপিমিতা ১৫/৩ সংখ্যায় প্রকাশিত অনুমানস প্রতিযোগিতার ৮টি প্রশ্নের উত্তর যথাক্রমে দিয়ে দেওয়া হোল :—

(১) জনমেজয়।
(২) আমীর খসরু।
(৩) বঙ্কিমচন্দ্রের মৃণালিনী।
(৪) ৩৩ বৎসর।
(৫) ডক্টর সত্যেন বসু।
(৬) অক্ষয় কুমার বড়াল।
(৭) ফরাসী বিজ্ঞানী লাবোয়াজিয়ে।
(৮) ১৮৮৮ খৃঃ, ডুরান্ড কাপ টুর্ণামেণ্ট।

প্রথম পুরস্কার লাভ করেছেন ৭৬০২ অম্লান জলাপাত্র, দ্বিতীয় স্থান লাভ করেছেন বি ৭৭৮৮ বিহঙ্গ চট্টোপাধ্যায় ও বি ৩৪১৯ উৎপল সেন কিন্তু পুরস্কার লাভের জন্য অর্জন করেছেন

বিহঙ্গ চট্টোপাধ্যায়।

আগামী নববর্ষের বিশেষ সংখ্যায় অনুমানস প্রতিযোগিতার প্রশ্নাবলী প্রকাশ করা হবে।

সংবাদ

শোক সংবাদ—

গত ১৬ই মাঘ বৃহস্পতিবার বি ৭৩৮৩ শ্রীদেব ব্রত সরকারের স্ত্রী মতি বীণাপাণি সরকার ইহলোক ত্যাগ করেছেন। তাঁর পরলোকগত আত্মার চিরশান্তি কামনা করি।

অনুরোধ—

ব্যবসা বাণিজ্যে কর্মরত বা উৎসাহী মিতাদের সঙ্গে ৮০৭১ স্বপন কুমার মুখার্জী পত্রালাপে ইচ্ছুক।

বিদেশী ডাক্তার মিতাদের সহিত ৭৭১০ প্রদীপ কুমার সাহা পত্রালাপ করতে ইচ্ছুক।

ভূটানের ডাক টিকিট যাঁরা সংগ্রহ করতে চান তাঁরা ৭৭০১ বিকাশ দাসকে পত্র লিখুন।

৭৯৩৩ গৌরী বন্দোপাধ্যায় কেবলমাত্র নারী মিতাদের সঙ্গে পত্রালাপ করবেন।

৮০৪৮ শিখা তায়ন নতুন মিতা আর চান না।

৭৭১৫ আলপনা চট্টোপাধ্যায় নরনারী নির্বি

শেষে বিশেষতঃ ডাক্তার বা ইঞ্জিনীয়ার মিতাদের সঙ্গে পত্রালাপ করতে ইচ্ছুক। পূর্ব্বের পুরুষ বন্ধুরা ইচ্ছা করলে তাঁকে চিঠি দিতে পারেন।

সংঘে আর নেই—

৭৫৩৮ শ্রীতড়িৎ সরকার

সাময়িকভাবে পত্রালাপে বিরতি—

বি ৭৩৮৩ শ্রীদেবব্রত সরকার, ২০৬১ গোপা মুখোপাধ্যায়।

ঠিকানা পরিবর্ত্তন

১। বি ৬৮৯৯, অনিল চ্যাটার্জী, ME (Structure) 1st year, Jawarah Bhavan, G-26. P. O. Roorkee. University. Roorkee. (U. P.)

২। বি ৫০৩৫ মিলন কুমার পাল L.M.E. PIBCO Ltd. Dr. B.C. Roy Aveuue, Durgapur-1.

৩। ৭২১৩ মোহাম্মদ হাফিজ উদ্দিন, ১৫/১ যোগেন্দ্র নারায়ণ শীল লেন, আগা নোয়াব দেউরী, ঢাকা-১ বাংলাদেশ।

৪। বি ৭৪৯৯ শ্রীকুমার দে, C/o- সূর্য্য কুমার দে, ২০/১ কলিমুদ্দিন লেন, পোঃ মানিকতলা, কলিকাতা-৬।

৫। বি ৭৭৬৩ অশোক কুমার গুপ্ত, C/o- নারায়ণ দাসগুপ্ত Sidinath Sarma Prathamic School. P. O. Rangia (R.S.) Dist. Kamrup, Assam. Pin-781363.

৬। ৭৮৭৩ মহিউদ্দিন আহমেদ, C/o - G. E. (AIR) Kurmitala, Dacca-6. Bangladesh.

৭। ৭৮৮১ শৈলেন দাস, ৩৪, জাষ্টিস মন্মথ মুখার্জী রো, কলিকাতা-৯।

লিপিমিতাকে যাঁরা সাহায্য করেছেন

গত ৪ঠা ফাল্গুন ১৩৮১ পর্যন্ত সাহায্য বাবদ যে অর্থ পাওয়া গেছে তার হিসেব নীচে দেওয়া হল।

সর্বশ্রী বি ৭৭০১ বিকাশ দাস ৫ টাকা, বি ৭৮২৯ স্বপন কুমার চক্রবর্ত্তী ৪ টা ৭০ প, ৭৮৬৫ তুষার কান্তি ব্রহ্মচারী ২ টাকা, বি ৭৩৮৩ দেবব্রত সরকার ১ টাকা, ৭৭১৫ আলপনা চট্টোপাধ্যায় ১ টাকা, বি ৬৭৯২ পিন্টু ঘোষ ৭০ পয়সা।

লিপিমিতার সাহায্য ভাণ্ডারে মোট ১৪ টাকা ৫০ পয়সা পাওয়া গেছে। গত বারের সাহায্য ভাণ্ডারে মোট ২৯২ টাকা ৮ পয়সা জমা ছিল সুতরাং এ পর্যন্ত সাহায্য ভাণ্ডারে মোট ৩০৬টাঃ ৪৮ পয়সা জমা রইল।

সভ্য সভ্যাদের নিকট যে চাঁদা পাওয়া যায় তার দ্বারা পত্রিকার সমস্ত ব্যয়ভার বহন করা অসম্ভব যাতে পত্রিকাটি নিয়মিত প্রকাশ করা চলে তার জন্য আর্থিক সচ্চলতা একান্ত আবশ্যক। শুভাকাঙ্খী ও উৎসাহী মিতাদের অনুরোধে লিপিমিতার সাহায্য ভাণ্ডার খোলা হয়েছে। আশা করি মিতা ভাই-বোনেরা উদার দানের দ্বারা লিপিমিতা ভাণ্ডার পূর্ণ করে' তুলবেন।

০—০

স্থায়ী সভ্য বা বিশ্বমিতা

সাড়ে তিন বৎসরের চাঁদা দিয়ে যাঁরা স্থায়ী সভ্য হয়েছেন, তাঁদেরকে আমরা বিশ্বমিতা নামে অভিহিত করি। গত ৪ঠা ফাল্গুন ১৩৮১ পর্য্যন্ত যে কয়জন বিশ্বমিতা পেয়েছি তাঁদের নাম সদস্য সংখ্যা নীচে দেওয়া হল।

সর্বশ্রী বি ৭০২৫ তরুন কুমার চ্যাটার্জী, বি ৭১১৭ ভোলানাথ চক্রবর্ত্তী, বি ৭২২৩ বরুন রায়, বি ৭৩০৫ প্রদীপ সরকার, বি ৭৩১২ জয়দেব দাস, বি ৭৩৮৩ দেবব্রত সরকার, বি ৭৭০১ বিকাশ দাস, বি ৭৭৬৩ অশোক কুমার

গুপ্ত, বি ৭৯৭৪ পার্থ সরকার, বি ৮০৭২ দীনেশ চন্দ্র অধিকারী।

বিশ্বমিতা হবার পর সঙ্ঘকে পত্র পত্রিকার ব্যয় নির্বাহের জন্য বাৎসরিক চাঁদা মাত্র ৮ টাকা পাঠালেই চলবে। আশা করি সভ্য এবার অধিকতর বিশ্বমিতা লাভে সক্ষম হবে।

ভ্রম সংশোধন—

গত ১৫/৩ সংখ্যায় পৃষ্ঠা ২৩২ পংক্তি ১১ পরিমলেন্দু মজুমদারের ঠিকানায় Sutar এর স্থলে Sector হবে।

প্রতিযোগিতার ফল

গল্প কবিতা ও আলোক চিত্র প্রতিযোগিতার ফল নববর্ষ বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশ করা হবে।

......

প্রাপ্তি স্বীকার

১। বদরুদ্দীন দেওয়ান সম্পাদিত "কাদামাটি" দ্বিমাসিক সাহিত্য পত্রিকা। বিকাবী বাজার, ঢাকা। মূল্য প্রতি সংখ্যা ২টাকা।

২। মোহনলাল কাপ্রি সম্পাদিত "আলেয়া" ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকা। কানাইপুর বাঁটুল (বাগনান) হাওড়া। মূল্য প্রতি সংখ্যা ১টাকা।

৩। বিশ্ব হিন্দু পরিষদ — পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে এর শাখা আছে। যোগাযোগের ঠিকানা :—185, Walkeshwar Road, Teenbatti, Bombay-400006, Tel. 363625

৪। শারদীয় কবিতীর্থ, সম্পাদক—আশীষকুমার মণ্ডল ৯৮৪।২।১৯৬, পুরাতন ষ্টেশন কলোনী, পোঃ আসানসোল, জেলা বর্দ্ধমান।

৫। শঙ্খ—শ্রীঅসিত চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত ত্রৈমাসিক পত্রিকা মূল্য ২০ পয়সা।

প্রাপ্তি স্বীকার

কার্য্যালয় : কেদার ভট্টাচার্য লেন, ইচ্ছাপুর, সাঁত্রাগাছি, হাওড়া-৪

মনোনীত রচনাবলী

৭৬৭১ জয়শ্রী চ্যাটার্জী

বি ৬১৪৭ তারাপদ মজুমদার

বি ৬৯৪ প্রবীর কুমার সিনহা

৭১৯৫ সমীর মুখোপাধ্যায়

অমনোনীত রচনাবলী

নববর্ষ—মো মঃ হো—কবিতাটি ছন্দবদ্ধভাবে পূর্ণতা পায়নি।

সংশোধন—তু বায়—গদ্য কবিতার রচনার মধ্যে রূপক ভাবনা নেওয়া যেতে পারে, কিন্তু গতিটি সাবলীল গদ্য ছন্দে থাকা প্রয়োজন।

মিতার আশা দে ব...চরণে চরণে মিল ঘটালে কবিতার একটা ধর্ম মানা হয় ঠিকই কিন্তু ছন্দ থাকা চাই।

বিজয়ার ব্যাথা....প কু ঘো....বিষয় বস্তু মামুলী, পরিবেশনের মধ্যেও আকর্ষণীয় কিছু নেই।

স্মৃতিচারণ-- মোঃ আঃ হোঃ পাঃ আকারে অত্যন্ত বড বসে ছাপান সম্ভব নয়।

ক্রিমি - দেঃ সঃ, কৌতুক নক্সা অথচ কৌতুক-মিই ঠিক মত জমে ওঠেনি।

শেষ অনুরোধ - এঃ এঃ দাঃ গল্পটি কষ্ট কল্পিত, তাই শেষ অবধি বিশ্বাস যোগ্য হয়ে ওঠেনি।

বেকার - দিঃ কুঃ রঃ .. এক সুবিখ্যাত লেখিকার

একটি গল্পের সংগে অনেকখানি মিল থাকায় ছাপান সম্ভব নয়।

কামাল আতাতুর্ক—মো. কা:— গুরু চণ্ডালি দোষ, বানান ভুল। তাছাড়া আকর্ষণীয় হয়ে ওঠেনি।

বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা সঃ কুঃ বিঃ. লেখাটি বেশ ভাল হয়েছে। কিন্তু, বিষয়টি খুবই সাধারণ বলে আপাততঃ ছাপান সম্ভব হয়।

ওঁ শান্তি—ভ. ভ:—বক্তব্য স্পষ্ট নয়।

অটল প্রত্যয়ে গড়ি—র: রা:
কবিতাটি দুর্বোধ্য—শব্দ চয়ন ও পদবিন্যাসে ত্রুটি আছে।

স্মৃতি—র: স:
কবিতাটিতে বহুবার ছন্দ পতন ঘটেছে

যাত্রার নূপুর এমন ..কুঃ শঃ রাং
কবিতাটি দুর্বোধ্য এবং ২৫ লাইনের বেশী।

ব্যার্থ অভিযাত্রী...শি: তা:
কবিতাটি ২৪ লাইনের বেশী।

মিছিল চঃ সে.
অত্যন্ত মামুলী।

স্বদেশ বা বিদেশ . বা: স:
ভাব পূর্ণতা লাভ করেনি।

প্রতিদান . যূ দা:
ভাব পূর্ণতা লাভ করেনি।

বিদেশের গল্প দ বা
২৪ লাইনের বেশী।

পড়েছি প্রেমে অ ব
ছন্দ এবং শব্দ চয়নে ত্রুটি আছে

আমার গ্রাম.. চ বি ঘা
অত্যন্ত মামুলী।

গীতিকার—না: চ: বিঃ
ভাব সুন্দর, তবে বহুবার ছন্দ পতন ঘটেছে

কবিগুরু স্মরনে ভূ: চ: চ:
মামুলী।

কালাম শালাম সানিহা নী:
২৪ লাইনের বেশী।

ফিরে এসো .. মি: সি:
শব্দচয়ন ও পদবিন্যাসে প্রচুর ত্রুটি আছে।

চাকতাই হিপি . জ: বে:
কবিতাটি দুর্বোধ্য।

অমনোনীত রচনাবলির গলদগুলির সম্বন্ধে উপযুক্ত ডাক টিকিট সহ লিপিনিতার সম্পাদককে বিস্তারিতভাবে জানাতে হ'লে উত্তরের জন্য পত্র লিখতে হবে।

পেটের গোলমাল কি যে ভয়ঙ্কর তা ভুক্তভোগীরাই বোঝেন

অম্বল, বুকজ্বালা, বায়ু, অম্লশূল, এবং যে কোন রকমের পেটের গোলমাল মাত্র তিনদিনে উপশম। কত চিকিৎসায় হতাশ হবার পরও নিরাশ না হইয়া নিজে আসুন অথবা রিপ্লাই কার্ডে যোগাযোগ করুন। এস, কে, ঘোষ। ১১ শ্রীধর চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ উত্তরপাড়া, হুগলী। (একটি সানন্দ স্বীকৃতি) "আমি বেশ কিছুদিন যাবৎ যন্ত্রনা দায়ক পাকাশয় সংক্রান্ত নালীক্ষত (Ulcer) রোগে ভুগিতেছিলাম। সাংঘাতিক রক্তস্রাব মোচনের নিমিত্ত আমাকে দুইবার হাসপাতালে ভর্ত্তি হইতে হইয়াছিল। দীর্ঘ চিকিৎসার পরও আমি এই সাংঘাতিক রোগের একটি বলি হইয়াছিলাম। চরম হতাশায় আমি 'চিকিৎসক শ্রেনীভুক্ত নহেন এরূপ একজন চিকিৎসক ১১নং শ্রীধর চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, উত্তরপাড়া, হুগলী নিবাসী শ্রীসমীর কুমার ঘোষের চিকিৎসাধীনে নিজেকে অর্পিত করিয়া ছিলাম। তাহার এই চমকপ্রদ ঔষধ যাহা সর্বস্বত্বসংরক্ষিত এবং চিকিৎসক কর্ত্তৃক প্রস্তুত। অদ্ভুতভাবে (অলৌকিক) কার্য্য করিয়াছে এবং এখন আমি সম্পূর্ণভাবে রোগটি হইতে মুক্ত। তারিখ ২।৭।৭৫ স্বাঃ—শ্রীনিখিলেন্দু ভট্টাচার্য্য, মাইকেল মধুসূদন দত্ত রোড, বেহালা, কলিকাতা-৬০

বনের ফুল তো দেবতার সম্মুখেই ফুটিয়াছে। কিন্তু তাকে আমার ডালিতে সাজিয়ে একবার আমার করে নিলে তবে তার দ্বারা দেবতার পূজা হয়। দেবতাও তখন হেসে বলেন হাঁ তোমার ফুল পেলুম। সেই হাসিতেই আমার ফুল তোলা সার্থক হয়ে যায়।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সংগ্রাহক—শ্রীঅশোক কুমার মুখার্জ্জী (বি ৭১৬৫)

॥ নববর্ষের শপথ ॥

বি ৬৯২৬ জয়ন্ত কুমার নাগ

ভালো যদি বাসতে হয় সেও ভালো,
সে কভু নাইবা হলো চাঁদের আলো।
চাঁদের আলোয় কবির মনে কাব্যোদয়,
তাই বলে অমাবস্যাও তো মন্দ নয়!

বক যখন উড়ে যায় পাখা মেলে আকাশের কোণে,
কোকিলের সুকণ্ঠ আনন্দ দেয় বাতাসের দোলে,
সাদা কালো মন্দ ভালো সব মিলে মিশে এক।
স্বার্থান্বেষীরা ছল করে তাল বুঝে যাই বোঝাক্।

একদল লোক আছে—যারা বড়ই চতুর,
জাতিভেদে একে অন্যেরে করে রাখে বহুদূর।
মানুষের এ কলঙ্কের বোঝা করে দিতে দূর
আমার সাধনা হবে আজি হতে কঠিন মধুর।

॥ প্রজাপতি ॥

বি ৭৩২০ অজিত কুমার সাহা

প্রজাপতি, তোমার ডানাদু'টো নিশানা কিসের?
রাংতায় মোড়া তুমি একটা প্যাকেট
লাল, নীল, সবুজ, হলুদ তোমরা বাহারে চকলেট
এবার বন্ধুর জন্মদিনে
তোমা'কেই দিব উপহার
চোখ দিয়ে খেতে চুষে চুষে।
বলতো, কত মধু খেয়েছ কত ফুলের
হিসাব কি আছে মনে?
এবার তোমাকে বাক্সে মুড়ে
আমার হিসাবটা করবো পুরো।
কত পরাগ লুটেছ ঐ হাতে
নিজে কিছু জান কি তার?
এবার দোলযাত্রায়
করব কিছু তারই ধার
হলুদ রঙটা বাড়ন্ত।
প্রজাপতি, তোমার ডানাদু'টো নিশানা কিসের?
ছাঁচে ঢালা প্লাষ্টিকের রঙিন প্লেট
তোমার শরীরটা যদি নৌকা হত
নির্ঘাৎ ওদু'টোকে করে দিতাম সেট
বাক্সে না পুরে দিতাম ভাসিয়ে
রঙিন ও পাল দুটো বামে হেলিয়ে
তুমি যেতে নদী দিয়ে ছুঁয়ে ছুঁয়ে কূলে
রাঙতা মোড়া একটা মস্ত প্রজাপতি হয়ে
আমি বেড়াতাম যতো ফোটা ফুলে ফুলে।

॥ চলে গেলে ॥

৭২১১ আহমদ-আল-মামুন

একদিন যদি তোমার আগে যাই আমি দূরে চলে
মিনতি আমার ব্যথার তরী ভাসায়ো না চোখের
জলে।
সমাধিতে মোর দিওনা প্রিয়ে কান্নাভেজা ফুল
ক্ষমিও আমার যত অপরাধ, আমার যত ভুল।
গাহিও না গান করুণসুরে ওগো মোর জনমপ্রিয়া
সাথীহারা সেই করুণসুরে কাঁপিবে আমার হিয়া।
উতলা হাওয়ায় একাকী ওগো বাসন্তী জ্যোৎস্নাতে
থেকোনা জেগে ভরবে মন সাথীহারা বেদনাতে।
শ্রাবণ রাতে জোনাকির সাথে নিরালায় নির্জনে
ভেবোনা মোরে ওগো প্রিয়তমা ব্যাথাভরা ঐ মনে।
শারদ প্রাতে ঝিরি ঝিরি হাওয়ায় শিউলি তলে বসি
গেঁথোনা মালা ওগো সাথী মোর ব্যাথার সাগরে
ভাসি।
জনমপ্রিয়া, ওগো প্রিয়তমা বুঝিওনা আমায় ভুল
হায় কান্নার অসীম সাগরে হারায়েছে কত ফুল।

বিদঘুটে সিং

৭৮৬৫ তুষারকান্তি ব্রহ্মচারী

লোকটার নাম ছিল বিদ্‌ঘুটে সিং
মাঘ মাসে বেটে খেত সাত সের হিং।
দশ সের বোদ দিয়ে আটা মেখে থালে
রুটি করে মজাদার টক-নুন-ঝালে।
জড়ো করে কুয়াসা ভোর রাতে উঠে
মেখে নিয়ে জ্যোৎস্নাতে খায় খুঁটে খুঁটে।
বৈশাখে ঝোড়ো হাওয়া বাক্সতে ভরে
বর্ষার জলে ভেজা বাঁশ পাতা মুড়ে।
এক ভাঁড় হাসি আর ন' ভাঁড় কান্না
দু' চামচ ভয় দিয়ে করে এক রান্না।

চলার পথে

বি ৫৩৮৫ বিশ্বনাথ বিশ্বাস

একদিন পথ হারিয়ে
শ্মশান পথে যেতে যেতে,
পা পড়ে যায় হাড়ের ওপর।
তখোন হাড়টি আর্তনাদ করে বলে,—
ওহে পথিক,
পথ দেখে চলো ভাই,
ছিলাম আমিও তোমার মতো,
না হয় আজ,
আর কিছু নাই॥

আমি

"আমার হৃদয়ের কয়েকটি মুহুর্ত"
গতরাত্রের বিভৎস স্বপ্নটা
আমার অন্তরে ক্ষণে ক্ষণে
স্যাকের্ত করেছে প্রচণ্ড ঝড়েব পূর্ব্বাভাস।
কিসের এ ঝড?
হয়তো বা রূপ দিতে চাইছে আমাব হৃদয়ের
সমস্ত মালিনা আর গ্লানি মুছে দিযে.
এক নতুম চিত্রপটে চিরসবুজে॥

আর এই ঝোড়ো হাওযাব মাঝে খুঁজতে গিয়ে
বারংবার হোঁচট খেযে চলেছি প্রতিপদক্ষেপে।
হয়তো বা মুখথুবড়ে পড়ে যাব কোন একসময়॥

ভয় ছিলনা। যদি পারতাম বিহঙ্গের মত ডানামেলে
বিচরন করতে, এই হাওযার পবে ক্ষনিকেত মত।
তখন হয়তো—এই ঝড়ের প্রকৃতি—
আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে ধরা দিত॥

কিন্তু এই পৃথিবীর মাটি আঁকড়ে ধরে
সে চেষ্টা করা বৃথা;
এটা আমি বুছি আর তাইত মাঝে মাঝে মনে হয়
সমস্ত স্বপ্ন চিন্তার উর্দ্ধে যদি অবস্থান করতাম
কিন্তু পরক্ষনেই আমার মানব স্বত্বা হানতে থাকে
বিদ্রূপের কশাঘাত॥

সহ্ন করতে পারিনা - তাই উদ্দাম্ হয়ে ঘুরছি—
ঐ ঝড়ের গতি আব রূপ প্রত্যক্ষ করতে
জীবনের মোড হয়তো সেদিকে নেবে কোন একদিন
বিভৎস ঘুনধরা বাস্তবকে জীইয়ে রাখতে নয়
টেনে আনতে। অন্ধ অতীতকে নয়!
উজ্জ্বল ভবিষ্যত॥

সুভাষ রায় (৭৮১১)

বিশেষ কাবণবশত উপরোক্ত কবিতাটির কয়েকটি শব্দ ভুল হওয়ায নিম্নে উহার ভ্রম সংশোধন করা হইল
মুহুর্ত এর স্থলে মুহূর্ত হবে।
স্যাকের্ত এর স্থলে সংকেত হবে!
ক্ষনিকেত এর স্থলে ক্ষণিকের হবে।
বুছি এর স্থলে বুঝি হবে।
পরক্ষনেই এর স্থলে পরক্ষণেই হবে।
সহ্ন এর স্থলে সহ্য হবে।

ঘরামী

বি ২১৪৬ নির্মল দেবনাথ

ঘর বাঁধি, ঘর গড়ি পরের তরে এ কাজ আমার।
তবু বরষায় ঝর ঝর জল ঝরে কিন্তু আমারই ঘরে—
এ কোন্ হতে ও কোন খুঁজে মরি আশ্রয়ের লাগি,
ঠিক যেমন শীতের রাত্রে কুকুরেরা খোঁজে আশ্রয়।
আমি খুঁজি বর্ষা হতে বাঁচতে, আর ওরা?
ওরা খোঁজে প্রচণ্ড শীতে, কুণ্ডলী পাকাবার জায়গা।
ওরা নিরাপদ করে পরের আশ্রয়কে, তাইতো হায়—
নিরাপত্তা নেই ওদের আশ্রয়ের! আর আমি?
তৈরী করি পরের আশ্রয়, তাইতো আমার আশ্রয়
ঝরে ঝরে ভাঙ্গা, যে কোন দিন খসে পড়ার মুখে।
এ নিযম চলে আস্‌ছে, এ নিয়ম চল্‌ছে, কিন্তু
চল্‌তে দেবো না, এ নিয়ম চল্‌বেনা, ভাঙ্গবো।
আমি শুধু গডতেই জানিনা, ভাঙ্গতেও জানি,
নতুন গডতে ভাঙ্গতেও হয় কত শত পুরাতনে।
ভাঙ্গবো, ভেঙ্গে গড়বো, শুধু পরের জন্য নয়—
নিজেরও জন্য, সবার জন্য, নতুন নিযমে তাই হবে।
জলপড়া চালের নীচে তখন কারো অশ্রু বৃষ্টির
ফোঁটার সাথে মিশবেনা, কান্না বিদায় নেবে তখন—
থাকবে সবার মাথার উপর নিরাপদ আশ্রয়। এসো
আমরা কাজে নেমে পড়ি সেই নতুন নিয়মেরই পথ ধরে।

॥ বিবর্ত্তন ॥

৭৭৮৯ রেবা মৈত্র

বিপুল বিবর্ত্তনের মধ্যে
গ্রহ নক্ষত্রের জন্ম।
উপল স্তূপের বাগিচায় বিনিদ্র রজনীর
বুকে শুয়ে থাকা সাগরের ধম।
কামনার কোষে জন্ম নেয় জীবদেহ
বংশগতির ধারক হলো জীব—
মানুষ জন্ম নেয় অস্পষ্টতা নিয়ে,
ভাসতে শুরু করে সমাজ স্রোতে,—
খুঁজে পায় ঘর বাঁধার কৌশল।
বাসনা ব্রীড়ায় নেমে আসে
খেয়ালের স্রোত, যাত্রা করে—
অজানা সুখে দানা বেঁধে।
পৃথিবীতে বেজে ওঠা মাঙ্গলিক
ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর বিচ্ছেদের সংগীতে,
শুরু হয় মৃত্যুর ভূমিকা।
মন্থরতা দেখা দেয় হৃদস্পন্দনে—
ধীরে ধীরে থেমে যায় জীবনের ক্রিয়া।
যাত্রা শুরু উপল স্তূপের দিকে,
গ্রহ- ক্ষত্রের জন্ম যেথায়
বিপুল বিবর্ত্তণের মধ্য দিয়ে!
—সে যাত্রা মহা প্রস্থান নয়
মহা আবির্ভাবের লগ্ন জেগে ওঠে
পূর্বাচলের পথে।

॥ প্রগতি ॥

বি ৬৯০২ রজত রায়চৌধুরী

স্বপ্নের সোনাঝুরি গাছ হার মেনে
কষ্টে,—আবিল বাতাসে শ্বাস টেনে
গোঁসাঘরে খিল তুলে কাঁদে

নব্যতা শোনায় ঘর ভাঙানিয়া কথকতা
"ফেলে আসা নীতি" আর নীতিহীন পঙ্কিলতা
মেতে গেছে ঘোর বিসমবাদে

অণু হতে পরমাণু
শৃঙ্খল বিমুক্ত কিংবা স্থাণু
পড়ে গেছে অধরার চটুল কটাক্ষ ফাঁদে

নিরালা রাতের কোয়েলিয়া
নিয়ে যেতো যেথা পেতো ধ্বস্ত হিয়া
ওই দূরে অসীমের সমর্পিত চাঁদে

আবডেরে অর্বাচিন বিজ্ঞান
ক্ষমতার মদে মত্ত অজ্ঞান
অলজ্জ আশ্লেষে তারে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধে

জান্তব—প্রয়োজন বড়ই বেয়াড়া আকখুটে
সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্ — সকলকে কেটে কুটে
লালসার মশলা সহ মুড়িঘন্ট বাঁধে

স্বপ্নের সোনাঝুরি গাছ ক্ষয়ে ক্ষয়ে
ন্যুব্জ দেহ ধরিত্রীর কণ্ঠলগ্ন হয়ে
থেকে থেকে উদ্বায়ী কান্না তাই কাঁদে।

মিনতি মোর

বি ৬৭৫০ প্রভাষ কুমার শী

ডালিয়া গোলাপ ড্যাফোডিল খুঁজে
নাহি যদি পাও প্রিয়
মোর—সমাধি-শিয়রে রজনীগন্ধা
নিজ হাতে পুঁতে দিও।

নাই দিলে সেথা আবলুস ঝাব
কিংবা অশোক তরু
সমাধির পাশে পুঁতে দিও তুমি
অশথ বা দেবদারু।

নাই বা রহিল চুনার পাথর
মার্ব্বেল শোভা করে
শুধু দু হাত ভরিয়া সমাধির মাটি
দিও ওগো চূড়া করে।

নাইবা রইলো যমুনার ঢেউ
ভাগিরথী কাছা কাছি
তব নয়নের দু ফোঁটা অশ্রু
ভেজাক সমাধি মাটি।

নাই জ্বেলে দিলে ঝাড় লণ্ঠন
অথবা নিয়ন আলো
শুধু একটি প্রদীপ শিয়রে জ্বালিও
আমারে বাসিয়া ভালো।

ক্ষণেকের তরে কেহ নাও যদি
দাড়ায় সমাধি পাশে
একা এসে হেথা গভীর রাত্রে
দাঁড়ায়ো আমার আশে।

শতকরা নিরানব্বই জনই বাহিরের খোলস দেখিয়া তন্ময় হইয়া থাকে। কিন্তু সৌন্দর্য রূপে নয়, যৌবনে নয়, স্বাস্থ্যে নয় এমনকি বাহ্যিক আচরণে পর্যন্ত নয় তাহা দৃষ্টির অতীত স্পর্শের অতীত ভোগের অতীত তাহা একমাত্র অনুভূতির অধিগম্য।

—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

সংগ্রাহক—লিপিদূত

বিশ্বাস

১৮৫৩ প্রসূন বসাক ॥

বিশ্বাস জিনিষটা আমার ছিল
অগাধ, প্রচুর, বিস্তর প্রায় অনন্ত।
জন্মের সাথে বিধাতার কাছ থেকে
নিয়ে এসেছিলাম আমার কলিজার
পুরো গহ্বরটা কানায় কানায় ভরে ;
তাই তখন সব কিছুই করতে পারতাম
বিশ্বাসে ভর করে—ঝাঁপিয়ে পড়তে পারতাম
কারো ডাকে ছাদ থেকে মাটিতে।
কিন্তু আজ আর পারি না,
শুধু আজ নয় কালও পারি নি।
এরকম অনেক কাল ধরেই পারছি না।
যতই হচ্ছি বড়, বাড়ছে বয়স
ততই সেটা যাচ্ছে কমে,
ঠিক বর্দ্ধিত চাপে গ্যাসের আয়তন হ্রাসের মত।
সংসার-সমাজ পারিপার্শ্বিকের ঠক-ঠকামি,
জোচ্চুরি, প্রতারনার গরম তাপে তা উবে যাচ্ছে
আস্তে আস্তে, একটু একটু করে।
আঙ্কিক হিসাবে হয়তো কোনদিন
আমার এই বিশ্বাসী অবস্থা
পৌছে যাবে কোন অ্যাবসলুট মানে,
হয়তো ততদিন আমি বাঁচবো না,
কিন্তু যদি, বাঁচি তাহলে !!!

ঈশ্বর, আপনাকেই

১৭২৪ অনিমেষ চট্টোপাধ্যায়

ঈশ্বরের সঙ্গে একবার দেখা হলে বলতুম,
এমন কারখানা কে বানাতে বলেছে মশাই ?
সূর্য্যকে যখন তার 'ডিউটি' করতেই হচ্ছে—
তখন কারখানার একপাশে অন্ধকার রাখার কী
মানে হয় ?
এই অন্ধকারই তো গিলে খাচ্ছে সারা দুনিয়াকে।
নিয়ম টিয়ম গুলো মশাই একটু পাল্টান,
না হয় লকআউট ঘোষণা করে দিন।
আপনি কি জেগে জেগে ঘুমান,

না ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে জাগেন, বুঝি না।
ঈশ্বরের সঙ্গে একবার দেখা হলে বলতুম,
নতুবা এ অন্ধকারকে আমি সঙ্গে করেই নিয়ে যাবো,
আপনার স্বর্গরাজ্য নিস্প্রদীপ করে দেব একদিন—
আপনার বাড়া ভাতে ছাই আমি দেবই।

ইংরাজী বিজ্ঞান সাহিত্য ও সরকারী কাজে ব্যবহৃত

শব্দাবলীর বাংলা পরিভাষা

৭১৬৫ শ্রীঅশোক কুমার মুখার্জী।
(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

Jailer—কারাপাল, কারাধ্যক্ষ
Joint and Assistant-Magistrate—যুক্ত ও সহশাসক
Joint Family—একান্নবর্তী পরিবার
Joint Liability—যৌথ দায়িত্ব
Jointure—স্ত্রীধন।
Joint Stock Company—যৌথ কারবার
Journal—জাবেদা খাতা
Judicial Clerk—বিচার করনিক
Juice, gastic—পাচকরস
Junior Government Pleader ছোট সরকার উকিল
Jupiter বৃহস্পতি
Jurisdiction অধিকার, এলাকা
Juvenile Labour শিশু শ্রমিক
Kunungo কানুনগো
Kartel কার্টেল, মূল্য নিয়ন্ত্রণ সংঘ
Keelage বন্দরস্থ জাহাজী শুল্ক
Keeper of Records লেখ্যপাল
Khas Mahal Officer খাস মহাল অধিকারিক
Khas Tehsildar খাস তসীলদার
Kidney বৃক্ক
Kinder garten Mistress কিণ্ডার গার্টেন শিক্ষিকা
Kinematics গতিবিদ্যা
Kinetics গতিবিদ্যা
Kite সুপারিশী হুণ্ডি
Knee-cap মালাই চাকি
Laboratory Assistant প্রযোগশালা সহায়ক
Laboratory Store Keeper প্রযোগশালা ভাণ্ডারি
Labour Commissioner শ্রম মহাধ্যক্ষ
Labour Dispute শ্রমিক বিরোধ
Labour Saving Machine শ্রম লাঘব যন্ত্র
Labour Skilled দক্ষ শ্রমিক
Labour Union শ্রমিক সংঘ
Labour Walfare শ্রম কল্যাণ
Lady Superintendent of Nursing শুশ্রূষা অধ্যক্ষা

Lagoom উপহ্রদ
Laissez faire অবাধ বাণিজ্য নীতি
Land Aquisition Collector ভূমিগ্রহ সমাহর্তা
Land Aquisition Clerk ভূমিগ্রহ করণিক
Land Arable কর্ষণযোগ্য জমি
Land Barren অনুর্ব্বর জমি
Land Cultivated আবাদী জমি
Land Irrigated জল সেচপ্রাপ্ত জমি
Landing মালনামান, অবতরণ
Land Policy ভূমি নীতি
Land, Rent Free নিষ্কর জমি
Land revenue ভূমি রাজস্ব
Land Tenure প্রজা স্বত্ব
Larva শূক
Larynx স্বরযন্ত্র
Latent লীন
Latitude অক্ষাংশ
Latus rectum—নাভিলম্ব
Law, Civil দেওয়ানী আইন
Law Criminal, ফৌজদারী আইন
Law of Diminishing Return ক্রমহ্রাসমান আগম বিধি
Law of Diminishing Unity ক্রমহ্রাসমান উপযোগ বিধি
Law of Diminishing Demand ক্রমহ্রাসমান চাহিদা বিধি
Law of Increasing Return ক্রমবর্দ্ধমান আগম বিধি
Laws of Marginal Utility প্রান্তিক উপযোগ বিধি
law Martial সামরিক আইন
law reporter ব্যবহার প্রতিবেদক
layer স্তর
lead সীসক, সীসা
leader of the opposition প্রতিপক্ষ নেতা
leaf পত্র, পর্ণ
leaf bud পত্রমুকুল
leap frogging ভেক লম্ফ
leap year অধিবর্ষ
lecturer উপাধ্যায়
legal assistant (lagislative department) বিধান সহায়ক (ব্যবস্থাপক বিভাগ)
legal tender বৈধমুদ্রা
Legislative Assembly বিধান সভা
Legislative Cauncil বিধান পরিষদ
Leg, Jointed সন্ধিত পদ
Letter of Credit প্রতিশ্রুতি পত্র
Letter of Hyopthecation বন্ধকী পত্র
level অনুভূমিক
liability দায়
liability outstanding অপরিশোধিত দায়
librarian গ্রন্থাগারিক
liberal Policies উদারনীতি

licensing officer অনুজ্ঞাপত্র অধিকারিক
Life Annuity আজীবন বার্ষিক বৃত্তি
Life Anniuty আজীবন বৃত্তি
Life cycle জীবন চক্র
Limited সসীম
Lime stone চুনাপাথর
Liquieation কারবার গুটান
Liquefaction গলন, তরলী ভবন
Literate constable স্বাক্ষর আরক্ষিক
Live-stock expert পশুপালন বিশারদ
Liver যকৃত
Loam দোঁআঁশ মাটি
Loan Long term দীর্ঘমেয়াদী ঋণ
Loan short term স্বল্প মেয়াদী ঋণ
Loan Unsecured বন্ধকহীন ঋণ
Lockout (Lock out) বহিস্কার
Logical যৌক্তিক
London stock exchange লণ্ডন শেয়ার বাজার
Long sightedness দূরবদ্ধ দৃষ্টি
Lowest Common Multiple লঘিষ্ঠ সাধারণ গুণিতক ল, সা, গু
Low paid staff স্বল্প বেতনের কম চারীবৃন্দ
Low income people স্বল্প আয় বিশিষ্ট লোক
Lump থোক
Lunar চান্দ্র
Lymph লাসিকা
Lymphatic vessel লাসিকা নালী

গত ১৫/৩ সংখ্যা "লিপিমিতার" বাংলা পরিভাষার ভ্রম সংশোধন।

ভুল	সঠিক
Indige	Indige নীল
Inflation of curency	Inflation of currency মুদ্রাস্ফীতি
Inlforescence	Inflorescence পুষ্পবিন্যাস
Indigenoue Bank	Indigenous Bank দেশীয় ব্যাঙ্ক
Inget	Ingot ধাতুপিণ্ড
Injection	Injunction নিষেধাজ্ঞা
Inconsistenr	Inconsistent অসঙ্গত
Ishthmus	Isthmus যোজক

বিজ্ঞপ্তি

১৯৫৬ সালের সংবাদপত্র রেজিষ্ট্রেশন সেণ্ট্রাল রুলস্ এর ৮ ধারা অনুযায়ী নিম্নবর্ণিত সংবাদ প্রকাশিত হইল।

১। প্রকাশের স্থান—বিশ্ব মিতালি সঙ্ঘ, ৪৮, রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, উত্তরপাড়া, হুগলী।

২। প্রকাশ কাল—মাসিক।

৩। মুদ্রাকরের নাম—শ্রীজগন্নাথ জানা, জাতি—ভারতীয়, ঠিকানা— ২৩, এ, পি, আঢ্য লেন, শেওড়াফুলি, হুগলী।

৪। প্রকাশকের নাম—শ্রীজগন্নাথ জানা, জাতি·· ভারতীয়, ঠিকানা···· ২৩, এ, পি, আঢ্য লেন, শেওড়াফুলি, হুগলী।

৫। সম্পাদকের নাম ··· শ্রীজগন্নাথ জানা, জাতি ভারতীয়, ঠিকানা···· ২৩, এ, পি, আঢ্য লেন, শেওড়াফুলি, হুগলী।

৬। সত্ত্বাধিকারী····বিশ্বমিতালি সঙ্ঘ, ৪৮, রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, উত্তরপাড়া, হুগলী।

আমি, জগন্নাথ জানা, এতদ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে, উপরোক্ত তথ্যগুলি আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মত সত্য।

স্বাক্ষর ··
প্রকাশক···শ্রীজগন্নাথ জানা
তারিখ ১/৩/৭৫

বাঁধ ভেঙে দাও, বাঁধ ভেঙে দাও।
বাঁধ ভেঙে দাও।
বন্দী প্রাণ-মন হোক উধাও
শুকনো গাঙে আসুক
জীবনের বন্যার উদ্দাম কৌতুক
ভাঙনের জয় গান গাও।

রবিঠাকুর····'

সংগ্রাহক ··বাদল চন্দ্র হালদার ৮০৪৭

বিশ্বমিতালি সঙ্ঘ

৪৮, রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, উত্তরপাড়া, হুগলী।
মাঘ ফাল্গুন চৈত্র — ১৩৮১

নতুন মিতাদেব নাম ও পরিচয়ের তালিকা
১৫শ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা

সদস্য সংখ্যা ৭৯৫১ থেকে ৮০৫০ পর্যন্ত মিতাদেব পরিচয় প্রকাশ করা হল।

যে সকল সভ্যের ঠিকানা জানাতে আপত্তি নেই তাদেব ঠিকানা নামের সঙ্গে প্রকাশ করা হল। বর্তমানে বা পরে যাঁদের নাম তালিকায় মুদ্রিত বা প্রকাশিত হয়েছে বা হবে এখন থেকে তাঁবা ঐ সকল মিতাকে সরাসরি তাঁদের ঠিকানায চিঠি দিতে পারেন।

সঙ্ঘের অবধাযককে আব চিঠি পাঠাবাব প্রযোজন হবে না। নারী মিতাদের লেখা প্রত্যেকটি প্রথম চিঠি সংঘের অবধায়ককে পাঠাতে হবে। আপত্তি না থাকলে নারী মিতাবা এরপর সরাসরি পত্রালাপ করতে পারেন।

নারী মিতাদের কাছে পত্র দিলে পক্ষকালের মধ্যে উত্তর না পেলে জোড়া পোষ্টকার্ডে স্মরণ - লিপি পাঠাতে পারেন। যদি কোন কারণ বশতঃ নারী মিতারা পত্রালাপে বিরত থাকতে চান তবে যেন তাঁরা জানিয়ে দেন। চিঠি পেয়ে নিরুত্তর থাকা কোনক্রমেই সঙ্গত নয়।

নতুন মিতাদের নাম ও পরিচয়ের তালিকা

প্রিয় বিষয়গুলির পরিবর্তে যে সাঙ্কেতিক চিহ্ন ব্যবহার করা হয়েছে সেগুলি এইরূপ :—

অ - অভিনয়, উ - উপন্যাস, খ - খেলাধূলা, গ - গান, ঘ - ঘর বা গৃহস্থালী, চ - চলচ্চিত্র ছ - ছবিতোলা, জ - জানবার কথা, ড - ডাকটিকিট, ফার্ষ্ট ডে কভার, পিকচার পোষ্ট কাড, ত - তাসখেলা, দ - দাবা খেলা, ধ - ধর্ম্ম, ন - নাচ, প - পশুপাখী পালন, ফ - বাগান করা, (ফল, ফুল - শাক সবজী), ব - ব্যবসা বাণিজ্য, ভ - ভ্রমণ, শ - শিল্প, স - সমাজ হ - সাহিত্য, য - যন্ত্র সঙ্গীত, র - রাজনীতি, ক্ষ - অঙ্কন চিত্র জ্ঞ - বিজ্ঞান।

মিতাদের নাম ও পরিচয়ের তালিকাগুলি এইরূপে সাজা হয়েছে :- সদস্য সংখ্যা, নাম, ঠিকানা বয়স, বৃত্তি ও সখে বিষয়।

★ ★ ★

★ চিহ্নিত মিতাদের ১·২০ পয়সার বিশেষ বৈদেশিক বিমা পত্রে সরাসরি চিঠি পাঠাতে হবে।

৭৯৬৯ অসিত চৌধুরী, বিভাকুটীর; আইশ বাজার, বিষ্ণুপুর, -বাঁকুড়া, ১৮, ছাত্র; খ; গ; চ, ছ।

৭৯৮২ অশোক কুমার বিশ্বাস, C/o, State Bank of India, Raniganj, Raniganj Burdwan, ১৭, চাকুরী, ভ, ছ, হ।

৭৯৮৩ অমিত কুমার রায় চৌধুরী, C/o. হরিমোহণ রায় চৌধুরী, শরৎ স্মৃতি নিকেতন, ১৩ রামসীতা ঘাট ষ্ট্রীট, ভদ্রকালী [দোলতলা] হুগলী, ১৯, ছাত্র, ড, ত, জ্ঞ, ছ।

নতুন মিতাদের নাম ও পরিচয়ের তালিকা

৭৯৯৮ অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়, জে/৩১ বি, মার্কেট এরিয়া, মাইথন, ধানবাদ বিহার ২২, অভিনয়, অ, উ, ধ, স।

৮০০০ অনুপ দাসগুপ্ত, C/o. ভবেশ সেনগুপ্ত, ১নং জয়নগর, আগরতলা, ত্রিপুরা, ১৮, ছাত্র, ড, চ, ভ, গ।

৮০০৩ অজয় কুমার রায়, C/o. রামচন্দ্র রায়, বড়শুল, বর্দ্ধমান, ১৬, ছাত্র উ, চ, হ, ছ।

৮০১৭ অমল কুমার পাল, "মালঞ্চ", বিধান রোড, শিলিগুড়ি, দার্জ্জিলিং, ১৯, ছাত্র, সববিষয়ে

৮০৪৪ অসিত বরণ বিশ্বাস, গ্রাম + পো: বার্ণপুর জেলা নদীয়া ২০ ব্যবসা ছবিতোলা

৮০৪৫ অবিনাশ দেব, রাউৎগাঁও, পৃথিমপাশা, সিলেট, বাংলাদেশ ১৯ ছাত্র উ ব ছ পত্রমিতালী।

৭৯৯৯ আরতি পাল হুগ্রীজান ১৯ ছাত্রী গ হ

৮০০২ আশীষ কুমার চক্রবর্ত্তী Chakraborty Sweet Corner, P.o. Nirsha-Chati, Dhanbad ২০ ছাত্র খ চ ছ ভ

৮০৪৬ আমিনুল বাহার ২১/এইচ সরকারী কলোনী মাইজদী নোয়াখালী বাংলাদেশ ১৭ ছাত্র ড ফ জ্ঞ ব

৭৯৫৭ ইউসুফ সোলায়মান ২৬ আবুল খয়রাত রোড আরমানি টোলা ঢাকা ১ বাংলাদেশ ১৭ ছাত্র উ ড য জ্ঞ

৭৯৫৩ উল্কা ব্যানার্জী পুরুলিয়া ১৩ ছাত্রী অ গ ন য

৭৯৬০ এস এম রব গ্রাম + পো: শোলডুবী ফরিদপুর বাংলাদেশ ১৪ শিক্ষকতা জ ত ব

৭৯৭৩ এম এ কুমার - মিস্ত্রী অমল কুমার আড়িয়ামর্দন কাচুয়া খুলনা বাংলাদেশ ২০ ছাত্র অ উ জ চ

৭৯৬১ কাজী রানা মহম্মদপুর হাবাসপুর মুর্শিদাবাদ ১৬ ছাত্র উ খ গ চ

৭৯৯৭ কোকিল চন্দ্র খুটিয়া C/o. I. O. W/S'SE Rly. Kalamna Rly. Stn. Qrt. No. C/5 Uuit 2 Beznbagh, NAGPUR 4 Pin 440004 ২০ ছাত্র অ উ খ গ

৮০০১ কানাইলাল দাস C/o. মুকুন্দ দাস চাঁপাডাঙ্গা হুগলী ২১ বেকার ভ ব চ গ

৮০১৪ কালিকাপ্রসাদ বিশ্বাস গ্রা + পো: কালিগঞ্জ মুর্শিদাবাদ ২০ ছাত্র হ ভ ছ চ

৮০২৯ কৃষ্ণেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, ৩নং নরেন্দ্রনাথ মুখার্জী ২য় লেন, উত্তরপাড়া ৭১২২৫৮ হুগলী ১৫ ছাত্র উ ধ হ স

নতুন মিত্রদের নাম ও পরিচয়ের তালিকা

৮০৩২ কার্ত্তিক চন্দ্র দত্ত ৩৫ পি সি মুখার্জী স্ট্রীট, কোন্নগর হুগলী ২২ ছাত্র চ ব খ ছ

৮০৩৪ কামাল হায়দার আলম পরিবার ৯ বাবুখান সড়ক খুলনা বাংলাদেশ ১৯ ছাত্র অ উ গ হ

৮০২১ খন্দকার মনিরুজ্জামান জাফর চকমথলা পো চর গোযালী কুমিল্লা বাংলাদেশ ১৬ ছাত্র উ গ জ ড

৭৯৬৮ গোপাল চন্দ্র সরকার C/o. জে, এন, সরকার গ্রাম উন্নয়নী পো: বড়শুল উন্নয়নী বর্দ্ধমান ২১ ছাত্র (এম এ) হ ভ শ দর্শন

৭৯৭৯ গৌতম ঘোষ Ghose Mica Industries Giridi Bihar ২১ ছাত্র উ খ প ফ

৮০১১ গীতা বাহা রায মালিগাঁও ২৭ শিক্ষয়িত্রী উ জ য ভ

৮০২২ গৌরাঙ্গ মিত্র ৪৭ হেমেন্দ্র দাস রোড ঢাকা ১ বাংলাদেশ ২৭ ব্যবসা ঘ ব ভ ড

৮০৩১ গৌতম নাগ C/o. পি ধর সুরেকা এয়ার ট্রান্সপোর্ট আগরতলা ত্রিপুরা ২০ ছাত্র ড গ চ

৮০৪৯ গৌরী চ্যাট্টার্জ্জী বর্দ্ধমান ৩৮ গৃহস্থালী প্রবন্ধ ও কবিতা

★ ৮০০৮ চুনীদাস 15, Bullen House Collingwood St London-EI-5 Dy England ২৬ কমপিউটারইঞ্জিনীয়ার জ য ভ ছ

৮০১৭ চম্পা ঘোষ জামশেদপুর ১১ গৃহস্থালী উ গ চ স

৮০২৬ চঞ্চল দে 4. N. A P. (Battalion Nagaland Armed Police) Thizama, Kohima Nagaland Pin 797001 ২৮ চাকুরী চ পত্রমিতালী

৮০৩৭ ছলনা বিশ্বাস বরিশাল ১৭ ছাত্রী উ গ প হ

৭৯৫৬ জি এম মাসুদ ১৯ এইচ এম সেন রোড পো: বন্দর নারায়নগঞ্জ ঢাকা বাংলাদেশ ১৮ ছাত্র ক ড খ গ

৮০২৪ জুবাইর আহমেদ সিংড়া বাজার, সিংড়া, রাজশাহী বাংলাদেশ ২৩ জ ভ পিকচার

৮০৪২ জ্যোতির্ময় ভৌমিক যাদবপুর মেন হোষ্টেল (এ ব্লক) কলিকাতা-৩২ ২০ ছাত্র গ ড দ য

৭৯৬৭ ডি এম এনামুল হক C/o এম, এ, রশীদ এ সি সি, এ এইচ কিউ/এম এস ব্রাঞ্চ ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট ঢাকা বাংলাদেশ ২০ ছাত্র ট স জ

৭৯৫৪ তাপস কুমার পাল পো: শ্রীরামপুর পিন-৭৮৩৩৬১ জে: গোয়ালপাড়া আসাম ১৭ ছাত্র উ গ চ ছ

নতুন মিতাদের নাম ও পরিচয়ের তালিকা

৮০৩৬ তপন কুমার ভট্টাচার্য ৭ বি ও এ সি রেলওয়ে কোয়াটার বালী হাওড়া ২৮ চাকুরী ভ হ জ্ঞ

৭৯৯১ দেবীপ্রসাদ বসু, C/o. কালীপদ বসু সিজবেড়িয়া ডাকবাংলো সিজবেড়িয়া হাওড়া ১৮ ছাত্র অ খ গ ঘ

৭৯৯৬ দেবাশীষ দাসগুপ্ত C/o. কাজল দত্ত Directorate of Industries Colonel Chowmuhani Agartala Tripura ১৫ ছাত্র জ চ ভ গ

৮০১৫ দরদী রায় ১নং অরবিন্দ সরনী, গ্রামোফোন গেট, কলিকাতা-২৮ ২৫ ব্যবসা অ গ ব হ

৮০২৭ দেবাশীষ তুয়ারী কুশদ্বীপ মেন রোড, বাঁকুড়া ১৫ ছাত্র অ ধ য

৭৯৫৫ নীহারিকা দাস পাটনা বিহার ৪০ গৃহস্থালী উ গ ঘ জ

৭৯৭১ নবীন মণ্ডল C/o. ডি এন মণ্ডল নাজিরগঞ্জ বি গার্ডেন হাওড়া ২৭ চাকুরী ব গ ভ

৮০০৭ নিরঞ্জন মাইতি মুগবেড়িয়া সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক মুগবেড়িয়া মেদিনীপুর ৪০ চাকুরী হ শ ফ ত

৮০১০ নবকুমার চক্রবর্ত্তী সুবমানগর রামসাগর বাঁকুড়া ১৮ ছাত্র ক্ষ ভ ন অ

৭৯৫১ পবিমল দত্ত গ্রা: সবুমানগর পো: রামসাগর জে: বাঁকুড়া ১৫ ছাত্র অ ঘ ড চ

৭৯৫৮ প্রদীপ কুমার চট্টোপাধ্যায় গ্রাম বিঝিরা পো আমাদপুর বর্দ্ধমান ১৩ ছাত্র থ ছ ত দ

বি ৭৯৭৭ পার্থ সরকার ৮/৭ এন সি চৌধুরী রোড কসবা কলিকাতা ৪১ ১৮ ছাত্র ব স আ ধ

৭৯৮৬ পিনাকী রঞ্জন মাইতি C/o মুকুল কারক মানিকপুর মেদিনীপুর ১৯ ছাত্র খ জ ত দ

৭৯৯১ প্রদীপ কুমার মুখোপাধ্যায় সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া (ব্রাবোর্ণ রোড ব্রাঞ্চ) ৫ সিনাগগ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১ ২৩ চাকুরী ভ চ গ খ

৭৯৯৪ প্রতাপ ভট্টাচার্য্য ৪।১ ভট্টাচার্য্য পাড়া লেন হাওড়া ৭ ১৮ চাকুরী জ্ঞ র হ স

নতুন মিতাদের নাম ও পরিচয়ের তালিকা।

৭৯৯৫ প্রণব কুমার চক্রবর্ত্তী কডকডিয়া তাবাপুর বীরভূম ২১ ছাত্র হ ভ ধ ভ

৮০০৯ প্রবীর হালদার ২নং অভয় হালদার লেন, কলিকাতা-১২ ১৮ ছাত্র ভ শ ফ প

৮০৩৯ প্রসেনজিৎ দে C/o. পরিমল শ্রুতি দে, শান্তিবাগ (ঘোষপট্টি) পোঃ মৌলবী বাজার সিলেট বাংলাদেশ ১৬ ছাত্র উ চ ছ ড

৮০৪৯ প্রিয় রঞ্জন ব্যানার্জ্জী ১৩ বিনোদ বিহারী হালদার লেন, শিবপুর হাওড়া ১৭ ছাত্র ভ ন দ ছ

৮০৫০ পিনাকী বন্দোপাধ্যায ১৪ রাম চন্দ্র চ্যাটার্জ্জী লেন কলিকাতা-৭ ১৫ ছাত্র খ জ হ জ্ঞ

৭৯৫১ বঙ্কিম চন্দ্র দাস Co ইন্দ্র মোহন দাস ফবেষ্ট অফিস রোড পোঃ করিমগঞ্জ জে কাছাড আসাম ২১ ছাত্র ধ ভ

৭৯৬৬ বিভা রাণী ধুল মুন্সিব হাট ১৬ ছাত্রী গ চ ধ ভ

৮০২৩ বিধান চন্দ্র মিস্ত্রি গ্রামঃ দক্ষিন গাবতলা পোঃ সিকদার মল্লিক বরিশাল বাংলাদেশ ২৫ ছাত্র জ ভ হ

৮০৪০ বীণা বায চট্টগ্রাম ১৫ ছাত্রী অ উ গ ফ

৮০৪১ বিপ্লব কুমার পাল বাংলাদেশ কোল্ড ষ্টোরস টাউন খালিশপুর খুলনা বাংলাদেশ ২১ চাকুরী অ খ গ চ

৮০৪৭ বাদল চন্দ্র হালদার ১১ নং জালাবেড়িযা নস্কর পাড়া জালাবেড়িয়া ভায়া জয়নগর ২৪-পরগনা ২১ ছাত্র গ জ ধ ফ

৭৯৭১ ভোলানাথ ঘোষ ১০/৭ ডি গণেশ ব্যানার্জ্জী লেন, ঢাকুরিয়া কলি-৩১ পিন ৭০০০৩১ ১৬ ছাত্র অ খ ছ ফ

৭৯৮১ ভ্রমরলাল দত্ত চকবাজার ইসলামপুব মুর্শিদাবাদ পিন ৭৪২৩০৭ ২০ ছাত্র চ ভ ব চিঠি লেখা

৮০০৫ ভ্রমর বন্দ্যোপাধ্যায C/o. D B Banerjee Micro Wave Stn Po. Sagara Via Garpos Dt. Sambalpur Orissa ৩১ ইঞ্জিনীযার গ ছ ভ জ্ঞ

৭৯৫৯ মিহির কুমার মজুমদার C/o ইউনাইটেড ইনডাষ্ট্রিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ ভবানীপুর ব্রাঞ্চ ১২৩ আশুতোষ মুখার্জ্জী রোড কলিকাতা-২৫ ২৮ চাকুরী অ উ খ গ

৭৯৬৪ মোঃ আফতাব উদ্দিন আহাম্মদ হক ব্রাদার্স [কারবাইড] লিঃ ১৭৩ টঙ্গি শিল্প এলাকা মন্নুনগব ঢাকা বাংলাদেশ ১৩ চাকুরী উ গ ড উ

৭৯৬৫ মানস কুমার মুখার্জ্জী C/o বিষ্ণু পদ মুখার্জ্জী কাপাসডাঙ্গা নন্দীপাড়া, পোঃ + জেঃ হুগলী ১১ ছাত্র খ ড ফ ভ

৭৯৭৬ মীনাক্ষী বন্দ্যোপাধ্যায় কোলকাতা-৬৮ ৩৬ গবেষিকা ড

নতুন মিতাদের নাম ও পরিচয়ের তালিকা

৭৯৮৫ মো: তফাজ্জল হোসেন C/o. মো: আলী নেওয়াজ গ্রা নোয়াপাড়া পো হালিমানগর জে: কুমিল্লা বাংলাদেশ ২০ ছাত্র অ উ গ জ

৭৯৮৭ মহাদেব ঘোষ C/o. যোগেশ চন্দ্র বসু চক ভবানী রথতলা, বালুর ঘাট পশ্চিমদিনাজপুর ২৫ চাকুরী অ খ চ জ

৮০০৬ মো: আখতারুজ্জামান গ্রা লক্ষ্মীপুর পো+জে রাজশাহী বাংলাদেশ ছাত্র ২১ ধ দ জ ছ

৮০১৬ মহিউদ্দিন আহাম্মদ গ্রা+পো সেতাব গঞ্জ দিনাজপুর বাংলাদেশ ১৭ ছাত্র অ উ চ স

৮০২৮ মো: আবদুল ওয়াহাব C/o. মো: আব্দুর রহমান বি, ডি মোহরার সাবরেজিষ্টার অফিস (কলারোয়া) পো কলারোয়া জে খুলনা বাংলাদেশ ১৫ ছাত্র অ উ জ ড

৮০৩৫ মো: মরতুজা বাহাদুর পো+মো: হারতা বন্দর ভায়া জুগির কান্দা বরিশাল বাংলাদেশ ২০ ছাত্র সব বিষয়ে

৮০৩৮ মঞ্জুশ্রী দাস কলিকাতা ১২ ১৭ ছাত্রী বি খ ড গ

৭৯৬২ রতন কুমার সাহা C/o. নৃপেন্দ্র চন্দ্র সাহা হাজীগঞ্জ কুমিল্লা বাংলাদেশ ১২ চাকুরী অ চ ছ জ

৭৯৭৫ রবি দাস ৯ বি নারিকেল ডাঙ্গা মেন রোড কলিকাতা-১১ ২৮ ব্যবসা সব বিষয়ে

৭৯৮৯ রোমান গোমেশ গয়েট রোড কৃষ্ণ নগর নদীয়া ১৪ ছাত্র জ ফ ধ ব

৮০১৯ রাজ কুমার পাল C/o. প্রভাস পাল সারেঙ্গা হাওড়া ২০ বেকার উ গ চ ছ

৭৯৭৭ ললিতা সিংহ রসুলপুর ১৯ ছাত্রী ভ শ স বি

৭৯৭০ শ্রাবনী ব্যানার্জ্জী কলি ২৭ ২১ ছাত্রী উ গ চ ব

৭৯৮০ শায়েরী মুখার্জী উত্তরপাড়া ২৫ ছাত্রী উ প ফ ধ

৭৯৮৮ শিবনাথ ফৌজদার ৫৭/৩ ভট্টাচার্য্য পাড়া লেন, সাঁত্রাগাছি হাওড়া ২২ চাকুরী জ ড ধ ব

৭৯৯০ শুভ্রা চট্টোপাধ্যায় কলিকাতা-৬ ২৬ গৃহস্থালী উ গ ঘ ধ

৮০১৮ শংকর কুমার ভট্টাচার্য্য পি -৩৭ সি আই টি রোড, প্লট- নং ১ কলি ১০ বেলেঘাটা ৭০০০১০ ১৭ ছাত্র প ব ড

নতুন মিতাদের নাম ও পরিচয়ের তালিকা

৮০২০ শ্যামল কুমার আইন বাহিচা পোঃ পতিরাম, পশ্চিম দিনাজপুর ১৯ ছাত্র অ স গ জ্ঞ

৭৯৬৩ স্বপন কুমার বিশ্বাস ষ্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া (আলিপুর শাখা) ২৭/১/

৭৯৭৮ সোমনাথ চক্রবর্ত্তী ১৩।২ গোয়ালপাড়া রোড বিবেকানন্দ পল্লী কোলকাতা-৬০ ২০ ছাত্র অ উ ঘ ছ ড

আলিপুর রোড, কলিকাতা-২৭ ২৭ চাকুরী অ উ গ চ

৭৯৯৩ স্বপন কুমার সাহা মথুরাপাড়া বগুড়া বাংলাদেশ ১৮ ছাত্র জ্ঞ য ভ ব

৮০০৪ সুব্রত সেনগুপ্ত C/o. ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক বাঙ্গাপাড়া আসাম Pin 784505 ২২ চাকুরী উ খ ছ র

৮০১২ সুবীর মাঝি বলরামপুর গোশালা রোড (আদিবাসী হোষ্টেল) পোঃ বাঙ্গাড়ি জেলা পুরুলিযা ১৬ ছাত্র অ উ হ প

৮০২৫ সুদীপ্ত ঘোষ C/o. মোহন মুখার্জী রসুলপুর বাজার পোঃ রসুলপুর বর্দ্ধমান খ ড হ

৮০৩০ সমরেন্দ্রনাথ দাস গ্রাঃ সকসেকনপুর পোঃ সাগরদাঁড়ী থানা কেশবপুর যশোহর বাংলাদেশ ২৩ ছাত্র অ উ গ চ

৮০৩৩ সুখেন্দু নাথ ৩/১৩ নেতাজী নগর কলি-৭০ ২১ ছাত্র অ উ চ হ

জ্ঞানের আরম্ভ আছে শেষ নাই দান আছে ক্ষয় নাই — রবীন্দ্রনাথ

সংগ্রাহক—৭৮৬৩ রঞ্জন কুমার ভৌমিক

বিশ্বদূতের আসরে
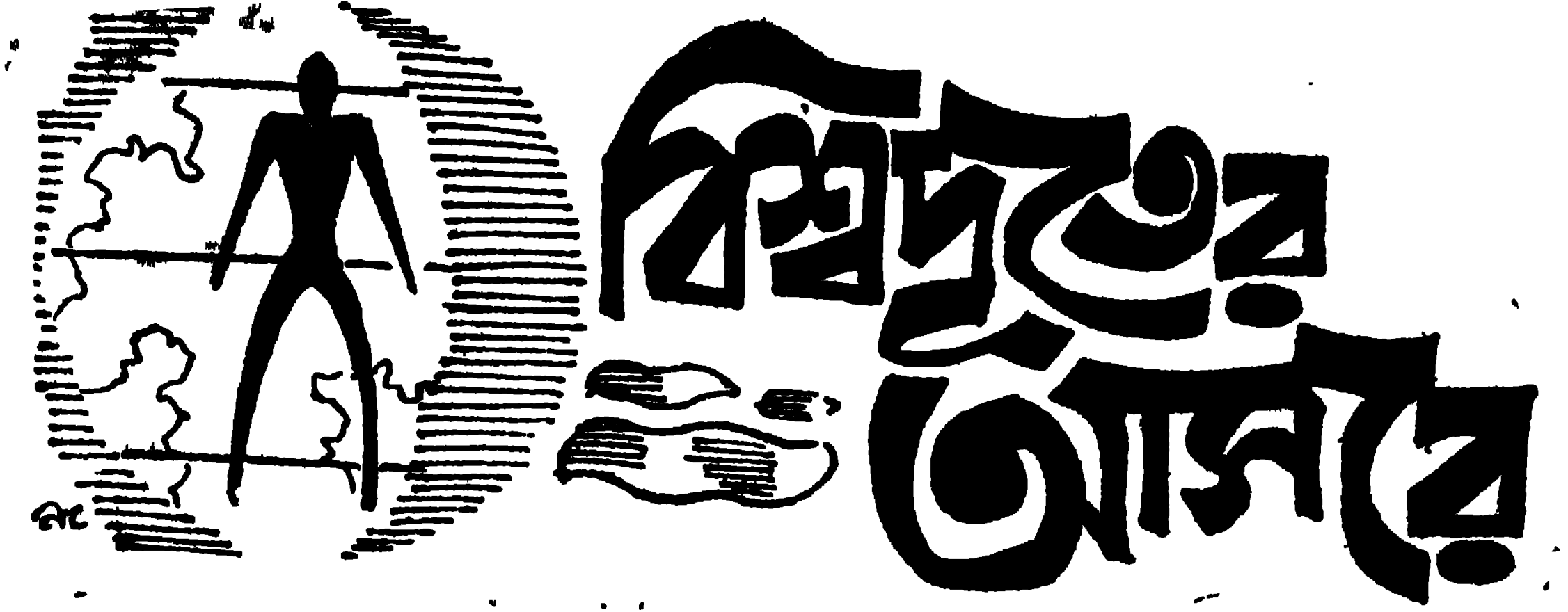
সুরলোকে ইন্দ্র পতন

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

ওস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁ তাঁর ইউরোপ ভ্রমণের অভিজ্ঞতার কথা পৌত্র আশিষ কুমার ও অপর কয়েকজনের কাছে বিস্তৃত ভাবে বলছিলেন। লিপিমিতার গত সংখ্যায় অর্থাৎ ১৭-৪ সংখ্যায় বিবৃতির গোড়ার অংশ প্রকাশ করা হয়েছে, শেষাংশ বর্ত্তমান সংখ্যায় প্রকাশ করা হল।

"ভিয়েনা, প্যারিস, প্রাগ, বুদাপেষ্ট প্রভৃতি সহরে সঙ্গীত ও শিল্পের বিশেষ সমাদর দেখলাম। এসব সহরে আলাদা মিউজিক হল আছে। ঘরের এমন ব্যবস্থা, যে কোন জায়গা থেকে সঙ্গীতের সূক্ষ্মতম ঝংকারও শোনা যায়। এক একটি হলে দশ বার হাজার লোক বসতে পারে।

গানবাজনা আরম্ভ হলেই চারদিক নিস্তব্ধ হয়ে যায়। সব আলোও নিবিয়ে দেওয়া হয়, শুধু একটি ক্ষীণ রশ্মি আমার উপর পড়ে। হল এত নিস্তব্ধ থাকে, মনে হয় যেন হিমালয়ের কোন এক গুহায় বসে বাজাচ্ছি কিন্তু শেষ হয়ে গেলেই চীৎকার আর হাততালি। একসঙ্গে চার পাঁচবার বাজানো হয়েছে, তবুও বলে, "আরও

বাজান।”

এমন শ্রোতার কাছে বাজাতে, সঙ্গীত সম্বন্ধে আলোচনা করতে আমার খুব উৎসাহ হত—তন্ময় হয়ে বাজাতাম। এমন আত্মহারা হয়ে দেশেও কোথাও কখনো বাজাইনি। আমার কাঠের যন্ত্র প্রাণবান হয়ে উঠত। ইউরোপের শ্রোতাদের কাছে বাজিয়ে যে আনন্দ পেয়েছি, এমন আর কোথায় পাইনি।

প্যারিসে এক্স্যালিয়া হোটেলে আমরা ছিলাম। ছিলাম প্রায় এক মাস। সেখানে ভারতবর্ষের সব বাজনার একটা প্রদর্শনী হয়! আমাদের দলে প্রায় সব রকম যন্ত্রই ছিল। অনেক লোক যন্ত্র দেখতে আসত।

বড় বড় গাইয়ে বাজিয়েও থাকত। কেমন করে বাজাতে হয়, কী নাম, কী ইতিহাস—কত কৌতূহল তাদের। ছবি নিয়ে যেত।

ভারতের সঙ্গীত সম্বন্ধে প্যারিসের লোকের খুবই উৎসাহ। আমাদের সঙ্গীত যে খুব সূক্ষ্ম প্রাণস্পন্দন জাগিয়ে তোলে তা ওরা বুঝতে পারত। এসব দেখে শুনে আমার বড় আনন্দ হত, আর ভাবতাম একদিন সারা পৃথিবীর জ্ঞানীগুণীরা আমাদের সঙ্গীতের মর্ম বুঝবে।

একদিন হোটেলে কয়েকটি আমেরিকান আর ইউরোপীয়ান যুবতী এল। তারা আমার সরোদ শুনবে। আমেরিকান মেয়েরা হুজুকে। ভাবলাম এখন ওদের মহলে ওরিয়েন্টাল মিউজিকটাই ফ্যাশন, তাই বোধ হয় একটু গল্প করার মত শুনে যেতে এসেছে। তখন বিকেল তিনটে। বিরক্তির সঙ্গে ধরলাম ভীম পলশ্রী। আরম্ভের সঙ্গেই দেখলাম—না, এরা ত সেরকম মেয়ে নয়। খুব মন দিয়ে শুনছে, সুরের ভিতর ঢুকতে চাইছে।

বড় ভাল লাগল। তন্ময় হয়ে তিন ঘণ্টা বাজালাম। ছটার সময় চেয়ে দেখি ওরা এক জায়গায় স্থির হয়ে বসে রয়েছে আর চোখ জলে ভেসে যাচ্ছে। কান্না আর থামে না। গলা বন্ধ। পরমুহূর্তেই ছুটে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরে কপালে চুমু খেতে লাগল।

ইউরোপে অনেক সঙ্গীতজ্ঞের সঙ্গেই আলোচনা হয়েছে। তারা আমাদের সঙ্গীত সম্বন্ধে অনেক কথা জানতে চাইত। আমাদের রাগরাগিণীর অন্তরের ভাবগুলি কী, সে সব বোঝাতাম। তারা প্রায়ই জিজ্ঞেস করত আমি নিজে কিছু সংগীত কম্পোজ করেছি কিনা। ভারতের রাগ-রাগিণী ত কেউ ইউরোপের মত কম্পোজ করেনি। সেই কোন যুগে মুনিরা তা

ভগবানের কাছ থেকে পেয়েছেন

একথা তাদের বলতাম। বলতাম দিনের এক একভাগের জন্য এক একটি রাগ-রাগিণী আছে। তাদের অন্তরে এক এক ভাব। সঙ্গীতের মধ্যে দিয়ে আমরা আমাদের মনের কত ভাব প্রকাশ করি। ভাষার দরকার হয় না, তারের ঝঙ্কারেই ভাব প্রকাশ করতে পারি, সবাই তা বুঝতেও পারে। এসব কথা তাদের সরোদ বাজিয়ে বাজিয়ে বোঝাতাম।

একদিন বুদাপেস্টে একদল সংগীতজ্ঞ গুণী বললেন সরোদ বাজিয়ে আমার বক্তব্য বোঝাতে। তখন বিকেল পাঁচটা, আর তিন ঘণ্টা পরে সন্ধ্যা হবে। ধরলাম ভৈরবী। সবাই চোখ বুজে মন দিয়ে শুনল।

বাজনা শেষ করে বললাম—কী বুঝলে? একজন বলল, মনে হল গীর্জেয় বসে প্রেয়ার পড়ছি। আর একজন বলল, মনে হল ভোর বেলা একলা বসে ভগবানের উপসনা করছি। একের পর এক ভোর বেলা থেকে — শেষরাত্রি পর্যন্ত নানা সময়ের নানা রাগরাগিণীর আলাপ শোনালাম,—আমাদের সংগীতে প্রহরের নানা ভাব যে বোঝান যায় একথা সবাই স্বীকার করল। ভীম পলশ্রীকে একজন বলল, এ সুরে অনেক কান্না আসে। তোমাদের সঙ্গীতে এত করুণ সুর কি করে সম্ভব হয়? এত কান্না আসে কেন?

আমাদের সংগীতে সাতটি সুরের বাইশটি শ্রুতি, একুশটি মূছনা আছে; সা থেকে রে—এর মধ্যেই চারটে ঘাট। আমরা যে এই চারটি শ্রুতিকে আলাদা করে ধরতে পারি, একথা তারা বিশ্বাস করতে চায়নি। শেষকালে বাজিয়ে দেখালাম। ওরা অবাক হয়ে বলল, তোমাদের কান এত সব সূক্ষ্ম ধ্বনির পার্থক্য ধরতে পারে? আমি বললাম, পারে বলেই ত আমাদের রাগরাগিণী এত সুরেলা। তাতে কাটা কাটা খাপছাড়া আওয়াজ হয় না।

আমি ওদের বললাম, তোমাদের তিন প্রকারের তাল ও টাইম। আমাদের তিনশ ষাট তাল পর্যন্ত আছে। চৌতালা, ঝাঁপ-তাল, সুর্ফাক, ধামার আড়াচৌতাল- আরও তাল শোনালাম।

বুদাপেস্টের সেদিনের আলোচনায় একজন পৃথিবী বিখ্যাত বেহালা বাদকও ছিলেন। তাঁর আঙুল চালানর কী অদ্ভুত ক্ষমতা; যেমন দ্রুত তেমনি পরিষ্কার। কিন্তু তাতে তেমন মেলডি আসে না। আলোচনা খুব

জমে ছিল, রাত বারটা বেজে গিয়েছিল।

আমাদের অন্য সব কাজ কর্ম্ম দেখা সাক্ষাৎ কোথায় উড়ে গেল। ওরাও ওদের সব কাজকর্ম ভুলে গিয়ে খুব মন দিয়ে, আন্তরিক শ্রদ্ধার সঙ্গে আলাপ করে সেদিন যে কী আনন্দ পেয়েছিলাম।

ইউরোপের সব জায়গাতেই এরকম হয়েছে। শুধু বাঙালীরাই যে হুজুক ভালবাসে তা নয়। ইউরোপেও কম হুজুক ভালবাসে না। ওরা অনেকেই আমাদের গান বুঝতে পারে না। কিন্তু ওদের অনেক সংগীতজ্ঞ, কবি, শিল্পী, শিল্প অনুরাগী আমাদের সংগীতের মর্ম অনুভব করেছে। একদিন ইউরোপ আমাদের সংগীতের আদর করবেই।

তবে আমার ওদের দেশের গান ভাল লাগে না, বড় কর্কশ, বড় চীৎকার। এই বুঝি মারামারি সুরু করে। কাবুলীদের গানেরও এক কাঠি উপরে। সঙ্গীতের দেশ মিউনিকে আমরা গিয়েছিলাম। কিন্তু মিউনিক, বার্লিনে আমাদের ইহুদী ম্যানেজার সব সময় ভয়ে ভয়ে থাকত তাই কোনও শো হতে পারে নি। তবে হোটেলে এসে অনেকেই বাজনা শুনত।

ইটালীতেও শো হয় নি, তখন আবিসিনিয়ার যুদ্ধ, দেশের টাকা বাইরে নিয়ে যাবার অনুমতি নেই। আমরা রোম, ফ্লোরেন্স, ভিনিস সব ঘুরে দেখলাম। রাশিয়ায় যাবারও অনুমতি পাইনি। আমি ভারতে এসেছিলাম দলের আগেই। রবু চিঠি লিখল জার্মানীতেও শো হবে, ইহুদী ম্যানেজার আর নেই, উদয়রা তারপরে আমেরিকা যাবে।

ইংলণ্ডে আমরা অনেকদিন ছিলাম, একনাগারে তিন মাস। গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের শিষ্য এলমাহার্স্ট এই গুরুদেবের শিক্ষার আশ্রমের মতই সেই আদর্শেই ডিভনসায়ারে এক বড় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খুলেছেন, তার নাম ডারটিংটন হল। আমরা সেখানেও ছিলাম। সেখানে এখানকার মতই অনেক ছোট ছোট ছেলেমেয়ে। তাদের পেয়ে আমি যেন প্রাণ পেলাম। আমার সঙ্গে তাদের খুব ভাব হয়ে গেল। কাঁধে চড়ে, দাড়ি টানে, কিল ঘুসি মারে আর চুমু খেয়ে ব্যতিব্যস্ত করে তোলে।

'আমি উদয়কে বিদেশে এক বছর থাকব এ কথাই বলে গিয়েছিলাম। বছর শেষ হতে দেশে ফিরলাম। ... আমাদের আগে তিমিরবরণ ইউরোপ গিয়ে মাতিয়া

এসেছিল। সে আমারই ছাত্র। তার ইউরোপে অনেক জায়গায় প্রশংসা শুনে বড় আনন্দ হল। গৌরব হল। আমার নিজের তেমন সাধনা নেই। সুরের সৃষ্টি করে শ্রোতার মনে মোহ জন্মাতে পারি না।

রাজা বিক্রমাদিত্য মধ্যরাত্রিতে দীপক রাগিনী বাজাতেন, প্রদীপ জলে উঠত, রাগরাগিনীর সাহায্যে গ্রীষ্ম বসন্ত বর্ষা ডেকে আনতেন। আমাদের সঙ্গীতে এরকম ক্ষমতা সত্যিই আছে। আমার সাধনা নেই, তাই আলোও জ্বালাতে পারি না, বসন্তও আনতে পারি না। কিন্তু এই অসম্পূর্ণ বিদ্যাতেই আমার বাজনা ইউরোপে আদর পেয়েছে, তাতে আমাদের সঙ্গীতের যে কী মহত্ব তা এতেই বোঝা যায়। যদি আমার সাধনা পুরো হত তবে আমাদের সঙ্গীতের যে পরিচয় দিতে পারতাম তাতে পশ্চিমের সব সভ্যজাত মাত হয়ে যেত।

ইউরোপে অনেক কিছু দেখলাম। তখন জার্মেনীতে হিটলার, ইটালীতে মুসোলিনী। চারিদিকে যুদ্ধের হুমকি। আমি রাজনীতি বুঝি না। কিন্তু আরব প্যালেস্তাইন থেকে সুরু করে ইউরোপের সর্বত্র দেখলাম আধুনিক সভ্যতার পরিচয়। আমাদের দেশ তখন দারিদ্র্যে, অশিক্ষায় কত পেছিয়ে ছিল।

হিন্দু-মুসলমানে ঝগড়া, ব্রাহ্মণ শূদ্রে ছোঁয়াছুঁরির মানা, এমন অন্ধতা। আর পশ্চিম তখন সভ্যতার শিক্ষায়, জ্ঞানে কত এগিয়ে গেছে। কে বলে ইউরোপ যন্ত্র সভ্যতার দাস, জড়বাদী। তাদের জ্ঞান বিজ্ঞানের সাহায্যে মানুষের আধ্যাত্মিক শক্তিও তারা বাড়িয়ে তুলেছে। সেখানে মানুষ মানুষের মত বাঁচতে শিখেছে আর আমরা নির্জীব তামসিকতায় আচ্ছন্ন।

আমি বুড়ো মানুষ, সেকেলে লোক। ইউরোপের মেয়ে পুরুষের আচার ভাল লাগবে না মনে হয়েছিল। কিন্তু নিজের চোখে দেখে ভুল ভাঙল।

চরিত্রহীন এদেশে ওদেশে সব দেশেই আছে। কিন্তু আমরা যাদের দেখেছি, যাদের সঙ্গে মিশেছি তারা ইউরোপ সম্বন্ধে আমার ধারণা বদলে দিয়েছে, ইউরোপের প্রতি শ্রদ্ধাই বেড়েছে। এলমহার্স্টের মেয়ে বিয়াত্রিসে তারপর এলিস বোনার, এঁরা দেবীতুল্যা। ভারতের প্রতি তাঁদের আন্তরিক শ্রদ্ধাভক্তি দেখে বিস্মিত হতে হয়।

আমরা ইউরোপের যা দেখেছি তাতে অসুন্দর খারাপ কিছু চোখে পড়ে না। ওখানে ছেলেমেয়েদের অবাধ মেলামেশা, স্নান, সমুদ্রের ধারে রোদে থাকা, খেলাধুলা, নাচগান, ব্যায়াম এতটুকুও বিসদৃশ মনে

হয়নি, অত্যন্ত সহজ স্বাভাবিক সুন্দর।

ওদের মেয়েরা যেমন কাজকর্মে চতুর তেমনি শিক্ষাদীক্ষায় পারদর্শী। হোটেলের ঝিরাও বিদ্যা-বুদ্ধিতে আমাদের অনেক আই-এ, বি-এর সমান। তারা সময় পেলেই বই পড়ে, খবরের কাগজ পড়ে। হাড়-ভাঙ্গা খাটুনীতেও অভ্যস্ত, অবশ্য আমাদের গ্রামের বউঝিদের মত অত খাটতে হয় না। আর তাদের শরীর— ভাল কথায় বলতে হয় স্বাস্থ্যবতী, নইলে বলা যায় মহিষ মর্দ্দিনী—

এখানে কেউ নেই ত? তাই ত ওরা কাজে কর্মে বারমে সারা পৃথিবী চালাচ্ছে। ওদের ছেলেমেয়েরা কী সুন্দর, দেখলে আদর না করে পারা যায় না— যেন পরী, দেবশিশু। ইউরোপের মেয়েদের এত প্রশংসা করলাম— আমাদের মা বোনেরা রাগ করছেন। তবে আমার তিনকাল পার হয়েছে। বুড়ো হয়েছি। আর ওরা সবাই আমার নাতনীর বয়সী।

ইউরোপের সবাই আমাদের দেশ সম্বন্ধে বড় জানতে চায়, মহাত্মা গান্ধী, গুরুদেবকে সবাই জানে। আমাদের সঙ্গে যাদের আলাপ হয়েছে, তারা সবাই গুরুদেবের বড় ভক্ত। তবে লণ্ডনে আমাদের দেশ সম্বন্ধে অত কৌতূহল দেখিনি।

আমি প্যারিস থেকে ভারতবর্ষে ফিরে আসি। উদয় বল্ল, ওস্তাদজি, ভারতবর্ষকে আমার প্রণাম জানাবেন। আমি 'ভারতবর্ষের' মধ্য দিয়ে উদয়ের প্রণাম ভারতবাসীকে জানিয়েছিলাম।

উদয় বিদেশে দেশের মান বাড়িয়েছে। সে যে শুধু বড় নৃত্যশিল্পী তাই নয়, তার সৎসাহস ও ব্যক্তিত্বের মর্যাদাও খুব। একবার লণ্ডনে আমি উদয় আর একজন ফরাসী মহিলা যাচ্ছি। একজন ইংরেজ পথে যেতে হঠাৎ ফরাসী মেয়েটির গায়ে ধাক্কা মেরে চলে গেল। উদয় তক্ষুনি লোকটির ঘাড় ধরে টেনে এনে মেয়েটির কাছে ক্ষমা চাইতে বল্ল, লোকটি অস্বীকার করায় ঘুসি মেরে তাকে পথে ফেলে দিল। লোকটি উঠে ধূলা ঝেড়ে, দিব্যি খুসি মনে চলে গেল। লোক যারা জমেছিল তারা কেউ লোকটিকে সাহায্য করতে এল না। লোকটিও তাদের সাহায্য চাইল না।

উদয় দেশে ফিরে প্রথমে কাশীর কাছে একটি নাচ গানের বিদ্যালয় খুলবে ঠিক করে। পরে সেটি আলমোড়ায় হয়েছিল। বিয়াত্রিসে এবং এলিস বোনার এর জন্য উদয়কে অনেক সাহায্য করেছিলেন। উদয়

বিদেশে নাচ দিখিয়ে অনেক টাকা পেত, কিন্তু দলের খরচে তার ত কিছুই থাকত না।

রিয়াত্রিসে বেশ কয়েক লক্ষ টাকা আর রেকড বাজনা, সাজ-পোষাক কত কী দিয়েছিলেন। আমার সঙ্গে সে সব দেশে চলে এল। রিয়াত্রিসে আর বোনার উদয়কে যে কত সাহায্য করেছেন তা বলা যায় না।

আমাদের দেশের শিল্প সংস্কৃতির প্রতি এঁদের ভক্তি অসীম। উদয়ের দলের বিদেশ ভ্রমণের ব্যবস্থায় এঁদেরও অনেক সহাযতা আছে। উদয় ছাড়াও আরও কত প্রতিষ্ঠানে যে এঁদের দান আছে!

আমি যে এক বছর বাইরে ছিলাম, আমার প্রভু মাইহারের রাজাসাহেব আমার প্রাপ্য টাকা গুণে গুণে দিয়েছেন। আমার পরিবারের জন্য যে পরিমাণে পরিশ্রম করেছেন, দেখাশুনা করেছেন, দেওয়ান সাহেবের জন্যও তা হয় না।

আমার বিদ্যাবুদ্ধি অল্প। ইউরোপে কত কী দেখেছিলাম, তা বর্ণনা করার ক্ষমতা আমার নেই। কেবল সঙ্গীত সম্বন্ধে আমার টুটা ফুটা ভাষায় কিছু বল্লাম।

একথা বল্লাম আমার জীবনী বলে নয়। তোমরা সব দেখ কী কষ্ট করে সঙ্গীতের সাধনা করতে হয়।”

গঙ্গোদকে গঙ্গাপূজা সারলাম। কিন্তু সত্যই কি সারতে পারলাম? জন্মসাধকের জীবনভোর সাধনা মাত্র গুটিকয়েক পরিচ্ছেদে শেষ করা কি সম্ভব? ইতি টানতে হোল প্রধাণত: দুটি কারণে। প্রথমটি হোল— ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে ৩রা সেপ্টেম্বর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ লাগার পর সাংবাদিকতার সূত্রে এমনভাবে জড়িয়ে পড়ি যে, প্রবল ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও ওস্তাদজীর মধুর সংস্পর্শে আসা সম্ভব হয়নি।

দীর্ঘকাল পর সুযোগ পাওয়া সত্ত্বেও অসুস্থতা বশত: আর সাক্ষাৎ করতে পারিনি। দ্বিতীয় কারণ উল্লেখের সূত্রপাতে বলতে হয়, খাঁ সাহেবের বহু শিষ্যভক্ত ভারতে ও বিদেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছেন, হয়তো তাঁদের সহায়তায় ওস্তাদজীর জীবনালেখ্যের পূর্ণাঙ্গরূপ দেওয়া চলত;

কিন্তু বর্ত্তমান নিউজপ্রিণ্টের অভাবজনিত পরিস্থিতির জন্য এখনকার মত সে চেষ্টা থেকে বিরত রইলাম।

মহাজনের মতে সুরই ব্রহ্ম। সেই

হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মকে উপলব্ধি করবার অন্যতম উপায় হোল সুরের সাধনা। সেই সাধনা প্রসঙ্গে ওস্তাদজী এই কাদামাটির দুনিয়ায় সৃষ্টি করলেন অপূর্ব এক সুরলোক। ঐ লোকের তিনিই ছিলেন ইন্দ্র। তাঁর মোহন অঙ্গুলির যাদু প্রতিটি তন্ত্রীর অণুপরমাণুতে অনুরণিত হয়ে উঠত ললিত সুরের বিলসিত স্পন্দন। সরোদে জাগিয়ে তোলা সুরের ধ্বনির রঙ্গে গুণী শ্রোতার মনের চোখে প্রতিভাত হয়ে উঠত ঋষিসৃষ্ট রাগরাগিনীর স্বর্গীয় দৃশ্যাবলী। তাঁর অনুপম সুরলীলার মাধ্যমে বৈশাখের প্রচণ্ড দাবদাহে অনুভব করেছি শান্তির শীতলতা, শ্রাবণের ক্লান্তিহীন বর্ষণে পেয়েছি বিরহের জ্বালা, শরতের নির্ম্মলতায় মিলতে পেরেছি মানুষের মিলনমহোৎসবে, হেমন্তের নিস্প্রভতায় অন্তরে জ্বলে উঠেছে ভক্তিরসের অনির্বান দীপশিখা, শীতের তুষারশুভ্র কেতনে ফুটে উঠতে দেখেছি দীপকের রাগরঞ্জিত রেখা আর চৈতালী ঘূর্ণীতে প্রত্যক্ষ করেছি নটরাজের প্রলয় নৃত্য। ওস্তাদজীর সুরের ইন্দ্রজালের প্রসাদে জেগে উঠত ভোরের অস্ফুট আলোয় ভৈরবীর শান্ত সমাহিত পবিত্ররূপ, মধ্যাহ্নের অগ্নিবর্ষী আকাশের তলায় ছায়ানট, সন্ধ্যার গোধূলিতে বৈরাগীর পূরবী আর নিশুতিরাতে ভীমপলশ্রীর করুণ কান্না।

স্বর্গে কলঙ্ক আছে, কিন্তু সুরলোকে নিষ্কলঙ্ক। এই লোকে ভেদ নেই; দ্বেষ নেই, না আছে সংশয়, না আছে বিক্ষোভ।

স্থান-কাল-পাত্রের ঊর্ধ্বে সে, জাতিধর্মবর্ণ সম্প্রদায় ভাষা প্রভৃতির কোন বৈষম্য এখানে নেই; সব এক—সব একাকার।

শুনেছি,— সমগ্র বিশ্ববাসীর অগোচরে এক পরম রমণীয় স্থান আছে, যার নাম স্বর্গ, সেখানে নাকি দুঃখ শোক ব্যথা ভয় ভাবনা কিছুই নেই। সেখানে অনন্ত আনন্দ সন্তোষ শান্তি ও তৃপ্তি। সেতো নিছক কল্পনা বা স্বপ্ন বিলাস। কিন্তু আমাদের ওস্তাদজী যার ইন্দ্র ছিলেন সেই বাস্তব সুরলোকে সত্যই কোন শোক দুঃখ ব্যথা বেদনা কিছু ছিল না। সেই সুরলোক ছিল সর্ব্বপ্রকার ইন্দ্রিয় বিরহিত অনির্বচনীয় অচিন্তনীয় অখণ্ড অব্যয় বিন্দু যেখানে শিল্পী ও শ্রোতার অশরীরি আত্মা মিলত অপরিসীম তন্ময়তার মধ্যে,— আনন্দও সেখানে নিরপেক্ষ।

হে—প্রতিভাধর জিতেন্দ্রিয় বিনয়ী পুরুষ! তুমি আর ইহলোকে নেই। তোমার পবিত্র আত্মা নশ্বর দেহপিঞ্জর থেকে মুক্তি নিয়ে অমৃতলোকে মহাপ্রস্থান করেছে। যন্ত্রের জগৎ তোমার অম্লান শিল্প কর্মের যতটুকু কীর্তি ধরে রাখতে পেরেছে; ততটুকুই হোক

আমাদের পরম সান্ত্বনা ও বাকি জীবনের অমূল্য পাথেয়। হে সুরস্রষ্টা ঋষি, হে সাধক চূড়ামণি, হে রাগলোকের অজেয় বাসবেন্দ্র! গ্রহণ কর অন্তরের অকুণ্ঠ প্রণতি। তোমার জয় হোক!

——

ইংল্যাণ্ডের চিঠি

(পূব প্রকাশিতের পব)

বি ৭২৭২ —জ্যোৎস্না দে
ইংলণ্ড

রাত্রি সাড়ে এগাবোটাব পব সাধাবণতঃ জুলি তার হষ্টেলেব বন্ধুদেব সঙ্গে অবসব কাটাবার সনয পেত। নেহাং ঘুমিযে না পডলে ড্রেসিং গাউন গাযে চাপিযে ওর ঘরে কপি খেতে যেতে হত। ছিল যুা, চমংকার রোগাটে সুন্দর মেযে।

।এ আব ওর বয়ফ্রেণ্ড এব ওরা দুজনে ভাল বাসত পাহাড়ে চড়া। সুতরাং রক্‌-ক্লাইম্‌বিং ক্লাবেব মেম্বাব হয়ে ছিল। ছুটির দিনগুলিতে ওরা পাহাডে চড়তে চলে যেত খুব ভোরে উঠে। সেজন্য ওদেব সঙ্গে খুব কমই দেখা হত। ববং বল্‌ত—যাবো তোমাদেব দেশে, তোমাদেব হিমালয় আমায টানে। উঠতেই হবে সাতাশ হাজার ফিট্‌। আজ ওদেব ঠিক৷না হারিয়ে ফেলেছি, জানি না কি করছে এখনও হিমালযে ওঠাব সপ্ন দেখে কিনা।

ওবা কলেজ শেষ করে বিয়ে করে চলে গিয়েছিল। স্যালিব বযফ্রেণ্ড ছিল খাউয়ে ছেলে। কত রকম রান্না শিখে নিযে দুজনে মিলে রান্না বান্না কবত, কখনও কখনও আমরাও গিযে যোগ দিতাম।

কিন্তু সব মেয়েরই যে বয়ফ্রেণ্ড থাকে তার কোন কথা নেই। এদেশের সমাজেও অতিরিক্ত লাজুক এবং কথাবার্ত্তায় আর দেখতে মামুলি মেয়ে আছে যাদের ধারে কাছে ছেলেরা সহজে ভেড়ে না তাদের সময়টা দীর্ঘশ্বাস ফেলে কাটে। লাজুক ছেলেও আছে তবে তাদের সংখ্যা খুব কম। তবে যে যাই করুক, যত রকম বন্ধুই থাকুক আর যত রকম হবি-ই করুক সবাই মোটামুটি নিজের পড়াশুনোগুলো ঠিক সময়ে করে। এমন কি এও দেখা গিয়েছে যে ফাইন্যাল ইয়ারে প্রেম ছুটে গিয়েছে পড়ার চাপে। একটা জিনিস লক্ষ্য করেছি যে সাধারণতঃ মেয়েরা যে যত শিক্ষিতাই হোক, ভাল বুদ্ধিমান হাসিখুশী ছেলেকে বিয়ে করে সহজ স্বাভাবিক সাংসারিক জীবন চায়।

তবে বেশীদিন পর্যন্ত না পেলে বা প্রতারিত হলে নারী বাহিনী সম্প্রদায় ত রয়েইছে। আজকাল বড় শহরের দিকে ছেলেরা সবাই ঠিক আগে ভাগে বিয়ে করে পায়ে গলায় দড়ি পরতে চান না। অনেকেই ফুলে ফুলে মধু খেয়ে বেড়াতে পারলে খুশী।

এদেশে তরুণ ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে কমিউনিজম্, মাও-ইজম ইত্যাদি খুব ফ্যাসানেব্‌ল্। কিন্তু আমার কেন জানি না সবটাই ভাঁড়ামি লাগে তাই এক মস্তান মেয়েকে একদিন বিশেষ ভাবে জেরা করে আসল কথা বের করে দিলাম— চটক্‌দার বলেই ওটা ফ্যাসানেব্‌ল্। কিন্তু মনে প্রাণে বৃটিশরা সেই সনাতন বৃটিশই! আর তাছাড়া তাদের নিজেদের ক্যাপিট্যালিসম্ অনেক বেশী প্রডাক্‌টিভ্ হয়েছে সমাজ কল্যাণমূলক ব্যবস্থা এর পূর্ণ ব্যক্তি স্বাধীনতা নীতির মাধ্যমে ইত্যাদি।

কথাটা সত্যি খুবই সত্যি! এই ছাত্র-ছাত্রীরাই যখন কর্মজীবনে ঢোকেন তখন তাঁদের পিতৃ পুরুষের মানসিকতার ছাপই বয়ে নিয়ে আসেন। চটক্‌দার কমিউনিসম্ এর নয়। অবশ্য লিপ্ সার্ভিসে মধু ঢালতে পাশ্চাত্য সমাজ অদ্বিতীয়। সোজা কথায় বলা যায় যে বৃটেনে কমিউনিসম্ চলবে না। এদের নিজেদের রক্ষাশাল ব্যবস্থা তার সঙ্গে মানবিকতা বোধের নাম নিয়ে স্বজাতি প্রীতি এত সুন্দর ভাবে এদের মনে ভিত্ গেড়ে আছে যে তার খুঁটি সহজে নড়বে না।

যাই হোক ছেলেদের হষ্টেলেও মেয়েদের মতই প্রায় ব্যবস্থা। বিরাট হলে বহু ছেলে মেয়ে থাকেন। দরজার সামনে পোর্টারের রুম। এক একটা ফ্লোরে

বসার ঘর ছোট্ট কিচেন ইত্যাদি আছে তারপর এক কুট্‌রি করে ছাত্রদের নিজস্ব ঘর, সাধারণতঃ হষ্টেলের রিফ্যাকটরিতে পয়সা দিয়ে খাবার কিনে খাওয়া যায়। টি, ভি, রুম টেলার রুম ইত্যাদি সবই রয়েছে।

ইউনিয়ন বিল্ডিংটিও বিরাট এবং আধুনিক সাজে সজ্জিত। ওখানে সাধারণতঃ অনেকেই দুপুরের খাবার খান। তাছাড়া কফি, বার পাব্‌ খেলার ঘর ইত্যাদি রয়েছে। মাসে অন্ততঃ একবার করে ডান্সের ব্যবস্থা হয়। তাছাড়া ক্রীশমাস ডান্স ইত্যাদি বিশেষ ব্যবস্থা আছে। হষ্টেলে ছাড়া অনেকে সস্তা ভাড়ায় ফ্ল্যাটে থাকেন তাঁরা ইউনিয়ানেই অর্দ্ধেক কাজ সেরে যান মানে খাওয়াটা সারেন ইউনিয়ান কাফেতে আর চান করেন ইউনিয়ানেরই সাম্প্রদায়িক (মেয়ে পুরুষের আলাদ) বাথরুমে। এ সব ছাড়া ইউনিয়ান বিলডিংগুলি ছাত্র ছাত্রীদের কৃষ্টি জীবনের মূল কেন্দ্র। আমোদ আহ্লাদ ছাড়া নিজের হবি এবং বিবিধ প্রতিভার চর্চা সেখানে চলতে পারে। থিয়েটার ক্লাব ইত্যাদি সব কিছুই সেখানে আছে।

কলেজে প্রায় সব ডিপার্টমেন্টেই ষ্টাফ ষ্টুডেন্ট কমিটি আছে। সেখানে ছাত্র সদস্যারা মাষ্টার মশাইদের সঙ্গে ডিপার্টমেন্টের ব্যাপার এবং ছাত্রদের সমস্যা নিয়ে এমনকি পড়ানোর পদ্ধতি সিলেবাস ইত্যাদি ব্যাপারেও খোলাখুলি আলোচনা করে সমস্যার সর্ব্বসম্মত সমাধান করতে সাহায্য করেন। এর ফলে তরুণ ছেলে মেয়েরা দায়িত্বশীল হন, নির্ভিক যুক্তিসঙ্গত মত প্রকাশের অধিকারী হন। তাছাড়া তাঁরা নিজেদের ভবিষ্যৎ নির্দ্ধারণের ব্যাপারে তাদের নিজেদের মতামত প্রকাশ করতে পারেন।

পরীক্ষার খাতা দেখা এবং প্রশ্নপত্র তৈয়ারী মাষ্টার মশাইরা নিজেরাই সাধারণতঃ করে থাকেন। লক্ষ্য করা হয় ছাত্র বা ছাত্রীটি সারা বৎসর ক্লাসে, সেমিনারে, রচনা লেখায় ইত্যাদি ব্যাপারে কতখানি বুদ্ধির পরিচয় দিচ্ছে তারপর পরীক্ষার খাতায় লক্ষ্য করা হয় কতখানি বুঝতে পেরেছে পড়ার বিষয়টি আর নিজে কি ভাবে যুক্তি দিয়ে সমালোচনা করছে এবং লিখেছে অর্থাৎ স্বাধীন চিন্তার পরিচয় দিয়েছে।

একদিন বসেছিলাম এক সিনিয়ার লেকচারারের রুমে, তখন বি, এ, পরীক্ষার ফল বেরবার সময় হয়ে এসেছে। হঠাৎ ফোন বাজল। শিক্ষক মশাই রিসিভার তুলে নিয়ে ওদিকের কথার জবাবে বললেন—'মার্ক ত আমার পেপারে দশ নম্বর কম পেয়েছে। কিন্তু ছেলেটাও ত সারা বছর

ভালই করেছে।" হ্যাঁ পাশ করিয়ে দেওয়া যেতে পারে তোমার দিকটা যদি ঠিক থাকে। হ্যাঁ, যা বলেছ। ইত্যাদি।

সাধারণতঃ জুলাই মাসে মানে পরীক্ষার ক'মাস বাদে ডিগ্রী দানের উৎসব হয় কলেজের বিরাট হলে! ও সময় ছাত্র ছাত্রীদের বাবা মা আসেন। আগের রাত্রে হষ্টেলে থাকার ব্যবস্থা করা হয়। সেরিমণি সুরু হয় সকালে নির্দিষ্ট সময়ে অতিথিদের উপস্থিতির মাধ্যমে। ডিগ্রী প্রাপ্ত ছেলে-মেয়েরা সবাই এ্যাকাডেমিক গাউন পরে লাইন দিয়ে ডায়াসে উঠে চান্‌সেলারের সঙ্গে করমর্দন করে অভিনন্দন নিয়ে আসেন। তারপর ত সেই চিরন্তন ব্যবস্থা আছেই— ফটো তোলার হুড়োহুড়ি, ফ্রি ডিনার টিকিট নিয়ে লম্বা 'কিউ' তারপর মা বাবাকে গর্বিত ছেলে বা মেয়ে 'মধুর' ছাত্র জীবনের স্মৃতি জড়ানো কলেজটি দেখিয়ে বেড়ান— ঐখানে আমাদের ক্লাস হত। ঐ লাইব্রেরী, আর এই গাছতলায় বসে আমরা গল্প করতাম, ইত্যাদি।

শেষ করার আগে দু'একটা কথা বলে নেই। অনেক ভাই বোনের চিঠি পেয়েছি তাঁরা ইংল্যাণ্ডের চিঠি ভাল লেগেছে বলে জানিয়েছেন। সেজন্য তাঁদের অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। অনেকে লিখেছেন যে তাঁরা এদেশে চাকরি করতে আসতে চান। সুতরাং এখান থেকে কিছু ব্যবস্থা করতে পারব কিনা।— ভাই, নিজের দেশের ছেলেমেয়ে-দের জন্য যদি কিছু করতে পারতাম তবে আমি নিজেই যে কত খুশী হতাম তা বলা যায় না।

কিন্তু কয়েক বৎসর হল কেনিয়া এবং উগাণ্ডার এশিয়ানরা এত বেশী সংখ্যায় এই ছোট দ্বীপটিতে আসতে বাধ্য হয়েছেন যে এদের বেশ বিলেসন চরম পর্যায়ে দাঁড়িয়েছে। তারপর অবৈধভাবে ভারত এবং পাকিস্তান থেকে অনেকে এসে (অনেকে ধরা পড়েছেন) শুধু দেশের কলঙ্ক বাড়িয়েছেন তাই নয় যাঁরা ভালভাবে এসেছেন ছাত্র হিসেবে বা শিক্ষিত সুনাগরিক তাঁরাও জাতীয় কলঙ্কে কলঙ্কিত হচ্ছেন সাধারণ ভাবে এবং বড় বড় শহরে কেউ কেউ ব্যক্তিগত ভাবে। ফলে এদেশের সরকার, চাকুরির কর্তা কোম্পানীগুলি কেউই বিদেশী আনতে চান না।

কয়েক বৎসর হল আইন হয়েছে যে আগে থেকে এদেশে চাকরি ঠিক না করলে এদেশে আসা চলবে না আর ছাত্র হিসাবে আসা ত অসম্ভব কারণ গত চিঠিতেই লিখেছি যে কলেজের ফী আড়াইশো পাউণ্ড হয়ে গিয়েছে এবং চাকরি করে পড়ার

নিয়মও বন্ধ হয়ে গিয়েছে। এখন শুধু চেষ্টা চলেছে যাঁরা আছেন তাঁরা যেন শান্তিতে সম্মানের সঙ্গে সুনাগরিক হিসেবে থাকতে পারেন। সুতরাং মনে হয় বৃটেনের পরিবর্ত্তে কানাডা প্রভৃতি অন্যান্য প্রগতিশীল দেশে যাওয়ার চেষ্টা করা উচিত অবশ্য যদি প্রয়োজনীয় শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা থাকে।

এ দেশের বর্ত্তমান 'রেশ রিলেসন' সম্বন্ধে বড় করে একবার লেখার ইচ্ছে আছে তাতে আপনাদের এ জাতীয় প্রশ্নের বিস্তৃত উত্তর দিতে চেষ্টা করব।

ইংল্যাণ্ড সম্বন্ধে যদি কারুর কিছু জানার থাকে আমায় লিখতে পারেন। উত্তর ইংল্যাণ্ডের চিঠির শেষে নাম ঠিকানা সহ লিখে দেবো।

—

অঙ্কে যারা কাঁচা

(১৩শ স্তবক)

জ্ঞানেন্দ্র নাথ রায়
(বি ৫৭৬০)

আজ থেকে পঁচিশ হাজার বছর পূর্ব্বে মানুষরা তিন পর্য্যন্তই কেবল গুণতে পারতো। তিনের বেশী মানেই তাদের কাছে অনেক। বহু বছর এভাবে হিসেব চলেছে। তারপর মানুষ ক্রমে ক্রমে তিন এর বেশী গুণতে শেখে। সংখ্যা মনে রাখবার জন্য নানা উপায় অবলম্বন করা হত। কাঠের টুকরোতে দাঁত কেটে বা দড়িতে গিট বেঁধে মনে রাখা হত কার কত গরু ছাগল বা শস্য আছে। জানা যায় যে, মিশর এবং মেসোপটামিয়ায় সংখ্যা লিপিবদ্ধ করার প্রথম প্রচলন হয় আজ থেকে প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে।

এর প্রায় তিন হাজার বছর পর রোমানরা এক নতুন ধরণের চিহ্ন ব্যবহার

করতে শুরু করে। এই রোমান চিহ্ন আজও আমরা ব্যবহার করি, যখন লেখা হয়— ক্লাশ VIII। এই ধরণের চিহ্ন দিয়ে কিন্তু অঙ্ক করা সহজ নয়। এখন আমরা ব্যবহার করি, ১, ২, ৩······৮, ৯ এই নয়টি অঙ্ক ও ০ (শূন্য)। এভাবে সংখ্যা লেখা শুরু হয় আমাদেরই দেশে— সিন্ধুনদের উপত্যকার প্রাচীন সভ্যদেশে।

প্রথম প্রথম পৃথক পৃথক দাগ টেনে লেখা হত এই সংখ্যাগুলো। যেমন এক বলতে একটা দাগ, দুই এর জন্য দুটো। পরে তালপাতার প্রচলন শুরু হওয়াতে এক এক টানে এই অঙ্কগুলো লেখা হত।

এই নতুন প্রথায় সংখ্যা লেখার প্রচলন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষে অঙ্ক শাস্ত্রের অনেক প্রগতি হয়।

প্রায় ৫০০ খৃষ্টাব্দে এমন অনেক অঙ্কবিদ ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করেন যারা অনেক কঠিন কঠিন অঙ্ক সমস্যার সমাধান করেন।

এদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য বরাহমিহির ও আর্যাভট্ট। আজ কিন্তু ভারতবর্ষ অঙ্ক শাস্ত্রে অনেক পেছিয়ে পড়েছে। আজকাল আমরা অঙ্ককে শুধু শুধু ভয় পাই। আসুন, সেই ভয়কে দূরে ঠেলে দিয়ে আমরা আরও কিছু নতুন নিয়ম শিখি।

(৩৬) ৮, ১৮, ২৮ প্রভৃতি দিয়ে ভাগঃ

৯, ১৯, ২৯ প্রভৃতি দিয়ে ভাগ করবার পদ্ধতিগুলো (৩৩, ৩৪, ৩৫ নং) সব প্রায় এক। তেমনি ৮, ১৮, ২৮ প্রভৃতি দিয়ে ভাগ করবার পদ্ধতিও এক। ৯ এর পরিবর্তে যেমন ১০ দিয়ে ভাগ করা হয়েছিল, তেমনি ৮, ১৮, ২৮ এর পরিবর্তে যথাক্রমে ১০, ২০, ৩০ দিয়ে ভাগ করতে হয় এই নিয়মে। আগের পদ্ধতিগুলো থেকে এই পদ্ধতির পার্থক্য এই যে ৯ ও ১০ এর পার্থক্য যেখানে ১, সেখানে ৮ ও ১০ এর পার্থক্য হচ্ছে ২।

১৮, ২০ এবং ২৮, ৩০ এর ক্ষেত্রেও পার্থক্য হচ্ছে ২। এই ২ পার্থক্যের জন্য এবারকার নিয়ম পূর্ব্বের নিয়মগুলো থেকে একটু ভিন্ন। পূর্ব্বের ন্যায় এখানেও ১০ দিয়ে (বা ২০, ৩০ দিয়ে) ভাগ করা অবশিষ্টের সঙ্গে 'কিছু' যোগ করে ৮ দিয়ে ভাগ করা অবশিষ্ট পেতে হয়। পূর্ব্বের নিয়মে 'কিছু'র অর্থ হল 'ভাগফল', কিন্তু এক্ষেত্রে 'কিছু' মানে হল ভাগফলের দ্বিগুণ।

এর কারণ আর কিছুই নয়। এক্ষেত্রে ১০ — ৮ = ২ বলে ভাগফলের দ্বিগুণ যোগ

করতে হয়।

(ক) উদাহরণ— ১০১ ÷ ৮ = কত?

১০)১০১(১২
১০
+২ = ভাগফলের দ্বিগুণ
২১
২০
১
+৪ = ভাগফলের দ্বিগুণ
৫

নির্ণয় ভাগফল = ১২
অবশিষ্ট = ৫

(খ) উদাহরণ— ২০৭৮ ÷ ৮ = কত?

১০)২০৭৮(২৪৭
২০ ১২
২৫৯
+৪ = ভাগফলের দ্বিগুণ
৪৭
৪০
৭
+৮ = ভাগফলের দ্বিগু
১৫
+২ = ভাগফলের দ্বিগুণ
৭৮
৭০
৮
+১৪ = ভাগফলের দ্বিগুণ
২২
২০
২
+৪ = ভাগফলের দ্বিগুণ

দ্বিতীয় ধাপে ৭৭ থেকে ৪০ বাদ দিয়ে পাওয়া ৭ এর সঙ্গে ৮ (৪ এর দ্বিগুণ) যোগ দেবার পর ১৫ পাওয়া যায়। ১৫কে আবার (অর্থাৎ ভাজ্যের ৮ না নামিয়েই) ১০ দিয়ে ভাগ করা যায় বলে একটি নতুন ভাগফল ১ পাওয়া গেছে। পূর্বের ভাগফল ৪ এর সঙ্গে এই ১ যোগ করতে হবে প্রকৃত ভাগফল পাওয়া'র জন্য।

এই ১ এর দ্বিগুণও কিন্তু অবশিষ্ট ৫ (অর্থাৎ ১৫-১০) এর সঙ্গে যোগ করতে হবে প্রকৃত অবশিষ্ট পাবার জন্য।

অতএব, নির্ণেয় ভাগফল = ২৫৯

এবং ভাগশেষ = ৬

বলা বাহুল্য, ১৮, ২৮, ৩৮, ৪৮, ৫৮ প্রভৃতি দিয়েও একই নিয়মে ভাগ করা সম্ভব।

(৩৭) উৎপাদক সাহায্যে ভাগ—

উৎপাদক সাহায্যে ভাগ আমরা অনেকেই স্কুলে থাকতে শিখেছি। কিন্তু অভ্যাসটা রাখিনি। অনেক ক্ষেত্রে উৎপাদক সাহায্যে ভাগ অপেক্ষাকৃত সহজ হয়।

যেমন, ১৬ দিয়ে মুখে মুখে ভাগ করার আয়োজন হলে ১৬ এর নামতা ভালভাবে জানা থাকা দরকার। কিন্তু, ১৬ মানে যে (৪×৪) বা (২×২×২×২) জানা থাকলে মুখে মুখে করা সম্ভব।

১৬ দিয়ে ভাগ না করে পর পর দুবার ৪ দিয়ে কিংবা পর পর চারবার ২ দিয়ে ভাগ করলে একই উত্তর পাওয়া যাবে। কোন সংখ্যাকে ৭৫ দিয়ে ভাগ করতে হলে আমাদের অনেকে হিমসিম খাব। কিন্তু, ২৫ দিয়ে ভাগ করার একটি নিয়ম আমাদের জানা আছে (১৮নং পদ্ধতি)। ৭৫ দিয়ে ভাগ এর পরিবর্তে ২৫ ও ৩ দিয়ে ভাগ করা অপেক্ষাকৃত সহজ। ভাজ্যটি নিঃশেষে বিভাজ্য হলে কোনরকম অসুবিধে হবে না। কিন্তু, অবশিষ্ট থাকলে কী করতে হয় তা হয়তো অনেকের জানা নেই। কয়েকটি উদাহরণ সাহায্যে নিয়মটি এখন বোঝান হচ্ছে।

(ক) ৯৫৩৭ ÷ ৪২ = কত?

৪২ = ২ × ৩ × ৭

৯৫৩৭ ÷ ২ = ৪৭৬৮, অবশিষ্ট ১

৪৭৬৮ ÷ ৩ = ১৫৮৯, অবশিষ্ট ১

১৫৮৯ ÷ ৭ = ২২৭, অবশিষ্ট ০

প্রকৃত অবশিষ্ট = ০ × (৩ × ২) + ১(২) + ১

এবং ভাগফল ২২৭

অবশিষ্ট নির্ণয়ের নিয়ম হচ্ছে এরকম—

প্রকৃত অবশিষ্ট = শেষ অবশিষ্ট × (আগের ধাপের সব ভাজকের গুণফল) + ··· + দ্বিতীয় অবশিষ্ট × ১ম ভাজক + ১ম অবশিষ্ট।

(খ) উদাহরণ— ৯৫৮৩ ÷ ৭৫ = কত?

৭৫ = ৩ × ৩ × ৫

৯৫৮৩ ÷ ৩ = ৩১৯৩, অবশিষ্ট (১ম) = ১

৩১৯৩ ÷ ৩ = ১০৬৪, অবশিষ্ট (২য়) = ১

১০৬৪ ÷ ৫ ২১২, অবশিষ্ট (৩য়) = ৪

ভাগফল = ২১২

অবশিষ্ট = ৪ × (৩ × ৩) + ১ × (৩) + ৪

= ৪৩

(ক্রমশঃ)

মোটেই শক্ত নয়

(৫ম স্তবক)

—সপ্তর্ষি

ঔৎসুক্য মেটানোর জন্য প্রথমেই মোশন ৪ এর সমাধান দেওয়া হচ্ছে—

পোকায় কাটবার আগে চার্ট টা তাহলে ছিল নীচের মত—

	খেঃ	বিঃ	ড্রঃ	হাঃ	পঃ
কাঃ	৩	২	১	০	৫
চঃ	৬	১	১	১	৩
পূঃ	৩	১	০	১	২
মোঃ	৩	০	২	১	২

॥ মোশন ৩ এর সমাধান ॥

দুঃখের বিষয় এই যে, মোশন ৩ এর সমাধান কোন মিতার ঠিক হয়নি।

মোশন ৭ এর সমাধান যারা পাঠিয়েছেন—

৬১৫০ সুখময় কুণ্ডু ৬৯০২ রজত রায় চৌধুরী ৬৯১৮ রাজেশ চ্যাটার্জী ৭১৮২ অমিতাভ নাগ ৭১৯২ তপন মুখার্জী ৭২৮৫ চন্দ্র বিকাশ ঘোষ ৭৩৮৪ স্বজন চক্রবর্তী ৭৪৮১ গোপাল সাহা ৭৫৫০ কাজল দাসগুপ্ত ৭৫৯০ শ্রীদেবদত্ত ব্যানার্জী বি ৬২৩৩ অবণী ভূষণ বসাক।

বিয়ের মরশুম চলছে। একটা পুরনো ঘটনা মনে পড়ল, তাই বলছি—মোশন ৫ :—

সবে তখন আমার বিয়ে হয়েছে। শশুর বাড়ীতে যাবার আগে গিন্নী আমাকে তার ৪টি যমজ বোনের কথা বলে আমাকে সাবধান করে দিচ্ছিল। এই শ্যালিকা চারটিই পড়াশুনো করছে। একজন পড়ে ইঞ্জিনীয়ারিং, একজন ডাক্তারী, একজন এম্, এ আর অন্যজন এম্, এস্, সি। ওদের দেখে বোঝার উপায় নেই কে কী পড়ছে আর মজা হল ওদের দুজন সব সময় সত্য কথা বলে, একজন সবসময় মিথ্যে বলে আর অন্যজন প্রায়ই সত্য কথা বলে তবে যে বোনটি ডাক্তারী পড়ে তার সঙ্গে এর ঝগড়া আছে বলে ওর প্রসঙ্গ উঠলেই সে মিথ্যে বলে।

প্রথম যেবার শশুর বাড়ী যাই এই

চারজন শ্যালিকা এসে আমাকে ঘিরে বসল। কার কী নাম তা বলেই গিন্নী (ও সব সময় সত্য কথা বলে) ভেতরে চলে গেল। ওরা কে কী পড়ে জিজ্ঞেস করতেই—

জ্যোৎস্না বলল— কৃষ্ণা এম,এ পড়ছে।

কৃষ্ণা উত্তর দিল— রত্না পড়ছে ইঞ্জিনীয়ারিং।

রত্না বলল— স্বপ্না পড়ছে এম-এস-সি।

আর স্বপ্না বলল—জ্যোৎস্না পড়ে ডাক্তারী।

ওদের কথা বিশ্বাস করে নিয়ে অন্য প্রসঙ্গ শুরু করতেই তারা সব হাসিতে ফেটে পড়ল এবং হৈ হৈ করতে করতে গিন্নীকে ডাকতে চলে গেল। তখন মনে পড়ল গিন্নীর সেই কথাগুলো। সত্য-মিথ্যার সমস্যায় পড়ে আমার সবকিছু গণ্ডগোল হয়ে গেল। জব্দ হয়ে নিজেকে ভারী বোকা বোকা লাগছিল। এমন সময় সদল-বলে গিন্নী এসে আমায় বাঁচাল— জান, তোমার এম, এ, ক্লাশের শ্যালিকাটি বলছে ইঞ্জিনীয়ারিং এর ছাত্রীটি নাকি মিথ্যো বলেছে।

কথাটা শুনে আমি বুঝতে পেরেছিলাম, কে কী পড়ছে। আপনারা বুঝতে পেরেছেন কি?

———

অব্যক্ত

বি ৬৫১৬ শ্যামল ব্যানার্জী
কুলটি, বর্ধমান

বিকেলে বাগানে বসে খবরের কাগজ পড়ছিলাম। হঠাৎ পাশ থেকে শুনতে পেলাম - 'নমস্তে বাবুজী'; চমকে উঠলাম পাশে তাকিয়ে। এক মুখ কাঁচা পাকা দাড়ি, রুক্ষ ঝাঁকিড়া ঝাঁকড়া চুলে কতদিন তেল পরেনি তার ঠিক নেই, পরণে একটা লুঙ্গি এবং সার্ট। সেগুলো তালি মারতে মারতে এমনই অবস্থায় দাঁড়িয়েছে যে তালি-গুলো ছাড়া আসল কাপড়টাকে নজরের মধ্যে আনতে গেলে চোখের বেশ কসরৎ করতে হয়।

একনজরে তাকে ঠিক চিনতে পারলাম না। আমার এই অবাক চাউনি দেখে একগাল হেসে সে বলল, "বাবুজী আমাকে আপনার ইয়াদ পড়ছে না? আমি সুলেমান আছে।"

পরিচয় দেওয়াতে আরও একটু অবাক হলাম। বাঁদর নাচ দেখিয়ে বেড়াত সুলেমান। শরীরের যত্ন না নিলেও কেমন একটা লালিত্য ছিল তার চেহারার মধ্যে যার জন্য সবার সঙ্গে সহজ ভাবে মিশতে পারত, আর ছিল তার চিরন্তন হাসি যে হাসি আজ তার হারিয়ে গেছে। অবাক হওয়ার কথাই তো।

সুলেমানের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল বাঁদর নাচ দেখার সূত্রে। প্রায়ই আমাদের বাড়ীর সামনের রাস্তা দিয়ে দুটো বাঁদর সঙ্গে করে ডুগডুগি বাজাতে বাজাতে যেত সে।

একদিন আমার ভাইপো বায়না ধরল তাকে বাঁদর নাচ দেখাতে হবে। বায়না ধরলে তাকে থামান মুস্কিল তাই বাধ্য হয়ে ডাক-লাম সুলেমানকে। (নামটা অবশ্য পরে জেনেছিলাম)

তাকে বললাম খেলা দেখাবার জন্য। কত নেবে জিজ্ঞাসা করাতে জবাব দিল— আপনার যা খুশী হবে বাবুজী আমি কুছু বলবে না। এই বলে সে বাঁদরের দড়িতে টান লাগালো— "চল রে মুন্না মুন্নী বাবুজীকে খুশ করে দে ভাল বক্‌শিস পাবি।" এক হাতে বাঁদরের দড়ি অন্য হাতে ডুগডুগি নিয়ে বাঁদর নাচাতে

নাচাতে গান ধরলো—

"আমার এ মুন্না মুন্নী নাচে বহুৎ ভালো
মুন্না মুন্নীর নাচ দেখিতে বাবুজী তাইতে
ডাক দিলো
এ মুন্না নাচেরে ও মুন্নী নাচে" ইত্যাদি।

তার নাচ দেখানোয় খুশী হয়ে দুটো টাকা দিয়েছিলাম। আমার নিজের মনটা ছিল সেদিন খুশীতে ভরপুর, তাই কি দিচ্ছি কত দিচ্ছি সে হিসাব করিনি। সুলেমান একটু অবাক হয়েছিল— "বাবুজী, ইতনা ক্যায়সে হো সেক্তা। নহী বাবুজী আপনি যদি খুশী আছেন তবে একঠো রূপয়া দিন উহাতে আমি বহুৎ খুশ থাকব।"

একরকম জোর করেই তাকে টাকা দুটো দিয়ে বলেছিলাম মাঝে মাঝে এসে খেলা দেখিয়ে যেতে। এরপর প্রায়ই এসে খেলা দেখিয়ে বক্‌শিস্ নিয়ে যেত সুলেমান।

হঠাৎ মাস ছয়েক কি তারও বেশী ডুব মেরেছিল সে, একরকম ভুলেই গিয়েছিলাম তার কথা। আজ হঠাৎ এই অবস্থায় তার আবির্ভাবে একটু অবাক হয়েছিলাম বৈকি।

বিস্ময়ের ঘোর কাটতে জিজ্ঞাসা করলাম—

"সুলেমান তুমি এই ভাবে? কি ব্যাপার, কি হয়েছে তোমার? তোমার মুন্না-মুন্নী কোথায়?

একটা দীর্ঘশ্বাস বেড়িয়ে এল তার বুক চিরে— "আর বাবুজী আমার মুন্না মুন্নী।

কেন কি হল তাদের? তুমি খেলা দেখাওনা আর? অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম।

খেলা আর কি দেখাব বাবুজী, মুন্নী আমার মারা পড়ল আর মুন্নাকে আমি ছাড়িয়ে দিলাম, আর আমি ইখান উখান ঘুরছি আর ভিখ মাঙ্‌ছি।"

অবাক হলাম তার কথায়, জিজ্ঞাসা করলাম— "মুন্নী মারা পড়ল তো মুন্নাকে ছাড়লে কেন?"

"উয়ো বাবুজী বহুত কথা আছে" ম্লান হেসে বলে সে—,

"বাবুজী কাহুকে আমি সে কথা বলিনি মগর আপনাকে আমি বলব, আগে আমাকে একটা ..."

আমার কাছে বিড়ি না থাকায় একটা

সিগারেট দিলাম। কয়েকটা টান দিয়ে সুলেমান শুরু করল তার কাহিনী।

"বাবুজী, পহ্‌লে আমি এরকম ছিলো না অওর বান্দর ভী নাচাতাম না। তখন আমি জোয়ান মরদ। আমার একটা সনসার ছিলো, আমার বিবি ছিল। বিবির নাম ছিল বাবুজী আমিনা, বহুত খুবসুরৎ লড়কী ছিল আমিনা অওর বহুত ঠাণ্ডা ভী ছিলো। একটা ছোটাসা বাড়ীতে আমরা থাকতাম!

বাড়ীর সামনে অল্প জমীন ছিল, আমিনা সেখানে ফুল গাছ লাগাত। হরেক টাইমে হরেক কিসিম ফুল ফুটত অওর সঁঝের টাইমে বহুত খুসবু সাড়ত। আমরা দোজনা ছিলো বাবুজী সন্‌সাবে। বেশ ভাল চলছিল, বহুত সুখী ছিলাম আমরা। মগর বাবুজী খুদা আমার সব নিয়ে লিলে, আমাকে শয়তান পেয়ে বসল। আমার অমন বিবিকে আমি বিশওয়াস করলাম না।"

"কেন, কি করেছিল তোমার বিবি?" জিজ্ঞাসা করলাম। 'না, না বাবুজী, আমিনা বহুত ভাল ছিলো। আমি কাজ করতাম দিনে, হপ্তা পেলে আমিনাকে দিতাম, সে সন্‌সার চালিয়ে লিত। বহুত খুশী ছিলাম আমরা।"

একরোজ আমিনার ফুফার লড়কা এল আমার বাড়ীতে। জোয়ান মরদ, দেখতে বহুত ভাল ছিল। যখন আমি কাজে যেতাম উয়ারা গল্প করত, হাসত দিল্‌লগি, মস্করা করত অওব সন্‌ঝার টাইমে আমি ভী লাগতাম বেড়াতাম গপ্‌সপ্‌ করতাম।

একরোজ এক আদমী আমাকে বললে আমার শালা বহুত খারাপ লড়কা আছে, আমার বিবির সাথে উয়ার মহব্বৎ আছে।

পহ্‌লে আমি বিশওয়াস করিনি বাবুজী, মগর শয়তান সব খারাপ করিয়ে দিল বাবুজী। আমাকে শয়তান ধরলো। এক-রোজ কাজসে বাড়ীতে এসে দেখলাম শাঁড়ুভাই আমিনার কোলে মাথা রেখে শুয়ে আছে। আমি আমিনাকে গলৎ সমঝলাম।

ঐ টাইমে আমিনার পেটে বাচ্চা এল অওর আমার দিল ভী বিগ্‌ড়িয়ে গেল। বাবুজী, শয়তান আমাকে পাকড়াও করেছে। আমি সোচলাম উ বাচ্চা আমার না আছে। আমার শালা ঐ টাইমে আপনা গাঁওতে চলে গিয়েছে।

একরোজ সবেরে মেজাজ খোরা খাট্টা ছিল বাবুজী। আমিনাকে বহুত গালি দিলাম। বাবুজী যো কাম আমি কখনো

করিনি ওহি কাম করলাম, আমিনাকে মারলাম"। গলা ধরে এল সুলেমানের, একটু থেমে সে আবার শুরু করল—

"বাবুজী, আমিনা কোন কথা আমাকে বলল না, শুধু কাজে যাবার টাইমে বলল, তুমি আমাকে গলৎ সমঝলে এহি আমার দুখ রইল। কাজে গিয়ে মেজাজ অল্প ঠাণ্ডা হলে বহুত আফশোষ হ'ল বাবুজী।"

মনটা ভাল লাগল না, বাড়ী চলে আসলাম। মগর বাবুজী আমিনাকে পেলাম না উয়ার মুর্দাটাকে পেলাম। আমিনা আমাকে ছেড়ে পালিয়ে গেল বাবুজী। বাচ্চা ছেলের মত কাঁদতে থাকে সুলেমান। কৌতূহল চাপতে না পেরে জিজ্ঞাসা করি—'কি হয়েছিল আমিনার?'

"বাবুজী আমি তাকে গলৎ সমঝেছি, তাকে নষ্ট জানানা বলেছি, তাই সে দুখ সামলাতে না পেরে গলাতে ফাঁস লাগিয়ে লটকে দিল। সবাই তাকে আমার সামনেসে কবর দিতে নিয়ে গেল, আমি ভী গেলাম, মগর বাবুজী অওর বাড়ী ফিরতে পারলাম না।

আমিনার কবরের পাশে গিয়ে বহুত রোয়েছিলাম বাবুজী। যখন হুঁস ফিরল তখন বহুত রাত হয়ে গিয়েছে। পাশের কবর থেকে সব মুর্দা যেন আমার দিকে লাল আঁখসে দেখতে লাগল। যেন বলতে লাগল—'বেশরম আদমী জানানাকে ইজ্জত রাখতে নেহী জানতে হো, ভাগো, নিকাল যাও হিঁয়াসে।' বাবুজী পালিয়েছিলাম ওখান থেকে।

রাস্তায় রাস্তায় ঘুরতাম, মগর বাবুজী পেট মানল না। কুছদিন বাদ মুন্না মুন্নীকে খরিদ করলাম, ভিখ মেঙ্গে কিছু পয়সা ছিল। তিন সাল ছিল উয়ারা।

একদিন সবেরে উয়াদের ঘর থেকে নিকলাতে গিয়ে দেখলাম মুন্নী মরিয়ে গিয়েছে অওর উয়ার পাশে মুন্না গালে হাত দিয়ে বসে আছে অওর উয়ার আঁখসে পানি গিরছে, হাঁ বাবুজী মুন্না কানছিল। আমাকে দেখে জড়িয়ে ধরল, বাবুজী আমি ভী রোয়েছিলাম, সামালতে পারিনি। বহুদিন উয়ারা একসাথে খেল দেখিয়েছে।

মুন্নী মারা যাবার পর মুন্না আর খেল দেখাত না বাবুজী। যখন জবরদস্তী করতাম, ছিপটি হিলাতাম তখন ভয়ে ভয়ে আমার দিকে দেখত অওর উয়ার আঁখসে

পানি গিরত, উ কানত বাবুজী।

একদিন রাতে ইয়াদ পড়ল আমিনার

কথা, ইয়াদ পড়ল আমিনা মারা যেতে আমি কি করেছিলাম, আমার হালত কি হয়েছিল।

বাবুজী মুন্নাকে তাই ছাড়িয়ে দিয়েছি, যেখানে উয়ার দিল চায় চলে যাক। মগর বাবুজী হররোজ যেখানেই আমি থাকি একবার করে আসবে একটু সোহাগ খাবে তারপর আবার পালিয়ে যাবে। বাবুজী, মুন্না মুন্না আমার বেটা বেটীর মত ছিল। উয়ারা যখন চলিয়া গেল দিল আমার খারাপ হয়ে গেল

কোন কাজ কাম করতে আমার দিল লাগে না। ভিখ মাগি আর খাই। বাবুজী ইসব কথা কাউকে বলিনি, আপনাকে ভালো লাগে তাই বললাম। দিল অল্প হাল্কা হ'ল। একটু চুপ করে বলে—বাবুজী, চার আনা পয়সা হোবে? দিন ভর কুছ খাইনি।

পকেটে একটা টাকা ছিল সেটা সুলেমানকে দিয়ে বললাম— "সুলেমান তোমার যখন দরকার পড়বে চলে আসবে।

উ আমাকে বলতে হবে না বাবুজী, আপনি মালিক আছেন, আমি জরুর আসব। আজ চলি বাবুজী, নমস্তে।

সুলেমান চলে গেল তার স্বভাব সুলভ হাসি হেসে আর আমার কাছে রেখে গেল তার অব্যক্ত ব্যথার টুকরো অতীত-টুকু যা আমার সত্যিই কাঁদাল।

ক্ষমতা লাভ কঠিন, কিন্তু লব্ধ ক্ষমতার সদ্ব্যবহার আরো কঠিন। মানুষের প্রত্যেক যুগের ইতিহাসই প্রমাণ করিয়াছে যে মানুষ ক্ষমতার মর্যাদা রাখিতে জানে না তাই কোন যুগেই মানুষ তার আদর্শের পথে সম্পূর্ণতা অর্জন করতে পারে নাই।

-- ইউ, জেন, এ্যানল।

সংগ্রাহক -- ৬৮৫৯ ভূদেব চন্দ্র চন্দ্র।

চতুষ্পাঠীর চত্বরে

প্রশ্ন • উত্তর •

— শ্রীজিষ্ণু শর্মা।

১৮০) বেণী মাধব বড়ুয়া, শিলং— ভারতের আধুনিক নিজস্ব নৌ সংস্থা কবে ও কোথায় প্রতিষ্ঠিত হয়? এবং ভারতীয় বাণিজ্য পোতটির নাম কি?

উঃ ১৯১৯ খৃঃ ৫ই এপ্রিল বোম্বেতে ভারতের আধুনিক নৌ সংস্থা প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়। ভারতের প্রথম বাণিজ্য পোতের নাম "লয়েলটি"।

১৮১) শঙ্কর দাস গাঙ্গুলী, তামিলনাড়ু — কোথা থেকে এবং কোন সালে ভারতে প্রথম সোডা ওয়াটার আমদানী হয়?

উঃ ১৮১১ খৃঃ ইংরেজ ট্যাল্‌ক্ কোম্পানীর কল্যাণে লণ্ডন থেকে সোডা-ওয়াটার প্রথম ভারতে আমদানী হয়। তখন প্রতি ডজন সোডার বোতলের দাম ছিলো ১৪ টাকা।

★ ★ ★

১৮২) নাজিমা খাতুন, যশোহর— পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড় উপদ্বীপের নাম কি?

উঃ এশিয়ার পশ্চিম-দক্ষিণে আরবই হলো পৃথিবীর সর্ববৃহৎ উপদ্বীপ।

★ ★ ★

১৮৩)_ যোগেশ চন্দ্র তালুকদার, কানপুর— ভারতের লৌহ ও ইস্পাতের কারখানা কার দ্বারা এবং কবে প্রতিষ্ঠিত হয়?

উঃ ১৯০৬ খ্রীঃ জামসেদজী টাটা ভারতে সর্বপ্রথম লৌহ ও ইস্পাতের কারখানা স্থাপন করেন।

১৮৪) গীতা রক্ষিত, কলিকাতা-১৭
কলকাতার আকাশবাণী থেকে "মহীষ মর্দ্দিনী" গীতি আলেখ্য কবে প্রথম প্রচারিত হয়?

উঃ ১৯৩০ খ্রীঃ মহাষষ্ঠীতে "মহীষ মর্দ্দিনী" কলকাতার আকাশবাণী থেকে প্রথম প্রচারিত হয়। এর পর থেকে মহালয়ার দিন অনুষ্ঠানটি প্রচারিত হয়ে আসছে। শুরু থেকে আজ পর্য্যন্ত এর প্রধান পরিচালক ও পাঠক হলেন শ্রদ্ধেয় শ্রীবীরেন্দ্র কৃষ্ণ ভদ্র।

ব্যঙ্গ রচনা

সাংবাদিক সমীপেষু—

আপনারাই এখন বিশ্বের তথা ভারতের তথা বাঙলার সর্বশক্তির অধীশ্বর। আপনাদের কলমের একটু খোঁচায় মানুদা, জ্যোতিদা প্রমুখ নেতাদের রাত্রের ঘুম ছুটে যায়। তাই প্রথমেই জানাই আপনাদের সশ্রদ্ধ নমস্কার।

আপনাদের ঐ ছোট্ট অমূল্য পরিচিতিটার সত্যিই তুলনা হয় না। বিখ্যাত নায়িকার শোবার ঘরে গিয়ে আপনারা অনায়াসেই জিজ্ঞেস করতে পারেন তাঁর সর্বশেষ প্রেমিকের গেঞ্জির মাপ কত।

ভয়ঙ্কর যুদ্ধের নায়কদের সময় হয় না তাঁদের স্ত্রীদের সঙ্গেও দেখা করার, কিন্তু আপনাদের জন্যে তাঁদের সময় সযত্নে তোলা থাকে। যেমন মায়াদির জানা না থাকলেও আপনারা নিশ্চয়ই জানেন মানুদা এখন কোথায় আছেন।

পৌর স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা চায়ের টেবিলে আপনাদের পেলে তাঁদের মনের জানলা-

গুলো সব খুলে দেন। তাঁরা আফশোষ করেন শ্মশানের শরটেজের জন্য ড্রিংকিং ওয়াটারের সঙ্গে ইন্‌ফেক্‌টিভ হেপাটাইটিসের বীজাণু মিশিয়ে পরিবার পরিকল্পনার পাইলট স্কিমটা চালু করতে পারছেন না বলে।

কয়লা কেলেঙ্কারি তদন্তের দুর্ধর্ষ রাশিয়া গোয়েন্দাসংস্থা কে, জি, বি এজেন্ট এর রিপোর্ট আপনাদের কাছে ঠিক সময়েই আসে, যাতে লেখা থাকে সরকার দাম কমাবার জন্য খনি রাষ্ট্রায়ত্ত করেন নি, করেছেন সোসালিজম প্রতিষ্ঠার জন্য। অতএব সরকার নির্দোষী।

আপনাদের চারজন প্রতিনিধি ট্রেনে, প্লেনে এবং মোটর গাড়ীতে দু বছরে মোট ছাব্বিশ হাজার দু'শ আটাত্তর কিলোমিটার ভ্রমণের পর গত ৩রা সেপ্‌টেম্বর আপনাদেব টি-ভি উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মাননীয় মুখ্য-মন্ত্রীকে পেয়ে আপনারা আনন্দিত হয়ে-ছিলেন।

অপূর্ব, এত সুন্দর কল্পনা সত্যিই কল্পনাই করা যায় না, কবিগুরু বেঁচে থাকলেও নয়।

আপনাদের চিন্তা ভাবনা সুখ দুঃখ সবই সর্বহারাদের জন্য, শুনলেও বুকটা জুড়িয়ে যায়।

যাই হোক সর্বহারা মানেই খাওয়া দাওয়ার ঝামেলা, কি বলুন? সকলটা অবশ্য আপনাদের প্রসাদ পেয়ে দিব্যি কেটে যায়। আপনাদের প্রসাদ পেয়ে জানতে পারি অমুক রাস্তার তমুক গুদাম থেকে এত বস্তা চাল, এত বস্তা ডাল উদ্ধার করা হয়েছে। সত্যিই প্রসাদ পেয়ে বুকটা একেবারে জুড়িয়ে যায়। আপনাদের পরিশ্রমের তুলনা হয় না। আপনারা নিশ্চয়ই নিজেদের লেখাগুলো পড়ার একদম সময় পান না। পুরণো লেখাগুলোত নয়ই কি বলুন! আমাদের কিন্তু সময় কিছুতেই কাটতে চায় না। সেই কারণে মাঝে মাঝে আপনাদের প্রতিভা ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখি। সত্যিই অপূব আপনাদের খবরের সাম্যবাদী নীতি, শুধু বস্তার সংখ্যা আর রাস্তার নাম আলাদা।

আমরা বুঝতে পারি ষাট হাজার বস্তা গুণতে আপনাদের যথেষ্ট পরিশ্রম করতে হয়, সেই কারণে সময় পান না গুদামের মালিকের নাম জানতে। মালিকের নাম টাম জানা বিরাট ব্যাপার, গোলাগুলিরও ভয় আছে।

আপনাদের মতন মহান নেতাদের এখানে

যাওয়া উচিত নয়। আপনারা যেতে চাইলেও আমরা যেতে দিতে পারি না। তাই বলছি দাদা, আমাদের সঙ্গে নিন্। ভয় নেই, কিছু দিতে হবে না, শুধু মাঝে মাঝে পালা করে আমাদের নিয়ে যাবেন গ্র্যাণ্ড আপনাদের নৈশ ভোজের টেবিলে। আলাপ করিয়ে দেবেন আপনাদের বন্ধুদের সঙ্গে। আমরা তখন সবাই মিলে শ্লোগান দেব —

আমি বলব :— "সর্ব্বহারা"
আপনারা বলবেন :— "যুগ যুগ জীয়।"

—অমর চ্যাটার্জী
রাউরকেল্লা

—০—

মার্কিণের চিঠি

ভাই কল্যাণীদি,

আপনি আমাকে এখানকার কথা কিছু লিখতে বলেছেন। কিন্তু 'ঠিক' লেখা বলতে যা বোঝায় তাতে আমি অভ্যস্ত নই, আর সুস্থমতো লিখতে বসার অবসরও নেই আপাতত, তবু এখানকার জীবনযাত্রা সম্বন্ধে কিছু জানাতে পারি, অন্ততঃ আমার যেমন অভিজ্ঞতা হয়েছে।

এখানে এসেই প্রথম যে 'বৈলক্ষণ্য' আমার চোখে পড়েছে তা হল এদের সাথে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য। বহির্জীবনের পার্থক্যের কথাই ধরা যাক্। অর্থ (dollar) হল এই সমাজের মেরুদণ্ড। 'ডলার ছাড়া এখানে এক মুহূর্তও চলা যায় না। যতক্ষণ টাকা আছে ততক্ষণ সব ঠিক চলবে। কিন্তু যখন টাকা থাকবে না তখন একেবারে অসহায়। বলতে পারেন, এ তো পৃথিবীর সর্বত্র। কিন্তু তবু যেন একটু পার্থক্য আছে এখনও এ ব্যাপারে পূবের সাথে পশ্চিমী সভ্যতার।

এই সমাজের আর একটা দিক এদেশে পা দেওয়ার সাথে সাথেই নজরে পড়ে— তা হ'ল 'গতি'। অদ্ভুত এদের কর্মক্ষমতা। এরা সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে ছুটে চলেছে। ঠিকমত কাজ করতে পারলে এদেশে যথার্থ

মূল্যায়ন হয়। গুণের কদর ঠিকই আছে। আর আছে উঁচু মানের জীবনযাত্রার বিভিন্ন উপকবণ।

মানুষের আরামের জন্য, আনন্দের জন্য সুবিধার জন্য এরা কত-কী যে করে ফেলেছে তাব ইয়ত্তা নেই, সত্যি করেই অবাক হয়ে যাই দেখতে দেখতে। অবশ্য এই কর্মক্ষমতাব সঙ্গে আর্থিক আকর্ষণটা জড়িয়ে আছে অঙ্গাঙ্গীভাবে। যতক্ষণ কাজ করবে ততক্ষণ পয়সা পাবে। সাথে পাবে জীবনের সব রকম আনন্দ। জীবনকে নানা-ভাবে উপভোগ কবতে পারবে।

কিন্তু যখন অক্ষম হয়ে পড়বে, শারীবিক ব্যর্থতাব সাথে সাথে চারিদিক থেকে ব্যর্থতা আসবে, তখন বাঁচতে হবে লোকের করুণার ওপরে আব সবকাবের সাহায্যের ওপরে।

তাই এ দেশেব 'বুড়ো' মানুষদের সত্যি খুব কষ্ট। হয়তো এদের চোখে এবকমটাই স্বাভাবিক। তবে মনে হয় এ নিয়মের ব্যতিক্রমও আছে, যদিও এখনও দেখতে পাইনি।

এদের আরও কতকগুলো গুণ খুব সহজেই মুগ্ধ করে আমাদের। তাহলো এদের ভদ্রতাবোধ, সৌজন্যবোধ, এদের কথাবার্ত্তায়, ব্যবহারে অন্ততঃ বাইরের দিক থেকে একটা মিষ্টি স্পর্শ।

পরিচ্ছন্নতা বোধ দেখলে অবাক হই। আর একটা গুণ যা সবসময়েই চোখে পড়ে, তা হল এদের Punctuality, কেউ রাত ৮টায় বাড়ীতে আসবে বললে যদি তার ২০ মিনিট পবে আসার সম্ভাবনা থাকে তাহলে সঙ্গে সঙ্গে Phone মারফৎ জানিয়ে দেবে দেরী হবার সম্ভাবনাটুকু। বাস আসতে দেবী হলে সত্যি সত্যি বুঝতে হবে ঘড়ি fast চলছে। ঘড়ির কাঁটা মিলিয়ে এদের প্রতিটি কাজ।

অবশ্য প্রতি পদক্ষেপে এই তাল মিলিয়ে চলতে গিয়ে আমাব মাঝে মাঝে যা মনে হয়, এখানকাব জীবনযাত্রায় যান্ত্রিকতাব স্পর্শ। মানুষকে যন্ত্রের মতো একভাবে চলতে হয়। আমি মাঝে মাঝে হাঁপিয়ে উঠি, একঘেয়ে মনে হয়।

অবশ্য এই সমাজে আমি একে নতুন, তাই বিদেশী। হয়তো আমার যা অভিজ্ঞতা হযেছে এই তিন মাসে তা সম্পূর্ণ সত্যি নয়। হয়তো একচোখো ধারণা। জানিনা কবে এখানকার সমাজকে আরও সম্পূর্ণভাবে বুঝতে পারব। তখন হয়তো আরও সুন্দব ভাবে আরও সম্পূর্ণভাবে আমেরিকার জীবন-

যাত্রাকে সভ্যতাকে, সাংস্কৃতিকে আপনাদের কাছে তুলে ধরতে পারব।

অনেক কথা লিখলাম যা মনে হল। জানি না আপনার কেমন লাগবে। যাক। আজকের মতো আপনাকে আমার আন্তরিক প্রীতি শুভেচ্ছা জানিয়ে শেষ করছি।

ইতি— রত্না দে

৭৩৫৩

ডাকমাশুল বৃদ্ধি

"১৯৭৪-এর এপ্রিল থেকে ডাক মাশুল বৃদ্ধি পাচ্ছে। পোষ্ট কার্ড ১৫ পঃ, আন্তপ্রা-দেশিক পত্র ২০ পঃ, খাম ২৫ পঃ, রেজিষ্ট্রী ১ টাকা ২৫ পঃ এবং A. D. ১৫ পঃ।

মিতা ভাইবোনেদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে সঙ্ঘ থেকে চিঠির উত্তর পেতে হলে উপযুক্ত ডাক টিকিট বা ঐ মূল্যে খাম, কার্ড ইত্যাদি ঠিকানা লিখে যেন পাঠান, নচেৎ উত্তর দেওয়া সম্ভব হবে না।

কোন বেয়ারিং চিঠি সঙ্ঘ গ্রহণ করবে না। সুতরাং উপযুক্ত ডাক টিকিট মেরে যেন পত্রাদি পাঠানো হয়।

যাঁদের চাঁদা পরিশোধ করা আছে তাদের প্রত্যেককে লিপিমিতা যথাসময়ে পাঠানো হয়ে থাকে। ডাকে দেবার পূর্ব্বে তালিকা মিলিয়ে নাম ঠিকানা পরীক্ষা করা হয়।

যদি কেউ সাধারণ ডাকে পত্রিকা না পান তবে তিনি যেন রেজিষ্ট্রী ডাকে পাঠানোর জন্যে ১টা ৩০ পয়সার ডাকটিকিট অথবা ঐ টাকা মুদ্রানামা যোগে পাঠান।

চিঠিতে বা মুদ্রানামার কুপনে পুরাতন মিতারা যেন তাঁদের নামের পাশে সদস্য সংখ্যার অবশ্য উল্লেখ করেন। নচেৎ সংঘের পক্ষে বিহিত ব্যবস্থা গ্রহণ করার অসুবিধে হবে।

বাংলাদেশের ডাকটিকিট এখন থেকে গ্রহণ করা হবে।

এখন থেকে চাঁদার রসিদ লিপিমিতার মধ্যে পাঠানো হবে।

বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ

— বি ৩৩৮২ শান্তনু কুমার চৌধুরী।

বিশিষ্ট জ্ঞানের অধিকারী তুমি
বিশ্ব বরেণ্য হে বিজ্ঞানী ধন্য,
যুগজয়ী সত্যেন্দ্রনাথ!
কালের হাওয়ায় মিলালো যে হায়
তব শূন্য স্থানে আর মেলা দায়,
তোমা সম জ্ঞানী মিলিবে কি আজ!
মিলিবে না অচিরাৎ।
যে যায় সে যায় ফিরে নাহি চায়
যথা তার স্থান আপন আবাসে,
শুধু স্মৃতি ভাসে—
চক্রাকারে ঘোরে সন্ধ্যা নেমে আসে
পথ পরিক্রমায় জ্বালা আবার সেই প্রভাত।
বিজ্ঞানে তোমার সীমাহীন দান
"বসু-আইন ষ্টাইন" থিয়োরী প্রমান,
আজও করে গান কাঁদে বিশ্ব-প্রাণ
চায় তব সাক্ষাৎ।
নহ শুধু তুমি ভারতী তনয়
তুমি জ্ঞানে গুণে করি বিশ্ব জয়
করেছ বিশ্বমাৎ।
তুমি শিল্পী ওগো তুমি সাহিত্যিক
বাণী দেউলের পুরোধা ঋত্বিক;
হে বিশিষ্ট জ্ঞানী তুমি বিজ্ঞানী
মহাসাধক সত্যেন্দ্রনাথ!
প্রয়াণে তোমার জানাই প্রণতি
পদাম্বুজে শির করি নতি।
ঢালি আঁখি বারি
বেদনার অশ্রুপাত।

একতারা

— ৭২২৯ যূথিকা ব্যানার্জী

নিঠুর আগুনে তিলে তিলে পুড়ে
দীপ দিয়ে যায় আলো
ধূপের মতন নিজেরে বিলায়ে
সবারে বেসেছি ভালো।
ছায়া সহ তরু মায়া ভরা তীরে
ডাকে মোরে দিবা যামি
অকুল সাগরে হাল ভাঙ্গা আর
পাল ছেঁড়া তরী আমি।
তবু আমি হাসি, শুধু ভালবাসি
অশ্রু নদীর ঘাটে।
এক তারা শুধু বাজে একা একা
জীবনের ভাঙ্গা হাটে।

এক ফোঁটা আঁখি জল

— ৭২৯৫ সমীর কুমার মুখোপাধ্যায়।

বন্ধু আমায় বাধলে যে ডোরে
ক্ষণিকের আলাপনে,
সারাটা জনম সে স্মৃতি আমারে
দেবে সুখ ক্ষণে ক্ষণে।
পৃথিবীর এই রঙ্গশালায়
আমরা যে অভিনেতা
নানা রূপে সাজি নানান পালায়
সাজান যে সে বিধাতা।
পথিকে পথিকে হয় পথে দেখা
সামান্য সে পরিচয়
জলের বুকেই জলের সে রেখা
ক্ষণিকে মিলায়ে যায়।
তবু তার মাঝে তোমাদের কাছে
যা পেয়েছি উপহার
সেই ভালবাসা হৃদয়ের মাঝে
ফুল হবে বারে বার।
অচেনা আমারে আপনার করে
নিয়েছ যে কাছে ডেকে
নিঃস্ব এ জন তাই উঠি ভরে
তোমাদের প্রেম মেখে।
অবশেষে তাই বিদায় জানাই
দিয়ে মোর সম্বল
তোমাদের তরে দিনু আমি ভাই
এক ফোঁটা আখি জল।

স্মৃতিটুকু থাক

— বি ৫৬৮৪ জীবন ভদ্র।

কেউ ভাবে, কেউ ভাবে নাক,
অতীত দিনের স্মৃতি।
কেউ কাঁদে, কেউ কাঁদে নাক
ছেড়েছে তাদের সাথী।
কেউ নিবিয়ে দিয়ে ঘরের বাতি,
কাটায় তার দুঃখের রাতি।
কেউ খোঁজে, কেউ খোঁজে নাক,
অতীত দিনের স্মৃতি।
কেউ নিত্য নূতন মালা গাঁথে
পুরানকে ফেলে পথে,
কেউ বা তারে জড়িয়ে রাখে,
আপন কণ্ঠ সাথে।
আমরা সবাই গান গেয়ে যাই,
দুঃখ নেইক, পাই কিনা পাই,
কাটবে মোদের দুঃখের রাতি
না পাওয়াদের সাথে।
থাকবে নাক দুঃখ মোদের
স্মৃতির ঝুলি হাতে।

গ্রাম বাংলার কাব্য

— বি ৬৬৪৫ অসিত বরণ হাজরা।

শহরের পাশে পাড়া-গা রয়েছে দুয়োরাণী হ'য়ে সম্রাটের,
আমি গেঁয়ো-ভূত দেনা পাওনার হিসেব খতিয়ে টানছি জের!
আমার মাটিতে ফসল ফলিয়ে প্রয়োজনে পাই ছ-কড়া দাম,
শহরের সার ন-কড়ায় কিনে মাঠে নয়-ছয় করে এলাম।
কাদা ভেঙ্গে আমি পা পিছ্‌লে পড়ে হয়ে আছি ঘায়েল,
পথ খুঁড়ে খুঁড়ে প্রস্তুতি চলে ওখানে চলবে পাতাল রেল!
শহরেব গাড়ি আগাড়ি যাযেগা গ্রামের পা-গাড়ি পেছনে থাক,
ইথাবে বেতারে নিউজ পেপাবে গ্রামেব দরদে বাজেরে ঢাক।
টাকা নিয়ে সিকি দিয়েছে শহব, ফুলে ফেঁপে তাই উঠেছে সে
পাকিয়ে আমায় কাঁচা মালগুলো মুনাফাব মজা লুটেছে সে
আমার ভিতে-ই দাঁড়িয়ে আমাকে দাবিয়ে - দমিয়ে রাখতে চায়,
মাকালী সেজে সে লুট্‌ছে প্রণামী হায়রে। আমাকে শিব সাজায়।
সমুদ্র থেকে সূর্য যা. শোষে কৃতজ্ঞতায় ফেরায় তা-ই
অথচ তুমি যা নেবে তা দেবে না—এটাতো দেখছি বড়ো বালাই!
তা যদি না দাও সূর্য সেজো না দহন দাপট দেখিও না,
তা যদি না দাও আমার গোলাব সীমানায় তুমি এগিওনা।
প্রাসাদের ছাদে টবে ফোঁটে ফুল, বন্ধু! তা দেখে জুড়োয় চোখ,
ধান, গম, পাট সেখানে ফলিযে তারপর তুমি দেখিও রোখ!
নইলে তোমার বিরুদ্ধে আমি তুলবোই জেনো ঠিক জেহাদ,
তুমি যার নাম দিয়েছো হিংসা বলেছো বিবাদ বিসংবাদ।

:——:

নবম বার্ষিক মিতা সম্মেলন

বিশ্বমিতালি সংঘের একটা স্মরণীয় দিন ৩০শে অগ্রহায়ণ ১৩৮০, ইংরেজী ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭৩। মাইকেল মধুসূদন দত্তের পুণ্য স্মৃতি বিজড়িত উত্তরপাড়া জয়কৃষ্ণ সাধারণ পাঠাগারের দ্বিতল কক্ষে অনুষ্ঠিত হলো সংঘের নবম বার্ষিক মিতা সম্মেলন।

দূর দূরান্ত থেকে বেশ কয়েকজন মিতা এবং কিছু অতিথির উপস্থিতি শুধুমাত্র সম্মেলনের সৌষ্ঠবই বাড়ায়নি, এই সঙ্গে দিন যাপনের দুর্বিসহ গ্লানির মধ্যেও প্রমাণ করলো— জীবন যাপনের জন্য অন্ন বস্ত্রের প্রয়োজন আছে কিন্তু বাঁচার জন্য সেটুকুই সব নয়, মানুষকে বাঁচতে হয় মহৎ ভাবনার ও সুসঙ্গের মধ্যে।

সম্মেলনে অনুষ্ঠানের আয়োজন ছিলো, অবশ্য প্রচলিত রীতি অনুসরণ করে নয়। সভ্যাবৃন্দ স্বতঃস্ফূর্ত ভাব বিনিময়ের মাধ্যমে একটি বিশেষ বৈশিষ্ট রচনা করেছিলেন। একে একে দুই, এবং দুই থেকে তিন বন্ধুর মধ্যে মিলে মিশে গিয়েছিলেন। সুতরাং সভাপতি কিম্বা সভানেত্রী বলে কাউকে চিহ্নিত করার প্রয়োজন হয়নি। তাই "আমরা সবাই রাজা"— এই ভাবটি অনুষ্ঠানের শেষ পর্যন্ত অব্যাহত ছিলো।

দুপুর একটা থেকে শুরু হয়েছিলো ভাব বিনিময়ের নিটোল মধুর পরিবেশ। সম্মেলনের সীমা নির্দ্ধারিত ছিলো রাত আটটা অবধি, যদিও সে সীমাও অতিক্রান্ত হয়েছিলো যাদুকরের সম্মোহনী শক্তিতে।

"সবারে করি আহ্বান" রবীন্দ্র সঙ্গীত পরিবেশন করে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন অর্চনা চৌধুরী। তবলায় শুরু থেকে শেষ অবধি সহযোগিতা করলেন অভিজিৎ চট্টোপাধ্যায়। গানের পর শুরু হলো সম্মেলনে উপস্থিত সভ্য ও সভ্যাবৃন্দের ব্যক্তিগত পরিচয় দান।

অনুষ্ঠানে পরিবেশন করা হলো অনেক কিছুই। আলাপ আলোচনা তো ছিলোই, এই সঙ্গে আবৃত্তি, গান, বাজনা, হাস্য-কৌতুক এবং যাদুবিদ্যা প্রদর্শনীও অনুষ্ঠানকে বেশ জমজমাট করে তুলেছিলো। মিতাদের ব্যক্তিগত সংগ্রহের প্রদর্শনীও কম আকর্ষণের নয়।

নানা আকর্ষণের মধ্যে ছিলো— ডাঃ গুরুদাস কুমারের আমেরিকা থেকে আনা রঙিন ফটোগ্রাফ, সুব্রত ঘোষ-এর ডাকটিকিট ও ফটোগ্রাফীর সুদৃশ্য এ্যালবাম, এনেছিলেন তার হাতে তৈরী বহু রকমের গ্রীটিংস কার্ড এবং প্রদীপ সরকার এনেছিলেন তাঁর হাতে তৈরী কিছু জিনিসের নমুনা। প্রসঙ্গতঃ বলি— ডাঃ গুরুদাস কুমার নিজের আঁকা একটি রঙিন ছবি এনেছিলেন। সেটি তিনি ভালোবাসার স্বীকৃতি হিসেবে সংঘকে দান করে গেছেন।

অনুষ্ঠানে নানা সময়ে নানা রকমের গানে অংশ নিয়েছেন— কাশীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অরুণ চট্টোপাধ্যায়, গোপা মুখোপাধ্যায়, বীনা রায়, মৃণাল কান্তি চট্টোপাধ্যায় অর্চনা চৌধুরী, জয়ন্ত নাগ, দীপক পোদ্দার। গীটার বাজিয়ে শোনালেন ডাঃ তিমির বরণ ভট্টাচার্য।

যন্ত্রসঙ্গীতে ছিলেন— বিজন ভট্টাচার্য ও তাঁর সম্প্রদায়। হাস্য কৌতুকে— দীপক পোদ্দার ও অজয় হালদার। এরই মাঝে একসময় সংঘের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীবরেন্দ্র সুন্দর চট্টোপাধ্যায় উত্তর পাড়া ও জয়কৃষ্ণ সাধারণ পাঠাগার সম্বন্ধে এক নাতিদীর্ঘ ভাষণ দান করেন এবং নিজের ছদ্মনামের রহস্য উন্মোচন করেন।

চা পান ও জলযোগের জন্য কিছুটা সময় অনুষ্ঠান বন্ধ ছিলো, আর ছিলো উপস্থিত মিতা ভাই বোন ও অতিথিদের ছবি তোলার সময়। ছবিগুলি লিপিমিতার আগামী নববর্ষ বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশিত করা হবে।

শেষ অনুষ্ঠান হিসেবে জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায়ের যাদুবিদ্যা প্রদর্শন উপস্থিত মিতা ও অতিথির যথেষ্ট প্রশংসা পায়। কয়েকটি খেলা খুবই উচ্চাঙ্গের হয়েছিলো।

সবার শেষে ধন্যবাদের পালা। জয়কৃষ্ণ সাধারণ পাঠাগারের কর্তৃপক্ষ— যাঁদের অকুণ্ঠ সহযোগিতা না পেলে এ সম্মেলনের আয়োজন হয়তো সম্ভব হতোনা— তাঁদের এবং উপস্থিত অতিথিবৃন্দ ও আমাদের দূর ও কাছের মিতাদের ধন্যবাদ জানিয়ে অনুষ্ঠানের যবনিকা টানা হয়। অনুষ্ঠানটি অত্যন্ত যত্ন নিয়ে পরিচালনা করেন আমাদের মিতা সমীর দে।

অনুষ্ঠানের আয়োজনে দোষ ত্রুটী নিশ্চয়ই থেকেছে। কিন্তু সম্মেলনের সাফল্যের কথা মনে করে তুচ্ছতাকে নিশ্চয়ই উপেক্ষা করা চলে।

শ্রীশোভেন বন্দ্যোপাধ্যায়
সম্পাদক
নবম বার্ষিক মিতা সম্মেলনে।

দ্বীপের চিঠি

৭০১২ সচ্চিদানন্দ দাস চৌধুরী
'হাতিয়া'
(বাংলাদেশ)

মিতা ভাইবোনদের অনেকে হয়তো জানেন, বাংলাদেশ এর দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত আমাদের এ দ্বীপ হাতিয়া প্রায় সময়ই ঘূর্ণিঝড়, বন্যা প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগের শিকার হয়। এ দ্বীপবাসীরা জন্মলগ্ন থেকে শুরু করে মেঘনা ও বঙ্গোপসাগর এর উত্তাল তরঙ্গমালার সাথে আমরণ লড়াই করে বাঁচে।

ইতিহাসে নজীর বিহীন বিগত ১৯৭০ ইং সনের ১২ই নভেম্বরের কালরাত্রির মহাপ্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড় ও মহাপ্লাবনের ছোবলে আত্মীয়স্বজন হারা ব্যথাতুর জনগণ যখন শোক দুঃখ ভুলে আবার স্বাভাবিক জীবনযাত্রা শুরু করছিল ঠিক তখন ১৯৭১ ইং মার্চ মাসে দেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু হয়।

পাকিস্তানী সামরিক বাহিনীর হামলা আমাদের এখানে জুলাই মাসে ঘটে। বিগত জলোচ্ছ্বাসের পর যে সমস্ত মিলিটারী এখানে রিলিফ কার্য তদারক করছিল, তাদের অনেকেই এবার এসে লুঠতরাজে উস্কানী দিয়ে ঘরবাড়ীতে আগুন লাগাতে থাকে। পাকিস্তানী সেনাবাহিনী আসার খবর পেয়ে হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকেরা প্রাণভয়ে ঘরবাড়ী ছেড়ে দূর দূরান্তে গ্রামে পলায়ন করেছিল।

ওদিকে ইয়াহিয়া খানের কুকুর বাহিনী কেবল খোঁজ করতে থাকে— 'ইন্দিরা গান্ধী কা বাচ্চা কাঁহা মিলেগা? ইন্দুর কাঁহা হায়?' হিন্দুদেরকে ইন্দিরা গান্ধীর বাচ্চা আর ইঁদুর বলা এই ছিল তাদের সম্বোধন।

আমাদের এখানকার অধিকাংশ জনসাধারণ অশিক্ষিত। তাই পাকিস্তানী সৈন্যরা সাম্প্রদায়িক বিষবাষ্প ছড়াতে কিছুটা সক্ষম হয়েছিল। সেই জন্যই এক শ্রেণীর বাঙালী মুসলমান হিন্দুদিগের বাসা, বাড়ীঘর এমনভাবে লুণ্ঠন করে যে, ঘরের দরজা জানালাগুলিও বাদ যায় নি।

হিন্দু - মুসলমানের সম্মিলিত শক্তি তথা একতায় ফাটল ধরিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামকে

হিন্দু-মুসলমানের সম্মিলিত শক্তি তথা একতায় ফাটল ধরিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামকে দমন করার হীন ষড়যন্ত্র ওরা প্রথম দিকে বুঝে উঠতে পারেনি।

পরে যখন দেখা গেল, বর্বর সেনাবাহিনী হাতিয়ার ত্যাগের সময় পর পর কয়েকটি মুসলমান বাড়ীতে হানা দিয়ে জোরপূর্বক নারীদের উপর পাশবিক অত্যাচার চালিয়েছে, তখন সদ্য জাগ্রত সাম্প্রদায়িকতা বাদীরা অন্ততঃ কিছুটা হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম হয়েছিল যে, 'রোগীর ফোঁড়া হয়েছে কোথায় আর অপারেশন হচ্ছে কোথায়।'

অবশ্য জামাতে ইসলাম, নেজামে ইসলামী ও মুসলিম লীগের সমর্থনকারী এ ধরনের পাশবিক অত্যাচারের বিন্দুমাত্র সমালোচনা করেন নাই। তাদের মতে মুসলমানেরা সব এক।

স্বাধীনতা সংগ্রামের অবসানের পর যখন শেখ মুজিবকে মুক্তি দেয়া হলো, তখন দেখা গেছে কিছু কিছু সাম্প্রদায়িক ভাবাপন্ন লোকের মলিন বদন, আর কিছু কিছু লুঠেরা মিছিলের অগ্রভাগে থেকে তারস্বরে চীৎকার করছে— 'জেলের তালা ভেঙ্গেছি শেখ মুজিবকে এনেছি' ইত্যাদি ইত্যাদি।

আসলে যে তারা ঘরের তালা ভেঙ্গে লুঠতরাজ করেছে— এ কথার বিচার কে করে? এই সমস্ত লুঠকারীদের কারো ছেলে, কারো ভাতিজা, কারো মামা, কারো ভাগিনা, কারো ভাই এমনি আত্মীয়রা মুক্তি বাহিনীতে যোগ দিয়ে সংগ্রাম করেছে; তাই এত লুঠপাঠ করার পর ও কোন প্রকার শাস্তি ভোগ বিধি তাদের কপালে লিখেন নি।

যা হোক্, বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর ১৩৭৯ বাং সর্ব্বপ্রথম শারদীয়া দুর্গা পূজার আনন্দের সময় হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর যে দুঃখের কালো ছায়া নেমে আছে সে সম্বন্ধে হয়তো অনেক মিতা - ভাইবোন অবগত আছেন।

ঢাকা, চট্টগ্রাম তৎসহ অন্যান্য শহরাঞ্চল এবং কিছু কিছু গ্রামাঞ্চলে সন্ধ্যা আরতি, অনুষ্ঠানের সময় আকস্মিকভাবে প্রতিমা ধ্বংসের অভিযানের সাথে সাথে নারী অপহরণের যে নিষ্ঠুর লীলা অনুষ্ঠিত হয়, তার খবর আমরা জানতে পারি মহানবমীর দিন সন্ধ্যার সময়।

সাথে সাথে আমাদের এখানকার পূজার সমস্ত কর্ম্মসূচী বাতিল করা হয় এবং পরদিন বিজয়া দশমী পূজার পর পরই সশস্ত্র পুলিশ পাহারায় সসম্মানে প্রতিমা

বিসর্জনের কাজ সমাপ্ত করে দুর্গোৎসবের ইতি টানা হয়।

তাই এবার বাংলাদেশের দ্বিতীয় দুর্গোৎসব আমাদের এখানে অনুষ্ঠিত হয় অনাড়ম্বর ভাবে। আগে থেকেই 'পূজা আসছে' পূজা আসছে' বলে যে আনন্দ অনুভূত হতো— তার লেশমাত্র ছিল না।

পূজার তিন দিন যাতে করে মুসলমান সম্প্রদায়েব নামাজের ব্যাঘাত না ঘটে, সে দিকে লক্ষ্য রেখে অতি সন্তর্পণে পূজার কার্য চালিয়ে যাওয়া হয়। বিশেষ কোন কর্ম্মসূচী করা সম্ভব হয় নি। ভোর রাতে কোন বাদ্য ঘণ্টা বাজানো হয়নি। পূজা চলাকালীন দুপুর ১ টাব সময় এবং শুক্রবার বেলা ১২ টার সময় আযান ধ্বনির সাথে সাথে নামাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত ঢাক-ঢোল বাজানো বন্ধ থাকে।

এ ছাড়া প্রতিদিন সন্ধ্যায় নামাজকালীন সময় এবং বাত্রিতে তাবাবী নামাজ শেষ হওয়া নাগাদ আনুমানিক রাত দশটা পর্যন্ত আরতি অনুষ্ঠান বন্ধ রেখে দশটার পর কিছু সময় আরতি চালিয়ে এবং বিজয়া দশমীর দিন পূজা শেষে প্রতিমা বিসর্জনের মাঝে এবারকার পূজার ইতি টানা হয়।

এতদ্ সত্বেও আমরা আনন্দিত যে, আমাদেব এখানে কোন অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি।

কথায় কথায় অনেক দূবে এসে গেলাম। আজ আব বেশী কিছু লিখছি না, আশাকরি 'লিপিমিতা' পত্রিকার মাধ্যমে আবাব দেখা হবে। মিতা ভাইবোনদের যে যেখানে থাকুন না কেন, সবাইকে আর একবাব প্রীতি জানিযে এখানে শেষ কবছি।

—০—

ব্যথা হলো মায়ের হাতেব স্পর্শ। তিনি ঐরূপ স্পর্শ দিয়ে শেখান যে কেমন করে তাকে সয়ে নিয়েই আনন্দে উত্তীর্ণ হতে হয়। তাঁর এই শিক্ষার তিনটি ধাপ আছে। প্রথমে সহ্য করা, তারপবে আত্মাতে সমতা লাভ, শেষে পুলকানন্দ।

— শ্রীঅরবিন্দ

সংগ্রাহক — বি ৬৬০৫ আশিস কুমার সরকার।

ইংরাজী বিজ্ঞান সাহিত্য ও সরকারী কাজে ব্যবহৃত

শব্দাবলীর বাংলা পরিভাষা

৭১৬৫ শ্রীঅশোক কুমার মুখার্জী।
(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

Fluctualion— ওঠানামা
Fluid— তরল ও বায়ব
Fluorescence— প্রতিপ্রভা
Fluorescent— প্রতিপ্রভ
Focus— নাভি
Fog— কুয়াশা
Fold— ভাঁজ
Fold mountain— বলিত পর্বত
Folio— পত্রাংক
Foramen magnum— মহাবিবর
Force— বল
Forced labour— বাধ্যতামূলক শ্রমদান
Fore closure - স্বত্ব রহিত করণ
Fore ground · পুরোভূমি
Fore feiture - বাজেয়াপ্ত করণ
Fore man - কর্ম্মনায়ক
Fore man Instructor - অধিনায়ক যন্ত্রশিক্ষক
Forester - বনকর্মী
Forest Guard - বনরক্ষী
Forest Ranger - বনরক্ষক

Form - আকার
Formal - বিধিবৎ
formality - শিষ্টাচার
forme Book Pressman - ফর্মা পুস্তক প্রেষকার
forme Book Ink man - ফর্মা পুস্তক মসীকার
forme Corrier - ফর্মা বাহক
forme Washer - ফর্মা ধাবক
formula - সূত্র
fortuitous - আকস্মিক
forum - বিচারালয়
forward - অগ্রিম
forward contract - অগ্রিম চুক্তি
fossil - জীবাশ্ম
fossilized - শিলীভূত
founded Debt - স্থায়ী ঋণ
fraction - ভগ্নাংক
freezing Point - হিমাংক
free will - ইচ্ছা স্বাতন্ত্র

freight - ভাড়া
friction - ঘর্ষণ
fruit Sugar - ফলশর্করা
fuel - ইন্ধন
fulcrumn - আলম্ব
full moon - পূর্ণিমা
function - বৃত্তি
function - অপেক্ষক
fungus - ছত্রাক
fundamental - প্রধান, মৌলিক
fund Contingency - সম্ভাব্য ব্যয় তহবিল
fund Provident - ভবিষ্যনিধি
fund Sinking - ঋণ পরিশোধ তহবিল
furnace - চুল্লী
fusifurm - মূলকাকাব
fusion - গলন।

:-:

তেত্রিশ কোটি দেবতার পূজা সনাতন ধম নহে। সে একটা লৌকিক অপকৃষ্ট ধম। হিন্দু ধর্ম জ্ঞানাত্মক, কমাত্মক নহে। সেই জ্ঞান দুই প্রকার। বহির্বিষয়ক ও অন্তর্বিষয়ক।

— বঙ্কিমচন্দ্র।

সংগ্রাহক — ৭০৯৭ বিশ্বনাথ দত্ত।

মজার ধাঁধা
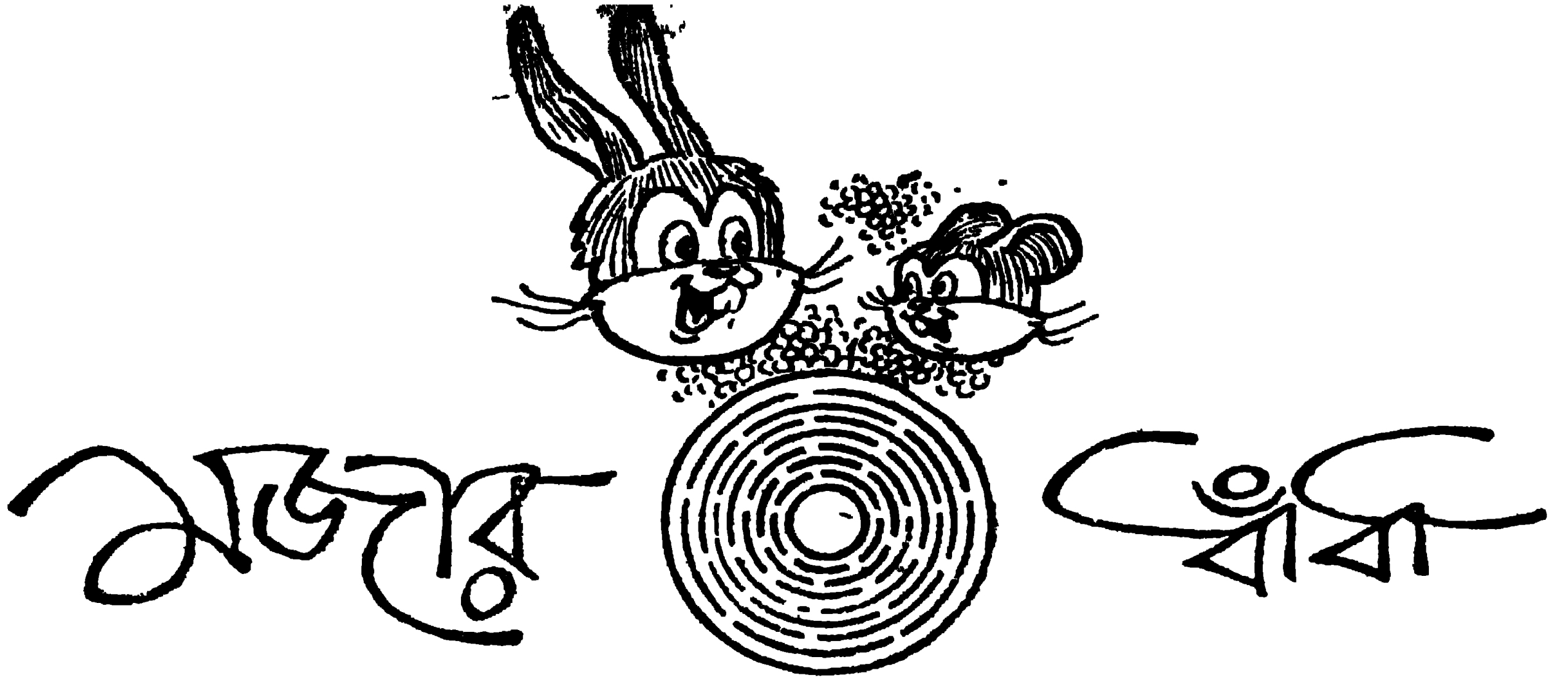
বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ ১৩৮০ সংখ্যা থেকে চতুর্থ বার্ষিক ধাঁধা প্রতিযোগিতায় চারটি পুরস্কার আছে। বিস্তারিত বিবরণ লিপিমিতার ১৭/২ সংখ্যায় দেখুন।

নিম্নলিখিত ধাঁধাগুলির উত্তর ২০শে বৈশাখ ১৩৮১ এর মধ্যে সঙ্ঘের কার্যালয়ে পৌছান চাই।

এই সঙ্গে উত্তরসহ মৌলিক ধাঁধা পাঠাতে অনুরোধ জানাচ্ছি।

: নতুন ধাঁধা :

২১) তিনে মিলে গানে পাই
শেষটাতে চাই,
লেজ বাতে ন কাটা
নিষেধ আছে ভাই।
বি ৬২৩৩ অবনী ভূষণ বসাক।

২২) হাত নেই পা নেই
তবু নড়ি চড়ি
দিন রাত্র ভালমন্দ
বসে বিচার করি
উকিল মোক্তারের নাই
বিচার সময়
সব সময় দিয়া থাকি
বিচারের রায়।

৭১৬৬ সমীর কুমার চক্রবর্ত্তী।

২৩) এমন কি জীব ভাই আছে দুনিয়ায়
খেদালে (তাড়ালে) সে যায় না,
না খেদালে যায়
হাত নাই পা নাই নাই তার
মাথা
মুখেতে সকল কর্ম একি আজব
কথা।

৭৩৬৮ অল্লামা আকবর চৌধুরী।

বিশ্বমিতালি সঙ্ঘ

৪৮, রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, উত্তরপাড়া, হুগলী
মাঘ - ফাল্গুন - চৈত্র— ১৩৮০

নূতন মিতাদের নাম ও পরিচয়ের তালিকা

১৪শ বর্ষ ৫ম সংখ্যা

সদস্য সংখ্যা ৭৫০১ থেকে ৭৬০০ পর্যন্ত মিতাদের পরিচয় প্রকাশ করা হল।

যে সকল সভ্যের ঠিকানা জানাতে আপত্তি নেই তাদের ঠিকানা নামের সঙ্গে প্রকাশ করা হল। বর্তমানে বা পরে যাঁদের নাম তালিকায় মুদ্রিত বা প্রকাশিত হয়েছে বা হবে এখন থেকে তাঁরা ঐ সকল মিতাকে সরাসরি তাদের ঠিকানায় চিঠি দিতে পারেন।

সংঘের অবধায়কচে আর চিঠি পাঠাবার প্রয়োজন হবে না। নারী মিতাদের লেখা প্রত্যেকটি প্রথম চিঠি সংঘের অবধায়কচে পাঠাতে হবে। আপত্তি না থাকলে নারী মিতারা এরপর সরাসরি পত্রালাপ করতে পারেন।

নারী মিতাদের কাছে পত্র দিলে পক্ষ কালের মধ্যে উত্তর না পেলে জোড়া পোষ্ট কার্ডে স্মরণ লিপি পাঠাতে পারেন। যদি কোন কারণ বশতঃ নারী মিতারা পত্রালাপে বিরত থাকতে চান তবে যেন তাঁরা জানিয়ে দেন। চিঠি পেয়ে নিরুত্তর থাকা কোনক্রমেই সঙ্গত নয়।

প্রিয় বিষয়গুলির পরিবর্তে যে নতুন সাঙ্কেতিক চিহ্ন ব্যবহার করা হয়েছে সেগুলি এইরূপ:—

নতুন মিতাদের নাম ও পরিচয়ের তালিকা

অ - অভিনয়, উ - উপন্যাস, খ - খেলাধূলা, গ - গান ঘ - ঘর বা গৃহস্থালী, চ - চলচ্চিত্র, ছ - ছবি তোলা, জ - জানবার কথা, ড - ডাকটিকিট, ফাষ্ট ডে কভার, পিকচার পোষ্ট কার্ড, ত - তাস খেলা, দ - দাবাখেলা, ধ - ধর্ম, ন - নাচ, প - পশুপাখী পালন, ফ - বাগান করা (ফল, ফুল, শাক-সবজী), ব - ব্যবসা - বাণিজ্য, ভ - ভ্রমণ, শ - শিল্প, স - সমাজ, হ - সাহিত্য, য - যন্ত্রসঙ্গীত, র - রাজনীতি ক্ষ - অঙ্কন চিত্র, জ্ঞ বিজ্ঞান।

মিতাদের নাম ও পরিচয়ের তালিকাগুলি এইরূপে সাজান হয়েছে— সদস্য সংখ্যা, নাম, ঠিকানা, বয়স, বৃত্তি ও সখের বিষয়।

★ চিহ্নিত মিতাদের ৮৫ পয়সার বিশেষ বৈদেশিক বিমান পত্রে সরাসরি চিঠি দিতে হবে।

৭৫০৭ অজিতেশ বিশ্বাস C/o- তারণ টেলর, বিজয়পুর বাজার, পোঃ- র ২৪ পরগণা ৩৭ চাকুরী উ ত য ভ

৭৫১১ অমিতাভ গোস্বামী Hostel no-5, Regional Engineering ge, Rourkella-8, Orissa ২১ ছাত্র খ চ ড জ্ঞ

৭৫২৮ অননা (লুনা) ঢাকা, ১৫ ছাত্রী খ ড য

৭৫৫৩ অশোক সেনগুপ্ত ৬৪/৪ নরসিংহ এভিনিউ দমদম কলি° ২৮, ২৭ হ খ চ ভ

৭৫৫৫ অশোক কুমার বিশ্বাস Bharat Coking Coil K C Colliery Katrasgarh Dhanbad Bihar ২৬ চাকুরী অ গ ঘ য

৭৫৫৬ অনুভা ঘোষ নাসিরাবাদ ২৩ শিক্ষিকা গ জ ড শ

৭৫৬৫ অমর নাথ ঝা বাসিযান পশ্চিম দিনাজপুর ভায়া রায়গঞ্জ ১৯ ছাত্র চ ছ

৭৫৬৯ অরুণ কান্তি চক্রবর্তী ২৯ গাঙ্গুলী বাগান কলিঃ ৪০, ১৮ ছাত্র গ জ

৭৫৮৫ অনুপ গুপ্ত ১৬/১ কে, ডোভার লেন কলিঃ ২৯, ১৭ ছাত্র চ য

৭৫৯৩ অজয় সরকার চাউল পট্টি রোড কাটোয়া বর্দ্ধমান ২৫ ব্যবসা অ খ ব ব

৭৫৯৭ অলক চাট্টার্জী দক্ষিণ গোবিন্দপুর ৭৪৩৩০২. ২৪ পরগণা ২১ ছাত্র ছ আড্ডা দেওয়া

৭৬০০ অশোক কুমার দাস C & W Shop No 24 E. Rly. Kanchrapara workshop Kanchrapara 24 Pgs ২২ চাকরী খ চ ছ জ

৭৫১৯ আফরোজা বেগম ফুরফুরা ১৫ ছাত্রী অ উ চ ছ

৭৫৪৬ ইরা আমেদ পোঃ- তালপুকুর ১৫ গ চ জ ধ

৭৫২০ কানাইলাল মজুমদার C o- Nirmal Parmacy Po Mariani Dt- Shibsagar Bazar Rd. upper Assam, Pin- 785634 ১১ গ ঢ প ব

৭৫৫০ কাজল দাশগুপ্ত ১৩০/১ বি টি রোড কলি ৩৬ ২৪ চাকুরী অ খ গ চ

৭৫৭১ কৃষ্ণা ঘোষ চট্টগ্রাম ২০ ছাত্রী গ জ ঢ হ

৭৫৭৬ কমল কুমার বসু ৬০ তাঁতিপাড়া লেন হাওড়া—৭, ২৩ চাকরী স হ ভ ছ

৭৫৮১ কমল রায় C o- রামদাস এণ্ড কোং ৩ন নকুলেশ্বর বাবু ষ্ট্রীট কলি০ ৭, ২৭ আর্টিষ্ট চ ন শ ঙ্ক

৭৫৮৪ কবিতা দেব করিমগঞ্জ আসাম ২০ ছাত্রী উ ছ জ চ

★ ৭৫২৩ শ্রীমতি খেয়ালী বসু 56 4 Randall Avenue Cote St. Luc. Montaeal CANADA গ য ৬

৭৫১৫ গোপাল দাসগুপ্ত Accounts Section No 5 F B, S U. A F. C o- 56 A P O ২২ চাকুরী ভ খ

৭৫৩৯ গৌতম কর New Hostel, Room No. 137 Indian School of Mines Dhanbad Bihar ১০ ছাত্র ট খ ৬ জ

৭৫৮৭ গজেন্দ্র মহাপাত্র গ্রাঃ ও পোঃ— চংরা মেদিনীপুর ভায়া— ময়না ৫৭ শিক্ষক ধ ভ গ

নতুন মিতাদের নাম ও পরিচয়ের তালিকা

★ ৭৫২৬ শ্রীমতি চিত্রা ঘোষ 2 Royal Yorh Road, Apt. No. 102 Toronto - 14 Canada নাচ

৭৫৭৯ চন্দন ভড 78 Old Hostel Indian School of Mines, Dhanbad Bihar, Pin— 826004 ১৮ ছাত্র উ চ ছ ভ

৭৫১০ তৃষিত বমন C/o- জেনারেল ইনডাস্ট্রিয়াল কর্পোরেশন পি-২/৪ তারাতলা রোড, কলিঃ ৭০০০২৯, ২৬ চাকুরী খ চ গ ঘ

৭৫৩৮ তড়িৎ সরকার Room - 15, 1/2A College Spuare East Cal - 12, ২০ ছাত্র উ খ গ চ

৭৫৭৮ তাপস দাস ১৮ গোপাল লাল ঠাকুর রোড, বরানগর কলিঃ ৩৬ ১৭ ছাত্র উ খ চ ত

৭৫০১ দ্বিজেন পাল ৫৬/৭ প্রিন্স গার্ডেন রোড, কলি: ৩৯, ১৮ ছাত্র উ গ চ ছ

৭৫১১ দীপা ধব বারাসত ১২ ভ ঙ

★ ৭৫২২ শ্রীমতি দিপালী ব্যানার্জী 5 Capri Towers Apt. No. 611 Islington Toronto Canada ৬ ছ অতিথি সৎকার

★ শ্রীমতি দেবারতি পাল চৌধুরী 535 East 14th Street APt. No.-10B Newyork N. Y 10009 U. S A গ ঘ ভ গল্পের বই পড়া অতিথি সৎকার

৭৫৩১ দেব প্রসাদ বসু মজুমদার Acronautical Engg. College Po.— Chalakudi Kerala ২২ ছাত্র খ চ জ্ঞ ঞ

৭৫৮৩ দেব রঞ্জন চন্দ্র C/o- United Bank of India At/P.O.- Betnoti Mayurbhanj Orissa ২৭ চাকুরী ড খ ঙ ঢ

৭৫৯০ দেব দত্ত ব্যানার্জী ৪৪ বি গোকুল বরাল ষ্ট্রীট কলিঃ ১২, ১৬ ছাত্র অ উ খ গ

৭৫৯২ ধ্রুব চক্রবর্ত্তী C/o- Gopal Chakraborty, Ganesh Prasad's House Baukipur Patna - 4 Bihar 500004 ২০ ছাত্র অ গ

৭৫৩০ নীলশংখ গাঙ্গুলী পি-৫১৮ রাজা বসন্ত রায় রোড কলিঃ ২৯, ২০ ছাত্র ক ভ খ ছ

৭৫৫৭ নিমাই মুখার্জী C/o- নারায়ণ চন্দ্র মুখার্জী হাটখোলা মুক্তার পাড়া চন্দননগর হুগলী ১৯ ছাত্র ভ

৭৫৬০ নীহার মুনসী মেঘলী বন্ধ টি এষ্টেট পোঃ- সিদাই ত্রিপুরা পিন—৭৯৯২১২; ২২ চাকুরী গ ছ খ হ

৭৫৬১ নিকুঞ্জ বিহারী দে B-7 Section Record Office Bengal Engineer Group Roorkee Cantt. U. P. ২৪ চাকুরী স হ

৭৫৮৬ নিশীথ রঞ্জন সিংহ C/o- সাতকড়ি সিংহ হাটন রোড, মাষ্টার পাড়া আসানসোল বর্দ্ধমান ১৭ ছাত্র ভ হ

৭৫৯১ নারায়ণ কুমার রায় Cashier Bailadila Iron Ore Project Kirandul Baster M. P. ৩২ চাকুরী স হ ধ অ

৭৫০৬ প্রাণ গৌরাঙ্গ ভট্টাচার্য্য C/o- ভবেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য শিবতলা মিস্ত্রী ঘাট বারাকপুর ২৪ পরগণা ২০ ছাত্র ভ র

৭৫২১ পরিমল কুমার ঘোষ ৭৪, কবি কিরণ ধন রোড, ভদ্রকালী হুগলী ২১ ছাত্র (গ্রাউণ্ড ইঞ্জিঃ) অ খ ড স

৭৫২৫ প্রদীপ মুখোপাধ্যায় ১৮/এ সাহা নগর রোড কলিঃ ২৬, ৩০ ব্যবসা অ উ ভ খ

৭৫৩৭ পতিত পাবন প্রামানিক গ্রাম ও পোঃ— ইছাবাড়ী ভায়া- কনটাই জেঃ— মেদিনীপুর ২৩ ছাত্র অ দ ভ স

৭৫৪২ পারভীন সুলতানা সাতক্ষীরা ১৬ হ ভ

★ ৭৫৪৩ পল্টু ঘোষ 448 Indian Grove TORONTO CANADA ছাত্র গ খ র চ ইংরাজীতে পত্রালাপ করতে হবে

৭৫৪৫ পরিমল কাঞ্জিলাল Hindustan Steel Works Con'stn Ltd. P.O.: Bhawanathpur, Dt. Palamau Bihar ২৩ চাকুরী র ত শ ভ

৭৫৫১ প্রবীর দাশগুপ্ত বিমলা ভবন ১নং সন্তোষপুর ওয়েষ্ট রোড যাদবপুর কলিঃ ৩২; ২২ ছাত্র উ খ চ ছ

৭৫৫৭ প্রণব কুমার দাস C/o- উমাপদ দাস শ্রীপল্লী আসানসোল, বর্দ্ধমান ২০ ছাত্র জ ড ফ ব

৭৫৭৮ পার্থ গাঙ্গুলী ৩নং ক্যারী রোড হাওড়া-৭, ২০ ছাত্র খ গ ভ

৭৫৯৪ প্রভাত চন্দ্র দাস ১২৪/১বি, মানিকতলা ষ্ট্রীট কলিঃ ৬, ২৭ চাকুরী শ হ য ছ

৭৫০৩ বাণী ঘোষ দস্তিদার কলিঃ ৭০০০৫৭, ১৪ ছাত্রী খ গ ন

৭৫০৭ বিকাশ ব্যানার্জী 8/11 Balakeswar Colony AGRA-4 U. P. ২৬ গীটার শিল্পী উ ছ জ ভ

৭৫৩৪ বিশ্বনাথ মজুমদার ৩ রবার্টসণ রোড গরিফা, নৈহাটি ২৪ পরগণা ২২ ছাত্র ভ

৭৫৭০ বীরেন্দ্র নাথ দাশগুপ্ত দক্ষিণ শহর মালতিপুর, মালদা ২২ ছাত্র চ ভ

৭৫৭৭ বাবুল রঞ্জন বড়ুয়া L-2/5, 20 Dum Dum Road Police Quarter Cal-30 ১৮ ছাত্র অ উ গ ঘ

৭৫৮০ বিপ্লব চৌধুরী ৮৬/৮ পূর্ব সিঁথি রোড দমদম কলিঃ ৩০, ১৭ ছাত্র ড ছ ভ হ

৭৫০১ মানিক ভট্টাচার্য্য নিরঞ্জন ম্যানসন পি-২৯৩ সি আই টি রোড, ফ্লাট-৩ কলিঃ ৭০০০১০, ৩০ চাকুরী অ উ গ চ

৭৫০৫ মুকুল সরকার পূর্বাচল নতুন পাড়া খাগড়া মুর্শিদাবাদ ১৭ ছাত্র চ ড খ হ ভিউকার্ড

৭৫১৩ মন্টুলাল দে ইসলামপুর হাইস্কুল ক্লাস টেন বিজ্ঞান পোঃ- ইসলামপুর মুর্শিদাবাদ ১৮ ছাত্র উ খ চ ছ

৭৫৪০ মহঃ নজরুল হক গ্রাম— পলাশী পোঃ— পলাশী সুগার মিল জেঃ— নদীয়া ২৩ শিক্ষক ক্রিকেট তাস খেলা ভ

৭৫৪১ মনি অধিকারী গ্রাম ও পোঃ— তারানগর, ভায়া— ক্যানিং টাউন ২৪ পরগণা ২১ শিক্ষক খ ছ জ ড

৭৫৫৮ মোঃ মতিউল ইসলাম (লোহানী) সেলিমলজ দামপুর কাচারী রোড পোঃ— গাংগোর রাজশাহী বাংলাদেশ ২০ সাংবাদিকতা অ উ খ ছ

৭৫৬৬ মনিদীপা দত্ত বনগাঁ ২৪ ছাত্রী গ ড চ ভ

৭৫৯৮ মিলন কুমার সুর ইছাপুর নবাবগঞ্জ সুর বাজার ডাক্তার পাড়া ২৪ পরগনা ১৬ ছাত্র অ চ ক্ষ

৭৫০৮ রনজিত সরকার C.S.F. (F.C.I. NJP) Po. Bhaktinagar Jalpaiguai ২৪ চাকুরী উ গ ঘ

৭৫০৯ রূপক কুমার মল্লিক C/o- M. L. Dey 395-A Meerapur Allahabad - 3 U. P. ২২ চাকুরী গ র অ হ

৭৫১৮ ডাঃ রাখাল চন্দ্র মিস্ত্রী গ্রাঃ— গোয়াল কান্দা পোঃ— বাউকাটি জেঃ— বরিশাল বাংলাদেশ ৩৪ ডাক্তারী অ ছ প ফ

৭৫১৯ রথীন্দ্র নাথ কুণ্ডু C/o রমানাথ কুণ্ডু মিরগঞ্জ রাজশাহী ১৮ ছাত্র উ গ চ জ

৭৫৩৫ রবীন্দ্রনাথ পাল ১৬/সি পাটবাড়ী লেন কলিঃ ৩৫ ; ২৫ চাকুরী খ গ চ অ

৭৫১৬ লীলা দাস ব্যারাকপুর ১৮ ছাত্রী অ খ ছ জ

৭৫৩২ শম্ভুনাথ দাস গ্রামঃ— দ্বীপা অহল্যাবাই রোড পোঃ— দলপতিপুর জেঃ— হুগলী ১৯ ছাত্র (এম-কম্) গ চ ছ ফ

৭৫৫২ শুভ্রা ঘোষ বিলাসপুর ১৭ ছাত্রী উ গ ঘ ছ

৭৫৬২ শশাঙ্ক শেখর দাস Bank of India Gaya Branch (Chawk) Gaya Bihar ১৯ চাকুরী ছ ভ হ

৭৫৬৪ শৈবাল ঘোষ ১০ উত্তম ঘোষ লেন সালকিয়া, হাওড়া - ৬, ১৬ ছাত্র ড র হ স

৭৫৭২ শবনম খান জফুলী বিবিচক ১০ ছাত্রী গ ট ভ স

৭৫১৪ স্বপন মণ্ডল C/o- ৺হরিপদ মণ্ডল লালবাগ মুর্শিদাবাদ ১৮ ছাত্র জ্ঞ গ চ ভ

৭৫১৭ সত্যনারায়ণ রায় গ্রাম ও পোঃ— কাগ্রাম ভায়া— সালার জেঃ— মুর্শিদাবাদ ৩৭ সাংবাদিকতা অ উ গ জ

৭৫২৭ সত্যব্রত দাশগুপ্ত এ/৭ মেডিকেল কলেজ হোষ্টেল সিলেট বাংলাদেশ ২২ ছাত্র উ খ গ চ

৭৫৩৩ সন্তোষ কুমার ঘোষ B-45 Top Camp Noamundi Singbhum ২৭ চাকুরী খ জ ত ব

৭৫৩৬ সৈয়দ মাসুহুব রহমান C/o- সৈয়দ মোঃ কারবম আলী গ্রাঃ- আমড়া পোঃ- শক্তিগড় জেলা— বর্দ্ধমান ১৬ ছাত্র ক্ষ র স হ

৭৫৪৪ সঞ্জীব কুমার ভট্টাচার্য্য R. M. R. Hostel, Room No. 26 102 Amharst Street Cal-9 ১৯ ছাত্র গ স র অর্থনীতি

৭৫৪৭ সুজিত কুমার সরকার Qrt. No. 1/23 C. M. E. R. I. Colony P.O.— Durgapur - 9 Burdwan ১৮ ছাত্র গ ধ ভ য

৭৫৪৯ সঞ্জয় কুমার বিশ্বাস C. S. F. (F. C. I. NJP) P. O.- Bhaktinagsr Jalpaiguri ২০ চাকুরী উ খ গ চ

৭৫৬৩ স্বপন মুখোপাধ্যায় Upper Bagdogra, Bagdogra, Darjeeling ২৩ ছাত্র খ গ ভ য

৭৫৬৭ সীতানাথ পাল c/o- কেশব চন্দ্র পাল চিনসুরা হুগলী ১৫ ছাত্র চ ছ ড দ

৭৫৬৮ সাগর কুমার দত্ত রিপন হোষ্টেল ২৪ মহাত্মা গান্ধী রোড কলিঃ ৯ ১৭ ছাত্র অ উ জ ভ

৭৫৭৪ সুবিকাশ ঘোষ ৪০/১০ বিশ্বেশ্বর ব্যানার্জী লেন হাওড়া— ৭১১১০১ ১৮ ছাত্র গ ছ ফ হ

৭৫৭৫ স্বপন ভাদুড়ী ২৩/১ নয়ানচাঁদ দত্ত ষ্ট্রীট কলিকাতা -৬, ২৫ ছাত্র গ চ র

৭৫৮২ সিদ্ধার্থ বসু Communication & Tracking Group Indian Scientific Satellite Project A-3-6. Peenya Ind Estate Bangalor-562140 ২৪ চাকুরী র হ গ ভ

৭৫৯৫ সাধন চন্দ্র ঘোষ ২১/৬ বাসুদেবপুর রোড কলিঃ ৭০০০৫৬; ১৯ ছাত্র উ ভ চ

৭৫৯৬ সুপ্রিয় ঘোষ কাশিম বাজার হাউস ৩০২ আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোড কলিঃ ৯; ২৬ চাকুরী খ গ হ

৭৫৯৯ সুশান্ত মুখোপাধ্যায় বাগদা পুরুলিয়া ২৯ ছাত্র স র হ শ

৭৫৫৯ হারাধন চন্দ্র বর্ধন গ্রাঃ— মেড্ডা উত্তর পোঃ- ব্রাহ্মণবাড়িয়া কুমিল্লা বাংলাদেশ ২১ চাকুরী ব

৭৫৮৮ হারু প্রসাদ দে কানটিয়া বৈকুণ্ঠপুর বর্দ্ধমান ২০ চাকুরী ব

সখ্য ও মিতা সংবাদ

সু-সংবাদ :—

মিতা ৬৬০৯ শ্রীধন রায়ের বিবাহ গত ১৪ই মাঘ ১৩৮০ গৌহাটিতে সুসম্পন্ন হয়। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি তাদেব দাম্পত্য জীবন সুখী ও স্থায়ী হোক।

১৪ই ফাল্গুন ১৩৮০ মিতা ৭২৮৩ এ্যানি সরকারেব (অর্চনা) সঙ্গে মিতা বি'৫৮৯৭ নরেন্দ্র দেব শর্মার বিবাহ সুসম্পন্ন হয়। উভয়ের দাম্পত্য জীবন সুখী ও স্থায়ী হোক এই কামনা করি।

অনুরোধ :—

দিল্লী, হরিয়ানা, উত্তব প্রদেশ প্রভৃতি স্থানে ২/৩ পুরুষ ধরে আছেন এমন মিতাদের সঙ্গে বি ৬৪৪৯ কমলাক্ষ্য চ্যাটার্জী পত্রালাপ করতে চান।

৭২৩১ অঞ্জন সরকাব ভাবতের বাইরে কোন পত্র মৈত্রীর সংস্থার ঠিকানা পেতে ইচ্ছুক।

দাবা খেলা জানে এমন মিতার সঙ্গে ৬৯৬১ বিজন কান্তি দাস পত্রালাপ করতে চান।

৭৪২০ সঞ্জীব ভট্টাচার্য ডাক টিকিট সংগ্রহকাবী মিতাদের সঙ্গে পত্রালাপ করতে চান।

ভ্রম সংশোধন—

লিপি ১৪/৩ সংখ্যায় ২১৫ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত ৬৮৮৮ অঞ্জনা নাথ চৌধুরীর পবিবর্তে শ্রীমতী অঞ্জনা নাথ শর্মা হবে।

১৭/৪ সংখ্যাব ২৯৮ পৃষ্ঠায় ৭৪৫৬ সোমাদাস ছাত্রের স্থলে ছাত্রী হবে।

১৭/৫ সংখ্যাব ৩০২ পৃষ্ঠায় বি ৬৭৭৭ কমলেশ চ্যাটার্জীব স্থলে কমলাক্ষ চ্যাটার্জী হবে।

পত্রালাপে বিরত আছেন—

৭৫৮৯ চিত্রা চন্দ্র (নতুন মিতা চাননা), ৭৩৫৭ সুস্মিতা কর, ৭৫৫২ শুভ্রা ঘোষ বি ৫০৪৪ শিবকান্তি ভট্টাচার্য

সংঘে আর নেই—

৪৭০১ গোকুল রঞ্জন দেবসিংহ।

—০—

ঠিকানা পরিবর্ত্তন

১। ৭১৮৪ সুব্রত ভট্টাচার্য, নেতাজী সুভাষ বিদ্যায়তন, পোঃ— ডিগলিপুর, উত্তর আন্দামান।

২। ৭১৯৩ অমলেন্দু বিকাশ শতপথী Power and utility, Indian Oil Corporation Ltd. Haldia Refinery Project, P.O.— Haldia Refinery Dt. Midnapore.

৩। বি ৬৮১০ রথীন্দ্র নাথ মুখার্জী C/o- W. Shabong; Maidan Laban Shillong - 4 Meghalaya.

৪। ৭০১০ আমজাদ হোসেন পাবভেজ ১১৬, সলিমুল্লাহ সড়ক, দেওয়ান ভিলা, উত্তর চাষহাড়া, নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা, বাংলাদেশ।

৫। ৭২৪১ মাব চেলো ষ্টব গেটো পোঃ - ভবর পাড়া, জেলা— কুষ্টিয়া, বাংলাদেশ।

৬। বি ৬০৭৫ দুলাল কৃষ্ণ সাহা State Bank of India. Narkeldanga Branch, Cal - 700054

৭। বি ৫৮০৬ মানিক লাল রায় I. N. S. Trata, C. W. School Calaba, Bombay - 5

৮। ৭৩৮০ মোঃ রেজাউল হক (রেন্টু) C/o- বদব উদ্দিন মিঞা, মিরগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয় ১০ম শ্রেণী, ক্রমিক সংখ্যা - ৪ বিজ্ঞান বিভাগ, হাউজ নং ৭১১৮০ রুম নং- ২৫, ২নং গলি, পোঃ— মিরগঞ্জ সাহেব বাজার রাজশাহী, বাংলাদেশ।

৯। বি ৬৮৮৭ সুকুমার মুখার্জী A. C.A S. Mukherjee & Co. Tax Consul- tents, 113/1 B, Rashbehari Avenue Cal - 700029

১০। ৭২৫৭ অমর নাথ দাস, গোপাল নিবাস সুভাষ পল্লী বার্ণপুর বর্দ্ধমান।

১১। বি ৫৩৮৫ বিশ্বনাথ বিশ্বাস CPL. B. N. Biswas Sigs. Sec. AMCC (E) A. F. Monglyer, Shillong-9

১২। বি ৬৮৯৯ অনিল চ্যাটার্জী C/o- Executive Engineer C. P. W. D Electrical P. O. Jorhal, Dt. Sibsagar Assam.

১৩। ৭৫১৫ গোপাল দাশগুপ্ত Ac- counts Section No. 5 F. B. S.U.A.F C/o 56 A.P.O

১৪। বি ৭৪৭৪ Niharendu Bose 77 Honard Street Apartment No.-2016 Toronto CANADA

১৫। বি ৬৩৮৪ ডাঃ রনেন্দ্র নাথ দে 44 Church Street, Spencer MASS. 01562 U. S. A

১৬। ৬৯৬৯ রবীন্দ্র চন্দ্র নাথ c/o-Haradhan Dey Nanja ma's Building A.K. Colony Peenya Bangalore - 22 Pin : 562140

১৭। ৭৪৬৭ তড়িৎ কুমার বসু ২২/১, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রোড কলি— ৭০০০৩৫

১৮। ৭৪০৯ অশোক নাথ Rly Qrt's No. 867/B Institute colony P.O.-Alipurduar JN. Dist.- Jalpaiguri Pin- 736123.

:—:

১৩৮০ বঙ্গাব্দের বিভিন্ন প্রতিযোগিতার ফল

বিজ্ঞান ভিত্তিক ছোট গল্প প্রতিযোগিতায় ১ম স্থান অধিকার করেছেন বি ৫৪৬০ জ্ঞানেন্দ্র নাথ রায় ও ২য় স্থান অধিকার করেছেন বি ৩০১৮ গীতা সিন্‌হা। গল্প ছুটির নাম যথাক্রমে 'হাইবারনেট্' ও 'অন্যমনে'। ১ম পুরস্কার প্রাপ্ত গল্পটি লিপি-মিতা নববর্ষ সংখ্যায় ও ২য় পুরস্কার প্রাপ্ত গল্পটি ২য় সংখ্যায় প্রকাশ করা হবে।

বি ৫৬৮৪ জীবন ভদ্র তাঁর মাতৃদেবী স্মৃতি রক্ষার্থে 'মা' শীর্ষক কবিতা প্রতি-যোগিতার ব্যবস্থা করেছেন। এই প্রতি-যোগিতায় ১ম স্থান অধিকার করেছেন বি ৬৪৮৭ এম, সি, মান্না ও ২য় স্থান অধিকার করেছেন বি ৬৬৪৫ অসিত বরণ হাজরা কবিতা ছুটি নববর্ষ বিশেষ সংখ্যায় (১৩৮১) প্রকাশ করা হবে।

৺শান্তি দেবী অঙ্কন প্রতিযোগিতায় ১ম স্থান অধিকার করেছেন বি ৫৪৬০ জ্ঞানেন্দ্র নাথ রায় ও ২য় স্থান অধিকার করেছে ৭১৯২ তপন মুখোপাধ্যায়। ছবি ছুটি লিপিমিতা নববর্ষ বিশেষ সংখ্যায় (১৩৮১) প্রকাশ করা হবে।

ক্ষীরোদ গোপাল আলোকচিত্র প্রতি-যোগিতার বিষয় ছিল বৃক্ষে উপবিষ্ট বা উড়ন্ত পাখীর ছবি। দুঃখের বিষয় যে কয়টি ছবি এসেছে তাতে পাখী অপেক্ষা প্রকৃতির শোভাই মুখ্য হয়ে উঠেছে! সেই কারণে কোন ছবিই পুরস্কার পাবার যোগ্যতা লাভ করেনি।

—০—

স্থায়ী সভ্য বা বিশ্বমিতা

সংঘে দু'বৎসরের চাঁদা দিয়ে যাঁরা স্থায়ী সভ্য হয়েছেন, তাঁদেরকে আমরা বিশ্বমিতা নামে অভিহিত করি। গত ১৭ই ফাল্গুন ১৩৮০ পর্যন্ত যে কয়জন বিশ্বমিতা পেয়েছি তাঁদের নাম, সদস্য সংখ্যা নীচে দেওয়া হল।

সর্ব্বশ্রী ৬৬২২ অজিত নিয়োগী ৬৭৩৫ দীপক কুমার দে ৭১৭০ নন্দনাথ লাহিড়ী ৭২৮৮ বসিব লস্কব ৬৬৮০ মৃত্যুঞ্জয় চক্রবর্ত্তী ৭৩৫০ ববীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ৬৮৩৬ শ্যামল কুমার সিন্‌হা ৭১৮৪ সুব্রত ভট্টাচার্য্য ৬৮৮৭ সুকুমার মুখার্জী ৭০২২ স্বরূপ সাঁতরা ও ৬৭৪২ হারাধন বর্মন।

বিশ্বমিতা হবার পর সংঘকে পত্র-পত্রিকার ব্যয় নির্বাহের জন্য বাৎসরিক চাঁদা মাত্র আট টাকা পাঠাইলেই চলবে। আশাকরি সংঘ এবার অধিকতর বিশ্বমিতা লাভে সক্ষম হবে।

লিপিমিতাকে যাঁরা সাহায্য করেছেন—

গত ১৭ই ফাল্গুন ১৩৮০ পর্যন্ত সাহায্য বাবদ যে অর্থ পাওয়া গেছে তারই হিসেব নীচে দেওয়া হল।

সর্ব্বশ্রী বি ৬৮৮৭ সুকুমার মুখার্জী ৯ টাকা, জনৈক মিতা ৮ টাকা, বি ৫৪০২ পান্নালাল ঘোষ ২ টাকা, বি ৬৬২২ অজিত নিয়োগী ২ টাকা, ৭৩৯৮ মোঃ আবুল হোসেন মণ্ডল ২ টাকা ও বি ৪৯৮ শিবানন্দ বসু ১ টাকা।

লিপিমিতার সাহায্য ভাণ্ডারে মোট ২৪ টাকা পাওয়া গেছে। গতবারের সাহায্য ভাণ্ডারে মোট ৬৭৫·৩৩ পয়সা জমা ছিল। সুতরাং এ পর্যন্ত সাহায্য ভাণ্ডারে মোট ৬৯৯·৩৩ পয়সা জমা রইল।

সভ্য-সভ্যাদের নিকট যে চাঁদা পাওয়া যায় তার দ্বারা পত্রিকার সমস্ত ব্যয়ভার বহন করা অসম্ভব। যাতে পত্রিকাটি নিয়মিত প্রকাশ করা চলে তার জন্য আর্থিক সচ্ছলতা একান্ত আবশ্যক। শুভাকাঙ্ক্ষী ও উৎসাহী মিতাদের অনুরোধে লিপিমিতার সাহায্য ভাণ্ডার খোলা হয়েছে।

আগত নববর্ষের বৈশাখী

লিপিমিতার বিশেষ বিজ্ঞপ্তি—

আগামী ১৩৮১ বঙ্গাব্দে লিপিমিতার যে বৈশাখী সংখ্যা প্রকাশিত হবে তাতে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সমস্ত বিশ্বমিতা, প্রবাসী মিতা ও সাধারণ মিতার বিস্তৃত পরিচয়ের পূর্ণ তালিকা প্রকাশ করা হবে। যে সকল সভ্য - সভ্যা নিয়মিত চাঁদা দিয়ে সংঘের সদস্য ভুক্ত হয়েছিলেন এবং এখনও যাঁরা বিশ্বমিতা হননি তাঁদের চৈত্র ১৩৮০ বঙ্গাব্দ (ইং ১৯৭৪ এপ্রিল) পর্যন্ত চাঁদা পরিশোধ না থাকলে লিপিমিতা নববর্ষ বৈশাখী সংখ্যায় তাঁদের পরিচয় প্রকাশ করা সম্ভব হবে না।

যে সকল মিতা বা বিশ্বমিতা দীর্ঘকাল যাবৎ সংঘের সঙ্গে যোগাযোগ রাখেননি বা যাঁদের চিঠি দিয়ে কোন উত্তর পাওয়া যায়নি তাঁদের নাম তালিকায় প্রকাশ করা হবে না।

সংঘের যে সমস্ত স্থায়ী সভ্য বা বিশ্বমিতা পত্র-পত্রিকা প্রভৃতির ব্যয় নির্বাহের জন্য ১৩৮০-৮১ বঙ্গাব্দ বাবদ সংঘের বাৎসরিক চাঁদা এখনও পাঠাননি আগামী ২০শে বৈশাখ ১৩৮১ (ইং ৪ঠা মে ১৯৭৭) এর মধ্যে পাঠাতে অনুরোধ জানাচ্ছি।

লিপিমিতার আগামী নববর্ষ সংখ্যায় বিশ্বমিতাদের আলোক চিত্র প্রকাশের জন্য ব্লক ও মুদ্রণের খরচা বাবদ ১২ টাকা সম্পাদকের নামে সংঘের ঠিকানায় মুদ্রানামা যোগে পাঠাতে হবে।

যাঁদের আলোকচিত্র পূর্ব্বে পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে তাদের ছবির ব্লক আর করাতে হবে না। তারা কেবল মুদ্রণ খরচা বাবদ ৬ টাকা পাঠাবেন। ব্লকের জন্য পাসপোর্ট অপেক্ষা বড় ছবি পাঠালে ব্লক ছাপার খরচ বেশী পড়বে। আলোকচিত্র টাকা ইত্যাদি ২০শে বৈশাখ ১৩৮১ সংঘে এসে পৌছান চাই।

যাবতীয় মণি অডার, পোষ্টাল অডার বা চেক Secretary Viswa Mitali Sangha এই নামে যেন পাঠান হয়।

ষ্টেট ব্যাংক বা কলকাতার বাইরের কোন

ব্যাংকের চেক পাঠাবার সময় যেন উপযুক্ত হয়। ব্যাংক কমিশন দেওয়া হয়। সমস্ত পোষ্টাল অডার বা চেক যেন ক্রশ করে পাঠান

— সঃ বিঃ মিঃ সঃ

নববর্ষের লিপিমিতার বিশেষ

সংখ্যার দক্ষিণা ১.৫০ পয়সা

বিশ্ব মিতালি সংঘের পক্ষ থেকে ১৩৮১ সালে লিপিমিতার বিশেষ বৈশাখী নববর্ষ সংখ্যা প্রকাশ করা হচ্ছে। এই সংখ্যার আকৃতি বর্তমান সংখ্যার দ্বিগুণ হবে। এবং প্রচারের জন্য বাঙ্গলা ও বাঙ্গলার বিভিন্ন পাঠাগারে প্রদানের উদ্দেশ্যে কিছু বেশী সংখ্যক পত্রিকা মুদ্রিত করা হয়ে থাকে।

এই সংখ্যায় থাকবে—

নববর্ষের দিনপঞ্জী, ছুটির দিন, ব্যক্তিগত ও বিভিন্ন দেশ সংক্রান্ত রাশি ফল, বিদেশের রাষ্ট্রদূতের ঠিকানা। তাছাড়া প্রবন্ধ, কবিতা, পরিভাষা, প্রতিযোগিতার গল্প, ধাঁধা, বাণী, রান্নাঘর, অনুমানস প্রতিযোগিতা প্রভৃতি।

প্রত্যক্ষ পরিচয়ের ভূমিকা হিসাবে বহু বিশ্বমিতার আলোকচিত্র আর্ট পেপারে ছাপা হবে। পুরস্কারপ্রাপ্ত অঙ্কিত চিত্রগুলিও ঐ সঙ্গে প্রকাশ করা হবে। সেই কারণে প্রত্যেক মিতাকে অতিরিক্ত ১.৫০ পয়সা পাঠাতে অনুরোধ জানানো হচ্ছে। এই প্রসঙ্গে জানানো হচ্ছে যে নিউজ প্রিন্টের মূল্য ও তার আনুসাঙ্গিক খরচা ইত্যাদি অত্যাধিক বৃদ্ধি পাওয়ায় পত্রিকাটির অতি-বিক্র মূল্য ১ টাকার স্থলে ১ টাকা ৫০

পয়সা ধার্য করা হল। যদি কোন মিতা উক্ত সংখ্যার একাধিক খণ্ড পেতে চান তবে ঐ খণ্ডের সংখ্যা জানিয়ে ২০শে বৈশাখ ১৩৮১ এর মধ্যে সংঘমিতাকে চিঠি দিতে হবে। প্রতিটি অতিরিক্ত খণ্ডের জন্য ১.৫০ পয়সা উল্লিখিত তারিখের মধ্যে যেন পাঠান হয়।

এই সংখ্যায় কেউ যদি বিজ্ঞাপন দিতে চান তবে সম্পাদকের নামে সংঘের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। ডাক বিভাগের অসতর্কতায় বহু পত্রিকা পথে মারা যায়। পূর্বে যে সকল মিতার পত্রিকা খোয়া গেছে তাঁরা যদি রেজিঃ বুক পোষ্টের খরচ বাবদ ১.৩০ পয়সা অতিরিক্ত পাঠান তাহলে সংঘ পত্রিকাটি নিবন্ধিত করে পাঠাবে।

—০—

বিজ্ঞপ্তি—

১৯৫৬ সালের সংবাদপত্র রেজিষ্ট্রেশন সেন্ট্রাল রুলস্-এর ৮ ধারা অনুযায়ী নিম্নবর্ণিত সংবাদ প্রকাশিত হইল।

১। প্রকাশের স্থান— বিশ্ব মিতালি সঙ্ঘ, ৪৮, রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, উত্তরপাড়া, হুগলী।
২। প্রকাশ কাল— মাসিক।
৩। মুদ্রাকরের নাম— শ্রীজগন্নাথ জানা, জাতি— ভারতীয়, ঠিকানা— ২৩, এ, পি, আঢ্য লেন, শেওড়াফুলি, হুগলী।
৪। প্রকাশকের নাম— শ্রীজগন্নাথ জানা, জাতি— ভারতীয়, ঠিকানা— ২৩, এ, পি, আঢ্য লেন, শেওড়াফুলি, হুগলী।
৫। সম্পাদকের নাম— শ্রীজগন্নাথ জানা, জাতি— ভারতীয়, ঠিকানা— ২৩, এ, পি, আঢ্য লেন, শেওড়াফুলি, হুগলী।
৬। সত্বাধিকারী— বিশ্ব মিতালি সঙ্ঘ, ৪৮, রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, উত্তরপাড়া, হুগলী।

আমি, শ্রীজগন্নাথ জানা, এতদ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে, উপরোক্ত তথ্যগুলি আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মত সত্য।

স্বাক্ষর—
প্রকাশক— শ্রীজগন্নাথ জানা
তারিখ— ১/৩/৭৪